ক্ষীরোদ-গ্রন্থাবলী

(দ্বিতীয় ভাগ)

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিনে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত।

মূল্য ১॥০ টাকা।

সূচী

১।	রামানুজ	১
২।	আলিবাবা	৭৯
৩।	ফুলশয্যা	১১৩
৪।	প্রেমাঞ্জলি	১৭১
৫।	দৌলতে ছনিয়া	২৩১
৬।	কুমারী	২৭৯
৭।	আলমগীর	৩০৯

রামানুজ

প্রস্তাবনা

—•—

গোলোক দৃশ্য

শত. শঙ্কর, হনুমান, সীতা ও বশিষ্ঠ।

...নয়ন।

...কাসঙ্গ প্রতিনিধিরূপে
...তোমারে করিতে আবেদন।
...আসে আজ্ঞা কর প্রভু!
...আমি তোমারে করিব সীতানাথ?
। রাঘবরূপে চিরদিন শিষ্য আমি তব।
ষ্ঠ। তাঁর ...ন—গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ মধুর।
গোলোকের সীমামধ্যে
যদ্যপি কর... হে আগমন,—তবে শুন।
রক্ষোদণ্ডে ...ধীর দেখি নিপীড়ন,
বিপন্ন দেখিয়া দেবগণে,
এই রামরূপ ...
রাবণে সবংশে তুমি করেছ সংহার।
কৃষ্ণরূপে উদয় গোকুলে
...নবকংসের ...ঙ্গ করিলে নির্ধন।
...ক্ষেত্রে তুমি ...রণ
...জনে সারথি রূপে
গোবিন্দ! ...শঙ্খ-চক্রভারে
...ণবিত করি...
...ক কৌরব-...।
...মধ্যে বিক্রান্ত ...
...শোধ হইয়াছে ...
...তদের করুণা-...
...রে করি ...
...র মানব যবে
...তে বুঝিল নিরীক্ষ...
...নি ...
... তা হ'লে ...

আচার্য্য শঙ্কররূপে
মুক্তের অদ্বৈতবাদ করিলা প্রচার।
তার পর—কি বলিব করুণানিধান।

রাম। আবার প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব
মানবে করেছে অধিকার?

বশিষ্ঠ। আবার প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব—
গুরুবাক্য যথার্থতঃ না ক'রে নির্ণয়,
হীন দম্ভ করিয়া আশ্রয়,
জীবব্রহ্ম অভেদ ভাবিয়া
"অহং ব্রহ্মাস্মি" বলি
ক্ষণধ্বংসী দেহে দেখে ব্রহ্মের বিকার।
জীব-পরিত্রাণে
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কলিতে উপায়
ভক্তিরে করেছে পরিহার।
সঙ্গোপনে অহঙ্কার করিয়া আশ্রয়
অশরীরী দৈত্য সমুদয়
চাটুবাক্য কহি কানে কানে
উন্মাদে ভুলায় নরগণে
মুক্তি অন্বেষিতে
তীব্রবেগে ছুটে তারা মরণের পথে।
রক্ষা কর রাম—
রক্ষা কর গুণধাম মোহগ্রস্ত নরে।

রাম। শিরোধার্য্য আজ্ঞা তব গুরু।
তর্কে তর্ক সনে রণ,
মীমাংসায় ভ্রম নিরসন—
ভক্তির মাহাত্ম্য জীবে করিতে প্রচার
একমাত্র যোগ্য দেখি অনুজ লক্ষ্মণ
রঘুকুলগুরুরূপে অযোধ্যা নগরে
যে সময় দিয়াছিলে মোরে
অপূর্ব্ব ...তত্ত্ব ...গ উপদেশ,
... যোগ করিত ...
... জীব
...

...পদের
...সনে,

মম সনে যুদ্ধ হ'ল কমল-সঙ্গিনী।
তাই মোর বুঝিল স্বরূপ—
মৃগের পশ্চাতে যেতে
বারংবার নিষেধ করিল মোরে।
কথা নাহি শুনে যে ফল লভেছি আমি
সমস্তই আছে ঋষি বিদিত তোমার।
নিশ্চিন্ত হও হে ঋষিরাজ!
জীবের কল্যাণে
জগতে আচার্য্যরূপে
পাঠাইব অনুজে আমার।
আকর্ষণে বিকর্ষণে—লীলার পোষণে
যাহার যাহার সেথা হবে প্রয়োজন
তারাও যাইবে তার সাথে।
শঙ্করাংশ দাস্তমূর্ত্তি যাইবে মারুতি,
ঊর্ম্মিলা যাইবে সাথে সতী—
চৌদ্দবর্ষব্যাপী যার আরতি সাধন
রেখেছিল বনবাসে স্বামীর জীবন।
ইন্দ্রজিত হইল নিহত যার বলে।
সতীর আরতিপুণ্য-বলে
তাই মোর জীবনসঙ্কটে পাবে ত্রাণ।
সুদীর্ঘ জীবন লয়ে
ধরণীতে সদ্ধর্ম প্রচার রবে রত।
অনুজে সুযোগ্য শিক্ষা দিতে
তোমারেও নিজ অংশে যেতে হবে ঋষি।
[illegible]। শিরোধার্য্য আজ্ঞা নারায়ণ।
[illegible]। উঠ তাত, উঠ প্রিয়তম,
মহর্ষির আবেদন—
উদ্‌গ্রীব দাঁড়ায়ে দেবগণ।
মানবের কল্যাণ-সাধনে—
মমাদেশ—অবতীর্ণ হও ধরণীতে।

([illegible]দেবীগণের গীত)

নব-[illegible] চণ্ড-কিরণকুল-মণ্ডন।
মায়া[illegible]প অগণিত-
গুণ-গণ-ভূষণ॥

[illegible]-বারণ

প্রথম অঙ্ক

—*—

প্রথম দৃশ্য

কাঞ্চীপুর—রামানুজের

রামানুজ।

রামানুজ। পূর্ণ ওই—পূর্ণ এই—
পূর্ণ হ'তে পূর্ণের উদয়!
তথাপি—তথাপি পূর্ণ।
মহাপূর্ণ পূর্ণের বাহিরে।
এ অনন্ত বিশ্ব তার
অনন্ত ব্যাকুল দৃষ্টি লয়ে
চেয়ে আছে তার মুখপানে
অনাদি অনন্ত কাল হ'তে
সেই ব্রহ্ম—নিত্যদীপ্ত বহ্নিশিখ[illegible]
জীব নিত্য স্ফুলিঙ্গ তাহার।
নেপথ্যে—[illegible]
বিন্দু যবে সিন্ধুতে মিশায়
বিন্দু আর চিনিতে না পারে [illegible]
পরমাণু-স্বরূপে শিহরে।
কিন্তু সিন্ধু ত সর্ব্বদা জানে
অঙ্গমধ্যে কোথা তার আছে [illegible]
তবে কেন দাম্ভিক মানব
"অহং ব্রহ্মাস্মি" বলি,
আপনারে বিস্ফারিত কর [illegible]কারে!
ভেদ অপগমে যবে আচার্য[illegible]র
নিজাস্তিত্ব করেছিলা ধ্যান
পূর্ণ পারে মহাপূর্ণ দেখে
আপনারে অংশ বুঝে হ[illegible]ছিলা স্থির
বুঝেছিলা সিন্ধুরই তর[illegible]ঋষি
তরঙ্গের সিন্ধু কভু নয়।
নেপথ্যে। রামানুজ ম[illegible]আছ?
রামানুজ। ব্রহ্মাংশ আ[illegible] জেনে,
ব্রহ্মের স্বরূপ নিজে[illegible]িব কেমনে?
হে আচার্য্য যাদব[illegible]াশ!
হয়েছি হতাশ—
শিক্ষা তব নাহি[illegible] মনে।

তাঁর শিষ্য দিয়ে তোমাকে ডাকতে পাঠিয়েছেন। এসে তোমাকে বারবার ডাকছে। তুমি [illegible] ব'লে রয়েছ, তবু শুনতে পাচ্ছ না?

রামা। মা! আমার আর আচার্য্যের কাছে যেতে ইচ্ছা নেই।

কান্তি। সে কি?

রামা। আচার্য্যের শিক্ষা আমার মনোমত হচ্ছে না।

কান্তি। চুপ চুপ! বাইরে তাঁর শিষ্য দাঁড়িয়ে আছে, শুনতে পাবে।

রামা। আমি ত আমার মনোভাব গোপন করব না। আমি নিজে আচার্য্যকে এই কথা বলব মনে করেছি।

কান্তি। চুপ কর অবোধ বালক! বল কি! দাক্ষিণাত্যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত যাদবপ্রকাশ—তাঁর শিক্ষা তোমার মনোমত হচ্ছে না! এ কথা লোকে শুনলে তোমাকে যে পাগল বলবে, হেয় জ্ঞান করবে। ও কথা আর কখন মুখে এনো না। সবে মাত্র আমরা তিন মাস কাঞ্চীপুরে এসে বাস করছি। এক ভগিনী ছাড়া এখানে আর কারও সঙ্গে আমাদের ভালো মেশামিশি হয় নি। আমাকে যা বললে, সাবধান, ওরূপ কথা যেন আর কারও কাছে ব'ল না। বললে এখান থেকে বাস তুলতে হবে।

রামা। তা হ'লে কোনও মতামত প্রকাশ করব না? ব্যাখ্যা মনোমত না হ'লেও শুধু বোবার মত শুনে যাব?

কান্তি। বোবার মত শুনে যাবে। ক্ষুদ্র বালক, তোমার মত কি? আচার্য্যকে দেশের লোক দ্বিতীয় শঙ্করাচার্য্য ব'লে মান্য করে। স্বয়ং রাজা তাঁর আদেশ অমান্য করতে সাহস করেন না। তাঁর কাছে তোমার মতের মূল্য কি? (নেপথ্যে—কি গো, চ'লে যাব?) পাঠিয়ে দিচ্ছি—পাঠিয়ে দিচ্ছি। যাও, আচার্য্য কি জন্য ডাকছেন শুনে এস।

রামা। যদি মা, তাঁর উপদেশ আমার ধর্ম্মমতের বিরোধী হয়?

কান্তি। তুমি কি আমাকে বৃদ্ধবয়সে পুত্রশোকে পাগল করতে চাও?

রামা। ভাল, তোমার আদেশ আমি গ্রহণ করছি। আমি নীরবেই তাঁর ব্যাখ্যা শুনবো। কিন্তু মা, আমার ধর্ম্মমতের কথা নিয়ে যদি তিনি আমাকে কখন প্রশ্ন করেন, তা হ'লে আমি নিজের [illegible] করতে [illegible] না। [illegible] তাকে আমি কিছুতেই [illegible] না। এখন [illegible] করবো না, [illegible] মা। আমি অহংবোধ রাখতে পারব না।

[রামানুজের প্রস্থান]

কান্তি। পাগলামী ক'র না—সর্বনাশ [illegible] না। তাই ত, দেশ ছেড়ে কাঞ্চীপুরে বাস ক[illegible] এসে বিভ্রাট করলুম না কি? আচার্য্যের প্র[illegible] প্রতাপ—আর ও এ দেশে অপরিচিত ক্ষুদ্র বাল[illegible]

(দীপ্তিমতীর প্রবেশ)

দীপ্তি। হ্যাঁ দিদি! রামানুজ কি আচার্য্যের গৃহে পড়তে গেছে? এ কি, তোমাকে বিমর্ষের মতন দেখছি কেন দিদি?

কান্তি। সে যেতে চাচ্ছিল না—আমি তাকে জোর ক'রে পাঠিয়ে দিলুম।

দীপ্তি। তা হ'লে সে তোমাকে আচার্য্যের কথা বলেছে না কি?

কান্তি। বলেছে।

দীপ্তি। কেমন ক'রে বলবে—সে ত জানে না। তার অন্তরালে এ কথা হয়েছে—গোবিন্দ জেনে এসেছে। সে এরই মধ্যে সে কথা কেমন ক'রে জানলে?

কান্তি। কি কথা দীপ্তিমতী?

দীপ্তি। তোমাকে সে কি কথা বলেছে?

কান্তি। বললে, আচার্য্যের শিক্ষা তার মনোমত হচ্ছে না।

দীপ্তি। সে কি কথা! সে কথা ত গোবিন্দ বললে না! সে বললে, রামানুজের বুদ্ধিতে আচার্য্য এত তুষ্ট হয়েছেন যে, এরই মধ্যে তাকে সর্ব্ব-শিষ্যের প্রধান ক'রে দিয়েছেন। আজ তার সমস্ত শিষ্য রামানুজের সম্মুখে পুঁথি খুলে তার মুখে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা শুনবে। সমস্ত শিষ্যদের আচার্য্য এই আদেশ করেছেন। যাদবাচার্য্যের ছাত্র—তারা ত আর 'ক খ' পড়া ছাত্র নয়। তাদের মধ্যে অনেকেই বিজ্ঞ। প্রায় সকলেই রামানুজের চেয়ে বয়সে বড়। তারা গুরুর এই অন্যায় আদেশ শুনে সকলেই বিদ্রোহী হয়েছে।

কান্তি। তা হ'লেই ত বিপদের কথা!

দীপ্তি। বিপদের কথা বই কি! গোবিন্দ এসে আমাকে বললে, "তুমি এখনি [illegible]

আজ টোলে যেতে নিষেধ ক'রে এসো। রাগের বশে শিষ্যেরা দাদাকে বিপদে ফেলতে পারে।"

কান্তি। তা হ'লে কি করলুম দীপ্তি! সে টোলে আজ যেতে চাচ্ছিল না। আমি যে জোর ক'রে তাকে পাঠিয়ে দিলুম!

(গোবিন্দের প্রবেশ)

গোবিন্দ। দাদা চ'লে গেছে?

দীপ্তি। চ'লে গেছে।

কান্তি। কি হবে গোবিন্দ?

গোবিন্দ। কি আবার হবে! গেছে যাক। আজ সব ছাত্রেরা কোলাহল করতে করতে টোল ছেড়ে চ'লে গেছে। আজ আর তাকে পড়াতে হবে না।

দীপ্তি। আজ না হয় হ'ল না! এর পর?

গোবিন্দ। আচার্য্য দাদাকে একাধ জেদ করেন, দাদা পড়াবে।

দীপ্তি। তোর দাদাকে এর পর যে তারা বিপদে ফেলবে, তার কি?

গোবিন্দ। এঃ! আমি বেঁচে থাকতে!

দীপ্তি। দেখিস!

গোবিন্দ। খুব দেখেছি।

কান্তি। না গোবিন্দ, ও সব গোলমালে কাজ নেই। তুমি তোমার দাদাকে ফিরিয়ে নিয়ে এস।

দীপ্তি। যা গোবিন্দ, তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আয়।

(দাশরথির প্রবেশ)

দাশ। বা-মামা—বা! তোমার ত খুব বুদ্ধি! বড় মামা একা চ'লে গেল, আর তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ?

[গোবিন্দের প্রস্থান।

দীপ্তি। বিপদের আশঙ্কা করছিস্ না কি দাশরথি?

দাশ। আশঙ্কা বলছ কি দিদি-মা!—নিশ্চয় বিপদ। আমি ভাগ্নে। আমিই বড় মামার কাছে পড়তে লজ্জা বোধ করছি! তাদের ভিতরে এক এক জন দিগ্‌গজ পণ্ডিত আছে। শুধু যাদবাচার্য্য ছাড়া আর কারও কাছে তারা মাথা হেঁট করে না। তারা ওই বালকের কাছে মাথা হেঁট করবে?

কান্তি। ভাই! তোমার মামাকে তা হ রক্ষা কর।

দাশ। আমি কি ক'রে রক্ষা করব বড়-দিদি আমি আচার্য্যকে বলেছিলুম। আচার্য্য আ কথা শুনলেন না। বরং বলতে আমাকে তিরস্ ক'রে উঠলেন। শিষ্যদের জেদ দেখে তাঁরও (হয়েছে। তিনি বড়-মামাকে দিয়ে একবার তা পড়াবেনই পড়াবেন। রক্ষা করতে পারে ‹ মামা। মামা একটু খুঁৎখুঁ-খুঁৎখুঁ ব'লে তা সকলে একটু ভয় করে।

দীপ্তি। তাঁর শিষ্যেরা এখন কোথায় জানি

দাশ। তারা সকলে এক জনের বাড়ীতে ‹ হয়েছে। জড় হয়ে কি পরামর্শ করছিল। আ উপস্থিত হ'তেই তারা সব চুপ করলে। বুঝল তাদের মতলব ভাল নয়। এক জন আমাকে স্প বললে—"দাশরথি! তোমার বড়-মামাকে ডে দাও। তুলে স্বগ্রাম পেরেম-বেদুরে ফিরে যে বল।"

দীপ্তি। তোর বড়-মামার সঙ্গে তোর পথে দেখা হয়েছিল?

দাশ। হয়েছিল।

দীপ্তি। তাকে নিষেধ করলি নি কেন?

দাশ। মামা নিষেধ শুনলেন না। বললে "তোমার কথা শুনব, না মায়ের কথা শুনব?" এ ব'লে মামা চ'লে গেলেন।

দীপ্তি। তা হ'লে তুমিও আর দাঁড়িয়ো ন তুমিও সেখানে চ'লে যাও।

[দাশরথীর প্রস্থান

কান্তি। তাই ত, কি করলুম ভগিনি?

দীপ্তি। গেছে, যাক্।

কান্তি। যাক কি?

দীপ্তি। আচার্য্যের আদেশ। যদি পড়া হয়, পড়াক্। কাঞ্চীপুরে এক অপূর্ব্ব টোলে বিস্তার হ'ক।

কান্তি। তার পর?

দীপ্তি। তার পর আবার কি! তুমি ভু গেছ দিদি, বৃদ্ধ-বয়সে কেমন ক'রে তোমরা এ পুত্রকে পেয়েছ? ভগবান্ পার্থ-সারথির কা যজ্ঞের কথা স্মরণ কর। আর স্মরণ কর সে স্বপ্ন। ভগবান্ নিজে তোমাকে দেখা দিয়ে বলে ছিলেন—"মা! আমি তোমার গর্ভে আশ্রয় নিত এসেছি।" তোমাদের পুণ্যের ফলে আমি

বৃদ্ধবয়সে সন্তান লাভ করেছি। উভয়েরই একই সময়ে জন্ম। দাদা মহাপুরুষ—উভয়ের কোষ্ঠী-বিচার ক'রে এক জনকে লক্ষ্মণ আর এক জনকে শত্রুঘ্ন নাম দিয়েছেন। নির্জনে ব'সে—ছেলে যতক্ষণ না ফেরে—এস, আমরা ভগবান পার্থ-সারথির নাম করি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

চণ্ডীমণ্ডপ।

যাদবপ্রকাশ ও তিরুমল।

(তিরুমল তৈল-মর্দ্দনে নিযুক্ত)

যাদব। বেটাদের এক দিক থেকে থড়মপেটা করব। দূর ক'রে দেব। আমি যাদবপ্রকাশ—স্বয়ং চোলরাজ আমার আদেশ অমান্য করতে সাহস করে না—শিষ্য হয়ে বেটারা কি না তাই করলে!

তিরু। আপনি যে অন্যায় রাগ করছেন!

যাদব। শিষ্য আমার আদেশ পালন করলে না—আমি অন্যায় রাগ করছি?

তিরু। আমি আপনার শিষ্যকে শিষ্য, ভৃত্যকে ভৃত্য। আমাকে যা আদেশ করবেন, আমি তখনি তা করতে প্রস্তুত আছি। তারা সব উষ্ণ-মস্তিষ্ক যুবক। আপনি ছাড়া তারা এ পৃথিবীর আর কোনও আচার্য্যের কাছেই মাথা হেঁট করে না। তারা ওই অপোগণ্ড বালকের কাছে পুথি খুলে পড়তে বসবে! এ বিসদৃশ আদেশের কথা যে শুনবে, সে-ই আপনি পাগল হয়ে গেছেন মনে করবে যে!

যাদব। আরে মূর্খ, কোনও একটা উদ্দেশ্য না থাকলে কি আমি এমন আদেশ করি?

তিরু। তা উদ্দেশ্যটা কি, তাদের বলুন না কেন? তা শুনেও তারা যদি আপনার আদেশ অমান্য করে, তখন না হয় তাদের উপর ক্রোধ প্রকাশ করবেন।

যাদব। উদ্দেশ্য বলব কি! আমি গুরু, তারা শিষ্য। আমার আদেশ, তাদের পাল্য। মাঝখানে ফাঁক। আমি আদেশ করব, তারা পালন করবে। কেন, কি জন্য তারা জিজ্ঞাসা করবে না। তবে না তারা শিষ্য?

তিরু। বেশ, আমাকেই বলুন। আমি ত একটা নিরেট মূর্খ; অনন্তকাল ধ'রে আপনার চেলাগিরি করছি। সব কাজেই আমি অন্তরঙ্গ, আর এটাতে নয়! তাদের উপর রাগ করেছেন কি! তার ভায়ে দাশরথি—সেই ছোকরাগুলো মামার সুমুখে পুথি খুলতে কুণ্ঠিত হচ্ছে।

যাদব। বালককে তুমি কি মনে কর?

তিরু। এত দিনের ভিতরে তার বিদ্যার পরিচয় ত কিছু পাই নি। এক দিনের জন্য তাকে একটা কথা কইতেও ত শুনি নি। তবে তাকে দেখলে মেধাবী ব'লে মনে হয়।

যাদব। মনে হয়? তিরুমল! আমি এ বয়স পর্য্যন্ত এমন মেধাবী বালক দেখি নি।

তিরু। বলেন কি!

যাদব। শঙ্করাচার্য্যের মেধার কথা শুনেছি। আর এই মেধা চক্ষে দেখছি।

তিরু। বলেন কি! আপনি অনুমানে বলছেন, না বালকের মেধা পরীক্ষা করেছেন?

যাদব। এই বয়সে বালক সর্ব্বশাস্ত্র আয়ত্ত করেছে। যেমন তেমন শাস্ত্র নয়—সর্ব্বদর্শন।

তিরু। সর্ব্বদর্শন আয়ত্ত করেছে?

যাদব। ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, কণাদ, পূর্ব্ব-মীমাংসা—এই পাঁচটার বিষয় ত জেনেছি। জানতে বাকী বেদান্ত।

তিরু। সর্ব্বশাস্ত্র যার অধীত, সে তবে আপনার কাছে কি পড়তে আসে?

যাদব। তা বুঝতে পারছি না। পঞ্চদর্শন পর্য্যন্ত তার বিদ্যার পরিচয় পেয়ে আমি চিন্তিত হয়েছি। এখন বেদান্ত সম্বন্ধে জানতে হ'লে আগে তার মনোভাব জানা প্রয়োজন।

তিরু। মনোভাব জানা প্রয়োজন!

যাদব। বালক শুধু মেধাবী নয়—অতি শিষ্ট। আমি শিষ্যদের বেদান্ত পড়াই, সে একান্তে ব'সে নীরবে শোনে। আমার ব্যাখ্যা তার মনোমত হয় কি না, বুঝতে পারি না।

তিরু। আপনার ব্যাখ্যা তার মনোমত হবে না?

যাদব। যদি হয়, তা হ'লে আমি শঙ্করগুরু গোবিন্দপাদের তুল্য ভাগ্যবান্। যদি না হয়—

তিরু। আগে থাকতে এরূপ অন্যায় সন্দেহ করছেন কেন গুরুদেব?

যাদব। এখনও করবার কারণ হয় নি। তবে পাঠনার সময়ে মাঝে মাঝে তার দিকে চেয়ে দেখেছি। সময়ে সময়ে তার মুখ দেখে আমার মনে

হয়েছে, আমার ব্যাখ্যা তার মনোমত হচ্ছে না। আমার ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করবার জন্য তার অধর সময়ে সময়ে স্ফুরিত হবার চেষ্টা করে। গুরুর প্রতি শ্রদ্ধার জন্যই যেন বালক প্রতিবাদে নিবৃত্ত হয়। বিশেষতঃ যে দিন আমি তোমাদের কাছে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' মহাবাক্যের ব্যাখ্যা করছিলুম, সে দিন তার মুখের ভাব দেখে আমি স্তম্ভিত হয়েছিলুম।

তিরু। তা এ কথা এ দাসের দাসকে বল্লে কি দোষ হ'ত?

যাদব। সেই জন্য ইচ্ছা করেছিলুম, ওই হতভাগাগুলোকে বেদান্ত পড়াবার ছলে বালকের বেদান্ত সম্বন্ধে মতটা জেনে নেব।

তিরু। (পদসেবা করিতে করিতে) হুঁ! এমন ছেলেমানুষিও করে! আমাকে এ কথা বললে, আমি এমন কৌশলে তাদের বুঝিয়ে বলতুম যে, তারা সুড়সুড় ক'রে পুঁথি খুলে ছোড়াটার কাছে পড়তে বসতো।

যাদব। এই ত জান্‌লে, এইবার হতভাগাদের বুঝিয়ে বল।

তিরু। এখনি তাদের কান ধ'রে টেনে আন্‌তে চল্লুম। আর বলাবলি কি? (ঘন ঘন পদসেবা)।

যাদব। একটু আস্তে—একটু আস্তে।

তিরু। আপনার ব্যাখ্যা যদি সে না গ্রহণ করে?

যাদব। তা হ'লে এই কাঞ্চীপুরে তার তুল্য শত্রু আমার আর নেই।

তিরু। হুঁ! শত্রু—কাঞ্চীপুরে আপনার—আর নেই—হুঁ—

যাদব। আরে, আরে আস্তে—করিস্ কি—আস্তে।

তিরু। (পদ ছাড়িয়া পৃষ্ঠসেবা) আপনার সন্দেহ অকারণ নয় তো?

যাদব। অকারণ সন্দেহ আমি কি কখন করি রে মূর্খ! ওর বাপ পেরেমবেদুরের কেশবাচার্য্যও এক জন পরম পণ্ডিত ছিল। শুধু আমার ভয়ে সমাজে সে নিজের মত প্রকাশ করতে পারতো না। ওর মামা শ্রীশৈলপূর্ণ একটা গোঁড়া বৈষ্ণব। আমার ভয়ে কাঞ্চীপুর ছেড়ে সে শ্রীশৈল পর্ব্বতে পালিয়ে আছে। লোকে বলে বৈরাগ্য। কিন্তু তা নয় তিরু, সে কেবল আমার ভয়। এখানে থাকলে বিচারে ঠিক আমি তাকে বৈষ্ণবধর্ম্ম ত্যাগ করাতুম। রামানুজ এই উভয় বংশ হ'তে জন্মগ্রহণ করেছে—বুঝেছ?

তিরু। ঠিক—ঠিক—ঠিক, তা হ'লে আপনি যা সন্দেহ করেছেন, তা ঠিক!

যাদব। হাঁ হাঁ—আস্তে আস্তে।

তিরু। আর আস্তে—এই আমার সেবা ঘন ঘন চল্‌তে লাগ্‌ল। আমি এখনি যাচ্ছি!

যাদব। করিস কি—আস্তে।

তিরু। আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন। (পৃষ্ঠে মুষ্টাঘাত)।

যাদব। মেরেই যদি ফেল্‌লি ত নিশ্চিন্ত হব কখন্?

(নেড়েলাইয়ের প্রবেশ)

কি খবর নেড়ু?

নেড়ে। আস্‌ছে। পরে সেই বাবাজী বেটা কাঞ্চীপূর্ণের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তার সঙ্গে কি কথা কইতে একবার দাঁড়িয়েছে।

যাদব। আজ আসে নি কেন, জিজ্ঞাসা করেছিলি?

নেড়ে। জিজ্ঞাসা করি নি—তবে জান্‌তে পেরেছি!

যাদব। কি জেনেছিস?

তিরু। আরে মর, মুখ ছুঁচ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? কি জেনে এলি, বল না।

নেড়ে। তার আসবার ইচ্ছা ছিল না।

তিরু। হুঁ।

যাদব। ইচ্ছা ছিল না?

নেড়ে। না।

যাদব। তবে যে এলো?

নেড়ে। তার মায়ের ইচ্ছায় আস্‌ছে।

যাদব। আমার অভিপ্রায় সে কি জান্‌তে পেরেছে?

নেড়ে। আজ্ঞে, তা সে কখন্, কেমন ক'রে জান্‌বে!

যাদব। তবে?

তিরু। আবার হতভাগাটা মুখ ছুঁচ ক'রে রইল!

নেড়ে। বাড়ীর ভিতরে মায়েপোয়ে কথা কচ্ছিল। আমি বাইরে থেকে শুনেছি।

যাদব। কি শুনেছিস্?

নেড়ে। আপনার শিক্ষা তার মনোমত হচ্ছে না।

যাদব। হুঁ!

তিরু। হুঁ! গুরুদেব! আপনার পিঠ রইল। রাগে আমার সর্বশরীর কেঁপে উঠল। হাত-পা সব আপনা আপনি ছুটতে লাগলো। এ অবস্থায় আপনার পিঠের মর্যাদা থাকবে না! আমি চললুম।

[তিরুমলের প্রস্থান।

যাদব। এই, ওর সঙ্গে যা। পথে রামানুজকে দেখে রাগের মাথায় যেন কোনও অসংবদ্ধ কথা না ক'য়ে ফেলে। বল্ গে যা, আমার নিষেধ। তুই ঠিক শুনেছিস?

নেড়ে। গুরুর কাছে কি আর মিছে কইছি?

যাদব। আচ্ছা, যা। দেখিস্, পথে যেন কেউ তোরা তাকে কিছু বলিস্ নি। তাই ত, এ বালক যে এখন আমার বিষম সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়ালো!

(যাদবের মাতার প্রবেশ)

মা-মা। হাঁ যাদব! ওই যে একটি বালক এক মাস ধ'রে তোমার কাছে পড়তে আসছে, ওটি কে?

যাদব। কেন—ওটির কথা এত দিন থাকতে আজ জিজ্ঞাসা করতে এলে কেন?

মা-মা। ওটিকে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি।

যাদব। ওটি আমার যম।

মা-মা। ঐ বালক যদি তোমার যম হয়, তা হ'লে ত কংসরাজকে আমি পেটে ধরেছি দেখছি।

যাদব। এখন যাও, স্নান আহারের সময় হ'য়ে এলো। আমার মাথার ঠিক নেই।

মা-মা। কচি ছেলে—তোমার কাছে কি পড়তে আসছে, জানতে আমার কৌতূহল হ'ল। তার কি এই উত্তর?

যাদব। যে শাস্ত্রের ভিতরে আমার মরণের ঘরের চাবি আছে, ও সেই শাস্ত্র পড়তে এসেছে—কথা বুঝলে?

মা-মা। বুঝেছি। তোমার মা আমি, আমি আর এই তুচ্ছ হেঁয়ালি কথাটা বুঝতে পারব না! তবে এটা বুঝতে পারছি না, ওই গোপালতুল্য বালক যদি তোমার যম হয়, তা এত দিন আমার পুত্রশোক হয় নি কেন?

[যাদব মাতার প্রস্থান।

যাদব। ভালো আপদ! এই বিষম সমস্যার চিন্তাতেই কি না যত বাধা এসে জোটে।

(রামানুজের প্রবেশ)

এস বাবা, এস। কিছুক্ষণ তোমাকে না দেখলে চিত্ত ব্যাকুল হয়। সেই জন্য তোমাকে ডাকতে পাঠিয়েছিলুম।

রামা। দাসকে আদেশ করবার কিছু আছে?

যাদব। দাস—তুমি দাস? না রামানুজ, এই বয়সেই পরম বিজ্ঞ তুমি। তুমি আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে আমাকে ধন্য করেছ।

রামা। পুত্র যদি বিজ্ঞ হয়, তা হ'লে কি সে পিতার সেবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়? আমাকে বিজ্ঞ ব'লে আপনি আপনার সেবাকর্ম থেকে বঞ্চিত করবেন না।

যাদব। হাঃ হাঃ—তা বলতে পার। তা হ'লে যে কার্যের জন্য তোমাকে ডাকিয়েছিলুম, আজ আর বলা হ'ল না; কা'ল বলব। আজ স্নানাহ্নিকের সময় হয়ে পড়েছে। তৎপরিবর্তে তুমি এক কাজ কর। তিরুমল আমার অঙ্গসেবা করতে করতে আমারই একটা প্রয়োজনে কার্য্য অসম্পূর্ণ রেখে চ'লে গিয়েছে, তুমি সেটা পূর্ণ কর। আমার এই পৃষ্ঠদেশটায় তৈলমর্দন কর। (রামানুজের অঙ্গসেবা) বাঃ বাঃ! কি মিষ্ট হাত! তাই ত ভাবি, গুরুসেবা ভালরূপ জানা না থাকলে কি এই বয়সে এত জ্ঞানলাভ হয়! অতি—অতি—অতি অত্যুত্তং—কিন্তু ন গহিতং।

(পুথি হস্তে জনৈক শিষ্যের প্রবেশ)

কি হে, আবার পুথি হাতে ফিরে এলে যে?

শিষ্য। গুরুদেব! সেই স্থানটা আবার গোলমাল হয়ে গেছে।

যাদব। আঃ! তোমার মত দু'টো বুদ্ধিমান্ শিষ্য থাকলেই যে আমার আচার্যলীলা সাঙ্গ। একটা সামান্য শ্লোকার্থ বুঝতে যদি তোমার তিন দিন যায়, তা হ'লে সমস্ত ছান্দোগ্য উপনিষৎ আয়ত্ত করতে তোমার জন্মটাই কেটে যাবে দেখছি যে! নাও, ব'স। আর পুথি খুলতে হবে না। অমনি অমনিই শোন,—"তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী।" কথাটা হচ্ছে সামান্য। জলের মত স্বচ্ছ, এতে বোঝবার কি আছে? তস্য যথা কি না তস্য যথা—তদ্‌শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে হলেন তস্য। সেই তস্যের উপর একটি যথা।

ও তত্ত্ব যথা, ওতে অনেক কথা। এখন সে সব বুঝতে পারবে না। তবে কপ্যাসং এটা বুঝতে হবে। ওইটেই হচ্ছে শ্লোকের মধ্যে আসল পদ। কপি ছিল আসং—কপ্যাসং। কপি মানে হ'ল বানর। আর আসং মানে হ'ল পশ্চাদ্‌ভাগ। যেটি সর্ব্বদাই লাল টুক্‌টুক্‌ কর্‌ছে—দেখছ? পুণ্ডরীকং কি না পদ্মং। পদ্মটা তা হ'লে কি রকম হ'ল? বানরের সেই উপাঙ্গদেশের মত লালবর্ণ। অক্ষিণী মানে দুটি চক্ষু। তা হ'লে সমস্ত শ্লোকটার মানে হ'ল—সেই মহাপুরুষের দুটি চক্ষু বানরের পিছনটার মত লালবর্ণ। উঃ! এ কি! পিঠে আগুন ফেল্‌লে কে রে? এ কি! তুমি? রামানুজ? তোমার চক্ষের জলবিন্দু? এত উষ্ণ? এত তোমার মর্ম্মজ্বালা যে, তার জন্য তোমার অশ্রুবিন্দু অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত আমার পৃষ্ঠে পতিত হ'ল! বল বৎস, বল। তোমার অন্তরে এত কি দুঃখ, বল।

রামা। গুরুদেব! আপনার ব্যাখ্যা শুনে আমার মর্ম্মভেদ হয়ে যাচ্ছে,

যাদব। আমার ব্যাখ্যা শুনে? তাই এত অশ্রুপাত?

রামা। সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ভগবানের চক্ষুর সঙ্গে বানরের গলিত পশ্চাদ্‌ভাগের তুলনা! এ যে কি বিসদৃশ—

যাদব। বিসদৃশ!

রামা। আর পাপজনক, তা আর আপনাকে কি বলব!

যাদব। বটে! এর উপর আবার পাপজনক ব'লে বোধ হয়েছে! রামানুজ! তোমার ধৃষ্টতাতে আজ আমি বড়ই ক্ষুণ্ণ হলুম। ভাল, এর চেয়ে তুমি কি উৎকৃষ্ট অর্থ করতে পার?

রামা। আপনার আশীর্ব্বাদে সবই হ'তে পারে!

(তিরুমল প্রভৃতি শিষ্যগণের প্রবেশ)

যাদব। ওহে! যে জন্য তোমাদের ডাকিয়েছিলুম, তার আর প্রয়োজন হ'ল না। তোমাদের আর রামানুজের ছাত্রত্ব করতে হ'ল না। এখন তোমাদের গুরুই রামানুজাচার্য্যের ছাত্র।

রামা। ক্রোধ করবেন না গুরু, আমার কথার অর্থ প্রণিধান করুন।

যাদব। আবার গুরু ব'লে রহস্য কেন রামানুজ? শিষ্য বল শিষ্য বল।

তিরু। কি হয়েছে গুরুদেব?

যাদব। আমার ব্যাখ্যা ওঁর বিসদৃশ আ পাপজনক ব'লে বোধ হয়েছে।

তিরু। বলেন কি! হতভাগার এত বড় ধৃষ্টত

যাদব। থাক্‌ থাক্‌—বালক—ক্রোধ ক না। নাও রামানুজ, তুমি শ্লোকের কি ' করতে চাও, বল।

রামা। 'ক' মানে জল, 'পি' মানে পান ক 'কপি' যিনি জলপান করেন, অর্থাৎ সূর্য্য। 'অ মানে বিকাশ। তা হ'লে কপ্যাসং মানে হ সূর্য্যবিকশিত। সূর্য্যোদয়েই পদ্ম প্রস্ফুটিত হ তা হ'লে শ্লোকের অর্থ হ'ল—সেই সবিতৃমণ্ড মধ্যবর্ত্তী মহাপুরুষের চক্ষু সূর্য্যবিকশিত পদ্মের ন্য শোভাশালী।

যাদব। (স্বগত) তাই ত! এমন অ ব্যাখ্যানকৌশল ত কখন শুনি নি!

বড়। ওরে! ছোঁড়া কি বলে রে!

নেড়ে। চুপ কর্‌—চুপ কর্‌। গুরুর দেখতে দেখতে কপ্যাসং হয়ে গেল, দেখ পাচ্ছিস না?

যাদব। ওরে পুথিখানা খোল্‌!—তো ব্যাখ্যা শুনে আমি সন্তুষ্ট হলুম। তুমি যদি ম মত ব্যাখ্যা করতে না পারতে, তা হ'লে এই স শিষ্যদের কাছে তোমাকে আজ বড়ই লা হ'তে হ'ত। আরে হতভাগা, এখনও হাঁ ক ব'সে আছিস্‌ কেন, পুথি খোল্‌।

রামা। আর পুথি খুল্‌তে হবে না।

যাদব। তুমি তা হ'লে শঙ্করের ব্য দেখেছ?

রামা। দেখেছি। তিনিই কপ্যাসং শ ওইরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। আপনি নূতন বলেন নি।

যাদব। ও! তা হ'লে তুমি শঙ্করেরও ঁ উঠ্‌তে চাও?

রামা। আপনার আশীর্ব্বাদে সকলি হ হ'তে পারে, গুরুদেব!

যাদব। আবার গুরুদেব কেন, শিষ্য শিষ্য বল রামানুজ!

রামা। ক্রোধ করবেন না। আমার ক অর্থ প্রণিধান করুন।

যাদব। যখন তুমি শঙ্করের ব্যাখ্য অগ্রাহ্য ক'রে তারও উপর উঠ্‌তে চাও, ' তুমিই আমার গুরু।

রামা। কেন আচার্য্য, আপনিও ত শঙ্করের ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য করেছেন।

বড়। আরে ম'ল, এ ছোঁড়া বলে কি!

নেড়ে। চুপ্ চুপ্! গুরুর মুখ এবারে পুণ্ডরীক হয়েছে—গালে হাসি ধর্‌ছে না।

যাদব। তুমি তা হ'লে আমার কৃত সিদ্ধান্তও পড়েছ?

রামা। পড়েছি। শঙ্কর জগৎটাকে মিথ্যা বলেছেন। বলেছেন, ওটা কিছুই নয়, যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম। আপনি তা বলেন নি। আপনি বলেছেন, জগৎটা মিথ্যা নয়। তবে অনিত্য ব'লে হেয়, আর ব্রহ্ম নিত্য ব'লে উপাদেয়।

যাদব। হাঃ হাঃ হাঃ! তোমায় বালক ব'লে বক্‌লুম বটে, তবে সকল সময়ে শঙ্করের ব্যাখ্যা মনোমত হয় না। তা হ'লে আমার কৃত সিদ্ধান্ত তোমার ভাল লেগেছে?

রামা। আচার্য্য! আমি ভগবানের দাস। সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত আমার কেমন ক'রে ভাল লাগবে?

নেড়ে। গুরুর মুখ আবার কপাস্‌।

তিরু। তাই ত রে! গোলমাল যে ক্রমে বাড়তে লাগল দেখছি!

বড়। বাড়বে না! তোমার আমার মত অজা-যুদ্ধ নয়। এ ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াই।

যাদব। হুঁ! তা হ'লে 'সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম' এর অর্থ ব্রহ্মের স্বরূপ, বলতে চাও না?

রামা। স্বরূপ বললে তাঁকে ছোট করা হয়। এ সমস্ত তাঁর গুণ,—তিনি নন। যেমন দেহ আমার—আমি দেহ নই।

যাদব। ওরে ধৃষ্ট পাষণ্ড! তুই দুরভিসন্ধি হৃদয়ে পুরে আমার শিষ্যত্ব করতে এসেছিস্! আমার ব্যাখ্যা যখন তোর মনোমত নয়, তখন তুই কি কর্‌তে এখানে এসেছিস্? চ'লে যা—এখনি চ'লে যা।

সকলে। চ'লে যা—(ইত্যাদি শব্দ)

যাদব। দেখ রামানুজ! তোমার ব্যাখ্যা শঙ্কর অথবা অপর কোন পূর্ব্বাচার্য্যের মতানুযায়ী নয়। সুতরাং তুমি এখানে আর এস না।

রামা। অকারণ ক্রোধ কেন দ্বিজ!

কভু তুমি নহ মতিমান, শঙ্কর সমান।
শঙ্কর আজন্ম যোগী,
আজন্ম সংসারত্যাগী ঋষি।
চন্দন-বিষ্ঠায় তাঁর ছিল সমজ্ঞান।
সর্ব্বত্র দেখিল ভগবান্,
দেখেছেন সর্ব্বরূপ ভগবানে স্থিত।
এ হেন শঙ্কর যোগিবর
করেছেন বানরপৃষ্ঠান্ত সনে
কৃষ্ণের সে পুণ্ডরীক আঁখির তুলনা।
হে কাম-কাঞ্চন-সেবী,
অবিদ্যাকবলগত গৃহী! পুথিগত
বিদ্যা ল'য়ে
এ হীন তুলনা কভু সাজে কি তোমারে?
প্রায়শ্চিত্ত করহ বিধান!
আজ হ'তে দাস ব'লে আপনারে
নারায়ণ-পদে কর আত্ম-সমর্পণ।

[প্রস্থান।

যাদব। কি হে, তোমরা সব শুনলে?

তিরু। আমরা ত শুনলুম; আপনি?

যাদব। আমিও শুনলুম।

তিরু। শুধু শুনলেন? এই অপমানটা নিজের ঘরে আমাদের সুমুখে ব'সে হজম করলেন!

যাদব। কি করব?

বড়। আপনাকে কিছু কর্‌তে হবে কেন? আপনি আমাদের আদেশ করুন। আমরা ছোঁড়াকে ধ'রে এনে তার দাঁত কটা ভেঙে দিই।

তিরু। এতে আমাদেরও মাথা কাটা গেল, তা জানেন?

যাদব। তা জানি। কি বললে বুঝলে?

তিরু। সে আপনি বুঝুন। ছোঁড়ার ধৃষ্টতা দেখে আমরা সব ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে গেছি।

যাদব। জ্ঞানশূন্য হ'লে হবে না। এর একটা প্রতীকার যত শীঘ্র পারা যায়, করতে হবে। ও কি বললে, বুঝলে না? বলে, আমি নারায়ণের দাস। আবার আমাকেও তাই হ'তে উপদেশ দিয়ে গেল। বালক, শিষ্ট বুদ্ধিমান্ হ'লে কি হবে, ওর মন দ্বৈতবাদরূপ পাষণ্ডতায় পরিপূর্ণ। সনাতন অদ্বৈতমতকে রক্ষা করতে হ'লে ওকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে। ক্ষুদ্র শাস্তিতে হবে না। ছেড়ে দিলেও চলবে না। ছাড়লেই ও নিজের ঘরে টোল খুলবে। তখন বহু ছাত্রের মধ্যে ও নিজের পাষণ্ড-মত প্রতিষ্ঠা করবে।

নেড়ে। আমি লোকপরম্পরায় শুনলুম, এরই মধ্যে রামানুজ 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং'—এই মহাবাক্যের ভক্তিপ্রধান ব্যাখ্যা ক'রে আপনার মত খণ্ডন করেছে। বলেছে, ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ,

জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ নন। তিনি এই সকল গুণবিশিষ্ট।

যাদব। ওই শোন। তা হ'লে এখন সকলে ঘরে যাও। সন্ধ্যায় এখানে আবার সমবেত হ'ও। সেই সময় ধীরে সুস্থিরে সকলে একসঙ্গে ব'সে, ও পাষণ্ডের বধোপায় চিন্তা করব।

[যাদব ও তিরুমল ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

তিরু। বধ করতেই হবে?

যাদব। বধ করতেই হবে। মূর্খ! তুমি বুঝছ কি! আমি ছাড়া এ দাক্ষিণাত্যে এমন আর কেউ নেই যে, ওই বালককে বিচারে পরাস্ত করতে পারে! যে শৈলপূর্ণ আমার কাছে বিচারে পরাস্ত হবার ভয়ে পাহাড়ে পালিয়েছে, ও তার ভাগ্নে হয়ে আমার ঘরে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রে গেল! স্বয়ং যামুনাচার্য্য - বৈষ্ণব বেটারা যাকে বশিষ্ঠের অবতার ব'লে থাকে, —আমাকে জয়পত্র পাঠিয়ে দাক্ষিণাত্যে প্রধান স্বীকার করেছে। আমি যত দিন আছি, তত দিন পর্য্যন্ত ভয় না থাকতে পারে। কিন্তু আমি আর ক'দিন! আমি ম'লে, ও ছোঁড়া কি এ দাক্ষিণাত্যে সনাতন অদ্বৈত মত রাখবে মনে করেছ?

তিরু। তাই ত গুরু, তা হ'লে উপায় কি হবে?

যাদব। বিনাশ—বিনাশ। আমি বেঁচে থাকতে থাকতে ওকে কোন উপায়ে শেষ ক'রে চ'লে যাব।

(পরিক্রমণ, মস্তকসঞ্চালন ও উচ্চহাস্য)

তিরু। কি হ'ল গুরুদেব?

যাদব। এসেছে এসেছে—তিরু, মাথায় উপায় এসেছে। এখন কাউকে ব'ল না। চল, আমরা গুরু আর সকল শিষ্য একত্র মিলে কাশীযাত্রা করি। তোমরা কৌশলে ভুলিয়ে ওকেও আমাদের সঙ্গে নাও! পথের মাঝে যেখানে সুবিধা বোধ করা যাবে, সেইখানেই তাকে শেষ করব, তার পর কাশীক্ষেত্রে গিয়ে কলুষনাশিনী গঙ্গায় স্নান। ব্রহ্মহত্যার পাতক স্নানের সঙ্গে সঙ্গেই ধৌত হয়ে যাবে।

তিরু। অতি সদ্‌যুক্তি!

যাদব। কেমন? এইবারে কমণ্ডলু, গামছা, ছত্র, বস্ত্র সব নিয়ে এস। প্রচণ্ড চিন্তা—আর স্নান না করলে মাথা ঠিক রাখতে পারব না। প্রচণ্ড চিন্তা—অদ্বৈতমতের র
করব। তাতে পাপ কি? হয়—কলু
গঙ্গে! সে পাপ ধুয়ে নেবার ভার যে
গ্রহণ করতে হবে।—যাও।

তৃতীয় দৃশ্য

মন্দিরের দালান।

যামুনাচার্য্য ও কাঞ্চিপূর্ণ।

কাঞ্চি। যদি বহুকাল পরে আপনা
দর্শন এ দাসের ভাগ্যে মিলেছে, তা হ'
যাবার জন্য ব্যস্ত হচ্ছেন কেন প্রভু? f
আমার কিশোরের আতিথ্য-গ্রহণ করুন।

যামুনা। বহু কাল পরে তোমার প্রিয়
করেছি। এ আকাঙ্ক্ষার বস্তু উপভোগে
নিমন্ত্রণ করতে হয় না। কিন্তু কি করব ব
আমার থাকবার উপায় নেই। সকলকে
ক'রে গভীর নিশীথে আমি শ্রীরঙ্গম ত্যাগ
আমার গন্তব্য-স্থান আর কাউকেও ব'লে অ
তারা খুঁজতে খুঁজতে যদি এখানে এসে
তা হ'লে এ কাঞ্চীপুরে অনর্থক একটা কো
সৃষ্টি হবে। আমার এখানে আত্মপ্রকাশে
নেই। এখন কি জন্য তোমার কাছে
শোন। শ্রীরঙ্গনাথের একটি সেবকের
হয়েছে।

কাঞ্চি। প্রভু কি আর দেহ রাখ্‌তে
করেন না?

যামুনা। ইচ্ছা করলেই এ জীর্ণ পিঞ্জ
কত কাল জীবন ধ'রে রাখ্‌তে পারব! অ
মৃত্যু এসে এ পিঞ্জর-দ্বারে করাঘাত ক'
গেছে। শিষ্যদের মুখ চেয়ে, আমি তাকে
প্রবেশ করতে দিই নি। কিন্তু কত কা
নিষেধ ক'রে রাখব! শাকৃতির অবতার
বেদান্তের মূর্ত্তি তুমি। তোমার কাছে দ
শেখবার বয়স আমার উত্তীর্ণ হয়ে গেছে
তোমার বরদরাজের কাছে আমি তাঁর শ্রী
জন্য একটি সেবক ভিক্ষা করতে এসেছি।

কাঞ্চি। শ্রীরঙ্গনাথের যখন সেবক
ইচ্ছা হয়েছে, তখন সে ত আপনার
হয়েছে গুরুদেব!

যামুনা। তা হ'লে সেবক পেয়েছি?

কাঞ্চি। দাসকে এ প্রশ্ন করছেন কেন? নিজেকেই এ কথা জিজ্ঞাসা ক'রে দেখুন।

যামুনা। পথে আসতে আসতে দেখলুম, অগণ্য শিষ্য-পরিবৃত যাদবপ্রকাশ এক অপূর্ব্ব সুন্দর যুবকের কাঁধে ভর দিয়ে পথ চলছে। তাকে দেখামাত্র আমি মুগ্ধ হয়েছি। বালকে অবতারের সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান।

কাঞ্চি। তবে আর কি প্রভু, সেবক চেয়েছেন, সেবক দেখেছেন—

যামুনা। আর পাওয়া?

কাঞ্চি। সে আপনি জানেন আর বরদরাজ জানেন।

যামুনা। পাওয়া কি বড়ই কঠিন?

কাঞ্চি। তাই বোধ ত হয়।

যামুনা। বালকের পরিচয় কি?

কাঞ্চি। পেরেমবেদুরের কেশবাচার্য্যের পুত্র। মহাত্মা শ্রীশৈলপূর্ণের ভাগিনেয়।

যামুনা। পরিচয়ে তুমি যে আমাকে ব্যাকুল ক'রে দিলে কাঞ্চিপূর্ণ! বালক যে আমাদেরই ঘর। তা হ'লে সে যাদবাচার্য্যের আয়ত্তে কেমন ক'রে পড়ল?

কাঞ্চি। আপনি তার প্রতি এত কাল কৃপা-দৃষ্টি করেন নি ব'লে।

যামুনা। বালকের নাম?

কাঞ্চি। শৈলপূর্ণ তাঁর নাম দিয়েছেন লক্ষ্মণ।

যামুনা। পাবার বাধা কি? যাদবাচার্য্যই বাধা না কি?

কাঞ্চি। সে বাধা কেটে গেছে। রামানুজ এক ভক্তিপ্রধান গ্রন্থ রচনা ক'রে যাদবাচার্য্যের মত-খণ্ডন করেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ ছিন্ন হয়েছে।

যামুনা। তবে সে আচার্য্যের কাছে রয়েছে কেন?

কাঞ্চি। নিজের একান্ত অনিচ্ছায়। শুধু আচার্য্যের আগ্রহে।

যামুনা। তার প্রতি আচার্য্যের কোনও দুর-ভিসন্ধি আছে বোধ হয়?

কাঞ্চি। অসম্ভব নয়।

যামুনা। বেশ, সে দুরভিসন্ধি আমি বুঝে নেবো। আর কোনও বাধা?

কাঞ্চি। বালকের বৃদ্ধ মা আছেন।

যামুনা। ভাল, তাঁর দেহত্যাগকাল পর্য্যন্ত আমি অপেক্ষা করতে পারব। এই বাধাই কি শেষ? নিরুত্তর কেন কাঞ্চিপূর্ণ? বালক বিবাহিত না কি?

কাঞ্চি। বিবাহিত।

যামুনা। হুঁ! উর্ম্মিলা বেটীও সঙ্গে সঙ্গে এসেছে?

কাঞ্চি। শুধু আসেন নি—মা আমার এবার পতিবিরহ-ভয় সঙ্গে সঙ্গে এনেছেন। এবারে আকুল-প্রেমে তিনি স্বামীকে জড়িয়ে আছেন।

যামুনা। সে বন্ধন থেকে বালককে মুক্ত করতে পারবে না কাঞ্চিপূর্ণ?

কাঞ্চি। আমি? আমি যুগযুগ ধ'রে ওই পরিবারের দাস। আমাকে এ বিষয় আদেশ কেন করছেন প্রভু?

যামুনা। অথচ তাকে মুক্ত করতে হবে। মা উর্ম্মিলে! রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃত সীতার উদ্ধারের জন্য একবার তুমি স্বামীকে হৃষ্টচিত্তে নিজের বন্ধন থেকে মুক্ত করেছিলে। এবারও দানবপ্রকৃতি মানব যোগীর আবরণ প'রে, জীবের হৃদয় থেকে ভক্তিরূপ সীতার অপহরণ করেছ। এবারেও তোমাকে স্বামী পরিত্যাগ করতে হবে। কোটি কোটি জীবের কল্যাণ-তুমি স্বার্থপরার মত নিজের ঘরে তাকে বেঁধে রাখতে পারবে না। এইবারে তোমার কিশোরকে একবার দেখাও সখা! একবার আমি তার সঙ্গে বোঝাপড়া করি!

কাঞ্চি। বরদরাজস্বরূপ আপনি। আপনি স্বরূপ দেখবেন। তবে দাসকে আর রহস্য করছেন কেন নারায়ণ!

যামুনা। তবে আমিই যাচ্ছি।

[যামুনাচার্য্যের প্রস্থান।

নেপথ্যে। কি বাবাজী আছ?

কাঞ্চি। এ কি! যাদবপ্রকাশ এখানে আসছে! তাই ত! কি অভিসন্ধিতে এখানে আসছে, বুঝতে ত পারছি না! বড়ই ত বিপদের কথা হ'ল! গুরুদেবও আজ এখানে। ও দাম্ভিক ব্রাহ্মণ তাঁকে দেখে যদি অসম্মানের কথা কয়? শুনলে ত আমি চুপ ক'রে থাকতে পারব না! সহসা যদি আমার সেই বাহুরে ক্রোধ প্রজ্বলিত হয়ে উঠে? তা হ'লে ত দিগ্‌বিদিক্ পাত্রাপাত্র জ্ঞান থাকবে না! যাক্, কি উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ আসছে, সেটা একটু অন্তরালে থেকে বুঝতে হচ্ছে।

[প্রস্থান।

উপর টোলের ভার দিয়ে চ'লে যাব। তা অন্নাট ঘেটো চুয়ে থাক, উত্তরোত্তর বাড়তেই লাগ্ল। তা হ'লে ত আর যাওয়া হয় না! কি করি, চোখ-কান বুজে একটা সঙ্কল্প ক'রে বসেছি।

কান্তি। তা করেছেন—ভালই করেছেন।

যাদব। শোন্, ছোড়ারা শোন্! তেজস্বিনী স্ত্রীলোকের মুখের কথা শোন্, ছোড়াদের কাছে এই প্রস্তাব করতেই তারা সব প্যাঁ প্যাঁ ক'রে উঠল। মায়ের কাছে বল্তেই, মাও তদ্বৎ—প্যাঁ প্যাঁ ক'রে উঠলেন। স্ত্রী ত শুনতে না শুনতেই পপাত ধরণীপৃষ্ঠে বাতেন কদলী যথা। শেষে হ্যাঁ প্যাঁ চ্যাঁ একত্র মিশে একটা বিষম গণ্ডগোল হয়ে উঠলো। আমারও তদ্দর্শনে সঙ্কল্প চতুর্গুণ দৃঢ় হয়ে গেল। আমি একেবারে দিনস্থির ক'রে ফেললুম।

কান্তি। তা করেছেন, ভালই করেছেন।

যাদব। ভাল করি নি রামানুজের মা?

কান্তি। বিশ্বনাথ দর্শনের তুল্য সৎ কাজ আর কি আছে?

যাদব। সব বোঝেন না, এই—কিন্তু মা এবং স্ত্রী এঁরা এ বুঝা, আর স্ত্রী হ'লে।—শুনেই মা হলেন পুত্রশোকাতুর মন হয়ে গেল যেন পতিবিয়োগবিধুরা। আমা-ক'রে সমস্ত দমকা মে... ধারা। একেবারে ক্যাঁচ

কান্তি। তা তাঁ... কেটে ফেললেম।

কেন? তা হ'লে আ...দের সঙ্গে নিয়ে গেলেন না পারতুম। ...াও আপনার সঙ্গে যেতে

যাদব। তাই যা... কিন্তু বিশ্বনাথের ইচ্ছা... একবার মনে করেছিলুম। কি জান রামানু... তা আর হ'ল না। কথাটা শর্ম্মা যাচ্ছি, বিশ্ব... মা, আমি যাদবপ্রকাশ কে লোকটা তাঁর...থের সঙ্গে পরিচয় করতে। বার আনবে... পুরীতে এলো, তা বিশ্বনাথ এক-চিত্তের ম...ন না? অপরিচিতের মত যাব, অপরি-তাদের ও চ'লে আসব? কাশীবাসী বুঝবে না যে, কথা শহরে দ্বিতীয় শঙ্করাচার্য্য এসেছে?—এর মর্ম্ম বুঝেছ?

কান্তি। সেখানে গিয়ে শাস্ত্রবিচার করবেন?

যাদব। শুধু বিচার! বিচারে কাশীধামের পণ্ডিতকুলের মধ্যে আমার সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা ক'রে তবে আবার দাক্ষিণাত্যে ফিরে আসব। কিন্তু তা করতে গেলে, মা ও স্ত্রী ইত্যাদি ঝঞ্ঝাট নিয়ে গেলে ত আর চলে না। তাই মনে করে-আমি একা যাব। কিন্তু ছেলেগুলো সব আমার সঙ্গে যাবার জন্ত জেদ ধরলে। তোমার পুত্রও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। কিন্তু আমি জানি, সে তোমার সবেধন নীলমণি, এই জন্ত তার প্রস্তাবে আমি প্রথম সম্মত হই নি। তবে তার আমার সঙ্গে যাওয়া যে প্রার্থনীয় নয়, এ কথা বল্তে পারি না। কেশব-গৃহিণি, তুমি রত্নগর্ভা। সেখানে পণ্ডিতদের সঙ্গে বিচারের সময় তোমার পুত্র আমার কাছে থাকলে আমার অনেকটা বল-বৃদ্ধি হ'তে পারে। কিন্তু তথাপি রামানুজের মা, তোমাকে স্মরণ ক'রে আমি তার অভিলাষ পূর্ণ করতে প্রথমে ইতস্ততঃ করেছি।

কান্তি। তা আমি পুত্রের মুখে শুনেছি।

যাদব। এ কথা শুনেছ? ভাবলুম, তীর্থযাত্রার কথা শুনলেই তুমি কিছু কাতর হয়ে পড়বে।

কান্তি। শুধু আমি নই ঠাকুর। আমার ছেলের তীর্থে যাবার কথা শুনে আমার পুত্রবধূও বড়ই কাতর হয়ে পড়েছে।

যাদব। ওই! ওই সমস্ত বিভীষিকাই ধর্ম্ম পথের কণ্টক। এই সকল ছাত্রদের স্ত্রী সকল কিন্তু সোৎফুল্লা হ'য়ে নিজ নিজ স্বামীকে বিদায় দিয়েছেন।

তিরু। আমার স্ত্রী ত আমাকে বলেছেন—"যেন কাশী থেকে তোমাকে আর ফিরতে না হয়।"

নেড়ে। আমারও কতকটা ওই রকম। তবে তিনি বল্বার সময় অঙ্গুলী ক'টা একবার সশব্দে বক্র ক'রে নিয়েছিলেন।

বড়। আমার বেলায় আরও কিছু বিশেষ। তিনি আমার কাপড়ের পুঁটুলির এক কোণে আট-কড়া কড়ি বেঁধে দিয়েছেন। বাঁধতে বাঁধতে বলেছেন—"মণিকর্ণিকায় চিতারোহণকার্য্যে এই কড়িকটাতে সমূহ উপকার দেখবে।"

যাদব। বুঝতে পারছ রামানুজের মা, তারা কিরূপ পতিপরায়ণা। তাঁরা জানেন যে, কাশীতে দেহত্যাগ করলেই মোক্ষ। স্বামীর মোক্ষকামনায় তাঁরা নিজ নিজ বৈধব্যকেও তুচ্ছজ্ঞান করেছেন।

কান্তি। সে বিষয়ে আপনি চিন্তা করবেন না। আপনার সঙ্গে যেতে যখন তার আগ্রহ হয়েছে, তখন এ সদিচ্ছায় আমি বাধা দেব না। গেলে, রামানুজ হ'তে স্বামীর পিণ্ডোদক-ক্রিয়াটা ত নিষ্পন্ন হবে?

যাদব। তাতে আর সন্দেহ আছে! শুধু তোমার স্বামীর? পিতৃপক্ষে তিন পুরুষ, মাতৃপক্ষে

ভিন পুরুষ। তোমার প্রপিতামহ পর্য্যন্ত, বুঝেছ? আর সে কার্য্য আমিই ক'রে দেব।

কান্তি। স্বামী পারেন নি। শুনেছি, আমার শ্বশুরও পারেন নি—বাছা হ'তে যদি সেই কাজ হয়, তা হ'লে তার চেয়ে সুখের কথা আর কি আছে? নিজের সুখের জন্ত পিতৃপুরুষের পিণ্ডোদকে ব্যাঘাত দেব!

যাদব। সাধ্বীর উপযুক্ত কথাই এই। আর পুত্রকামনা কিসের জন্ত রামানুজের মা? পিতৃপুরুষ পিণ্ড পাবে, এই জন্ত না? ছেলে লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করলে অথবা পদপ্রতিষ্ঠা লাভ করলেই সে পুত্রপদবাচ্য হয় না। যে পুত্র পিতৃপুরুষের উদ্দেশে ভক্তিসহকারে গণ্ডূষমাত্রও জল দান করে, সে অতি দরিদ্র হ'লেও পুত্র—

তিরু। অবশিষ্ট সব বেটারা মূত্র।

বড়। ওরূপ বহুমূত্র—বহুমূত্র।

যাদব। বস্—তা হ'লে বৃথা বাক্যে আর সময় নষ্ট করব না। আমি চললুম। মঙ্গলের উষায় যাত্রা করব স্থির করেছি—তুমি ইতিমধ্যে পুত্রের যাত্রার আয়োজন সম্বন্ধে যা যা করবার ক'রে রেখো। কেন না, আমাদের সকলেরই ইতিমধ্যে অল্পবিস্তর আয়োজন করতে হবে ত! আমাদের কেউ আর বোধ হয় আসতে পারবে না।

কান্তি। আপনাদের আসবার আর প্রয়োজন নেই। আমিই তাকে প্রস্তুত ক'রে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব।

যাদব। বস্—চ'লে এস হে তোমরা। রামানুজ!

(রামানুজের প্রবেশ)

আর কি, তুমি নিশ্চিন্ত হও। তোমার জননী সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার তীর্থগমনে অনুমতি করেছেন। আমরা এক্ষণে চললুম। প্রয়োজন বোধ কর, আমি এদের মধ্যে এক জনকে পাঠিয়ে দেব। না কর, যে সময় নির্দ্দেশ ক'রে দিয়েছি, সেই সময়ে তুমি আমার গৃহে উপস্থিত হয়ো।

রামা। কি মা, আদেশ?

কান্তি। গুরু যখন নিজে তোমাকে যত্ন ক'রে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন, তখন তোমাকে ছেড়ে দিতে আমার আপত্তি নেই।

(দীপ্তিমতীর প্রবেশ)

দীপ্তি। তোমার না থাকতে পারে দিদি, কিন্তু আমার আছে। হাঁ ঠাকুর, যে যেখানে টুকি-টাকি ছাত্র আছে, সকলকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন, তবে গোবিন্দকে কেলে রেখে যাচ্ছেন কেন?

যাদব। তোমার পুত্রে ও রামানুজে বথেষ্ট প্রভেদ। রামানুজ শান্ত, তোমার পুত্র চঞ্চল। রামানুজ বুদ্ধিমান্, আর সে কতকটা বুদ্ধিহীন।

দীপ্তি। আপনার সব শিষ্যেরাই কি শান্ত ও বুদ্ধিমান্?

যাদব। তা না হ'লেও তারা আমার বশ—আর তোমার পুত্র—

সকলে। অ-বশ।

যাদব। একে যেতে হবে বহু দূর, তার উপরে পথ সর্ব্বস্থানে সুগম নয়। বিশেষতঃ পথের মাঝে বিন্ধ্যাচলপাদমূলে গোণ্ডারণ্য ব'লে যে স্থান আছে, সে স্থান অতি দুর্গম। যদি তোমার পুত্র চঞ্চলস্বভাববশতঃ একটু এ দিক ও দিক গিয়ে পড়ে, তা হ'লে আর তাকে আমরা খুঁজে পাব না।

তিরু। সে ত পথ হারালে খুঁজে পাব না; আর ব্যাঘ্র-ভল্লুকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লে?

বড়। সাক্ষাৎ? সে ত হবেই। গোবিন্দ ব্যাঘ্রের উদরে অধিষ্ঠান না ক'রে কখনই ছাড়বে না।

যাদব। রামানুজকেই আমি অতি সঙ্কোচের সহিত নিয়ে যাচ্ছি। তবে ওর না কি যাবার একান্ত ইচ্ছা হয়েছে—আর বালক নাকি অতি শিষ্ট—তাই ওকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।

দীপ্তি। আচার্য্য! আপনি আমার পুত্রকেও নিয়ে যান। চঞ্চলতার জন্ত সে যদি প্রাণ হারায়, তা হ'লে আমি বুঝব, সে নিজ দোষের শাস্তি পেয়েছে। আপনি ব্রাহ্মণ, আমি আপনার সুমুখে প্রতিজ্ঞা ক'রে বলছি যে, সে জন্ত আমি আপনাদের কাউকেও দোষী করব না।

তিরু। গুরুদেব! গণ্ডগোল!

বড়। আমি তখনই বলেছি, রামানুজকে আপনি সঙ্গে নেবার অভিলাষ করবেন না। কিন্তু আপনি যে রামানুজ রামানুজ ক'রে পাগল।

নেড়ে। পাগল ব'লে পাগল—নিজের ছেলের জন্তও ওঁকে কখন ওরূপ ব্যাকুল দেখি নি।

যাদব। দেখতে ব্যাকুল ব'লে কি, নিয়ে যাবার জন্তও আমি ব্যাকুল হয়েছিলুম? এ বিপদ ত তোরাই ঘটালি।

দীপ্তি। দোষী ত করবই না, পুত্র যদি মরে, তার জন্ত এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলব না।

বড়। তুমি ত ফেলবে না, কিন্তু আমাদের যে

তার জন্য মাকের জলে চোখের জলে মাকানি-চোবানি খেতে হবে।

যাদব। তবে শোন গোবিন্দের মা। শুনলে মনে কষ্ট হবে, তবু বলি। তোমার পুত্রটি শুধু চঞ্চল হ'লে ক্ষতি হ'ত না। পুত্রটি তোমার তার উপর অতি অশিষ্ট। সে দিন রামানুজকে ও আমাতে শাস্ত্রার্থ নিয়ে এক দিন একটু বাগ্‌বিতণ্ডা হয়েছিল। কেমন হে রামানুজ? সেই সে দিন। পূর্ব্বসংস্কারবশে তোমার সূত্রার্থ আমি হৃদয়ঙ্গম করতে পারি নি। তাইতে তোমাকে একটু কটূক্তি করেছিলুম। তুমি সে দিন মনঃক্ষোভে বোধ হয় পথ চলছিলে। গোবিন্দ তোমার সে অবস্থা দেখেছিল। তোমাকে ডেকেছিল, তুমি উত্তর দাও নি। তাইতে তোমার ভাই আমার কাছে ছুটে এসে ক্রোধে আরক্ত নয়ন ক'রে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—হাঁ গুরু! আমার দাদাকে কেউ কি কিছু অপমান করেছে? তার সঙ্গে তখন দুচারটে কথা ক'য়ে বুঝলুম, যদি সত্য কই, তা হ'লে তোমার ভাইয়ের হাতে আমার লাঞ্ছনার শেষ থাকবে না। ভয়ে আমাকে মিথ্যা কইতে হ'ল।

রামা। এ যদি সে ক'রে থাকে, তা হ'লে সে বড়ই গর্হিত কাজ করেছে গুরু!

যাদব। পথে যেতে যেতে কোন দিন তোমার সঙ্গে আমার অন্যান্য শিষ্যদের একটু আধটু যে বাগ্‌বিতণ্ডা না হ'তে পারে, এমন কথা বলতে পারি না। অবশ্য সকলেই তোমাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে, তবু—তবু—কি জান রামানুজ!

রামা। এ রকম বিতণ্ডা ত পিতা-পুত্রের ভিতরেও হয়ে থাকে—স্বামি-স্ত্রীতে, সহোদরে সহোদরে—

যাদব। লক্ষ্মী-নারায়ণের ভিতরেও হয়ে থাকে—

ভিক্ষু। যেখানে যাবার মনন করেছি, সে স্থানটা কি ক'রে হ'ল? হরগৌরীর কোন্দলেই ত পবিত্র বারাণসীর প্রতিষ্ঠা হ'য়ে গেল।

যাদব। তোমার সে দুষ্ট ভাই সঙ্গে থাকলে, নিশ্চয় একটা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হবে।

মেজো। আমি ত এখনি চললুম।

বড়। আমি এই তোর মুক্ত-কচ্ছ অবলম্বন করলুম—(কাছা ধরা)

ভিক্ষু। আমি তোদের স্কন্ধদেশে ভরপ্রদান করলুম।

যাদব। দাঁড়াও—ব্যাকুল হয়ো না। তাই বলি রামানুজ, তুমি আমাদের সঙ্গে যাবার সঙ্কল্প ত্যাগ কর।

রামা। না গুরু, ত্যাগ করব না। আমি আপনার সঙ্গে যাব।

কান্তি। আপনি ভয় পাবেন না আচার্য্য! আমি গোবিন্দকে ভুলিয়ে ঘরে রাখব।

[দীপ্তিমতী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(গোবিন্দের প্রবেশ)

গোবিন্দ। কি হ'ল মা? গুরু মত করলে না?

দীপ্তি। হাঁ রে হতভাগা, গুরুর সঙ্গে কি ব্যবহার করেছিস্?

গোবিন্দ। কই, কবে, কি ব্যবহার করেছি?

দীপ্তি। ছি ছি! এমন কুক্ষণে তোকে গর্ভে ধরেছিলুম যে, আজ আমাকে তোর জন্য একঘর লোকের কাছে মাথা হেঁট করতে হ'ল। বলতে এসে আমি মুখ পেলুম না! সকলে প'ড়ে ছি ছি করতে লাগল!

গোবিন্দ। কই, কবে কি বলেছি, আমার ত কিছু মনে নেই!

দীপ্তি। মনে নেই, মনে ক'রে দেখ। গুরু কি মিথ্যা কথা বলেছে? ছি ছি ছি ছি! কি ঘেন্না! কোথায় বড় মুখ ক'রে আচার্য্যের কাছে এলুম, মনে করলুম, বালক ব'লে বুঝি করুণায় তোকে তিনি সঙ্গে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন না। ও মা, তা নয়, উলটো হ'ল।

গোবিন্দ। তা হ'লে আমার গুরুর সঙ্গে যাওয়া হ'ল না?

দীপ্তি। সঙ্গে যাবার নামেই তাঁর তীর্থযাত্রা বন্ধ হবার যোগাড় হয়েছিল।

গোবিন্দ। ও! মনে পড়েছে, মনে পড়েছে। কই মা, আমি ত গুরুকে কিছু বলি নি। দাদাকে অপমান করেছে মনে ক'রে আমি তার চেলাদের যমালয়ে পাঠাব বলেছিলুম।

দীপ্তি। তোমার মূর্ত্তি দেখে ভয়ে তিনি মিথ্যা কথা কয়েছিলেন।

গোবিন্দ। হুঁ! তা হ'লে দাদার সঙ্গে আমার কাশী যাওয়া হ'ল না?

দীপ্তি। তুমি গেলে আচার্য্যের এক জনও ছাত্র তাঁর সঙ্গে যাবে না। তারা তোমার নাম শুনেই কাঁপতে লাগলো।

গোবিন্দ। হুঁ বুঝেছি। কিন্তু মা! আচার্য্য যদি আমাকে তীর্থে নিয়ে না যান, আমি নিজে ত যেতে পারি!

দীপ্তি। কোথায়?

গোবিন্দ। কেন, তীর্থে।

দীপ্তি। পাগল! নে, ঘরে চল্। না যাওয়া হ'ল, তাতেই বা কি, তুই এখানে থেকে দিদির সেবা কর্। তা হ'লেই তোর তীর্থে যাওয়ার ফল হবে।

গোবিন্দ। সে ফল ভোগ কর তুমি। মা, আমাকে অনুমতি কর।

দীপ্তি। কিসের অনুমতি? নে পাগল, ঘরে আয়।

গোবিন্দ। না, মা! আদেশ কর, আমি তীর্থে যাই।

দীপ্তি। কার সঙ্গে যাবি?

গোবিন্দ। (বক্ষে হস্ত দিয়া) এই এর সঙ্গে। মা, আমি অশিষ্ট, ধৃষ্ট, কিন্তু বলিষ্ঠ। সুতরাং একা তীর্থে যাওয়াই আমার পক্ষে সঙ্গত। যখন যাব সঙ্কল্প করেছি, তখন যাবই। তবে তোমার অনুমতি পেলে তীর্থে পৌছিতে পারব, পেলে পথের মাঝে গোণ্ডারণ্যে—বাঘের হাঁয়ের ভিতর—বুঝেছ? বিশ্বনাথ আর দেখা হবে না।

দীপ্তি। যেতেই হবে?

গোবিন্দ। এই যে বললুম মা! যে গুরু শিষ্যকে ভয় ক'রে মিথ্যা বলে, আজ যে সে সত্য কইলে, তাতেই বা বিশ্বাস কি মা! আমার আসল গুরু ওই মিথ্যাবাদী নকল গুরুর সঙ্গে যাচ্ছে।

দীপ্তি। তা হ'লে আর গোল করিস্ নি, কেউ না জানতে জানতে আমার সঙ্গে বাড়ী চ'লে আয়।

তৃতীয় দৃশ্য

গোণ্ডারণ্য।

(ব্যাধ-বালক-ব্যাধ-বালিকাবেশে নারায়ণ ও লক্ষ্মীর গীত)

(ওরে) ভাবনা কি তোর ভাবী।
যখন যা তোর হবে পাবার, চাইতে না তুই পাবি॥
(তোর) ঠোঁটের কথা থাকতে ঠোঁটে,
মনের কথা নেবো লুটে,
অমনি কাছে যাবো ছুটে পূরিয়ে দেবো দাবী।
নিজের ঘরে হাট বসাবি হাটে কেন যাবি॥

(গোবিন্দের প্রবেশ)

গোবিন্দ। তাই ত! কি দুর্গম পথ! উভয় পার্শ্বের ঘন বন যেন কত ক্রোশ চওড়া এক একটা পাঁচীলের মত দাঁড়িয়ে আছে। একা একা এই দুর্গম পথ ভেদ করতে হবে? নারায়ণ! কি তোমাকে বলব, বুঝতে পারছি না। আমার কোমলপ্রকৃতি দাদাকেও যখন এই পথ অবলম্বন ক'রে চলতে হবে, তখন তোমার আশাসমূর্ত্তি দেখিয়ে এ দাসকে সাহস দাও। কে যেন আসছে না? আরে গেল, একটা ছোঁড়া ব্যাধ আর এক ছুঁড়ী বেদেনী। তাই ত! দুটো শুধু আসছে না। দুটোতে বেশ স্ফূর্ত্তি করতে করতে আসছে; বেটাবেটীরে এমন জঙ্গলকেও যেন ঘর-বাড়ীর মতন ক'রে ফেলেছে। একটু মাত্র সঙ্কোচ, বিন্দুমাত্র ভয় নাই।

গোবিন্দ। ওরে ও বেদে ছোঁড়া! গান রেখে একটা কথা শোন্ দেখি।

নারায়ণ। তুই কে বটিস রে?

গোবিন্দ। এখান থেকে কি বলব? কেয়া-মতি রেখে কাছে আয়, বলি। আরে বোকা, ওটাকে শুদ্ধ নিয়ে আয়। এখনি বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে চোৎ ক'রে ওটাকে নস্যি ক'রে ফেলবে।

নারা। তুই কে বটিস্?

গোবিন্দ। আঁচ কর দেখি।

লক্ষ্মী। দেখে মনে হচ্ছে, তুই একটা মানুষ।

গোবিন্দ। দেখ ছোঁড়া! তোর চেয়ে তোর সঙ্গের ওই ছুঁড়ীর বুদ্ধি আছে।

নারা। তুই ঠিক বুঝেছিস্। আমার বল-বুদ্ধি-ভরসা সবই ওই রে—সব ওই।

গোবিন্দ। ও যদি তোর সব হ'ল, তা হ'লে তুই কেমন ক'রে থাকিস্?

নারা। ও আমায় ছেড়ে থাকতে পারে না ব'লে ও-ও আছে, আমিও আছি—কি রে বুঝলি?

গোবিন্দ। ও তোদের কথা তোরা বোঝ্। এখন আমাকে বল দেখি, এ কোথায় আমি এসেছি?

নারা। তুই কোথায় যাবি ?

গোবিন্দ। যাব অনেক দূর।

নারা। কোথা থেকে আসছিস্ ?

গোবিন্দ। সে-ও অনেক দূর।

নারা। তুই যখন আমাকে খাঁটি কথা কইতে ভয় করছিস্, তখন এ বনে কেমন ক'রে পথ চলবি ? এ বনে যে অনেক বাঘ ভালুক আছে।

গোবিন্দ। বাঘ-ভালুকও যেমন আছে, তোরাও ত তেমনি আছিস্।

লক্ষ্মী। ও একাই আছে রে!

গোবিন্দ। আর তুই ?

লক্ষ্মী। আমি একা থাকতে পারি না ব'লে ওর সঙ্গে আছি। কোথায় যাচ্ছিস্, ওকে ঠিক ক'রে বল্। তা হ'লে এ বনে তোর আর ভয় থাকবে না।

গোবিন্দ। তাই ত, এ ছুটো বলে কি ? যাই হ'ক, ওরা বেদে—অসভ্য। ওরা কথায় মার-প্যাঁচ জানে না। আর কাউকে বলতে বারণ ক'রে ওদের বলি। বারণ করলে ওরা আচার্য্যকে বলবে না। আচার্য্যের দলও এখানে আসে যাসে হয়েছে।

নারা। কেমন রে, ঠিক বলেছি ত! বলতে তোর ভয় হচ্ছে।

গোবিন্দ। কা'উকে বলবি নি ?

লক্ষ্মী। তুই কাশীজী যাচ্ছিস, না ?

গোবিন্দ। কেমন ক'রে জানলি ?

নারা। তুই যাচ্ছিস কি না, বল্ না ?

গোবিন্দ। কেমন ক'রে বলব ? কাশী কি আর যাওয়া হবে ?

নারা। মন মুখ এক করলেই হবে। ওই কাশীজী যাচ্ছে।

গোবিন্দ। কারা ?

নারা। ওই যে ওরা—বনের ধারে এসে আড্ডা গেড়েছে।

লক্ষ্মী। তাদের ভেতরে একটা ছেলে আছে, তাকে দেখলে বড় আহ্লাদ হয় রে।

গোবিন্দ। তাই ত! এসে পড়েছে ?—ওদের বলবি নি ভাই ?

লক্ষ্মী। কেন, ওদের কি তোর ভয় হয় ?

গোবিন্দ। ওরা আমাকে সঙ্গে নেবে না ব'লে আমি একা এসেছি।

নারা। বেশ করেছিস্ রে বেশ করেছিস্—একাই ভাল রে একাই ভাল। বিশ্বনাথ একাকে ত ভালবাসে রে!

গোবিন্দ। তাই ত! কে এরা! এই ঘোরা-রণ্যে এমন আহ্লাদে পুতুলের মতন নেচে-খেলে বেড়াচ্ছে—কি অদ্ভুত এরা!

নেপথ্যে। শিব শিব শম্ভো।

নারা। ওই ওরা আসছে রে—

গোবিন্দ। তাই ত! ওরা আসছেই ত বটে! এই দিকেই এসে পড়ল যে!

নারা। তুই কি ওদের দেখা দিবি নি ?

গোবিন্দ। না ভাই, সাধ্যমত দেব না।

নাড়া। তা হ'লে এইখানেই লুকিয়ে থাক্—আর কোথাও যাস নি। এ গোওয়ারন্য—এখা ন গাছ বড় ঘন আছে রে—এখানে লুকুলে ওদের কেউ তোকে দেখতে পাবে না।

গোবিন্দ। বেশ, এইখানেই লুকুবো।

লক্ষ্মী। কিন্তু তুই একা কি ক'রে থাকবি! এ বনে বড় যে ভয় আছে রে!

গোবিন্দ। আরে বেটী, তোরাই যে আমার সকল ভয় ঘুচিয়ে দিলি। বুঝিয়ে দিলি, "মারে কৃষ্ণ রাখে কে, রাখে কৃষ্ণ মারে কে ?"

লক্ষ্মী। তুই ঠিক বলেছিস্ রে ঠিক বলেছিস্!

গোবিন্দ। দেখিস্ ভাই, বলিস্ নি—দেখিস ভাই!

নারা। দেখব ভাই, দেখব ভাই!

[উভয়ের প্রস্থান।

গোবিন্দ। এ কি, কথা শেষ করতে না করতেই চ'লে গেল!—চ'লে গেল, না মিলিয়ে গেল! মিলিয়ে গেল, না ভুলিয়ে গেল!

(নেপথ্যে)। দেখো হে, কেউ যেন হাত ছাড়াছাড়ি ক'র না—কেউ যেন এ পাশ ও পাশ যেয়ো না। এর পরেই গাঢ় অন্ধকার।

গোবিন্দ। আর দাঁড়ানো হ'ল না—তবে ওরা কি বলাবলি করে, শুনতে হবে। তা হ'লে এই একটা কি ঝাবড়ি গাছ রয়েছে—এইটের ওপর উঠি।

[প্রস্থান।

(তিরুমল, বড়কুন ও নেড়েলাইএর প্রবেশ)

তিরু। বড়ু! বুঝচ কি! এই উপযুক্ত জায়গা।

বড়। ঠিক বলেছ দাদা, এই উপযুক্ত জায়গা।

নেড়ে। তা হ'লে এইখানেই শেষ করবার ব্যবস্থা কর।

তিরু। তা আবার বলতে! এখানে কাজ হাসিল হ'ল ত হ'ল, নইলে আর কোনও স্থানে হবার সুবিধা নেই।

বড়। একবার কেবল গুরুদেবের অনুমতি।

(যাদবপ্রকাশ ও অন্যান্য শিষ্যগণের প্রবেশ)

যাদব। তিরুমল!

তিরু। এই যে প্রভু!

যাদব। এই গোণ্ডারণ্য। এর পৌরাণিক নাম দণ্ডকারণ্য। এইখানেই রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণকে নিয়ে আশ্রমকুটীর বেঁধে অবস্থান করেছিলেন। এইখানেই মায়া-মৃগরূপে মারীচ রামকে ভুলিয়েছিল। সে কার্য্য যদি করতেই হয়, তা হ'লে এমন সুবিধার স্থান আর পাবে না।

বড়। যদি কি গুরুদেব, আশীর্ব্বাদ করুন, এইখানেই তাকে শেষ ক'রে রেখে যাব।

যাদব। নিরুপায় বৎস, নিরুপায়। নিরুপায়ে আমাকে এই কাজ করতে হচ্ছে। ব্রহ্মহত্যা—কিন্তু কি করব, নরাধম অদ্বৈতমতের বিরোধী—তার হত্যায় পাপ নেই। যদিও একটু আধটু হয়, কলুষনাশিনী গঙ্গায় একবার অবগাহন করলেই সব ধৌত হয়ে যাবে।

তিরু। সে ধৃষ্টকে যে দেখতে পাচ্ছি না।

যাদব। আসতে আসতে পথ থেকে কিছু দূরে গভীর বনের ভিতরে একটা ঝরণা দেখতে পেলুম। অমনি পিপাসার ছল ক'রে তাকে সেইখানে জল আনতে পাঠিয়েছি। উদ্দেশ্য—বুঝেছ? যদি সেইখানে হিংস্র জন্তু দ্বারাই আমাদের কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। তোমরা থাকতে তাকে পাঠালে পাছে তার মনে সন্দেহ হয়, এই জন্য শুষ্ককাষ্ঠ সংগ্রহের ছল ক'রে তোমাদের হাতে অস্ত্র দিয়ে আগেই পাঠিয়েছি।

তিরু। তা হ'লে আপনি আর এ হত্যাস্থলে থাকবেন না। আপনি এদের সকলকে নিয়ে অগ্রসর হ'ন। যেখানে বিশ্রামের যোগ্য স্থান পাবেন, সেইখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করুন।

বড়। আমরা শীঘ্রই আপনাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছি।

যাদব। বাঁচাও বাবা বড়কুন, আমাকে বাঁচাও।

তিরু। আপনি বেঁচেছেন তবে আর ভাবছেন কেন—নিশ্চিন্ত হ'ন।

[তিরুমল ও বড়কুন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

তিরু। আর কেন বড়ু, কোমর বাঁধ। গুরু যখন বিধান দিয়েছে, তখন আর ভাবনা কি? কাজ শেষ ক'রে গঙ্গাস্নান—বস্, সমস্ত গোলমাল মিটে যাবে। ওই যে রশীখানেক দূরে তমাল[illegible]—ওইখানেই কাজ শেষ।

[উভয়ের প্রস্থান।

(গোবিন্দের প্রবেশ)

গোবিন্দ। যা পাষণ্ডেরা! বড় বেঁচে গেলি। উঃ! এত বড় ষড়যন্ত্র!

(কলসী লইয়া রামানুজের প্রবেশ)

রামা। কি বিচিত্র!

এ অরণ্য-প্রবেশের সনে
এ কি ভাব অকস্মাৎ জাগিল অন্তরে!
যেন কত পরিচিত এ কানন!
কত যুগান্তের মনোব্যথা ল'য়ে
নির্ঝরিণী দিতে এলো মোরে
কতই কাতরে
অবিশ্রান্ত ধারারূপে
বিষণ্ণ সোহাগরাশি তার।
প্রতি কুঞ্জে ভেসে ওঠে
কি এক মরমমাখা গান।
লতা যেন ক'রে অভিমান
শৈল সম কঠিন বিষাদে
মর্ম্মাশ্রুর তীব্ররসে করি বিগলিত
পরিণত করিয়াছে মৃতপুষ্প তারে।
কত যেন কথা ভরা নীরবতা তার।
কত হাসি, বেণীমুক্ত যথা পুষ্পহার,
সমীর-লাঞ্ছনে খেদে ধূলায় লুটায়।
গম্ভীর বসেছে ওই বিশাল অটবী—
রন্ধ্রে রন্ধ্রে লুকায়েছে
যেন কত ম্লানমুখী ছবি!
বিষণ্ণ উল্লাস আলিঙ্গন দিতে এসে
কি বুঝে ঢাকিল মুখ তরুপত্রমাঝে।
সঙ্গে সঙ্গে লুকাইল হৃদিমধ্যে তার
কি এক পাষাণভেদী বিষাদ-কাহিনী!
দূরে যেন জাগে কুঞ্জঘর,
সুশ্যামল তৃণভরা প্রাঙ্গণে তাহার
দূর্ব্বাদলশ্যাম কলেবর—কে ও নরবর?
তাহার পশ্চাতে—ও কি! ও কি!
কি অপূর্ব্ব রাতুল চরণ!

অগণ্য ব্রহ্মা যুগে যুগে
ওই যে অস্থির করে চরণ-কমলে!
কোথা বহ্নি, কোথা তীব্র শর?
স'রে যা স'রে যা মধুকর!—নহে—
কে ও?

গোবিন্দ। দাদা!

রামা। কে ও—গোবিন্দ? তুমি—তুমি!

গোবিন্দ। দাদা, এ দাসকে যদি একটুকুও বিশ্বাস করেন, তা হ'লে এখনি এ স্থান ত্যাগ করুন। দুরাত্মা নরঘাতকদের সঙ্গে এসেছেন। তারা আপনাকে হত্যার সঙ্কল্পে সঙ্গে এনেছে।

রামা। বল কি!

গোবিন্দ। স্থানত্যাগ স্থানত্যাগ। এই বনের ভিতর চ'লে যান। দেশে ফিরে যান।

রামা। এই জলপূর্ণ কলস?

গোবিন্দ। দূর ক'রে বনের ভিতর ফেলে দিয়ে যান।

রামা। না গোবিন্দ, না। দেবার প্রতিশ্রুতিতে এনেছি। গোবিন্দ! আচার্য্য পিপাসার্ত্ত হয়ে জল আনতে আমাকে আদেশ করেছেন।

গোবিন্দ। রেখে যান—রেখে যান—রেখে যান। এই মুখে—এই মুখে—এই মুখে।

রামা। ভয় কি, নারায়ণ আছেন।

(নেপথ্যে। কোলাহল।)

[রামানুজের প্রস্থান।

গোবিন্দ। জল আনতে আদেশ করেছেন—পিপাসার্ত্ত! জন্মের মতন তাঁর আজ পিপাসা মিটিয়ে দিতুম। আচার্য্য? না চণ্ডাল? যাক্, দাদা! তুমি যখন বেঁচে গেলে, তখন তীর্থযাত্রার পথে চণ্ডাল-রক্তে আর হস্ত কলঙ্কিত করব না। কলসীটে, ইচ্ছা করছে, এক লাথিতে ভেঙ্গে দি। না, থাক্, দাদার আদেশ। যাও দাদা, যাও—মারে কৃষ্ণ রাখে কে? রাখে কৃষ্ণ মারে কে?

চতুর্থ দৃশ্য

বন অপরাংশ।

যাদবপ্রকাশ, তিরুমল ও শিষ্যগণ।

তিরু। করলেন কি ঠাকুর, একটা হলদে কাপড়কে বাঘ মনে ক'রে সর্ব্ব মাটী ক'রে ফেল্লেন।

যাদব। আরে মূর্খ, মাটী হবে না—মাটী হবে না। ব্রহ্ম মাটী নয়। মাটী বাদে আর সমস্ত ব্রহ্ম। ওই মাটীটি কেবল বাদ। উতলা হয়ো না, উতলা হয়ো না—কার্য্য তোমাদের নিশ্চয়ই সিদ্ধ হবে।

তিরু। আর সিদ্ধ হবে। অমন সুবিধার জায়গাই যখন ফস্‌কে গেল, তখন সে কাজ কি আর সিদ্ধ হয়?

যাদব। নিশ্চয়। উতলা হয়ো না, উতলা হয়ো না। সিদ্ধি এখনও হস্তের মুষ্টিকার ভিতরে বিরাজ করছে।

তিরু। হায় হায় হায়! অমন সুযোগ পেয়েও মারতে পারলুম না!

যাদব। উতলা হয়ো না—উতলা হয়ো না। এ সব অদ্বৈততত্ত্বের লীলাখেলা। তাতে দ্বৈত পাষণ্ড ধ্বংসপ্রাপ্ত হবেই হবে। তবে কিঞ্চিৎ সময়-সাপেক্ষ।

তিরু। আপনি এই সকল কথা বলছেন, আর আপনার উপর আমার রাগ হচ্ছে।

যাদব। ক্রোধ মানুষের বিষম শত্রু। অক্রোধী হয়ে, শুধু সনাতন অদ্বৈত প্রভুকে রক্ষা করতে সেই পাষণ্ডকে হত্যা কর।

তিরু। এখন, আমাদের দুরভিসন্ধি কোনও প্রকারে বুঝে যদি সে দুরাত্মা এই বনপথ ধ'রে কোথাও পালিয়ে যায়?

যাদব। যো কি! এ কি যে সে কানন! এ দণ্ডক—দণ্ডক—তিরু! এ দণ্ডককানন! মায়ামৃগ মারীচ এখনও এখানে গোভূত—শ্রীবিষ্ণু—হরিণভূত হয়ে ছুটোছুটি করছে, বুঝেছ? সে মায়া অতিক্রম ক'রে হতভাগ্যের পালিয়ে যাবার যো কি!

তিরু। আচ্ছা গুরুদেব, এ দিকে ত ব্রহ্ম আর বেদান্ত ক'রে ক'রে বুড়ো হয়ে মরতে চললেন। বস্তুটো কি, সম্যক্ পরীক্ষা না করেই একেবারে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

যাদব। আরে মূর্খ, অজ্ঞান হয়েছিলুম, এ কথা তোকে কে বললে? ব্রহ্মজ্ঞান যার লাভ হয়েছে, সে কি কখন ভ্রমেও অজ্ঞান হয়?

তিরু। কেন, ওই ত সব ছোঁড়ারা বলছে। যেমন পথের ধারে হলদেপানা কি দেখা, অমনি 'বাপ' ব'লেই মূর্চ্ছা। কি রে ছোঁড়ারা, চুপ ক'রে রইলি কেন, বল্ না।

সকলে। একেবারে—দমবন্ধ—আড়ষ্ট। যেমন দেখা হলদেপানা—অমনি ও রে বাবা রে বাঘ!—অমনি পতন এবং আড়ষ্ট।

তিরু। আপনার অবস্থা দেখেই ত ছোঁড়ারা রে হৈ চৈ ক'রে উঠেছে।

যাদব। হাঃ! হাঃ! মায়া মায়া! তিরু! ড়ারা কেউ আমার অবস্থা বুঝিতে পারে নি। মি সমাধিস্থ হয়ে বস্তুটার স্বরূপ নির্ণয় করলুম। শঙ্করাচার্য্য জগৎটাকে মায়া বলেছেন। মি বলেছি—না। তাই দেখছিলুম, রজ্জুতে সর্পভ্রম, না প্রকৃতই সর্প। হরিদ্রাবর্ণ গৈরিক বস্ত্রাচ্ছাদিত শিলাখণ্ড, শিলাখণ্ড না প্রকৃত ব্যাঘ্র? যখন বুঝলুম যে, ওটা বাস্তবিক ব্যাঘ্র নয়, কোন অজ্ঞাত সন্ন্যাসীর ভুলে পরিত্যক্ত গেরুয়া কাপড়-ঢাকা পাথর, তখনই আমার সমাধি ভঙ্গ হ'ল।

তিরু। নতুবা?

যাদব। ইহজন্মে আর আমার সমাধিভঙ্গ হ'ত না।

শিষ্য। অনেক কষ্টে কানের কাছে চীৎকার করাতে গুরুর মূর্চ্ছা ভেঙ্গেছে।

যাদব। সে কি যে-সে সমাধি! যাকে শাস্ত্রে বলে মহাসমাধি, এ প্রায় তদ্রূপ। আর এক অঙ্গুলী উপরে উঠলেই যমরাজের সঙ্গে আমার কোলাকুলি হ'ত। সেই উচ্চ সমাধিতে ব'সে দেখলুম, আচার্য্য শঙ্কর যা বলেছেন, তাই ঠিক। এ জগৎপ্রপঞ্চ মায়া। রজ্জুতে সর্পভ্রম। সেইখানে ব'সে দুরাত্মা বাঘের দিকে একবার সক্রোধ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করলুম। দেখতে দেখতে সেই বাঘ একখানা ফর্ ফর্ কম্পিত গেরুয়া কাপড় হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধ-নির্ব্বাণ। আর অমনি আমার জাগ্রত ভূমিতে অবতরণ।

তিরু। তার পর এখন?

যাদব। এখন আবার পূর্ব্বভাব। সেই পাষণ্ডকে সংহার করতেই হবে।

বড়। কই, অনেকক্ষণ ধ'রে দাঁড়িয়ে রইলুম—ছোঁড়া ত এলো না।

তিরু। এলো না! তবে কি জানতে পারলে না কি?

যাদব। না না, এরূপ হ'তেই পারে না। আমি তাকে বরাবর যেরূপ স্নেহ দেখিয়ে আসছি, তাতে তার মনে কোনও ক্রমে সন্দেহের লেশ থাকতে পারে না। সে কেন এলো না, একবার তোরা সকলে মিলে সন্ধান কর। কেন না, তার কাছে আমার চতুর্দ্দশ পুরুষের সযত্ন-রক্ষিত কলসী আছে। বুঝেছিস্—জাহ্নবী থেকে সেই কলসীতে জল নিয়ে যখন মাথায় ঢালবো, তখন আমার সঙ্গে সঙ্গে চৌদ্দপুরুষের স্নান হয়ে যাবে।

(কলসী মস্তকে নেড়েলাইয়ের প্রবেশ)

তিরু। এ কি, এ কি রে নেড়েলাই—কলসী? কোথায় পেলি?

নেড়ে। আগে ধর, তার পর বলছি। পা এখনও যেরূপ থর থর ক'রে কাঁপছে, তাতে এ পড়ে পড়ে হয়েছে। শুধু গুরুর সামগ্রী ব'লে একে আঁকড়ে ধ'রে আছি! (বড়কুন কর্ত্তৃক কলসধারণ)

যাদব। ধর—ধর—কলসী এসেছে! এতে আর মায়া নেই—স্বয়ং স্বরূপ। তার পর? রামানুজ?

নেড়ে। তাকে দেখতে পাই নি—তার বদলে এই কলসী পেয়েছি। যেখানে দাদামশায়রা তইরী হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তারই রশীখানেক দূরে এক গাছের তলায়।

যাদব। তিরু—তিরু—উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, কলসী এসেছে, কিন্তু পাষণ্ড ব্যাঘ্রের কবলে পড়েছে।

সকলে। আপদ গেছে।

যাদব। আপদ অমনি অমনিই গেছে—আর তোমাদের ব্রহ্মঘাতী হ'তে হ'ল না।

বড়। কিন্তু গুরু, বাঘেই যদি তাকে নিয়ে থাকে, তা হ'লে কলসী-পূর্ণ জল রইল কেমন ক'রে? বাঘ বেটা কি আগে কলসীটে তার ঘাড় থেকে নামিয়ে মাটীতে রেখে, তার পর ছোঁড়ার ঘাড় ধরেছে?

তিরু। আরে মূর্খ, শুনলি কি! গুরুদেবের চৌদ্দপুরুষ ওই কলসীকে রক্ষা করছেন। যখন কলসীটে ছোঁড়াটার ঘাড় থেকে পড়ে পড়ে, তখন তাঁরা সকলে আঁকড়ে ধ'রে কলসীর জল কলসীতে রক্ষা করেছেন।

যাদব। এই, তিরুমল ঠিক অনুমান করেছে।

তিরু। বলেন কি গুরু, বারো বৎসর তৈল-হস্তে আপনার ঘাড় ডললুম, তাতেও আমার অনুমান ঠিক হবে না?

বড়। তা হ'লে ছোঁড়া মরেছে—সাব্যস্ত?

সকলে। সাব্যস্ত।

বড়। তবে আর কি, সকলে মিলে একটু উল্লাস করা যাক্।

(গোবিন্দের প্রবেশ)

তিরু। ও কি—ও কে, আরে ম'ল গোবিন্দ! ও ছোঁড়াও আমাদের সঙ্গ নিয়েছে না কি?

যাদব। বৎসগণ! সকলে সতর্পণ হও।

গোবিন্দ। কে তোমরা? ভাই ত—গুরু—গুরুদেব!—আঃ, এতক্ষণে বাঁচলুম! গুরুদেব! মরেছিলুম, আর একটু হ'লে আমাকে বাঘে খেয়েছিল। আপনার আদেশ অমান্য করার ফল এখনি ক'লে গিছল।

তিরু। কি—কি—বাঘ—বাঘ?

গোবিন্দ। প্রকাণ্ড—গন্ধ পেয়েই গাছে উঠে ছিলুম। নইলে—বাপ—কি প্রকাণ্ড—গিছলুম।

যাদব। শোন বড়—শোন—

গোবিন্দ। প্রথমটা মনে করেছিলুম—মানুষ। তার পর—গন্ধ—

সকলে। গন্ধ?

বড়। গন্ধ? তুমি নিজ নাসিকায় আঘ্রাণ করেছ? ঠিক গন্ধ?

গোবিন্দ। পূতিগন্ধ। বাঘের গন্ধের চেয়েও মর্ম্মভেদী -দুর্বিষহ -নরকের গন্ধ।

যাদব। যাক্—তবে আর সন্দেহই নেই।

নেড়ে। গুরুদেব! তা হ'লে এ জল কি করব?

তিরু। বাপ! ও জল রাখতে আছে! বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। ও জল স্পর্শমাত্রেই সর্ব্বাঙ্গে ঘা ফুটে উঠবে। তা হ'লে সকলে নিশ্চিন্ত?

সকলে। নিশ্চিন্ত।

যাদব। গোবিন্দ! তোমাকে একটি অপ্রিয় কথা শোনাব।

গোবিন্দ। আপনাদের সকলকে দেখছি, কিন্তু আমার দাদা কই?

যাদব। ওই ওই—বড় অপ্রিয় কথা। সেই দুর্বৃত্ত ব্যাঘ্র তোমার দাদাকে—

গোবিন্দ। আমার দাদাকে -কি?

তিরু। (গোবিন্দের গলদেশ ধরিয়া) গোবিন্দ রে! মুখে কথা আসছে না।

সকলে। (গোবিন্দকে বেড়িয়া শোক প্রকাশ।)

গোবিন্দ। অ্যাঁ! আমার সোনার দাদাকে বাঘে নিয়ে গেল!

তিরু। গুরুকে ধর—গুরুকে ধর—গুরু মূর্চ্ছিতপ্রায়।

সকলে। গুরু, গুরু!

যাদব। যাক্—গোবিন্দ! বৎস! কেউ কারো নয়।

গোবিন্দ। যাক্—গুরু! কেউ কারো নয়।

বড়। তবে আর কেন ভাই সব, চল। কেউ কারো নয়। গোবিন্দ যদি গুরুবাক্যে ধৈর্য্য ধরতে পারে, তা হ'লে আমরা কেন পারব না? কেউ কারো নয়।

সকলে। ধৈর্য্যং—ধৈর্য্যং।

পঞ্চম দৃশ্য

বনাংশ।

তরুতলশায়ী রামানুজ।

(নারায়ণ ও লক্ষ্মীর প্রবেশ)

(গীত)

ব'সে আছি চেয়ে পথের পানে।
তবু কি চলিবে যাদুমণি, আরও দূরে অভিমানে॥
এস ফিরে এস ফিরে—
ডুবাইল রবি আপন ছবি অরুণ জলধি-নীরে।
আঁধারে আঁধার করিছে রঙ্গ,
পথ হারায়েছে পথের সঙ্গ,
বিজন বিশাল ঘন অভঙ্গ কখন্ কি ঘটে কে জানে।
ফিরে এস, ফিরে এস যাদু,
বধূ কাঁদে বসি আঙ্গিনে॥

রামা। কি রকমটা হ'ল! কে যেন ডাকলে না? মা কি আমাকে ডাকলেন? না, না! এ কি রকম হ'ল, এ ত আমার ঘর নয়! মনে পড়েছে! গোবিন্দ—গোবিন্দ! কি ভুল! এখানে গোবিন্দই বা কোথায়? গোবিন্দকে ফেলে আমি যেন বনে বনে অনেক দূরে ছুটে এসেছি! প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি। এতক্ষণ ধ'রে ঘুমিয়েছি! সন্ধ্যা হ'তে বড় বেশী বিলম্ব নাই। গাছ সকল মাথা নেড়ে বনভূমিতে যেন অন্ধকার ঢেলে দিচ্ছে! এখনি যে আমাকে এ স্থান থেকে উঠতে হবে! ভয় কি, নারায়ণ আছেন।

নারা। আরে ছুঁড়ী, পা চালিয়ে চ'লে আয়। দেখছিস্ কি রে! তোকে ঢাকা দিবেক্ ব'লে আঁধার ঘুটঘুটে ক'রে ছুটে আসছে।

লক্ষ্মী। আসছে—মোকে ঢাকবেক রে—মুই ত তোর মত মরদ নই—মুই কি ছুটতে পারি?

রামা। বা! নারায়ণ স্মরণ করতেই বন-পথের সঙ্গী জুটে গেল দেখছি যে! এ ত বেশ কিশোর ব্যাধ-দম্পতি!

নারা। এ দিকে ত খুব চঞ্চল আছিস—এক দণ্ড এক জায়গায় চুপ ক'রে বসিয়ে থাকতে পারিস্। আর পথ চলতেই তুই ঝঞ্ঝাট করবি! ,ল আয়, হাত ধর্।

রামা। কে ভাই তোরা?

নারা। আরে, তুই কে রে?

লক্ষ্মী। তাই ত রে—তুই কি বাছা, পথ হারিয়ে বসিয়ে আছিস্?

রামা। হাঁ মা! আমি অদৃষ্ট-বশে এই ঘন-বিজনে এসে পড়েছি।

নারা। কি সর্ব্বনাশ! এ যে বাঘের বাসা রে!

লক্ষ্মী। আরে বাছা, উঠিয়ে আয়!

রামা। তোমরা কে ভাই—তোমরা এখানে কেমন ক'রে এলে?

লক্ষ্মী। দেখ্ছিস্, ও বুনো আছে—ওকে আসার কথা কি আর পুঁছতে আছে রে!—নে, আমি যেমন এক হাত ধরিয়েছি, তুই তেমন এর—দোসরা হাত ধর্। সামনে বড় আঁধার আসছে রে বড় আঁধার আসছে।

রামা। দে ভাই, মা বলেছে—হাত দে। আমি এখন থেকেই পথ দেখতে পাচ্ছি না।

নারা। তোর ঘর কোথা আছে রে ভাই?

রামা। অনেক দূর, ভাই, অনেক দূর। এখান থেকে এক মাসের পথ। দক্ষিণ দেশে কাঞ্চীপুরের নাম শুনেছিস্?

লক্ষ্মী। ও রে! মোরা যে সেইখানেই যাব রে!

রামা। বটে! তা হ'লে ত বড়ই বিস্মিত করলি! ধর ভাই ধর। তোর স্পর্শে আমার সর্ব্বশরীর শিউরে উঠ্‌লো। চক্ষে জল এলো—দেখতে পাচ্ছি না। ধ'রে নিয়ে চল ভাই!

ষষ্ঠ দৃশ্য

শাল-কূপ পথ।

(নাগরিকাগণের গীত)

আধভাঙ্গা ঘুম-ঘোরে বাঁশরী-তান।
শ্যাম বুঝি যায় ফিরে, নিশি অবসান॥
না হ'তে শিঙার রস-ভঙ্গ,
ছুটে চল্ ছুটে চল্, গাগরী ভ'রে নে জল,
এখনো যমুনা বহে বিলাস-তরঙ্গ;—
আবেশে ঢলে তারা,
বঁধুয়ার বিদায়-চুম্ব নিশান॥

[গীতান্তে প্রস্থান।

(রামানুজ ও লক্ষ্মী-নারায়ণের প্রবেশ)

লক্ষ্মী। বড়া পিয়াস—বড়া পিয়াস।

নারা। বড়া পিয়াস—বড়া পিয়াস।

রামা। আর ভয় কি ভাই, এই যে পিপাসা-শান্তির উপায় হয়েছে। এই যে সম্মুখে শা গাছের নিকটে অপূর্ব্ব কূপ—দেখতে পেয়েছি—দেখতে পেয়েছি।

নারা। কি করিয়ে জল আনবি ভাই?

রামা। তাই ত! সঙ্গে ত জলপাত্র নেই! হে নারায়ণ! হে নারায়ণ! এ কি করলে! সম্মুখে অপূর্ব্ব কূপ থাকতে শুধু পাত্রাভাবে দুই পিপাসার্ত্ত বালক-বালিকা জল না খেয়ে মারা যাবে?

নারা। বড়া পিয়াস—

লক্ষ্মী। বড়া পিয়াস রে—বড়া পিয়াস।

রামা। হয়েছে—হয়েছে ভাই—কে এক জন জল-পূর্ণ পাত্র নিয়ে কূপের দিক্ থেকে আস্‌ছে।

(দাশরথির প্রবেশ)

দাশ।

নারায়ণপরা বেদা নারায়ণপরাক্ষরাঃ।
নারায়ণপরা মুক্তির্নারায়ণপরা গতিঃ॥

তাই ত! আজ কি রাত ঠাওর করতে পারি নি! এখনও যে অন্ধকার! যাক্, আজ প্রত্যুষেই নারায়ণের সেবা নিতে ইচ্ছা হয়েছে দেখছি।—ওখানে দাঁড়িয়ে কে ও?

রামা। মহাভাগ! করুণা ক'রে দুইটি দারুণ তৃষ্ণার্ত্ত বালক-বালিকার জীবন রক্ষা করুন।

দাশ। তোমরা কে?

রামা। আগে জীবন রক্ষা ক'রে পরিচয় গ্রহণ করুন।

দাশ। তা নয়—তোমরা কি?

রামা। এ প্রশ্ন করবার প্রয়োজন?

দাশ। আমি নারায়ণ-সেবার জন্ত এ জল নিয়ে যাচ্ছি। ব্রাহ্মণ হ'লে দিতে পারি। কেন না, নারায়ণ ও ব্রাহ্মণে ভেদ নাই। শূদ্র হ'লে দিতে পারি না।

নারা। ও বামুন আছে—যোয়া বেদিয়া রে বেদিয়া—

ব্রাহ্ম। বেদে! দূর দূর—ছুঁয়ে ফেলবি—স'রে যা বেটা—স'রে যা।

নারা। বড্ডা পিয়াস লেগিয়েছে রে—বড্ডা পিয়াস লেগিয়েছে।

লক্ষ্মী। ছাতি ফাট যাইছে রে—ছাতি ফাট যাইছে।

ব্রাহ্ম। স'রে যা বেটী, স'রে যা। নইলে এখনি ইট মেরে মাথা ফাটিয়ে দেব।

নারা। ওরে, চলিয়ে আয়। একে ছাতি ফাটছে, আবার মাথা ফাটবেক্ কেনে রে—চলিয়ে আয়—সরিয়ে আয়।

রামা। জল দিলে না ব্রাহ্মণ! কাঁধে জল থাকতে দু'টো বালক বালিকা পিপাসায় ম'রে যাবে?

ব্রাহ্ম। ম'রে যায় ত কি করব? নারায়ণের নাম ক'রে নারায়ণ-সেবার জন্য এই জল তুলেছি। এ জল আমি হীন শূদ্রকে দিতে পারি না।

রামা। পার না?

ব্রাহ্ম। কিছুতেই পারি না।

রামা। এই কি নারায়ণ-পূজার মর্ম্ম?

ব্রাহ্ম। মর্ম্ম আমাকে তোমাকে শেখাতে হবে না। তুমি কি রকম ব্রাহ্মণ? তোমার কিছু কাণ্ডজ্ঞান নেই? নারায়ণকে নিবেদনার্থ সামগ্রীর অগ্রভাগ তুমি চণ্ডালকে দিতে অনুরোধ কর?

রামা। না ব্রাহ্মণ, আমিও চণ্ডাল। আমি তোমার সঙ্গে এতক্ষণ তর্ক করছি। আমিও চণ্ডাল।

ব্রাহ্ম। নিশ্চয়। না হ'লেও অন্ততঃ শাস্ত্রজ্ঞানহীন কর্ম্মচণ্ডাল। ছিঃ! সমস্ত শাস্ত্র গুলে খেয়ে ফেললুম, আমাকে নারায়ণ-পূজার মর্ম্ম জানাতে এসেছে।

[প্রস্থান।

রামা। তাই ত ভাই—বৃথা আমাকে এখানে টেনে নিয়ে এলি? না—না—আগে থাকতেই নিরাশ হওয়া কর্ত্তব্য নয়। দাঁড়া ভাই, একটু দাঁড়া। আমি একবার কূপ পরীক্ষা করি! তোদের মত আমারও পিপাসা। তোমাদের পিপাসা যদি মেটাতে পারি, তবেই নিজেরও মেটাবো। তৃষ্ণায় যদি তোরা মরিস, আমিও মরবো।

নারা। তবে দেখ রে ভাই—জলদি দেখ—বড়া পিয়াস—

লক্ষ্মী। বড্ডা পিয়াস।

[রামানুজের প্রস্থান।

নারা। দেখছ কি লক্ষ্মি, পৃথিবী আজ পিপাসার্ত্ত। ব্রাহ্মণ আজ মোহাচ্ছন্ন। যে জ্ঞানময় ব্রাহ্মণের পদচিহ্ন আমি সোল্লাসে বুকে ধ'রে আছি, সেই ব্রাহ্মণ আজ মোহাচ্ছন্ন। শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ বিস্মৃত হয়ে, শুধু বাক্যার্থ গ্রহণ ক'রে আপনাকে জ্ঞানী বুঝে অহঙ্কারে উন্মত্ত! নারায়ণ—কোথায় নারায়ণ? আমি কোথায় আছি লক্ষ্মি? অনাথ, রোগী, ক্ষুৎপিপাসাতুরের মূর্ত্তিতে আমি যে নিত্য লোকের দ্বারে দ্বারে পূজাপ্রার্থী হয়ে বেড়াচ্ছি। ব্রাহ্মণে যদি তা না দেখতে পেলে, অন্যে তা কেমন ক'রে দেখবে!

লক্ষ্মী। তাতে কি হয়েছে? তোমাকে ভুলে যাওয়াই যে জীবের প্রকৃতি। তুমি নিজে সে ভ্রম দূর ক'রে দাও। রামানুজ তোমার জন্য অঞ্জলি পূরে জল আনছে। সেই জল পান কর। তোমার তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে জগৎ পরিতৃপ্ত হবে। ভাগ্যবতী দ্রৌপদীর স্থালী থেকে একটি শাকের কণায় তৃপ্তিলাভ ক'রে এক দিন সশিষ্য দুর্ব্বাসার ক্ষুধা নিবারণ করেছিলে; ভক্তদত্ত জলকণা গ্রহণ ক'রে জগতের তৃষ্ণা নিবারণ কর।

(অঞ্জলিপূর্ণ জল লইয়া রামানুজের প্রবেশ)

রামা। নে ভাই নে—এক ফোঁটা মাটীতে পড়তে দিই নি। তৃষ্ণা নিবারণ কর্—তৃষ্ণা নিবারণ কর্।

নারা। কেমন করিয়ে পাইলি রে ভাই?

লক্ষ্মী। কূয়া তো বড়া গহেরা আছে রে—হাঁ রে, তুই কেমন করিয়ে পাইলি?

রামা। আগে খা', তার পর বলছি—

নারা। আ! কলিজা ঠাণ্ডা হইল রে। সব পিয়াস মিটিয়ে গেল।

লক্ষ্মী। সব পিয়াস মিটিয়ে গেল।

রামা। এই এক অঞ্জলি জলেই তোদের পিয়াস মিটে গেল?

নারা। গেল, তা কি করব—জোর করিয়ে পিয়াস ধরিয়ে রাখব?

লক্ষ্মী। প্রেমসে আনলি—পিয়াস কি আর রইতে পারে রে!

রামা। না—না মেটেনি—আমি আবার আনি।

নারা। আর কেন মিছে আনবি?

রামা। তোরা কি মনে করছিস্, আমি কষ্ট ক'রে এনেছি? কিছু না। গিয়ে দেখি, উপর থেকে সিঁড়ি একবারে জল স্পর্শ করেছে। দাঁড়া—আবার আনি।

[প্রস্থান।

নারা। আর কেন কমলে, বিদায় গ্রহণের এই শুভ অবসর।

(কাঞ্চীপূর্ণের প্রবেশ ও নারায়ণ কর্ত্তৃক তাহার হস্ত ধারণ)

কাঞ্চী। আরে বুড়ো মানুষ! অত টান দিস্ নি ভাই! প'ড়ে যাব—প'ড়ে যাব।

নারা। দাদা! এমন মিষ্টি জল—এক দিন খেয়ে যে সাধ মিটল না।

লক্ষ্মী। আবার কা'ল কেমন ক'রে জল খাব, ব'লে দাও।

কাঞ্চী। তোমাদের যখন ইচ্ছা হয়েছে, তখন জল পেতে আর ভাবনা কি? আমি একবার রামানুজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।

[প্রস্থান।

(নারায়ণ ও লক্ষ্মীর গীত)

এবারে ঘুচাও ব্যাধের বেশ,
চলিয়া চলিছ নূতন দেশ,
রচিত চাঁচর চিকুর কেশ,
বনলতা ফুলমালিনী।
সতত সেথানে ধীর সমীর,
উজান বহিছে তটিনীনীর,
বরষে আকুল মধু শিশির,
উজল শারদ যামিনী॥
নবজলধর বিজরী সঙ্গ,
মধুর মিলনে একই অঙ্গ,
সঙ্গিনী যত বিনোদ রঙ্গ,
লীলাতরঙ্গশালিনী।
ভ্রমরাভ্রমরী ধরত তান,
কুঞ্জে কুঞ্জে কোকিল গান,
আবেশে বিভোরী বনকিশোরী
মানিনী কুলকামিনী॥

সপ্তম দৃশ্য

শাল-কূপ।

রামানুজ।

রামা। এই ত পাতালে জল দেখা যাচ্ছে, এই জল আমি অঞ্জলি ক'রে তুলেছি! শঠ! আমাকে ভুলিয়ে চ'লে গেলে! বনের ভিতরে বিপদে প'ড়ে কাতর হয়ে তোমাদের ডেকেছিলুম, কমলাপতি তাই ব্যাধ-দম্পতির মূর্ত্তি ধ'রে আমাকে ছলে ভুলিয়ে চ'লে গেলে! নারায়ণ! এ বিপন্মুক্তিতে আমার প্রয়োজন নাই!

বিপদঃ সন্তু নঃ শশ্বৎ তত্র তত্র জগদ্গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাৎ অপুনর্ভবদর্শনম্॥

হে জগদ্গুরো! তোমার প্রসাদে আমাদের সর্ব্বদাই বিপদ হোক্। কেন না, বিপদের সময়েই আমরা তোমাকে দেখতে পাই। তোমার দর্শন ক'রলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। ঐশ্বর্য্য চাই না। রূপ, পাণ্ডিত্য, বংশ-সম্পদ এ সকল কিছু চাই না। ঐশ্বর্য্য-গৌরবে তোমার নাম গ্রহণের অধিকার থাকে না। তুমি দীন অস্পৃশ্য ব্যাধের মূর্ত্তিতে আমাকে তা আজ বুঝিয়ে দিয়েছ! হা নারায়ণ, কি করলুম! সমস্ত বনভূমিতে তোমরা যুগল-কিশোর আমার সঙ্গে সঙ্গে রইলে—ব্রাহ্মণত্বের অভিমানে আমি তোমাদের শ্রীচরণ স্পর্শ করতে পারলুম না! ধিক্ আমার পাণ্ডিত্যাভিমান—ধিক্ আমার জাত্যাভিমান! দীন কর নাথ, আজ থেকে আমাকে দীন কর। যেন তোমার শ্রীপাদপঙ্কজ-সেবার অধিকার পাই।

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায় চ।
নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥
নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে।
নমঃ পঙ্কজনেত্রায় নমস্তে পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে॥

(দাশরথির প্রবেশ)

দাশ। এই যে—এই যে মহাত্মন্! সে যুগলমূর্ত্তি কোথায়?

রামা। কি বিপ্র, এতক্ষণ পরে অনুতপ্ত হয়ে তাদের পিপাসা-শান্তি করতে এসেছ?

দাশ। বিপ্র! নরাধম হীন চণ্ডাল আমি। আর কি আমি তাদের জলপান করাতে পাব?

রামা। না, তারা চ'লে গেছে।

দাশ। আমার পাণ্ডিত্যাভিমান, আমার ব্রাহ্মণত্বের অভিমানকে ধিক্! আমি এক শিলাখণ্ডে নারায়ণের আরোপ ক'রে আপনাকে ভক্তজ্ঞানে শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ ভুলে এমন অন্ধ হয়েছিলুম যে, ভুবিতরূপী লক্ষ্মীপতিনাথ নারায়ণ আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন, আমি চিনতে পারলুম না। ধিক্ আমার শাস্ত্রজ্ঞান, ধিক্ আমার ইষ্টনিষ্ঠা!

রামা। আক্ষেপ ক'র না বিপ্র! আমাকে বুঝিয়ে বল, এখনই বা তাঁকে নারায়ণ ব'লে কেমন ক'রে বুঝলে?

দাশ। আপনাদের পরিত্যাগ ক'রে একটু দূরে যেতে না যেতেই কলসীর জল উষ্ণ হয়ে উঠল। প্রথম প্রথম সেটা আমার মনের ভ্রম স্থির ক'রে অগ্রসর হ'তে লাগলুম। কিন্তু যতই চলি, ততই উষ্ণতা বাড়তে থাকে। শেষে গৃহের সমীপস্থ হ'লে জল এমন প্রচণ্ড উষ্ণ হয়ে উঠল যে, আর আমি তাকে কাঁধে রাখতে পারলুম না। তখন বুঝলুম, তৃষ্ণার্ত্ত নারায়ণকে জল না দেবার মহাপাপ অনলমূর্ত্তিতে কলসীর জলকে বাষ্পে পরিণত করেছে। এখন অনুতাপে আমার প্রাণ দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। বল প্রভু, কোথায় তোমার সহচর-সহচরী ব্যাধ-দম্পতি। আমি আবার কূপের জল তুলে তাঁদের চরণ-সমীপে উপস্থিত করি।

রামা। কে বলবে? আমি? বিপ্র! আমিও তোমার মত অভিমানান্ধ হতভাগা। সারা দিন-রাত সঙ্গে রেখেও তাদের চিন্‌তে পারিনি। তাঁরা চ'লে গেছেন। এখন বলুন দেখি, এ স্থানের নাম কি?

দাশ। আপনি জানেন না?

রামা। জানলে এ প্রশ্ন করব কেন?

দাশ। সুবিখ্যাত কাঞ্চীনগরী। আপনি চিন্‌তে পারছেন না? আর এই সেই ত্রিতাপনাশক জলের আধার শালকূপ।

রামা। কাঞ্চী?

দাশ। অদূরে ওই অপূর্ব্ব শোভাময়ী পরম-পবিত্র কাঞ্চী। কেন, আপনাকে দেখে এদেশীয় ব'লে মনে হচ্ছে, কিন্তু আপনি বিদেশীর ন্যায় কথা কইছেন! কে ও—মাতুল? আপনি? আপনার কাছে আমি শাস্ত্রজ্ঞানের অভিমান দেখিয়েছি! ধিক্, আমাকে শত ধিক্—কি করলুম—কি করলুম!

রামা। ভাগিনেয়? তোমার নাম কি?

দাশ। চিনতে পারছেন না? আমি গোবিন্দের ভাগিনেয় দাশরথি।

রামা। দাশরথি? তোমায় চিনতে পারলুম না?

দাশ। কেউ কাউকে ত পারিনি মামা! এ সে বেদে বেটা আর বেদিনী বেটীর খেলা।

রামা। ঠিক বলেছ দাশরথি, আমাদের কারও অপরাধ নেই। সে বেটা-বেটী ধরা না দিলে তাদের ধরে কে?

দাশ। তার পর মামা, আপনি যে যাদব-প্রকাশের সঙ্গে তীর্থে যাচ্ছিলেন?

রামা। যাচ্ছিলুম! বেদে-বেদেনীতে আমাকে ফিরিয়ে এনেছে। দাশরথি! কা'ল আমি এক মাসের পথ তফাতে গোণ্ডারণ্যে প্রাণ নিয়ে অস্থির হয়ে পরিভ্রমণ করছিলুম, আজ আমি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই কাঞ্চীপুরে। এর অধিক আর তোমাকে জানাতে পারলুম না। যাও, কলসী আমার কাছে দাও, আমি নারায়ণের জন্য জল নিয়ে যাচ্ছি। তুমি পুত্রবিরহবিধুরা আমার জননীকে সত্বর আমার আগমন-সংবাদ প্রদান কর।

দাশ। এখনি চললুম মামা! এখনি চললুম।

[দাশরথির প্রস্থান।

রামা। যাক, ঘটনার পর ঘটনা। চিন্তার আয়ত্তের অতীত।

(কাঞ্চিপূর্ণের প্রবেশ)

রামা। এ কি দেখি!
ফিরে এলো ভাগ্য কি আমার?
মহাভাগ! পিতৃগৃহে ছিলাম যখন,
তখন করুণা ক'রে,
হেথা হ'তে যাইয়া সুদূরে
কতবার এ অধমে দিয়েছ দর্শন।
অশান্তি-মুহূর্ত্ত কত
তব শুভ পদার্পণে দেখিতে দেখিতে
হইয়াছে শান্তির আধারে পরিণত।
ভুলেছিনু পিতৃশোক তোমার কৃপায়,
ভুলেছিনু শমনের তীব্র উপহাস।
সেই আমি তোমার দুয়ারে
শ্রীমন্দির পুণ্যদ্বার উদ্ঘাটন আশে—
কোন্ অপরাধে প্রভু হ'লে অকরুণ?
ক্ষণেকের তরে দেখা দিলে না আমায়!

(প্রণামোদ্যোগ)

কাঞ্চি। (রামানুজের হস্তধারণ ও প্রণামকরণ)
ছি ছি! ও কি কথা প্রভু!
দ্বিজশ্রেষ্ঠ গুণিশ্রেষ্ঠ তুমি মতিমান।
আমি শূদ্র—
নিত্য আমি দাস যে তোমার।
শাস্ত্রশিক্ষারত ছিলে আচার্য্য-সমীপে,
এ মূর্খের আগমনে
পাছে তব পাঠে বিঘ্ন হয়,
সেই হেতু পশি নাই
তব গৃহে চরণ-দর্শনে।
রামা। বারংবার বাক্যের কৌশলে
চরণ শরণ হ'তে
বঞ্চিত যদ্যপি মুনি করিবে আমায়,
বুঝিব তখন, মিথ্যা শাস্ত্রজ্ঞান মোর।
বুঝিব তখন,
চন্দনের ভারবাহী গর্দ্দভের মত
আমার এ অসার জীবন
বহিবার কিছুমাত্র নাহি প্রয়োজন।
কাঞ্চি। শুদ্ধ জ্ঞানী নহ তুমি রামানুজ!
আজ তব ভক্তি হেরি
কৃতার্থ হইনু আমি।
তবে, এস বৎস উভয়ে মিলিয়া
পরস্পরে প্রাণ মিলাইয়া
বরদরাজের করি সেবা।
আজ হ'তে ধর দাস্য এ বৃদ্ধের সনে।
প্রত্যহ এ শাল-কূপ হ'তে
লইয়া কলসীপূর্ণ জল
পানার্থ বরদরাজে দাও উপহার।
রামা। শিরোধার্য্য আজ্ঞা তব মুনি।

তৃতীয় অঙ্ক

—*—

প্রথম দৃশ্য

শাল-কূপসন্নিহিত বনাংশ।

যাদবপ্রকাশ, তিরুমল, বড়কুন ও শিষ্যগণ।

শিষ্যগণ। জয় বিশ্বনাথজী কি জয়, জয় কাশী-জী কি জয়। জয় গুরুজী মহারাজ কি জয়।

তিরু। গুরুদেব! ঐ রাজবাড়ীর চূড়ো দেখা যাচ্ছে।

বড়। ওই, আপনার বাগানের নারকেল-গাছ যেন দূরে দিদি করছে।

যাদব। জয় জয়—জয়—নাও—শেষবারের মত একবার পথে বিশ্রাম গ্রহণ কর।

সকলে। বসো—একবার সকলে ব'সে যাও।

যাদব। সন্ধ্যার পূর্ব্বে গ্রামে প্রবেশ করা আমি ইচ্ছা করছি না।—কেন জান?

তিরু। গ্রামে ঢুকলেই আপনার আগমন-বার্ত্তা মুহূর্ত্তের মধ্যে গ্রামের মধ্যে প্রচারিত হয়ে পড়বে।

যাদব। হাঁ—মুহূর্ত্তে কি! গ্রামের সীমায় যেমন পাটি দেব—

বড়। অমনি সারাটা গ্রাম একেবারে চিচি হয়ে যাবে।

যাদব। হাঁ—এই ঠিক বুঝেছ। একেবারে চিচি হয়ে যাবে। সে কথা তখনি রামানুজের অভাগিনী জননীর কর্ণগোচর হবে। বাড়ীতে আমাকে পেয়ে আমার মা, পত্নী, পরিবারবর্গ একটা আনন্দ-কোলাহল করবেই। এমন সময় অভাগিনী যদি রামানুজের সংবাদ নিতে ছুটে আসে, তা হ'লে সমস্ত আনন্দ কলকল একেবারে গভীর বিষাদসাগরে ডুবে যাবে।

বড়। না—না।—তা হ'লে এখন গ্রামে প্রবেশ করা হতেই পারে না!

যাদব। কিছুতেই হ'তে পারে না। মিছে কথায় যদি তাকে ভোলাতে পারতুম, তা হ'লেও না হয় বাওয়া যেত। কোনরূপ স্তোকবাক্যে রামানুজের মা ত বিশ্বাস করবে না। সুতরাং কঠোর সত্যটা কইতেই হবে। আর কথা যেমন কওয়া, অমনি অভাগিনী বৃদ্ধা একেবারে ভূপতিতা —এবং ধূল্যবলুণ্ঠিতা। সঙ্গে সঙ্গে করুণক্রন্দিতা। কারুণ্যরোগটা স্ত্রী-জাতির ভিতরে বড়ই সংক্রামক। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে আমার মা ও স্ত্রীর সেই করুণ ক্রন্দনে যোগ দান—অমনি প্রতিবাসিনী পুরস্ত্রীগণের ঊর্দ্ধশ্বাসে মদ্‌গৃহে আগমন। তাতে বাড়ীর অবস্থাটা কি হবে, বুঝতে পেরেছ?

তিরু। একেবারে আকাশ-ভেদী এক বিরাট চীৎকারে আপনার বাড়ীর ছাদ বিদারণ।

যাদব। সেটা আজ আর নয়। কা'ল প্রাতঃকালে যা হবার, তাই হবে। আজ আর গৃহের আনন্দোচ্ছ্বাসে বাধা দেব না। বুঝতে পারছ না? অদূরে শালকূপ, সেখানেও বিশ্রাম নিতে গেলুম না। নেড়েলাইকে অতি গোপনে জল আনতে

পাঠিয়েছি। ব'লে দিয়েছি, লোক থাকলে যেন সে কূপ থেকে জল না নেয়। নেড়েলাই বুঝি ফাঁক পাচ্ছে না।

তিক্ত। তা হ'ক গুরু, ছোঁড়াটা কি আশ্চর্য্য ব'ল!

বড়। মরবে না? বিরোধী কে? স্বয়ং শঙ্কর।

যাদব। হাঃ হাঃ হাঃ! শিবোঽহং—শিবোঽহং!—শুদ্ধ শুদ্ধ।

বড়। কাশীর সব বড় বড় পণ্ডিত—মহা মহা সাধু—বিরাট বিরাট তপস্বী—

যাদব। হাঃ হাঃ হাঃ! শিবোঽহং—শুদ্ধ—শুদ্ধ, বড় শুদ্ধ।

তিক্ত। আর শুদ্ধ—এ কি গোপন থাকতে পারে গুরুদেব?

বড়। তাঁরা সব সর্ব্বসমক্ষে আপনার গলায় জয়মালা দিয়েছে।

যাদব। কি বুঝেছ? তাঁরা কি সব মানুষ?

বড়। তাঁরাও যদি মানুষ হন, কিন্তু যিনি শৃঙ্গেরি মঠের প্রধান—তিনি তো আর মানুষ ন'ন।

যাদব। আরে বাপ রে বাপ—শঙ্করাচার্য্যের মঠস্বামী—শঙ্করের প্রতিনিধি—তিনি স্বয়ং শিব।

বড়। তিনিই আপনাকে বলেছেন—আপনি দ্বিতীয় শঙ্কর।

তিক্ত। এ কথা তো নগরে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে একেবারে ঢাক বেজে যাবে।

যাদব। তিনি ত্রিকালজ্ঞ—আমি কাশীতে যাচ্ছি, এ তিনি আগেই জানতে পেরেছিলেন।

বড়। জেনে আপনার অভ্যর্থনার জন্ম আগে থাকতেই কাশীতে উপস্থিত হয়েছেন।

তিক্ত। এ ত ঢাক বেজে উঠলো।

সকলে। এখন থেকেই বাজে।

যাদব। অস্থির হয়ো না—অস্থির হয়ো না। রামানুজ যে ব্যাঘ্রের কবলে যাবে, এ কি আমি জানতুম না? আমি কি সত্য সত্যই তোমাদের ব্রহ্মঘাতী হ'তে দিতুম। শুধু পরীক্ষা। আমি তোমাদের ভক্তি-পরীক্ষা করছিলুম। দেখছিলুম, আমার আদেশে তোমরা ব্রহ্মহত্যা করতে অগ্রসর হও কি না। যখন হ'লে—তখন বুঝলুম—কি জান, তখন বুঝলুম—

বড়। আমরা সব এক এক জন নন্দী ভৃঙ্গী।

তিক্ত। এ ত ঢাক বেজে উঠলো।

সকলে। এখন থেকেই বাজে।

যাদব। অপেক্ষা কর—অপেক্ষা কর। এখন নয়। কাশীবিজয়ের নিদর্শনপত্র আগে রাজা সুধাকণ্ঠকে আর রাজপুত্র কৃমিকণ্ঠকে দেখাই।

(নেড়েলাইয়ের প্রবেশ)

নেড়ে। গুরুদেব! গুরুদেব! বড় শুভ সংবাদ।

যাদব। কি সংবাদ বৎস নেড়েলাই?

নেড়ে। রাজকুমারীকে ভূতে পেয়েছে।

যাদব। আরে মূর্খাধম, এ শুভ সংবাদ কেমন ক'রে হ'ল! রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তাকে আমার কাশী বিজয়-কথা শোনালে কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল। রাজকুমারীর অসুখে সে আশা একেবারে নির্ম্মূল হয়ে গেল।

নেড়ে। না প্রভু, না—বড় শুভ। নানা দেশ থেকে রোজা এসে রাজকুমারীর চিকিৎসা করেছে। কেউ সে ভূত তাড়াতে পারে নি। রাজা প্রিয়-কন্যার রোগ-মুক্তির জন্ম লক্ষ মুদ্রা ঘোষণা করেছেন। এখন ভূত বলেছে যে, সে আপনার চরণ-দর্শন না ক'রে যাবে না।

যাদব। প্রিয় নেড়ু, এ কথা তোমাকে কে বললে?

নেড়ে। কূপে জল আনতে এ কথা শুনেছি। আপনার প্রতিবেশিনীরে জল নিতে এসে বলাবলি করছিল। রাজ-অনুচর আপনার বাড়ীতে এসেছিল। কা'ল প্রাতঃকালে আপনার অনুসন্ধানে রাজবাটী থেকে লোক বেরুবে।

যাদব। আমার চরণ-দর্শন?

নেড়ে। ভূত সশিষ্য আপনাকে দেখতে চায়।

যাদব। বড়ু বড়ু! আর কেন—তল্পী ওঠাও—শিবোঽহং—শিবোঽহং।—ও কে আসছে দেখ ত হে!—কে ও—দাশরথি?

(দাশরথির প্রবেশ)

দাশ। তাই ত—আচার্য্য! এই আসছেন?

যাদব। এইমাত্র—এসে বিশ্রামের জন্ত একটু বসেছি।

দাশ। খুব এসে পড়েছেন। রাজা আপনাকে দেখবার জন্ম ব্যাকুল হয়েছেন।

যাদব। একেবারে ব্যাকুল?

দাশ। বারংবার আজ আপনার গৃহে লোক পাঠিয়েছেন। আজ আপনি না এলে, কা'ল রাজবাড়ী থেকে লোক আপনাকে আনতে কাশী পর্য্যন্ত ছুটতো।

যাদব। কেন হে—কারণ জান কি?

দাশ। শুনলুম, রাজকুমারী না কি ভূতগ্রস্তা হয়েছেন। ভূত আপনাকে না দেখে কিছুতেই তাঁকে ছাড়তে চায় না।

যাদব। বড্ডু—বড্ডু—আর কেন—তল্‌পী তোল।

তিক্ক। কেমন গুরুদেব, বলেছি না ঢাক বাজলো!

সকলে। এইখান থেকেই বাজে!

দাশ। যাক্, আপনি যে সুস্থ-দেহে ফিরে এসেছেন, এই আমাদের পরম ভাগ্য।

যাদব। সুস্থ-দেহে—সুস্থ-দেহে—দাশরথি! (ক্রন্দনের সুরে) বক্ষে দারুণ বেদনা—(সকলের ক্রন্দনের সুর)

দাশ। কি হয়েছে—কি হয়েছে প্রভু!

যাদব। বলতে—বলতে—বুক ফেটে যাচ্ছে। রত্ন—রত্ন—রত্ন পথে হারিয়ে এসেছি।

সকলে। রত্ন—রত্ন—কৌস্তভ-মণি—কৃষ্ণের বক্ষের ধন—কৃষ্ণের কাছে ফিরে গেছে।

দাশ। স্পষ্ট ক'রে বলুন আচার্য্য, আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।

যাদব। তবে কি না—কেউ কারো নয়।

সকলে। কেউ কারো নয়।

যাদব। রামানুজ—রামানুজ—

দাশ। মামা? তার কি হয়েছে?

যাদব। পথে—গোণ্ডারণ্যে—ব্যাঘ্রে—যা ভয় করেছিলুম—দাশরথি! ভক্ষণ করেছে।

দাশ। (হাস্য) মামা যে অনেক কাল চ'লে এসেছেন—

যাদব। অঁ্যা,—এসেছে? বেঁচে?

সকলে। (পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ) বেঁচে?

দাশ। অনেক দিন—সে আজ কি! তবে দুঃখের কথা আচার্য্য, মাতুলের মাতৃবিয়োগ হয়েছে। নারায়ণ তাঁকে পথ থেকে ফিরিয়ে না আনলে, মায়ের সঙ্গে আর তাঁর দেখা হ'ত না। স বিষয়ে নিশ্চিন্ত হ'ন। তিনি সুস্থ আছেন। এখন ঘরে টোল ক'রে ছাত্র পড়াচ্ছেন।

যাদব। হুঁ! বড্ডু, তলপী উঠাও।

দাশ। আপনারা অগ্রসর হন। আমি কূপ থেকে জল নিয়ে আপনাদের অনুসরণ করছি।

[প্রস্থান।

তিক্ক। গুরুদেব! ঢাক যে ঢেবঢেবে মেরে গল!

সকলে। বাজলো না—ঢেবঢেবে মেরে গেল।

যাদব। ঢেবঢেবে মারবে কি রে মূর্খ। ভৈরব আরাবে বাজবে। শিবোঽহং। দুরাত্মা বালক আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। পরশুরাম যেমন পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করেছিলেন, আমিও তেমনি তাকে নির্ব্যাঘ্রা করব। তবে আমার নাম যাদবপ্রকাশ শর্ম্মা। তল্‌পী উঠাও।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রামানুজের গৃহ-প্রাঙ্গণ।

দীপ্তিমতী ও জমাম্বা।

জমাম্বা। কি যে করব, কিছুই যে পারছি না মাসীমা!

দীপ্তি। বোকা মেয়ে, আল্‌গা দিয়ে থাকলে ত চলবে না। যখন শাশুড়ী ছিল, তখন তোমার চুপ ক'রে থাকা চল্‌তো। এখন তুমি নিজে গিন্নী। সংসারের মধ্যে ত দু'জন—স্বামী আর স্ত্রী। চুপ থেকো না মা, চুপ থেকো না। একটু কড়া হও। এখন রামানুজের উপর নজর তোমাকেই রাখতে হবে।

জমাম্বা। কড়া আর কি ক'রে হব মাসীমা। আজকাল দেখছি, ওঁর মেজাজ ঠিক নেই। কেমন এক রকম হয়ে গেছেন। টোল এক রকম তুলেই দিয়েছেন। কেবল ঘুরেই বেড়াচ্ছেন দেখতে পাই। এই সে দিন আসি ব'লে বাড়ী থেকে বেরুলেন, একবারে দশ দিন নিরুদ্দেশ। শুনলুম, যামুনাচার্য্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করতে শ্রীরঙ্গমে গেছলেন। সবে কা'ল রাত্রে ফিরে এসেছেন। আজ সকালে আবার সেই আসি ব'লে বেরিয়েছেন, এখনও পর্য্যন্ত তাঁর দেখা নেই।

দীপ্তি। দীক্ষা গ্রহণ কি করা হয়েছে?

জমাম্বা। শুনলুম, তিনি শ্রীরঙ্গমে পৌঁছিবার একটু পূর্ব্বেই যামুনাচার্য্য দেহ ত্যাগ করেন। আর তিনি তাঁহার দেহের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তিনটা বিষম পণ ক'রে এসেছেন।

দীপ্তি। কি পণ করেছে?

জমাম্বা। প্রথম পণ, চিরদিন বৈষ্ণবমতে থেকে যত অজ্ঞানী লোককে নারায়ণের শরণাপন্ন ক'রে রক্ষা করবেন। দ্বিতীয় পণ, লোকের

মঙ্গলের জন্য ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য লিখবেন। তৃতীয় পণ, বেদব্যাস মুনির বৈষ্ণবপুরাণ রচনার ঋণ শোধের জন্য একটি বৈষ্ণব বালকের মুনির নামে নামকরণ করবেন। শুনলুম, এই কথা শুনে যামুনাচার্য্যের দেহত্যাগের সময় তাঁর যে তিনটা আঙুল বেঁকে গিয়েছিল, সে তিনটা আবার সোজা হয়ে গেছে।

দীপ্তি। তাই ত বউমা, তা হ'লে রামানুজকে ঘরে ধ'রে রাখা শক্ত হয়ে উঠ্‌ল।

নেপথ্যে নারা। মা, ঘরে আছ?

জমাখা। আছি বাবা!

দীপ্তি। ও আবার কে?

জমাখা। ও এক গয়লার ছেলে, এ দশ দিন ও-ই ত আমাকে আগ্‌লে আছে।

দীপ্তি। ওকে পেলে কোথা?

জমাখা। যে দিন তিনি চ'লে যান, সে দিন রাত্রে ভয়ানক দুর্য্যোগ। আমি একলা ঘরে ভেবেই অস্থির। এমন সময় কোথা থেকে ভিজ্‌তে ভিজতে ও এসে উপস্থিত। বল্‌লে, "আমার ঘর পুনাম্বেলিতে, যেখানে কাঞ্চিপূর্ণ বাবাজীর জন্মস্থান।" আমার তখন যেমন অবস্থা, তাতে আমার বোধ হয়েছিল, যেন স্বয়ং নারায়ণ গোপাল-বেশে আমাকে রক্ষা করতে এসেছেন। বেশী আর কি বল্‌ব মাসীমা, ও যদি নাচে গানে আর কথায় এ দশ দিন আমাকে ভুলিয়ে না রাখত, তা হ'লে আমি ম'রে যেতুম।

(নারায়ণের প্রবেশ)

(গীত)

প্রেমের ভিখারী আমি ফিরি নগরে।
যে আমারে ভালবাসে ভাল সে যে বাসে তারে॥
প্রেমেতে জগৎ বেঁধে আমি ফিরি প্রেম সেধে।
যে আমার তরে বেড়ায় কেঁদে
আমি কেঁদে বেড়াই তার তরে॥

জমাখা। আজ আমাকে না ব'লে চ'লে গেলি কেন বল্?

নারা। তুমি কি আমায় থাক্‌তে বলেছিলে? সে দিন রাত্তিরে দুর্য্যোগ দেখে এলুম। বাড়ীতে আশ্রয় দিলে, রইলুম। কা'ল রাত্রে বাবাঠাকুরও এলো, তুমিও ভুলে গেলে। আমিও সুযোগ দেখলুম, চ'লে গেলুম। থাকতে বল্‌তে, তা হ'লে না হয় থাকা যেতো।

জমাখা। তুই ঘুমুচ্ছিস দেখে উঠে গেলুম, কেমন ক'রে তোকে বলব?

নারা। ও মা! মা যে বেশ তামাসা করতে জানে গো! সারারাত্রি জেগে রইলুম, তখন বলবার সময় হ'ল না। আর যেই একটু সকাল-বেলায় ঘুমিয়েছি, অমনি তোমার বলবার সময় হ'ল!

জমাখা। বেশ ত বাপ, আজকে থাক্।

নারা। আজ! ও বাবা!

দীপ্তি। ও বাবা কেন—থেকে যা।

নারা। আজ কেমন ক'রে থাকব?

দীপ্তি। কেন, থাকতে বাধা কি?

নারা। কিছু যখন খাব না, তখন থেকে কি করব?

দীপ্তি। খাবিনি কেন?

নারা। সকালে একপেট খাওয়া হয়ে গেছে। সারাদিনের মত খেয়েছি—পেট হাঁসফাঁস করছে।

দীপ্তি। এত সকালে তোকে খেতে দিলে কে?

নারা। তুমি বুঝবে না। মা! তোমার বাড়ী থেকে বেরুতে না বেরুতেই বুড়ো কাঞ্চি-পূর্ণের সঙ্গে দেখা।

জমাখা। ও, বুঝতে পেরেছি, বুড়ো তোমাকে গাল দিয়েছে।

নারা। গাল ব'লে গাল—কেবল বলে চোর। হাঁ মা, এত দিন তোমার ঘরে রইলুম, তোমার কি চুরি ক'রে নিয়ে গেছি?

জমাখা। কিছু ত নাও নি বাপ্, তুমি থাক।

নারা। উহুঁ! আজ ত থাকতে পারবই না। সেই বুড়ো যে এখানে আস্‌ছে! বাবাঠাকুর তাকে নিমন্ত্রণ করেছে। সেই জন্যই ত এত তরিতরকারি আমার ঘাড়ে চাপিয়ে পাঠিয়েছে।

দীপ্তি। তোর বাবাঠাকুর গেল কোথায়?

নারা। রাজার বাড়ীতে তাকে ধ'রে নিয়ে গেছে।

জমাখা। ও মা, সে কি! ধ'রে নিয়ে গেল কি?

নারা। শুধু শুধু! পেয়াদা দিয়ে।

জমাখা। ও মাসীমা! কি হবে?

দীপ্তি। কি জন্য ধ'রে নিয়ে গেল?

নারা। মেরে ফেলার জন্য—আবার কিসের জন্য।

জমাদা। ও মাগী-মা! কি হবে?

(গোবিন্দের প্রবেশ)

দীপ্তি। এই যে গোবিন্দ, তোমার দাদাকে রাজবাড়ীতে ধ'রে নিয়ে গেল কেন?

গোবিন্দ। কে বললে?

দীপ্তি। এই গয়লা ছোঁড়া বলছে।

গোবিন্দ। ওরে বেটা বদমাস, তুমি এখানে এসে হৈ চৈ লাগিয়েছ? বেরো বেটা, এখনি বেরো।

জমাদা। কি হয়েছে গোবিন্দ?

গোবিন্দ। কি হবে? রাজকুমারী ভূতগ্রস্তা হয়েছে ব'লে চিকিৎসার জন্ম রাজা যাদবাচার্য্যকে ডাকিয়েছেন। আর দাদাকেও না কি সেই জন্ম ডাক পড়েছে। পেয়াদা বাড়ীতে আসতে আসতে পথে তার দাদার সঙ্গে দেখা। পেয়াদা তাঁকে তখনই যাবার জন্ম অনুরোধ করেছিল। এই ছোঁড়া সেইখানে দাঁড়িয়ে ছিল। তাই এর হাতে হাটের সামগ্রী দিয়ে, এখানে পাঠিয়ে তিনি রাজ-বাড়ীতে চ'লে গেছেন।

দীপ্তি। তাই বল। ছোঁড়া একেবারে আমাদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল। বেরো হতচ্ছাড়া ছোঁড়া। তামাসা করবার আর লোক পাও নি?

নারা। কি মা, যাব?

দীপ্তি। মা কি বলবে—চ'লে যা ছোঁড়া,—চ'লে যা! নইলে কিলিয়ে তোর মাথা ভেঙ্গে দেব।

নারা। কি গো মা, যাব?

জমাদা। আহা বাছা থাক্ না।

গোবিন্দ। থাকবে কি বৌ দিদি! ও দেখতে ওইটুকু ছোঁড়া—কিন্তু চোরের শিরোমণি। কাঞ্চি-পূর্ণ বাবাজী বললেন—ওকে যেন ঘরে ঢুকতে দেওয়া না হয়। ঢুকলে ফাঁকে ফাঁকে সর্ব্বস্ব চুরি করবে।

নারা। দেখ গো, আমার গাল দিচ্ছে!

গোবিন্দ। তবে রে বেটা, মুখের কথাতে তুমি একান্তই যাবে না।

নারা। যাচ্ছি—আপাততঃ যাচ্ছি। সে যখন তাড়িয়ে দিলে না,তখন একেবারে যাচ্ছি না। এই বেটাবেটীরে যখন না থাকবে—তখন—দেখা যাবে।

[প্রস্থান।

জমাদা। দিনের বেলায় আমাদের সুমুখে ও কি চুরি করত?

গোবিন্দ। বাবাজী বলেছে, ওকে যদি বাড়ীতে রাখতে চাও ত বুঝে রাখবে। যদি সর্ব্বস্ব চুরি যায়, তখন তাকে দোষী করতে পারবে না।

জমাদা। আমার কি আছে, তা চুরি যাবে?

গোবিন্দ। যা আছে, তাই যাবে।

দীপ্তি। সে কি বৌমা, শাশুড়ী কি তোমাকে একখানাও অলঙ্কার দেয় নি?

গোবিন্দ। তাই যাবে। কোন্ ফাঁকে চুরি করবে, তা জানতে পারবে না। বাবাজী বলে, "ওই ছোঁড়া আমার যথাসর্ব্বস্ব চুরি করেছে বলেই ত আমি পথের ভিখারী হয়েছি।" দেখতে ছোঁড়া এতটুকু, কিন্তু ওর বয়সের অন্ত নেই।

জমাদা। ছেলেটি বললে, তোমার দাদা বাবাজীকে নিমন্ত্রণ করেছে।

গোবিন্দ। হাঁ, নিমন্ত্রণ করেছেন—আর সেই জন্ম তোমাকে যত্নসহকারে নানা প্রকারের ব্যঞ্জন পাক করতে বলেছেন।

দীপ্তি। ভালা আপদ! আবার বাবাজী জোটায় কেন রে বাপু! তার মতলবটা কি, বল্ দেখি গোবিন্দ?

গোবিন্দ। তা আমি কি জানি।

জমাদা। গোবিন্দ কি জানবে—তাঁর মতলব তাঁর সৃষ্টিকর্ত্তাই কি বুঝতে পেরেছে! নাও, চল।

তৃতীয় দৃশ্য

উদ্যানমধ্যস্থ বাটী।

কৃমিকণ্ঠ, যাদবপ্রকাশ ও শিষ্যগণ।

কৃমি। কোথা থেকে এ উৎপাত এলো আচার্য্য?

যাদব। এ সব উৎপাত ত আপনার পিতা নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছেন। যখন দেশে বৈষ্ণব বেটাদের প্রাধান্য উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল, তখন এ সকল উৎপাত যে আসবে, এ ত জানা কথা। শুধু কি এই উৎপাত—আরও কত রকমের উৎপাত আসবে। সবে ত একটা ব্রহ্মরাক্ষস এসেছে। এখনও যোগিনী, শঙ্খিনী, ডাকিনী—সব 'ইনীর' দল আসেনি। তারা এলে রাজবাড়ী ছারখার ক'রে দেবে।

কৃমি। ওরে বাবা! আবার আসবে! এই এক উৎপাতেই বাড়ীতে কেউ টেঁকতে পারছে না—আবার আসবে?

যাদব। আসবে না? আমি যাদবাচার্য্য, স্বয়ং বিশ্বনাথ আমাকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন। দর্শন-মাত্রেই অনাদি লিঙ্গ নড়ে উঠেছেন। সেই আমাকে আপনার পিতার রাজ্যে বৈষ্ণব বেটারা তাচ্ছীল্য করে!

কৃমি। এক ধার থেকে বেটাদের কাটতে সুরু ক'রে দেব। একবার সিংহাসনে বসতে পেলে হয়।

যাদব। সে বেটা ভূত তা বিলক্ষণ জানে। তাই আপনার উপর তার মর্ম্মান্তিক রাগ।

কৃমি। তাড়াও—আচার্য্য, তাড়াও! দেশের সমস্ত রোজা হার মেনে গেছে। সকলেই বলে, "এ ব্রহ্মরাক্ষস। একে তাড়ানো আমাদের ক্ষমতা নয়।"

বড়। ব্রহ্মরাক্ষস তাড়ানো কি যে সে রোজার কাজ। সে কাজ পারেন এক গুরুদেব।

কৃমি। তাড়াও আচার্য্য। বেটার ব্রহ্মরাক্ষসের ভয়ে আজ এক মাস আমার পেটে অন্নজল নেই। দিদি আমার বড়ই ঠাণ্ডা মেয়ে ছিল—আর আমাকে বড় ভালবাসতো। সে তিটকিলিমি করেছে মনে ক'রে যেমন আমি তাকে শাসাতে গেছি, অমনি সে জানালা থেকে পট ক'রে একটা লোহার গরাদে ভেঙে ফেল্লে! এতখানি মোটা লোহা—দশটা পালোয়ানে ভাঙতে পারে না। ভেঙেই আমাকে লক্ষ্য ক'রে দিলে ছুড়ে। লাগলে সেই দিনেই ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে গিছল।

যাদব। কিছু ভয় নেই রাজকুমার! পাহাড় উলটে ফেলে দিতে পারে, এমন অনেক ব্রহ্মরাক্ষসকে আমি এক ফুৎকারে তাড়িয়ে দিয়েছি। আপনি কেবল একটা প্রতিজ্ঞা করলেই আমি নিশ্চিন্ত হই। অর্থ চাই না যুবরাজ! অদ্বৈতবাদী ব্রাহ্মণ আমি। আমি ধর্ম্মের রক্ষা চাই। দ্বৈতবাদী পাষণ্ডদের আমি চোলরাজ্য থেকে সমূলে উচ্ছেদ চাই।

কৃমি। উচ্ছেদ করবো—করবো—করবো। বজ্জাত বেটাদের একেবারে দেশছাড়া ক'রে দেব।

যাদব। আমার একটা ছাত্রের মাথা বেটারা এমন খারাপ ক'রে দিয়েছে যে, সে এখন যাদবীর সিদ্ধান্তেরই প্রতিবাদ করতে আসে।

কৃমি। তাকে যে শাস্তি দিতে বলবে, তাই দেব।

যাদব। তা হ'লে আর দেরি কেন—আপনার দিদিকে আনাবার ব্যবস্থা করুন।

কৃমি। এইখানেই আনাবো?

যাদব। এই বাগানেই যখন তাকে ভূতাশ্রয় করেছে, তখন এইখানেই তার চিকিৎসা কর্ত্তব্য। আমার বেশ বোধ হচ্ছে, ব্রহ্মরাক্ষস বাগানের অশ্বত্থগাছে আশ্রয় করেছিল।

কৃমি। শালার অশ্বত্থগাছ কাটিয়ে দেব না কি?

যাদব। এখন? আগে ভূতকে গাছে ওঠাই, তার পর। এখন কাটলে আপনার ভগিনীর ঘাড় ছেড়ে বেটা উঠবে কোথায়?

কৃমি। তা বটে, তা বটে! আমি অতটা বুঝতে পারিনি। তা হ'লে তাকে আনাতে চললুম। কিন্তু দেখ আচার্য্য, আমি থাকব না।

যাদব। ভয় কি? আমি যখন থাকব, তখন কিসের ভয়?

কৃমি। না বাবা, আমার ওপর তার যে রাগ, ছেড়ে যাবার সময় অশ্বত্থগাছের ডালটা ভেঙে বেটা আমার মাথায় ফেলে দিয়ে যাবে। আমি আড়াল থেকে দেখব।

যাদব। বেশ, তাই।

[কৃমিকণ্ঠের প্রস্থান।

বড়। এ রাজা হ'লে আমাদের পোয়াবারো।

যাদব। তাতে আর কথা আছে? কিন্তু বুড়ো রাজা বেটা যে মার্কণ্ডেয়ের পরমায়ু নিয়ে এসেছে—কিছুতেই মরতে চায় না!

নেপথ্যে। যাদব এসেছিস্? তোকেই আমি খুঁজছিলুম।

বড়। ও গুরুদেব! এ যে আপনাকে খোঁজে।

যাদব। খুঁজুক না। তুই হতভাগা বোস্।

(ভূমিতে রেখাপাত)

(রাজপুরোহিত, মন্ত্রী, পারিষদ্
ও সহচরী-বেষ্টিতা রাজকুমারীর প্রবেশ)

১ম-সহ। কি হ'ল বাবা-ঠাকুর! আমাদের সোনার রাজকন্যার এ কি হ'ল বাবা-ঠাকুর?

যাদব। তোরা সব ওকে ছেড়ে দিয়ে স'রে দাঁড়া।

১ম-সহ। বাঁচাও বাবা-ঠাকুর—বাঁচাও। (রাজকুমারীর মস্তক সঞ্চালনাদি মত্ততার ভাব প্রদর্শন) এই দেখ বাবা, দিদিরাণী কি করছে।

যাদব। দেখেছি—দেখেছি।

রাজ-পুরো। আরে মর্, তোরা সব স'রে দাঁড়া না—উনি সব দেখতে পাচ্ছেন।

যাদব। নে, ওইখানে বস্।

রাজকুমারী। কোথায় ?

যাদব। ওই যে যমের ঘর—দেখতে পাচ্ছিস্ না ? (মনে মনে মন্ত্রোচ্চারণ)।

রাজকুমারী। এই গণ্ডীর ভিতর ? গণ্ডীং গণ্ডীং বসয়। (উপবেশন)।

রাজ-পুরো। দেখলেন মন্ত্রী, আজও পর্য্যন্ত কেউ ওকে বসাতে পারে নি।

মন্ত্রী। সে ত আমিও দেখছি। আপনিও চুপ করুন।

যাদব। কে তুই ?

রাজকুমারী। চিনে নাও।

যাদব। বল্‌বিনি ?

রাজ-পুরো। আমাকে বলেছিল, ব্রহ্মরাক্ষস !

যাদব। আপনি একটু চুপ করুন।—বল্‌বিনি ?

রাজকুমারী। তানা-না-না— ত্রিমতাদেরে নাদেরে না।

যাদব। বটে ! (সর্ষপ মন্ত্রপূত করিয়া রাজকুমারীর অঙ্গে নিক্ষেপ)

রাজকুমারী। উঃ ! গেছি, গেছি, গেছি, গেছি।

যাদব। বল্ কে ?

রাজকুমারী। বল্‌ছি—বলছি—ছাড়ো—ছাড়ো।

যাদব। বল্, নইলে শাস্তির হয়েছে কি ?

রাজকুমারী। তোমার বাবা।

রাজ-পুরো। এবারে পরিচয় বদলেছে।

বড়। আঃ ! চুপ্ কর না ঠাকুর ! উনি কি করছেন, দেখ না।

যাদব। আমার বাবা ? (মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া সর্ষপ নিক্ষেপ)

রাজকুমারী। যাচ্ছি—যাচ্ছি—যাচ্ছি—

যাদব। অমনি অমনি যাবি কি—পরিচয় দিয়ে যা। বল্, তুই কে ?

রাজকুমারী। এই যে বল্‌লুম। তুমি 'শিবোঽহং, আর আমি তোমার বাবা 'সোঽহং।'

যাদব। বুঝলে রাজপুরোহিত। বুঝেছি, আপনি হলেন শিব, আর ও হ'ল ব্রহ্ম।

রাজকুমারী। অহং ব্রহ্মাস্মি—তবে তাতে কিঞ্চিৎ রাক্ষসের যোগ আছে। অর্থাৎ ব্রহ্ম-রাক্ষস। যারা কোন কাঞ্চনের লোভ সংবরণ কর্‌তে পারেনি, ঈর্ষা-দ্বেষ ত্যাগ কর্‌তে পারেনি, অথচ শুধু শাস্ত্র প'ড়ে প্রচণ্ড দম্ভে 'সোঽহং', এমন সাধনাবিহীন লোক ম'লে যা হয়, আমি তাই। তুমিও ম'লে যা হবে, আমিও তাই। আমি আগে ভূত হয়েছি—কাজেই তোমার বাবা।

যাদব। কেন তুই একে আশ্রয় করেছিস্ ?

রাজকুমারী। সে অনেক কথা। তবে তোমার সঙ্গে সাক্ষাতেরও ইচ্ছা ছিল।

যাদব। তা হ'লে রাজকুমারীকে তুই সহজে ছাড়বি নি ?

রাজকুমারী। তেরে নারে—তেরে নারে।

যাদব। দূর 'তেরে নারে।' তুই কত বড় ব্রহ্মরাক্ষস, একবার দেখে নিচ্ছি। সে ত তিক্ত ব্রহ্মাস্ত্র। (শুঁড়া লইয়া রাজকুমারীর নাকের কাছে ধরিয়া) হিলি-হিলি-হুঁ ক্রোং মারয় মারয় কিলয় কিলয়—

রাজকুমারী। ফট্—

যাদব। (স্বগত) তবেই ত সর্ব্বনাশ ! আমার বিদ্যে-বুদ্ধি যা ছিল, সব ত ফুরুলো।

রাজকুমারী। কি হে যাদব, মাথা হেঁট কর্‌লে যে ! বুঝতে পারছ, তোমার মন্ত্র এখানে কোনও ফল প্রসব করবে না। (অন্তরালে কৃমিকণ্ঠের অবস্থান) কি রে কৃমিকণ্ঠ ! পিছন থেকে উঁকি মারছিস্ ? মনে করেছিস্, আমার পিছনে চোখ নেই ? খেলুম—খেলুম—কড়মড়িয়ে তোর মাথা এইবারে চিবিয়ে খেলুম ! কট কট কট কট— দাঁত সড় সড়—

কৃমি। বাপ—খেলে—খেলে। (পলায়ন)

রাজকুমারী। কেন মিছে কষ্ট করছ, তুমি আমার অপেক্ষা হীনবল। আমায় স্থানচ্যুত করা তোমার সাধ্য নাই। ভণ্ড ! কাশী থেকে নিদ-র্শন-পত্র এনেছ ব'লে রাজা তোমাকে শ্রদ্ধা করতে পারে। এই সব অজ্ঞ রাজপুরুষেরা তোমাকে একটা বিরাট বস্তু মনে করতে পারে। কিন্তু যে তোমার অন্তর দেখতে পাচ্ছে—সে তোমাকে গ্রাহ্য করবে কেন ? সশিষ্য যাদব ! গোণ্ডা-রণ্যের বিত্তাটা কি সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করব ? কি তিরু, বড়ু, নেড়ু—সেই গাছতলার কথাটা বলব ?

যাদব। অ্যাঁ—অ্যাঁ—

রাজকুমারী। ব'স—ব'স—উঠছ কেন যাদব ? এখন বুঝতে পারছ, আমি কে ? আমি কি তোমার ভয়ে এই সুখস্পর্শী কোমলাঙ্গী রাজ-কুমারীর দেহ ছেড়ে চ'লে যাব ?

যাদব। আপনি কে মহাপুরুষ?

রাজকুমারী। মহাপুরুষ যে, সে কি ম'রে ব্রহ্মরাক্ষস হয়? আমি ছিলুম এক নরাধম। তোমার মত আমি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলুম। শুধু তাই নয় আমার অনেক রকম সিদ্ধাই ছিল। ছিল যে, তার প্রমাণ বোধ হয় পাচ্ছ? কিন্তু সে সব থেকে হ'ল কি! এই তোমারই মত শাস্ত্রের কদর্থ ক'রে ধর্ম্মের উপর অত্যাচার করতুম। কথাটা বুঝতে পেরেছ যাদব? তুমি যে জন্য কলুষনাশিনী গঙ্গায় স্নান করতে [illegible]? হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙব?

যাদব। দোহাই প্রভু! এ অধমকে রক্ষা করুন।

রাজকুমারী। তার ফল হ'ল কি যাদব—সমস্ত শাস্ত্র আয়ত্ত ক'রে সিদ্ধাই লাভ করেও হ'ল কি যাদব? ধর্ম্মের সঙ্গে প্রতারণার ফলে ম'রে এই ব্রহ্মরাক্ষস হয়েছি। শিবোঽহংই হও, আর পণ্ডিতদের নিদর্শনে দ্বিতীয় শঙ্করই হও—ম'লে হয় রুদ্রপিশাচ, না হয় আমার মত ব্রহ্মরাক্ষস।

যাদব। আমি আপনার শরণাপন্ন—আমাকে রক্ষা করুন।

(সুধাকণ্ঠের প্রবেশ)

সুধা। কি হ'ল আচার্য্য? ছাড়াতে পারলেন না?

রাজ-পুরো। চুপ করুন মহারাজ! ব্যাপার কঠিন। আচার্য্য মাথা হেঁট করেছে।

রাজকুমারী। হাঃ হাঃ—আমি রক্ষা করব! আমাকেই কে রক্ষা করে? আছে আছে—অভাগা যাদব! চিনতে পারনি, ওই ওই রক্ষা-কর্ত্তা তোমারও,

(রামানুজের প্রবেশ)

আমারও—ওই! বিস্তৃত ললাট, আয়ত চক্ষু, প্রতিভা-দেবীর আবাসভূমি, [illegible] বাহু, যৌবনো-[illegible] সর্ব্বোৎকৃষ্ট কুসুম স্বরূপ, মাধুর্য্যের নিলয়—[illegible] দিয়েছে, এস এস শ্রীভগবানের [illegible]—[illegible] কর্তে [illegible]ই অধম প্রেতকে মুক্ত কর।

[illegible] শা এ কি মহারাজ! বিনা অপরাধে এই [illegible]কে বন্দী করতে আদেশ দিয়েছেন

[illegible]মারী। এই আমার জন্য—আমার জন্য। এই হতভাগ্যের জন্য নারায়ণকে আজ বন্দী হ'তে হয়েছে।

রামা।—কে আপনি দেবি?

রাজকুমারী। দেবী নই প্রভু, ভূত। অ[illegible] আপনার পদধূলি পাবার জন্য এই রাজকুমারী আশ্রয় ক'রে আছি।

রামা। সে কি, ভূতযোনি? এখনি [illegible] নীকে পরিত্যাগ কর।

রাজকুমারী। মাথায় পদধূলি দিন। নই আমি ত্যাগ করব না। অধীনের অভিলাষ করন।

রামা। গুরু! আদেশ করুন তব দাসে।
তব আশীর্ব্বাদ শিরে ধরি
যদ্যপি জননীসমা রাজকন্যা শিরে
পাদস্পর্শ করি আমি,
পাপাশ্রয় করিবে না মোরে।

যাদব। সুস্থমনে দিলাম সম্মতি প্রিয়তম,
রক্ষা কর রাজতনয়ারে।

রামা। যাও প্রেত! শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্মরিয়া
এ পবিত্র নারীদেহ কর পরিত্যাগ।
ত্যাগসনে প্রেতত্বের হউক মোচন।
কৃষ্ণনামে নিজকর্ম্ম দাও আচ্ছাদন,
বৈকুণ্ঠ সম্ভোগ হ'ক সুলভ তোমার।

রাজকুমারী। গুরুদেব! অগতির গতি।
শ্রীপদপঙ্কজ-দানে
কৃতকৃত্য করিলে এ দাসে।
বিদায়—বিদায়—
অপরাধ যা করেছি তোমাদের পায়
রাজন্, সজ্জন, সভাজন,
আমার গুরুর গুরু আচার্য্য-প্রধান!
ভিক্ষা মাগি ক্ষমা কর মোরে।

রামা। প্রস্থানের কালে, দেখাও সকলে
এ দেহত্যাগের নিদর্শন।

রাজকুমারী। কি দেখাব, কর আজ্ঞা প্রভু!

রামা। ভগ্ন কর অশ্বথের—শাখা সুবিশাল।

রাজকুমারী। এ কি, এ কোথায় আমি?

সুধা। এস মা, আমার সাথে এস।
সম্মুখে ব্রাহ্মণ নারায়ণ—
ভক্তিভরে এ সবারে করহ প্রণাম।
দ্বিজবর! চিরজীবী করিলে আমারে।

রামা। গুরু-আশীর্ব্বাদ—নারায়ণ।
ঋণী তুমি তাঁর কাছে মহাত্মন্!

সুধা। বুঝিতে না পারি কেবা তুমি

দেব, তোমা বলে নারায়ণ, অন্ধ এ নয়ন
দেখিতে জানি না দয়াময়।
লহ এই উপায়ন সমুদয়—
এ সকলে তব অধিকার।
এ সমস্ত লহ তুলে লক্ষ মুদ্রা-সনে।
রামা। অর্পণ করুন সর্ব্ব গুরুর চরণে॥

চতুর্থ দৃশ্য

বরদরাজের গর্ভ-মন্দির।

কাঞ্চিপূর্ণ ও নারায়ণ।

কাঞ্চি। হাঁ রে দুষ্ট, তোর ব্যাপারটা কি বল্ দেখি! আমার কাছে মার না খেয়ে তুই ছাড়বি নি?

নারা। কি করেছি দাদা?

কাঞ্চি। কি করেছ? কপট! তুমি তা হ'লে কিছু জান না? আমাকে দিন দিন ক'রে তুললি কি বল্ দেখি! তোর এ কি রকম ব্যবহার? আমি কোথায় তোর আর তোর ভক্তের দাস্ত ক'রে জীবন অতিবাহিত করব, তা না ক'রে আমাকে একটা মহাপুরুষ ক'রে তুললি। সাক্ষাৎ রামানুজের অবতার শ্রীমান্ রামানুজ আমাকে কি না সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে!

নারা। সে কি অন্যায় করেছে? দাদা! তোমার ঋণ কি রঘুকুলের কেউ কখন শুধতে পারবে?

কাঞ্চি। ও! বুঝতে পেরেছি, নিজের দুষ্ট-বুদ্ধিতে তাকে পরিপক্ক করেছ?

নারা। আমিও বুঝতে পারছি, সে তোমাকে হৃদয়ের ভক্তির সহিত প্রণাম করতে এসেছিল, তুমি তাকে বাধা দিয়েছ। দাদা! রামানুজ তোমার পদে প্রণামের যে ক'টা বাকি রেখেছে, এই আমি সুদে আসলে তার সমস্ত প্রতিশোধ করি। (বারংবার প্রণাম)

কাঞ্চি। দেখ ছোঁড়া, এ রকম বাড়াবাড়ি করলে আমি এ স্থান ছেড়ে চ'লে যাব।

নারা। যাও না—তুমি গেলে কি আমার সেবা করবার লোক জুটবে না?

কাঞ্চি। তাই জুটিয়ে নে ভাই! একটা ব্রাহ্মণ-সন্তানকে সেবক কর। আমি তোর সেবাকে কোটি কোটি প্রণাম করি। তোর সেবার এমন বেয়াড়া কল যে, আমি অধম শূদ্র—আমাকে স্পর্শ করলে যে ব্রাহ্মণকে স্নান করতে হয়—সেই ব্রাহ্মণে আমাকে প্রণাম করতে এল। শুধু কি তাই! আমার উচ্ছিষ্ট ভোজনের জন্য লালায়িত হয়ে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল।

নারা। তার পর?

কাঞ্চি। তার পর আবার কি! আমি কি তাকে উচ্ছিষ্ট খেতে দেব? আমি কি এতই হীন হয়েছি? তোর কৃপায় তার মনোগত ভাব আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলুম। রামানুজ যেমনি রাজ-বাড়ীতে চ'লে গেল, অমনি তার বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে মাকে বললুম, "মা! যা রেঁধেছ, সন্তানকে শীগগির দিয়ে দাও। আমি এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করতে পারব না। শীঘ্র শীঘ্র আমাকে শ্রীমন্দিরে যেতে হবে। আমি নিজের উদর-ভরণের জন্য প্রভুর সেবার অবহেলা করতে পারবো না।" পাছে অভ্যাগত বিমুখ হয়ে চ'লে যায়, এই ভয়ে মা আমাকে পাতা পেতে খেতে বসালেন। দেখি, বেলা প্রথম প্রহরের ভিতরেই মা পঞ্চাশ রকমের ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করেছেন। সেই অমৃত-তুল্য অন্ন-ব্যঞ্জনে উদর পূর্ণ ক'রে উচ্ছিষ্ট পাতা দূরে ফেলে খাবার জায়গায় বেশ ক'রে গোবর দিলুম, তার পর মায়ের কাছে মুখ-শুদ্ধি নিলুম, তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলুম, আর পাছে রামানুজের সঙ্গে পথে দেখা হয়, সেই ভয়ে খিড়কির দোর দিয়ে পালিয়ে এলুম।

নারা। আর আমিও অমনি সদর দোর দিয়ে ঢুকলুম।

কাঞ্চি। সে কি!

নারা। ঢুকেই বললুম, "মা! তোমার কথা ঠেলতে পারলুম না—পেসাদ পেতে ফিরে এলুম।" মা বললে—"তা হ'লে বোস্। এক জন যখন খেয়ে গেছে—তখন তুইও খেয়ে নে।" আমি বললুম—"এরই মধ্যে আবার কে এসে খেয়ে গেল গো?" মা বললে—"কেন, তোদের সেই বুড়ো বাবাজী।" আমি বললুম—"মা গো! আমার খাওয়া হ'ল না।" —"কেন রে?"—"সে বাবাজী যে অধম শূদ্র—চণ্ডাল। আমি গয়লার ছেলে হয়ে তার খাওয়ার শেষ খাব?" মা বললে—"বলিস কি!" আমি বললুম—"আমি ত খাবই না। তুমি কি তোমার স্বামীকে চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট খাওয়াবে?" মায়ের মুখ ম্লান হয়ে গেল। বললে—"তাই ত বাপ, তা হ'লে কি করলুম! কি সর্ব্বনাশ করলুম! একটি

ঘর রান্না।" আমিও অমনি বললুম—"তোমার স্বামী নারায়ণ। ভূ-ভারতে তার তুল্য নেই। এক ঘর রান্না তোমার বড় হ'ল, না তোমার নারায়ণ-স্বামীর ধর্ম্ম বড় হ'ল।" বলবামাত্র, দাদা, তখনি ব্রাহ্মণী সেই সব অন্ন-ব্যঞ্জন একটা বুড়ীকে ডেকে দিলে। দিয়ে, ঘর ধুয়ে, হাঁড়ি ফেলে, আবার স্নান ক'রে রাঁধতে ব'সে গেল। আমিও অমনি তোমারই মতন খিড়কির দোর দিয়ে দে চম্পট।

কাঞ্চি। তা হ'লে গোল বাধিয়ে এসেছিস্?

নারা। নিশ্চয়—তাতে আর সন্দেহ আছে। এতক্ষণ স্বামি-স্ত্রীতে ঝগড়া বেধে গেছে।

কাঞ্চি। তা হ'লে ভাই, ব্রাহ্মণ-পুত্রকে আর ঘরে থাকতে দিচ্ছিস্ না?

নারা। কেমন ক'রে দেবো দাদা! সমস্ত পৃথিবী যে হাঁ ক'রে তার মুখের পানে চেয়ে আছে।

কাঞ্চি। সতীর চোখ থেকে অবিরাম জল ফেলবার ব্যবস্থা করলি। আর তাই করলি কি না আমাকে উপলক্ষ ক'রে। তোর যে এত দিন ধ'রে দাসত্ব করলুম, এই বুঝি তার ফল পেলুম? আমি শূদ্র, আমা হ'তে ব্রাহ্মণ-কন্যার মনোব্যথা উৎপন্ন হবে!

নারা। কি করব দাদা, তোমার অদৃষ্ট। আমি সুবিধামত লোক পেলুম না।

কাঞ্চি। বটে রে দুষ্ট! তবে শোন্, তোর সেবাতে যদি সামান্যমাত্রও অধিকার আমাকে দিয়ে থাকিস, তা হ'লে বলি তোকে, নিজে কড়ায় গণ্ডায় সতী-রাণীর ঋণ শোধ দিতে হবে।

(নারায়ণের গীত)

ঋণের দায়ে দীনের বেশে ভিক্ষা মাগি ঘরে ঘরে।
তবু ত ঘুচে না ঋণ সে প্রতিদিন
যায় যে বেড়ে ভারে ভারে॥
ঋণের তরেই যাওয়া আসা,
ঋণ চিনেছে ভালবাসা,
ঋণের দায়ে বদ্ধ আমি চৌদ্দ পোয়ার কারাগারে।
ঋণের টানে রাখাল হই,
নন্দের বোঝা মাথায় বই,
ঋণের তরে পাতালপুরে বাঁধা বলির নাচ-দুয়ারে॥

কাঞ্চি। ইচ্ছাময়! তোমার ইচ্ছা কে রোধ করতে পারে?

পঞ্চম দৃশ্য

রন্ধনশালা।

রামানুজ ও জমাম্বা।

রামা। এত বেলা পর্য্যন্ত যে রাঁধছ জমাম্বা?

জমাম্বা। কি করি, যা রাঁধলুম, সব নষ্ট হয়ে গেল।

রামা। নষ্ট হয়ে গেল?

জমাম্বা। গেল বই কি। নীচ শূদ্রে অন্নের অগ্রভাগ গ্রহণ করেছে, সে অন্ন কি তোমাকে দিতে পারি, না আমিই খেতে পারি! একঘর রান্না ফেলে দিতে হ'ল।

রামা। মাঝখান থেকে শূদ্র কোথা থেকে এসে জুটল?

জমাম্বা। তুমিই জুটিয়েছ—আবার কোথা থেকে জুটবে?

রামা। আমি জুটিয়েছি?

জমাম্বা। আমার যেমন পোড়া অদৃষ্ট! এ অদৃষ্টে আরও কত দুঃখ আছে, তা বলতে পারছি না।

রামা। তোমার আক্ষেপের অর্থ আমি বুঝতে পারছি না। ও! বুঝেছি! সেই গয়লা ছোঁড়া খেয়ে গেছে বুঝি?

জমাম্বা। সে ত আমার বাপের ঠাকুর। চণ্ডাল—পেরিয়া—যার ছাওয়া মাড়ালে নাইতে হয়।

রামা। পাগলের মত এ সব কি বলছ জমাম্বা! চণ্ডাল আবার কাকে খেতে বলেছি? বেশ, তাই যদি জানলে ত তাকে অন্নের অগ্রভাগ দিতে গেলে কেন? জান, আমি আজ আমার গুরুদেবকে নিমন্ত্রণ ক'রে এসেছি।

জমাম্বা। ও মা, কি ঘেন্না! কে গুরুদেব?

রামা। কে, গুরুদেব কি! মহাত্মা কাঞ্চিপূর্ণ এসেছিলেন না কি?

জমাম্বা। মহাত্মাই এসেছিলেন।

রামা। অ্যাঁ! তাঁকে অপমান করেছ না কি জমাম্বা?

জমাম্বা। অপমান করব কেন? তবে বৃদ্ধ অপমানের কাজ করেছে।

রামা। ধিক্ মূঢ়ে! তোমার কোনও কার্য্যাকার্য্যবিচার নেই!

জমাম্বা। কেমন ক'রে বুঝলে বিচার নেই?

শূদ্রের আহারের পর অন্ন-ব্যঞ্জন তোমাকে খেতে দিইনি ব'লে?

রামা। তুমি কাঞ্চিপূর্ণের ন্যায় মহাত্মার প্রতি শূদ্রের ন্যায় ব্যবহার ক'রে অতি ক্ষুদ্র-চিত্তের কর্ম্ম করেছ। যিনি বরদরাজতুল্য, তাঁকে তুমি শূদ্র ব'লে অশ্রদ্ধা করলে!

জমাম্বা। বল কি! তোমার কথার যে রকম ভাব, তাতে বোধ হচ্ছে, তুমি উপস্থিত থাকলে, সেই মহাত্মার প্রসাদ খেয়ে আপনাকে কৃতার্থ মনে করতে!

রামা। তাই ত করতুম জমাম্বা। তোমার বুদ্ধির দোষেই আমার অদৃষ্টে সে মহাত্মার প্রসাদ ঘটলো না।

জমাম্বা। তা হ'লে মূঢ় আমি নই—মূঢ় তুমি। কার্য্যাকার্য্যের বিচার আমার নেই নয়—তোমার নেই। শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণসন্তান হয়ে তোমার মুখ দিয়ে এই কথা বেরুলো?

রামা। হায়! আমি নিতান্তই ভাগ্যহীন।

জমাম্বা। কেন—মনে আক্ষেপ থাকে কেন? মহাপুরুষকে আবার নিমন্ত্রণ ক'রে আনাও। এনে তার প্রসাদ পাও। তোমার বিদ্যাকে ধিক্, তোমার বুদ্ধিকেও ধিক্! একটা গয়লার ছেলেকে খেতে অনুরোধ করেছিলুম। পেরিয়া আগে খেয়েছে ব'লে, ক্ষুধায় কাতর হয়েও সে আমাদের অন্নগ্রহণ করলে না। একটা গয়লার ছেলের যা বুদ্ধি আছে, তাও তোমার নেই! বৃদ্ধ বাবাজী যদি তোমার মত নির্ব্বোধ হ'ত, তা হ'লে আজ আমার কি সর্ব্বনাশই না হ'ত! প্রতিবাসীরা জানলে একঘরে করত, মাসী-মা হাতের জল ছুঁতো না, বাবা মা আর আমাকে ঘরে ঢুকতে দিত না। সন্ন্যাসী হ'তে, এ কথা বলতে পারতে। গৃহস্থ তুমি, কোন্ সাহসে এরূপ কথা মুখে আন?

রামা। তাই হব জমাম্বা—সন্ন্যাসী হব।

জমাম্বা। সে তোমার ইচ্ছা।

রামা। বেশ, এখনি তুমি আমাকে বিদায় দাও।

জমাম্বা। বালাই, আমি তোমাকে বিদায় দিতে যাব কেন? স্বামীই স্ত্রীলোকের একমাত্র গতি। স্ত্রী কখন, কি স্বামীকে ত্যাগ করতে পারে? আমার অপরাধ দেখে আমাকে পরিত্যাগ ক'রে যাও—সে স্বতন্ত্র কথা। তোমার মহাত্মা বাবাজীকেই জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ, আমার অপরাধ হয়েছে কি না। বাবাজী? না হনুমান্?

বৈরাগী হ'লে কি হবে, নীচজন্মের সংস্কার যাবে কোথায়!

রামা। আর আমার সম্মুখে মহাপুরুষের নিন্দা করো না জমাম্বা। (গমনোদ্যোগ)

জমাম্বা। চ'লে যাচ্ছ যে? খাবে না?

রামা। এখন ত নয়ই। এর পরে খাই কি না খাই, বিবেচ্য। যেখানে সাধুর নিন্দা হয়, সেখানে জলগ্রহণ করতে নেই।

[প্রস্থান।

জমাম্বা। বুঝতে পারছি, তোমায় রাখতে পারব না। কিন্তু আমিও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের কন্যা। নারীকে গৃহস্থধর্ম্ম কেমন ক'রে পালন করতে হয়, পিতা আমাকে সমস্তই শিখিয়ে দিয়েছেন। আমি যদি ধর্ম্মে পতিত হই, তবেই না তুমি আমাকে ত্যাগ করতে পার। দেখি, তুমি কি অছিলায় আমাকে ত্যাগ কর। আর কোন্ মহাত্মাই বা তোমাকে ত্যাগের বিধান দেয়।

(দাশরথির প্রবেশ)

দাশ। মামী-মা! মামী-মা! তোমার ঘরে অন্ন আছে?

জমাম্বা। আছে—কেন বল দেখি?

দাশ। একটি সন্ন্যাসিনী অনাহারে মৃতপ্রায় হয়ে একটি বৃক্ষ-মূলে প'ড়ে আছেন।

জমাম্বা। এখনি তাঁকে নিয়ে এস। তাঁকে ব'ল, ভুক্তাবশেষ নয়, আমরা স্বামি-স্ত্রীতে এখনও পর্য্যন্ত আহার করিনি। সদ্য প্রস্তুত অন্ন।

দাশ। বেলা তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হয়—এখনও তোমাদের খাওয়া হয়নি?

জমাম্বা। সে কথা পরে বলব, তুমি আগে তাকে নিয়ে এস।

[দাশরথির প্রস্থান।

এস সন্ন্যাসিনী! আমারও আজ তোমার মত অবস্থা। তবে তুমি পথে বেরিয়েছ, আমি এখনও ঘরে আছি। না না—কই ঘর? যে অভাগিনী পতির স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়, এ পৃথিবীতে তার আশ্রয় কোথায়? আমার মাথার উপরের এই আচ্ছাদন শূন্যের আকার ধারণ করেছে, এই আচ্ছাদনতলে বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমি যেন আশ্রয়হীনার মত ব'সে আছি। এস সন্ন্যাসিনী, এস—একটি সমবেদনার সঙ্গিনীর মুখ দেখবার জন্য আমি ব্যাকুল হয়েছি। আমি

তোমাকে আশ্রয় দেবার অভিমান রাখিনি—আমাকে আশ্রয় দেবে তুমি।

(অওালকে সঙ্গে লইয়া দাশরথির পুনঃ প্রবেশ)

দাশ। আসুন মা! আগে জীবনরক্ষা করুন। সুস্থ হ'য়ে, যেখানে আপনার মানস, যাবেন।

জমাদা। এস মা—এস। সন্ন্যাসিনী ব'লে-ছিলে যে দাশরথি! এ যে দেখছি কার ভাগ্য-লক্ষ্মী! তাই ত মা! এখনও যে তোমার মুখে সৌভাগ্য মূর্ত্তিমান হয়ে খেলা কর্‌ছে: তা হ'লে এ গৈরিকবেশে কি লীলা কর্‌তে পথে বেরিয়েছ মা লক্ষ্মি! এস মা এস।

দাশ। মায়ের স্বামী মাকে বনে পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেছেন।

জমাদা। বেশ, বেশ—এস সমবেদনার সখী, ঘরে এস।

অওাল। মা! আমার যে বলবার ঢের কথা আছে।

জমাদা। এর পরে ব'ল মা। তোমাকে দেখে বোধ হচ্ছে, দু'তিন দিন তোমার পেটে অন্ন-জল পড়েনি। আগে জীবনরক্ষা কর, তার পর যা বলবার ব'ল মা। আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে শুনবো।

ষষ্ঠ দৃশ্য

মন্দিরের বহিঃপ্রাঙ্গণ।

কাঞ্চিপূর্ণ ও কুরেশ।

কাঞ্চি। যাও বিপ্র! পতিব্রতা পত্নীরে ত্যজিয়া
তমোময় বনপথে দস্যুর সম্মুখে,
নারীহত্যা তুল্য পাপী পাপে আজি তুমি।
যাও, আগে তাঁর করহ সন্ধান।
সন্ধানে যদ্যাপি পাও
সাথে লয়ে এস তাঁরে।
যদ্যপি না পাও
দস্যুপথে করিয়ো প্রয়াণ।
নাশিয়াছ সতীর করিয়া অপমান।
যে দম্ভপূর্ণ অভিমান, আসিয়াছ
লক্ষ্মীতারে তুমি করিতে দর্শন?
মন্দিরদ্বার
নহে তার তরে, পত্নীঘাতী যেবা।
বুঝিয়াছি মুনিবর!
আপন কর্ম্মের দোষে
হারাইনু কমলার শ্রীপদপঙ্কজ।
কৃতঘ্ন, দুর্ম্মনা, দম্ভী, পাপিষ্ঠ, বঞ্চক
কোথা আমি? আর কোথা ব্রহ্মাদিবন্দিতা
হরি-হৃদি-বিহারিণী ত্রিভুবনমাতা?
মহাত্মন্! বল মোরে করুণা করিয়া
এ জীবনে পাইব কি লক্ষ্মীর দর্শন?

কাঞ্চি। জ্ঞানী তুমি। শুনিয়াছি,
বহু শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত তুমি।
আজীবন দানে, ক্ষুধাবৃত্তর্পণে
কলিযুগে দাতাকর্ণ তব অভিধান।
ভাগ্যবান্!
তাই না পেয়েছ তুমি লক্ষ্মীর আহ্বান!
তবে হতাশ কি হেতু হও দ্বিজ?

কুরেশ। দাও পদধূলি।
তব আশীর্ব্বাদ শিরে ধরি,
করি আমি প্রাণময়ী পত্নীর সন্ধান।

কাঞ্চি। কর কি কর কি প্রভু!
আমি নীচ শূদ্র অধম চণ্ডাল।
তোমাদের পদরজঃ ধরিয়া মস্তকে
মৃত্যুরে বঞ্চনা করি কাটাতেছি কাল।
জ্ঞান বুদ্ধি যা কিছু হেথায়
সমস্তই ব্রাহ্মণের চরণ কৃপায়।
সর্ব্বনাশ ক'র না আমার মহাত্মন্।
আশীর্ব্বাদে নহি আমি অধিকারী।

কুরেশ। হীন ব'লে কর প্রত্যাখ্যান।
নিষ্ঠুর বুঝিয়া মোরে
পদরজঃদানে কৃপণ হইলে প্রভু!
আশিস্ সম্পদ—যদি না হ'ল আমার
অশ্রুপূর্ণ এ অন্ধ নয়ন
কেমনে পাইবে প্রভু সতীর দর্শন?

কাঞ্চি। আক্ষেপ ক'র না ভাগ্যবান্!
চেয়েছে কমলা তোমা কৃপার নয়নে।
[illegible] মূর্ত্তি ধরি করে আগমন।
ওই দূরে হের, নরবর—
প্রাতঃসূর্য্যসম দীপ্ত চারুরূপধর,
মত্ত মাতঙ্গের গতি লয়ে
টলিতে টলিতে আসে পথে।
নররূপে দেখ নারায়ণ।
আশীর্ব্বাদ করহ গ্রহণ।
আর ভাগ্যহীন নাহি রবে,
নিশ্চিত ফিরিয়া পাবে সতীরে ব্রাহ্মণ!

[প্রস্থান।

(রামানুজের প্রবেশ)

রামা। আপনি বসিলে বাণী রসনার মূলে।
ত্রিলোকে তরঙ্গ তু'লে
মুখ হ'তে বাহির করিলে, তিন পণ।
তাহার পূরণ
অষ্টপাশবদ্ধ জীবে কভু না সম্ভবে।
এখনও দেখি যেন সম্মুখে আমার
অভীষ্টদেবের সেই পবিত্র আগার!
ত্রি-অঙ্গুলি মুষ্টিবদ্ধ,—
যেন দীপ্তিময়ী ইচ্ছা নারায়ণী
সবলে আবদ্ধ তাহে।
মহাসমাধির কোলে অনন্ত-শয়নে,
আশীর্ব্বাদ পূরিয়া নয়নে,
অভ্যন্তর হ'তে মোরে করিলা ইঙ্গিত—
"বাসনা লইয়া বুঝি মরি!
ধর বৎস কৃতাঞ্জলি ভরি'
অপূর্ণ বাসনাত্রয়। ত্রিলোকের মাঝে
এ ভার বহিতে ক্ষম একমাত্র তুমি!"
জ্ঞানশূন্য হয়ে গেনু ইষ্টের আদেশে!
অবকাশে এ কণ্ঠ আশ্রয়ে,
এক এক দেবমূর্ত্তি ভক্তের সম্মুখে
যে প্রতিজ্ঞা করালে বাহির,
হে বাণি! স্মরিতে শিহরে কলেবর
হস্তপদ রজ্জুবদ্ধ আবদ্ধ নয়ন—
যথার্থই পঙ্গু আমি নারায়ণ!
আমা হ'তে হইবে কি অচল লঙ্ঘন?

(কুরেশের প্রণাম)

এ কি, এ কি—কে আপনি—দেখি যে ব্রাহ্মণ!
কি বিপদ—ক্ষিপ্ত না কি দ্বিজ?

কুরেশ। নারায়ণ! অভাগ্য আশ্রয় মাগে পায়।

রামা। ব্রাহ্মণ! তুমি সত্য সত্যই পাগল হয়েছ—নারায়ণ বলছ কাকে?

কুরেশ। আপনাকে।

রামা। নারায়ণ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। তা হ'লে আপনিও ত নারায়ণ। আমিও আপনাকে—

কুরেশ। (পদ ধরিয়া) তা করতে দেব না প্রভু—আশ্রয় দাও। নারায়ণ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা বটে। তবে যাতে যেমন প্রকাশ। আপনাতে পূর্ণ প্রকাশ। এর পূর্ব্বে যাঁকে আমি নারায়ণজ্ঞানে প্রণাম করতে গিয়েছিলুম, সেই মহাপুরুষ কাঞ্চিপূর্ণ আপনাকে দেখিয়ে দিয়ে আমাকে আপনার আশ্রয় নেবার আদেশ দিয়েছেন।

রামা। তিনি কোথায়?

কুরেশ। আপনাকে দেখেই দূর থেকে ভক্তিভরে প্রণাম ক'রে তিনি চ'লে গেছেন।

রামা। (স্বগত) বুঝেছি, ঋষি আমাকে ধরা দিলেন না।—তার পর আপনার কি প্রয়োজন?

কুরেশ। প্রয়োজন অন্য কিছু নয়—শ্রীচরণে আশ্রয়।

রামা। আমি নিজে নিরাশ্রয়। আমি তোমাকে কি আশ্রয় দেব ভাই?

কুরেশ। আপনি সর্ব্বাশ্রয়—আপনায় আশ্রয় সেই জন্য আপনি।

রামা। কে আপনি?

কুরেশ। আমার ইতিহাস শুনুন। আমার নিবাস কুরগ্রাম।

রামা। কোন্ কুরগ্রাম? যে স্থানের ভূম্যধিকারী দাতাকর্ণ ব'লে দেশমধ্যে বিখ্যাত?

কুরেশ। আমিই সেই হতভাগ্য।

রামা। আপনিই সেই কুরেশ! আপনাকে দর্শন ক'রে আমি আজ ভাগ্যবান্। আপনি হতভাগ্য?

কুরেশ। যখন আমার পরিচয় জেনেছেন, তখন আমার ভাগ্যহীনতার কথাটাও শুনুন। অতিথি অভ্যাগতের সেবায় প্রতিদিন রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত আমার গৃহে কোলাহল চলতো। দ্বিপ্রহরের পর—যখন কোন অতিথি অভুক্ত থাকতো না—বহির্দ্বারের কবাট রুদ্ধ হ'ত। লৌহ-নির্ম্মিত অতি উচ্চ কবাট বন্ধের সময় একটা ভীষণ শব্দ হ'ত। সহসা এক দিন এক সাধু আমার গৃহদ্বারে উপস্থিত হয়ে আমাকে বললেন,—"কুরেশ! প্রতিদিন তোমার কবাট-রোধের শব্দে জগন্মাতা লক্ষ্মীর নিদ্রাভঙ্গ হয়। তাই মা তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন।"

রামা। ধন্য কুরপতি, তুমি ধন্য। জগন্মাতা যাকে নিজে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠান, তার তুল্য ভাগ্যবান্ জগতে আর কে আছে, আমি জানি না।

কুরেশ। তার পর শুনুন। মা লক্ষ্মী তাঁর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করতে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন শুনে, আহ্লাদে উন্মত্ত হয়ে তখনি অঙ্গের সমস্ত অলঙ্কার খুলে ফেললুম। পট্টবস্ত্র পরিত্যাগ ক'রে চীরবস্ত্র পরিধান করলুম। তার পর জগন্মাতাকে উদ্দেশে প্রণাম করে, গৃহপরিত্যাগ করলুম। আমার স্ত্রী কোন গতিকে আমার অভিপ্রায় অবগত হয়ে, আমার অনুগামিনী হ'ল।

আমরা এক বনপথ আশ্রয় করলুম। বনে প্রবেশ ক'রেই আমার পত্নী আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—"এ বনে ত কোনও ভয় নেই?" আমি উত্তর করলুম—"ধনবানদেরই ভয় হয়। আমাদের কাছে যখন কিছুই নেই, তখন ভয় কি?" স্ত্রী বললেন—"আমার কাছে একটি স্বর্ণপাত্র আছে। পথে আপনি পিপাসার্ত্ত হ'লে তাই দিয়ে আপনাকে জলপান করাব ব'লে এনেছি।" আমি তাঁকে সেটা ত্যাগ করতে আদেশ করলুম। স্ত্রী বললে "পথের শেষ না হ'লে, আমি একে ত্যাগ করব না।" এমন সময় বনমধ্যে দস্যুর উপস্থিতি অনুমান হ'ল। সেই জন্ত তাকে পুনরায় সেটা ত্যাগ করতে আদেশ করলুম। স্ত্রী সেবারও আমার আদেশ অমান্ত করলে। সুতরাং ক্রোধে বনমধ্যে তাকে পরিত্যাগ ক'রে, আমি চ'লে গিয়েছিলুম।

রামা। তার পর?

কুরেশ। তার পর এখানে আসতেই সেই সাধুর সঙ্গে আমার পুনর্দ্দর্শন হ'ল। তিনি মহাত্মা কাঞ্চিপূর্ণ। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া মাত্র তিনি আমাকে বললেন, মা তাঁকে বলেছেন,—"আমি লক্ষ্মী—লক্ষ্মী-ছাড়ার বেশে কেন সে আমাকে দেখতে এসেছে? আসবার সময় নারায়ণের পানার্থে অন্ততঃ তার একটা স্বর্ণপাত্রও আনা কর্ত্তব্য ছিল। তা যখন আনেনি, তখন আমার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হবে না।" শুনে, নিজের মূর্খতা বুঝে, শ্রীমন্দিরের দ্বারদেশে কপালে করাঘাত ক'রে আমি ব'সে পড়লুম; এবং সমস্ত ইতিহাস মহাত্মা কাঞ্চিপূর্ণকে শোনালুম। তিনি আপনাকে দেখিয়ে দিলেন। বললেন—"আপনার শ্রীচরণের কৃপা পেলেই আমি আমার পত্নীকে ফিরিয়ে পাব।"

রামা। মহাত্মা কাঞ্চিপূর্ণ এই কথা বললেন?

কুরেশ। হাঁ প্রভু!

রামা। আর আপনিও অমনি সেই কথায় বিশ্বাস করলেন?

কুরেশ। বিশ্বাস করলুম।

রামা। তা হ'লে যাও ভাই! সম্মুখস্থ দীর্ঘিকাতে স্নান ক'রে অগ্রে আমার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ কর। তোমাকে দেখে বোধ হ'চ্ছে, দু'দিন তোমার উদরে অন্নজল পড়ে নি। স্নান ক'রেই রাজার পূর্ব্বমুখে গিয়ে, ব্রাহ্মণপল্লীতে প্রবেশ করবে। সেইখানে রামানুজাচার্য্যের গৃহের অনুসন্ধান করলেই লোকে তোমাকে আমার গৃহ দেখিয়ে দেবে। গৃহে গৃহিণী আছেন। সদ্যঃপ্রস্তুত অন্ন। যথাসম্ভব সত্বর আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করছি।

[কুরেশের প্রস্থান।

তাই ত! গুরুদেব কি আমাকে রহস্য করলেন? না, আমার মেদিনী-ভ্রমণের সহচর পাঠিয়ে দিলেন?

(কাঞ্চিপূর্ণের প্রবেশ)

কাঞ্চি। রাজবাড়ীতে আপনাকে না কি বন্দী ক'রে নিয়ে গিয়েছিল প্রভু?

রামা। বারংবার আমাকে প্রভু ব'লে আমার মর্ম্মবেদনা কেন উৎপাদন করছেন? আমি আপনার শিষ্য—আপনি আমার গুরু।

কাঞ্চি। ও কথা মুখেও আনতে নেই।

রামা। তা হ'লে আপনি আমাকে কৃপা করবেন না?

কাঞ্চি। বরদরাজ তোমাকে কৃপা করেছেন—করবেন। আমি শূদ্র, তুমি ব্রাহ্মণ। তোমাকে মন্ত্রদানে আমার অধিকার নেই। আমি তোমার সম্বন্ধে বরদরাজকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম। তিনি যা উত্তর দিয়েছেন—তোমাকে বলছি। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমাকে বল দেখি, তোমাকে আজ এত শুষ্ক দেখছি কেন? রাজবাড়ীতে কি সারাদিন আবদ্ধ ছিলে?

রামা। আপনার কৃপায় রাজবাড়ী থেকে সসম্মানে ফিরে এসেছি। বাড়ীতে স্ত্রীর আচরণে মর্ম্মাহত হয়ে গৃহ ত্যাগ ক'রে চ'লে এসেছি। আপনি ক্ষণপূর্ব্বে এক মহাবিপদ আমাকে জুটিয়ে না দিলে, ইচ্ছা করেছিলুম আর ফিরব না।

কাঞ্চি। সাধ্বী এমন কি অন্যায় আচরণ করেছেন রামানুজ?

রামা। বলতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। অমাগা আপনার আজ অপমান করেছে।

কাঞ্চি। আমার! কখন্? আমি ত আজ মায়ের কাছে যে আদর পেয়েছি, আমার গর্ভধারিণীর মৃত্যুর পর এরূপ আদর আর কখন কারও কাছে পাই নি।

রামা। আপনাকে শূদ্র জ্ঞান ক'রে তদনুরূপ ব্যবহার দেখিয়েছে।

কাঞ্চি। আমি শূদ্রই ত। নিজের অবস্থা

বুঝে আমি নিজেই সঙ্কোচের সহিত মায়ের শ্রীমন্দিরে প্রসাদ পেয়ে এসেছি,—তার জন্যই কি তুমি গৃহত্যাগের অভিপ্রায়ে অনাহারে চ'লে এসেছ? সাবধান রামানুজ, বিনাপরাধে তুমি সতীকে পরিত্যাগ ক'রে চ'লে এলে তুমি জগতের কোনও শুভকাজ করতে পারবে না। তিনটি প্রতিজ্ঞার একটিও পূরণ করতে পারবে না।

রামা। সে আপনাকে তীব্র গালি দিয়েছে।

কাঞ্চি। আমাকে? না—না—না। সে মধুর মুখ থেকে গালি ত বেরুতে পারে না। না—না—না।

রামা। না কি, আপনাকে হনুমান বলেছে।

কাঞ্চি। এই কথা মা বলেছেন, বলেছেন?

রামা। শুধু বলেছেন—আবার এ কথা আপনাকে শোনাতে বলেছেন।

কাঞ্চি। (হাস্য) সাবধান রামানুজ। আবার বলি, বিনাপরাধে তাঁকে যেন কোনও মতে পরিত্যাগ ক'র না।

রামা। তা হ'লে আমার গৃহত্যাগ হবে না?

কাঞ্চি। এ অবস্থায় কিছুতে হবে না। তবে শোন—মাকে না ব'লে, তাঁকে চিন্তায় ফেলে, তুমি শ্রীরঙ্গমে গিয়েছিলে। সেজন্য মহাপুরুষের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয় নি। ওই এক হতভাগ্য অনাপরাধে সতী স্ত্রীকে বনে নিক্ষেপ ক'রে জগন্মাতার কাছে লাঞ্ছিত হয়েছে। তুমি যদি তাই কর, তোমারও ভাগ্যে তাই আছে।

রামা। আমিও তাকে ত্যাগ করতে পারব না—সেও আমাকে ত্যাগ করবে না—তা হ'লে?

কাঞ্চি। সতী কি কখন পতিত্যাগের কথা মনেতেও আনতে পারে?

রামা। তা হ'লে প্রতিজ্ঞা কেমন ক'রে পালন করব?

কাঞ্চি। বরদরাজের শরণ পেয়েছ, চিন্তা কি? বরদরাজ তোমাকে কি বলতে আমার প্রতি আদেশ করেছেন, শোন। তিনি বলেছেন—জগতের কারণ যে প্রকৃতি, আমি তারও কারণ—পরব্রহ্ম। জীব ও ঈশ্বরে ভেদ স্বতঃসিদ্ধ। ভগবানের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণেই জীবের মুক্তি। আমার যারা ভক্ত, তাঁরা অন্তিমসময়ে যদি আমার স্মরণ নাও করতে পারে, তথাপি তাদের মুক্তি নিশ্চিত। দেহত্যাগ হ'লেই আমার ভক্তেরা পরমপদ প্রাপ্ত হয়।" এই ক'টি কথা বলেই ঠাকুর তোমাকে মহাত্মা মহাপূর্ণের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করতে আদেশ দিয়েছেন।

রামা। গুরুদেব!

বিষম সংশয় জেগেছিল মনে।
তব বাক্য শুনি
নির্মুক্ত সংশয়, ঘুচে গেল ভয়
যেথা পাব যাঁরে, ধরিয়া তাহারে
নিঃশঙ্কে অভয়বাণী করাব শ্রবণ।
নাগপাশে বেড়া অঙ্গ, শিরে ভুজফণা,
তবু জীব ছাড়হ ভাবনা।
শত অকার্য্যের মাঝে দিনান্তে ব্যাকুল—
একবার লগ্ন কর কৃষ্ণপদে মতি।
ঘুচিবে দুর্গতি—টুটিবে আঁখির জল
কেশ হ'তে কালমুষ্টি করিবে মোচন।

কাঞ্চি। ধন্য হ'নু, শুনে নারায়ণ!

সর্ব্বাগ্রে দাসের কর প্রণাম গ্রহণ।
পাপদগ্ধ ধরণীর
বিশাল প্রচার ভূমিতলে
প্রথম উঠিল এই আশ্বাসের গান।
আমি ভাগ্যবান্, প্রথম শুনিনু তাহা।
আবার প্রণাম করি শ্রীচরণতলে।
মারুতির বলে, যে উদ্দেশ্যে ধরেছিনু
বরদের অভয়-চরণ,
সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ মোর।
হে বরদ! খসিল বন্ধন তব।
তুমি আর তব বিশ্ব রামানুজ মাঝে
আর কেন মধ্যস্থের স্থিতি বিড়ম্বনা?
মুক্ত কর জাল, ঘুচুক জঞ্জাল।
বিগ্রহে বিগ্রহে হ ক মধু আলাপন।

(শূন্যে বরদমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব)

কৃষ্ণ। রামানুজ!

রামা। মধুরং মধুরং অস্য বপুঃ

মধুরং বদনং বদনং মধুরং।
মধুরং স্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং॥
কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপুর মধু হ'তে সুমধুর,
হৃদয়ে ধরিতে বাহুপাশ
প্রসারিয়া এই চলি, এস এস বনমালী,
পদ্মদলে করিয়া বিকাশ।

কাঞ্চি। যাও প্রভু গৃহে যাও ফিরে।

অপেক্ষায় সতী ব'সে আছে অনাহারে।
অতিথিরে আশ্রয় করেছ অঙ্গীকার—

গৃহধর্ম করিয়া পালন
এস ফিরে। শ্রীমূর্ত্তি সেবার ভার
তোমারে করিব আমি দান।

[উভয়ের প্রস্থান।

(দেব-দাসীগণের গীত)

মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং।
মধুতোঽপি চ মধুরং মধুরং মধুরং ॥
মধুরং বদনং মধুরং বদনং
মধুরং মধুরং কলেবরং।
নূপুরমঞ্জীরং শিঞ্জিত মধুরং
মধুতোঽপি মধুরং পীতাম্বরং।
মধুরং চরণং চরণাভরণং
মধুরমুরঃস্থিতরত্নং।
মধুরং স্মিতমেতদহো
প্রেক্ষণমতনুমনোহরং।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রামানুজের গৃহ-প্রাঙ্গণ।

জমাম্বা ও অণ্ডাল।

জমাম্বা। শুন মাতঃ, নিষ্ঠুর যগুপি তব পতি,
সেই হেতু তাঁর প্রতি
তুমিও কি নিষ্ঠুরা হইতে চাও সতী?
অণ্ডাল। নিষ্ঠুরা! নিষ্ঠুরা আমি?
এ যে মা বিচিত্র কথা শুনালে আমারে।
জমাম্বা। নিষ্ঠুরা—নিষ্ঠুরা। মোর জ্ঞানে
স্বামী হইতে অধিক নিষ্ঠুরা তুমি।
শুনিয়া দেবীর আবাহন,
বাহ্যজ্ঞান-শূন্য স্বামী
চলেছিল কমলাদর্শনে।
তুমি তার পশ্চাৎ সরণে
প্রথম করেছ নিষ্ঠুরতা।
তার পর, কি বুঝে তোমার স্বামী
মনে মনে স্মরি নারায়ণে,
সমর্পিয়া শ্রীপদ-পঙ্কজ-মূলে তাঁর,
তোমারে ছাড়িয়া গেছে বনে।
বুঝ নাই নারী, সদিচ্ছা তাঁহারি
সে ভীষণ বনমাঝে
দস্যু-পীড়া হ'তে রক্ষা করেছে তোমারে।
চারু স্বর্ণ-পাত্র হাতে একেলা অবলা—
দেখে দস্যু এলো ছুটে ক'রতে লুণ্ঠন।
কাছে এসে মাতৃজ্ঞানে চরণে নমিল,
দাসমত সঙ্গে সঙ্গে আসিল নগরে,
বন হ'তে করিল উদ্ধার।
হেন বিচিত্র আশিস্ যাঁর,
তুমি কি না সে দেবতা পতির উপরে
প্রতিশোধ করিতে গ্রহণ
দেহত্যাগে করেছ মনন,
ধরেছ সুতীব্র অনশন।
এ হ'তে নিষ্ঠুর কার্য্য কোথা মানময়ি?
অণ্ডাল। আমার মরণসঙ্গে
মুক্তিপথে স্বামীর কণ্টক যদি যায়,
কেন বা মরিতে তুমি দিবে না আমারে?
জমাম্বা। কে বলে কণ্টক যাবে?
রমণীর হত্যাপাপ, ধর্ম্মপথে তাঁর
বিষম কণ্টকলতারূপে
প্রতিপদে পায়ে জড়াইবে।
অণ্ডাল। এ কি কথা শুনাও জননি!
জমাম্বা। পতির পরম শ্রেয়ঃ
একমাত্র সতীর কামনা।
স্বর্গলোভে পতির সেবন
হীন আকিঞ্চন।
শত স্বর্গ প'ড়ে আছে পতির চরণে।
আত্মহত্যা ঘৃণিত মরণে
নিরুদ্দিষ্ট পতিপ্রতি হীন অভিমানে
রমণীর শ্রেষ্ঠ স্বার্থ
নিষ্কামে সে ভালবাসা ক'র না কুণ্ঠিত।
উঠ দেবি, ত্যজ অভিমান,
অন্ন-জলে সযতনে রক্ষা কর প্রাণ।
এক দিকে টানে নারায়ণ,
অন্য দিকে তোমার মনন।
একমাত্র সতীত্বের বলে
ফিরাও ফিরাও তব পতি—
নারায়ণ-মুষ্টিমুক্ত কর ভাগ্যবতি!
অণ্ডাল। একান্তই জ্ঞানহীনা আমি।
জ্ঞানাঞ্জন শলাকায়
আজ তুমি উন্মীলিত করিলে নয়ন।
ব'লে দাও জ্ঞানময়ি,
কি বলিয়া তোমারে করিব সম্বোধন।

(কুরেশের প্রবেশ)

কুরেশ। মাতা, গুরু, ষোড়শী, কমলা,
নারায়ণী, জগত-ঈশ্বরী।
সাষ্টাঙ্গে সাষ্টাঙ্গে পড়—জগদম্বা ব'লে,
অণ্ডাল! সাষ্টাঙ্গে পড় মায়ের চরণে।
পেয়েছি—সচলা লক্ষ্মী, তোমার দর্শন!
আর তুমি, এস—এস, এস নারায়ণ!
শীঘ্র উঠ প্রিয়তমে,

(রামানুজের প্রবেশ)

স্বর্ণপাত্র কর দান শ্রীগুরুচরণে।
রামা। জমাম্বা ফিরিয়া এনু আমি।
জমাম্বা। (পদধারণ) এস গৃহে ফিরে গৃহস্বামী!
বল—বল—বিনা অপরাধে তুমি
ছাড়িবে না মোরে?
রামা। অনন্ত-শয়নে
নিশ্চিন্ত ঘুমাও নারায়ণ!
তোমার শ্রীপদসেবা
কল্পনায় দিনু বিসর্জ্জন।
অশক্ত অশক্ত আমি,
অন্ধ মোর আঁখি অশ্রুভারে—
জগদ্ধাত্রী ধরেছে আমারে।
জমাম্বা। (স্বগত) এ কি এ কি!
প্রেমময় পতির পরশে
সহসা জ্বলিল এ কি স্মৃতি?
সম্মুখে ভাসিল—কার সুন্দর মূরতি?
পিতার বচন ধ'রে ওই চলে বনে
নবদূর্ব্বাদলশ্যাম পুরুষপ্রধান,
পশ্চাতে জঙ্গমা শাললতা—
নারীশিরোমণি সতী জনক-দুহিতা।
আমি, এইমত ভাসি অশ্রুধারে,
সে দোঁহার সাথে যেতে সেবকের ব্রতে।
বিদায় দিতেছি কারে?
হে প্রাণেশ! তোমারে—তোমারে!
(প্রকাশ্যে) তাই কেন?
অশক্ত কি হেতু হবে তুমি?
এক দিকে বিশ্বের কল্যাণ,
অন্য দিকে ক্ষুদ্র নারী-স্বার্থ-অভিমান—
বলি আজ দিনু তারে বিশ্বের দুয়ারে।
এস দেব, মুক্ত আজি তুমি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

যাদবাচার্য্যের গৃহ-সম্মুখস্থ পথ।

তিরুমল ও বড়কুন।

তিরু। আর দেখছ কি বড়ু পগার গেল। এই বেলা মানে মানে পথ দেখি চল।

বড়। বড়ই সমস্যার কথা হ'ল দাদা! বৈষ্ণব বেটাদের প্রাধান্য সহ্য ক'রে কাঞ্চীপুরে কি আমরা বাস করতে পারব?

তিরু। কিছুতেই না। এক দিন যে বৈষ্ণব এক রশী পথ থেকে আমাদের দেখলে সেইখান থেকেই ভয়ে জড়সড় হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতো, আজ সেই হীন বেটাদের কাছে গিয়ে 'বাবাজী' ব'লে তোষামোদ করতে হবে?

বড়। তার চেয়ে মরণ ভাল।

তিরু। সে অবস্থা আসবার আগে, এস, অ... চোলরাজ্য পরিত্যাগ করি।

...ড়। তা, আচার্য্যকে এ কথাটা একবার বল না কেন?

তিরু। বলি নি? কিন্তু শোনে কে? বেঙ্ক-দত্যির এক তাড়াতে বুড়োর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সে শিবোঽহং' 'সোঽহং' 'তত্ত্বমসি'—সব পেটের ভিতর ঢুকে গেছে। বুড়ো আপনার মনে বিড় বিড় ক'রে দিবারাত্র কি বকছে। রাজাও শুনেছি বৈষ্ণব মত গ্রহণ করেছে। সুতরাং এই সময় দেশত্যাগ না করলে ভাগ্য হাতছাড়া হয়ে যাবে।

বড়। ওই আচার্য্য আসছেন। আমি এক-বার ওঁর সঙ্গে কথা কয়ে সব কথার মীমাংসা ক'রে নি।

(যাদবের প্রবেশ)

যাদব। অদ্বৈত না দ্বৈত? 'সোঽহং' না 'দাসোঽহং'? ব্রহ্ম আমি, না দাস আমি? ব্রহ্ম আমি—ব্রহ্ম আমি—ফুৎ—ওই উড়ে গেল!

বড়। গুরুদেব!

যাদব। কে ও—বড়ু? ধর্ ধর্। যাদবাচার্য্য উড়ে যায়—ধর্ ধর্।

তিরু। আপনি এরূপ করলে আমাদের উপায় কি হবে?

যাদব। কে ও—তিরু? তুইও আছিস? বেশ, বেশ, বেশ! তুই অনেক দিন ধ'রে আমার

বো করেছিস্—অনেক শাস্ত্র-ব্যাখ্যা শুনেছিস্—ক বল্ ত বাপ, আমি কে?

ত্রিক। আপনি অদ্বৈত তত্ত্বের—স্বয়ং ব্রহ্ম।

যাদব। ঠিক—ঠিক! আমি দেহ নই, মন —স্বয়ং ব্রহ্ম। এতকাল ধ'রে বিচারে এই র্তি'টার প্রতিষ্ঠা করলুম. সেই 'আমি'টা উড়ে বে?

বড়। কেন যাবে? আপনি মন স্থির করুন, হ'লেই দেখতে পাবেন, আপনার কিছু যায় !

ত্রিক। আপনি যে মহান্,সে মহান্—তারতে দ্বিতীয় যাদবপ্রকাশ।

বড়। কাশীর শ্রেষ্ঠ আচার্য্যে আপনাকে র্শন দিয়েছে।

যাদব। ঠিক্-ঠিক্—ঠিক্—নিদর্শন নিদর্শন! রতের অদ্বিতীয় যাদবপ্রকাশ। কিন্তু—ফুৎ—টা ব্রহ্মদৈত্যের ফুৎকারে সেই যাদবপ্রকাশ যাচ্ছে!

ত্রিক। উড়ে যাবে কি? আপনি স্থির হয়ে দেখুন, যাদবপ্রকাশ পর্ব্বতের ভার নিয়ে নয়াত্মে ব'সে আছেন।

বড়। আপনি কি মনে করেছেন, সে ভূত ভূত তাড়িয়েছে?

যাদব। তবে কে তাড়ালে বড়ু?

বড়। তাড়িয়েছে আপনার পদধূলি।

যাদব। ঠিক?

ত্রিক। তাতে আর সন্দেহ আছে। কাঞ্চী-সী সকলেই জেনেছে, রামানুজ আপনার দের জোরে ভূত তাড়িয়েছে। আপনি ইচ্ছা ক'রে শিষ্যের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন।

যাদব। বটে বটে?

। তা যদি না হ'ত, তা হ'লে কি রামানুজ টাকার লোভ সংবরণ ক'রে চ'লে আসতে ?

যাদব। বল্—বল্ বাপ—আর একবার বল্। —বড়ু! ত্রিক! সব বুঝি। ব্রহ্ম বস্তু নিত্য অনিত্য কি, বেদ বেদান্ত কি—সব কিন্তু রামানুজ কেমন ক'রে কাঞ্চন ছেড়ে সইটে কেবল বুঝতে পারলুম না। যে যে অগাধ অর্থ সে নিলে, জন্মের মত তার র মীমাংসা হয়ে যেতো, সেই টাকা সে মাকে দান ক'রে চ'লে গেল! পিছন বার ফিরেও চাইলে না!

বড়। কাঞ্চন সে ছেড়েছে, এ কথা আপনাকে কে বললে?

যাদব। বল্—বল্—ছাড়ে নি। তা হ'লে প্রচণ্ড হুঙ্কারে আমি আর একবার বলি, "অহং ব্রহ্মাস্মি।"

(নেপথ্যে কীর্ত্তন-কোলাহল)

যাদব। কি হ'ল—কি হ'ল—কি হ'ল!

ত্রিক। তাই ত বড়ু, বৈষ্ণব বেটারা হঠাৎ এত উল্লাস ক'রে উঠল কেন? কি খবর—নেড়েলাই, কি খবর?

(নেড়েলাইয়ের প্রবেশ)

নেড়ে। এই যে তোমরা এখানে আছ? এই যে আচার্য্য—আপনিও আছেন!—আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য! আচার্য্য! আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখে এলুম! রামানুজ সন্ন্যাস গ্রহণ করেছে।

ত্রিক। কবে? কখন্? কেমন ক'রে?

যাদব। ওই ফুৎ—আমার সব তর্কবিচার, শাস্ত্রজ্ঞানের অহঙ্কার একটা ফুৎকারের ভর সইতে পারলে না। উড়ে গেল—উড়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে আমার যা কিছু ছিল, বিদ্যা-বুদ্ধি অহঙ্কার সব—সব ওই যায়—ধর্—ধর্,যাদবাচার্য্য উড়ে যায়, তার সিদ্ধান্ত উড়ে যায়—ধর্—ধর্।

বড়। দোহাই গুরু, ব্যস্ত হবেন না।—কথাটা আগে বুঝতে দিন। তুই মূর্খের মতন কি বলছিস? কাকে দেখতে কাকে দেখেছিস্।

নেড়ে। না, না—ঠিক দেখেছি। জ্যোতির্ম্ময় দারু-বিগ্রহ বরদরাজের মন্দিরমণ্ডপে ব'সে আছে। দেখতে চাও, যে অবস্থায় আছ, সেই অবস্থায় চ'লে এস।

যাদব। নেড়ু! একটা কথা ব'লে যা। তার সেই লক্ষ্মীর ন্যায় রূপবতী গুণবতী স্ত্রী?

নেড়ে। তিনি পিত্রালয়ে চ'লে গেছেন।

[নেড়েলাইয়ের প্রস্থান।

(যাদব-মাতার প্রবেশ)

যাদব-মা। হতভাগ্য পুত্র! এখনও দাঁড়িয়ে আছ? সচ্চ শ্রীবিগ্রহ বরদরাজের মন্দির আলো ক'রে ব'সে আছে। আমি তাঁর পদ স্পর্শ ক'রে মুক্ত হয়ে এসেছি। যে মহাপাপ করেছ, তা থেকে যদি মুক্ত হতে চাও, এখনি মহাপুরুষের শরণ লও।

(কাঞ্চিপূর্ণের প্রবেশ)

কাঞ্চি। এই যে আচার্য্য, আপনাকে খুঁজ্‌ছিলুম। আপনার ইচ্ছামত আমি বরদরাজকে আপনার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলুম। তিনি বলেছেন—"কেন, আমি ত আগেই স্বপ্নে তাকে দেখা দিয়ে রামানুজের আশ্রয় গ্রহণ করতে বলেছি।"

যাদব। অ্যাঁ! আমার স্বপ্ন—তুমি জেনেছ? তা হ'লে ত আর সংশয় করবার কিছু নেই।

যাদব-মা। অহঙ্কার মাটীর ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে, যা মূর্খ পুত্র—এখনি যা—মহাপুরুষের শরণ নে।

যাদব। নিয়ে চল—ঋষি, নিয়ে চল। আমার স্বপ্ন তুমি জানলে—নিয়ে চল ঋষি, নিয়ে চল।

যাদব-মা। আশ্রয় দাও মুনি—পুত্রকে আশ্রয় দাও।

[যাদব-মাতা, যাদব ও কাঞ্চিপূর্ণের প্রস্থান।

তিরু। কি করবে?

বড়। তুমি কি করবে?

তিরু। যা চোখে দেখলেও বিশ্বাস করতে পারব না, তাই শুনে বিশ্বাস করব?

বড়। (হাত ধরিয়া) বল ভাই, বল—শুনে একটু আশ্বাস পাই। কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ! এ কি মানুষে পারে?

তিরু। যে পারে, সে ভগবান্।

বড়। তা হ'লে কি ওই মেয়ো ছোঁড়াকে ভগবান্ বলতে হবে? আমাদের মত খায়, আমাদের মত দুটি পায়ে গুটী গুটী যায়। কখন হাসে, কখন কাঁদে! তার কাছে দাঁড়িয়ে করযোড়ে বলব "প্রভু, তুমি ভগবান্?"

তিরু। কিছুতেই বলতে পারব না।

বড়। তা হ'লে চল, এইখান থেকেই কাঞ্চীকে প্রণাম।

তিরু। প্রণাম কাঞ্চি, প্রণাম।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

বরদরাজের মন্দির-প্রাঙ্গণ।

দেব-দাসীগণ।

(গীত)

ভানু-সুতা-তট-রঙ্গ-মহানট
সুন্দর নন্দকুমার।
শরদজীকৃত দিবারসাবৃত
মণ্ডল-রাস-বিহার॥
গোপী চুম্বিত রাগ-করম্বিত
লোচন-লোকন-লীন।
গুণবর্গোন্নত রাধা-সঙ্গত
সৌহৃদ-সম্পদধীন॥
তদ্বচনামৃত-পান-সমাহৃত
বলয়ীকৃতপরিবার।
সুর-তরুণীগণ-মতি-বিক্ষোভণ
খেলন বলিত হার।

[সকলের প্রস্থান।

(দাশরথি, রামানুজ ও কাঞ্চিপূর্ণের প্রবেশ)

দাশ। গুরুদেব! কাঞ্চীপুরবাসী নরনারী,
শ্রীচরণ-রজের ভিখারী,
দলে দলে শ্রীমন্দিরে করে আগমন।
কর আজ্ঞা দীননাথ—
অবিরাম তারা প্রশ্ন করে—
কি উত্তর দিব সে সবারে?
কাঞ্চি। প্রথম ভিখারী তুমি,
দ্বিতীয় ভিখারী কুরপতি।
উভয়ে তোমরা পূর্ণকাম।
তোমরা যে সুখে সুখী দোঁহে,
কাঞ্চিপুর অধিবাসী কোন্ অপরাধে
সে স্বরগসুখলাভে হইবে বঞ্চিত?
রামা। প্রচারে চলিব গুরু কর অনুমতি।
কাঞ্চি। যাও যতিরাজ!
প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ড-তলে
নীলিম-জলদ রাজ
করুণার বিন্দুরূপে গলিয়া গলিয়া,
শান্তির সংবাদ যথা
পিপাসু ধরণী-পৃষ্ঠে করে আনয়ন,
সেইমত, যাও যতিরাজ—
অধর্ম্ম-উত্তাপ হ'তে রাখিতে সংসারে,
কোমল কারুণ্যঘন ছায়া-রূপ ধ'রে

যাদবের চিদাকাশে করহ বিহার।
যুগে যুগে তব দাস্যে আমি ভাগ্যবান্।
সে দাস্যের অহঙ্কারে
অর্জিত তপস্যা আমি দিলাম তোমারে।
প্রণিপাত পদে, যেন সম্পদে বিপদে
ও পদে সংলগ্ন মতি থাকে নারায়ণ!

[প্রস্থান।

[রা]মা। অমৃতে পূরিল মোর প্রাণ!
বহু বাণী ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে,
তিন গ্রামে সপ্তস্বরা তারে
ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী, বীণাপাণি!
আজি নারায়ণ,
শুদ্ধ সত্ত্ব তুলিয়া স্পন্দন
প্রতি রোমাঞ্চের মুখে
আলিঙ্গন করিলা আমারে।
আশ্বস্ত হও হে জীবগণ।
এ পুলক বিলাইব ঘরে ঘরে।

(কুরেশের প্রবেশ)

[কু]রেশ। রক্ষা কর নারায়ণ!
কুপিত অকার্য্য করি,
উন্মত্ত হয়েছে বিপ্র যাদব-প্রকাশ।
গোষ্ঠীমধ্যে আপনার প্রাণ বধিবারে
করেছিল হতভাগ্য যেই আয়োজন —
যদিও নিষ্ফল - তথাপি অনল সম
নিশ্য তার করিতেছে অন্তর দাহন।
শাস্ত্রজ্ঞান তর্কের বিচারে
সে জ্বালা নাশিতে নাহি পারে।
[উ]ন্মত্ত পথে পথে ফিরে।
[জ]ননী তাঁহার বৃদ্ধা সন্তান মায়ায়
আদেশ দিয়াছে তারে
[ন]ারায়ণ-জ্ঞানে পড়িতে তোমার পায়।
[রামা]। এ কি কথা কহ কুরপতি!
[ত]নি যে আচার্য্য মম -

(যাদবের প্রবেশ)

[যাদব]। রক্ষা কর, হে মায়া-মানুষ নারায়ণ!
[ভগ]বান্ লীলাচ্ছলে,
[গু]রুরূপে এ দাসে বধিলে
[ন]হি জানি, জানিতে না চাই।
[মু]ক্ত তব কুরেশ মহান্।
[গু]রু-জ্ঞান যার
[হি]মালয় বিশাল আকার।
আমি সে সিন্ধুর তীরে
আজিও উপলখণ্ড করি আহরণ।
সর্ব্বভ্রম নিরসন
এ তব মহিমান্বিত শিষ্যের কৃপায়।
হে লক্ষ্মণ-অবতার! স্থান যাচি পায়।
কর দয়া, ক'র না নিরাশ।
লইতে আশ্রয়, জীবনের শেষ ক্ষণে
অনুতাপে যদি আমি মরি,
কলঙ্ক অর্শিবে তব শ্রীচরণ নামে।
রামা। লহ মোর আলিঙ্গন।
সঙ্গে সঙ্গে শ্রীপতির লও হে শরণ।
দাসরূপে আজি হ'তে ভজন করহ তাঁর।
এত দিন বৈষ্ণব-নিন্দায়
বৃথা যে করেছ কালক্ষয়—তাহার পূরণে
হে বৃদ্ধ বৈষ্ণবগ্রন্থ করহ রচন।
লহ সে তারক মন্ত্র —
মুছ নাম যাদবপ্রকাশ,
আজি হে 'গোবিন্দদাস' অভিধান তব।
যাদব। গুরু গুরু, ধন্য আজি করিলে এ দাসে।
অভয়চরণ-স্পর্শনে
নিঃশেষে মুছিয়া গেল চিত্তের বিকার।
প্রণিপাত বার বার,
প্রণিপাত করিনু আবার।

[প্রস্থান।

রামা। প্রণিপাত করি নারায়ণে
চল বৎস শ্রীরঙ্গমে।
শ্রীরঙ্গম নিত্যধাম কমলাপতির
এ কাঞ্চী চরম শ্লোক।
আজ তাহা গুরুর কৃপায়
আমাতে হইল মূর্তিমান্।
কুরেশ। গুরু-আশীর্ব্বাদ ধরি শিরে
সত্বর চল হে সবে শ্রীরঙ্গ নগরে।
কাবেরীর পুণ্যতীরে কীর্ত্তনে কীর্ত্তনে
ভক্ত-সঙ্ঘ করি আবাহন —এস —এস
এ শুভ সংবাদ বিশ্বে করিতে ঘোষণা।
রামা। ধরাপরে যে যেখানে বহু দুঃখভার
সকলে আশ্বাসকথা শুন হে আমার।
একমাত্র বিভু নারায়ণ
ভুবন-কারণ-রূপা প্রকৃতি কারণ
হৃদয়-আসনে মোর চির-অধিষ্ঠানে
সবারে করেন আবাহন।
সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগে
যে আমার লইবে শরণ,

সর্ব্বপাপ হ'তে তারে মুক্তি দিব আমি।
ত্যজ শোক, ভাসিয়াছে ভুবনে আলোক—
মেল আঁখি, হ'ক দৃষ্টি প্রফুল্ল সবার।

চতুর্থ দৃশ্য

পথ।

(১ম নর ও ১ম নারীর প্রবেশ)

১ম নারী। আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য! যেন যামুন মুনি নব কলেবর ধ'রে ফিরে এসেছেন।

১ম নর। কেমন? আশ্চর্য্য নয়?

১ম নারী। আশ্চর্য্য নয়! যেন স্বয়ং নারায়ণ। শ্রীরঙ্গনাথ যেন হাত বাড়িয়ে সন্ন্যাসীকে আলিঙ্গন করলেন! এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার কেউ কখন কি দেখেছে?

(২য় নরের প্রবেশ)

২য় নর। কি আশ্চর্য্য গো? কি আশ্চর্য্য?

১ম নারী। এই কাবেরীতীরে যে দেখে এলুম। মহাপুরুষের সমস্তই আশ্চর্য্য!

২য় নর। শুধু সেই আশ্চর্য্যই দেখে এলে! আর এক আশ্চর্য্য দেখলে না?

উভয়ে। আবার কি আশ্চর্য্য?

২য় নর। ওই দেখ—আমি সব আশ্চর্য্য দেখলুম, কিন্তু আজকের এ আশ্চর্য্যের মত আর দেখিনি। ওই দেখ আসছে।

১ম নারী। ও মা, তাই ত গো! এ কি বেহায়া!

১ম নর। তাই ত হে, এ কি! এমন পশু ত কখন দেখিনি!

২য় নর। তুমি কি—কেউ কখন দেখেনি! এখনি দেখলে কি! আগে কাছে আসুক, তা হ'লেই ভাল রকম দেখতে পাবে।

(হেমাম্বা ও ধনুর্দ্দাসের প্রবেশ)

(এক হস্ত দিয়া ধনুর্দ্দাসের হেমাম্বার মস্তকে ছত্র-ধারণ, অপর হস্তে পাখা লইয়া হেমাম্বাকে ব্যজন ও একদৃষ্টে মুখ নিরীক্ষণ)

হেমাম্বা। ছি ছি! কি করিস? ওরে হতভাগা! স'রে যা। পৃথিবীর লোক দেখছে। দেখে তামাসা করছে, আর হাসছে।

ধনু। আহা! তোর মুখ যে বড় মলিন হয়ে গেল হেমাম্বা!

হেমাম্বা। আরে দূর—স'রে যা, স'রে যা। আমার কিছু হয় নি, স'রে যা।

ধনু। আহা, তোর চোখ দু'টি ছল ছল করছে। নাকের ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম হয়েছে! আহা! পথ চলা তোর কোন কালে অভ্যাস নেই। তুই কেন এতদূর চ'লে এলি হেমাম্বা?

(অর্চ্চক, বড়কুন ও তিরুমলের প্রবেশ)

বড়। কি দাদা! যা বলেছিলুম, মিললো ত?

তিরু। তাই ত রে বড্ড, ছুঁড়ীটে পথটা যেন আলো করতে করতে যাচ্ছে।

১ম নর। বা! বা! বা প্রেমিক বা!

১ম নারী। ও মা, কি ঘেন্না—কি ঘেন্না! দূর নিঘিন্নে দূর!—আরে তোকেও ঘেন্না কালামুখী! বেশ্যা হয়েছিস ব'লে কি লজ্জা-সরম কিছু রাখিস্ নি? স্ত্রীজাতের নামে যে একটা সরম মাখানো আছে রে কালামুখী!

হেমাম্বা। ওরে কালামুখো, শুনছিস্? আমাকে শুদ্ধু গাল দিচ্ছে।

ধনু। আবার তোর ঠোঁটের ওপরে যে ঘাম হয়েছে হেমাম্বা!

হেমাম্বা। তোর মুণ্ডু হয়েছে। হায় হায়, এমন পাগলকে সঙ্গে নিয়ে ঠাকুর দেখতে এসেছিলুম! ঠাকুরকে হতভাগা দেখতে দিলে না!—নে মুখপোড়া, ঠাকুর ফিরে আসছেন। দেখবি ত আমার পিছন পিছন আয়। নইলে এইখানে প'ড়ে ম'রে থাক্। তোর বাঁচায় আর কোন প্রয়োজন নেই। আমি বেশ্যা, আমার লজ্জায় মরতে ইচ্ছা হচ্ছে, আর মুখপোড়া, তোর লজ্জা হ'ল না?

[প্রস্থান।

ধনু। আস্তে চল্ হেমাম্বা! তোর কোমল চরণে যে ব্যথা লাগবে হেমাম্বা। দাঁড়া হেমাম্বা, দাঁড়া, তোর চোখ দু'টি না দেখে আমি যে অন্ধকার দেখছি হেমাম্বা।

২য় নর। বেটাকে গাল দিলে কি হবে! ওর কোনও দোষ নেই। ও উৎসব দেখতে ব্যাকুল। শুধু এই ছোঁড়ার জন্ত না পারছে ও পথ চলতে, না পারছে ও ঠাকুর দেখতে। কত লোক ওর সুমুখ দে এলো গেল, ছোঁড়ার দৃষ্টি কেউ ফেরাতে পারে নি। কত লোক কত তামাসা

করলে, কত লোক কত ধিক্কার দিলে, ও কারও কথা কানে তোলে নি। ওই একভাবে প্রণয়িনীর মুখ চেয়ে সে পথ চলছে। পাছে তার মুখে একটুও রোদ্দুর লাগে ব'লে সমস্ত পথ ওই রকম তার মুখের উপর ছাতি ধ'রে, তাকে বাতাস করতে করতে আসছে।

২য় নারী। কালামুখীও দেখলুম, বেহায়াও দেখলুম—কিন্তু সত্যি কথা যদি কইতে হয়, তা হ'লে বলি, ভালবাসা বটে!

(দাশরথির প্রবেশ)

দাশ। ঠিক বলেছ মা, ভালবাসা বটে!

২য় নর। তুমিও দেখেছ ঠাকুর?

দাশ। শুধু দেখলুম, যুবকের রূপোন্মত্ততা পরীক্ষা করলুম। বহু চেষ্টায় তার তন্ময়তা ভাঙতে পারলুম না, তাকে একটা কথা কওয়াতে পারলুম না। জোর ক'রে ধরলুম। মত্তহস্তীর বলে সে আমাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে চ'লে গেল। তাই মা, আমিও তোমার সঙ্গে বলি, ভালবাসা বটে! এখন ভাবছি, ওই ভালবাসা যদি ভগবানের দিকে একবার ফেরে, তা হ'লে সে তন্ময়তা না জানি কি রূপান্তরই পরিগ্রহ করে।

১ম নর। ওই পশুর মন ভগবানের দিকে ফিরবে?

দাশ। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় কি না হয় ভাই!

২য় নর। তাই কি ফেরাতে যাচ্ছ না কি বাবাজী?

দাশ। একবার পরীক্ষা করতে ইচ্ছা হয়েছে।

[প্রস্থান।

ভিক্ষু। বুঝেছ ভায়া, বুঝেছ?

১ম নর। সে কথা আর জিজ্ঞেস করতে হয়—বাবাজীকেও টেনেছে।

বড়। হাঁ—ছুঁড়ীর রূপে বাবাজীরও ভাব উথলে উঠেছে।

১ম নারী। তা আর আশ্চর্য্য কি! তা যা হ'ক, বলুক গে, কিন্তু ছোঁড়াটার ভালবাসা বটে। কালামুখীর বরাত ভাল!

[নর-নারীগণের প্রস্থান।

(অর্চ্চকের প্রবেশ)

বড়। তুমি আমোদ করছ কেন?

অর্চ্চক। আমোদ করবো না? স্বয়ং শ্রীরঙ্গনাথ নর-মূর্ত্তি ধরেছেন। দেশের আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ দেখে আনন্দ করছে, আর আমি শ্রীরঙ্গনাথের প্রধান পাণ্ডা—আমি আনন্দ করব না? আমাকে নরাধম মনে করেছ না কি?

ভিক্ষু। আঃ! মূর্খ ব্রাহ্মণ! শ্রীরঙ্গনাথ তোমারই মুণ্ডপাত করতে এসেছেন।

অর্চ্চ। অ্যাঁ!

বড়। অ্যাঁ কি? তুমি গেলে। ও এখানে দু'দিন চেপে বসতে পারলেই তোমার সব পসার নষ্ট হয়ে যাবে। আর কেউ তোমাকে পাণ্ডা ব'লে পুঁছবে না।

অর্চ্চক। বল কি!

ভিক্ষু। সর্ব্বনেশে লোক—দেখছ কি! ভেলকী জানে—যাদবাচার্য্যকেও লোকটা যাদু করেছিল। আমরা বারণ করেছিলুম, শোনে নি। এখন প্রভু 'শ্রীরঙ্গনাথের' ঠেলায় আচার্য্য পাগল হয়ে পথে পথে ঘুরছে। দেশের মধ্যে তাঁর অত বড় পসার ছোঁড়াটা নষ্ট ক'রে দিয়েছে।

অর্চ্চক। বল কি! কিন্তু দেখে ত তা বোধ হ'ল না!

ভিক্ষু। তবে দেখ—চল দাদা, যাই চল।

অর্চ্চক। দাঁড়াও ভাই, দাঁড়াও। পসার যাবে?

বড়। যাবে কি, আজই তোমার পোনেরো আনা পসার গেছে। শুনছ না, [illegible] কি ব'লে গান ধরেছে। বলছে 'ভজ যতিরাজং।'

(নেপথ্যে—ভজ যতিরাজং ভজ যতিরাজং
ভজ যতিরাজং মূঢ়মতে!)

অর্চ্চক। তা তো শুনছি! কই যামুনমুনির বেলায় ত ভক্তেরা এ রকম গান গাইত না!

বড়। এইবারে বুঝতে পারছ? মাথায় আমাদের কথাগুলো ঢুকছে?

ভিক্ষু। যামুন মুনি কে, আর ও ছোঁড়া কে? সে ছিল একটা দেশের রাজা। তার সন্ন্যাস খাঁটি সন্ন্যাস। সে কি আর তোমার দু'পাঁচখানা বস্ত্রালঙ্কারের লোভ করতো? এ ছোঁড়া ভিখিরী বামুনের ছেলে—পরমুণ্ডে সেবা চালাবার জন্তই ওর ভেক নেওয়া।

অর্চ্চক। কথাটা মাথায় লাগছে।

বড়। তীর্থযাত্রীরা ঠাকুরের মানত ক'রে যা আনবে—টাকা-কড়ি, বস্ত্রালঙ্কার—সব ওই ভণ্ড তপস্বী লুটে নেবে।

অর্চ্চক। ঠিক বলেছ—ব'লে বড়ই উপকার

করলে ভাই। ঠিক বলেছ—ঠিক বলেছ—ঠিক বলেছ—ও লোকটা শ্রীরঙ্গমে দু'দিন থাকলেই আমার সর্ব্বনাশ করবে।

তিরু। একেবারে—

বড়। তোমাকে ভূমিসাৎ ক'রে দেবে।

অর্চ্চক। ব'লে বড় উপকার করলে—ভাই, তোমাদের নমস্কার। তা হ'লে এস ভই, এস—সঙ্গে আমার বাড়ীতে এস—পরামর্শ—পরামর্শ।

উভয়ে। আর কেন—আর কেন—

অর্চ্চক। না—না, যেতেই হবে—যেতেই হবে। পরামর্শ—পরামর্শ।

পঞ্চম দৃশ্য।

পথ (অপরাংশ)

ভক্তগণ।

(গীত)

ভজ যতিরাজং ভজ যতিরাজং
ভজ যতিরাজং মূঢ়মতে।
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে
নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঙ্ করণে॥
(কোরাস)
দিনমণি রজনী সায়ং প্রাতঃ
শিশির-বসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছতি আয়ুঃ
তদপি ন মুঞ্চতি আশাবায়ুঃ॥
অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং
দশন-বিহীনং জাতং তুণ্ডং।
বৃদ্ধো যাতি গৃহীত্বা দণ্ডং
তদপি ন মুঞ্চতি আশাপিণ্ডং॥
পুনরপি জননং পুনরপি মরণং
পুনরপি জননী-জঠরে শয়নং।
ইহ সংসারে খলু দুস্তারে
কৃপয়াপারে পাহি মুরারে॥

[ভক্তগণের প্রস্থান।

(হেমাম্বা ও ধনুর্দ্দাসের প্রবেশ)

হেমাম্বা। ছি ছি ছি! পাঁচ পাঁচ ক্রোশ পথ ছুটে এলুম ঠাকুর দেখতে, কেবল পরিশ্রমই আমার সার হ'ল! হতভাগা নিজেও দেখলি না, আমাকেও দেখতে দিলি না!

ধনু। কেন, তুই ঠাকুর দেখ না হেমাম্বা।

হেমাম্বা। আর কেমন ক'রে দেখব রে হতভাগা! ঠাকুর এলো, চ'লে গেল। আমার কি আমার জন্য ঠাকুর নিয়ে তারা ফিরে আসবে!

ধনু। ঠাকুর এলো আর চ'লে গেল?

হেমাম্বা। আঃ আমার পোড়া কপাল! তাও বুঝি তোমার এখনও মাথায় ঢোকে নি?

ধনু। তবে সে কি ঠাকুর? তুই এতটা পথ কষ্ট ক'রে তাকে দেখতে এলি, সে তোর জন্য একটু অপেক্ষা করতে পারলে না?

হেমাম্বা। তোর কি বুদ্ধি-শুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়ে গেছে?

ধনু। কেন, বুদ্ধি কিসের জন্য লোপ পাবে? এতটা পথ কেমন বুদ্ধি ক'রে তোকে নিয়ে এলুম বল্ দেখি! বেটার রদ্দুরকে একবারও তোর মুখের উপর পড়তে দিই নি। আর বাতাস বেটাকে পাখার ল্যাজে বেঁধে এনেছি।

হেমাম্বা। ঠাকুর আমার জন্য অপেক্ষা করবে কি?

ধনু। কেন, ঠাকুর কি মানুষ নয়?

হেমাম্বা। হয়েছে হয়েছে—বুঝেছি—বোস্।

ধনু। তার কি চোখে চামড়া নেই! তুই এতটা পথ হেঁটে এলি—আর সে মন্দির থেকে বেরিয়ে দু'চার পা কেবল পায়চারী করেছে—কে সে এমন ঠাকুর, তোর জন্য একটু অপেক্ষা করতে পারে না?

হেমাম্বা। আরে মর, বোস্। এখানে রদ্দুর নেই। পাখা রাখ, ছাতা রাখ, রেখে একটু বিশ্রাম কর্। বাতাস ক'রে ক'রে ম'লি যে! আমার মাথা খা, একটু বোস্। লোকজন সব চ'লে গেছে, টিটকিরির দায় এড়িয়েছি। (ধনুর্দ্দাসকে ধরিয়া উপবেশিতকরণ)

(গোবিন্দ ও রামানুজের প্রবেশ)

রামা। গোবিন্দ! সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বক্ষণে একবার তোমার কথা আমার মনে জেগে উঠেছিল। সেই তোমাকে শ্রীরঙ্গনাথের আশ্রয়ে দেখতে পেলুম। অসম্পূর্ণ বাসনা আজ পূর্ণ হ'ল।

গোবিন্দ। তবে আর বিলম্ব করছেন কেন দাদা, দাসকে শ্রীচরণে স্থান দিন।

রামা। শ্রীচরণে স্থান কি ভাই, তোমাকে বক্ষে ধারণ করবার জন্য আমি ব্যাকুল। কিন্তু কেমন ক'রে ধরবো, বুঝতে পারছি না যে ভাই!

গোবিন্দ (স্বগত) তাই ত, এ কথার অর্থ আমি বুঝতে পারছি না। এত লোক রাজার পাদমূলে আশ্রয় পেলে। তবে আমাকে আশ্রয় দিতে রাজা কুণ্ঠাবোধ করছেন কেন? (প্রকাশ্যে) রাজা! এমন কি কোন অপরাধে অপরাধী আমি, যা আমার আপনার আশ্রয়গ্রহণের অন্তরায়?

রাজা। গোবিন্দ, গোবিন্দ! পরম আত্মীয় তুমি।
গোভারণ্যমাঝে তুমি রেখেছিলে প্রাণ।
তোমারি কৃপার বলে
পাইয়াছি শ্রীরন্ধের শ্রীচরণে স্থান।
সর্ব্বদা এ চিন্তা জাগে মনে,
নারায়ণ-অভয়-চরণে
যতক্ষণ নাহি হয় শরণ তোমার
ঋণশোধ হবে না আমার কিছু তাই—

গোবিন্দ। কেন আর্য্য বলিতে কুণ্ঠিত? দাস আমি
যতক্ষণ না শুনিব
শ্রীমুখে অভয় বাণী—
ছাড়িব না—ছাড়িব না শ্রীচরণ!

রাজা। কিন্তু ভাই, যতক্ষণ নহে শুদ্ধ মন,
সাধ্য নাই সে অভয় চরণ দর্শনে।
হে আত্মীয়! তীক্ষ্ণদৃষ্টে তোমাপানে চাই—
মমতার সব ভুলে যাই—
মায়া আবরণে হয় আঁখি দৃষ্টিহারা
পার কি বলিতে মোরে,
হৃদয়ের গুপ্তঘরে, অতি সঙ্গোপনে
কোথাও কি লুকাইয়া আছে মলিনতা?
কারো প্রতি ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, ক্ষুদ্র রিপুতার?
কারো প্রতি অকরুণা, কিংবা অসন্তোষ?
জাগে কি মমতা কারো প্রতি?

গোবিন্দ। প্রভু যদি থাকে পাবনাকো স্থান?

রাজা। কভু না পাইবে প্রিয়তম!
যদি থাকে কর পরিহার,
আলিঙ্গন রাখিয়ে প্রসার—
তোমাকে বাঁধিয়া বক্ষে ধন্য হব আমি।
চলিতে চলিতে প্রিয়তম,
অপূর্ব্ব রহস্য-কথা করহ শ্রবণ।
গোভারণ্যে নারায়ণ এক মূর্ত্তি ধ'রে
আমাকে দেখাল মৃত্যুভীতি,
অন্য মূর্ত্তে করিলেন রক্ষার বিধান।
তার পর—অপূর্ব্ব নিষাদ-মূর্ত্তিধর,
লক্ষ্মীসনে বন-সহচর—
উদ্ধার করিলা মোরে অরণ্যানী হ'তে।
অবশেষে নারায়ণ ধ'রে নারায়ণ,
গোভারণ্য হ'তে শতগুণ ভীষণ ভীষণ—
সংসার-কানন হ'তে করিলা উদ্ধার।
নারায়ণ-চরণ কৃপায়
আজি আমি চিরমুক্ত আলোকের দেশে।
শুন তাত, অন্তরের শেষবাণী—
শত্রুরূপে, মিত্ররূপে
ভীতি ও আশ্বাসরূপে একমাত্র তিনি।
মুক্তিকামী জীবের উদ্ধারে বহু অধীকারে,
সর্ব্বভূতে অবস্থিত কৃষ্ণের সেবায়
দাসরূপে ব্রতধারী আমি।
এই বুঝে করহ প্রয়াণ,
শ্রীরঙ্গনাথ তব করুন কল্যাণ।

[গোবিন্দের প্রণাম ও প্রস্থান।

(দাশরথির প্রবেশ)

দাশ। ওই—ওই—গুরুদেব! দেখতে পেয়েছি।

রামা। আর দেখতে হবে না। সন্ন্যাসী আমরা—আমাদের পশুবৃত্তি লোকের সঙ্গ করতে নেই।

দাশ। সে উপদেশ আমাদের পক্ষে। নারায়ণের পক্ষে নয়। নারায়ণের চক্ষে আবার মানুষ পশু কি? দোহাই প্রভু, লোকটার অবস্থা দেখে আমি চোখের জল রাখতে পারি নি। নারায়ণ যদি কৃপা না করেন, তা হ'লে পশুর উদ্ধার কেমন ক'রে হবে!

রামা। দাশরথি! তোমার করুণা যখন হতভাগ্যের উপর পড়েছে, তখন আর সে পশু হয়ে থাকতে পারবে না।

দাশ। পারবে না নয়, আজই আপনাকে পশু উদ্ধার করতে হবে। নানা চরিত্রের অসংখ্য লোক আজ ওই অভয় চরণে আশ্রয় পেলে—এ পবিত্র দিনে আপনার পাদসমীপে এসে ওই হতভাগ্যই কি অমুক্ত থাকবে?

রামা। যাও, ওকে নিয়ে এস।

(এক পার্শ্বে ধনুর্দাস ও হেমাম্বার প্রবেশ)

ধনু। অ্যাঁ—তাই ত! তোর নাকের ডগটিতে এখনও ঘাম লেগে রয়েছে! (ব্যজন)

হেমাম্বা। রাখ রাখ—আবার কান্না আসছে!

ধনু। তোর মুখখানি শুকিয়ে গিয়েছে—চোখ দুটি এখনও ছলছল করছে।

হেমাম্বা। তোর মুণ্ড করছে। রাখ পাখা হতভাগা, এক সাধু আমাদের দিকে আসছে।

দাশ। ওহে ভাই সাধু! ও সাধু—সাধু! (হেমাম্বার প্রণাম) ওহে ভাই, উত্তর দাও না।

ধনু। অঁ্যা—কে—কে? কাকে, কাকে? সাধু বলছ কাকে?

দাশ। তোমাকে সাধু, তোমাকে। যতিরাজ তোমাকে একবার ডাকছেন।

ধনু। আমাকে ডাকছেন।

দাশ। হাঁ ভাগ্যবান্, তিনি তোমাকেই ডাকছেন।

হেমাম্বা। যা—যা শীগ্‌গির যা—ঠাকুর কি বলেন, শুনে আয়। তবু দেখ দাঁড়িয়ে রইল।

ধনু। ঠাকুর ডাকছেন! আমি ভাগ্যবান্?

হেমাম্বা। যা—যা—শীগ্‌গির যা। বেলা গেল! আবার আমাদের ফিরতে হবে। তা বুঝেছিস্?

ধনু। তবে বোস্ হেমাম্বা—একটু বোস্। ঠাকুর কি জন্য ডাকছে, শুনেই আমি ফিরে আসছি।

(দাশরথি ও ধনুর্দ্দাসের রামানুজসমীপে গমন)

হেমাম্বা। আঃ! একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। হতভাগার ভালবাসা ত নয়, আঁতার পেষা।

রামা। ওই মুখখানিতে এমন দ্রষ্টব্য কি আছে ভাই যে, জ্ঞানশূন্যের মত অবিরাম ওই মুখটির পানে চেয়ে আছ? বল—নিঃসঙ্কোচে বল। আমাকে আত্মীয় জেনে বল।

ধনু। প্রভু! ওই স্ত্রীলোকটির চোখ দু'টি পরম সুন্দর। যে দিন থেকে ওই চোখ দেখেছি, সেই দিন থেকেই একদণ্ডের জন্য ওই চোখ দু'টি না দেখে আমি থাকতে পারি না।

রামা। তা তো দেখছি। তার জন্য তুমি লজ্জা, সঙ্কোচ, ভয় বিসর্জ্জন দিয়েছ। ওই সৌন্দর্য্যে তুমি এত তন্ময় যে, লোকের বিদ্রূপ-তিরস্কার কানেও তোল না।

ধনু। শুনতে পাই না ঠাকুর, আমি কারও কথা শুনতে পাই না। ওই চোখের দিকে যখন চেয়ে থাকি, তখন পৃথিবীর আর কোনও সামগ্রী আমি দেখতে পাই না।

রামা। তোমার নাম কি?

ধনু। ধনুর্দ্দাস।

রামা। জাতি?

ধনু। মল্ল-ব্যবসায়ী আমি।

রামা। ওটি কি তোমার স্ত্রী?

ধনু। না ঠাকুর! তবে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, ও ছাড়া আর কোনও স্ত্রীলোককে আমি ভালবাসবো না।

রামা। ধনুর্দ্দাস! ওই—রমণীর চক্ষুর চেয়ে আরও সুন্দর যদি কোন চক্ষু আমি তোমাকে দেখাই?

ধনু। অঁ্যা—অঁ্যা—কি বলছেন ঠাকুর!

রামা। বল—তা হ'লে তুমি এই ঘৃণিত পশুবৎ ব্যবহার পরিত্যাগ করবে?

ধনু। ও চক্ষুর চেয়ে সুন্দর চক্ষু কি আর আছে?

রামা। যদি থাকে—যদি ও হ'তে অনন্তগুণে সুন্দর চক্ষু আমি তোমাকে দেখাতে পারি?

হেমাম্বা। অনেকক্ষণ হয়ে গেল! এতক্ষণ ত ও কোন দিন আমাকে ছেড়ে থাকতে পারে না! তাই ত! এ ঠাকুর ত সহজ ঠাকুর নয়!—না—না! ওই চুলবুল করছে! ওই দিকে এলো—এলো!

রামা। বল ভাগ্যবান্, বল। কথা শুনে চঞ্চল হয়ো না। এই শেষ কথা। আর তোমাকে জিজ্ঞাসা করব না।

ধনু। অনন্ত গুণে সুন্দর?

রামা। যদি দেখে তোমার বোধ না হয়, সেই মুহূর্ত্তেই চলে এ'সে তোমার প্রণয়িনীর সঙ্গে মিলিত হবে।

ধনু। তা যদি হয় ঠাকুর, তা হ'লে ওর চোখের পানে না চেয়ে আমি সেই চোখের পানেই চেয়ে থাকব।

রামা। এস ভাগ্যবান্, আমার সঙ্গে এস।

[প্রস্থান।

হেমাম্বা। অঁ্যা! এ কি! চ'লে যাচ্ছে যে! তাই ত—এ কি রকম হ'ল! তখন কথা কচ্ছিল আর এক একবার আমার মুখের পানে চাচ্ছিল। ওই ফিরলো। না—না—কই ফিরলো! যাচ্ছে—আর সন্ন্যাসীঠাকুরের মুখের পানে চাইছে। তবে কি এ মুখ—এ চোখ দেখার লোভ—ওর ঘুচে গেল! চ'লে গেল যে - গেল যে! খোনা—খোনা! কই কথাও তো শুনতে পেলে না! খোনা—খোনা—শুনতে পেলে না, না শুনেও শুনলে না? এ কি রকম—এ কি রকম!

[প্রস্থান।

(তিরুমল, বড়নুন ও অর্চ্চকের প্রবেশ)

তিরু। কি ব্রাহ্মণ! যা বলেছিলুম, তা মিললো ত?

অর্চ্চক। আর কেন বন্ধু, তোমরা আমাকে বাঁচিয়ে দিলে। তোমাদের ঋণ আমি এ জন্মে শুধতে পারব না।

বন্ধু। ও ত সন্ন্যাসের গেরুয়া নয়—ও মেয়ে-মদ্দা ফাঁদ।

অর্চ্চক। নিশ্চিন্ত হও ভাই, শীঘ্রই আমি ওর ভবলীলা সাঙ্গ করছি। আমি প্রধান অর্চ্চক। শ্রীরঙ্গমের ভিতরে এমন কেউ নেই, যে আমার বিরুদ্ধে কথা কয়। শুধু ওকে কেন, যামুনাচার্য্যের দলকে দল শ্রীরঙ্গম থেকে যদি না দূর করতে পারি, তা হ'লে আমি 'প্রধান পাণ্ডা' নাম থেকে খারিজ। এস ভাই, চ'লে এস।

বন্ধু। দেখলে দাদা, ছোঁড়ার কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগটা কেমন একবার দেখলে?

তিরু। বুড়ো আচার্য্য ক্ষেপে গেছে—সে বিশ্বাস হয়েছে। আমি ত আর ক্ষেপি নি।

[প্রস্থান।

(গোবিন্দের প্রবেশ)

গোবিন্দ। সেই ছ'টোই ত বটে! ঠিক দাদার পাছু নিয়েছে। মতলব ভাল হ'লে অমন হ'য়ে লুকিয়ে লুকিয়ে পথ চলবে কেন! এই নারা-ণ? আর এই নারায়ণকে আমায় ভালবাসতে বে? তবেই আমার দাদার চরণাশ্রয় লওয়া য়েছে। নাই বা পেলুম, তাতে কি! বেঁটু দেব-র ছেঁড়া চুলই নৈবিদ্যি। যেমন নারায়ণ, তার মনি পূজোর ব্যবস্থাই কর্ত্তব্য। দেবো নাকি ন বেটাকে গুটি তিনেক চড়ের নৈবিদ্যি? না, ক। আগে কি করে না করে দেখি।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরের দালান।

রামানুজ ও ধনুর্দ্দাস।

ধনু। একটু একটু ক'রে এ আমাকে কোথায় য় এলে ঠাকুর?

রামা। কোথায় নিয়ে এলুম বুঝতে পারছ না?

ধনু। এ রকম জায়গা আমি জন্মে কখন নি, তা কেমন ক'রে বুঝব? ঠাকুর! দয়া। আমাকে ছেড়ে দাও।

রামা। কেন ধনুর্দ্দাস, তুমি যে জগতের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ চক্ষু দেখতে এসেছ!

ধনু। একবার ব'লে ফেলেছি, কথা দিয়েছি, তাই এসেছি। কিন্তু ঠাকুর, তুমি ধ'রে এনেছ ব'লে তাই আমি আসতে পেরেছি। আমি পথ-ঘাট কিছুই দেখতে পাইনি। অন্ধ—অন্ধ—ঠাকুর, আমি অন্ধ। আমি হেমাম্বাকে পথের ধারে একলা ফেলে রেখে এসেছি। ঠাকুর! আমায় ফিরিয়ে দাও।

রামা। ফিরিয়ে দেব বলেই ত এনেছি। উতলা হয়ো না ভাই। তুমিও যেমন তোমার কথা রেখেছ—আমার এক কথায় প্রণয়িনীকে পরিত্যাগ ক'রে আমার সঙ্গে এসেছ, আমাকেও তেমনি আমার কথা রাখতে দাও। যা দেখাব ব'লে সঙ্গে এনেছি, পদ্মপলাশলোচনের সেই চক্ষু তোমাকে না দেখিয়ে বিদায় দিলে আমি যে সত্য-ভ্রষ্ট হব!

ধনু। কি বললে ঠাকুর—পদ্মপলাশলোচন?

রামা। পদ্মপলাশলোচন। সেই নয়নের একটু ইঙ্গিত পাবার জন্ম কত যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যুগ যুগ ধ'রে তপস্যা করছেন। সেই চক্ষু-সৌন্দর্য্য কণামাত্রে প্রতিফলিত হয়ে তোমার হেমাম্বার চক্ষুকে এত সুন্দর করেছে।

ধনু। সে চক্ষু আমি দেখতে পাব?

রামা। সেই বিশ্বাসেই ত তোমাকে সঙ্গে এনেছি।

ধনু। যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যুগ যুগ তপস্যা ক'রে যে নয়ন দেখতে পায়—

রামা। পায় কে বললে? পাবার জন্ম তপস্যা করে। তপস্যা করতে করতে যদি তাঁর কৃপা হয়, তবে দেখতে পায়। পঞ্চমবর্ষীয় ধ্রুবকেও পদ্ম-পলাশলোচনকে দেখবার জন্ম বনে গিয়ে ব্যাকুল হয়ে ছুটোছুটি করতে হয়েছিল।

ধনু। বটে! আর সেই চক্ষু তুমি আমাকে দেখাবে?

রামা। আমি তোমার হয়ে পদ্মপলাশলোচ-নকে ডাকবো। দেখা দেওয়া তাঁর কৃপা। ও কি! মাথা হেঁট ক'রে বসলে যে?

ধনু। স'রে যাও—স'রে যাও—আমায় আর সে চক্ষু দেখাতে হবে না। স'রে যাও।

রামা। কেন হে ভাই, হঠাৎ ক্রোধ হ'ল কেন? আমার কথায় বিশ্বাস হ'ল না?

ধনু। বিশ্বাস—বিশ্বাস আবার কি! যে এত

বড় কথা কয়, সেই ত নারায়ণ। যাও, আমি তোমার মুখ দেখবো না। তুমি ক্ষ্যাপা-নারায়ণ।

রামা। কেমন ক'রে ক্ষিপ্ত হলুম, বল।

ধনু। ক্ষ্যাপা নও? যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যুগ যুগ তপস্যা ক'রেও যাঁকে দেখতে পায় না, একটা নারকী বেশ্যার দাসত্ব করতে এসে সেই পদ্মপলাশ-লোচনকে দেখবে?

রামা। অহেতুক কৃপানিধি যদিই দেখা দেন, তাতে তোমার কি?

ধনু। তা হ'লে যে তপস্যার মাহাত্ম্য নষ্ট হবে নারায়ণ।

রামা। ধনুর্দ্দাস! ক্ষোভ কর দূর।
শ্রীমুখদর্শনে তুমি যোগ্য অধিকারী।
জন্ম জন্ম সুকঠোর তপস্যার ফলে
অপূর্ব্ব বিশ্বাস তুমি করেছ অর্জ্জন।
এ অমূল্য রত্নপূর্ণ যাহার ভাণ্ডার,
কিবা তার প্রয়োজন তপস্যায়?
উৎসমুখে আছে আবর্জ্জনা,
নারায়ণ করুন্ করুণা—
মুক্ত হ'ক মুখ তার,
প্রবাহ ছুটুক শতধারে।
শান্তাকার ভুজগ-শয়ন
হে যোগীর ধ্যানগম্য
মেঘবর্ণ শুভাঙ্গ-মাধব!
একবার মে'ল দু'টি আঁখি।
একবার নয়নে নয়নে সম্মিলনে
কটাক্ষে অমৃতধারা কৃপা বিতরণে
ভক্তের দর্শন-তৃষ্ণা কর নিবারণ!

(পট-পরিবর্ত্তন)

[অনন্ত-শয়নে লক্ষ্মী-সেবিত নারায়ণ]

আঁখিযুগে অনুরাগ অঞ্জন মাখিয়া
চেয়ে দেখ ধনুর্দ্দাস,
কি অপূর্ব্ব পদ্মপত্র আঁখির বিকাশ!
ধরেছে অনন্ত-ফণা ছত্রের আকার,
ছুটেছে অনন্ত ঘিরে
মধুময়ী আঁখি-দীপ্তি-ধারা করুণার।
উঠ হে দেখ হে ভাগ্যবান্!
উথলে অমিয়া-সিন্ধু
হৃদয় পূরিয়া কর পান।

ধনু। মুদে গেল আঁখি, হায়, মুদে গেল আঁখি!
রূপের পর্ব্বতভারে পলক তুলিতে নাহি পারি।
মিলায়ো না মিলায়ো না—আসিতে আসিতে
পথ হ'তে যেও না হে ফিরে।
থাক্ ডেকে ক্লেদপূর্ণ কায়া,
তথাপি দেখিব আমি—
দাঁড়াও দাঁড়াও—যেয়ো না যেয়ো না
অন্ধ ক'রে।
যেয়ো না যেয়ো না পদ্মপলাশলোচন!

(পূর্ব্বদৃশ্য)

রামা। উঠ ধনুর্দ্দাস, চক্ষু উন্মীলিত কর।

ধনু। এই যে—এই যে! দয়াময় পরম কৃপাবশে এই কাম-পরায়ণ পশুকে আপনি যে দেবদুর্ল্লভ আনন্দের ভাগী করলেন, তার জন্ম-জন্মের দাসত্বেও আপনার এ মহৎ কার্য্যের প্রতিশোধ হয় না। প্রভু! এ অধমকে চিরদাস ব'লে গ্রহণ করুন।

রামা। দাস কেন ধনুর্দ্দাস, আজ থেকে তুমি আমার সখা। এস ভাই, উভয়ে মিলে আজ থেকে সর্ব্বভূতাত্মা নারায়ণের দাসত্ব গ্রহণ করি।

ধনু। ও সব বড় বড় কথা আমি বুঝতে পারি না। বলুন—"আজ থেকে তোমাকে দাস ব'লে গ্রহণ করলুম।" না বললে, আমি পা ছাড়বো না।

রামা। ভাল, তাই বললে যদি তোমার তুষ্টি হয়, তা হ'লে উঠ ধনুর্দ্দাস, আমার দণ্ড-ভার তুমি গ্রহণ কর।

ধনু। ধন্য আমি—কৃতকৃতার্থ আমি। কিন্তু ঠাকুর—

রামা। আবার 'কিন্তু' কি—

ধনু। যার কৃপাতে এই অভয় চরণ লাভ করলুম, সে যে এখনও প'ড়ে রইল!

রামা। এ কি অসম্ভব কথা বলছ ধনুর্দ্দাস?

ধনু। পতিতপাবন! অসম্ভবকে যে সম্ভব করেছ, তাই বলছি, দৃষ্টির শৃঙ্খলে হেমাম্বা যদি আমাকে পশুর মত বেঁধে না রাখতো, তা হ'লে করুণাময়ের দৃষ্টি ত আমার উপর পড়তো না। আমার এই অতুল সৌভাগ্য লাভ হ'ত না!

রামা। এখনও মোহ ধনুর্দ্দাস?

ধনু। ভাল ক'রে দেখ নারায়ণ! মোহ আমার আর কিছু নেই। মোহ থাকলে শ্রীগুরুর চরণের মাহাত্ম্য নষ্ট হয়। অনুমতি কর, তাকেও এই অভয় পদপ্রান্তে নিয়ে আসি।

রামা। মূর্খ! সে কি আর তোমার অপেক্ষায় ব'সে আছে যে, তাকে নিয়ে আসবে? সে

বৈরিণী—তোমার জন্ত হয়ত কিংবদন্তের মত অপেক্ষা ক'রে তার নির্জ্জনে প্রস্থান করেছে।

বঙ্কু। যদি সে থাকে ?

রামা। থাকে, নিয়ে এস। তারও মুক্তির জন্ত আমি একবার শ্রীরঙ্গনাথের কৃপা ভিক্ষা করব।

(হেমাঙ্গার প্রবেশ)

হেমাঙ্গা। আর যদি সে বৈরিণী ঘুরতে ঘুরতে এইখানেই এসে থাকে দয়াময় ?

বঙ্কু। জয় গুরু—জয় গুরু। চ'লে আয় কেশী, চ'লে আয়।

রামা। তাই ত, আজ এ কি অহেতুক কৃপা বিতরণের লীলা দেখাচ্ছ নারায়ণ! ইতস্ততঃ ক'র না মা—এস, নির্ভয়ে নিকটে এস। ধনুর্দ্দাস! তোমার প্রণয়িনীও ভাগ্যবতী।

বঙ্কু। আর আমার প্রণয়িনী বলছ কেন ঠাকুর, এখন থেকে ও তোমারই প্রণয়িনী। নে, চরণে পড় কেশী, চরণে পড়।

হেমাঙ্গা। পতিতপাবন! পরস্পরে বন্ধনে বন্ধনে দুটি পাতকী এক স্থানে ছিলুম। তার একটি ছিনিয়ে আনলে, আর একটি কোথায় যায়! যেটিকে এনেছ, তার বল আছে। যেটিকে ফেলে রেখে এসেছ, সেটি অবলা।

রামা। বাস্তঃ, কর গাত্রোত্থান! ত্যজি হীন যান

লহ যান, অন্ত পথে করহ প্রয়াণ

অষ্টাদশ দিবসাবর্ত্তনে,

অতি সাধ্য-সাধনায়, গুরু-পাশে

সযতনে যেই মন্ত্র পাইয়াছি আমি,

সংসার-ব্যাধির সেই পরম ঔষধ

হে দম্পতি, সাবধানে করহ গ্রহণ।

ঘুচে যাক জীবনের সকল যন্ত্রণা।

ঘুচে যাক অজ্ঞান-সংশয়,

ঘুচে যাক্, ঘুচে যাক্ ভয়।

এ জীবন নবালোকে হ'ক আলোকিত।

(মন্ত্রদান)

হে দম্পতি! এ নব জীবনে জাগরণ—

ধর করে পরস্পরে

সমপ্রাণে মুক্তকণ্ঠে বল নারায়ণ।

উভয়ে। নারায়ণ—নারায়ণ—নারায়ণ।

হেমাঙ্গা। হাজার বৎসরের অন্ধকারভরা র দীপ জললো। পাপ এ দেহ-মন্দির ছেড়ে হাহাকার করতে করতে শূন্যে মিলালো, অরুণার-পদ্মের সৌরভে ত্রিলোক ভ'রে গেল।

রামা। নবীন জীবনে, নবীন সাধনপথে গতি

হে দম্পতি, নূতন এ বিবাহ-বন্ধন

এত দিন আত্মেন্দ্রিয়-সুখ-বাঞ্ছা লয়ে

মিলেছিলে দুইজনে ;

আজ হ'তে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-সুখ-বাঞ্ছা লয়ে

পরস্পরে করিয়া নির্ভর

সার্থক করহ দোঁহে মানব-জীবন।

সপ্তম দৃশ্য

মন্দিরের মধ্যাংশ।

অর্চ্চক ও অর্চ্চক-পত্নী।

অর্চ্চক। পারবি না ?

অর্চ্চক-পত্নী। আমি ওই সোনার বরণ মহা পুরুষকে হত্যা করব! সন্তানের মা হয়ে তার মুখে বিষ তুলে দেব!

অর্চ্চক। তবে যা, স'রে যা—গোল করিস্ নি।

অর্চ্চক-পত্নী। ওগো, এমন দানবের কাজ ক'র না।

অর্চ্চক। চোপ।

অর্চ্চক-পত্নী। ক'র না, ক'র না—

অর্চ্চক। তা হ'লে আগে তোকে মেরে ফেলবো।

অর্চ্চক-পত্নী। তাই ফেল—আগে আমাকে মেরে ফেল। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, শ্রীরঙ্গ-নাথের সম্মুখে ব্রহ্মহত্যা ক'র না।

অর্চ্চক। তবে রে লক্ষ্মী-ছাড়ী! ও বেঁচে থাকলে, পথে পথে তোকে ভিক্ষা ক'রে মরতে হবে, বুঝতে পারছিস্ না।

অর্চ্চক-পত্নী। তাও ভাল—তবু ব্রহ্মহত্যা ক'র না, ক'র না, ক'র না।

অর্চ্চক। দেখছিস কি সর্ব্বনাশী—ধর্ম্ম যায়। যেখানে চেনা-শোনা না হ'লে আমি বামুনকে পর্য্যন্ত ঢুকতে দিই না, সেই শ্রীমন্দিরে ওই ভণ্ড-তপস্বী শূদ্রকে প্রবেশ করিয়েছে। শুধু শূদ্র ? সঙ্গে বেশ্যা। নিচুল নগরের বাজারে বেশ্যা। নে, নিজে যদি না পারিস্, লুকিয়ে মন্দিরের কোণে ব'সে থাক্ গে যা। খবরদার, যদি ঘুণাক্ষরে সে জানতে পারে, তা হ'লে এই বিষ তোর গালে ঢেলে দেব।

অর্চ্চক-পত্নী। (স্বগত) হে শ্রীরঙ্গনাথ! সাধুকে রক্ষা কর—সাধুকে রক্ষা কর।

অর্চ্চক। কেমন—এই বাটি ত?

অর্চ্চক-পত্নী। দেখ পোড়ারমুখো মিন্‌ষে, চেখে দেখ।

[প্রস্থান।

অর্চ্চক। এই বটে—এই বটে! আমি নিজ হাতে চরণামৃতের সঙ্গে বিষ মিশিয়েছি। এই বটে! তবু—তবু—সন্দেহটা মিটিয়ে নি। ওই একটা কুকুর শুয়ে রয়েছে। একটা সন্দেশের সঙ্গে এর একটু মিশিয়ে ওটাকে খাইয়ে দেখি। এখনি এর গুণ বোঝা যাবে।

[প্রস্থান।

(দাশরথির হস্ত ধরিয়া রামানুজের প্রবেশ)

রামা। দাশরথি! মনে যেন ক্ষোভ ক'র না। দণ্ড গ্রহণের ভার তোমার নিকট থেকে নিয়ে আমি ধনুর্দ্দাসকে প্রদান করলুম।

দাশ। ক্ষোভ? এ যে পরমানন্দ! ধনুর্দ্দাসকে যে কৃপা দেখিয়েছেন, সে ত এ দাসকেই দেখিয়েছেন গুরুদেব!

রামা। অসংখ্য ভক্ত শ্রীরঙ্গনাথের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। সে সকলের ভার তোমায় নিতে হবে। সেই জন্য আমি তোমাকে ভার-মুক্ত করেছি। শ্রীচরণামৃত গ্রহণ ক'রে, কুরেশকে সঙ্গে নিয়ে আজই আমাকে কাশ্মীরযাত্রা করতে হবে। শ্রীভাষ্য রচনা করতে হ'লে, বৌধায়ন-সূত্র দেখবার প্রয়োজন। কাশ্মীরের সারদামঠে সেই পুস্তক আছে। পৃথিবীর অন্য কোথাও নাই। সেই পুস্তকরত্নকে শ্রীরঙ্গমে নিয়ে আসব। যত দিন না ফিরব, তত দিন ভক্তগণের পালন-কার্য্যে নিযুক্ত থাক।

দাশ। যথা আজ্ঞা।

রামা। কই অর্চ্চক প্রভু, কোথায় আপনি?

(অর্চ্চক-পত্নীর প্রবেশ ও রামানুজের পদ ধারণ)

এ কি মা, সন্তান আমি—সন্তান আমি। ওঠ—ওঠ—এ কি নখপীড়ন করছ কেন—আমি যে ইঙ্গিত বুঝতে পারছি না। তোমার স্বামীকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?

অর্চ্চক। (নেপথ্যে) যাচ্ছি, যতিরাজ, যাচ্ছি। শ্রীচরণামৃত নিয়ে যাচ্ছি।

[অর্চ্চকপত্নীর শঙ্কিতভাবে প্রস্থান।

দাশ। প্রভু! কি রকম সন্দেহ মনে জাগছে যে!

রামা। ছি দাশরথি, শেষশায়ী ভগবানের আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে সংশয়াত্মা হও কেন?

(অর্চ্চকের প্রবেশ)

অর্চ্চক।—(স্বগত) ঠিক—ঠিক হয়েছে। জিবে ঠেকাতে না ঠেকাতে কুকুরটা ম'রে গেল। আর এর সমস্তটা পেটে ঢুকলেও ও বেটা মরবে না? আবার একটা সঙ্গে যে! আসুক আসুক। দু'বেটাকেই শেষ করি। (প্রকাশ্যে) এই যে প্রভু! প্রত্যূষেই কাবেরী-স্নান সেরে, আপনাকে ঠাকুরের চরণামৃত দানের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি।

রামা। আপনার পরমকৃপা প্রভু!

অর্চ্চক। একেবারে শ্রীরঙ্গনাথের চরণাঙ্গুলি স্পর্শ করিয়ে নিয়ে এলুম। একটু আগে দু জন কাকে আপনি গর্ভমন্দিরে নিয়ে গেলেন। সে দুটি কে প্রভু?

রামা। তারা দুটি শ্রীরঙ্গনাথের পরমভক্ত।

অর্চ্চক। তারা কি জাত?

রামা। ভক্ত জাতির অতীত।

অর্চ্চক। বটে বটে; আপনি তা হ'লে পতিতপাবন! আচণ্ডাল [illegible] কে উদ্ধার করতে নরদেহে অবতীর্ণ হয়েছেন। আমি মূর্খ ব্রাহ্মণ। আপনাকে শ্রীচরণামৃত দিতে আমার সঙ্কোচ হচ্ছে।

রামা। সে কি ঠাকুর, মানুষকে ঈশ্বরজ্ঞানে অপরাধ করেন কেন? আমি শ্রীরঙ্গের দাসানুদাস। শীঘ্র আমাকে নারায়ণের চরণামৃত দান করুন।

অর্চ্চক। তবে নিন। দেখবেন, আমার অপরাধ গ্রহণ করবেন না। (রামানুজের চরণামৃত পান) (স্বগত) হুঁ! ধরেছে ধরেছে। দাও ভাই, তুমিও পান কর।

রামা। এ অপূর্ব্ব সুধাপানে
এখনও যোগ্য তুমি নহ দাশরথি!

(দাশরথির হস্ত হইতে পাত্র নিক্ষেপ)

অর্চ্চক। ধরেছে ধরেছে ধরেছে।

(অর্চ্চকের পলায়ন)

দাশ। কি হ'ল কি হ'ল প্রভু?
অকস্মাৎ কম্পান্বিত কেন কলেবর?

রামা। উন্মত্ত তরঙ্গ বলে প্রহারে প্রহারে
জর্জ্জরিত করিতে আমারে,
ভুবনের চারি ধার হ'তে,
মৃত্যুর বহন্ত আসে ছুটে।
স্থির হও বসুন্ধরে!
যার পৃষ্ঠে ঘূর্ণমান দৃশ্য সমুদয়!
স্থির হও—চাঞ্চল্যের এ নয় সময়!
অসম্পূর্ণ কার্য্য মোর—
এখনো অপূর্ণ আছে গুরুর কামনা।
যাও মৃত্যু, দূর হ'তে দূর-দূরান্তরে।
যদি এস, আলিঙ্গন কর আপনারে।
দাশ। কিছু যে বুঝিতে নারি গুরু!
রামা। কি আর বুঝিবে প্রিয়তম!
তীব্র—অতি তীব্র হলাহল
শ্রীচরণাম্বুজের মিশ্রণে
এ উদরে লয়েছে আশ্রয়;
মুহূর্ত্তে ধমনী-পথে করিয়া প্রসার
মাস্তক করেছে অধিকার।
আসে মৃত্যু গ্রাসিতে আমারে
সঙ্গে লয়ে নিজ-দলে ঝঞ্জা-কোলাহলে।
দাশ। এ কি সর্ব্বনাশ হ'ল গুরু!
রামা। ভয় কি ভয় কি দাশরথি!
ছাড় বৎস মোরে,
শীঘ্র ছুটে যাও হে নগরে।
সর্ব্বভক্তে কর আবাহন,
তোলো হে গগন-ভেদী নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
অমৃতে গরলে কোলাকুলি।
নাম-শক্তি নিরখিতে আজি কুতূহলী
চঞ্চল হয়েছে বসুন্ধরা।
তাই মোর পদ নহে স্থির।
শীঘ্র যাও, শীঘ্র যাও—হ'য়ো না অধীর
সঙ্কীর্ত্তন-রোল তোলো শ্রীরঙ্গনগরে।

[দাশরথির প্রস্থান।

সৃষ্টি স্থিতি লয়—শক্তিত্রয়
সমন্বয় করি একাধারে।
হৃদয়-আগারে
এস, এস—ব'স জনার্দ্দন!
শান্তি—শান্তি—শান্তিপূর্ণ হউক ভুবন।

[টলিতে টলিতে প্রস্থান।

(অর্চ্চকের পুনঃ প্রবেশ)

অর্চ্চক। (চারিদিকে চাহিয়া) কই! কি হ'ল!—তুলে নিয়ে গেল!—না! ওই—ওই—টলতে টলতে—ওই যাচ্ছে না? ওই পড়ল—হাঁ যাবে কি! যমে ধরেছে—যাবে কি! না! ও উঠল যে! ওই যে চারিদিক থেকে ভক্ত বেটারা দাঁড়ালো। তাই ত! ম'ল না? বিষ নে না কি? না—না—কুকুর ছুঁতে না ছুঁতে আমার চোখের উপর ম'রে যে গেল! সেই বিষ হজম করলে!

(বড়কুনের প্রবেশ)

বড়। ধিক্ বামুন, তোকে ধিক্! আমাকে কেবল বন্ধুদের কাছে অপ্রস্তুত করলি! যদি খাওয়াতে সাহস নেই ত নিলি কেন?

অর্চ্চক। ঠিক খাইয়েছি।

বড়। ঠিক খাইয়েছ? আমি গাড়োল? যতটা বস্তু তোমাকে দিয়েছি, তার সিকি অংশতে অমন দশ দশটা লোকের মৃত্যু হয়। তখনি—জিবে ঠেকাতে না ঠেকাতে মৃত্যু হয়।

অর্চ্চক। তার সব খাইয়েছি।

বড়। মিথ্যা কথা!

অর্চ্চক। এই দেখ—বাটির সমস্ত জল নিঃশেষ করেছে।

বড়। এতে বিষের চিহ্ন ত কিছুই দেখতে পাই না।

অর্চ্চক। কুকুর ছুঁতে না ছুঁতে মরেছে।

বড়। তোমার মুণ্ডু করেছে। (তৃণের অগ্রভাগ দিয়া কিঞ্চিৎ জল তুলিয়া রসনায় প্রদান) ন্যাকা—আমি ন্যাকা? এই তোমার বিষ? এই তোমার—সত্যি—(য্যা—য্যা—ওঁ—ওঁ—ইত্যাদি স্বরে ভূমিতে পতন! নেপথ্যে—কীর্ত্তন-ধ্বনি।)

অর্চ্চক। এ কি! যার এক বিন্দু রসনায় ঠেকালে লোকে অজ্ঞান হয়, সেই বিষ সমস্ত উদরস্থ ক'রে বেঁচে গেল? তুমি কি মানুষ?

(অর্চ্চক-পত্নীর প্রবেশ)

অর্চ্চক-পত্নী। ঠিক হয়েছে—ঠিক হয়েছে। পাপীর ঠিক শাস্তি হয়েছে, তোরও হওয়া উচিত ছিল। চ'লে আয় হতভাগা, চ'লে আয়। অহেতুক কৃপানিধি—পায়ে ধরেছি, ক্ষমা পেয়েছি। যদি মহাপাপ থেকে উদ্ধার পেতে চাস্, চ'লে আয়—চ'লে আয়।

[অর্চ্চককে লইয়া অর্চ্চক-পত্নীর প্রস্থান।

(গোবিন্দের প্রবেশ)

গোবিন্দ। উঠ ভাই! আমি অপরাধী।
গুরুর প্রচণ্ড-শত্রুজ্ঞানে
দ্বেষ-বশে মৃত্যু তব করেছি কামনা।
তাই তব এ ভীম-যাতনা।
বুঝি নাই আগে,
বিকশণে লীলার পোষণে
শত্রুরূপে তুমি নারায়ণ।
ক্ষমা কর মোরে।
তব মৃত্যু আমারে করহ দান।

(তিরুমলের প্রবেশ)

তিরু। আয় বড়কুন—আয়! ওরে, অহেতুক-কৃপানিধি—আমাকে করুণা ক'রে চরণে স্থান দিয়েছেন। তুইও আয়—তোকেও তিনি চরণে স্থান দেবেন। এ কি, এ কি?—বিষ? খেয়েছিস্? ভয় কি! আগে মনে মনে যতিরাজকে স্মরণ কর্। যেমনি কথা ফুটবে, অমনি উচ্চ-কণ্ঠে যতিরাজের নাম কর্। বিষ অমৃতে পরিণত হয়ে যাবে।

বড়। জয় যতিরাজ!

গোবিন্দ। জয় যতিরাজ!

তিরু। (গোবিন্দের পদ ধরিয়া) গুরু—গুরু—তুমি এ অধম দু'টোকে ক্ষমা কর।

গোবিন্দ। হাঁ হাঁ—কর কি—কর কি! তোমরা আমার গুরু। আমার অন্ধ-দৃষ্টিকে ফুটিয়েছ।—এস এস—আমরা তিন জনে একসঙ্গে আমাদের গুরুজি মহারাজের শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করি।

অষ্টম দৃশ্য

শ্রীরঙ্গম—নাট্য-মন্দিরপ্রাঙ্গণ।

কুরেশ।

কুরেশ। এস—এস—কে ভাগ্যবান্ কোথা আছ, এস। সচল শ্রীরঙ্গমূর্ত্তি দর্শনে যদি অভিলাষ থাকে—মুহূর্ত্ত বিলম্ব না ক'রে যে, যে অবস্থায় থাকো, চ'লে এস।

(রামানুজকে বেষ্টন করিয়া ভক্তগণের প্র

(গীত)

পন্নাধিরাজে গরুড়াধিরাজে
বিরিঞ্চিরাজে সুররাজরাজে।
ত্রৈলোক্যরাজেঽখিললোকরাজে
শ্রীরঙ্গরাজে রমতাং মনো মে॥
লক্ষ্মীনিবাসে জগতাং নিবাসে
উৎপদ্ম-বাসে রবি বিম্ববাসে।
ক্ষীরাব্ধিবাসে ফণিভোগবাসে
শ্রীরঙ্গবাসে রমতাং মনো মে॥
ব্রহ্মাদিবন্দ্যে জগদেকবন্দ্যে
দেবে মুকুন্দে চরণারবিন্দে।
গোবিন্দদেবেঽখিললোকদেবে
শ্রীরঙ্গদেবে রমতাং মনো মে।
কাবেরী-তীরে কমলা-কলত্রে
মন্দারমালে কৃতচারুমালে।
দৈত্যান্তকালেঽখিললোকপালে
শ্রীরঙ্গপালে রমতাং মনো মে॥

(গোবিন্দ, অর্চ্চকপত্নী, বড়কুন ও তিরুমলে প্রবেশ)

(সকলের রামানুজের পাদমূলে পতন)

অর্চ্চক। দয়াময়! হীন পশু আমি—
—উদ্ধার কর—উদ্ধার কর।

অর্চ্চক-পত্নী। একবার ধরেছিনু অভয় চরণ,
আর যেন নাহি পাই ভয়,
স্বামীর মঙ্গল বাঞ্ছা কর দয়াময়।

তিরু। হে নারায়ণ! আমাদের দুজনের কইবার কিছু নেই।

গোবিন্দ। কেহ কোন ক'র না আক্ষেপ।
তোমাদের হ'তে,
গুরুর মাহাত্ম্য আজি হইল প্রচার।
হের ওই ক্ষমার আধার
প্রেমচক্ষে সবারে করেন নিরীক্ষণ।

রামা। হে গোবিন্দ! শত্রুরে করিলে প্রেমদা
আজ হ'তে তুমি মম জীবন সমান।
যাও সবে, নব মন্ত্রে হইয়া দীক্ষিত,
সার করি জীব-সেবা-ব্রত,
সংসার সুরম্য পথে করহ প্রয়াণ।
ও দিকে জলধিপৃষ্ঠ, এ দিকে অচল—
মধ্যে শুধু তোলো সবে নাম-কোলাহল,

আনন্দ-প্লাবিত হ'ক ধরা,
শতধা ভাঙুক মোহ-কারা,
জীবাত্মক স্থাবর জঙ্গম
প্রাণে প্রাণে বিনিময়ে
হোলি রঙ্গে উঠুক নাচিয়া।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শ্রীরঙ্গমের উপকণ্ঠ।

কুরেশ ও অন্যান্য শিষ্যগণ।

১ম শিষ্য। কোথায়—কোথায় দিগ্‌বিজয় করতে গিয়েছিলে বল।

কুরেশ। উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে কুমারিকা, পূর্ব্বে চন্দ্রনাথ, পশ্চিমে দ্বারকা। তার ভিতরে কত রাজ্য, কত নগর, কত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মঠ। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী অসংখ্য ব্যক্তি আজ শ্রীসম্প্রদায়ের পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। বহু যতি সন্ন্যাসী গুরুদেবকে গুরু স্বীকার করেছে। বহু লোক তাঁকে অবতার-জ্ঞানে পূজা করেছে। তাঁর শিক্ষা-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হয়ে বহু নরপতি তাঁর পদতলে মুকুট রক্ষা করেছে। অধিক আর কি বলব, কাশ্মীরের সারদামঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মূর্ত্তি ধারণ ক'রে গুরুজী মহারাজকে অভ্যর্থনা করেছেন।

সকলে। বল কি!

কুরেশ। শুধু কি তাই! গুরুদেব শ্রীভাষ্য রচনা করবেন ব'লে ভাষ্যের প্রধান উপকরণ বৌধায়ন সূত্র আনতে সারদামঠে গিয়েছিলেন। মঠের সন্ন্যাসীরা তাঁকে বৌধায়ন সূত্র দিলে না। পুথি কীটে নষ্ট করেছে, এই কথা ব'লে গুরুজী মহারাজকে হতাশ ক'রে দিয়েছিল। স্বয়ং সারদা-দেবী রাত্রিকালে পুস্তকের ভাণ্ডার থেকে সেই পুথি গ্রহণ ক'রে গুরুদেবকে দান করেছিলেন।

সকলে। বিচিত্র—বিচিত্র!

১ম শিষ্য। তার পর?

কুরেশ। তারপর আবার কি? সেই অপূর্ব্ব ভাষ্য রচনা হ'য়ে গেছে। সারদাদেবী সেই ভাষ্য শুনেছেন। শুনে যতির ... উপাধি দান করেছেন। মানুষের কি এরূপ লাভ হয় ভাই? গুরু আমাদের অ... আমরা সকলেই ধন্য, সেই মহাপুরুষের ... পেয়েছি।

(দাশরথির প্রবেশ)

দাশ। এই যে—এই যে! কুরপতি! বিচিত্র কথা শুনলুম!

কুরেশ। কি শুন্‌লে ভাই?

দাশ। অন্যের মুখে শুন্‌লে এ কথা করতে পার্‌তুম না! স্বয়ং গুরুদেব বলেছেন

কুরেশ। কি শুনেছ?

দাশ। তুমি না কি একটিবার মাত্র বুলিয়ে বৌধায়ন সূত্রের এক লক্ষ শ্লোকই ক'রে ফেলেছ?

কুরেশ। গুরুদেব বল্‌লেন?

দাশ। শুধু বল্‌লেন! তোমার অজস্র প্র... কর্‌লেন। বল্‌লেন—"কুরেশ না থাক্‌লে অ... দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হ'ত না। শ্রীভাষ্য রচনা না।" সারদামঠের সন্ন্যাসীদের না কি গুরুদে... বৌধায়ন-সূত্রের পুথি দেবার মত ছিল না। সরস্বতী লুকিয়ে সেই পুস্তক গুরুদেবের হাতে ... দিয়ে বলেন—"যত দ্রুত পার, স্বদেশে প্রস্থান ... মঠের লোক যদি জান্‌তে পারে, পুস্তক চুরি গিে... তা হ'লে যেমন ক'রে পারে সেই পুস্তক তে... হাত থেকে কেড়ে নেবে।" তোমরা সেই ... নিয়ে পালিয়ে আসবার পরে তারা যদি জা... পারে, পুথি চুরি গিয়েছে, অম্‌নি সঙ্গে ... তারা তোমাদের ধর্‌তে অস্ত্রধারী ... পাঠায়। তারা এক মাস পরে বিতস্তানদীর ত... তোমাদের ধ'রে ফেলে। ধ'রেই গুরুর হাত থে... পুথি কেড়ে নিয়ে চ'লে যায়। হতাশ হয়ে ... মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়েন। তুমি সেই ... তাঁকে আশ্বাস দাও যে, বৌধায়ন-সূত্র তুমি ক... ক'রে ফেলেছ। কি ক'রে এই অদ্ভুত কার্য্য কর্‌... কুরেশ?

কুরেশ। গুরুদেব পথে আস্‌তে আস্‌তে ... সময়ে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন, সেই সময়ে ... কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়ে অজ্ঞাতসারে আমি পু... খানা পাঠ করতুম। প্রভুর ইচ্ছাতেই বুঝি প... ছিলুম, নইলে কাশ্মীর যাওয়া আমাদের বৃথা ...

—বৌধায়ন-সূত্র আর পাওয়া যেতো না। কেন না, কাশ্মীরের সারদামঠ ছাড়া ভারতের আর কুত্রাপি সে পুস্তক নেই।

১ম শিষ্য। একবার প'ড়েই তুমি বৌধায়ন-সূত্র কণ্ঠস্থ ক'রে ফেললে!

কুরেশ। শুনলে লক্ষ শ্লোক—মাত্র সময় পেয়েছিলুম এক মাস। তা আবার সব সময় পড়তে পেতুম না। একবার যে প'ড়ে ফেলতে পেরেছি, এই যথেষ্ট। গুরুর আশীর্ব্বাদ না থাকলে বোধ হয় শেষ করতে পারতুম না!

দাশ। শোন কুরেশ, আমার নিজের স্মৃতি-শক্তির একটা গর্ব্ব ছিল। অনেক শাস্ত্র পড়েছি। প্রায় সে সমস্তই আজও পর্য্যন্ত আমার কণ্ঠস্থ আছে। কিন্তু তোমার এ অপূর্ব্ব শক্তির কথা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি। তুমি যে মেধাবী, তা যাদবাচার্য্যের পরাভবে আমি জেনেছিলুম। কিন্তু স্মৃতিও যে তোমার এমন অদ্ভুত, তা আমি জানতুম না।

কুরেশ। আমিই কি জানতুম দাশরথি! যাদবাচার্য্যের পরাভব স্বীকারে বুঝলুম, গুরু মেধা-রূপে আমার ভিতরে প্রবেশ করেছেন। একবার-মাত্র চোক দিয়ে বৌধায়ন-সূত্রের এক লক্ষ শ্লোক কণ্ঠস্থ হওয়াতে জানলুম, গুরু স্মৃতিরূপেও আমার ভিতরে প্রবেশ করেছেন।

দাশ। সে তুমি বিনয় দেখাতে যাই বল, তুমি ধন্য।

সকলে। তুমি ধন্য।

কুরেশ। ও'কথা ব'ল না দাশরথি! বললে গুরুদেবের অসম্মান করা হয়। ও কথা শোনাতেও প্রত্যবায় আছে।

[কুরেশের প্রস্থান।

দাশ। আমিও অনেক শাস্ত্র পড়েছি কুর-পতি! শিষ্যের গুণের প্রশংসা করতে গুরুর অসম্মান হয়, তোমার কাছে এই প্রথম শুনলুম।

১ম, শিষ্য। ওর কথা ধরছ কেন ভাই! কুরেশ হচ্ছে গুরুদেবের মহাভাবের শিষ্য। কিন্তু আমরা জানি, তুমিই প্রথম, আর তুমিই প্রধান। কিন্তু আর একটা ব্যাপার কি যে দেখলুম, সেটা যে দেখেও বিশ্বাস করতে পারলুম না।

দাশ। কি দেখেছ?

১ম শিষ্য। কাবেরী-স্নানকালে তুমি চির নিয়ে যায় কমণ্ডলু। আজকে সে নিয়মে ক্রম হ'ল কেন?

দাশ। ধনুর্দ্দাসের কথা বলতে চাচ্ছ

১ম, শিষ্য। একে তুমি পরম পণ্ডি ব্রাহ্মণ। তোমাকে পরিত্যাগ ক'রে র্দ্দাসকে গুরু দণ্ড-বহনের ভার দিলেন!

সকলে। এটা কি রকম হ'ল!

দাশ। ধনুর্দ্দাসকে আমিই ত গুরুর এনে দিয়েছি। আমার ইচ্ছানুসারেই গুরু এই ভার দিয়েছেন।

সকলে। আর কমণ্ডলু?

১ম, শিষ্য। হেমাম্বা কি কমণ্ডলু-বহনে পেয়েছে?

দাশ। তা আমি জানি না। আর প্রশ্ন করা তোমাদের উচিত নয়।

[প্র

১ম শিষ্য। কথাটার মর্ম্ম বুঝলে? অ উচিত নয়। অর্থাৎ কি না—আমরা কি শিষ্য। আর হেমাম্বা—

সকলে। শিষ্যা।

১ম শিষ্য। নইলে প্রশ্ন করায় কোনও হ'ত না—বুঝেছ?

সকলে। খুব বুঝেছি—মর্ম্মে—মর্ম্মে।

১ম শিষ্য। তা হ'লে চল না, একবার কর্ম্মের বিবাদ মিটিয়ে আসি।

[সকলের প্রস্থ

(অণ্ডাল ও পারাশরের প্রবেশ)

পারা। কই মা, আমার বাবা কই?

অণ্ডাল। আঃ! বড়ই ব্যস্ত ক'রে তুলবি বালক। দাঁড়া না, এসে পড়েছি।

পারা। এসে পড়েছি, এসে পড়েছি—এ তো কাল থেকেই বলছিস্!

অণ্ডাল। আজ তাঁকে দেখতে পাবি।

পারা। ছেলেরা রোজ আমাকে বাবার তুলে তামাসা করে। আমার বাবার নাম জিজ্ঞ করে। আমি কিছু জানি না ব'লে বলতে প না।

অণ্ডাল। এইবারে বলবি—গর্ব্বের স বলবি। তোর পিতার তুলনা ত্রিভুবনে নেই।

অণ্ডাল। (স্বগত) তাই ত! মনের আবেগে এ কি ব'লে ফেললুম? গুরুদেবের অসম্মান করলুম? না—না—অসম্মান কেন—ঠিক বলেছি। শ্রীরঙ্গের প্রসাদ-কণে পুত্র হয়েছে। গুরুই ত এ পুত্রের ধর্ম্মপিতা। ঠিক কথাই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে!

পারা। কি বললি মা—ত্রিভুবনে নেই?

অণ্ডাল। ত্রিভুবনে নেই। তোর পিতা স্বয়ং নারায়ণ।

পারা। কখন্ তাঁকে দেখব মা?

অণ্ডাল। বেশ, এই পথ-পার্শ্বে তুই একটু বোস। আমি একটু এগিয়ে দেখে আসি। দেখিস্, যেন আমি না আসা পর্য্যন্ত কোথাও যাস্ নি।

পারা। যদি যাই?

অণ্ডাল। তা হ'লে তিনি তোকে দেখা দেবেন না।

পারা। না মা, আমি কোথাও যাব না।

[অণ্ডালের প্রস্থান।

(অপর দিক দিয়া সর্ব্বজ্ঞের প্রবেশ)

সর্ব্বজ্ঞ। এইবার তোমাকে দেখব, তুমি কেমন্ যতিরাজ? ভারতে ছটাকে পণ্ডিত-গুলোকে হারিয়ে তুমি নিজেকে দিগ্‌বিজয়ী মনে ক'রে গর্ব্বে স্ফীত হয়ে শ্রীরঙ্গমে ফিরে এসেছ। আমার বন্ধু যজ্ঞমূর্ত্তির কাছে বিচারে পরাভূত হয়ে, শেষে বুজরুকি দেখিয়ে তাকে বশ করেছ। আমার নাম সর্ব্বজ্ঞ শর্ম্মা তোমার বুজরুকিও আমার বিলক্ষণ জানা আছে। সে ইন্দ্রভক্ত কোনরকমে জেনে, ইন্দ্রের মায়া দেখিয়ে, তাকে প্রতারিত করেছ। আমার বেলায় আর সেটি হচ্ছে না। তুমি ইন্দ্র হও ত আমি উপেন্দ্র হব। তুমি অগ্নি হও ত আমি বরুণ হয়ে তোমাকে নিবিয়ে দেব। তুমি বরুণ হও ত বায়ু হয়ে উড়িয়ে দেব।

(পুঁথিপূর্ণ শকট লইয়া বাহকত্রয়ের প্রবেশ)

যা—এগিয়ে নিয়ে যা—নিয়ে গোপুরের সুমুখে শকট রক্ষা কর্। আমি একটু পরে যাচ্ছি। আগে শ্রীরঙ্গবাসী সর্ব্বজ্ঞ শর্ম্মার বিদ্যের ভাণ্ডারটা দেখে আঁতকে উঠুক। তার পর তারা সর্ব্বজ্ঞ শর্ম্মাকে দেখবে!

[শকট লইয়া বাহকত্রয়ের প্রস্থান।

পারা। ও গাড়ীতে ও সব কি গা?

সর্ব্বজ্ঞ। বা! বাঃ! এ ত দিব্যমূর্ত্তি বা
এ কি বৎস, পথের ধারে এই প্রত্যূষে একা এমন ক'রে ব'সে কেন?

পারা। আমার মা আমাকে এইখানে ব
গেছেন।

সর্ব্বজ্ঞ। এমন অবস্থায় তোমায় ফেলে যে
যায়, সে কি রকম মা?

পারা। তিনি বাবাকে খুঁজতে গেছেন।

সর্ব্বজ্ঞ। তোমার বাবা কোথায় গেছেন?

পারা। তিনি দিগ্‌বিজয়ে গিয়েছিলেন।

সর্ব্বজ্ঞ। দিগ্‌বিজয়ে গিয়েছিলেন!—তো
পিতা কি রাজা?

পারা। মা বলেন, তিনি জ্ঞানীর রা
ত্রিভুবনে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।—মা বলে
তিনি নারায়ণ।

সর্ব্বজ্ঞ। (স্বগত) এ বালক যতিরা
আত্মজ না কি!—তোমার পিতার নাম কি?

পারা। জানি না। আমি যে দিন ভূমিষ্ঠ হ
সেই দিনেই বাবা দিগ্‌বিজয়ে চ'লে গেলেন।

সর্ব্বজ্ঞ। তা হ'লে এ বালক যে যতিরা
পুত্র, তাতে আর সন্দেহই নেই। পুত্রমুখ দে
পিতৃঋণ শোধ হয়েছে জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে য
রাজ সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন।—তোমার নাম

পারা। এখনও আমার নামকরণ হয় নি
পিতা ফিরে এলে হবে।

সর্ব্বজ্ঞ। তোমার পিতা ত ফিরে এসেছেন

পারা। আপনি দেখেছেন?

সর্ব্বজ্ঞ। না বালক, আমিও তাঁর সঙ্গে দে
করতে যাচ্ছি।

পারা। কি জন্য যাচ্ছেন?

সর্ব্বজ্ঞ। তোমাকে মিছে কথা কইব কে
বালক, আমি তোমার পিতার সঙ্গে তর্কযুদ্ধ কর্
যাচ্ছি। আমি যতক্ষণ অজেয় থাকবো, ততক্ষ
তাঁর দিগ্‌বিজয়ী নাম সার্থক হবে না। আ
আমি যদি তাঁকে বিচারে পরাস্ত করি—সেইটে
বেশী সম্ভব—তা হ'লে আমিই দিগ্‌বিজয়ী না
গ্রহণ করব!

পারা। আপনি কি আমার পিতার না
জানেন?

সর্ব্বজ্ঞ। জানি। তোমার পিতার না
শ্রীরামানুজাচার্য্য।

পারা। আপনার বিশ্বাস আছে, আপ

আমার পিতাকে বিচারে পরাভূত করতে পারবেন ?

সর্ব্বজ্ঞ। বিশ্বাস কি—মনে ক্ষোভ ক'র না বালক নিশ্চয় পরাস্ত করব। ওই শকটের উপর স্তূপাকারে কি ছিল দেখেছ ?

পারা। ও কি সব শাস্ত্র-গ্রন্থ ?

সর্ব্বজ্ঞ। হাঁ। আমি ওই পর্ব্বতপ্রমাণ শাস্ত্র-গ্রন্থ পাঠ করেছি। ভারতে যে যেখানে বড় বড় পণ্ডিত ছিল, সকলেই আমার কাছে বিচারে হার মেনেছে। আমার জ্ঞাতব্য আর কিছু নেই ব'লে, কাশীর সমস্ত পণ্ডিতেরা সভা ক'রে আমাকে সর্ব্বজ্ঞ উপাধি দান করেছেন। বালক তুমি—বললে বুঝবে না, এরূপ উপাধি এক ঈশ্বর ভিন্ন মানুষে কেউ কখন পায় নি।

পারা। তা হ'লে আপনি ত ঈশ্বরতুল্য। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ—আপনিও সর্ব্বজ্ঞ।

সর্ব্বজ্ঞ। বালক! তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করি। সর্ব্বজ্ঞ উপাধি যখন নিয়েছি, তখন সে কথা আমাকে বলতে হবে বৈ কি। লোকে আমাকে ঈশ্বরতুল্য মনে ক'রেই ভক্তি করে। যার ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হয়েছে, তার আর কিছুই অজানা নেই।

পারা। ব্রহ্মজ্ঞান কি গা ?

সর্ব্বজ্ঞ। ও ভুলে গেছি, তুমি যে বালক। ব্রহ্মজ্ঞান যে কি, সে কাউকে বোঝাবার যো নেই।

পারা। (পথ হইতে অঞ্জলিপূর্ণ বালুকা লইয়া) হাঁ সর্ব্বজ্ঞ ঠাকুর, আমার হাতে কি বলতে পার ?

সর্ব্বজ্ঞ। (চমকিতভাবে) কেন বালক, এ বস্তু কি তুমি জান না ? তুমি ত বেশ বুদ্ধিমানের মত কথা কইছিলে!

পারা। তুমি বল না।

সর্ব্বজ্ঞ। এর নাম বালুকা।

পারা। এর নাম মানে কি ? এর কোন্‌টির নাম বালুকা ?

সর্ব্বজ্ঞ। ওঃ! তোমার কথা বুঝতে পেরেছি। তোমার হাতে বালুকা কণার সমষ্টি।

পারা। এতে কত কণা আছে ?

সর্ব্বজ্ঞ। অ্যাঁ—অ্যাঁ, এ কি বলছ ?

পারা। বল—বল।

সর্ব্বজ্ঞ। এ কি কেউ কখন বলতে পারে ?

পারা। সে কি ঠাকুর, সর্ব্বজ্ঞ নাম নিয়েছ. ঈশ্বরের তুল্য হয়েছ—আর আমার এ অঞ্জলিতে কত বালুকার কণা আছে, বল না ? কিন্তু ঈশ্বর বলতে পারেন, সাগর বালুকার কণা আছে—সমস্ত পৃথিবীর কত বলুকার কণা আছে।

সর্ব্বজ্ঞ। ঈশ্বর বলতে পারেন ব'লে। পারে ?

পারা। আমি বলছি, নয় কোটি নি লক্ষ নিরেনব্বুই হাজার নশো নিরেনব্বুই

সর্ব্বজ্ঞ। কেমন ক'রে বুঝব, তো ঠিক কি না ?

পারা। এই যে তুমি বললে, ব্রহ্মজ্ঞা কেও বোঝান যায় না। আমিই বা কে বোঝাবো! বিশ্বাস না হয়, গুণে দেখ।

সর্ব্বজ্ঞ। হয়েছে হয়েছে। আমি স —হীন অজ্ঞ। হে বালকবেশী মহাপুরুষ! প্রণাম গ্রহণ কর। আমি এই দণ্ডে তু তোমার পিতার পদপ্রান্তে মাথা রাখতে ওরে! শকট ফেরা—ও সমস্ত পুঁথিকে জলে বিসর্জ্জন দিতে হবে।

[

(অণ্ডালের প্রবেশ)

অণ্ডাল। আয় বালক, শীঘ্র চ'লে আ

পারা। বাবাকে দেখতে পেয়েছো মা

অণ্ডাল। পেয়েছি—পেয়েছি। আয় বান, তোর নরসিংহ পিতাকে জীবনে দেখবি। বিলম্ব করিস্ নি, চ'লে আয়।

পারা। চল্ মা, চল্—বাবাকে দেখবা আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছে। হাঁ মা! বাবার নাম কি শ্রীরামানুজ ?

অণ্ডাল। (চমকিতভাবে) কি বললি

পারা। শ্রীরামানুজ।

অণ্ডাল। কে তোকে এ অদ্ভুত কথা ব

পারা। কোথা থেকে এক সন্ন্যাসী আমাকে এই কথা ব'লে গেল। তার নাম ব সর্ব্বজ্ঞ ঠাকুর। আমাকে বাবার নাম ব'লে পায়ে মাথা রাখতে সে ছুটে গেল।

অণ্ডাল। তবে দাঁড়া।

পারা। দাঁড়াব কেন মা ? বাবাকে দে জন্য যে প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছে—পা যে থাকছে না।

অস্তাল। এই পথে এক জন আসছে—সে ছেলেধরা দস্যু। সে তোকে দেখতে পেলেই নিজের ছেলে ব'লে কোলে তুলে নিয়ে যাবে।

পারা। ও মা, তবে আমাকে লুকিয়ে রাখ্ মা—লুকিয়ে রাখ্।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কানন-পার্শ্বস্থ পথ।

(গোবিন্দ ও কুরেশের প্রবেশ)

গোবিন্দ। এ যে আশ্চর্য্য কথা শোনালে কুরেশ!

কুরেশ। সে অদ্ভুত দিবসের কথা আমার মনে পড়ছে, আর সর্ব্বাঙ্গ পুলকে পূর্ণ হয়ে উঠছে। তিন দিন, তিন রাত অবিশ্রান্ত ধারাবর্ষণ। আমি জপের মালা হাতে কুটীরে ব'সে আছি। স্ত্রী জপের মালা হাতে আমার পার্শ্বে বসে আছে। উভয়েই তিন দিন উপবাসী। সেরূপ দুর্য্যোগে গৃহস্থের দ্বারে ভিক্ষার জন্ম উপস্থিত হওয়া তার প্রতি অত্যাচার হয় ব'লে আমি কুটীরের বাইরে পা দিই নি। তৃতীয় দিনের সন্ধ্যাকালও যখন উত্তীর্ণ হয়ে গেল, অথচ সামান্য তণ্ডুল-কণাও আমার মুখে পড়ল না, তখন স্ত্রী আমাকে শ্রীরঙ্গনাথের কাছে ভিক্ষা গ্রহণে অনুরোধ করলে। আমি তার অনুরোধ রক্ষা করলুম না। আমার মনে হ'ল, যেন আমার মত বহু বুভুক্ষু আজ শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির দ্বারে অতিথি। তাদের ভোগাধিকারে হস্তক্ষেপ করতে আমার প্রবৃত্তি হ'ল না। রাত্রির প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হয়ে গেল। মুহুর্মুহুঃ প্রচণ্ড গর্জ্জনে অনন্ত আকাশ-ভাণ্ডারের প্রাচীর চিরে, পথ ক'রে, এক একটা অট্টহাসে যেন পর্ব্বতপ্রমাণ অন্ধকারের স্তর পৃথিবীতে ভেঙে পড়তে লাগ্‌লো। তখন আমার অবস্থা দেখে সাধ্বী আর স্থির থাকতে পার্‌লে না—ব্যাকুল হয়ে গুরুনাম উচ্চারণ করতে করতে কেঁদে ফেল্‌লে। আর যেমন তার চক্ষু থেকে এক বিন্দু জল ভূমিতে পতিত হ'ল, অমনি দেখি, অর্চ্চক গুরুর আদেশে শ্রীরঙ্গনাথের প্রসাদ নিয়ে সেই বিষম দুর্য্যোগে কুটীরদ্বারে উপস্থিত। সেহের মমতা দূর হয় নি ব'লে আমি স্ত্রীকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করলুম এবং প্রসাদ একবারমাত্র মস্তকে ধারণ ক'রে স্ত্রীকেই তা খেতে আদেশ করলুম।—স্ত্রী আমার আদেশ অমান্য করতে সাহস কর্‌লে না। সে সেই প্রসাদার থেকে এক কণা তুলে নিয়ে মুখে দিলে। দেওয়া মাত্র—কি বলব প্রভু, তার মুখশ্রী এক অপূর্ব্ব ভাব ধারণ কর্‌লে। সঙ্গে সঙ্গে অশ্রু, স্বেদ, পুলককম্প—অণ্ডালের রূপ-জ্যোতিতে ঘরটা আলোকময় হয়ে উঠ্‌লো। অল্প-ক্ষণ পরেই অবসন্ন দেহে অণ্ডাল আমার পদপ্রান্তে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। আমিও কিয়ৎক্ষণ পরে ঘুমিয়ে পড়লুম। সেই রাত্রিতেই স্বপ্ন দেখলুম—শ্রীরঙ্গনাথ আমার মাথার শিয়রে ব'সে বলছেন—"কুরপতি! ভক্ত আমার প্রসাদে কিরূপ রসাস্বাদন করে, জানবার জন্ম তোমার স্ত্রীর মুখের মধ্যে প্রবেশ করেছিলুম। আর বেরুতে পারলুম না। মা আমাকে জঠরমধ্যে আবদ্ধ করেছেন।"

গোবিন্দ। তার পর?

কুরেশ। তার পর, এই দশ বৎসর সূতিকা-গৃহে বালারুণের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় এক নবজাত শিশুকে উদিত হ'তে দেখে আমি গৃহত্যাগ করেছিলুম। এই সুদীর্ঘকাল পুত্র অথবা স্ত্রীর আর কোনও সংবাদ রাখিনি। এই কয় বৎসর গুরুদেবের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করছি।

গোবিন্দ। এখন একবার দেখা কর না কেন? তোমার স্ত্রী তো এই নগরোপকণ্ঠেই আছেন।

কুরেশ। গুরুর আদেশ পাই নি, কেমন ক'রে দেখব?

গোবিন্দ। বেশ, আমি দেখতে যাই?

কুরেশ। সে আপনার ইচ্ছা। আপনি গুরুর ভাই—গুরু। আমি দাস। আমি আপনাকে কি বল্‌ব?

গোবিন্দ। মহাত্মা কুরেশ! তোমার সেই অপূর্ব্ব ভক্তিময়ী সাধ্বী স্ত্রীকে দেখার লোভ আমি ত্যাগ করতে পারলুম না।

[গোবিন্দের প্রস্থান।

কুরেশ। এ কি নারায়ণ, তোমার পূর্ণ কৃপালাভ ক'রেও আমি আজও পর্য্যন্ত মায়ামুক্ত হ'তে পারলুম না! পুত্রমুখ দেখবার জন্ম আমার প্রাণ এরূপ বিচলিত হয়ে উঠলো কেন? আমি যে কিছুতেই স্থির থাকতে পারছি না। দশ বৎসর কমণ্ডলু বহন করলুম। তবু তার জলে আমার মোহ-মলিনতা ধৌত হ'ল না! রক্ষা কর প্রভু, এ বিষম মমতার আকর্ষণ থেকে আমাকে উদ্ধার কর।

(অণ্ডালের প্রবেশ)

এ কি দেবি, তুমি একা আস্‌ছ! আমার পুত্রকে সঙ্গে ক'রে আন্‌লে না?

অণ্ডাল। (প্রণামকরণ) আপনাকে দেখাবার জন্ম পুত্রকে সঙ্গে ক'রে আন্‌ছিলুম।

কুরেশ। তার পর? বল—বল—বিলম্ব ক'র না। বালককে কোথায় রেখে এলে, বল—বিলম্ব ক'র না।

অণ্ডাল। চঞ্চল হবেন না প্রভু!

কুরেশ। আমাকে উপদেশ দিতে হবে না অণ্ডাল! পুত্রকে কোথায় রেখে এলে, বল।

অণ্ডাল। তাকে গুরুদেবের আশ্রয়ে রেখে এসেছি।

কুরেশ। আমাকে এখনি সেখানে নিয়ে চল অণ্ডাল।

অণ্ডাল। চঞ্চল হবেন না সন্ন্যাসি! দশ বৎসর সদ্‌গুরু-সঙ্গের যদি এই ফল হয়, তা হ'লে গুরুর মাহাত্ম্যে লোকে সন্দেহ করবে।

কুরেশ। তোমার এ কথা বলবার উদ্দেশ্য কি?

অণ্ডাল। শুনুন—আপনার অনুপস্থিতির পর থেকে এই এক যুগ আমি পুত্রকে লোক অগোচরে পালন করেছি। নিজে নিভৃতে তাকে শিক্ষা দিয়েছি। এই অল্পবয়সেই বহুশাস্ত্র-বিশারদ পুত্র আজ আমার সঙ্গে আমারই মত ব্যাকুল হয়ে তার পিতাকে দেখবার জন্ম ছুটে আসছিল। এখানে এসে, পথের এক নিভৃত পার্শ্বে তাকে বসিয়ে আমি আপনার সন্ধান করছিলুম।

কুরেশ। তার পর?—বল—আবার নীরব হ'লে কেন অণ্ডাল!

অণ্ডাল। এমন সময় কে এক সর্ব্বজ্ঞ উপাধিধারী সাধুর সঙ্গে বালকের সাক্ষাৎ হয়েছে। তিনি তার এক স্বতন্ত্র পিতৃপরিচয় দিয়েছেন।

কুরেশ। কি রকম—কি রকম?

অণ্ডাল। সেই পরিচয় পেয়ে বালক এতই উৎফুল্ল হয়েছে যে, আপনার অনুমতি বিনা তাকে আর আপনার কাছে আন্‌তে সাহস করছি না। তাঁকে প্রভু গোবিন্দের আশ্রয়ে রেখে আপনার কাছে এসেছি।

কুরেশ। সর্ব্বজ্ঞ ঠাকুর কি আমার গুরুর নাম করেছেন?

অণ্ডাল। তাই করেছেন। বালকের অসাধারণ ধীশক্তি দেখে, হঠাৎ তাঁর মুখ থেকে কথা বেরিয়েছে যে, মহাত্মা রামানুজাচার্য্য তার পিতা।

কুরেশ। ভাগ্যবতি! এ হ'তে শুভ সংবাদ আমাকে শোনাবার তোমার আর ছিল না। মমতা-মুগ্ধ হয়ে আমিও ব্যাকুল হবে পুত্রমুখ দর্শনের জন্ম ছুটে আসছিলুম। গুরু-কৃপার মধ্য-পথে তুমি সে মোহ ভঙ্গ ক'রে দিয়েছ। অণ্ডাল! আমরা সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী—গুরুর সংসারের এক প্রান্তে স্থান ভিন্ন আমাদের উচ্চাভিলাষ নাই। আমাদের আবার পুত্র কে? মোহ নিজে আজ মোহাচ্ছন্ন হ'ক। স্বর্গের আলোক আপনার বাহু-পাশে আপনার বক্ষ আবদ্ধ করুক। যাও দেবি! পুত্রকে এখনি গুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলির স্বরূপ অর্পণ কর। গুরুর তৃতীয় প্রতিজ্ঞা অপূর্ণ। একটি বৈষ্ণব শিশুকে পুত্র ব'লে বক্ষে স্থান দিতে পারছিল না ব'লে মহাত্মা যামুন মুনির তৃতীয় বাসনা পূর্ণ হচ্ছে না। যাও ভাগ্যবতি, গুরুর তৃতীয় প্রতিজ্ঞা-পূরণের সাহায্য ক'রে তাঁকে নিশ্চিন্ত কর।

তৃতীয় দৃশ্য

কাবেরী তীরের চাঁদনী।

ধনুর্দ্দাসের হস্ত ধরিয়া রামানুজ।

কেশরাশি দিয়া হেমাম্বা-কর্ত্তৃক রামানুজের চরণ-মার্জনা।

(অন্তরালে শিষ্যদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম শিষ্য। কি দেখছ?

২য় শিষ্য। চ'লে এস, গুরুর এ অধঃপতন চোখে দেখা যায় না।

১ম শিষ্য। ধনুর্দ্দাসের হাত ধরার অর্থ এতক্ষণে বুঝতে পারলে?

রামা। আহা! কি কোমল হস্ত তোমার! পথ-ভ্রমণে পায়ের ব্যথা তোমার করের স্পর্শমাত্র দূর হয়ে গেল। যাও ধনুর্দ্দাস—তুমি কুরেশকে ডেকে নিয়ে এস।

[ধনুর্দ্দাসের প্রস্থান।

১ম শিষ্য। শুনছ?

২য় শিষ্য। আঃ! তুমি যে ক্ষেপে গেলে দেখছি হে!

রামা। এই সুচিক্কণ কেশরাশি আর কেন

কর্কশাক্ত করছ হেমাম্বা! যথেষ্ট হয়েছে। ওঠ—ওঠ। (হেমাম্বার উত্থান)

১ম শিষ্য। অমছ?

২য় শিষ্য। আরে মর্—এ কথার ভিতরে কত গভীর অর্থ আছে—তা কে বলতে পারে?

রামা। তোমার রূপই যখন বিপুল ঐশ্বর্য্য, তখন তোমার এত দীনতার প্রয়োজন কি? যাও—নিজের ঘরে গিয়ে নির্জ্জনে ব'সে রত্নালঙ্কার-ভূষিতা হয়ে এই রূপ শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন কর।

১ম শিষ্য। কি—গভীর অর্থ, বুঝছ?

হেমাম্বা। ভগবান্‌কে কিরূপ চিন্তা করব?

রামা। সর্ব্বদা মনে করবে—অন্তর্যামিরূপে তিনি হৃদয়ে, আর গুরুরূপে তিনি বাইরে আছেন। ভাবতে ভাবতে তাঁর কৃপায় যখন ভিতর-বার এক হয়ে যাবে, তখন সর্ব্বভূতে নারায়ণ দেখতে পাবে।

[হেমাম্বার প্রস্থান।

২য় শিষ্য। ও বাবা! এত গভীর অর্থ!

১ম শিষ্য। কেমন অর্থ এখন মর্ম্মে লাগছে?

২য় শিষ্য। যাও—চ'লে এস। আরে রাম—আরে রাম।

[শিষ্যদ্বয়ের প্রস্থান।

(কুরেশের প্রবেশ)

কুরেশ। গুরুদেব! মনে আমার বড় একটা ক্ষোভ উপস্থিত হয়েছে।

রামা। কেন বৎস?

কুরেশ। আপনার শিষ্যগণের মধ্যে অনেকে—

রামা। কিছু মোহাচ্ছন্ন হয়েছে?

কুরেশ। কিছু নয় প্রভু—বিলক্ষণ। তারা আপনার ক্রিয়া-কলাপের অসদর্থ করছে।

রামা। বুঝতে পেরেছি। তা যদি করে, তাতে ক্ষোভ ক'রে ফল কি? মায়া-মুগ্ধ হওয়াই জীবের প্রকৃতি।

কুরেশ। সে অন্ত জীবের পক্ষে। যে জীব আপনার আশ্রয় পেয়েছে, তার বেলাও কি এই কথা খাটে? তা হ'লে যে আপনার কৃপাময় নামে কলঙ্ক হবে।

রামা। বেশ, তোমার কৃপা হয়েছে যখন, তখন তাদের মোহ ঘুচে যাবে। তার পর?

কুরেশ। তার পর কি প্রভু?

রামা। এ দেহ ত চিরকাল থাকবে না। অসংখ্য লোকে বিষ্ণুমত গ্রহণ করেছে। এর পর তাদের আশ্রয় দেবে কে? মহৎ আশ্রয় না পেলে তারাও যে কালে মোহগ্রস্ত হয়ে নষ্ট হবে!

কুরেশ। আপনি যা জানেন না, তা আমি জানব?

রামা। এমন এক জন বৈষ্ণব মহাপুরুষের প্রয়োজন, যিনি বংশানুক্রমিক এই সকল ভক্তদের পালন করতে পারবেন। তাই ত কুরেশ, তোমার কথাটা শুনে আমার যে যামুন ঋষি-সম্মুখে প্রতিজ্ঞার কথাটা মনে প'ড়ে গেল! প্রথম প্রতিজ্ঞা পালন করেছি। তোমার কল্যাণে দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাও পূর্ণ হয়েছে। তুমি অসাধারণ স্মৃতিশক্তি-সম্পন্ন না হ'লে শ্রীভাষ্য রচনা হ'ত না। কুরেশ, তৃতীয়-প্রতিজ্ঞা-পূরণের কি হবে?

কুরেশ। কেন দয়াময়, বৈষ্ণবের সে বিভীষিকা আপনি ত দূর ক'রে দিয়েছেন।

রামা। কি রকম ক'রে দূর করলুম কুরেশ?

কুরেশ। কেন, আপনার ত পুত্র আছে।

রামা। আমার পুত্র? হতভাগ্য! এখন দেখছি—মোহ তোমাকেও আচ্ছন্ন করতে ছাড়ে নি!

(সর্ব্বজ্ঞের প্রবেশ)

সর্ব্বজ্ঞ। কই যতিরাজ, কোথায় আপনি?

রামা। কেন তাকে খুঁজছেন প্রভু?

সর্ব্বজ্ঞ। প্রভু নই—দাস আমি। তাই কেন—দাসানুদাস। এ অধমকে দাসত্বে অঙ্গীকার করুন, নইলে তার মহাপাপ দূর হবে না।

রামা। কে আপনি?

সর্ব্বজ্ঞ। প্রভু যখন জিজ্ঞাসা করছেন, তখন বলতে হ'ল। অশেষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলুম। ভারতের প্রধান প্রধান শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সকলকে বিচারে পরাস্ত ক'রে সর্ব্বজ্ঞ উপাধি লাভ করেছিলুম। আপনিও দিগ্বিজয় ক'রে শ্রীরঙ্গমে ফিরে এসেছেন শুনে, আপনাকেও বিচারে পরাস্ত করতে আসছিলুম। সঙ্গে শকটপৃষ্ঠে আমার চির-জীবনের অধ্যয়নের রাশি রাশি গ্রন্থ। এখানে উপস্থিত হ'তে না হ'তে পথের মাঝে আপনার পুত্রের কাছে পরাভূত হয়ে গেলুম।

রামা। আমার পুত্র!

সর্ব্বজ্ঞ। অপূর্ব্ব পুত্র—অপূর্ব্ব পুত্র—তার এক কথাতেই আমার বিদ্যার অহঙ্কার টুটে গেছে। আমি সমস্ত গ্রন্থ কাবেরী-জলে নিক্ষেপ করেছি। আপনার পুত্র মহান্। সে মহানের পিতা আপনি।

আপনি 'মহতো মহীয়ান্।' এইবারে আমাকে শ্রীচরণে স্থান দিন।

রামা। পুত্র বলছ কি বৃদ্ধ! এ মোহ সংক্রামক হ'ল না কি?

(গোবিন্দের প্রবেশ)

গোবিন্দ। গুরুদেব! মোহাপগমে আপনার পুত্রকে দক্ষিণা-স্বরূপ আপনার পদপ্রান্তে উপস্থিত করি। গ্রহণ ক'রে দাসকে চরিতার্থ করুন

(অণ্ডাল ও পারাশরের প্রবেশ)

রামা। এই যে! বুঝেছি। এস মা! পুত্র-দর্শন-ভিখারী আমি। নিয়ে এস—নিয়ে এস।

অণ্ডাল। আপনার আশীর্ব্বাদে শ্রীরঙ্গনাথের প্রসাদে এই পুত্ররত্ন লাভ করেছি।

রামা। নিয়ে এস—কাছে নিয়ে এস।
ভাবময় কি অপূর্ব্ব তনু!
বালমূর্ত্তি দেখি নারায়ণ।
বৈষ্ণব-জীবন!
এসো এসো শীঘ্র এসো কাছে।

পারা। পিতা! পিতা! প্রণমি চরণে।

রামা। এস বৎস! বক্ষ-আলিঙ্গন-মাঝে—
উন্মুক্ত-হৃদয়দ্বারে
পিতা তোরে পশিতে করিছে আবাহন।
অভ্যন্তরে সজ্জিত আসন,
পুত্র ব'লে সেথা তোমা করিনু গ্রহণ।
নাম তোর দিনু পারাশর।
চুম্বিয়া অধর, এই সুপবিত্র নাম
অন্তরে মুদ্রিত আমি করিনু তোমার।
জাগ হে বালক-ঋষি—
নামামৃতপানে আত্মায় প্রবুদ্ধ হও।

পারা। আত্মায় প্রবুদ্ধ আমি—
হে পিতা, হে পিতামহ, হে মাতা, হে ধাতা,
হে গতি,হে প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ!
ধরিলাম অভয় চরণ—
পুত্র, শিষ্য, দাসরূপে
করহ আমারে অঙ্গীকার।

রামা। করিলাম অঙ্গীকার। পুত্র—পুত্র তুমি।
আসুরি কেশবাচার্য্য তব পিতামহ।
হে গোবিন্দ! যে দক্ষিণা দিয়াছ আমারে,
ত্রিলোকে তুলনা নাহি তার।
শুন তাত, আজি হ'তে অন্তরঙ্গ তুমি।
আজি হ'তে সন্তানের লহ শিক্ষা-ভার
সম্পন্ন করহ যত বৈষ্ণব-সংস্কার।
হে জননি! ধর মোর বংশধরে।
মরণ-আধারে যথা জননী ইহার
কর্দ্দমাক্ত করিছে মেদিনী—
গোবিন্দের সনে,
ধাত্রীরূপে লয়ে সেথা যাও মা নন্দনে।

চতুর্থ দৃশ্য

আশ্রম-গৃহের সম্মুখস্থ পথ।

শিষ্যগণ।

১ম শিষ্য। কেমন—চক্ষু-কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন হ'ল?

২য় শিষ্য। তাই ত ভাবছিলুম, প্রভুর শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাগমনে সকলেই ফূর্ত্তি ক'রে বেড়াচ্ছে, কিন্তু দাশরথির ফূর্ত্তি নেই কেন?

৩য় শিষ্য। আমাদেরই বা ফূর্ত্তি করবার কি আছে? আমরা বামুনের ছেলে হয়ে ঘর ঝাঁট দেব, বাসন মাজবো, ঠাকুরের পরিত্যক্ত বহির্ব্বাস কেচে রাখব—যত সব শূদ্রের কাজ আমাদের ঘাড়ে।

১ম শিষ্য। তা তোদের যে অন্যায়। যখন গুরুর কাছে সন্ন্যাস নিতে এসেছিলি, তখন সঙ্গে সঙ্গে একটি ক'রে হেমাম্বা আনতে হয়।

৩য় শিষ্য। ঠিক বলেছিস্, ঠিক বলেছিস্ ভাই, বেঁচে থাক। যার হেমাম্বা নেই, তার সন্ন্যাসও নেই, গৃহবাসও নেই।

(নেপথ্যে সঙ্গীত)

১ম শিষ্য। কি—কি—কি সন্ন্যাসী! শুনছ?

২য় শিষ্য। নে ভাই—ও দিকে আমাদের লক্ষ্য করবার প্রয়োজন নেই। ঘরের মধ্যে প্রবেশ কর। এরূপ দল বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকলে দৃষ্য হবে।

[সকলের প্রস্থান।

(হেমাম্বার প্রবেশ)

(গীত)

কি মোহিনী জান বঁধু, কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু, তোমার পিরীতি॥

ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর॥
বঁধু তুমি যদি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥

(ধর্ম্মদাসের প্রবেশ)

ধন্থ। এখনও ঘুরছিস্ কেন হেমাম্বা, ঘরে যা।

হেমাম্বা। তুমিও এস না কেন? ঠাকুর ত বিশ্রাম করছেন।

ধন্থ। আমায় তিনি যেতে আদেশ করেন নি। বোধ হয়, আমার ফিরতে রাত্রি হবে। যদি অধিক রাত্রি হয়, তা হ'লে তুই দরজা খুলে রেখে যেন ঘুমুস। দেখিস্ যেন আমাকে ডাকাডাকি করতে না হয়।

হেমাম্বা। মিছে যেন দেরি ক'র না। আজ রাত্রি বড় অন্ধকার।

ধন্থ। কিছু ভয় নেই হেমাম্বা! এ নারায়ণ-ক্ষেত্র। এখানে কেউ তোর গায়ের আবর্জ্জনা-গুলোর উপর লোভ করবে না। যদি করে, তা হ'লে সেটা তোর পরম সৌভাগ্য ব'লেই জানবি।

[উভয়ের প্রস্থান।

— —

পঞ্চম দৃশ্য

আশ্রম-গৃহ।

শুষ্ককরণার্থ চারিদিকে বিস্তৃত গৈরিক বস্ত্র।

(রামানুজের প্রবেশ)

(রামানুজের কর্ত্তরী দ্বারা বস্ত্র-কর্ত্তন)

রামা। অহঙ্কার ছিদ্রমধ্য দিয়া
তোমা সবে যে মোহ করেছে আবরণ,
এই করিলাম ছিন্ন চীর বস্ত্রসনে।
মুক্ত হও হে সন্তান!
হও পুনঃ জ্ঞানালোকে প্রবুদ্ধ সকলে!

[ছিন্নবস্ত্র-সংগ্রহ ও প্রস্থান।

(অপর দিক দিয়া শিষ্যদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম শিষ্য। কি মোহিনী জান বঁধু—কি মোহিনী জান। শুনলে ভায়া, বুঝলে?

২য় শিষ্য। আর শুনে, বুঝে কাজ নেই। আর কিছু হ'ক না হ'ক, পর্য্যাপ্ত আহারটা ত প্রাপ্তি হচ্ছে। নে, ও সব মাথা থেকে তুলে দিয়ে একটু বিশ্রাম গ্রহণ করি আয়! তাই ত, এ কাজ কে করলে?

১ম শিষ্য। কি করেছে?

২য় শিষ্য। এই দেখ না—আমার বহির্ব্বাসের অর্দ্ধেক কে কেটে নিয়েছে। কোন্ পেরিয়া কুকুর এ কাজ করলে!

১ম শিষ্য। তাই ত, এ যে পরবার উপায় রাখে নি। এ রকম ক'রে কেটে নেবার মানে কি?

২য় শিষ্য। মানে আবার কি, বহির্ব্বাস কেটে তামাসা হয়েছে। এ কি রকম ছোটলোকের মত তামাসা! জানতে পারলে এখনি তার মুণ্ডপাত ক'রে ফেলি।

১ম শিষ্য। আরে, সন্ন্যাসী মানুষের কি অত ক্রোধ করতে আছে! তুচ্ছ বহির্ব্বাস।

২য় শিষ্য। তা হ'লে এ তোরই কর্ম্ম।

১ম শিষ্য। ফের বললে এক কিলে তোর দাঁত কটা ভেঙ্গে দেব।

২য় শিষ্য। তবে রে! ভক্তবিটেল চোর!

১ম শিষ্য। ছোটলোক নচ্ছার!

(তৃতীয় ও চতুর্থ শিষ্যের প্রবেশ)

৩য় শিষ্য। কি হয়েছে—কি হয়েছে—আরে মর্, তোরা এ কি করছিস্?

২য় শিষ্য। ছাড়ো—ছাড়ো—আমার বহির্ব্বাস কেটে নিয়েছে পাজী। আমি ওকে শিখিয়ে দেব।

১ম শিষ্য। ছাড়ো, আমি লাথী মেরে ওর দাঁত কটা ভেঙে দেব।

৩য় শিষ্য। কই দেখি—ওরে আমারও যে কেটে নিয়েছে! আরে ম'ল, এ যে সবারই কেটে নিয়েছে!

২য় শিষ্য। বটে—বটে! তা তো দেখি নি। (অনান্তিকে) ইস্! তোকে গাল দিলুম, কিন্তু তোর দেখছি একেবারে কিছু রাখে নি। তা হ'লে এ কোন্ শালার কাজ?

৩য় শিষ্য। তা হ'লে যার কাপড় আস্ত আছে, এ তারই কাজ!

৪র্থ শিষ্য। ঠিক হয়েছে—তা হ'লে এ মেরিপ্পা-নের কাজ। তারই কাপড় আস্ত আছে। আর সেই সব শেষে ঘর থেকে বেরিয়েছিল।

১ম শিষ্য। তা হ'লে মার শালার মেরি-প্লানকে। (কোলাহল)

(পঞ্চম শিষ্যের প্রবেশ)

৫ম শিষ্য। কি হয়েছে রে—পেট ঠেসে রাধা-বল্লভী খেয়ে গোলমাল করছিস্ কেন? তিনিয়েছিস্ বুঝি?

সকলে। মার শালার চোরকে।

৫ম শিষ্য। বাবু কি—বাবু কি—কে চোর? আরে মরু—কি করেছি রে, সকলে প'ড়ে আমাকে মারতে এসেছিস? গুরু, রক্ষা করুন—গুরু, রক্ষা করুন।

(সকলের সন্ত্রস্ত অবস্থিতি)

(রামানুজের প্রবেশ)

রামা। কি হয়েছে বৎসগণ! তোমরা সন্ন্যাসী হয়েও এরূপ পরস্পরে কলহ করছ কেন?

১ম শিষ্য। প্রভু! প্রভু! আমাদের অনুপস্থিতিতে কে দুর্ব্বৃত্ত আমাদের ঘরে ঢুকে আমাদের বহির্ব্বাস কেটে দিয়েছে।

রামা। বেশ, তাই যদি হয়, আমি প্রত্যেককেই এক একখানা নূতন বহির্ব্বাস দেওয়াবার ব্যবস্থা করব। এখন তোমরা সকলে আমার একটি কাজ কর দেখি। আজ রাত্রিতে ধনুর্দ্দাসের কুটীরে প্রবেশ ক'রে তার পত্নীর গায়ের অলঙ্কারগুলি চুরি ক'রে আন দেখি। আমি ধনুর্দ্দাসকে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত নিকটে রেখে দেব। তোমরা কৃতকার্য্য হয়ে ফিরে এলে তার পর তাকে বিদায় দেব।

সকলে। আমরা ঠিক যাব—ঠিক চুরি ক'রে আনব।

[শিষ্যগণের প্রস্থান।

(কুরেশের প্রবেশ)

রামা। এই নাও কুরেশ, (উত্তরীয়াভ্যন্তরাল হইতে ছিন্নবস্ত্র বহিষ্করণ) হতভাগ্যদের মোহ এই সকল চীর-বস্ত্রাঞ্চলে আবদ্ধ ছিল। তাদের অনুপস্থিতিতে গৃহে প্রবেশ ক'রে আমি এগুলোকে কেটে দিয়েছি। তুমি নাও। নিয়ে, এই বস্ত্রাবশেষের সঙ্গে তাদের মোহাবশেষকে ভস্মীভূত কর।

কুরেশ। তাই ত প্রভু, গুরুর এত করুণা! শিষ্যকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে তিনি চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করতেও কুণ্ঠিত হন না।

রামা। কেন বৎস, তুমি ত জান—'গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।' শিষ্যের বিত্ত চুরি করতে অসংখ্য গুরু আছেন। আমি তাঁদের মধ্যে এক জন।

কুরেশ। আমি মূর্খ—আমি মূর্খ। আপনার কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করবার শক্তি আমার নেই। আমার শাস্ত্রজ্ঞানের অহঙ্কার সমূলে চূর্ণ হ'ক।

[কুরেশের প্রস্থান।

(দাশরথির প্রবেশ)

রামা। এ কি বৎস, তোমাকে এমন বিমলিন দেখছি কেন?

দাশ। গীতার চরম শ্লোকের অর্থ জানবার জন্ম আমি একবার আপনার শরণাপন্ন হয়েছিলুম। সেটা কি আপনার মনে আছে?

রামা। তা এ আর মনে থাকা-থাকি কি? অতি সহজ অর্থ। শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলেছেন, —"সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে আমার শরণাপন্ন হও। আমি তোমাকে সকল পাপ থেকে রক্ষা করব। হে অর্জ্জুন, তুমি শোক ক'র না।"

দাশ। আজ্ঞে না প্রভু, অর্থ আপনার পক্ষে সহজ হ'তে পারে। কিন্তু আপনার এ মূর্খ শিষ্যের পক্ষে নয়।

রামা। তুমি অশেষ-শাস্ত্রজ্ঞ।—মূর্খ ব'লে আক্ষেপ ক'র না।

দাশ। আমার শাস্ত্রজ্ঞানকে ধিক্! আর আমার মত শাস্ত্রের বহিরর্থ নিয়ে যারা অহঙ্কারে উন্মত্ত, তাদেরও ধিক্!

রামা। এখন বুঝেছ দাশরথি?

দাশ। বুঝেছি প্রভু, বুঝেছি। বুঝে আপনারই সম্মুখে নিজেকে শত ধিক্কার দিচ্ছি। কুরেশ আপনার কাছে চরম শ্লোকার্থ বিদিত হয়েছিল ব'লে আমিও তাই জানতে আপনার শরণাপন্ন হয়েছিলুম।

রামা। আমি তোমাকে কি উত্তর দিয়েছিলুম?

দাশ। আপনি বলেছিলেন—"তুমি আমার গুরুর কাছে অর্থ বিদিত হও। কেন না, তুমি আমার আত্মীয়। তোমার ভিতরে কি দোষগুণ আছে, মমতাবশে তা দেখতে পাব না।" আপনার আদেশে আমি সেই মহাত্মার কাছে গিছলুম।

কৃপা ক'রে তিনি আমাকে সেবা করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। ছয় মাস আমার সেবা গ্রহণের পর তিনি আমাকে আবার আপনার কাছেই পাঠিয়ে দিয়েছেন।

রামা। তাই ত। অন্তর্যামী মহাত্মা তোমার সমস্ত দোষগুণ জেনেও তোমাকে আবার আমারই কাছে পাঠিয়ে দিলেন! কিন্তু তুমি যে এখনও আমার যে আত্মীয়, সেই আত্মীয় দাশরথি! তোমার শ্লোকার্থ গ্রহণের অন্তরায় আমি যে বুঝতে পারছি না! থাক্, বুঝতে না পারি, তাতে ক্ষতি নেই। তুমি যখন ছয় মাস ধ'রে সেই মহাপুরুষের সেবা করেছ, তখন তুমি চরম শ্লোকার্থ গ্রহণের উপযুক্ত। ভাল, কুরেশকে অর্থগ্রহণের পূর্ব্বে কি ব্রতগ্রহণ করতে আদেশ করেছিলুম, তোমার জানা আছে?

দাশ। আমি জানি, কুরপতি একমাস অনশন-ব্রত গ্রহণ করেছিল।

রামা। অনশনব্রত কি, জান?

দাশ। এক হচ্ছে অন্নের কণামাত্র গ্রহণ না করা। আর হচ্ছে, জীবনধারণোপযোগী মুষ্টি-ভিক্ষার ভোজন করা। কেন না, শাস্ত্রে বলেছে, ভিক্ষান্নভোজন অনশনের মধ্যে গণ্য নয়।

রামা। তুমি জান, কিন্তু কুরেশ তা জানতো না দাশরথি। সে চরম শ্লোকার্থ জানবার জন্য যে দিন আমার নিকটে উপস্থিত হয়, সে দিন আমার মনে আছে। আমি গুরুর কাছে শ্লোকার্থ জানবার জন্য তাঁর আদেশে এক বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেছিলুম। কুরেশকেও তাই করতে বলেছিলুম, কুরেশ শুনে আমাকে বলেছিল, "প্রভু! জীবন ক্ষণ-বিধ্বংসী। যদি এক বৎসর আমি জীবিত না থাকি? অল্পসময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে পারি, এমন কোনও ব্রতগ্রহণে আমাকে আদেশ করুন।" আমি তখন তার কাছে এই ব্রতের কথা উত্থাপন করলুম। অমনি তার তীব্র বৈরাগ্য দাশরথি, যে, ব্রতের কথা শোনা-মাত্র সে আমারই সম্মুখে তা গ্রহণ করবার সঙ্কল্প করলে। এক মাসের অনশনে তার বহু দিনের সেই ঐশ্বর্য্য-পুষ্ট দেহ থাকবে কি না, সে একবার ভেবেও দেখলে না। তখন আমি চিন্তান্বিত হয়ে পড়লুম। তার জীবন-রক্ষার জন্য ব্যাকুল হয়ে আমি ভগবানকে স্মরণ করলুম। অমনি ভিক্ষার সম্বন্ধে শাস্ত্রমত আমার স্মরণে এলো। নইলে কুরেশের কি হ'ত দাশরথি?

দাশ। প্রভু! এখন বুঝেছি, কুরেশই সে মহাবাক্যের অর্থ-গ্রহণের একমাত্র আপনার যোগ্য শিষ্য। আমি নই। ভিক্ষান্নগ্রহণে জীবননাশের সম্ভাবনা নাই জেনে আমি অনশনব্রতগ্রহণে সাহস করেছিলুম। আমি আত্মপ্রতারক। শুধু তাই নই, আমি কুরেশের উপর ঈর্ষা করেছি। আমি শরণাপন্ন পাপী—আমাকে রক্ষা করুন।

রামা। আত্মগ্লানি ক'র না দাশরথি! চরম শ্লোকার্থ গ্রহণে তোমারও যোগ্যতা এসেছে। তুমি আশ্বস্ত হও। কে একটী স্ত্রীলোক এই দিকে আসছেন, দেখ ত।

দাশ। আপনার গুরুদেব শ্রীমহাপূর্ণের কন্যা দেবী অতুলা!

রামা। তা হ'লে ক্ষণেক অপেক্ষা কর। গুরুকন্যা কি জন্য আসছেন, আগে জেনে, পরে তোমার সঙ্গে পুনরায় কথা কচ্ছি।

(অতুলার প্রবেশ)

অতুলা। ভ্রাতঃ! পিতা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।

রামা। কি প্রয়োজন, বল ভগিনি!

অতুলা। আমার শ্বশুরবাড়ীর নিকটে কোন জলাশয় নেই। আমাকে প্রতিদিন এক পোয়া পথ দূরে এক পাহাড়ের তলায় এক দিঘী থেকে জল আনতে হয়। শুধু জল আনতে হ'লে কোনও আপত্তি ছিল না। সংসারের কোন কাজ শাশুড়ী দেখেন না। রাঁধা-বাড়া জল তোলা, বাসনমাজা —একরকম সমস্ত কাজই আমাকে করতে হয়। বাড়ীর কাজ সেরে জল আনতে রোজই প্রায় বেলা যায়। সন্ধ্যেবেলায় সেই পাহাড়ের তলায় যাতায়াত করতে আমার বড় ভয় করে। আমি সেই কথা এক দিন শাশুড়ীকে বলেছিলুম। (চোখে অঙ্গুলী দান)

রামা। শাশুড়ী সেই জন্য তোমাকে তিরস্কার করেছেন? আমি বুঝতে পেরেছি ভগিনি, তার পর কি বল!

অতুলা। আমায় তিনি যৎপরোনাস্তি তিরস্কার ক'রে শেষে বললেন—"বড়লোকের বেটী! আসবার সময় এক জন রাঁধুনী আনতে পারিস্‌নি! না-ভাড়া ক'রে কে তোর জল তুলতে যাবে?"

রামা। তার পর?

অতুলা। আমি এখানে এসে বাবাকে এই কথা বলেছিলুম।

রামা। তিনি শুনে কি বললেন? রোদন

কেন ভগিনি? আমি তোমাদের দাস। আমার কাছে বলতে সঙ্কোচ কেন?

অত্তুলা। তিনি বললেন—"ও সব কথা আমার কাছে বলা বৃথা। বলবার কিছু থাকে, তোমার ভ্রাতা রামানুজকে গিয়ে বল।"

রামা। কবে শ্বশুরবাড়ী তোমাকে যেতে হবে?

অত্তুলা। আজই।

রামা। আজই?

অত্তুলা। আজ কেন—এখনই! বাপের বাড়ী আসবার সঙ্গে সঙ্গেই নিয়ে যাবার জন্য শাশুড়ী লোক পাঠিয়েছেন।

রামা। তবেই ত বিপদে ফেললে ভগিনি! এক জন সুপাচক ত দেখে দিতে হবে! নইলে আবার তুমি শাশুড়ীর তিরস্কার খাবে। তাই ত দাশরথি, কাকে পাঠাই?

দাশ। কেন প্রভু, আপনি ত আমার রন্ধনের প্রশংসা করেন।

রামা। তুমি যাবে দাশরথি!

দাশ। আপনি অনুমতি করলেই যাই।

অত্তুলা। সে কি, উনি যাবেন কি! পিতার কাছে শুনেছি, উনি পরম পণ্ডিত। আমার পিতাই ওঁকে শ্রদ্ধা করেন। উনি হীন পাচকের কার্য্য করবেন কি?

রামা। আমি এ কাজ করতে পারলে ভাগ্য মনে করতুম। এ যে আমার ভাগিনেয়।

অত্তুলা। হা আমার দুর্ভাগ্য!

রামা। যাও দাশরথি, ভগিনীর সঙ্গে যাও।

দাশ। চল মা!

রামা। কাজে ত কিছু হীন আর বড় নেই। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে কাজটা করা যায়, তাতেই কার্য্যের গুরুত্ব আর হীনত্ব দৃষ্ট হয়। যাও দাশরথি, অভিমান-শূন্য হওয়া-রূপ সুমহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে, তুমি যে লোকের চক্ষে এই হীনকাজ করতে চলেছ, তাতেই তুমি পূর্ণকাম হও—চরম শ্লোকের অর্থ লাভ কর।

ষষ্ঠ দৃশ্য

কুটীরাভ্যন্তর।

হেমাম্বা।

হেমাম্বা। বুঝতে ত পারলুম না—বুঝতে ত পারলুম না! ঠাকুর আমাকে রত্নালঙ্কারে সাজতে বললেন—আমি ত তাঁর কথার অর্থ বুঝতে পারলুম না! না বুঝে, এই ছাই-ভস্মগুলো গায়ে পরলুম! তাঁর পদরজ সর্ব্বাঙ্গে মাখলেই যে আমায় শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার হ'ত! এখন এগুলোতে গায়ে যে বিষের জ্বালা ধ'রে গেল! হে গুরু, হীনমতি রমণী আমি। নীচবুদ্ধি পরিত্যাগ করতে পারি নি ব'লে তোমার বাক্যের এই কদর্থ করেছি। দয়া ক'রে আমাকে এ আবর্জ্জনার ভার থেকে মুক্ত কর। আমি তা হ'লে তোমার পদরজ সর্ব্বাঙ্গে লেপন ক'রে ধন্য হই।—তাই ত, কারা যেন এ দিকে আসছে না! অন্ধকারে টিপে টিপে পা ফেলে আসছে। নারায়ণ! তুমিই কি আমাকে মুক্ত করতে আসছ? বুঝতে পারছি না। আমার ঘরেই যেন আসছেন। (শয়ন ও নিদ্রিতাবৎ অবস্থিতি) জয় গুরু—জয় গুরু—জয় গুরু।

(শিষ্যগণের প্রবেশ, হেমাম্বার নিদ্রা-পরীক্ষা ও অর্দ্ধাঙ্গের অলঙ্কার গ্রহণ)

(হেমাম্বার পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও শিষ্যগণের পলায়ন)

এ কি রকম হ'ল! কি অপরাধ করলুম—কি অপরাধ করলুম? দয়াময়! মুক্ত করতে করতে অমুক্ত রেখে গেলে!

(ধনুর্দ্দাসের প্রবেশ)

ধনু। এখনও জেগে আছিস্ হেমাম্বা! এ কি! তোর অর্দ্ধাঙ্গের অলঙ্কার কি হ'ল?

হেমাম্বা। তোমার তিরস্কারের পর আমার মনে বড়ই নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়েছিল। তুমি জান না, আজ গুরু আমাকে রত্নালঙ্কারে সাজতে আদেশ করেছিলেন। আমি মতিহীনা, তাঁর কথার অর্থ বুঝতে না পেরে, যেখানে যা অলঙ্কার ছিল, সব দিয়ে আজ গা সাজিয়েছিলুম।

ধনু। তার পর?

হেমাম্বা। তার পর জ্বালা। এগুলো যেন কাঁটার মতন আমার গায়ে বিঁধতে লাগল। তখন কি করি, মুক্ত হবার জন্য ব'সে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে করতে দেখি, নারায়ণ আমাকে মুক্ত করতে একেবারে চোরের বেশ ধ'রে তোমার ঘরে উপস্থিত।

ধনু। তার পর—তার পর?

হেমাঙ্গী। আমি চুপ ক'রে চোখ বুজে প'ড়ে অভিনয় করতে লাগলুম। ঠাকুর এক অঙ্গের সব অলঙ্কার খুলে নিলেন। এক পাশ চেপে পড়েছিলুম। সেই জন্ম অন্ত অঙ্গের অলঙ্কারগুলো তাঁকে দেবার জন্ম যেমন আমি পাশ ফিরেছি, অমনি ঠাকুর দেখতে দেখতে উধাও।

ধনু। আ হতভাগী, মুক্ত হবার এমন সুযোগ পেয়েও হারালি! তোমার নীচবুদ্ধি আজও গেল না! দয়াময় অপার করুণায় তোমাকে মুক্ত করতে এলেন, তুমি তাঁকে অহঙ্কারে দয়া দেখাতে গেলে! তোমার হুকুমে তিনি তোমার এই আবর্জ্জনাগুলো নিতে এসেছেন মনে করেছিলে?

হেমাঙ্গী। এখন কি হবে?

ধনু। কি আবার হবে! নিজের বুদ্ধির দোষে আধপোড়া হয়ে ব'সে থাক্।

(শিষ্যগণ-সহ রামানুজের প্রবেশ)

রামা। কি হে সাধুর দল, শুন্‌লে?

ধনু। এ কি—এ কি—হেমাঙ্গী—কি দেখছিস্?

হেমাঙ্গী। এ কি করলে ঠাকুর—নীচ গণিকার কুটীরে—এ যে বড়ই অন্যায় দয়া ঠাকুর?

রামা। শুনলে? সামান্ত চীর-বস্ত্রের মমতায় তোমাদের আচরণ, আর বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারের উপর ঘৃণায় এদের আচরণ। এই দুই আচরণের তুলনা কর! তুলনা কর। তুলনা ক'রে বল, ব্রাহ্মণ তোমরা—না এরা?

১ম শিষ্য। চণ্ডাল—চণ্ডাল—আমরা তুলনায় চণ্ডাল। এরা দ্বিজশ্রেষ্ঠ।

সকলে। অনুতাপ—অনুতাপ।

১ম শিষ্য। রক্ষা করুন গুরু, মহাপাপীদের রক্ষা করুন।

রামা। দাও মা, অবশিষ্ট অলঙ্কার আমাকে ভিক্ষা দাও। অলঙ্কার তোমার রূপের স্বর্গীয় জ্যোতিঃ বহুস্থানে আবৃত ক'রে রেখেছে। এ ভক্তগণেরা তোমার নিরাভরণ অঙ্গ-সৌন্দর্য্য দেখে ধন্ত হোক। মা! ভারতের সর্ব্বতীর্থ পর্য্যটন ক'রেও আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নি। তাই আজ সশিষ্য, ভক্তের আশ্রম দর্শন ক'রে পূর্ণতৃপ্তি লাভ করতে এসেছিলুম। পূর্ণতৃপ্তি লাভ করলুম। জগতের কল্যাণার্থ এক দিন যে ব্রাহ্মণ দেবতাকে বক্ষের পঞ্জর দান করেছিল, আজ তাঁরই বংশধরদের কল্যাণে তোমার সমস্ত অলঙ্কার দেহবিচ্যুত হ'য়ে বজ্রের আঘাতে তাদের মোহের মস্তক চূর্ণ করুক।

(ধনুর্দ্দাস-কর্ত্তৃক হেমাঙ্গীর অলঙ্কার উন্মোচন ও রামানুজকে প্রদান)

সপ্তম দৃশ্য

গৃহ-প্রাঙ্গণ।

অতুলা ও কলস-স্কন্ধে দাশরথি।

অতুলা। অভিমানের বশে এ আমি কি করলুম সাধু? তোমার মতন পরম জ্ঞানী মহাপুরুষকে আমি হীন পাচকের কাজে নিযুক্ত করলুম!

দাশ। আক্ষেপ ক'র না মা! তুমি আমাকে পরম শ্রেয় দান করেছ। আমি তোমাকে রহস্য করি নি। তোমার সেবা-গ্রহণের আমি যা পুরস্কার পেয়েছি—অধিক আর কি বলব—তোমার মহাত্মা পিতার সেবাতেও তা লাভ করি নি। গুরু করুণা ক'রে ভাগ্যে তোমার সেবায় আমাকে অনুমতি করেছিলেন, তাই সে অমূল্য রত্ন আমার লাভ হয়েছে। তোমার কৃপায় আজ আমি পাপমুক্ত। আমার সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয়ে গেছে।

অতুলা। কি রত্নলাভ হয়েছে? আমার শ্বশুর শাশুড়ীর বাক্যবাণ? নিত্য জর্জ্জরিত হচ্ছ—দেখছি। চক্ষু জলে ভ'রে যাচ্ছে—কিন্তু পলকের ভিতরেই তাকে শুকিয়ে ফেলছি—বাইরে এক বিন্দু ফেলতে পারি না।

দাশ। তাঁরা আমার প্রতি সদয় ব্যবহার করেছেন। আমি যত কাল বাঁচবো, তত কাল তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। তাঁদের কৃপায় চরম শ্লোকার্থ আমার বিদিত হয়েছে।

অতুলা। দাও, কলসী আমাকে দাও। তোমার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত। সে পরিশ্রম কি, আমি জানি। অসহ্য হয়েছিল ব'লে আমি বাবাকে বলেছিলুম। দাও, কলসী আমাকে দিয়ে একটু বিশ্রাম কর।

দাশ। এ পরিশ্রমটা আজ আমারই দোষে হয়েছে। আমি পথে এক স্থানে বিলম্ব ক'রে ফেলেছি। তাই পাছে তোমার শাশুড়ীর বিরক্তির

কারণ হই, সেই জন্ত একটু ছুটোছুটি ক'রে আমাকে জল আনতে হয়েছে। মা! তোমার মনে দেখছি আমার মুক্তির কামনা জেগে উঠেছে।

অতুলা। মহাত্মন্! আর যে তোমার কষ্ট আমি দেখতে পারছি না।

দাশ। তা বুঝতে পেরেছি। আমারও বুঝি এখানে আর থাকা হ'ল না।

অতুলা। কেন—কেন? তোমাকে কি শ্বশুর-শাশুড়ী আজও কোন কটু বলেছেন?

দাশ। সে দিক দিয়ে আমাকে দেখছ কেন মা? তোমার শ্বশুর-শাশুড়ীর বাক্য এক দিনও আমার কানে ওঠে নি। আজ আমার আত্মগোপন বুঝি রইল না। গ্রামের দেব-মন্দির-প্রাঙ্গণে এক জন সাধু শাস্ত্রব্যাখ্যা করছিলেন। বহুলোক তাঁকে বেষ্টন ক'রে তাঁর ব্যাখ্যা শুন্‌ছিল। ঘটনাক্রমে আমি সেখানে উপস্থিত হই। দেখি, তিনি শাস্ত্রের ভুল ব্যাখ্যা করছেন। সে ব্যাখ্যা শুনে শ্রোতাদের অনিষ্ট হবে বুঝে, বাধ্য হয়ে আমাকে তাঁর ব্যাখ্যার ভ্রম প্রদর্শন করতে হয়।

অতুলা। তার পর?

দাশ। প্রথমে ত সকলেই আমাকে তীব্র তিরস্কার ক'রে উঠলো। হীন পাচক জ্ঞানে আমাকে নানারূপ রহস্য করলে। কিন্তু আমি নিবৃত্ত হলুম না। আমি তাদের যথার্থ ব্যাখ্যা শুনিয়ে দিলুম। শুনিয়ে আর তাদের মতামত শোনবার অপেক্ষা না ক'রে সে স্থান থেকে দ্রুত চ'লে এসেছি, (নেপথ্যে কোলাহল) ওই বুঝি তারা এ দিকে আসছে।

অতুলা। শ্রীরঙ্গনাথ কি এমন করবেন! আমি এখন শতবার সে দিঘী থেকে জল আনতে প্রস্তুত আছি। ঠাকুর তোমাকে মুক্ত করুন।

(অতুলার শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও জনগণ)

শাশুড়ী। এমন কাজও করে মা! তিরস্কার করেছিলুম ব'লে তার এমন শোধ নিয়েছ! আমাদের সকলকে নরকে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছ!

শ্বশুর! বাবা! রক্ষা কর। কত কি বলেছি—রক্ষা কর।

শাশুড়ী। বাবা! এই একমাত্র বংশধর—দেবতা বউ ঘরে এনেছিলুম, তা জানি না। রক্ষা কর বাবা, রক্ষা কর।

শ্বশুর। গোলমাল হয়ে গেছে বাবা—বামুনের ঘরের দুধদু।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। আমি আবার মিরেট্—ঠকিয়ে পয়সা খাচ্ছিলুম। রক্ষে কর বাবা! যে শাস্ত্রের মর্ম কিছুই জানি না, সেই শাস্ত্রকেই উপার্জ্জনের উপায় করেছিলুম। (প্রণামকরণ)

দাশ। করেন কি—করেন কি—বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ! করেন কি!

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। বয়সেতে বৃদ্ধ নয় বাবা—বৃদ্ধ হয় জ্ঞানে। তুমি অতি বৃদ্ধ—গুরু—নারায়ণ।

শাশুড়ী। বউমা! প্রণাম কর—প্রণাম কর।—(অতুলার প্রণাম)

দাশ। হাঁ হাঁ—পরম গুরুকন্যা—পরম গুরুকন্যা। (প্রতিপ্রণাম)

সকলে। ধরা পড়েছেন—ধরা পড়েছেন! জয়, আচার্য্য মহারাজকি জয়?

দাশ। এ সব কথা আপনাদের কে বললে?—এ কি! দেবরাজ মুনি—আপনি?

(যজ্ঞমূর্ত্তির প্রবেশ)

যজ্ঞ। আমিই বলেছি ভ্রাতঃ—বাধ্য হয়ে বলেছি। গুরুর জন্মভূমি পেরেমবেদূরে বৈষ্ণব-মন্দির প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। সেখানে ভক্তগণের একান্ত ইচ্ছায় প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি স্থাপিত হবে। আপনি আচার্য্যের শিষ্যগণের প্রধান। তাই তাঁর সমস্ত ভক্তে আপনাকে স্মরণ করেছেন।

দাশ। গুরুর আদেশ?

যজ্ঞ। গুরু বলেছেন, দাশরথির চরমশ্লোকার্থ লাভ হয়েছে। সে আজ ছিন্নসংশয়। দেখে এসো, বিপন্ন জীব আজ তার শরণপ্রার্থী। প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তিপূজায় তারই শ্রেষ্ঠ অধিকার।

দাশ। কেন, কুরেশ?

যজ্ঞ। রাজা কৃমিকণ্ঠ তাকে বন্দী করিয়ে নিয়ে গেছেন।

দাশ। এ কি কথা বলছেন মহাত্মন্?

যজ্ঞ। সে মহাপুরুষের জন্ম দুঃখ করবেন না। প্রভুর শিষ্যদের মধ্যে তাঁর তুল্য ভাগ্যবান্ আর কেউ নেই। রাজা আমাদের গুরুজী মহারাজকে বন্দী করতে লোক পাঠিয়েছিল। কুরেশ নিজেকে গুরু ব'লে পরিচয় দিয়ে, স্বেচ্ছায় বন্দী হয়ে গুরুজী মহারাজকে রক্ষা করেছেন।

দাশ। মহাভাগ! আজ সমস্ত পৃথিবী

প্রতিবিম্ব দর্শন করবে। মা! তা হ'লে আমাকে বিদায় দাও।

সকলে। সে কি—বিদায় কি? তা হ'লে আমাদের উপায়?

রাম। তোমরা কি চাও?

সকলে। আশ্রয় দাও প্রভু!

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। আমরা সপ্তগ্রামের প্রতিনিধি। তাদের হয়ে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে এসেছি।

রাম। তা হ'লে সকলে আমার অনুগমন কর। তোমাদের শ্রীগুরুর আশ্রয় দান করি।

অষ্টম দৃশ্য

প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ।

কৃমিকণ্ঠ, রাজপুরোহিত ও পারিষদ্‌বর্গ।

কৃমি। তুমি থামো, আমাকে বোঝাতে হবে না।

১ম পারি। তোমার চেয়ে ঠাকুর, মহারাজার অনেক বুদ্ধি বেশী।

রাজ-পুরো। লোকে বলছে, যাকে ধ'রে আনা হয়েছে, তিনি রামানুজ ন'ন।

কৃমি। বলুক—আমি লোকের কথাতেই কি ভুলে যাব? আমি সেই বুড়ো রাজা নই।

রাজ-পুরো। কেউ কেউ শুনেছে যে, তাঁর এক শিষ্য নিজেকে রামানুজ ব'লে পরিচয় দিয়ে ধরা দিয়েছে।

কৃমি। হেঃ—হেঃ—হেঃ—এ বুড়ো ঠাকুর একেবারে পাগল হয়ে গেছে।

(পারিষদ্‌বর্গের হাস্য)

১ম পারি। ও শুধু পুরুত ঠাকুর নয়, কর্ত্তা-রাজার দলকে দল।

কৃমি। এ কি আমার বাড়ী ননী, মাখম খেতে আসছে যে, এক জনের নাম নিয়ে আর এক জন আসবে! এখানে এসে আমার আদেশ শুনতে যদি এতটুকু দেরী করে, তা হ'লে হয় শূল—নয় শাল। হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ—যাও—যাও—সে বুড়োনো মরচে-ধরা বুদ্ধি এখানে চলবে না।

(কৃমিকণ্ঠ ও পারিষদ্‌গণের হাস্য)

(কুরেশকে লইয়া প্রহরিগণের প্রবেশ)

রাজ-পুরো! মহারাজ! দেখে আমার মনে হচ্ছে—

কৃমি। চোপ্—কি রে, ধ'রে এনেছিস্?

১ম প্রহরী। বড় কষ্টে ধ'রে এনেছি মহারাজ! সহজে কি ধরা দেয়!

কুরেশ। মহারাজ! আপনার কল্যাণ হ'ক। আপনার সঙ্গে সমস্ত চোলরাজ্যের কল্যাণ হ'ক।

কৃমি। হেঃ হেঃ হেঃ—আশীর্ব্বাদ হচ্ছে—

(সকলের হাস্য)

কুরেশ। আশীর্ব্বাদ নয় মহারাজ, নারায়ণের কাছে প্রার্থনা।

কৃমি। তোর নাম কি?

কুরেশ। সন্ন্যাসী আমি—নাম বহু দিন নারায়ণে অর্পণ করেছি।

কৃমি। ও সব ছাঁদা কথা ছাড়। বল্, তুই রামানুজ কি না?

কুরেশ। আমার নাম বৈষ্ণবদাস।

কৃমি। কি বললি! এখনি জিব কেটে ফেল্‌বো। নইলে এখনও বল্, তুই রামানুজ কি না?

কুরেশ। সেই আমি, আমিই সেই।

কৃমি। হেঃ হেঃ হেঃ—যমকে সত্য ব'লে ফেলেছে।

১ম পারি। কি ঠাকুর—কি ঠাকুর?

(সকলের অনুকরণ ও হাস্য)

রাজ-পুরো। সত্য সত্যই আপনি রামানুজাচার্য্য?

কৃমি। হেঃ হেঃ হেঃ—ভীমরতি—বিদায়—বিদায়।

সকলে। বিদায়—বিদায়—

[রাজপুরোহিতকে লইয়া ১ম পারিষদের প্রস্থান।

কৃমি। এখন বল্, শিবের পর আর নেই। এই কথা ব'লে, বৈষ্ণবধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে শৈব-ধর্ম্ম গ্রহণ কর্।

কুরেশ। সীমানির্দ্দেশ কেমন ক'রে করব মহারাজ! আমার ভগবানের অন্ত নেই। তাঁর পরেও আবার তিনি।

কৃমি। তবে রে পাষণ্ড! বৈষ্ণবধর্ম্ম ত্যাগ করবি নি?

কুরেশ। জ্ঞানসিন্ধু শঙ্কর বৈষ্ণবচূড়ামণি। আমি বৈষ্ণব নই, এ কথা বললে যে তাঁরই অস্তিত্ব অস্বীকার করতে হয়।

কৃমি। তবে রে দুর্ম্মতি,—শূলে দাও—শূলে

(এক দিকে জল্লাদ, অপর দিকে রাজকুমারীর প্রবেশ)

রাজকুমারী। রক্ষা কর রাজা, রক্ষা কর। এক দিন যিনি তোমার ভগিনীকে রক্ষা করেছেন, তোমার বংশের মান রক্ষা করেছেন, তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যার আদেশ দিও না।

কৃমি। কে তোমাকে এখানে আসতে বললে?

রাজকুমারী। তোমার নিষ্ঠুর আচরণ! সাবধান রাজা, ধর্ম্মান্ধদের পরামর্শে মহাপুরুষের উপর অত্যাচার ক'র না।

কৃমি। একে ধ'রে নিয়ে যাও, ধ'রে নিয়ে যাও। সঙ্গে কে এসেছিস্—নিয়ে যা— নিয়ে যা।

রাজকুমারী। তা হ'লে তুমি ত থাকবেই না। এ রাজবংশ থাকবে না, দেশ থাকবে না।

[রাজকুমারীর প্রস্থান।

কৃমি। আঃ! কি আপদ!

১ম পারি। শুভকর্ম্মে কত বাধা!

কৃমি। আচ্ছা যাক্, দিদিকে যখন আরোগ্য করেছে, তখন আর মেরে ফেলে কাজ নেই। দুরাত্মার চোখ তুলে নে। তাতে মেরে ফেলার চেয়ে বেশী মজা হবে।

সকলে। ঠিক—ঠিক মহারাজ! তাতে বেশী মজা হবে।

কৃমি। বঞ্চম হবার সুখ হাড়ে হাড়ে বুঝবে। নে, বেটার চোখ তুলে নে।

সকলে। চোখ তুলে নে।

(জল্লাদ কর্ত্তৃক কুরেশের চক্ষুরুৎপাটন)

কুরেশ। দেহ! মন-প্রাণ তুই গুরু-চরণে নিবেদন করেছিস্। এ দেহ যদি জ্বালায় কাতর হয়, তা হ'লে বুঝব মিথ্যাবাদী। ঠিক্ থাক্, ভাই, ঠিক থাক্। আহা! চর্ম্মচক্ষুর বিনিময়ে এ কি অপূর্ব্ব চক্ষু এ দেহকে দান করলে গুরু! ওই যে গোপুরদ্বারে শ্রীরঙ্গনাথ আমাকে আলিঙ্গন করবার জন্য বাহু প্রসারিত করেছেন।

কৃমি। মাটী হাতড়াচ্ছে—মাটী হাতড়াচ্ছে!

সকলে। কি মজা—কি মজা!

কুরেশ। যাচ্ছি যাচ্ছি—প্রসারিত আলিঙ্গন—লোভ সংবরণ করতে পারছি না—যাচ্ছি যাচ্ছি!

(পুনঃ পুনঃ উত্থিত ও পতিত)

কৃমি। হো— হো— হো— কি আচার্য্য, শ্রীরঙ্গমে যাচ্ছ না কি?

সকলে। যাও যাও—সোজা পথ।

(রাজপুরোহিতের প্রবেশ)

রাজ-পুরো। পালাও মহারাজ, পালাও।

কৃমি। কি—কি—

(নেপথ্যে কোলাহল—সকলের ভীতি-প্রদর্শন)

রাজ-পুরো। না, না—আর কোথায় পালাবে? তোমাদের পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছে। ওই সকল অগ্নিশৈল তোমাদের সকলকে ভস্মরাশি করতে ছুটে আসছে। মহাপুরুষের কোপানলে চোল-রাজ্য এইবারে ক্ষার হ'ল।

কৃমি। কই—কই? তাই ত রে—ও কি রে!

১ম, পারি। আগুনই ত বটে মহারাজ!

সকলে। পালা—পালা।

(সকলের পলায়নের চেষ্টা)

(রামানুজের প্রবেশ)

রামা। নরপিশাচ! পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত নিশ্চল হ'।

(রাজপুরোহিত ব্যতীত সকলের পতন)

কুরেশ—প্রিয়তম কুরেশ! শ্রীবরদসমীপে শীঘ্র বর প্রার্থনা কর।

কুরেশ। চর্ম্মচক্ষুর বিনিময়ে দিব্যচক্ষু দিয়েছ—আবার কি বর নেবো নারায়ণ!

রামা। প্রিয়তম! তুমি অন্ধ থাকতে জল-ভারাক্রান্ত চক্ষে আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। শীঘ্র বর প্রার্থনা কর।

কুরেশ। বেশ, তা হ'লে যাদের করুণায় আমি গুরু-মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছি, তাদের অভিশাপ থেকে মুক্ত করুন।

রামা। ওঠ্ হতভাগ্যেরা—সাধুর অহেতুকী করুণা—মুক্ত হ'।

কৃমি। তাই ত, এ কি রকম হ'ল! এক জনের জন্য আর এক জন প্রাণ দিতে এলো! আমি যাকে যন্ত্রণা দিয়ে আমোদ করতে গেলুম, সেই—সেই আমার কল্যাণ কামনা করলে! এই বৈষ্ণব—এই বৈষ্ণব?

রামা। এ বরে আমি তুষ্ট হলুম না কুরেশ! তোমার দেহ সে আমারই দেহ। শ্রীবরদের কাছে আবার বর চাও। আমার ইচ্ছা, তুমি চক্ষু পুনঃ

প্রাপ্ত হও। (কুরেশের উত্থান) নাও রাজা, আমি রামানুজ। আমাকে শাস্তি প্রদান কর।

কৃমি। শাস্তি দেব—শাস্তি দেব—আমি মূর্খ, নিষ্ঠুর, নরাধম, প্রেত—(পদধারণ) সমস্ত চোল-রাজ্যের সঙ্গে এই পাষণ্ডকে তোমার পায়ে জড়িয়ে দিলুম। আমাকে মারতে হয় মারো, রাখতে হয় রাখো। তোমার যা ইচ্ছা, তাই কর ইচ্ছাময়!

রাম। মহাপুরুষের আগে পেয়েছ করুণা,
নির্ভয় সংসারে আজি তুমি।
উঠ হে রাজন্‌,
বৈষ্ণবে নাশিতে আগে
করেছ যে অস্ত্র উত্তোলন,
সেই অস্ত্রধারী—চির জাগ্রত প্রহরী
হন রাজা আজি হ'তে মহাত্মার সনে।

[প্রস্থান।

কৃমি। (কুরেশের পদ ধরিয়া)
গুরুদেব!
অধম-তারণ!
নিজ অঙ্গে অঙ্গীকার করিয়া যাতনা,
এইরূপে যুগে যুগে করিতেছ
মোহান্ধের ত্রিতাপ বিনাশ।
অন্য কথা কি কহিব আর—
চরণের রেণুরূপে হতভাগ্যে কর অঙ্গীকার।

কুরেশ। এস রাজা, নদ উপনদসম
পরস্পরে মিলিয়া গলিয়া,
মহাসিন্ধু-কোলে সবে লই গে আশ্রয়।

নবম দৃশ্য

জমাম্বা।

পেরেমবেত্তুর।

আশ্রম কুটীর-সংলগ্ন আম্র-কানন।

জমাম্বা। লভিলাম জন্মান্তর-স্মৃতি,
তবুও ত ঘুচিল না দুর্গতি আমার!
সরযূ সলিল স্নিগ্ধ ধীর সমীরণ
ত্রেতা হ'তে বহিয়া বহিয়া
অতি সন্তর্পণে ঢালিছে শ্রবণে
পরিত্যক্তা সতীর সে করুণ ক্রন্দন।
পশিয়া মরমে মোর, শত শিহরণে
জাগায় প্রাণের জ্বালা।
বলে, "শুন গো ভগিনী,
ত্রিলোক-পূজিত পতি যার
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণাধার—
জায়া তাঁর বিনা অপরাধে
হয় যদি নির্ব্বাসিতা বনে,
কি উল্লাস জাগে তার প্রাণে
নিজ অবস্থার সনে মিলায়ে মিলায়ে
স্পন্দন স্পন্দনে গেঁথে লও।
এক বৃন্তে জাগুক জ্বলিয়া
ব্যাকুল করিয়া দু'টি যুগান্তের কূল
দু'টি ভগিনীর দু'টি জ্বালাময়ী ফুল।"
জীবন্মুক্ত হে! স্বামী
কাঞ্চীপুরে ঘরের দুয়ারে,
আমি আঁধারে পূরিয়া অশ্রুজল
দুরদৃষ্ট চেড়ীর বেষ্টনে
আবদ্ধ রয়েছি নিজ আশ্রম-কাননে।
স্থান-ত্যাগে শক্তি নাই—
পতি-পদ পরশিতে নাহি অধিকার।
হে দেবী জানকী,
তোমা হ'তে ভাগ্যহীনা আমি।
বাল্মীকির তপোবনে
দূর্ব্বাদল-শ্যামরূপ দর্শন অভাবে
যে সময় ঝরঝর ঝরিত নয়ন,
অপরূপ প্রতিবিম্ব তাঁর
উষ্ণজলে সিক্ত হ'ত শ্রীঅঙ্গে তোমার।
লব-কুশ-কোমলাঙ্গে পাছে বিঁধে জ্বালা
অমনি সন্ত্রস্তা, দেবী, শুকাতে দু'আঁখি।
কিন্তু আমি—কিন্তু আমি—
কি বলিব সতী!—

(পারাশরের প্রবেশ)

পারা। (পশ্চাৎ হইতে জমাম্বাকে জড়াইয়া) মা! মা! আমাকে মারতে আসছে। আমাকে মারতে আসছে।

জমাম্বা। এ কি!—কে বাপ্‌—কে বাপধন তোমাকে মারতে আসছে? হা বরদরাজ! এখনও রহস্য? এ অপরূপ শিশু কাকে মা ব'লে জড়িয়ে ধরলে?

পারা। ওই—ওই—ওই আসছে। ওই হনুমানের মত দাঁত বার ক'রে একটা ভাঙ্গা লাঠী নিয়ে—আমাকে মারতে আসছে।

(কাঞ্চিপূর্ণের প্রবেশ)

কাঞ্চি। বা ছোঁড়া, বড় বেঁচে গেলি। আমি পেরিয়া—চণ্ডাল। মাকে ছুঁতে পারলুম না। নইলে এই ভাঙ্গা লাঠীতে তোর পিঠ ভেঙ্গে দিতুম। মা! তোমার এই পুত্রটি বড় দুরন্ত। আমার প্রভু শ্রীরামানুজ এই পেরেমবেদুরে তাঁর জন্মভূমি দর্শন করতে এসেছেন শুনে তাঁর স্বগৃহে আমি তাঁর শ্রীচরণ দর্শন করতে চলেছি। আসছি' পুনামেলি থেকে। একে বৃদ্ধ, তায় চোখে ভাল দেখতে পাই না। অতি কষ্টে দণ্ডে ভর দিয়ে এই পথ চলছিলুম। তোমার ছেলে পথের মাঝে জুটে হাত থেকে আমার দণ্ড কেড়ে নিয়ে দু'খানা ক'রে ভেঙ্গে দিয়েছে।

জমাম্বা। মহাত্মা কাঞ্চিপূর্ণ?

কাঞ্চি। এ কি! সত্য সত্যই আমার মা! এ কি মা, তোমার ঘরে আজ পূর্ণচন্দ্রের অধিষ্ঠান। শত সহস্র অন্ধকারগ্রস্ত জীব তোমার গৃহ-প্রাঙ্গণে আশ্রয় গ্রহণ করতে আসছে, আর তুমি এই বনের ধারে অন্ধকারে কাঙ্গালিনীটির মত দাঁড়িয়ে আছ!

জমাম্বা। হে ঋষি, হে মারুতির অবতার! আর কেন আমাকে বাক্য-যন্ত্রণা দাও? তোমারই ইচ্ছায় একদিন তোমার অমর্য্যাদা করেছি। আজি নিজের ইচ্ছায় তার প্রায়শ্চিত্ত করছি। (প্রণামকরণ)

কাঞ্চি। ও সর্ব্বনাশ, কি করলে—কি করলে! যাক্—করেছ, বেশ করেছ। তোমার ছেলে আমার জীবনের অবলম্বনদণ্ড ভেঙ্গে দিলে। তুমি মা হ'য়ে সন্তানকে প্রণাম করলে! আমার লীলা এবারকার মত সাঙ্গ হ'ল।

জমাম্বা। আমার ছেলে—আমার ছেলে? ঋষি! ওই ভাঙ্গা-দণ্ড আমার মাথায় মার। এ রকম তীব্র রহস্য কর না।

কাঞ্চি। তোমার ছেলে নয়! তবে কে এ বালক? বৃদ্ধবয়সে দেহরক্ষার পূর্ব্বদিবসে আমার মুখ থেকে মিথ্যা বেরুলো!

(অণ্ডালের প্রবেশ)

অণ্ডাল। পতিব্রতে! এক দিন কন্যাকে পাতিব্রত্যধর্ম্ম শিক্ষা দিয়েছিলে। তার দক্ষিণা গ্রহণ কর। গুরু এ বালককে পুত্র ব'লে গ্রহণ করেছেন। তোমাকে দিতে বলেছেন। আমি ধাত্রীরূপে একে দশ বৎসর পালন ক'রে আসছি। পুত্রকে কোলে তুলে নাও মা, আমি দেখে ধন্য হই।

জমাম্বা। এই তুলিলাম কোলে
আছে রুদ্ধ কুটীরের দ্বার—ভিতরে তাহার
বারো বৎসরের রুদ্ধ শুষ্ক হাহাকার।
শীঘ্র যাও মা আমার, মুক্ত কর তারে।
পশুক পরমানন্দ—কুটীরের প্রতিস্থান
আগে হ'তে যাক ভ'রে যুগের উল্লাসে,
তবে আমি লয়ে যাব নন্দনে সেথায়।

[অণ্ডালের প্রস্থান।

এ কি ভাগ্য দিলে মোরে ঋষি!

কাঞ্চি। চির-ভাগ্যবতী তুমি মাতঃ!
একবার চাহ নিজ পানে, তখনি দেখিতে পাবে
জীবনের কোন্ স্থানে
সংগোপনে কি আছে কোথায়।
তখনি দেখিবে, ধর্ম্ম তব পতি।
তুমি তার ধর্ম্মপত্নী, আয়তি ধরিয়া
কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্য, স্মৃতি
একাধারে ক্ষমা, মেধা, ধৃতি।
আর আমি যুগে যুগে সাথে নিত্যদাস,
দেখিতে যুগলরূপে বিমল বিকাশ।
লীলা মোর অবসান।
বিদায় লইনু মাতা পায়,
নিজদেশে করিব প্রয়াণ।

[কাঞ্চিপূর্ণের প্রস্থান।

পারা। মা! আমাকে চিনতে পার?

জমাম্বা। (সচকিতে) কি বলছ বাপ্!

পারা। কেমন কোলে উঠেছি?

জমাম্বা। তুমি কি বলছ, আমি যে বুঝতে পারছি না বাবা!

পারা। আমায় চিনতে পারছ না মা? সেই যে আমাকে চোর ব'লে গো!—তোমার মাসী আর দেবর—তাড়িয়ে দিলে—মনে নেই?

জমাম্বা। গোপাল—গোপাল—এত করুণা!

পারা। সেবার উঠান থেকে তাড়ালে, এবারে ত মা ব'লে কোলে উঠেছি—কই, কে তাড়াবে, তাড়াক না!

জমাম্বা। গোপাল—গোপাল—গোপাল! আমার যে জ্ঞান যায়—আমার যে বাক্য যায়।

(রামানুজের প্রবেশ)

এ কি এ কি গুরু গুরু—
হইল কি ভাগ্য পূর্ণ মোর?
সত্য কি স্বপন, কহ নারায়ণ!

রামা। সত্য দেবি!
তব ঋণ পরিশোধ অসাধ্য বুঝিয়া
লয়েছিনু শ্রীরঙ্গ শরণ।
করুণায় রঙ্গনাথ
পুত্ররূপে তব অঙ্কে লইলা আশ্রয়।
পুত্রধন কমল নয়ন—
অতুল সম্পদ বিশ্বে সত্য তব আজি!
অতুল সম্পদ!
বিরাট ব্রহ্মাণ্ড ক্ষুদ্র কুটীরে তোমার।
অগণিত বৈষ্ণব সন্তান
আশ্রয় লয়েছে তার তলে।
যাও দেবি, লইতে সে সকলের ভার
সাবধানে এই পুত্র করহ পালন।
যতিধর্ম্ম করিয়া গ্রহণ
বঞ্চিত করেছি মোরে শ্রীঅঙ্গ-পরশে।
তাই আমি মূর্ত্তিমধ্যে করি অধিষ্ঠান
এসেছি শ্রীপদে তব লইতে আশ্রয়।
যুগে যুগে সম্মিলন—অচ্ছেদ্য বন্ধন।
মূর্ত্তিরে স্বরূপ ক'রে জ্ঞান
পার্শ্বে দিও স্থান।
ম্লান যবে দেখিবে তাহারে
বুঝিবে কার্য্যের অবসান।
সেই দণ্ডে মূর্ত্তিমধ্যে আত্ম নিবেশিয়া
মূর্ত্তি-মুখে ঔজ্জ্বল্য ঢালিয়া
স্বরাজ্যে করিও আগমন।
বিদায়—বিদায়—অসংখ্য প্রণতি রাঙা-পায়।
রেখেছিলে, রাখিতেছ, রাখিও আমায়।
(নেপথ্যে কীর্ত্তন-কোলাহল)
আকুল অগণ্য ভক্ত তব গৃহদ্বারে।
পদরজ-লোভে তারা পথপানে চায়।
শতচ্ছিন্ন করিয়া মায়ায়
দাও দেখা সে সবারে শ্রীরঙ্গ জননী॥

[প্রস্থান।

(গোবিন্দ ও অণ্ডালের প্রবেশ)

গোবিন্দ। এই যে মা, তুমি এখানে! শীঘ্র এসো ঘরে মা! ওই একটি পুত্রকে কোলে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকলে চলবে না। তোমার অসংখ্য সন্তান তোমার চরণাশ্রয় নিতে তোমার ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ কুটীর-দ্বারে সমবেত হয়েছে।

অণ্ডাল। এসে দেখ মা, গুরু হাহাকার অশ্রুধারে পরিণত হয়েছে। পরমানন্দের ক্ষুদ্র কুটীরে সঙ্কুলান হচ্ছে না। এতক্ষণ বুঝি ত্রিলোক ভেঙে গেল।

জমাম্বা। হে বৎস! দেখাও পথ
হে সুশীলে করে ধ'রে লয়ে চল মোরে।

দশম দৃশ্য

আশ্রম-সম্মুখ।

রামানুজ।

রামা। সীতারাম! সর্ব্বস্ব আমার!
আর কেন, মুক্ত কর দ্বার।
দিন-সঙ্গে কার্য্য অবসান।
ছুটেছে জ্যোতিষ্ক-পথে!
আবার বৈকুণ্ঠ-মুখী প্রকৃতির গান।
শুনিতে শুনিতে নাথ।
চলি আমি নিত্যানন্দ-চরণ-আশ্রয়ে।
বিষম সংসারব্যাধি।
মুহুর্ম্মুহুঃ তাড়নে তাহায় আত্মহারা—
হইয়াছি কত অপরাধে অপরাধী।
নাম মাত্র করিয়া আশ্রয়
অবশিষ্ট জীবন-নিশ্বাস
তোমার সে অগণিত ভক্তের কারণ
মূর্ত্তিহৃদে করিনু অর্পণ। কার্য্যশেষে—
ক্ষমা ক'রে তুলে দাসে লহ নারায়ণ।

[অন্তর্দ্ধান।

(পট-পরিবর্ত্তন)

পুষ্প-ভূষিত রামানুজমূর্ত্তি।

বামে পরাশরক্রোড়ে জমাম্বা।

পাদমূলে অণ্ডাল।

(ভক্তগণের গীত)

গোবিন্দ গোবিন্দ জয় জয় গোবিন্দ হরে।
এসেছে সে দয়ার সাগর শমন যারে ভয় করে॥
তোর ভবের ভয় আজ ঘুচে গেল,
শমন পালালো ওই পালালো—
গুরু দাঁড়িয়ে আছেন ঘর-কানাচে
দোর খুলে দে জোর ক'রে
ওই অরূপ গুরু ব'সবে রে তোর রূপের ঘর!
আলো ক'রে॥

যবনিকা-পতন

ফুল-শয্যা

(বিয়োগান্ত দৃশ্য কাব্য)

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, প্রণীত

উপহার

এই পুস্তক গয়ার জমীদার শ্রীযুক্ত রায় বিপিনবিহারী মিত্রের করকমলে সাদরে অর্পিত হইল।

মহাত্মন্!

সময় বহিয়া যায়, সুদ্ধ তব করুণায়,
সময় পড়িয়াছিল ধরা;
ডুবিতে অতল জলে সুদ্ধ তব কৃপাবলে,
আবার দেখিয়াছিনু ধরা।
বসিতে পাইলে লোক শু'তে করে আশা,
করুণা-ভিখারী শেষে চায় ভালবাসা।

গ্রন্থকার।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

শূরতানসিংহ	...	...	নির্ব্বাসিত ভূম্যপতি।
গুরুদেব	...	...	শূরতানের গুরু।
পৃথ্বীরাজ	...	...	চিতোরের জ্যেষ্ঠ রাজকুমার।
সঙ্গরাজ (রাণা সঙ্গ)	...	...	চিতোরের মধ্যম রাজকুমার।
সূর্য্যমল	...	...	চিতোররাজের পিতৃব্যপুত্র।
অজয়সিংহ	...	...	শূরতানের আত্মীয়।
সারণ	...	...	পৃথ্বীরাজের অনুচর।

সৈন্যগণ।

স্ত্রী

লক্ষীদেবী	...	...	শূরতানের স্ত্রী।
তারা, বীণা	}	...	ঐ কন্যাদ্বয়।
কমলা	...	...	অজয়ের স্ত্রী।
সিন্দুরা	...	...	যোগিনী (পরে সূর্য্যমলের স্ত্রী)

ফুল-শয্যা

প্রথম অঙ্ক

—*—

প্রথম দৃশ্য

শিবমন্দির-প্রাঙ্গণ।

সিন্দূরা।

সিন্দূরা। ঘুচাব ঘুচাব বাঘছাল, ভস্মরাশি
না মাখিব আর; কা'ল বসি রাজাসনে
হব রাজরাণী। যার প্রেমপিপাসায়
সর্ব্বত্যাগে হয়েছি যোগিনী, গৃহত্যাগে
বনবিচারিণী, সেই গুণমণি সেধে
প্রাণ দিয়েছে আমায়। যৌবন-জোয়ারে
ভেসে গেল—ভেসে গেল হিতাহিত-জ্ঞান।
ভোলানাথ! ভুলে যাও মোরে; ক্ষুদ্র নারী—
কোথায় কি করি,—কোন্ সূত্রে তারে ধরি,
দেখ' না দেখ' না আর। মহালোভে ছেড়ে
আজ চলি—মহালোভে ধর্ম্মকর্ম্মে দিব
জলাঞ্জলি। এত আশা ছাড়িতে কি পারি?
এত নবীন বয়সে, যোগিনীর বেশে,
রুক্ষ অঙ্গে রুক্ষ কেশে, রব চিরকাল?
এস এস সূর্য্যমল! তোমার মোহন
রূপে আজ সিন্দূরা সকলি দিবে ডালি।
আশা মোরে চারি ধারে, ঘিরে চারিদিকে
দেয় বাধা—দেখিতে সে দেয় না'ক ফিরে।
যা বলাবে বলিব তখনি, যা করাবে
করিব তখনি—যদি হয় প্রয়োজন,
তোমারে বসাতে এই হৃদিসিংহাসনে
শোণিতে করিব তার ভিত্তি সংস্থাপন।

(সূর্য্যমলের প্রবেশ)

এখনি কি হয়েছে সময়?
সূর্য্য। এ কি প্রিয়ে!
এখনো দাঁড়ায়ে আছ? যাও—যাও ত্বরা;
ধর ধর চারণীর বেশ; বিছাইয়া
রাখ বাঘছাল; মাখ ভস্ম গায়। প্রিয়ে!
অদ্যই করিতে হবে চিতোরের শেষ;
অদ্যই ঘুচাতে হবে আশার জঞ্জাল।
সিন্দূরা। দাসী ব'লে রাখিবে ত মনে?
দেখ' নাথ!
তোমারি কারণে আজ দারুণ আঘাত
দিব চিতোরের প্রাণে; দেখ', দেখ' যেন
সে আশায় নাহি পড়ে ছাই।
সূর্য্য। অবিশ্বাস?
এখনও অবিশ্বাস? শিবের সম্মুখে
করি পণ, করিয়াছি ও কর গ্রহণ;
গান্ধর্ব্ব বিবাহে তুমি অদৃষ্ট-ঈশ্বরী।
এখনও সন্দেহ তোমার? ভয় নাই,
প্রিয়তমে! ভয় নাই! যদি রাজ্য পাই,
তোমায় কি ফেলে যাব প্রাণ? স্থির জেনো,
তুমি সে আসনে পাবে স্থান। যাও যাও,
ত্বরা পর সাজ।

[সিন্দূরার প্রস্থান।

কি আনন্দ আজ! আজি
এক বাণে দুটি পাখী করিব সংহার!

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। এই কি সে মহেশের স্থান? হে রাজন্!
হেথায় কি যাবে দুটি কুমারের প্রাণ?
সূর্য্য। এই সে মন্দির সনাতন! বল দেখি,
এখনও কত দূরে কুমার দুজন?
কারা সঙ্গে ফিরিছে দোঁহায়?
সৈনিক। বাজী' পরে
মত্ত মনে সুখে দোঁহে ফিরিছে রাজন্!
সঙ্গে সঙ্গে আছে চারি বীর; নিয়তির
মত তারা পাছু পাছু ফিরে দেব! যদি
আজ্ঞা পাই, ছুটে যাই; ভুলাইয়ে আনি
দুজনায়, ত্বরা ক'রে আপদ মিটাই।

সূর্য্য। আন আন—বিলম্বে কি কাজ?

[প্রস্থান।

সৈনিক। মহেশ্বর!

চিরকাল ফল-মূল খাও, এক দিন
উত্তপ্ত শোণিতে দেব! উদর পূরাও।
যেই হ'ক যাবে এক জন। মল্লরণে
যাহার পতন, মোরা যেন সে জনার
জন; বাঁচাইতে যেন যাব ছুটে, আর
সবে মিলি বিজয়ীর প্রাণ লব লুটে।

[প্রস্থান।

(সিন্দূরার পুনঃ প্রবেশ)

সিন্দূরা। আজ চারণীর করে, চিতোরের দুটি
তারা খ'সে প'ড়ে যাবে ভূমিতলে। আজ
যোগিনীর রণে, যাবে দুটি মহাবীর
শমন-সদনে। ব'সে রব যোগাসনে,
না ধরিব, না ছুঁইব বাণ; কালস্রোতে
আজ দুটি ভেসে যাবে প্রাণ।

(পৃথ্বীরাজ ও সঙ্গরাজের প্রবেশ)

সঙ্গ। ভাই! আগে
বলেছি তোমায়, আজ যাব না যাব না
মৃগয়ায়; সিংহমুখে সঁপিব না প্রাণ।

পৃথ্বী। রাণাবংশধর তুমি—ছি ছি! প্রাণ লয়ে
এতই কাতর?

সঙ্গ। আসিয়াছি খুল্লতাত-
সনে, হেথা অদৃষ্ট-গণনা তরে—তার
এসেছে সময়; সে কারণে নাহি যাব
মৃগয়ায়; প্রাণ তরে কাতরতা নয়
পৃথ্বীরাজ!

পৃথ্বী। কি পরীক্ষা? পাবে কোন্ জন
চিতোরের সিংহাসন? কপাল গণিতে
আমি জানি। তোমার এ প্রশস্ত ললাটে
আছে লেখা রাজত্বের ছবি। হাসি এলো—
বীর তুমি, তব মুখে এই কথা শুনে
হাসি এলো। বাপ্পারাওবংশধর—যদি
অদৃষ্ট-পরীক্ষা তার হয় প্রয়োজন,
সিংহাসনে করে মল্লরণ—ঝাঁপ দেয়
সমর-সাগরে। যদি বাঁচে—যদি কূলে
ফেরে—তবে অদৃষ্টপরীক্ষা হয় তার।
এ কি ভাই! এ কোথায় এমু? পথভ্রমে
এলেম কোথায়?

সঙ্গ। দেখ, দেখ পৃথ্বীরাজ!

পৃথ্বী। এ কি সঙ্গরাজ! ধরি যোগিনীর সাজ,
এলোকেশে এ কোন্ রূপসি?

সঙ্গ। আহা!
কি রূপমাধুরী সর্ব্ব-অঙ্গে ছাই, কিন্তু
কই ভাই! এ রূপের তুলনা ত নাই!

পৃথ্বী। কে তুমি রমণি! হেন বিজনবাসিনী!
কে তুমি গো নারীশিরোমণি?

সঙ্গ। বল শুভে!
কে তুমি গো ছাড়িয়া সংসার, এ বয়সে
এ কঠোর শৈবব্রতে হয়েছ দীক্ষিত?
কোন্ সুখে বিজনে আগার?

সিন্দূরা। এ কি হ'ল?
ধ্যান কে ভাঙ্গিল? এত হৃদয়ের বল
কে ধরে—কে ধরে ধরাতলে! এ কি! এ কি!
কোথা হ'তে এল এই পাপ? জ্ব'লে গেল—
চক্ষু জ্ব'লে গেল। পাপ হেরে জ্ব'লে যায় প্রাণ।

সঙ্গ। দেবি: কে পাপী? কে পাপী?

পৃথ্বী। দেবি! দেবি!
কি পাপে সে পাপী?

সিন্দূরা। রে কপটী! ভ্রাতৃঘাতী!
নরকও দেবে না যে রে স্থান!

সঙ্গ। কারে বল?
কে বধিবে সোদরের প্রাণ? পৃথ্বীরাজ?

সিন্দূরা। যাও—যাও দুরাশয়! এখনই যাবে
এক জন। সঙ্গে আছে অনুচরগণ,
প্রাণ লয়ে পলাও কুমার!—সব গেল—
নরহত্যা হ'ল আজ শিবের মন্দিরে।
পালাই—পালাই। ক্ষমা কর দয়াময়!
আরাধিকা সুকোমলা নারী—কোনমতে
পারিব না দেখিতে সে দৃশ্য ভয়ঙ্কর।

[প্রস্থান।

সঙ্গ। ব'লে যাও, কে? কে? দেবি! কে
পাপী? কে পাপী?

(অনুসরণ ও পুনঃপ্রবেশ)

দুরাত্মন্! তাই বুঝি পথ ভুলে এলে?

পৃথ্বী। কাপুরুষ! ধর অসি, বাক্যে
কাজ নাই।

(অসিযুদ্ধ ও সঙ্গরাজের পতন)

(সৈনিক চতুষ্টয়ের প্রবেশ ও পৃথ্বীরাজের [illegible]ত যুদ্ধ)

[সঙ্গরাজ ব্যতীত সকলের [illegible]ন।

সঙ্গ। (উঠিয়া)
পাষণ্ড! ভেবেছ স্থির, ভ্রাতৃহিংসানলে
আহুতি পড়েছে এই প্রাণ। নিদ্রা যাও ;—
সঙ্গরাজ হত ভেবে সুখে নিদ্রা যাও।
আজিকে যেমন ক'রে বিশ্বাসের ডোর
আকর্ষণ করিলে দুরাত্মা সহোদর!
সরল হৃদয়ে অসিঘাত, বাঁচি যদি,
প্রতিশোধ লব—বাঁচি যদি, এইমত
তোমার নিদ্রিত-বক্ষে বিঁধিয়ে কৃপাণ
বিশ্বাসঘাতক-প্রাণ লব উপাড়িয়া।

(পৃথ্বীরাজের পুনঃপ্রবেশ)

আবার এসেছ ফিরে? এখনও আছে
কিছু বাকী—লও পৃথ্বীরাজ!
পৃথ্বী। শেষ ছিল
উচিত আমার। ভ্রাতৃহন্তা! পৃথ্বীরাজে
যাদের সহায়ে তুমি হয়ে বলবান্
ভ্রাতৃনাশে হইলে উদ্যত, কোথা তারা?
নরকের কীট, তারা গিয়াছে নরকে।
সঙ্গ। এ কি? এ কি? পৃথ্বীরাজ ভ্রাতৃঘাতী নয়?
নয় এরা তোমার সহায়?
পৃথ্বী। হতভাগা!
এখনো' ছলনা!—যাও, রাজা হও; তার
তরে এ হত্যার কেন আয়োজন? কিন্তু
জেনো' স্থির, এই প্রাণে হও যদি রাজা,
রাজ্য তব দিল্লীর জঠরে!
সঙ্গ। ভাই! ভাই!
যে দোষে ভাবিছ দোষী—
পৃথ্বী। বিশ্বাসঘাতক
সহোদর! ক্ষমা ভিক্ষা করিতে হবে না
আর, চিতোরে ফিরিয়া যাও—খুল্লতাত
আছে প্রতীক্ষায়, যাও তার সনে; কিন্তু
মনে রেখ চিতোর-ঈশ্বর! যত দিন
না ভাঙ্গিবে দিল্লী-কারাগার, যেথা রও—
লক্ষ পারিষদবেরা সোনার আসনে,
অমরার কোলে কিংবা মহেশ্বর-সনে,
দাসত্বশৃঙ্খল সঙ্গে যাবে—ঈশ্বরের
আঁখিদীপ্ত হুতাশন গলাতে নারিবে
তায়। রাজা পৃথ্বীরাজ পড়ি সরস্বতী
তীরে, ভাসে তার নীরে; প্রতি অণু তার
সলিল-কল্লোল-সনে প্রতিহিংসা গায়।
ভীরু! ভীরু! তোমা হ'তে হবে কি সাধন
কার্য্য তার?—চিতোরে ফিরিয়া যাও—আমি
চলিলাম মৃগয়ায়।
[প্রস্থান।
সঙ্গ। যাও পৃথ্বীরাজ!
যদি আসে ফিরে তবে বুঝাব তোমায়
সঙ্গরাজ ভ্রাতৃদ্রোহী নয়। নিদারুণ
অপমানে কোন্ মুখে ফিরিব চিতোরে?
চলিলাম যেথা আঁখি চলে।
[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কানন।

(গুরুদেবের প্রবেশ)

গুরু। কে করিল এ কার্য্যসাধন?
এত বড় সিংহের জীবন কে হরিল?
সিংহ প'ড়ে, তুমি কোথা বীর?
[অন্তরালে গমন।

(পৃথ্বীরাজের প্রবেশ)

পৃথ্বী। কই হেথাও ত নাই!
কোথায় করিল পলায়ন! আর কত
করি অন্বেষণ? আর পা-ও ত চলে না!
আশা-ভঙ্গে প্রাণে যেন ভুবনের ভার।
প্রভুভক্ত ভৃত্য কথা শুনে, যাব না কি
ফিরিয়া ভবনে? এ বিশাল বনমাঝে
কোথায় সে আছে, হায়! কেমনে এমনে
খুঁজিয়া সন্ধান করি তার!
গুরু। এই বীর!
এই সুকুমার শিশু কেশরীর সনে
যুঝিয়াছে ভীষণ সংগ্রামে! আহা! আহা!
কি দেখিনু আজ! কি সুন্দর সাজ! মরি!
ভুবনে চাঁদের গায় রুধিরের ধার!
পৃথ্বী। প্রভুভক্ত ভৃত্য কথা শুনে যাব না কি
ফিরিয়া ভবনে? কই আর সিংহের ত
হ'ল না সন্ধান।
গুরু। (স্বগত) কেন ঘোরে অকারণ!
সিংহ কোথা প'ড়ে, তবে উদাস-নয়নে
করি অন্বেষণে আছ রত হে যুবক?

পৃথ্বী। বল্ দেখি কালি! গর্ব্ব হেথা ফেলি, আজ
রিক্ত-হস্তে পণভঙ্গে যাব কি চিতোরে?
গুরু। যেও না যেও না যুবরাজ! পণভঙ্গে
বীরসাজ সাজিবে না আর। পণভঙ্গে
যেও না যেও না বীর অঙ্গনা-গঞ্জনা।
মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর-পতন
এক কথা বীরের কুমার!
পৃথ্বী। এ কি শুনি!
দেববাণী! বুঝি মোর অন্তরের ভাব
কহিলা কি সম্বোধিয়া অমর-জননী
তিরস্কার-ছলে? কিংবা আত্ম-তিরস্কার?
অন্তরের অন্তঃস্থলে আত্মার আসনে
কাপুরুষ প্রিয় বাক্য নাহি পেলে স্থান।
আবার করিব অন্বেষণ। দেখি দেখি
কোথায় লুকায়ে সিংহ রক্ষা করে প্রাণ।
[প্রস্থান।

গুরু। কি দেখি ভবানি! এই কন্দর্পলাঞ্ছিত
তনুখানি নর-কেশরীর বল ধরে।
কেশরী সংহার করে! তুদা-রাজ্যেশ্বর!
অদৃষ্ট গগনে তব, চৌদ্দ বর্ষ পরে,
ফুটে বুঝি প্রভাতী তারকা আলো। হের
নীলিমা সাগরপারে, আঁধারের কোলে
লুক্কায়িত ছিল যেই আশা, সেই বুঝি
মূর্ত্তি ধ'রে বনে বনে করে বিচরণ।
(প্রকাশ্যে) কে হে?

(সারণের প্রবেশ।)

সারণ। প্রভো! দেখেছেন একটি কুমার?
গুরু। কে সেই বালক, বীর?
সারণ। চিতোরের প্রাণ,—
মহারাণা জয়মল জ্যেষ্ঠ বংশধর।
গুরু। সে যে পাগলের মত ঘুরে—আপনার মনে
কোথা যায়, কোথা কি দেখিতে পায়, কার
সনে কথা কয়!
সারণ। ক্ষিপ্ত সে ব্রাহ্মণ
সে যে চিতোরের শত শতাব্দীর মহা-
জীবনের জাগ্রত মিলন-ছবি—ঘুরে
বনমাঝে সিংহের সন্ধানে।
গুরু। ভয় নাই,
সে আমার করে, শমনের সাধ্য নাই
এসে তারে ধরে; সিংহ কোন্ ছার। যাও,
অদূরে মন্দির আছে, সেথা গিয়া কর
অবস্থান।
সারণ। ফেলে যাব তারে!
গুরু। প্রতিবাদ
ক'র না কথায়।
সারণ। প্রভো!
গুরু। উপবীতধারী
হেরে, দুর্ব্বল বুঝিয়ে তারে প্রতিবাদ
ক'র না কথায়। শ্রান্ত, ভবানীমন্দিরে
যাও, সেথা দেখা হবে কুমারের সনে।
[সারণের প্রস্থান।

ফের হে উদ্ধত বীর! সিংহ দেখিবারে
যদি চাও, এস এই ধারে।

(পৃথ্বীরাজের পুনঃপ্রবেশ)

পৃথ্বী। কই? কই?
কোথা দেব? কোথা সেই অস্ত্রাহত প্রাণী?
গুরু। এস মম সনে। কিন্তু আগে কর পণ,
মৃগেন্দ্র হেরিবে যবে, আমারে করিবে
তুমি আত্মসমর্পণ?
পৃথ্বী। সে কি দ্বিজবর?
এ কি এ অযোগ্য কথা। চিরদাস কবে
প্রভুপদে আত্মসমর্পণে করে পণ?
গুরু। তবে এস সাথে।
[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

উপবন।

কমলা ও গুরুদেব।

কমলা। এ কথা সখী জান্‌লে কেমন ক'রে?

গুরু। দেখ কমলে! মহারাজকে দিবারাত্র উপদেশ দিয়েছি,—পূর্ব্বকথা বিস্মরণের জন্য সহস্র প্রলোভন সম্মুখে ধরেছি। এই নৈমিষারণ্যতুল্য কানন, ওই অচ্ছোদতুল্য কমল কহ্লারের চিরলীলা-স্থল সরোবর, মাধবীলতার কুঞ্জ, অশোকের শ্যামল পল্লবের চির-শান্তিকর ছায়া,—সব দিয়েছি। কল্প-বৃক্ষের ফল দিয়েছি; তারা, বীণা, কমলা—ভবানীচরণার্পণ জন্য তিন তিনটি জীবন্ত ফুল দিয়েছি।—কি না দিয়েছি? বানপ্রস্থের অমর-লাঞ্ছন গৃহ তাঁর চারিধারে—তার তুলনায়

রাজপ্রাসাদ কত তুচ্ছ? ভবানীর অমরবাঞ্ছিত শ্রীচরণ তার শিরোপরে—তার তুলনায় ধরণীধরের ঐশ্বর্য্য কোন্ আবর্জ্জনাময় পথের পুরীষবিজড়িত ধূলা? এতেতেও তাঁর মন উঠল না!—কমলে! কমলে! আর আমি রাখতে পারলেম না—সেই ঐশ্বর্য্যের জন্য এখনও বিমর্ষ!

কমলা। কেন প্রভু, আমি ত কখনও তাঁকে পূর্ব্বকথা তুলতে দেখি নাই!

গুরু। জাগ্রতে মহারাজা অতি স্থির। কথা-বার্ত্তায় মহারাজ মহাত্যাগী, কিন্তু সেই অচল হিমা-চল-সদৃশ স্থবিরের নিভৃত হৃদয়কন্দরে প্রজ্বলিত হুতাশন আজিও পর্য্যন্ত নির্ব্বাপিত হয় নাই, আর যে কখনও হবে—এ বিশ্বাসও আমার আর নাই। পিতার মঙ্গলকামনায় দিবানিশি জাগরিতা বালিকা সুষুপ্ত মহারাজের হৃদয়ের আবেগ-কথা সমস্তই শুনেছে। আগ্নেয় পর্ব্বতের সেই ভীম অনল উদ্গিরণে পার্শ্বস্থিত শস্য-শ্যামলা বসুন্ধরাও আজ প্রজ্বলিত—সেই কথা শুনে তারা আজ পাগলিনী। —সে কথা যাক, এখন দেশোদ্ধার সম্বন্ধে কি কর্‌ব বলতে পারিস্?

কমলা। তাই ত বাবা! দেশটার কি উদ্ধার হবে না? মহারাজার কি অদৃষ্ট ফিরবে না? তারা, বীণা কি চিরকালই বনে বনে ঘুরবে,—আলোকের মুখদর্শন কি তাদের অদৃষ্টে নাই?

গুরু। এগারবার বিফলমনোরথ হয়েছি, এক এক ক'রে এগারবারে সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়েছি। সে রাজ্য উদ্ধারের আশা আর কেমন ক'রে করি কমলা? মা—মা! তোর সঙ্গে আমিও বলি, দেশটার কি উদ্ধার হবে না?

কমলা। আর একবার চেষ্টা করবার কি উপায় নাই? বাবা! ভবানীর নাম ক'রে আর একবার কেন দেখুন না।

গুরু। কি দিয়ে দেখি? এখনও মহারাজার নাম ক'রে ডাক দিলে সহস্র সহস্র লোকের সমা-বেশ করতে পারি; কিন্তু তাতে হবে কি? সৈন্য-সামন্ত অস্ত্র-শস্ত্র সকলই আছে, কেবল প্রাণ নাই। ফল হবে না—মিছামিছি আবার কতকগুলি জীবন নষ্ট কর্‌ব? এগারবার করেছি মা! আর যে সাহসে কুলায় না। একটি মহাপ্রাণ না দেখতে পেলে এত জীবন আর অনল-মুখে সমর্পণ করতে পারি না।

কমলা। মা'র কৃপায় তাও ত তোমার লাভ হয়েছে।

গুরু। ঠিক বলতে পারি না। মা'র কাছে অনেক কেঁদেছি, হতভাগ্য মহারাজের জন্য অনেক আবেদন করেছি!—কমলে! কমলে! এ কি মহা-প্রাণ? তুইও ত দেখেছিস্ তারে; তোর কি বোধ হয়?

কমলা। (সলাজে) আমি আবার কি বুঝব?

গুরু। (কমলার চিবুক ধরিয়া) তোকেই বুঝতে হবে। তোর এই কমলপলাশ দুটির এত ধার, তুই যদি না বুঝতে পারিস্, অর্দ্ধনিমীলিত-নেত্র অশীতিপর বৃদ্ধ—বুঝতে যাব কি আমি? তোর এই ধার আমার যদি এখন পেতে হয়, তা হ'লে বিশ্বকর্ম্মাকে দশ বৎসর ধ'রে আবার আমার চোখ দুটোকে চাঁচতে হবে।

কমলা। তারার জন্য এখন কি করি, বলুন দেখি? সে জেনে অবধি কেমন এক রকম হয়ে গেছে।

গুরু। তুমি একটু পেছনে থেক। কি আর করবে?

কমলা। বীণাকে যেন আর জানতে না দেন।

গুরু। জানে ত কি কর্‌ব? আমি ত আর ব'লে ব'লে বেড়াচ্ছি না। ভাল কথা, তারা-বীণাকে আজ মন্দিরে আসতে বারণ ক'র। আমি এখন চল্লেম; ফুলগাছের গোড়ায় জল দিয়ে আমার সঙ্গে একবার দেখা ক'র।

[প্রস্থান।

কমলা। পৃথ্বীরাজকে দেখে তত বুঝতে পারি আর না পারি, তারাকে দেখে কেমন কেমন বোধ হয়। বাবা বুঝতে পাচ্ছেন না, কিন্তু আমার বোধ হচ্ছে, ও যেন বাপের জন্য কি একটা করবে। তারার জন্যই আমার যত ভয়, এত আর কারও জন্য নয়। ওঃ! বিলুপ্ত সুখের স্মরণেও কি যন্ত্রণা! বাপের পূর্ব্বাবস্থার কথা শুনে অবধি তারা যেন পাগলিনীর মত বেড়াচ্ছে।

(গীত)

বল্ মা বল্ মা ত্রিনয়নে!
আর কত আছে তোর মনে?
রাজার নন্দিনী জনম-দুঃখিনী,
ভিখারিণী-বেশে ভ্রমে বনে বনে!
দয়াময়ি! গেছে কি মা দয়া,
ভুলেছ কি মায়া মহামায়া,
জ্যোতি কি মা নাই সে নয়নে,
করিয়ে আকুল প্রাণ, যে গায় মা তোর গান
তারে তুই ভুলিলি কেমনে।

(বীণার প্রবেশ)

বীণা। বলি ওগো গায়িকা ঠাকরুণ। সুধু সুধু গান গাচ্ছ,—বলি, বীণা চাই?

কমলা। এত দেরী ক'রে আসতে হয়?

বীণা। এই নাও তোমার কলসী—কি গান গাচ্ছিলে ভাই? শোন্‌বার জন্ম ছুটে আসছিলেম, কিন্তু যেই আমি এলেম, অমনি বন্ধ হয়ে গেল। গানটি আবার গাও না ভাই!

কমলা। গান গাচ্ছিলেম আমি? কৈ, আমার ত মনে হয় না।

বীণা। কেন,মনে তোমার কি হয়েছে? কথায় কথায় ভুল। কেন, দাদা এখানে নাই ব'লে?

কমলা। তোর দাদার সঙ্গে আমার মন গিয়ে কি করবে ভাই? তারই মন আমার ঘরে গড়াগড়ি খাচ্চে। সে দিন আর একটু হ'লেই মাড়িয়ে ফেলেছিল!

বীণা। তবে এত ভুল হয় কেন?

কমলা। তোর মুখ দেখলে সব ভুলে যাই। তোর মুখে কি মাখান আছে, বলতে পারিস্?

বীণা। ছাই।

কমলা। বালাই! তবে আমি চ'লে যাই।

বীণা। না ভাই! আমি একলা গাছে জল দিতে পারব না—না ভাই!

কমলা। বল্, তবে আর অমন কথা বল্‌ব না।

বীণা। হাঁ ভাই! দিদি আজকাল অমন বিমর্ষ হয়ে থাকে কেন, বল্‌তে পার?

কমলা। তোর দিদিই জানে। আর আমিও কতক কতক জানি।

বীণা। কি ভাই? আমি দিদিকে কতবার জিজ্ঞাসা করেছি। দিদি কেবল হাসে, কোনও উত্তর করে না। আমার সব কথাই দিদি হেসে উড়িয়ে দেয়। জান ত, বল না ভাই!

কমলা। (হাস্য।)

বীণা। ও কি, তুমিও যে হাসতে লাগলে!

কমলা। আমিও তোর কথাটা উড়িয়ে দিলুম। ওলো! একটা মজার কথা শুনবি?

বীণা। কি—কি—কি কথা ভাই?

কমলা। এগিয়ে আয় না—দেখ কেউ কোথা আছে কি না?

বীণা। কেন?

কমলা। যার তার কাছে সে কথা বলা হবে না।

বীণা। কৈ, কেউ নাই।

কমলা। বে করবি?

বীণা। দূর—দূর। বল না ভাই! দিদি এত বিমর্ষ হয়ে থাকে কেন?

কমলা। আগে আমার কথার উত্তর দে, তবে তোর কথায় দিব।

বীণা। বেলা হয়ে গেল, চল ভাই. গাছের গোড়ায় জল দিইঁ গে।

কমলা। বেলাই হ'ক, আর সন্ধ্যাই হ'ক, আর দুপুর রাত্রিই হ'ক; গাছের ফুল ফুটুক, আর নাই ফুটুক—যতক্ষণ না জবাব দিচ্ছ, আমি একটি পাও নড়ছি না।

বীণা। না ভাই! তোমার পায়ে পড়ি।

কমলা। পায়ে পড়ি কি বল্—চ'লে যাব?

বীণা। আমি তবে চ'লে যাই।

কমলা। না ভাই! আমি থাকছি। তাই বল্ না কেন করব।

বীণা। দিদিরই আগে হ'ক্।

কমলা। সেই আপত্তি—তোর দিদি যদি বে না করে?

বীণা। কেন ভাই? সত্তি—দিদি বে করব না বলেছে? দিদি তাই বিমর্ষ?

কমলা। সে যদি না করে, তা হ'লে তুই কি করবি?

বীণা। তোমার পায়ে পড়ি ভাই! আমায় বল্‌তে হবে। দিদি কি বে করতে চায় না ভাই? তবে কি ভাই! দিদি বের নামেই বিমর্ষ? দিদির বে কোথায় হবার কথা ভাই? দিদি বে কেন করবে না ভাই?

কমলা। আমি বাসুকি নই ত ভাই! যে, সব কথায় একেবারে উত্তর দেব ভাই! আমি বলতে পারব না ভাই! এখন তুই করবি কি না করবি, বল ভাই।

বীণা। তোর পায়ে পড়ি, আমাকে বল্‌তে হবে।

[কমলার গমন উদ্যোগ।

না ব'লে যেতে পাচ্ছ না! (হস্তধারণ)

কমলা। কি, ঝগড়া করবি না কি?

বীণা। না বল্লে ছেড়ে দিব না।

কমলা। উঃ! ইচ্ছে করে, এমনি ক'রে কাজার পোনের ঘোল চুমো খেয়ে একেবারে তোরে নাস্তানাবুদ ক'রে ফেলি। (মুখচুম্বন)

বীণা। দেখ দিকিন, সকালবেলা মুখটো এঁটো ক'রে দিলে।

কমলা। কেন, তোর মুখ কি পুস্তার পঞ্চপত্র না কি? আর কাজ চল্‌বে না? নে নে চল্, সকাল সকাল কাজ সেরে বাড়ী চ'লে যাই আয়।

(লক্ষ্মীদেবীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী। ওগো! তোরা শীগ্‌গির আয়, দেখে যা, দেখে যা—চার জন লোকে কত বড় একটা সিংহ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

বীণা। কোথায়—কোথায়?

লক্ষ্মী। এই যে আমাদের বাড়ীর দ্বারের কাছে রক্ষা করেছে। তারা নিয়ে যাচ্ছিলো, আমি তোদের দেখাব ব'লে একটু রাখতে বলেছি। তারা কোথা গেল?

কমলা। তুমি যাও, আমি তাকে খুঁজে নিয়ে এখনি যাচ্ছি।

[লক্ষ্মীর প্রস্থান।

হ্যাঁ বীণা! তোকে যা প্রশ্ন করলেম, তার জবাব দিলিনি? ভাল, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি! ঠিক জবাব দিবি—তামাসা কচ্চি না।

বীণা। কি বল?

কমলা। যে এই সিংহ শীকার করেছে, সে যদি পরম সুন্দর রাজপুত্র হয়, আর তোকে দেখে সে যদি বে করতে চায়, তা হ'লে তুই কি তাকে বে করিস?

বীণা। সুদ্ধ আমোদ অনুভবের জন্ত যে প্রাণিহিংসা করে, সে দেবতা হ'লেও তাকে বিবাহ করি না।

কমলা। আমি তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছিলেম। (স্বগত) এ কি এক উপাদান? দুই ভগ্নীই কি এক ছাঁচে ঢালা! তার কাছে প্রস্তাব কল্লেম, সে ব'ল্লে, "যে আমার পিতৃরাজ্য উদ্ধার করবে, তাকে বিবাহ করব। আমি রূপ বুঝি না, আমি গুণ বুঝি না, আমি পুরুষ বুঝি না, আমি কাপুরুষ বুঝি না।' এর আবার এ কি উত্তর! তবে কি গুরু-দেবের সকল চেষ্টা বিফল হবে?

বীণা। চল্ না ভাই! দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

কমলা। চল্ যাই।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

ভবানী-মন্দির।

গুরুদেব ও পৃথ্বীরাজ।

গুরু। আমার কথার মর্ম্ম বুঝেছ কুমার?

পৃথ্বী। গুরুদেব! কর্ণে মন্ত্র দিলেন যখন
তবে কেন প্রশ্ন আর দাসে? আজ্ঞাবহ
চিরদাস; আদেশপালনে চিরকাল
যাপিবে জীবন। দুটি কথা নাই আর
তার।

গুরু। শুন শুন হে কুমার! বলিয়াছি
আগে, তব অনুরাগে, মহাকালী-মন্ত্রে
দীক্ষিত করিনু তোমা আজ। বলিয়াছি
সন্দেহের দায় যেন ধরে না তোমায়।
পুত্র-সম তুমি যুবরাজ! তোমা হেরে
অপুত্র নরক-দায় করেছি সংহার।

পৃথ্বী। বাধা কিসে তবে মৃগয়ায়? বাধা কিসে
সিংহ-সনে রণ? কি এমন দোষ মম
ভ্রমিতে দোবিলা বনে সিংহ অন্বেষণে।

গুরু। বনে বনে অনশনে, আহত কেশরী
অন্বেষণ, মোর মতে নির্ব্বোধের কাজ।
বড়ই অন্যায় আচরণ।

পৃথ্বী। কেন গুরো?

গুরু। একে ঘন তরুদল; নয়নের বল
প্রতি পদে যেথা বাধা পায়, যুবরাজ!
সেথা তুমি কি খুঁজিতেছিলে? বাধা, বাধা
প্রতি পথময়, হস্ত পদ নিজ বশে
নয়, বল এ হেন সময় কি শীকার
করিতে কুমার? রক্তক্ষয়ে বলহীন,
শ্রান্ত মহাশ্রমে, তাহে দারুণ পিপাসা
পীড়ন করেছে তোমা শোণিত-পতনে,
বল বল হে কুমার! সে ঘোর বিপদে
সে বনে কে রাখিত তোমায়? বল বল
কে [illegible]গাত চিতোরের রবি?

পৃথ্বী। গুরুদেব!
প্রাণভয়ে ক্ষত্রসুত ভাঙিবে কি পণ?

গুরু। প্রতিজ্ঞা-পালন কিংবা শরীর-পতন
এই ত বীরের কথা।

পৃথ্বী। এই যদি মত আপনার,
দাস তবে কোন্ অপরাধে অপরাধী?

গুরু। অপরাধ সমস্ত তোমার।
যে করে প্রতিজ্ঞা অগ্রে কর্ত্তব্য ভাবিয়া,

কর্ত্তব্য বুঝিয়া করে প্রতিজ্ঞা-পালন,
সেই ত আমার মতে বীর-শিরোমণি।
কে তোমা শিখাল হেন প্রতিজ্ঞা-পালন!
পরাণ শিহরে অঙ্গ কাঁপে ডরে, যবে
ভাবি হে কুমার! সেথা কি হ'ত – কি হ'ত
হে তোমার! বল দেখি, সে কি প্রাণদান
সমরে শত্রুর করে মহামূল্য যশ-
লালসায়? পশুগ্রাসে আপনার প্রাণ
ইচ্ছায় যে জন করে দান, আত্মঘাতী
সেই জন;—আত্মঘাতী সে ত নরাধম।—
যাবে ব'লে সে ত শুধু এসেছে সংসারে।
সংসারে যাহার নাই স্থান—বুঝে দেখ,
এ সংসারে তার আসা অকারণ। বাপ!
কার্য্য যদি উদ্দেশ্য তোমার—কেন তবে
মরণে আগ্রহ এত!

পৃথ্বী। কি করিব তবে?

গুরু। সুধুমাত্র পর-উপকার। এ জগতে
কার্য্য যদি থাকে—আছে পর-উপকার।
এ জগতে সুখ যদি থাকে—আছে পর-
উপকারে। অস্তিত্ব যদ্যপি চাও—কর
পর-উপকার। হৃদয়ের শান্তি যদি
চাও—কর পর-উপকার।

পৃথ্বী। উপকার
কে করে প্রজার? —হের চারিধারে পিতৃ-
অধিকার—আনন্দ আগার—প্রজাগণ
সবে সুখী রাজার শাসনে—নিত্য পায়
অন্ন জল।

গুরু। এক দিকে দেখো না কুমার!
চাও, চারিধারে চাও; দেখ মমতার
পাত্রে পূর্ণ ধরা।—(চিত্র আনয়ন করিয়া
প্রদর্শন) যেই রাজ্যে আছ আজ—
আজি যে তোমায় বক্ষে করেছে ধারণ,—
এ জননী কার পদ সেবে যুবরাজ?
এই হের—হের এই স্থানে,—কার পাপা-
চরণ-দলনে নিপীড়িতা মা আমার?
হের হেথা,—অমরার মূর্ত্তি ছিল যার,
সে বক্ষের শ্মশান আকার। কই কোথা
চিতোর নগর? হের বীরবর! ক্ষুদ্র
সরিষার নাই স্থান—তার তরে এত
অহঙ্কার?

পৃথ্বী। (স্বগত) গুরু গুরু!
হত্যা কর মোরে,
উপহাস সহিতে না পারি।

গুরু। পৃথ্বীরাজ!
জনম লভেছ সুদ্ধ দেশের কারণ।
বল দেখি সিংহবধে দেশের কি কাজ?

পৃথ্বী। দেবতুল্য রাজর্ষি-মণ্ডল—অশ্বত্থল-
সম বীর, এ ভারত-শিরে এককালে
ফুটেছিল প্রভাকর প্রায়,—পদানত
করেছিল কত রাজ-শিরে। [illegible]দেব!
মৃগয়া তাঁদের ছিল প্রধান [illegible]ক।
গুরুদেব! যে বা বীর, মৃ[illegible] তার
প্রিয় খেলা।

গুরু। দেবতু[illegible] রাজর্ষিমণ্ডল,
আগে করি ভূমণ্ডল হিন্দু[illegible]
খেলেছিল এ বীরের খেলা। [illegible]লি বীর!
কত রাজা করিয়াছ জয়? ব[illegible]ত
রাজশির লুটায়েছে পিতার চরণে?—
রাজশির বহুদূর কথা—বল দেখি
হয় কি স্মরণ, যবে মাতৃ-অঙ্কে করি
আরোহণ, ক্ষুদ্র শিশু, ক্ষুদ্র দেহবলে
মায়েরে জ্বালায় তার, ঘুমাতে না চায়,—
কোন্ শোক-মন্ত্র উচ্চারণে, স্তব্ধ করে
অঙ্কশায়ী উৎপীড়ক ক্ষুদ্র মহাবীরে?
হয় কি স্মরণ?

পৃথ্বী। কোন্ কথা মহাভাগ!

গুরু। প্রসিদ্ধ জহরব্রতে বাঁধিয়া কোমর
সহস্র সহস্র ক্ষত্রবালা, যেই দিন
ডুবাইয়াছিল সবে জনমের সাধ
একদণ্ডে অনল সাগরে,—এক চক্ষে
ঝরে লোর, অন্যে খেলে হাসির সুষমা,—
কল্পনায় আসে কি তোমার?

পৃথ্বী। [illegible]রুদেব!
তবে ত করিতেছিনু বড় সর্ব্বনাশ
কি অন্যায় করেছিনু পণ!

গুরু। এই হেথা
ভীষণা ভবানী—মাতা অসুরনাশিনী—
ভুবনের শান্তি-প্রদায়িনী। মা আমার
শৃঙ্গ-গর্ভ যশোলাভে নয় অবতার;—
শৃঙ্গ-গর্ভ যশ আমি চাহি না তোমার।

পৃথ্বী। অনুতাপে জ্বলি বল কি আছে উপায়?

গুরু। সিংহবধে যে প্রতিজ্ঞা করেছ কুমার,—
কর যদি সে প্রতিজ্ঞা যবন-দলনে,
কর যদি সে প্রতিজ্ঞা, দিল্লীর প্রাসাদে—
হিন্দুরাজ পৃথ্বীরাজ রক্ত-সিংহাসনে
বসাইতে ভারত-সন্তানে;—পার যদি

পুনর্ব্বার দিতে তার ইন্দ্রপ্রস্থ নাম—
তবে বলি প্রতিজ্ঞা-পালন। সহোদরে
বাঁচাইয়া যবন-দংশনে, পার যদি
রাখিতে হে রাজপুতে রাজপুতানায়,
তবে বলি প্রতিজ্ঞাপালন! যুবরাজ!
যাও ঘরে, কর প্রণিধান, শত শত
আশা তব স্থান; যেন সে আশা আমার
মুকুলে বিনাশ নাহি পায়।

পঞ্চম দৃশ্য

উদ্যান।

সরোবর-সোপানে তারা আসীনা।

তারা। যার দর্পে আজমীর ছিল কম্পমান,
ঐশ্বর্য্যে যে নরপতি ছিল একদিন
রাজস্থানে উপমার স্থল, সেই রাজা—
প্রতাপের অবতার জনক আমার—
এই কি দুর্দ্দশা আজ তাঁর! হতবিধে!
মহাতেজা মহারাজা ক্ষত্রকুলচূড়া
শেষে কি ভিখারী-বেশে কাননপ্রবাসী?
মেয়ে আমি, কোমলতা লয়ে আসিয়াছি
ধরণীর কোলে। কোন্ বলে তাঁর আসি
উপকারে—কিসে হয় পিতার উদ্ধার?
বাবা! বাবা! হবে না কি উপায় তোমার?
মা আমার রাজার নন্দিনী! ভিখারীর
সহবাসে ভিখারিণী রবি চিরকাল?—
দিন নাই, ক্ষণ নাই, প্রাণে যার নাই
সুখ-লেশ, জীবন প্রচণ্ড ব্যাধি তার।

(কমলার প্রবেশ)

কমলা। হেথা তুই! সারা হ'নু তোরে
খুঁজে তারা!
এ কি রীতি তোর প্রাণ-সই? দেখ ভাই!
রবি ওই পূরব-গগন ছেড়ে যায়।
খেতে কি হবে না আজ তোরে? উঠেছিল্
ভোরে, পূজা সাঙ্গ ক'রে মুখে দিবি জল,
কোথা ব'সে সরোবর-তীরে? চল্ চল্—
চিন্তাকুলা মাতা। এ কি তারা? ছল্‌ছল্
কেন দু'নয়ন?
তারা। এস যাই।
কমলা। সত্য বল
ছল্ ছল্ কেন দু'নয়ন?
তারা। অবিদিত
কি আছে তোমার, তবে কেন আর মিছা
প্রশ্ন কর প্রাণ-সই?
কমলা। এ কি সর্ব্বনাশ!
চিন্তার কারণ তুই ছাড়িয়া ভবন
এসেছিস্ সরোবর-তীরে! এত দিন
বলি নাই, আজ তবে সত্য কহি তারা!
বল্ দেখি·মিছামিছি ভাবিলে কি হবে?
পুরুষের কার্য্য কভু হয় কি সাধন
সুকুমারী নারীর চিন্তায়?
তারা। বৃদ্ধ পিতা
তবে কি লো চিরকাল বনবাসী রবে?
মলা। বিধাতা-দারুণ-বিধি কে লঙ্ঘিবে তারা?
নৃপমণি বীর-শিরোমণি, রাজ্য তাঁর
অমনি কি যবনে দেছেন প্রাণ-সই?
বল আশা কই? কত শত মহাবীর
ত্যজিল এ বসুন্ধরা জনমের মত
যে রাজ্যের উদ্ধার-সাধনে, শুন সখি!
অবিরাম ফেলি জল এ দুটি কমল
কেবল দেখিবে সেথা ঘোর দুরাশায়।
দিও না কোমল প্রাণে জ্বালা। কেন আর
অসাধ্য-সাধনে কাঁদ তুমি লো অবলা?
এ নব বয়সে সই! ইচ্ছা কি তোমার
ধরিতে বৃদ্ধার বেশ? অকলঙ্ক চাঁদে
কলঙ্ক মাখাতে এত সাধ?
তারা। মনে করি
মিছামিছি ভাবিব না আর। কিন্তু যেই
মহারাজ মহারাণী পড়ে লো নয়নে,
অমনি অন্তর উঠে জ্ব'লে। ইচ্ছা হয়,
বুক ছিঁড়ে ফেলি; কি বলিব আর সই!
ইচ্ছা হয় উপাড়িয়া নারী-কোমলতা
নরের কঠিন প্রাণ করি লো রোপণ।
ঢাকিয়া অপূর্ব্ব বল কোমল আচ্ছদে
দুরাত্মা যবন-শির পিতার চরণে
দিই লুটাইয়া। পিতা নাই, পুত্র নাই,
ভাই নাই, বন্ধু নাই ব'লে, বনবাসে
চিরকাল রবে কি সে জনক আমার!
মহারাণী অশ্রুজল শুকায়ে আগুনে
চিরকাল রবে কি লো কুটীরের কোণে
কমলা। ও কি ভাই! কাঁদিস নে, মা...কে কাল
...ঙ্গ যেন সুর

উপায় কি আছে সখি! কে আছে সহায়?
চক্ষুজল সহায় ত নয় পাগলিনি!
তারা। কমলে—কমলে! কাঁদিব না আর—যার
জনম এ ভূমণ্ডলে কাঁদিবার তরে?
কমলা। তবে সত্য কথা বলি তারা! তুই প্রাণ
মোর, বড় ভালবাসি তোরে; তোর তরে
মাঝে মাঝে স্বামী ভুলে যাই—চক্ষু'পরে
তবু তারে মাঝে মাঝে দেখিতে না পাই।
তবে বলি শোন।—খঞ্জে গিরি উল্লঙ্ঘন,
অন্ধ—তার তারকা দর্শন, যে বধির—
তার শোনা আকাশের গান, মূক যেই—
তাহার কবিত্ব-কথা, আর বালিকার
বীরগাথা, চম্পকের কলির প্রহারে
গজকুম্ভ মুণ্ড বিদারণ,—এক কথা।
এ ত সব উন্মাদ-লক্ষণ।—ঘরে চল্!
তারা। প্রতিজ্ঞা করিতে নারি সই! বালিকার
প্রতিজ্ঞা-পালন ভাই সম্ভব ত নয়—
পিতৃদুঃখ ঘুচাইতে পারি কি না পারি
পরীক্ষা করিব একবার—একবার
সমরে যুঝিব পোড়া বিধাতার সনে।
কমলা। (স্বগত)
এ কি এ প্রলাপ বালিকার? শিশুমতি
সুকোমলা বালা, স'য়ে নিদারুণ জ্বালা,
পিতৃদুঃখে পিতৃপরায়ণা, কহিল কি
কথা ক'টি পাগলের প্রায়!
তারা। দেখ'—দেখ'
কাঁদিব না আর! দেখ'—দেখ', আজি হ'তে
নয়ন না ভিজিবে তারার। আজি হ'তে
বুক বেঁধে দেখিব—দেখিব প্রাণসই!
কি আছে লো! মনে বিধাতার।
কমলা। না—না—কথা
প্রলাপ ত নয়। শোক ঢাকা ও বদন-
চাঁদ, আজি মুহূর্ত্তেই ঘুচায়ে বিষাদ,
কি যেন—কি যেন এক অপূর্ব্ব প্রভায়
হ'ল বিকসিত! চাঁদমুখে এ কি কথা
শুনি? না—না শুনিবার কথাই কমলে!
তারকা যে ক্ষত্রিয়নন্দিনী!
বা। প্রাণসই!
সাপতিজ্ঞাই করিনু এবার,—পিতৃদুঃখ
অহং ঘুচায়ে বিশ্রাম না লবে আর তারা।
পৃথ্বী। (আর কিসে রাখিবি পিতায়? ধা লো তারা
হত্যা ধনুর্ব্বাণ, বিঁধে-আন্ যবনের
উপহাস এবে চারু করে অসি, ধর—ধর

ধর লো রূপসি! গুরু নিতম্বের ভারে
নাচিতে সমরে, ওলো মরতের তারা!
কাঁপাইয়া দে লো বসুন্ধরা।
তারা। পরিহাস
নয় সখি! পরিহাস নয়। রণরঙ্গে
যথার্থ ভাসিবে তারা সমর-তরঙ্গে।
হৃদয়ের কথা শুনি যাব—হৃদয়ের
কথা শুনি প্রয়োজনে প্রাণ বলি দিব।
মায়ের মন্দিরে কায়া পূজিবার ফুল।
কমলা। (স্বগত) তারা রে! সখী রে! এ ত
পরিহাস নয়,
হৃদয় যা বলিতেছে বলিলাম তাই!
সংবরিতে নারি সই! হৃদয়-উচ্ছ্বাসে।
(পটক্ষেপ)

দ্বিতীয় অঙ্ক

—*—

প্রথম দৃশ্য

ভবানী-মন্দির।

গুরুদেব আসীন।

গুরু। ছাড়িতে নারিনু কামনায়। ও মা তারা!
প্রাণ ভ'রে পূজেছি মা তোরে। দে মা—দে
মা! তার ফল। প্রাণ বড় হয়েছে চঞ্চল।

(তারার প্রবেশ)

তারা। বাবা! এই দেখ চেয়ে তোমার তনয়া
কেমন অপূর্ব্ব সাজে সেজেছে এখন।
গুরু। কে মা—তারা!—কোথায় ছিলি মা
এতক্ষণ?
আহা! আহা! কি সুন্দর সেজেছ জননি!
তারা। এই দেখ তোমার প্রদত্ত তরবার
নারীর কোমল করে লয়েছে আশ্রয়।
এই দেখ ধনুর্ব্বাণ, এই দেখ তূণ,
বর্ম্মে ঢাকা অঙ্গ দেখ মোর। দেখ—দেখ
কামিনী-কোমল-হিয়া লৌহ-আচ্ছাদনে
কেমন—কেমন তারে করেছি কঠিন!
করিয়াছি বরাহ-শীকার, মাংসে তার
তৃপ্ত করি' জনক জননী, চরিতার্থ
করি এ জীবন।

গুরু। কি—কি? কি বলিলি তারা?
একাকিনী গিয়েছিলি বনে?
তারা। একা বই
কারে হেথা যাব সঙ্গে লয়ে?
গুরু। একাকিনী
গমন সে বনে, ঘুণাক্ষরে আন যদি
মনে, কেড়ে লব যা দিয়াছি তোরে। খুলে
ল'ব বর্ম্ম চর্ম্ম সাজ, কেড়ে লব অসি
তূণ বাণ, পলাব এমন দেশে আর
পাবি না সন্ধান।
তারা। এই লও, কি দেখাও
ভয়? খুলে দিব সমুদয়।
গুরু। রাখ্—রাখ
কিছুক্ষণ, দে মা তারা! জুড়াতে নয়ন।
তারা। আমি ক্ষত্রিয়ের মেয়ে, অস্ত্র যদি চাই,
যে যা পাবে এনে দিবে, ঘর যাবে ছেয়ে।
ব্রাহ্মণ-নন্দিনী আমি, ভুবানীর স্বামী
তুমি বাবা—পিতৃপদে তব অধিকার।
অস্ত্রের ভাবনা আমি ভাবি? কোন স্থানে
অস্ত্র যদি নাহি মিলে, কেড়ে লব অসি
ভবানীর।
গুরু। রহস্যের কথা নয় তারা!
একাকিনী ফের যদি বনে যাও, কথা
স্থির জেন, কেড়ে লব যা দিয়াছি তোরে।
তারা। কেন বাবা? কি ভীষণ কার্য্য করিয়াছি?
একাকিনী মৃগয়া-কারণে গিয়েছিনু
বনে—তাই ক্রোধ এ দাসীর প্রতি? এত
যদি প্রাণে ভয়, তবে কেন বলেছিলে,
মহত্ত্ব রাখিতে, নরে না রাখিতে পারে
প্রাণে ভালবাসা? মাছ ধরি অভিলাষ,—
যাব না সরসী-পাশ, জল না করিব
পরশন;—এই যদি পিতঃ তব মন,
তবে মোরে সাজাইয়ে ভাল কর নাই।
গুরু। থাকিবি সিংহের পেটে, বল্ দেখি তারা!
এ মহত্ত্ব রাখিবারে কে শিখাল তোরে?
বনফুল ফুটিয়াছে বনে। কোথা তারে
বসাব কাননে, কোথা মনোহর বাসে
মাতাইয়ে দিবে ধরাতল? কোথা হবে
বিপিনে বিলীন! বল্ দেখি পাগলিনি!
অরণ্যে রাখিবি প্রাণ তাই এত ক'রে
বিদ্যা তোরে করিলাম দান?
তারা। আজ হ'তে
অনুমতি বিনা আর যাব না কাননে।
কিন্তু গুরো! এক কথা চরণে সুধাই,—
জীবনে মমতা যদি রাখাই আদেশ
তবে কেন দাসী-করে অসি দিয়েছিলে?
গুরু। ক্ষুদ্র বালিকা যে তুই কি বুঝাব তোরে?
গুরুভার শিরে, রাখ্ দেখি ভূমিতলে
ধীরে; পরে যেও বাছা বরাহ-শীকারে!
পিতা মাতা কাঁদে নিশি-দিন, যদি বিধি
দিয়াছে সে দিন,—যদি ব্রত লয়েছিস্
তারা! মহাব্রত কর আগে উদ্যাপন।
প্রাণ নয় তাচ্ছীল্যের ধন, প্রাণ নয়
খেলার পুতলী। মনে কথন ভেব না
প্রাণে যার মায়া নাই মহৎ সে জন।
সাধ যা পরের কার্য্য, সাধ বা আপন,
পালিতে বিধির আজ্ঞা প্রাণ চাই আগে।
তারা। যে কুকর্ম্ম করিয়াছি, আছে বহির্দ্বারে
ফল তার, বাবা! হবে না কি অনুমতি
আনিতে হেথায়? বাবা! ক্ষুদ্র সে আকার,
কিন্তু এত ভার তার, তার উত্তোলনে
বাহুদ্বয় অসাড় আমার। বোধ হয়
ভগ্ন-মধ্য তুরঙ্গ তোমার।
গুরু। তারা! তোর
উপার্জ্জন, লক্ষ নৃপতির ধন। আমি
দেখিব না? কে দেখিবে জননি আমার?
চল্ চল্ দেখে আসি বরাহ আইলে
কোথা ফেলে। অশ্ব মোর রেখেছ কোথায়?
তারা। বাঁধা আছে মন্দির-দুয়ারে।
[উভয়ের প্রস্থান।

(বীণার প্রবেশ)

(গীত)

বড় সাধে সুখের ফাঁদে প'ড়ে মন ত চলে না।
এই কত কই, এই ভুলে রই, মনে আসে আসে না।
মনে করি কত করি,
সকল সুখে হৃদি ধরি,
এ ধরিতে ও যায় চ'লে, ডাকলে তারে ফেরে না।
একেবারে সব সাধের সাধ
কেবল এসে দেয় বিষাদ;
দুখের সনে সুখের বাদ
সুখেও সুখ মেলে না।

বীণা। গুরুদেব যে গানটি আমাকে কাল শিখিয়েছেন, সে গানটির সত্যতার সঙ্গে যেন সুর

বীণা। গেলেম আলবালে জল-সেচন করতে, সেখানে নবজাত তরুলতার সুশ্যামল উঁা্গুচ্ছের মত পাতাগুলি দেখে মনে পড়ল আমার শ্যামা শাখীটি। আমার কাছে যেতে, পথে ধরলে শারীর মত শারী। তারে কি ছাড়াতে পারি? তার বাঁ দিকের শিষে ছুটো ডাল বেরিয়েছে, তাই দেখাবার জন্য মাথা নেড়ে আমার কাছে ছুটোছুটি করতে লাগল। আহা! শারীর আমার কি চোখ! সে যখন এক একবার কেল্‌ কেল্‌ ক'রে আমার দিকে চাইতে লাগল, তখন ইচ্ছা হ'ল, একবার ধ'রে শারীর মুখের চুমো খাই। আমাকে ধরা দিলে না, কাজেই আমার রাগ হ'ল—ছুটে গেলেম সরোবর-তীরে। শারীকে ডেকে বল্লেম, তোর চোখের মতন জিনিস আমার কি আর নাই! শারী লজ্জায় আমার কাছে আসতে লাগল। আমি রাগে আর ধরা দিলেম না। শারীর জন্য শ্যামাকে ভুললেম, রাগের জন্য শারীকে ভুললেম। সরোবর-তীরে গিয়ে দেখি না, কমলমণি আমার এখনও মুখ খোলেন নি। সকলকে ফেলে এইবারে মা! তোর কাছে এসেছি। বল্‌ দেখি শ্যামা! সকাল বেলায় আমার কেন এমন হ'ল? বল্‌ দেখি মা! কেহই কেন আজ আমারে আদর কল্লে না? হাসিস্‌নে মা! সত্যি সত্যিই আমার প্রাণে আজ বড় দুঃখই হয়েছে। ভবানি! তোর আশ্বাসেই মা! আমি সব দুঃখ ভুলে যাই। আশ্বাস দে মা জননি! আশ্বাস দে তারিণি!

(কমলার প্রবেশ)

কমলা। কি দুঃখ হ'ল গো বীণে? তোর আবার কি দুঃখ হ'ল? তোর দুঃখ, তোর দিদির দুঃখ, তোদের হ'ল কি? দাও মা! জগদম্বে! বীণার একটি রাঙা বর জুটিয়ে দাও। দাও মা! ব্যগ্রতা ক'রে বলি। দুই বোনের দুঃখ আর ত দেখতে পারি না।

(অজয় সিংহের প্রবেশ)

ও গো, ও গো! তুমি নাকে সরষে-তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছ—এ দিকে দেখ কাণ্ড-কারখানা কি।

অজয়। কি—কি—কি হয়েছে?

কমলা। (বীণার মুখ ফিরাইয়া) এই দেখ, তোমার সাধের পদ্মপত্রে আর জল ধরে না।

অজয়। কাঁদচো? কেন দিদি কাঁদচো? কে তোমায় ব'কেচে? কমলা! চুপ ক'রে রইলে কেন? বল্‌ না, কি হয়েচে?

বীণা। আমার দুঃখ হয়েছে।

কমলা। ওই শোন।—তা তোমরা ত কেউ দেখবে না।

অজয়। (চোখ মুছাইয়া) ছি দিদি? সকাল-বেলাই কি কাঁদতে আছে?

কমলা। দুঃখটা যে কি কারণে হ'ল, একবার ভেঙে বল।

বীণা। (পলায়ন)

কমল। যাস্‌ নি—যাস্‌ নি! আমি আর তোকে জিজ্ঞাসা করব না! ফের যায়—তবে রস্‌ ত!

[প্রস্থান।

অজয়। শিরে আজ অতি গুরুভার। কমলায়
ছাড়িতে আমার,—চক্ষু-অন্তরালে তারে
কিছুকাল রাখিবার তরে—কেবা জানে
কত কাল তার পরিমাণ—গুরুদেব
করেছেন আদেশ আমায়। হ'তে হবে
পৃথ্বীরাজ-সনে অনুচর। যাব রাজস্থানে;
পৃথ্বীরাজ-সনে,—যেথা যাবে যুবরাজ—
যাইতে হইবে মোরে। দ্বিধা নাই মনে,—
যাহার কারণ হবে কাতর অন্তর,
পরদুঃখে বিগলিত-প্রাণা, সেই মোর
হৃদয়ের বল, মোর প্রাণের কমল
হাসিয়া দিয়াছে অনুমতি। বিন্দুমাত্র
মলিনতা ছিল নাক মুখে—বড় সুখে
প্রাণেশ্বরী দিয়াছে বিদায়। তবে আজ
আর কেবা পায় মোরে? ক্ষত্রিয়-সন্তান;
ক্ষত্রিয়ের কার্য্যে, আজ করিব প্রয়াণ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মন্দির-প্রাঙ্গণ।

(বীণার প্রবেশ)

বীণা। নাচিবার সাধ বড় আজ। দিদি পরি
রণসাজ, গুরুসনে চলেছে কোথায়।
এ আনন্দ রাখিব কোথায়? মহেশ্বরি!
এ আনন্দ দেখাইব কারে? ও মা তারা!
তারার দেখেছি আজি প্রফুল্ল বদন।

যে বদনে মলিনতা হেরে, কত কথা
বলেছি মা! তোমারে মা গো! সেই তারা
যায় চ'লে হাসিমাখা মুখে।—ও মা! তারা
আজ হাস্তমুখে শুরুসনে বন-বিচারিণী।
দুঃখিনী সে ভগিনী আমার—দিবানিশি
মলিন থাকিত মা গো! মুখখানি তার।
কেন সে ভাবিত সদা, কেন সে বয়ান
দিবানিশি মা ম্লান, কত দিন
হাত দুটি ধ'রে, কেন কাঁদ বলেছি মা!
তারে; নিরজনে করিত রোদন।
সে তারার সহাস্ত বদন, আজ বীণা
করি দরশন, কি করিবে, কি ভাবিবে
পায় নাক' ভেবে। ইচ্ছা হয়, গাই
দুটো গান—ইচ্ছা হয় প্রাণ খুলে নাচি!
ও মা! আজ আনন্দ দেখাতে বড় সাধ।
বল্ দেখি তারা! বল্ দেখি কেমনে সে
আনন্দ দেখাই?

(গীত)

মা কি তোর সকলি ভাল!
তোর হাসির বদন— সজল নয়ন,
আঁধার গগন—রবির আলো!
তোর চরণ দলন— অঙ্কে ধারণ—
মোর হিংসা মায়ায় একই ফল।
তোর মাথার মণি মহামায়া!—
চরণ-তলে মহাকাল!

অসি করে রণবেশে দিদি গেল বনে.
দেখে তারে মনে হ'ল যে বুঝি মা তুই!
তুমি ত মা জগতের প্রাণ; কে জানে মা
মহেশ্বরি! আছ কি না আছ তার স্থান।
যাই আমি,—ফের যাই,—ফের গিয়া দেখি
কেমন সেজেছে প্রাণ-সোদরা আমার।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

ভবানী-মন্দির।

গুরুদেব ও সারণ।

গুরু। আমার কাছে আসবার আগে—না পরে?

সারণ। চারণীর কাছে আগে যান; তার পর মৃগয়ায় আসেন।

গুরু। এ কথা ঘুণাক্ষরেও ত আমায় কাছে প্রকাশ কর নি।

সারণ। আজ্ঞে প্রভু! আমি কি তার কিছু জানি? আমি জানলে কি আর এ সর্ব্বনাশ হ'ত? খুড়ো রাজা সূর্য্যমল আমাকে সঙ্গে ক'রে বনমধ্যস্থ এক সরোবর দেখাতে নিয়ে গিছিলেন। ইতোমধ্যে এক দেবালয়ে দুজনকার বিবাদ বাধে।

গুরু। সঙ্গরাজ হত হয়েছে, এ কথা শুনলে কোথা থেকে?

সারণ। তাঁরই জন কয়েক অনুচর দেখেছে। তারা মধ্যম কুমারকে রক্ষা করবার জন্ম ছুটে গিছিল। তাদের মধ্যেও চার জনকে পৃথ্বীরাজ নিহত করেছেন।

গুরু। ভ্রাতৃহন্তা!—ভ্রাতৃহন্তাকে মন্ত্রদান করলেম?

সারণ। আমার কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় না।

গুরু। সেই সহাস্তবদনে পাপ কালিমার একটা চিহ্নও ত খুঁজে পাই নি সারণ!

সারণ। গুরুদেব! এখনও বলছি, আমার বিশ্বাস হয় না—আমার খুড়োরাজার উপর সন্দেহ হয়।

গুরু। আমারও সন্দেহ হয়।—যাই হ'ক, সূর্য্যমলের কৌশলই হ'ক, কি নাই হ'ক, সঙ্গরাজ প্রাণে বেঁচে থাকুক আর নাই থাকুক, এ ভ্রাতৃবিরোধের পরিণাম-ফল আমি ভাল বুঝছি না। পৃথ্বীরাজের কোনও সন্ধান পেলে না?

সারণ। আজ্ঞে না। নির্ব্বাসন-দণ্ডাজ্ঞা শোনবার পর-মুহূর্ত্তেই তিনি চিতোর পরিত্যাগ করেন।—

গুরু। কমলে!—কোন্ দিকে গিয়েছে শুনেছ?

সারণ। শুনেছি, তিনি এই দিকেই এসেছেন।

(কমলার প্রবেশ)

গুরু। তোমার স্বামীকে আর তারা-বীণাকে ডেকে নিয়ে এস।—এই যে অজয় আসছে। তবে যাও, তারা-বীণাকে নিয়ে এস।

[কমলার প্রস্থান।

—হত্যা সম্বন্ধে আমার খুবই সন্দেহ। আমি বুঝতে পেরেছি, সঙ্গরাজ পরাস্ত হয়েছে; সুতরাং তারই স্কন্ধে সমুদায় দোষ পড়েছে। নির্দ্দোষ

রাজকুমার কোচে, অপমানে আর দেশে ফিরতে সাহস করেনি।

(অজয়ের প্রবেশ)

অজয়! অজয়! পৃথ্বীরাজ ও সঙ্গরাজ দুই ভ্রাতায় বিরোধ ক'রে দুজনেই নিরুদ্দেশ। তোমাকে তাদের সন্ধানে যেতে হবে। তোমাকে চিতোরে পাঠাচ্ছিলেম, সেখানে যাবার আর প্রয়োজন নাই।

অজয়। যে আজ্ঞে।

(তারা-বীণা সহ কমলার পুনঃ প্রবেশ)

গুরু। দেখ সারণ! তোমাকে আর অন্য কোনও স্থানে যেতে হবে না। তোমাকে আমার এই কন্যাত্রয়ের ভার সমর্পণ করলেম; তুমি সর্ব্বদা এদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে। তোমার আর অন্য কাজ নাই।

সারণ। যে আজ্ঞে।

গুরু। তারা! তোমরা দুই ভগিনীতে একে আপনার ন্যায় দেখবে। একে বাড়ী নিয়ে যাও। তোমার পিতা পরিচয় জানতে চাইলে ব'ল, আমি গিয়ে সব বলবো। যাও—আর বিলম্ব করবার প্রয়োজন নাই।

[সারণ ও তারা-বীণার প্রস্থান।

কমলে! তুমি একবার এস দেখি—তোমার স্বামীকে যদি কিছু বলবার থাকে ত ব'লে নাও। আমি অজয়ের যাবার আয়োজন করি গে।

কমলা। যাবার এক কথা! আমি আবার কি বলবো?

[গুরু ও কমলার প্রস্থান।

অজয়। স্বার্থত্যাগ ক্ষত্রিয়ের কাজ। পতিপ্রাণা
কমলা যখন আজ হৃদয়ের ধনে
মৃণাল-বন্ধন হ'তে দিয়াছে খুলিয়া,
কি আশঙ্কা ছেড়ে যেতে কমলে আমার?
কি যাতনা তার অদর্শন?

(কমলার পুনঃ প্রবেশ)

কমলা। এই লও;
গুরুদেব দিয়াছেন পথের সম্বল।

অজয়। পর্য্যটন করি নানা স্থান, পৃথ্বীরাজে
করিব সন্ধান। সঙ্গরাজে যেথা পাব
সেখানে ধরিব গিয়া তারে। চিতোরের
অদৃষ্ট-বন্ধন প্রিয়ে! সমগ্র ভারত
সনে; তাই যাব অন্বেষণে, কোথা আছে
কুমারযুগল। ক্ষাত্রবংশে জনমিয়া—
মহামতি পিতৃগণ যার, দয়া, ধর্ম্ম,
পর-উপকার, সুন্ধমাত্র করেছিল
জীবনের ব্রত, সেই পুণ্য-বংশে আমি
লভেছি জনম। কুললক্ষ্মী সে বংশের
তুমি প্রাণেশ্বরি! মাত্র আহার-বিহারে—
সাগর-প্রমাণ এ জীবন—সে জীবন
সুদ্ধ কি দম্পতি-সুখে যাবে বিলাইয়া?

কমলা। সাজায়ে রেখেছি তুরঙ্গমে; দেখ' যেন
বিপৎসঙ্কুল পথে ক'র না গমন।
করিও না নিশা-পর্য্যটন। শ্রান্ত যেই
হবে পরিশ্রমে, ভাল গৃহস্থের ঘরে,—
অভ্যস্ত যে সমাদরে, যাইয়া সেথায়
লভিও বিশ্রাম-সুখ। লোকালয়ে কর
পর্য্যটন। নর নাই যে যে স্থানে,—দেখ'—
ভুলেও সে স্থানে যেন দিও না চরণ।
তবে যদি প্রয়োজনবশে, যেতে হয়
জনহীন দেশে,—দেখ'—রবি নাহি যেতে
অস্তাচলে আবার ফিরিও লোকালয়।
কার্য্য যেই করিবে সাধন,—যেই দণ্ডে
পাইবে সন্ধান, সাথে এনে দুই জনে,—
অবিলম্বে গুরুকরে ক'র সমর্পণ।—
মায়ের চরণ-ধৌত-জলে, সিক্ত করি
মায়ের চরণে দত্ত জবাবিল্বদলে
অক্ষয় কবচ এই গঠেছি তোমার;
কর সখে! বাহুতে ধারণ।

(বাহুতে ফুল বন্ধন)

প্রণমিয়া
মায়ের চরণে লও আশীর্ব্বাদ।

অজয়। মা!—মা!
বিশ্বমাতা! ঈশ্বরি! শঙ্করি! এই ভিক্ষা
তোর রাঙা-পদে মা গো! সুস্থকায় রেখ'
কমলায়।

কমলা। স্বার্থপর! এ কি ভালবাসা?

(প্রণামকরণ)

নাথ! এ মিনতি দুটি পায়, দণ্ড তরে
মনে যেন ক'র না আমায়। দেখ' যেন
প্রবাসেও কার্য্যবিঘ্ন না করে কমলা।
প্রাণেশ্বর! হে বীরকুঞ্জর! নানা শত্রু
আছে চারিধারে;—মহারাজ-উপকারে

যে ছুটিবে আত্মসমর্পণে, সে দেবতা
সংহার কারণে, চতুর্দ্দিকে আছে কত
দৈত্য অগণন ; তাই সকাতরে দাসী
সাবধান করিল তোমায়। স্বাস্থ্য মোর
বৃথা আকিঞ্চন। প্রভো ! হৃদয়-দেবতা !
যে দিবসে পেয়েছি তোমায়, মহেশ্বরী
সে দিন হইতে স্বাস্থ্য দেছেন আমায় ;
প্রাপ্তধন পুনর্লাভে কেন আকিঞ্চন ?
নাথ ! এ ত নয় ক্ষত্রিয়ের কাজ ?

অজয়। প্রিয়ে !
আমি ত ক্ষত্রিয় নই। তোর পাশে থাকি
যতক্ষণ—আমি যে লো ভিখারী ব্রাহ্মণ।

কমলা। বিলম্ব উচিত নয় আর। গুরুদেব
গিয়াছেন স্নানে,—যদি আসেন এক্ষণে—

অজয়। না কমলে ! বিলম্ব কি আর—এই আমি
করিনু প্রস্থান।

[অজয়ের প্রস্থান।

কমলা। আর আমি যাইব না
সনে—বড় ভয় ! পাছে বিচলিত হয়
স্বামীর অন্তর। বহুদূর যাবে—একা
জনশূন্য জলায়, জঙ্গলে, গিরি-পথে,
পথগ্রাসী নদী-উপকূলে,—ধারা-জলে,
তারকা ছাদের তলে, উত্তপ্ত বালুকা-
বুকে, প্রচণ্ড পবনমুখে—আজ হেথা—
কাল সেথা ক'রে, স্বামী মোর কোথা হ'তে
কোথায় ফিরিবে।—মা—মা !—
ঈশ্বরি ! শঙ্করি !
বল্ না মা ! কিবা ভিক্ষা মাগিব চরণে ?
কি তোর অজ্ঞাত আছে অন্তর-যামিনি !
কিন্তু মা গো সন্দেহ আমার—প্রাণেশ্বর,
যার গুণে মুগ্ধ কোটি নর,—অকাতরে
মর্ত্ত্যের ঐশ্বর্য্য ছাড়ি রাজশ্রী-সম্পদ,
যেই স্বামী মহারাজ-সনে স্ব-ইচ্ছায়
জীবনপ্রবাসী, যেই স্বামী এ—
নিষ্ফল উদ্যমে মহারাজে রাজ্য তাঁর
ছুটেছিল করিতে অর্পণ,—বল দেখি,
জীবন বৃথাই কি মা তার ? একা—মা গো !
একমাত্র সহায় রাজার—আর কেহ
নাহি ছিল—তাই ত মা উদ্যম নিষ্ফল।
প্রতি দণ্ড পল যার মহত্তায় ভরা—
ব'লে দাও—কে আছে ?—এমন শক্তি কার ?
করুক সে বিশ্লেষণ,—করুক সে জন
ব্রহ্মাণ্ডের পটে সেই মুহূর্ত্ত বিস্তার ;
দেখিবে তখন প্রতি দণ্ড প্রতি পল তার
অনন্ত সীমায় না কুলায়। প্রভো ! প্রভো !
হে স্বামিন্ ! হৃদয়-ঈশ্বর ! যত তুমি
আপনায় কর হীন জ্ঞান—আমি যেন
তোমারি হীনত্ব নাথ ! যুগে যুগে পাই।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

লতাকুঞ্জ।

লতান্তরালে সারণ।

সারণ। দুই ভাই ছিল এক ঠাঁই, কে দিল রে
দুজনের সেই সুখস্থান ঘুচাইয়ে !
চিতোরের অন্ধকার না ঘুচিবে আর—
চিতোরের ভাগ্যরবি জনমের তরে
গেছে রে গেছে রে অস্তাচলে।
কোথা—কোথা
পৃথ্বীরাজ—তুমিই বা কোথা সঙ্গরাজ !

(কমলার প্রবেশ)

(স্বগত) এ কি ! এ কি ! কমলে !—
কেন মা নিরজনে ?
কাঁদিব মনের সাধে বসিয়ে বিজনে,
তাহাতেও সাধিলি মা বাদ ? মুখ দেখে
সব ভুলে যাই যে জননি !

কমলা। গুরুদেব ?
কি করেছ আজ ? অবশেষে এই সাজে
সাজিল কি সহচরী ? বাবা ! সুকোমলা
সুকুমারী মেয়ে, দিলে কি না তার শেষে
অসি সনে বিয়ে ! সাজে না কি অলঙ্কার
গায়, তাই এ হেন কঠিন সাঁজোয়ায়
সাজিতে দেখিলে ভাল তারে ? কটিতটে
চারুচন্দ্রহার, পেয়ে সে গুরু নিতম্বে
অবস্থান, কোথা বিশ্বরূপে দেখিবে সে
হার ; কোথা দিলে সেথা অসির বন্ধন ?
ক্ষীণমাঝা চন্দ্রহাসে শোভিল কি ভাল ?
হেলিতে দুলিতে যেথা বিমোহিনী বেণী
অস্থির ছুঁইতে যেত' রাতুল চরণ,
বেঁধে সেথা দিলে শরাধার ? যে মোহন

হাসি, ঢল ঢল সে বদনে ভাসি, আবেশ
শশী-সনে যুঝিত গো রণে—বল বল
কি মাধারে দিয়াছ সেথায় ?

সারণ। (স্বগত) কার কথা ?
কি বলিলে জননী আমার ?

কমলা। রণবেশে
সাজিবে যখন,—যবে ক্ষুদ্র বালিকার
মহান্ প্রতাপে—সে কোমল পদভরে
থর থরে ধরণী-কম্পনে, হইবে গো !
শত বীর-কেশরীর শিরোবিঘূর্ণন,—
ব'লে দাও—হে জ্ঞানী ! হে মহাত্মা ব্রাহ্মণ !
বালিকার সে চাঁদবদন, ধরিবে কি
মেঘবিজড়িত সেই কৌমুদীপ্রভায় ?

সারণ। (অগ্রসর হইয়া) উন্মাদ হইনু আমি,
বল মা কমলে ! কার কথা ?

কমলা। যেথা ছিলে সেথা ফিরে যাও ;
এখনি শুনিবে বাছা !—আসিতেছে তারা।

(সারণের অন্তরালে গমন)

(তারার প্রবেশ)

কোথা হ'তে এলি সখি ! আমারে না ব'লে
নিতি নিতি কোথা যাস্ চ'লে ?

তারা। এত দিন
যাই, রোজ দেখা পাই, তবে আজ কেন
সুধাও কমলে ? কেন সই আজ এত
ইচ্ছা জানিবার ?

কমলা। ভাই ! ব'ল না ব'ল না
আর সই ; কমলায় কর জলসই—
বাঁচিবার সাধ নাই আর। তারা ! তারা !
যার কাছে খুলিয়াছি হৃদয়ের দ্বার
সে জন আমার কাছে করেছে চাতুরী।

তারা। দুঃখিনী সঙ্গিনী সই !—কাঁদাইতে তারে
এত কি প্রমোদ পায় অন্তরে তোমার ?
থাকে থাকে, বাহিরায় এ হেন দারুণ
বচন লো শশিমুখি ও চারু বদনে,
মরমে বিঁধিয়া সই পশে লো হিয়ায়,
আকুল করিয়া দেয় প্রাণ। সই—সই !
তীব্র যদি কমল-নিশ্বাস,—কোকিলের
কলকণ্ঠে বসে জলধর,—অথ যদি
বিঁধে যায় শিরীষের ফুলে—চাঁদে যদি
পোড়ায় শরীর, বল্ দেখি কার কাছে
যাই—বল্, কোথা গিয়ে জীবন জুড়াই ?

কমলা। লজ্জার শৃঙ্খল বল, কমলের দল
অসি-সনে যদি ভাই যোঝে মল্লরণে,
কোমলা কুমারী যদি কোমল নিশ্বাসে
তুলে তাই সিন্ধুনীরে তরঙ্গের মালা
কেন লো হবে না তীব্র কোকিল-কাকলী ?
কেন লো হবে না উষ্ণ চাঁদের কিরণ ?

সারণ। এ কি—প্রহেলিকা ! এ যে অজ্ঞান করিল
মোরে ! এ কি ছদ্মবেশী বনবিহারিণী ?

তারা। কার মুখে শুনিলি কমলে ? বল্ বল্
প্রাণ-সহচরি—দুটি করে ধরি, কার
মুখে শুনেছিস ভাই ? লুকাইয়ে নিতি
আসি যাই ; পিতা মাতা প্রতিবেশী জন
তারার গুণের কথা কেহই না জানে।
চুপি চুপি রণশিক্ষা করি,—বল্ বল্,
কার কাছে শুনেছিস্ প্রাণসহচরি ?
ক্ষমা ভিক্ষা চাই। প্রাণ যেথা সব কথা
প্রাণ খুলে বলে, আজি সরমের দায়ে
সেথায় প্রাণের কথা লুকাই কমলে !
লজ্জা যার অঙ্গে অঙ্গে ..রিক্ত ভূষণ,—
রমণীর হেন অলঙ্কার,—প্রাণসই !
বিধাতার কোপে প'ড়ে হ'ল ছারখার।
স্বজনি ! লজ্জার মাথা খেয়ে, তারা আজ
শিখিতেছে যবনে দলিতে পদতলে—
কার মুখে শুনিলি কমলে ?

সারণ। (স্বগত) তারা—তারা ?
কি বলিলি সুকোমলা মেয়ে ?

কমলা। সহচরি !
হাজার দুর্যোগ হ'ক, তবু কি কখন
নিশাজ্ঞান হয় দিনমানে ? বল্ দেখি,
বিজনবাসিনী ব'লে তোর যশোধারা
আবদ্ধ কি রয়ে যাবে অরণ্য-প্রাচীরে ?
বিপন্নে তস্কর-করে করিয়ে রক্ষণ
লুকাতে বাসনা ছিল গুণগরিমায় ;
এ কথা কি থাকে চাপা ? তোর আগে ভাগে
এসেছে লো কীর্ত্তি তোর সমীপে আমার।
বাঁচায়েছ যায়, পথে পথে সেই নর
গেয়ে গেয়ে যায় ;—যারে পায়, তারে ডাকি
অমনি শুনায়। শুনি যশোগান, ভাই !
দুরু দুরু কেঁপে গেল প্রাণ। সুধাইনু
সে কেমন নারী ? প্রাণ ভ'রে গাহিল সে
রূপের মাধুরী। পিতা মাতা বুঝিল না
তোর। ভাই ! আমি কিন্তু আনন্দে বেশায়
হয়ে ভোর, ছুটে এনু তোর অন্বেষণে—

ভবানীমন্দিরে গেনু, গুরুদেব-ঠাঁই,
অজয়ের তীরে গেনু, আমার কুটীরে ;
খুঁজে খুঁজে অবশেষে এসেছি হেথায়।

সারণ। আর প্রাণ থাকে না যে স্থির, যাব না কি
ছুটে ? তুমি লুটি লোটাব কি শির ?—তারা !
না—না—নয়নের ভ্রম। এ ত জাগ্রত-স্বপন।

তারা। আমি তুই বুঝিলি কেমনে ?

কমলা। শুনিলাম,
নারীকরে বাঁচিয়াছে পথিকের প্রাণ,
ভাবিলাম সে রমণী তারা। শুনিলাম
সে রমণী ঢাকা সাঁজোয়ায়, বুঝিলাম
সে রমণী তারা। শুনি উমার বদন
তার মুখে, তারকার প্রভা তার চ'খে।
নিশ্চয় বুঝিনু,—মনশ্চক্ষে ফুটে তুই
পাগল করিলি সই মোরে।—ভুলি নাই
সখি !—সরসীর তীরে, কমলার হাত
দুটি ধ'রে ভাসিতে ভাসিতে চক্ষুজলে,
যে প্রতিজ্ঞা করেছিল ক্ষত্রিয়নন্দিনী,
ভুলি নাই সখী ! এখনো সে লেগে আছে
কানে ;—যত দিন প্রাণ রবে, তত দিন
বালিকার সে গম্ভীর স্বর হৃদয়ের
প্রতি তারে তুলিবে ঝঙ্কার। ক্ষমা কর্
প্রাণ-সই ! কত কথা বলিয়াছি তোরে।

তারা। ও কি কথা !—(জা[illegible] পাতিয়া)
মূলমন্ত্রদাত্রী গুরু তুমি।
যা' কিছু আমার আজ দেখিছ স্বজনি !
তোমারি ত সুনীতি-শিক্ষায়। অকল্যাণ
কেন তবে কর তার ? কর আশীর্ব্বাদ,
যে কারণে এ দশা আমার—ফল যেন
পাই,—যেন পিতারে আমার সুখী দেখি।
সখী রে সে দিন ফিরে আসিবে কি আর ?

কমলা। নিশ্চয়,—নিশ্চয়।
সখী ! দিনেকের তরে
একমনে পূজে থাকি যদি কাত্যায়নী,
তবে স্থির জানি, এক দিন ত্রিতলের
শিরে, আবার বসিবে মহারাজা—ওঠ।

তারা। ভবানীর পূজা ছাড়ি, তিন দিন কোথা
ছিল গুরুদেব ? জানিস্ কি সহচরি ?

কমলা। এই ত শরীর তোর, এই ত বয়স,
শশিমুখে মাখা তার ভীতি কোমলতা—
বল্ দেখি তারা ! তুই কোথা পেলি বল্,
যে সাহসে আগুলিলি তস্করের গতি ?

তারা। বল্ ভাই দাদা কোথা গেছে—বল্ ভাই !

কমলা। কি জানি কেমন মেয়ে তুই লো স্বজনি !
যে অঙ্গে উঠিয়ে ফুল ফুল্লমুখে চায়,
স্বগৌরবে হয়ে গরবিণী, কেমনে লো !
সে অঙ্গে পরালি সাধে লৌহ-আবরণ ?

তারা। চল্ ভাই, ঘরে যাই। লজ্জায় মরিব
সই কেহ যদি শুনে।

সারণ। (অগ্রসর হইয়া) দে দেখি জননি !
চরণের ধূলি আজ লই রে মাথায়
জয় ক'রে আসি ভূমণ্ডল।—কেহ পাছে
শুনে, তাই আকুল পরাণে এ মায়েরে
ভুলাইতে চাও, কচি মেয়ে তুমি যে মা !
জান না ত যশের যে সহস্র বদন।
কোন্ মুখে বাধা দিবি তারা ? যেথা যাব
খুলে দিব প্রাণ—যেথা যাব, করিব মা
তোর গুণগান। মুক্তকণ্ঠে রাজস্থল,
দরিদ্র কুটীর, নগেন্দ্রের তুঙ্গশির,
সন্ন্যাসীর গুহা, সে মধুর গীতিরবে
দিবে প্রতিধ্বনি।—দেখ কে আসে আবার।

(বীণার প্রবেশ)

বীণা। আছি বনে চিরকাল, বন মোর ঘর,
কে জানিত মহারাজ পিতা—কে জানিত
তারা বীণা রাজার দুহিতা। যবনের
করে রাজলক্ষ্মী ক'রে সমর্পণ, পিতা
মনোভঙ্গে এসেছে কানন। দিবানিশি
মলিন বদনে কেন থাকিত ভগিনী,
আমি কি তা জানি ? আমি এত কি বুঝিব
তার দুই মেয়ে থাকি' তার দুইধারে
ভাবিতাম বাবা মার সুখের সংসার,
কে জানিত সে জীবনে ঘোর অন্ধকার ?
কে জানিত রাজা যেই জন, কভু নহে—
তার তরে সুখের কানন। কে জানিত
সে রাজার রাণী বনে দুঃখিনী বন্দিনী ?
রাজ্য—রাজ্য—রাজ্য কথা শুনি, নামে তার
কি এমন শক্তি বিমোহিনী, মেয়ে যার
তরে, ধরে অসি-বাণ করে ? বাবা—বাবা।
হারায়েছ কি বস্তু এমন, যার তরে
সুখ নাই তোমার সংসারে ?—বুঝিবার
শক্তি মোর নাই।

তারা। কোথা হ'তে আসিতেছ দিদি ?

বীণা। গুরুদেব-পাশে ছিনু—সেথা হ'তে
লয়ে যেতে এসেছি হেথায়।—বেলা যায়
শীঘ্র চল ভবানী-মন্দিরে।

কমলা। নিজে নিজে
চুপি চুপি কি বলিলি বীণে?
বীণা। কই, কই?
কমলা। এই যে নড়িল ওষ্ঠদ্বয়।
বীণা। বল দেখি
এত দিন কেন গুরু শিখাইত গান?
কমলা। কেন—কেন তাই?
বীণা। বল দেখি এত দিন
কেন ছিল গান তার প্রাণ?
তারা। কেন দিদি?
সারণ। কেন—কেন মা আমার?
বীণা। জান কি কমলে!
এত দিন কেন ছিল গান তার প্রাণ?
শক্তিস্বরূপিণী যবে অসি ধরি করে
খণ্ড খণ্ড করিবে যবনে—পাছে তার
হাত ভেরে যায়—পাছে কোমল হৃদয়ে
ব্যথা পায়, এই বীণা বীণা লয়ে করে
গীত-সুধা ঢেলে দিবে হৃদয়ের ঘরে;
রণমত্ত তারা শিরোপর খুলে দিবে
নব জলধর। জেনে শুনে রণশিক্ষা
করিয়াছে তারা, জেনে শুনে বীণা আজ
সোদরা-সঙ্গিনী।
সারণ। জেনে শুনে আজি দাস
দাসখত দিল জনমের। ছায়ামত
রব সহচর। ও মহত্ত্ব-সিন্ধুনীরে
সারণ অস্তিত্ব তার দিল বিসর্জ্জন।

(নেপথ্যে শঙ্খঘণ্টা-রব)

তারা। আরতির হইল সময়।
কমলা। এস বাছা!
এস সবে যাই।—ও মা জননি! সর্ব্বাণি!
এই ভিক্ষা মাগি তোর পায়, মা গো যেন
অকালে অকূলে, মানবের অগোচরে
এ দুটি জীবন্ত তারা নিবায়ে না যায়!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

—•—

প্রথম দৃশ্য

কুটীর।

সূরতান সিংহ ও লক্ষ্মীদেবী আসীন।

সূর। প্রেয়সি! দুশ্চিন্তানলে হৃদয়ের সার
হয়ে গেছে ছারখার,—বুঝাইতে আর
এস না এস না প্রাণেশ্বরি!
লক্ষ্মী। ভেবে ভেবে
না জানি কি সর্ব্বনাশ করিবে আমার।
সূর। অন্য চিন্তা নাই—ভাবিতেছি শিয়রেতে
কাল;—যত প্রিয়ে যাইতেছে কাল, ভাবি
কোথা যাবে দারা, কোথা যাবে তারা, কোথা
যাবে জীবনের বীণা। চারিধারে ঘোর
অন্ধকার। রাজ্য—রাজ্য! কি দেখিছ আর?
অকূল দুরাশা-সিন্ধু-জলে, সুমহান্
তরঙ্গের বলে শতধায় ভেঙে গেছে তরী।
লক্ষ্মী। বলি, ভগ্নাংশ নরেশ-বংশধর!
অংশ ধ'রে প্রাণে কত আশা অংশীদার
বিনা কে বুঝিবে? আছ তুমি, আছি আমি
রাজার রমণী। আছ ব'লে, তারা বীণা
রাজার নন্দিনী। কে বলিতে পারে নাথ
কি আছে কপালে? রাজা ছিলে রাজ্যনাশে
হয়েছ ভিখারী। কেবা জানে কোন্ ক্ষণে
সে ভিখারী পুনঃ হবে রাজা!
সূর। অসম্ভব।
আত্মীয়-স্বজন নাই, বন্ধু বিপদের
লোক নাই, অস্ত্র নাই, নাই ভুজবল
কোথা হ'তে হবে প্রিয়ে রাজ্যের উদ্ধার?
সুখোচিতা প্রেয়সীর—বিপদ্ব্যথিতা—
অনাহারে, অনিদ্রায়, আত্মীয়-বিচ্ছেদে
প্রাণ হ'তে প্রিয়তর মহতী নারীর
চিরফুল্ল মুগ্ধ মুখ কালিমায় ভরা।
রাজার নন্দিনী তুমি ছিলে রাজরাণী;
তোমার এ দশা হেরি ভগ্ন চিত যার,
তা হ'তে হয় কি প্রিয়ে রাজ্যের উদ্ধার?
লক্ষ্মী। স্বামী যার আঁখি'পরে, কন্যা যার কোলে
বল নাথ এ জগতে দুঃখ কোথা তার?
সূর। বৃদ্ধকালে বনবাসে ক্ষত্র-নরপতি
সেবিবে শ্রীহরিপদ শাস্ত্রের আদেশ;

তারা বীণা যদি প্রিয়ে না হ'ত নন্দিনী—
যুবরাজ সম্বোধনে যদি ছলনায়
সমর্পিয়ে রাজ্যভার আসিতাম বনে,
জগতের সর্ব্বসুখ একত্র মিলনে
মোদের সন্ন্যাস-সুখে হ'ত না তুলনা।
এখন এ বনবাসে যবনের ভয়ে
যেন গো তস্কর-দণ্ডে হয়েছি দণ্ডিত।
স্বাধীনতা গেছে চ'লে—স্বাধীনতা সনে
সুচিন্তা ডুবেছে রাণি জলধির জলে।

লক্ষ্মী। ছেলেই যখন নাই, কেন অঙ্গ কালী
কর নাথ? দুই দিন পরে দোঁহে চ'লে
যাবে পর-ঘরে—র'বে দুটি বোন, দুটি
রাজপুত্রবধূ। তাই বলি নরনাথ,
তারা, বীণা না হ'ল বা ছেলে। ছেলে যদি
থাকিত আমার, তবে ছিল বটে কথা
ভাবনার। ধন্যবাদ কর বিধাতার,
এ অরণ্যবাসে তব পুত্রের বদন
করে নাই নিপীড়ন আমাদের মন!

(বীণার প্রবেশ)

বীণা। কে বলে জননি!
কন্যা দিদিমণি? কে বলেছে ছেলে নাই
তোর? মা!—মা! শৈবালে কমল ফোটে;
কেবা স্বচ্ছ সরোবরে ফুটিতে দেখেছে তারে?
এ আশ্রম পারিজাত বনে ফুটেছে মা
ত্রিদিববাঞ্ছিত ফুল-কলি—গর্ভে তব
জন্মিয়াছে রাজপুত বীর। অন্তরালে
করি অবস্থান, বহুক্ষণ ধ'রে রাজা
দুঃখ-কথা করেছি শ্রবণ। মুছ রাণি!
নয়নের জল—ভাবনার কথা দেখা
দিয়াছে রমণীরূপে। চিন্তা পরিহর
মহারাজ! নিশ্চিন্ত থাক মা রাণি!
তারা যেতে শিখিতেছে রণে—ও মা! তারা
তোর মহেশ্বরী তারা।

লক্ষ্মী। ও কি কথা বীণে?
কই কোথা মহারাজ মহারাণী?

শূর। বীণা
আর শিশু মেয়ে নয়! জ্ঞানোদয় সনে
বুঝেছে আঁধার ধরা। ব'ল না, ব'ল না
কিছু তায়। ভাসি আঁখিজলে, শুন
কি সে বলে—দিও না হে বাধা বালিকায়।

বীণা। কেন—কেন মা আমার? তুমি মহারাণী,
নরেশ্বর বাবা যে আমার।

লক্ষ্মী। বুনো মেয়ে!
কে বলেছে তোরে?

শূর। মিথ্যা কেন আর রাণি!
কেন আর নন্দিনীরে ভুলাইতে যাও?
ও মা বীণে! যে অরণ্যে লভেছ জনম,
সে অরণ্য মোর কারাগার। পশু, পাখী
তোমা হেরে, চারিধারে ঘিরে, মত্ত মনে
নেচে যেথা তোমারে নাচায়, মা আমার!
সেথা মোরা আবদ্ধ শৃঙ্খলে।

বীণা। তাই বাবা!
তোমারে জানাই, আর চিন্তা নাই, মেয়ে
হ'তে রাজ্য পাবে ফিরে। গুরুদেব তারে
হাতে হাতে ধ'রে, নিত্য দেন শিক্ষাদান;—
কেমনে ধরিতে হয় বাণ। কেমনে সে
অসি-সঞ্চালনে সহস্রধা হবে খণ্ড
যবনের শির, গুরুদেব সেই শিক্ষা
দেন তারকায়। বাবা, কি আর বলিব
হে তোমায়?—এক দিন আসিবে এমন,
যে দিনে বীরের নাম করিতে স্মরণ
আগে লবে প্রতি গৃহী তারকার নাম।
মা গো! শুনিয়াছি গুরুপাশে, গুরুদেব
রণে না রাখিবে কারে তারার সমান।
ওই দেখ আসে ধর্ম্মবীর। একমাত্র
কামনা তাহার—বাবা! ভবানী-পূজার
একমাত্র আকিঞ্চন তার, রাজ্য তুমি
পাও মহারাজ।

(গুরুদেবের প্রবেশ)

প্রণিপাত করি গুরো! পদে।
দাও—প্রভো! রাজারে আশ্রয়।

(লক্ষ্মীদেবী ও শূরতান সিংহের প্রণাম)

লক্ষ্মী। গুরুদেব! এ পাগ্‌লী বলে কি?

গুরু। ভেঙেছো? সহস্রবার তোরে বারণ করেছি না রে বেটী!

বীণা। ব'লে দিয়েছি— বাবা ও মা'র দুঃখের কথা শুনে ব'লে দিয়েছি।

গুরু। তোমায় এ উপকার করতে কে বলেছে? বৃদ্ধবয়সে আমার কাছে প্রহার খাবে, এইটেই কি তোমার আকিঞ্চন?

বীণা। ব'লে দিয়েছি। গুরুদেব! আরও কিছু বলতে পারি, তার উপায় ক'রে দাও। সুন্ধ

পাবে আর আমি সন্তুষ্ট নই। আমাকে দিদির সঙ্গিনী কর।

গুরু। আচ্ছা, তা দেখা যাবে এখন।—এখন যা দেখি, ঘর থেকে একটা হরীতকী নিয়ে আয়।

বীণা। চোখ টিপ্‌লে হচ্চে না। আমায় যদি দিদির সঙ্গে না যেতে দাও ত সকলকে ব'লে দেব।

গুরু। এখন যা বললেম, তা কর্‌;—যা—যা—আমার গা কেমন কচ্চে—তবু দেখ দাঁড়িয়ে রইল।

বীণা। আমি যাব না।

লক্ষ্মী। তারা কি যুদ্ধবিদ্যা শিখছে?

গুরু। তুমিও যেমন পাগল, ওর কথা শোন। ক্ষত্রিয়ের মেয়ে, সকল রকম বিদ্যার অন্ততঃ কিছু কিছুও জেনে রাখা আবশ্যক; তাই কা'কে কি বলে, কোন্ অস্ত্র কি রকম ক'রে ব্যবহার কর্‌তে হয়, তাই এক দিন আধ দিন একটু আধটু শিখিয়ে দি।

শূর। উচিত ত। আমি যে অপদার্থ, তা না হ'লে ও সব কাজ আমারই ত করা উচিত ছিল।

বীণা। ও মা! গুরু হয়ে মিথ্যা কয় দেখ! এক দিন আধ দিন? রোজ তারে শেখাও না? শেখবার জন্য শেখাও, না যুদ্ধ করবার জন্য শেখাও? আর ক্ষত্রিয়ের মেয়ে ব'লেই যদি অস্ত্রবিদ্যা শেখাও, তবে আমিও ত ক্ষত্রিয়ের মেয়ে—আমা-কেও শিক্ষা দাও না কেন?

শূর। গুরুদেব! আর বৃথা চেষ্টা। আপনি আর মুখ পাচ্চেন না।

বীণা। দেখ বাবা! দিদিকে আবার মৃগয়া কর্‌তে নিয়ে যাওয়া হয়। সঙ্গে যান তোমার আদরের সারণ। দিদির সাজ দেখ নি? এ দিকে ঢাল, এখানে তরোয়াল, এখানে তূণ—এ হাতে বর্শা—আর এ হাতে ধনুক। আর গায়ের চার-ধারে কত কি। ব'লে দাও না বাবা! আমাকেও অমনি ক'রে সাজিয়ে দিতে।

গুরু। তুইও মৃগয়া কর্‌বি না কি?

বীণা। কেন, মৃগয়া না কর্‌লে কি আর অস্ত্রবিদ্যা শিখতে নেই?

গুরু। মৃগয়া কর্‌তে চাস্ তো শেখাই। তা না হ'লে স্রধু স্রধু শেখাতে আমার দায় প'ড়ে গেছে।

বীণা। তাই করব।—আচ্ছা বাবা! জন্তু-গুলো কি অপরাধ করেছে? তারা ফলমূল পাতা-লতা খেয়ে বেড়ায়, তাদের সুখের রাজত্বে এ উৎ-পাতের প্রয়োজন কি? স্রধু খাবার জন্য?—আমি পারব না।—আমার [illegible] রণকৌশল শিখবার প্রয়োজন নেই। আমায় যুদ্ধবিদ্যা শেখাও! আমি বাবার শত্রুসংহার করি।

গুরু। তোর বাবার শত্রু কে, তা জানিস্?

বীণা। কে আবার—যবন।

গুরু। যবন কি, তা জানিস্?

বীণা। যবন আবার কি? আমি তোমার কথা বুঝতে পারি না বাপু!

গুরু। যবন—মানুষ। তার তোর বাপের মতন বাপ আছে; তোর মায়ের মতন মা আছে; তোর মতন, তোর দিদির মতন মেয়ে আছে;—তার বুকে অস্ত্র নিক্ষেপ কর্‌তে পারবি?—তার সংসারে শোকানল প্রজ্জলিত করতে পারবি?—মুখ শুকিয়ে গেল কেন? পারিস্ ত বল্—তোকেও যুদ্ধবিদ্যা শিখাই।

বীণা। গুরুদেব! তবে কি পিতার রাজ্য উদ্ধার হবে না?

গুরু। হবে কি না হবে, ভবানী জানে। তোর পিতৃরাজ্য উদ্ধার করা প্রয়োজন—তাতে নরহিংসার প্রয়োজন। কত বৃদ্ধ পিতার বক্ষে ছুরিকাঘাত কর্‌তে হবে; কত জননীর কোমল-কণ্ঠনিঃসৃত হা পুত্র হা পুত্র রবে কত নরঘাতী নির্ম্মম দস্যুর চক্ষেও জল আন্‌তে হবে; কত যবন-রমণীর—স্বামিবিয়োগবিধুরা কত সতী যবনীর—নবনীত বক্ষে চির-চিতানল প্রজ্জলিত করতে হবে; কত লক্ষপতির পিতৃহারা সন্তানকে অনাথ আশ্রয়-হীন—পথের ভিখারী করতে হবে। বীণা! তুই পারবি? মৃগয়ায় পশুবধদর্শনে যার চক্ষে শ্রাবণের বারিধারা বয়, সে কি নরশরীরে অস্ত্র-নিক্ষেপ কর্‌তে পারে?

বীণা। গুরুদেব!—আমায় অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দাও। আমি ভগিনীর শরীর রক্ষা করব। গুরুদেব! আমাকে সে সুখে বঞ্চিত কর্‌বেন না।—আর কেন পার্‌ব না?—বাবার যে এই দুর্দ্দশা করেছে মায়ের যে এই দুর্দ্দশা করেছে, তার বুকে অস্ত্র মার্‌তে কেন পারব না? আমি হৃদয় কঠিন কর্‌ব—প্রয়োজন হ'লে আমি আদরের শারীর গায়েও আঘাত করতে কুণ্ঠিত হব না। মা—মা! গুরু-দেবকে ব'লে দাও, আমাকে দিদির সঙ্গিনী করুন।

গুরু। আচ্ছা, তাই হবে মা! এখন একটি হরীতকী নিয়ে এস।

লক্ষ্মী। মা—ও ঘরের কোণের হাঁড়িতে আছে, নিয়ে আয়। মা! তুই ওর কথা শুনিস্ কেন? মেয়ে—সে কোথায় যাবে? আর তারে পাঠাবেই বা কে? যুদ্ধ করবার জন্য নারীর সৃষ্টি হয় নি; নারীর মহত্ত্ব দেখাবার যুদ্ধ ছাড়া অনেক কাজ আছে। হাজার হাজার বীরসন্তান যেখানে স্থান পায় নি, সেখানে মেয়ে তুই কি করবি মা বীণা?—যা—গুরুদেব অনেকক্ষণ থেকে হরতকী চাচ্ছেন।

[বীণার প্রস্থান।

কি ন ঠাকুর! আমি কি তবে ছুটি পুত্র গর্ভে ধারণ করেছি?

গুরু। যথার্থই মহারাণি! তুমি বীর-জননী।

শূর। সেই তারা!—বলেন কি প্রভো! আমি যে অবাক্ হয়েছি।

গুরু। যথার্থ মহারাজ! তুমি বনবাসে লক্ষ নৃপতির ঐশ্বর্য্য ভোগ করছ!—রাণি! দেখতে ইচ্ছা কর, তোমার তারার কেমন অস্ত্রচালন-কৌশল? এস—আমার সঙ্গে এস।

লক্ষ্মী। চল মহারাজ, দেখে আসি।

শূর। হরীতকী চাইলেন যে?

গুরু। সে আসুক না, চল দেখে আসি।

[সকলের প্রস্থান।

(বীণার পুনঃ প্রবেশ)

বীণা। প্রাণ যদি নর হ'তে চায়, কি ক্ষতি মা
হ'ক না সে নারী? পুরাতে সে অভিলাষ
যদি ছুটে মন, সে ত করে না দর্শন
সে বাধা কেমন, তারে রাখিবে যে ধ'রে।
আত্মজ্ঞান থাকে না যে আর—অবলার
সে কোমল বুকে হয় গো মা শত শত
মাতঙ্গের বল; তাই বলি তারা তোর
ছেলে। ও মা! সে ছেলের বলে রণস্থলে
চূর্ণ হবে যবনের শির। দেখ, দেখ,
রাজস্থান ভ'রে যাবে তারকার নামে।
গুরুদেব হরীতকী চেয়ে গেলেন কোথায়? এ কি! বাবা মা-ও ত নেই!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

নদীতীরস্থ বন।

তরুতলে সমরাজ আসীন।

সম। জানাইতে নারিলাম আর, কিবা ছিল,
কিবা আছে মানসে আমার। কি কুক্ষণে
এসেছিনু বনে—কি কুক্ষণে দেখা হ'ল
কুহকিনী-সনে!—কি দারুণ অপমান!
ভাতৃদ্রোহিজ্ঞানে চ'লে গেল পৃথ্বীরাজ
ঘৃণায় সে ফিরায়ে বদন! চ'লে গেল
পৃথ্বীরাজ ফিরিল না আর—পাপী জানে
এ মুখ সে দেখিল না আর—পাপী জানে
এ মুখ সে দেখিবে না আর। অসিঘাতে
যাইল না প্রা ! পৃথ্বীরাজ বাঁচাইল
মোরে—বাঁচাইল কথাগুলি বলিবার
তরে। সে ত কথা নয়;—
সে যে মোর কানে
রন্ধ্রে রন্ধ্রে পশেছিল অশনি-নিস্বনে।
কি বলিব বাঁচি না যে আর—কি বলিব
অনাহারে কণ্ঠাগত প্রাণ—কি বলিব
পিপাসায় মরি—নহে, এখনও বুকে
এত বল, খুঁজিতাম তন্ন তন্ন করি
দেখে তারে দেখাতাম প্রাণ,—বুক চিরে
দেখাতাম কি আছে সে বুকে। পৃথ্বীরাজ!—
বিশ্বাসঘাতক সহোদর? না—না, উঠি;
দেখি কোথা আছে লোকালয়। মরিব না—
প্রাণ ধ'রে রাখিব সবলে, পৃথ্বীরাজে
ব'লে, শেষে ঝাঁপ দিব অজয়ের জলে।

(উত্থানোদ্যত)

উঠিবার শক্তি আর নাই, কিসে বাঁচি—
করি কি উপায়? অন্ধকার দেখি সব
ঠাঁই—বুঝি চির-অন্ধকারে, চারিধারে—
দশধারে করিল বেষ্টন!—এ বিজনে
কেহই কি নাই, যারে ব'লে যাই, ভাই,
মোর হয়ে ছুটো কথা ব'ল পৃথ্বীরাজে?
তরুলতা কর না কি কথা? সমীরণ
বয় না কি দুঃখের বারতা?—যদি কেহ
থাক এই বনে, দেখা হ'লে পৃথ্বীরাজ-
সনে, ব'ল, দোষী নয় তার সহোদর—
বিশ্বাসঘাতক নয় রাণার কুমার!—
রক্ষা কর কানন-ঈশ্বরি! পিপাসায়
মরি, অন্ন বিনা ওষ্ঠাগত প্রাণ মোর।—

এই দিকে—এই দিকে—রক্ষা কর—এসে
রক্ষা কর অভাগায়।

(মূর্চ্ছা)

(বীণার প্রবেশ)

বীণা। কে আছ কোথায় ?
অনাহারে কে আছ কোথায় ? তৃষ্ণাতুর
কে আছ এ বনে ? এস—এস মম সনে।
দ্বিপ্রহর গেল—বল ক্ষুধায় তৃষ্ণায়
কোথা তুমি কাতর পথিক ?—কথা কও,
এস—এস দোঁহে যাই—ভবানীমন্দিরে।
এ কি হ'ল ? বিপদের স্বর সমীরণ-স্তরে
এই যে পশিল মোর কানে। বল—বল,
কে কহিলে কথা ? বল, কার তার-স্বর ?
কে কাঁপালে বীণার অন্তর ?—এ কি হ'ল ?
শ্রবণবিভ্রম ?—কথা শুনি আসিলাম
ছুটে, কিন্তু কে কোথায় !—এ কি ! সর্ব্বনাশ !
ধূলায় কে প'ড়ে তুমি নর ? তরুতলে—
এত স্থান চারিধারে—তরুতলে কেন
হে পথিক ?—শ্রান্ত ?—উঠ তবে। এস মোর
সনে—এস সুখাসনে করিবে শয়ন।
পথিক—পথিক ! এ কি—এ কি ? শূন্যজ্ঞানে
ধূলায় ধূসর কলেবর।—চেয়ে দেখ—
পথিক—পথিক ! কিবা করি—কোথা যাই,
কারে বা জানাই ; কিসে বাঁচে পথিকের
প্রাণ !

(নদীতীরাবতরণ)

(সারণের প্রবেশ)

সারণ। বীণা এল পথিক-সন্ধানে, কোথা
পাই বীণার সন্ধান। শ্রান্ত নর ! যদি
কেহ এসে থাক বনে, এস মোর সনে—
ক্ষুধা-তৃষ্ণা করিবে হে দূর। কই, আর
কেহ নাই। গুরুপাশে দিই সমাচার।

[প্রস্থান।

(বীণার পুনঃপ্রবেশ)

বীণা। (অঙ্গুলাগ্রভাগ হইতে জলসেচন)
পথিক !—পথিক ! ! উঠ—উঠ মহাভাগ !
আর থেক না হে ধরাতলে।—এস—এস
মম সনে ; শোয়াইয়ে অতি সুকোমল
তৃণাসনে, সযতনে সেবিব সেথায়।
হায়, হায়, প্রাণ বুঝি নাই, তাই বুঝি
নিমীলিত নয়নযুগল ?—(হৃদয়ে হস্তদান)
আছে—আছে
প্রাণ। এ কি হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাত
কিংবা কর কাঁপে মোর ? সুবর্ণ-পিঞ্জর !
ব'লে দে, ব'লে দে মোরে কোথা তোর পাখী।
এত ডাকি, সকলি নিষ্ফল হ'ল ?—কথা
কবে না কি—কথা কবে না কি পান্থবর ?—
মা—মা ! মহেশ্বরি ! অপরাধ কি এমন
করেছি মা তোমার চরণে, নিদারুণ
এ দৃশ্য দেখাতে আজ আনিলি আমারে !
বাঁচিবে না জানিস্ যখন, তবে
মহেশ্বরি আনিলি বীণায় উঠ—উঠ—
পথিক—পথিক !

সঙ্গ। কে তুলিল বেণুরব
কানে ? কে রাখিল অভাগার প্রাণ ?—আহা !
কে বুকে ফেলে রে উষ্ণজল ?—কোথা আমি ?

বীণা। মেল আঁখি কর দরশন নরবর !
যোগ্য তব নয় এ আসন !

সঙ্গ। কোথা আমি ?

বীণা। ধূলার উপরে—উঠ।

সঙ্গ। (উঠিয়া) কে তুমি সুন্দরি
বাঁচাইলে অকাল-মরণে ? যদি হও
বন-অধীশ্বরী, বল—বল দয়া করি
কোন্ পাপে এ দশা আমার ?

বীণা। নরবর !
সামান্যা মানবী আমি, নহি বনদেবী।
অনশনে যদ্যপি কাতর, সন্নিকটে
আছে লোকালয়, সেথা চল মহাশয় !
জীবন সার্থক করি অতিথি-সেবায়।

সঙ্গ। লোকালয়ে যাব না সুন্দরি। প্রাণ যদি
দিলে অভাগায়, এই ভিক্ষা রাঙাপদে
জীবনদায়িনি ! উঠে যেতে নাহি চাই,
উঠিতে ক'র না আকিঞ্চন।

বীণা। উঠিবার
শক্তি বুঝি নাহি ? কর তবে অবস্থান,
সত্বর ফিরিয়া আসি আমি। আর কোথা
ক'র না গমন। দে'খ—অমূল্য জীবন
বিপদে ফেল না যেন আর।—আসি আমি।

[প্রস্থান।

সঙ্গ। ছয় দিন আছি অনশনে, ক্ষুধানলে
জ'লে গেছে জ্ঞান, পিপাসায় এ সংসার

দেখেছি আঁধার—আহা ! এ আঁধার ভেদে
অন্ধকার স্থানে, হেন বিজন কাননে
এ আলোক ফুটিল কেমনে ? কি দেখিনি
আজ ? কার কাছে ছিলি সঙ্গরাজ ?

(পাত্র হস্তে বীণার প্রবেশ)

এস'
এস, কাননের রাণি ! তোমা দরশনে
আবার বাঁচিতে ইচ্ছা হয়েছে আমার।

(সারণের পুনঃ প্রবেশ)

সারণ। কোথা মা, কোথা মা বীণে ! ব্যাকুলার মত
কোথা যাস জননী আমার ?
বীণা। দেখ—দেখ—
অনশনে যায় বুঝি পথিকের প্রাণ !
সারণ। কই—কই মা আমার ? কই—কই বীণা।
বীণা। ওই হের তরুতলে।
সঙ্গ। সারণ ! সারণ !
বীণা। এ কি ?—এ কি হে সারণ ?
কি হ'ল তোমার ?
এ কি যে বিবর্ণ হয়ে গেলে ! বাছা—বাছা !
তুমি কেন হ'লে হে এমন ?
সারণ। মিবারের
আশা ! এ কি তোমার এ দশা ! নৃপকুল-
শিরোমণি বাপ্পা-বংশধর ! তুমি আজ
এ দশায় প'ড়ে ?
বীণা। ইনি চিতোর-কুমার ?
কি কথা শুনিনু বাছা ! অনশনে প'ড়ে
চিতোরের প্রাণ !—ধর—ধর হে কুমার !
ক্ষুধা-তৃষ্ণা কর দূর !
সঙ্গ। ধন্যবাদে শক্তি
নাই,—দাও জীবনদায়িনি !
সারণ। ভুবনের
পূর্ণ শশধর ! বলি যা দেখি এখন
এই কি হে বরণ তোমার ?—বীণে ! বীণে !
কারে প্রাণ দিলি দয়াময়ি ? বুঝেছ কি
কি করেছ আজি ? চিতোরের অন্ধকার
না ঘুচিবে আর। নিত্য নিত্য যার দ্বারে
কত লক্ষ লক্ষ নরে সুভোজন পায়,
সেই কি না প'ড়ে রে ধরায় !—সেই কি না
নির্মম অরণ্য-বক্ষে জীবন্ত কঙ্কাল !
ওহো ! চিতোরের রবি জনমের মত
গেল রে গেল রে অস্তাচলে।

বীণা। যাও বাছা !
গুরুদেবে দাও সমাচার। বল গিয়া
রাজপুত্র দারুণ বিপন্ন এ কাননে।—
কর আগে উষ্ণ দুগ্ধ পান—সিক্ত করি
গলদেশ অভিমত কর হে ভোজন।
সঙ্গ। এই ভিক্ষা দয়াময়ি ! যদি ফিরে দেছ
এ জীবন, সে জীবনে ক'র না প্রকাশ।
দিয়ে প্রাণ কর' না হরণ তায়। লয়ে
শিরে কলঙ্কের ভার আমি লোকালয়ে
ফিরিব না আর।
সারণ। ভুলে যাও যুবরাজ !
ভুলে যাও সে দিনের কথা।
সঙ্গ। ভুলিব না—
এ হৃদয়ে পেয়েছি যে দারুণ আঘাত,
সে আঘাত ভুলিব না।
সারণ। ভোল,—ভুলে যাও,
চিতোরের সর্ব্বনাশ করিও না আর।
সঙ্গ। প্রিয় মিত্র তুমি তার, এই কথা রাখি
তোমা ব'লে ; বিনা পাপে পাপী সঙ্গরাজ।
সারণ। ফের সেই কথা ? হাতে ধরি, ক্ষমা কর,
সে কথা তুল' না আর।
সঙ্গ। (স্বগত) বিশ্বাস হ'ল না ?
ভাল, আর আমি বলিব না।
বীণা। অভিমত
করুন ভোজন। যুবরাজ ! কি এমন
আছে, খাদ্য হবে আপনার কাছে ? মোরা
অরণ্যবাসিনী—মোরা বন্যভিখারিণী ;
ভিক্ষা মাগি তরু-লতা ঠাঁই, বন্য ফলে
বন্য-মূলে উদর পূরাই। তব যোগ্য
খাদ্য কোথা পাব যুবরাজ ? তাই বলি
অভিমত করুন ভোজন ; কোনমতে
থাকে যেন প্রাণ।
সঙ্গ। কোথা ছিলে দয়াময়ি ?
অরণ্যে অভাগায় প্রাণে বাঁচাইতে
কোথা ছিলে কাননের রাণি ?
সারণ। আর কেন ?
উঠে চল বীণে ! যুবরাজে সঙ্গে লয়ে
যাই।—উদ্ধত কুমার ! হের একবার
কি আছে শরীরে তব। বিশাল সে বক্ষ
কোথা গেল ?—আকুঞ্চিত—আবদ্ধ সে
পঞ্জর পিঞ্জরে। সেই বিলোল নয়ন—
যাহা করি দরশন, উদ্যানবিহারী
শিশু আপনার ভাবি, হরিণ-ললনা

এসে চুম্বিত তোমার—সেই পদ্মপত্র-
যুগল নয়ন কোথা গেল? মর্ম্ম-পীড়া
দারুণ আঘাতে, নিদারুণ অনশন-
আকর্ষণে, পশেছে কোটরে।—স্কন্ধে লয়ে
পাছু যাই, চল তুমি আগে।

সঙ্গ। লোকালয়ে
যাব না সারণ!

সারণ। আবার কি যুবরাজ
এ দশার পড়িবার সাধ?

সঙ্গ। না সারণ
মরিবার সাধ নাই আর। ভিক্ষু-বেশে
ভ্রমি দেশে দেশে, ঘুচাব উদর-জ্বালা।

বীণা। বিশ্রামের যদি ইচ্ছা হয়, অনুমতি
কর দেব! শুষ্ক পর্ণ করি আহরণ।
গৃহ হ'তে বস্ত্র আনি, রচি উপাধান
সুকোমল পাদপ-পল্লবে।

সঙ্গ। যা' করেছ'
বীণে! যা' করেছ দান, ব'লে দাও মোরে
কোথা আছে প্রতিমূল্য তার।
দেবি! দেবি!
এত ধন্যবাদ হৃদে লয়েছে আশ্রয়
এক মুখে এ জীবনে শূন্য করা দায়।
তবে কেন আর হৃদয়ের ভার বৃদ্ধি
কর নারী-শিরোমণি? তব দত্ত ফলে
দিয়াছে শরীরে শত মাতঙ্গের বল;
অবাধে উঠিতে পারি হিমাচল-শিরে।—
বিদায়-কামনা;—অনুমতি দাও, উঠে
চ'লে যাই। দুঃখ যদি না ঘুচে আমার—
মনোদুঃখে নাহি যদি পাই প্রতীকার,
লোকমাঝে মুখ দেখাব না।—বিচলিত
হইবে অন্তর? বীণা! বীণা! প্রতিজ্ঞা কি
টলিবে আমার? (উত্থান)

বীণা। সে কি কথা যুবরাজ?
—সারণ নিবৃত্ত হও!

সঙ্গ। আসি আমি দেবি!
আসি হে সারণ!

সারণ। একান্তই যাবে? তবে
যাও হে কুমার! ক'র চেষ্টা শুধিবার
বালিকার ধার। কভু যাগ: বংশধর
অকৃতজ্ঞ আগে নি ধরায়।

বীণা। যাবে যদি
যাও হে কুমার! এই ভিক্ষা পদে, যেন
ও অমূল্য প্রাণ আর পড়ে না বিপদে।
যদি কভু এস এ কাননে, খাদ্য-আশে
অন্য কোথা যেও নাক আর; প্রতিদিন
আসিব এ ঠাঁই, নিত্য আমি দেখে যাব
এ পবিত্র পাদপের মূল।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কুটীর।

অজয়সিংহ ও কমলা।

কমলা। বলেছিলেম, ছেলেমানুষ থাক্‌তে থাক্‌তে বে দাও; তা তখন দিলে না, এখন এসে আমায় পীড়াপীড়ি কেন বল দেখি?

অজয়। সে কারও কথা শুনবে না? গুরুর কথাও রাখবে না?

কমলা। কারও না—স্বয়ং ভগবান্ এসে বল্‌লেও না।

অজয়। তোমার আজগুবী কথা রাখ; তুমি একবার ব'লে দেখ। বহু জন্মের সঞ্চিত পুণ্য না হ'লে পৃথ্বীরাজের মত স্বামিলাভ ঘটে না। কমলে! তুমি না জেনে আমার সঙ্গে অযথা তর্ক করচ।

কমলা। আমি তাহার চরিত্র বিশেষ জানি।

অজয়। গুরুদেব আমাকে বলতে ব'লে দিলেন, উনি তার চরিত্র বিশেষ জানেন। গুরুদেব সূতিকাগৃহ থেকে তাকে মানুষ ক'রে এত বড়টা করলেন, তিনি তার চরিত্র বুঝতে পাল্লেন না, উনি বিশেষ বুঝলেন!

কমলা। গুরুদেব ত পরের কথা, যিনি তার সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি যা না জানেন, তা আমি জানি।

অজয়। পরাৎপর গুরু ঠাকরুণ মহাশয়! এখন শিষ্যের অনুরোধটা রক্ষা করবেন কি? বাপ মা, অমন মহাজ্ঞানী গুরু, তাদের আজ্ঞালঙ্ঘনটা বড় ভাল কাজ নয়।

কমলা। গুরুজনের আজ্ঞালঙ্ঘন করা অন্যায় সত্য, কিন্তু গুরুজনের আদেশটা আজকাল দেখতে পাই কিছু হিরণ্যকশিপুর ধরণের। হিতাহিত বিবেচনা এখন গুরুজনের একচেটে। আমরা যদি তাতে ভাগ বসাতে যাই—ভাগ বসান পরের কথা, যদি সময় অসময়ে একটু আধটু বিবেচনা ব্যবহার করি, তা হ'লে গুরুমশায়দের তীব্র-দৃষ্টির দংশনে

এই হতভাগিনীদের কোমল প্রাণটুকু ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়।

অজয়। স্ত্রীলোকের আবার বিবেচনা।

কমলা। তা থাকবে কেন? যে রমণী পিতা-মাতার দুঃখ দূর করবার জন্ত কুসুম-কোমল শরীরে লৌহ-বর্ম্মের নিপীড়ন সহাস্ত বদনে সহ্য করতে পারলে, পরোপকারার্থ আত্মহারা যে বালিকা ভয়ঙ্কর দস্যু-সম্মুখে কোমল বক্ষ প্রসারণে কিছুমাত্র শঙ্কিত হ'ল না, তার বিবেচনা নাই; আর উনি যুদ্ধ করবার ভয়ে একটা উদ্ভট অছিলা নিয়ে বনে পালিয়ে এসে গৃহিণীর আঁচল ধল্লেন, ওঁর হ'ল বিবেচনা। তোমাদের পুরুষমানুষের গুণ জানতে আমার ত আর বাকী নেই। তোমরা যে কাজ মন্দ বলবে, স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্যজ্ঞানে সে কাজ উৎকৃষ্ট হ'লেও সে কাজ শাস্ত্র-নিষিদ্ধ, সমাজ-নিষিদ্ধ; আর নরকের যত কিছু শাস্তি আছে, সেগুলি যেন সে কাজের সঙ্গে এক সূতোয় বাঁধা! তার জন্তই ত বলছিলেম, যথেচ্ছাচার আদেশ প্রতি-পালন দর্শনই যদি তোমাদের উদ্দেশ্য ছিল, তা হ'লে ছেলেবেলায় বে দিলেই সব চুকে যেত।—আমার যদি ছেলেবেলায় বে না হ'ত, তা হ'লে তোমার মত বোকা পুরুষকে বে করতেম না।

অজয়। ছেলেবেলায় বে করেছ ব'লে তবু একটা বোকা জুটেছে, আজকাল হ'লে একটি গাধা জুটত।

কমলা। বোকার চেয়ে গাধা ভাল। গাধা তবু পুটপিটে আসটা বয়; বোকা আদৌ চলে না, একেবারে অচল।—(গা ঠেলিয়া) যাও, যাও, আমায় রাগিও না। ভাল, আমাকে নিয়ে টানা-টানি কেন? তোমরা আপনারাই বল না কেন?

অজয়। রাণীমা এ কথা তারার কাছে তুলে-ছিলেন, সে শুনে মুখ ভার ক'রে সে স্থান থেকে চ'লে গেল।

কমলা। রাণীমা তবু প্রতিজ্ঞার কথা জানেন না। আমি জেনে শুনে এ কথা তাকে কি ক'রে বলি বল? একবার না জেনে জিজ্ঞাসা ক'রে অপ্রস্তুত হয়েছিলেম, এখন জেনে, সে কথা আবার তুললে, হয় ত আমার মুখও দেখবে না।

অজয়। একেবারে কেন? দিন দুই ধ'রে পৃথ্বীরাজের বীরত্বের গল্পগুলো শোনাও না। তার পরে মনটা নরম ক'রে, গোটা আষ্টেক দশ ঢোক গিলে কথাটা পাড়।

কমলা। তুমি কি ঠাওরাও নীরস বীরত্বে সকলেই মুগ্ধ হয়? যে দিন পৃথ্বীরাজকে আমরা প্রথম দেখি, যে দিন তার বাহুবল সন্দর্শন ক'রে সকলেই বিস্মিত হয়েছিলে, সেই দিন কৌতুহল-চ্ছলে সিংহের কথা উত্থাপন ক'রে বীণাকে—যার দ্বিতীয় তুমি দেখতে পাও না,—সেই বীণাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেম, 'বীণে! তুই এই সিংহহন্তা বীরকে বিবাহ করতে ইচ্ছা করিস্? সেই ক্ষুদ্র বালিকা আমার মুখের দিকে চেয়ে গুরুগম্ভীর-স্বরে বলেছিল, 'কমলে! যে শুদ্ধ আমোদ অনুভবের জন্ত জীব সংহার করে, সে দেবতা হ'লেও তাকে বিবাহ করি না।'

অজয়। সত্যি?

কমলা। সত্যি না ত কি? তুমি স্বামী, তোমার কাছে মিছে কথা কচ্ছি?

অজয়। তবে ত সকল আশায় জলাঞ্জলি। মনে করেছিলেম, একান্তই তারা যদি না হয়, তা হ'লে বীণাকেও নিদেন সমর্পণ করব।—কমলে! রক্ষা কর—আমাদের মানস পূর্ণ কর। মহামূল্য রত্নদান না করতে পারলে কেমন ক'রে পৃথ্বীরাজের কাছে প্রতিদানের আশা করি? কেমন ক'রে মহারাজের রাজ্যোদ্ধার হয়? কমলে! যে রাহু বিশ্বব্যাপী বদন ব্যাদান ক'রে মহাসূর্য্যগ্রাসে উদ্যত, চাঁদ সেখানে গিয়ে কি করবে? হতাশপ্রাণে গুরুদেব তারাকে রণসাজে সজ্জিতা করেছিলেন। তা না হ'লে যবনের গতিরোধ করা কি বালিকার কাজ? সমগ্র জগতের আবালবৃদ্ধবনিতা শুনে হাসবে। বীর ত পরের কথা।—মহাকলঙ্ক—গুরুদেবের বৃদ্ধ বয়সের মহাকলঙ্ক—তারার যুদ্ধে গমন। মহারথিগণ একাদশবার যে রাজ্য উদ্ধা-রের উদ্যোগ ক'রে বিফল মনোরথ হয়েছে, শেষে সেই রাজ্য উদ্ধার করতে একটা, মেয়ে যাবে? কমলে! রক্ষা কর—এ কলঙ্কের হাত হ'তে রক্ষা কর। তারা সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হ'লে জগতে বুঝবে যে, রাজস্থানে আর পুরুষ নাই। তারার বিবাহ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এস, পৃথ্বীরাজের হস্তে রাজ্যোদ্ধারের ভার ন্যস্ত ক'রে নিশ্চিন্তে অব-স্থান করি।

কমলা। তারা পারবে না, পৃথ্বীরাজ পারবে, এ তোমাদের মস্ত ভুল। বাহুবলেই যদি রাজ্যো-দ্ধার হ'ত, তা হ'লে ভারতকে মুষ্টিমেয় যবনের পদানত হয়ে থাকতে হ'ত না।

অজয়। সে তর্ক আমি করতে ইচ্ছা করি না। এখন যা বললেম, তা কর।

কমলা। তোমার আজ্ঞা, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব—ইতোমধ্যে পৃথ্বীরাজকে আনতে পারলে ভাল হয়।

অজয়। তাকে আনতে না পাঠিয়ে কি ব'সে আছি?—ওই তারা আসছে। আমি চল্লেম। তুতিয়ে-পাতিয়ে, বুঝিয়ে, ভুলিয়ে, ধমকে ধামকে যাতে পার।

(তারার প্রবেশ)

তারা। মোর হিয়া কাঁপে কেন নামে? ছি
ছি ছি ছি!
সরমের কথা।—পরি বর্ম চর্ম সাজ,
কটিতটে বাঁধি চন্দ্রহাস, বুকে বাঁধি
সাহসের ডোরে—ছি ছি ছি ছি! সরমের
কথা। কিন্তু, কি মধুর নাম! নামে যেন
বুঝাইতে চায়, বস্তুরাশি ভুবনের
কত তুচ্ছ তার তুলনায়—নামে যেন
বুঝাইতে চায়, মোহিনীর রূপ ধরি
বসুধা সুন্দরী তার চরণে লুটায়।
আবার হইনু আত্মহারা? কি করিস্—
কি করিস্ তারা? কারা আছে চেয়ে তোর
পানে? জ্ঞানশূন্য কেন তবে অভাগিনি?
মনে নাই কেন অস্ত্র রমণীর করে?
কি প্রতিজ্ঞাপাশে তোর জীবন-বন্ধন?

কমলা। মাথা গুঁজে কি ভাবতে ভাবতে আসছিস্?

তারা। হাঁ ভাই! পৃথ্বীরাজের সঙ্গে গুরুদেবের সম্বন্ধ কি?

কমলা। গুরুদেবের কি? গুরুদেবের তিনিই ত সব। ধর্ম-কর্ম; আশা-ভরসা; মান-সম্ভ্রম;—গুরুদেবের যা কিছু আছে, তা তিনিই। তিনি গুরুদেবের মন্ত্রশিষ্য—গুরুদেবের কাছে দিগ্বিজয়-মন্ত্রে দীক্ষিত। আমার স্বামী তাঁর সহচর।

তারা। তিনিই যদি গুরুদেবের সব, তবে আমরা কেন তাঁকে এক দিনও দেখি নি?

কমলা। গুরুদেব যখন গার্হস্থ্য প্রেমিক, তখন তুমি, আমি, বীণা তাঁর সহচর। গুরুদেব যখন স্বদেশের প্রেমিক, যখন স্বদেশের উন্নতিকল্পে কার্য্যের সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্বন্ধ, তখন পৃথ্বীরাজই তাঁর একমাত্র সঙ্গী; তবে আমরা তাঁকে কেমন ক'রে দেখব ভাই!

তারা। গুরুর মুখে এক দিনও তাঁর নাম শুনতে কি দোষ ছিল?

কমলা। সাধক যত দিন না সঙ্কল্পসিদ্ধ হয়, তত দিন কোনও কথা কাউকে প্রকাশ করেন না। তুমি ত পরের কথা, আমার স্বামী এত দিন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বেড়াচ্ছেন, কোথায় যান, কেন যান, আমিই জানতে পারি নি। এইবারে তাঁদের সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়েছে; এইবারে পৃথ্বীরাজকে দেখতে পাবে। তিনি শীঘ্রই গুরু দর্শনে আসবেন।

তারা। সব দেশ জয় হয়েছে?

কমলা। রাজপুতনার শত্রুহস্তগত প্রায় সব দেশ। কেবল একটা বুঝি বাকী আছে, তা সেটাও এইবারে জয় করা হবে।

তারা। সেটা কোন্ রাজ্য ভাই?

কমলা। সে রাজ্য জয় না হ'লে কি জানবার যো আছে? তোকে ত এই বল্লেম, তারা আগে কিছু প্রকাশ করে না। ওলো, তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে! চল্, পুকুরের ধারে ব'সে বলি গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

উদ্যান।

সরোবর-সোপানে তারা ও কমলা আসীন।

তারা। বৃথা তর্ক করিতে না চাই। সই—সই।
মিনতি চরণে তোর, বৃথা বাক্যব্যয়ে
জ্ঞানশূন্য ক'র না আমায়।

কমলা। জ্ঞান নাই
যার, যাবে তার কি আবার তারা?—কথা
শোন,—আমি সখী—মহা সুখে দুখী তোরে
দেখি, এই মোর আকিঞ্চন ... রন্তর।
প্রভাতে, মধ্যাহ্নকালে, সন্ধ্যা-সমাগমে,
দ্বিপ্রহর নিশাযামে, ঘোর ত্রিযামায়,
উষায়, রঙ্গিলালোকে—চেতনা যখন
থাকে মোর, মায়ের চরণ বন্দি তোরে
সমর্পণ করি ফল তার। হাতে ধরি,
বুঝে দেখ—এক দিকে মহাত্মা ব্রাহ্মণ
চির-প্রিয়কারী তোর রাজকুলগুরু;
স্বামী মোর—যিনি দুই ভগিনীর তরে
মঙ্গল-চিন্তায় আত্মহারা। অন্যদিকে
শোকে তাপে জর্জ্জরিত জনক তোমার,
আর, কন্যাপ্রেম-পাগলিনী-মহারাণী।

কার সর্ব্বনাশ উন্মাদিনি ? ফের বলি
স্থিরচিত্তে কর্ অবধান। গুরুদেব
তো হ'তে অনেক ধরে জ্ঞান। অবহেলা
ক'র না লো জ্ঞান-প্রণোদনে।

তারা। (স্বগত) হে ঈশ্বর !
রক্ষা কর অবলায় ! কমলে—কমলে !
তোর ভালবাসা নিপীড়নে সর্ব্বনাশ
ঘটিল আমার।—(প্রকাশ্যে) বলিবার শক্তি
নাই—
খুলিবার জানি না উপায়—বল্ সই !
কেমনে দেখাই মনে ?

কমলা। নর-ঈশ্বরের
ছবি, কার্য্য মূর্ত্তি তাঁর ! মন কে দেখিতে
পায়, মন কে দেখিতে চায় তারা ? আজি
পিতার কল্যাণ-তরে, উন্মত্তের মনে
কারো কথা নাহি শুনে, যে বিহঙ্গ-শিশু
প্রাণারাম স্বর্গস্থান—মাতৃ অঙ্কে করি
অপমান, ছুটে প্রাণ দিতে বিসর্জ্জন
সমর-অনল-মুখে—অবাধ্য হেরিয়া
তারে—ঋষি যারে দেবী আখ্যা দিবে—বল্—
নরে কে বলিবে তারে পিতৃপরায়ণা ?

তারা। নরে যে বুঝাতে চায় সখি ! কার্য্যে নরে
বুঝাক সে জন—নরে বুঝাইতে মোর
নাহি প্রয়োজন। আত্মসুখ চাই—ভাই !
তুদা রাজ্যোদ্ধার মোর জীবনের ব্রত।
নিজে অস্ত্র ধরি কিংবা অঙ্গে দিয়া পারি।
যাহে হ'ক পিতৃরাজ্য করিব উদ্ধার।

কমলা। শূদ্র যদি আসি করে রাজ্যের উদ্ধার
ক্ষত্রিয়-নন্দিনী তুই হবি কি লো তার ?

তারা। প্রতিজ্ঞা-পালন সার। লক্ষ্মীস্বরূপিণী
পঞ্চালনন্দিনী—বিষ্ণু-ভোগ যোগ্যা নারী—
বল, কার আশা ছিল লভিতে সে ধন ?
পরাস্ত রাজন্যবর্গ হেঁটমুণ্ডে ব'সে—
হেরি' ক্ষোভে পঞ্চালনন্দন, ক্ষত্রিয়ের
পণ রাখিবারে বলেছিল উচ্চৈঃস্বরে
'দ্বিজ হ'ক ক্ষত্র হ'ক, বৈশ্য শূদ্র আদি—
যে বিঁধিবে লক্ষ্য বাণে, লভিবে দ্রৌপদী'।
ক্ষত্রিয়ের আশা গিয়াছিল ফুরাইয়া।
বল্ দেখি সখি যদি উঠিত চণ্ডাল,
লক্ষ্য যদি বিঁধিত সে জন - কে করিত
নিবারণ ?—ক্ষত্রিয়ের পণ ভঙ্গ করি
চণ্ডালে কি ফিরাইত ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর ?
করিয়াছি মতি স্থির—কলঙ্কে ডুবিয়া
মরি, গুরু-আজ্ঞা-লঙ্ঘনের ফলে—যদি
অনন্ত নরকে স্থান, চণ্ডালের
নারী হই, জীবন কুমারী রই—আমি
পণভঙ্গ করিব না আর। নিজে যদি
করি রাজ্যজয়—প্রাণ দিব মহাত্মায়—আগে
পায়ে ধরি করিও না আমারে পীড়ন।

(প্রস্থানোদ্যত)

কমলা। যাস্ কোথা ? (হস্তধারণ)

তারা। ছাড় সই ! বড়ই যাতনা
প্রাণে। হয়ে অচেতন প্রতিজ্ঞাপালন-
হলাহল করেছি সেবন। ফল তার
অন্তরে অন্তরে জ্বালা। কমলে !—কমলে !
কখন কি ভেবেছি মনে, তারা হ'তে
হবে গুরুজন-অপমান ?—সই—সই !
গুরুদেব কখন কি ভেবেছিল মনে
তারা হবে অকৃতজ্ঞ পিশাচী রাক্ষসী ?

কমলা। ও কি কথা সহচরি ? ঘৃণাক্ষরে মনে
হেন পাপ কথা কেহ নাহি দেয় স্থান।

তারা। কাল পূর্ণ হয়েছে আমার—নহে কেন
মতিচ্ছন্ন হইল এমন ? পিশাচিনী
জ্ঞানে মোর মুখপানে চেয়ে গুরুদেব—

কমলা। সত্য তুই পাগলিনী !—চল্, ঘরে চল্
পিশাচিনী আমি তোর সখী—পরকথা
শুনে, তোর এ কোমল প্রাণে করিয়াছি
দারুণ আঘাত। আর তোরে বলিব না—
তোর কার্য্য—আর রোধিব না তারা !

পঞ্চম দৃশ্য

নদীতীরস্থ কানন।

গুরুদেব ও রণসাজে তারা।

গুরু। যাও, বেলা হয়েছে—ওগুলো সব খুলে বাড়ী যাও।—ভাল কথা, এই পত্রখানা অজয়কে দাও গে।—আর তাকে আমার কাছে আসতে ব'ল।

তারা। এ কার পত্র ? এতে ত আপনার নাম দেখছি।

গুরু। আমারই নামে পৃথ্বীরাজ পাঠিয়েছে। অজয়কে এই পত্র দেখাবার বিশেষ প্রয়োজন।

তারা। এ পত্র কি আমি দেখতে পাই না ?

গুরু। আপত্তি নেই—কিন্তু না দেখলেই ভাল হয়।—রাজা সূর্য্যমল পৃথ্বীরাজের জীবনের উপর আবার আক্রমণ করে, সেই বিষয়ের সংবাদ দিয়েছে।—আর দু একটা গোপন কথা আছে।

তারা। রাজা সূর্য্যমলের কবার আক্রমণ হ'ল? একবার ত দাদা রক্ষা করেন।

গুরু। সে ত কিছুতেই স্বভাব ছাড়বে না। সে যে কি করবে, সেই ভাবনাতেই আমি আকুল হয়েছি।—তাকে বন্দী ক'রে আমার কাছে পাঠান উচিত। তা—সে কিছু করবে না—আর আমিও বলতে পারি না।—যাও মা! তুমি আর বিলম্ব ক'র না।

[প্রস্থান।

তারা। একবার না দেখলে কিছুতেই চলছে না।

(পত্র পাঠ) ... ... একদিন কোন পিতৃশত্রুর অনুসরণ করতে করতে আজমীর রাজ্যে গিয়ে শুনলেম, তুদার রাজা শূরতান সিংহ যবন কর্ত্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব হয়ে আমাদের রাজ্যের সন্নিকটস্থ কোন এক স্থানে বাস করচেন। গুরুদেব! এখন আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হয় নাই —অজয় সিংহকে একটি শুভদিন স্থির ক'রে পাঠালে ভাল হয়। সেই দিনে, আপনার আশীর্ব্বাদ, রাজস্থান হ'তে যবনরাজের শেষ ভিত্তি উৎপাটন করব।

রাখ দেখি পৃথ্বীরাজ! ধর্ম্ম-অবতার!
বসি দূরে পায়ে ধরি সাধি হে তোমায়।
খুলে রেখে দিনু হৃদি-দ্বার, আঁখি পূরে
রাখিলাম জল, এস এস রণজয়ী
ধর্ম্মবীর! ধোয়াইব চরণ-যুগল।
রাখ দেখি তুদা-অধীশ্বরে।—কিবা জানি
কি ভাগ্য আমার—নিয়তির খরস্রোতে
কোন্ দিকে ভেসে যাবে ক্ষুদ্র বিহঙ্গিনী—
কে জানে ভবানি! কোন্ কূলে পাব স্থান?
সেথা কি তুষিতে প্রাণ সত্যের সোনালা
পথে, শুক তারা অঙ্ক হ'তে ঝরিবে কি
তোর সে আশ্বাস-বাণী জননী আমার?
কিংবা কালি! কাল কারাগারে নিয়তির
উত্তালতরঙ্গ-বলে প্রক্ষিপ্ত হইয়ে
দেখিব কি প্রাণভয়ে—বিমুক্ত করিয়া
এই বাতায়ন-দ্বার—মা—? দেখিব কি
এ প্রকাণ্ড বিশ্বরাজ্য কেবলি আঁধার?
দুর্গে! দুর্গে! এত চিন্তা বালিকার বুকে?—
আর কি ছিল না স্থান?—তাই কি আমারে
ক'রে দান নিশ্চিন্ত হইয়া আছ তারা?
বলিতে এখানে শুদ্ধ তুমি; ব'লে রাখি
তোমায় জননি! যেই শুষ্ক লতা ধ'রে
ভাসিয়াছি আমি - সেই শুষ্ক লতা-সনে
নিয়তি আমার। তারে আমি ছাড়িব না
আর। যদি ভেসে যাই, কোথাও না স্থান
পাই, অভাগীরে দিও গো মা পদতরী।
— যাই মা ভবানি! আজি পূজি তোর পায়
একেবারে চিন্তাশূন্য করিব অন্তর!

[দ্রুত প্রস্থান।

(সঙ্গরাজের প্রবেশ)

সঙ্গ। মিলা'ল কোথায়? আঁখি মুছে
দেখি; দেখি
ফের যদি দেখা পাই।—কই আর নাই।
সমীরে লভিয়া জন্ম বালা, মিশে গেল
সমীরণ-সনে!—এ কি হল? কোথা গেল?
কেন বা এমন হল? এ কি শুদ্ধ মায়া?
মায়ার কানন? মায়া-ভরা সমীরণ?
মায়ার কথা কি আজি পশিল শ্রবণে?
ধীর-স্থির-গম্ভীর সুস্বনে মায়াদেবী
সমীরণে ঢেলে গেল কার নাম? কে বা
সেই জন? কোথায় সে? কোথায় বা নারী?
মায়া ক'রে বাঁচিয়াছে প্রাণ, সঙ্গরাজ!
সে প্রাণ তোমার নাই,—মায়ার কবলে।

(বীণার প্রবেশ)

অন্য বেশে আসে মায়ারাণী। রণবেশ
পরিহরি, চাঁদমুখে হাসি ভরি' বাস
ছড়াইতে শশাঙ্ক সুধায়, আসিতেছে
জীবন্তে বধিতে মোর জীবনদায়িনী।
লুকাই লুকাই অন্তরালে; দেখি দেখি
বীণা কোথা যায়।

বীণা। একবার দেখিয়াছি
তারে—শুদ্ধ একটি দিনের তরে বীণা!
হয়েছিল তোর ভাগ্যে দেব-দরশন!
কোথা তুমি গিয়াছ কুমার? বোধ হয়
আর দেখা হবে না আমার। নাই হ'ক—
যেথা থাক সুখে থাক। এ বিজন স্থলে
কে তোমা আসিতে বলে দেব? ছিল এক
আকিঞ্চন—পাগলের প্রলাপ-বচন

শুনাইতে, অভিলাষ আপনা আপনি
জাগিয়া উঠিয়াছিল মনে। গুরুদেব
তাড়নায়, মনে করেছিনু একবার
দুটি পাদপদ্ম জড়াইয়া বলিব হে
তোমার কুমার!—যাক্; চিত্তের বিকার
সেধে কেন আনি আর?—গেছে মিলাইয়া
শুষ্ক মরুমধ্যে প'ড়ে অঙ্কুরিত লতা
গেছে মিলাইয়া। মনে হ'লে হাসি পায়—
সাবধান না রই যখন, স্বার্থ ভাব
আপনা আপনি জেগে উঠে সে কেমন!
যাব পিতৃরাজ্য সমুদ্ধারে—তার তরে
সজরাজে বিপদে ফেলিতে চাই।

(পরিক্রমণ)

সঙ্গ। যাব?
কি কথা বলিব? কেমনে বা মুখ-পানে
চা'ব? ভিক্ষা যার প্রাণের কামনা—ভিক্ষা
বিনা দণ্ডেক বাঁচে না, লক্ষপতি হেরে
হায়, সেই কি জড়ায় পায় পায়!—
বীণা। কিন্তু
কি বা করি? দিদি ত লবে না সঙ্গে, গুরু
আছে চক্ষু রাঙাইয়া; কমলা আমার,
ভুলাইতে পাঁচ কথা তুলে, পাছু পাছু
ঘুরে দিবানিশি। মা আমার মুখ-পানে
চায়, আর অমনি ফিরায়; মহারাজা
মেয়ের নাম তার আনে নাক মুখে।
সঙ্গ। বহুদূরে—যাব বা কেমনে? যদি মুখ
পানে চায় চলিব কেমনে? যদি হেরে
ফিরায় বদন—লজ্জায় যে ম'রে যাব।
—আসিতে আসিতে দাঁড়াইল—যদি ফিরে
যায়—যাবে কোথা বীণা; যাবে না—যাবে না।
বীণা। যেই যত পার কর—শক্তি যত যার
সেই বলে বাঁধ গো আমারে, আমি কিন্তু
থাকিব না আর। আমি যাব রণস্থলে—
বিজয়-সঙ্গীত গানে দিদিরে মাতাব,
নিদ্রিত অমর-বৃন্দ সুষুপ্ত শ্রবণে
অক্ষরে অক্ষরে ঢেলে দিব।—যে বিজনে
জন্ম মোর, সে অরণ্য পিতৃ-কারাগার!
কারাগারে জনম আমার!—বীণা! তুই
জনমবন্দিনী! যে মুহূর্তে শুনি, পিতা
নৃপমণি বন্দিভাবে আছেন কাননে,
অমনি কাঁপিয়া গেছে হিয়া। আর ভাল
লাগে না এ বন— তরু-লতা ঠাঁই, আর
কই সে সুখ না পাই—যেই কাছে যাই,
অমনি সবাই বলে, "যাও যাও
বীণে! যদি নিজে ফেলিয়াছ চিনে, দেখ
ভাই! আর হেন ভ্রমক্রমে এস না হেথায়"।
আর আমি র'ব না এ স্থানে—যায় যাবে
প্রাণ, তবু যাব তারকার সনে। বাবা!
নাই বা শিখেছি রণ—নাই বা শিখেছি,
কেমনে ধরিতে হয় অসি শরাসন—
না হয় ম'রেই যাব।—খুঁজিতে বাপের
দেশ যদি মরে যাই—ভগিনীর সনে
যুঝিতে সংগ্রামে, রণস্থলে ভূমিতলে
যদিই লোটাই, হেন সুখের মরণ
বল বাবা! এ মরতে কোথা পাব আর?

(কমলার প্রবেশ)

কমলা। রণশিক্ষা কথার সে কথা। বীণে! বীণে!
মরিতে যদ্যপি শিখ ভাই! কার সাধ্য
বধে তোরে প্রাণে?
সঙ্গ। (অগ্রসর হইয়া) কার সাধ্য ও কোমল
প্রাণ অসময়ে লয় কেড়ে বীণে? সাধ্য
কার, হাত তুলে গায়? মরিবার তরে—
খণ্ডে খণ্ডে ধরণীচুম্বনে, কে আসিবে
তব কেশ পরশিতে নগেন্দ্রনন্দিনি?
কমলা। নীরব—নিশ্চল কেন বীণে? প্রাণ-সই!
নিথর পবন গায় কথা যে মিলায়ে
যায়, বল্ বল্ কি বলিলি আগে? ভাই!
আসি ছুটে মধুর কথায় অনুরাগে।
সহসা কেন লো বল্ নামালি নয়ন?
বীণা। ইনি সেই চিতোর-কুমার।
কমলা। সেই ইনি বুঝেছি সজনী!
সঙ্গ। দেবি! দেবি! আমি সেই ভিখারী-কুমার!
কমলা। যুবরাজ! নিত্য—নিত্য
এসে, অশ্রুজলে ভাসে, না হেরে তোমায়
প্রাণ-সই—তুমি কেন না আস কুমার?
নরেন্দ্রনন্দন! বল—বল কি কারণ
ভিক্ষা ভাল লেগেছে তোমায়? সখীমুখে
তোমার বিপদকথা শুনি, নিত্য দোঁহে
আসি নরমণি! নিত্য নিত্য কত আনি
সুমধুর ফল। বীণা স্তরে স্তরে পাত্র
ভ'রে, সাজাইয়া রাখে তরুতল। বল,
কোথা তুমি থাক মহাভাগ?
সঙ্গ। কি বলিব
আর, দেবি! পণ-ভঙ্গ হয়েছে আমার।

অভিমান ছিল না সুন্দরি ! লোকালয়ে
ফিরি। সে প্রতিজ্ঞা টলিয়াছে। সকাতরে
অতিথি আশ্রয় চায়, স্থান কর দান।
সুধু হাতে আজ কেন বীণে ? সুভোজন
নিত্য এনে যদি ডাক মোরে, সুধু হাতে
কেন তবে দেখিনু তোমায় ?

কমলা। ও কি কথা ?—
মিছা নিন্দা ক'র না বীণায়। দ্বিপ্রহর
এখন ত আসেনি কুমার !—দেখ'—দেখ'—
দ্বিপ্রহরে, খাদ্য-পাত্র হাতে ধ'রে বীণা
মুক্তকণ্ঠে করিবে তোমারে সম্বোধন।
অবলা সরলা বালা, সে কভু কি জানে
কিসে গড়া পুরুষের মন ? দেখা দিয়ে
যুবরাজ আর না ফিরিলে !—ছিছি !—ছিছি !
পুরুষ তোমরা দেব ! কে জানে কেমন।

বীণা। ওঁর দোষ নাই ;
ভাই, বলেছি তোমায়
লোকমাঝে যুবরাজ দিবে না দর্শন।

কমলা। কঙ্কাল শরীর লয়ে যে গেল লো চ'লে—
তার তরে সকালে বিকালে এই যে লো
আসি প্রতিদিন, সে যদি না ফিরে চায়—
না দেখে লো কে কাঁদে তাহার তরে, বল
বীণা—বল কি বলিব তারে ?

সঙ্গ। আজ হ'তে
আর কোথা যাব না সুন্দরি।—আন, আন
দয়াময়ি ! এস অন্ন লয়ে ; ইচ্ছামত
হাতে তুলে দাও ; কাছে ব'সে ভিখারীর
উদর পূরাও।

কমলা। যা লো !—যা লো ! বীণে ! আন
ত্বরা আন। কাছে ব'সে আজ কর ভাই
মনোমত অতিথি-সৎকার।

[বীণার প্রস্থান।

যুবরাজ !
সত্য সত্য আজ বীণা মোর দুটি করে
ধরিয়াছে চাঁদে। বড় সাধ দেখাইবে
মোরে। মহাপ্রাণে বাঁচাইয়া গরবিণী ;
সে গরব দেখাবে আমারে তাই নিত্য
সঙ্গে আনে দেখাতে না পায় ; অমনি হে
অভিমানে গণ্ড ভেসে যায়। গুপ্তভাবে
আছ ব'লে, কাহারেও না পারে বলিতে।
তোমার এ বনে আগমন, জানে মাত্র
তিন জন। দুই জনে করি অন্বেষণ।

সঙ্গ। আর লজ্জা দিও না আমায়। এত বুঝি
নাই, আছে এ অভাগ্যে খুঁজিবার জন।
মোর অদর্শনে দুঃখে বেরিবে অপরে।

কমলা। সব দুঃখ গেছে ভেসে সুখের তরঙ্গে
চল দেব যাই তরুমূলে।

সঙ্গ। আর এক
কথা। দেবি ! আশ্চর্য্য দেখেছি আজ ;

কমলা। বল
কি দেখেছ দেব !

সঙ্গ। বলিব কি এখনও
বিস্ময়ে পূর্ণিত হিয়া। সন্দেহ আমার
ছিল মনে ; তোমা দোঁহে দরশনে, পাছে
পড়ি ঘুমাইয়া। সত্য বল দেবি !—করি
যোড় হাত- তোমরা মায়ার নন্দিনী ?

কমলা। বল দেব কি দেখেছো আজ ?

সঙ্গ। দেখিলাম—
অঙ্গ ঢাকি সাঁজোয়ায়, চপলার প্রায়
উধাও উধাও গেল বীণা। দেখিলাম—
সমীরে লহরী তুলি, কাঁপাইয়ে বন,
কাঁপাইয়ে সঙ্গবাজে, উধাও উধাও
গেল বীণা। দেখিলাম পরক্ষণে তায়—
বঙ্গ-সাজে আসিতে সে বঙ্গ-ললনায়।
কার কথা তুলে বীণা কি কহিল কথা
শুনিতে দিল না কুঞ্জবন। সুদ্ধ মাত্র
শুনিয়াছি এক কথা—অশনির মত
বেজেছে আমার কানে ; সে কোমল প্রাণে
কে যেন করেছে দেবি দারুণ আঘাত।
দেবি !—দেবি !
মন্দাকিনী অমিয় হিল্লোলে
অঞ্জলি পূরিয়ে তুলে, যে করিল মোরে
প্রাণ-দান, সে করিল মরণ-কামনা।
দেখি' শুনি' আমি আর নাই ; কথা শুনি
কেঁপে গেছে প্রাণ।—এ কি হেরি ! কেন দেবি
স্মিত চন্দ্রানন ?

কমলা। এক নয় দুই জনে
দেখেছ কুমার ! রণসাজে নারী, আর
বীণা সহচরী, এক নয় ;—এক রূপে
দুইটি ভগিনী।

সঙ্গ। এ কি কথা শুনি—দেবি ?
রণসাজে বীণার ভগিনী ?

কমলা। বহু কথা
বলিব তোমারে। বলিবারে হে কুমার
নিত্য আসি বীণা সনে এ কাননে। এবে

চল যাই তরুমূলে ; এখনি আসিবে
তব বীণা।

সঙ্গ। মোর বীণা !—দেবি ! মোর বীণা—
আছি সে আশায়।

কমলা। আছ ? থাক যুবরাজ !—
জীবন ফুলের তোড়া—স্তবকে স্তবকে
আশা-ফুল ফুটে তার শিরে—শুকাইয়া
যায়, কিন্তু পড়ে না ত ঝ'রে।

সঙ্গ। আর এক
কথা। যবে অনাহারে উদ্ধত অস্তরে
মাথা দিয়ে প'ড়েছিনু মরণের দ্বারে,
দয়াবতী অমিয় বচন-সনে, নব
প্রাণ দিয়ে, জীবন রাজত্বে এনেছিল।
যাই চ'লে উচ্চৈঃস্বরে বলিল সারণ
"শু'ন—শুন রাণাবংশধর ! ক'র চেষ্টা
শুধিবার বালিকার ধার।"

কমলা চল সাথে—
সকলি শুনিবে দেব।

সঙ্গ। বালিকার ধার !
ঋণবদ্ধ বীণার জীবন ! দগ্ধ বক্ষে
সুরধুনী করিয়া ধারণ, নরত্বের
অভাব-মোচনে,—দেবি ! আমার বীণায়
করি কোলে—মহাঋণ শুধেছে ধরণী।

কমলা। চল দেব ! বসি গিয়া তরুতলে। বীণা
গেছে বহুক্ষণ !

সঙ্গ। দেবি ! জানি না কি ধন
দিয়ে কেনা ; কিন্তু জানি আমি ক্রীতদাস।

কমলা। কথা রাখ—চল যুবরাজ !

সঙ্গ। ক্রীতদাস—
স্বত্ব তার নয় ; বীণা যার—মোর বীণা
আমার বলিয়ে যারে করে সম্বোধন,
তার' ক্রীতদাস আমি—সে যে ধন করে
উপার্জ্জন, প্রভু যে সকলি পায় ; তবে
কি দিয়া শুধিব তার ধার ?—বীণা কেন,
আজ্ঞা কর দাসে দেবী ! মরণে করিব
সখা—প্রাণ ভ'রে দিব তারে আলিঙ্গন।

কমলা। অজ্ঞান যুবক ! তবে দেহপাতে কেন
ছুটেছিলে ? (হস্তধারণ) আদরের ধন তুমি
ক্রীতদাস ! যতনে যাতনা বাড়ে—ভাবি
যতন হ'ল না বুঝি মনের মতন।
ঋণ শোধ কেন দেব ! বিশ্বরাজ্য দিতে
পার তারে। এ হৃদয়-মন্দারের শীত-
চ্ছায়াতলে ক্ষুদ্র বালিকায় দিও স্থান।
মহাবাহুপাশে বেড়ি, বিপুল উরস-
বর্ম্মে দিয়ে আচ্ছাদন, ক্ষুদ্র বালিকায়
রেখ' প্রাণ। কহেছে প্রাণের কথা—দেব !
মিথ্যা কথা কহেনি সারণ। সেই ক্ষুদ্র
বালিকার বুকে সহস্র বাণের লেখা—
সেই ক্ষুদ্র বালিকার চ'খে আছে ভরা
সাগরের জল। যদি সে লেখা মুছাতে
পার, সে জল শুকাতে পার, তবে চির-
ঋণ-পাশে দেব বাঁধ বালিকায়।
চল সাথে— বড়ই অধীরা বালা—যদি
দেখা নাহি পায়, ছুটে আসিবে হেথা।

চতুর্থ অঙ্ক

—:—

প্রথম দৃশ্য

মন্দির-প্রাঙ্গণ।

তারা।

তারা। কি সুন্দর !—কি—সুন্দর !—বীরবর গুণ
অনুসরি কি মোহন রূপ কলেবরে !
সুন্দর চরণ। ভবানীর গৃহে যবে
করিনু দর্শন, দশ হিমাংশুর করে
বিগলিত ধারে, ধীরে লোচন করিল
আচ্ছাদন। সেথা কি নিবৃত্তি তার—বলে
ভাঙ্গি দ্বার—বিভেদিয়া তারকা-যুগলে
মস্তিষ্ক করিল আলোড়ন।—মুখ তবু
দেখি নাই—সাহস হল না প্রাণে, করি
কল্পনা-বিকাশ নিরীক্ষণ। কেমনে সে
বিশ্ব-কারিকর, বসি একমন, কিবা
জানি কি মাহেন্দ্র-ক্ষণে, প্রকৃতিদুর্লাভ
উপাদানে গঠেছেন বদন তোমার,
ভয়ে দেখি নাই পৃথ্বীরাজ !—কে বলে রে
মৃত্যু একবার ? জীবন্তে যে নর মরে
কতবার, সংখ্যা কেবা তার করে ? আজ
মরণ সম্মুখে মোর। প্রতিজ্ঞাপালন
তরে কত আশা ধ'রে আছি ; আশা মোর
রেখেছে জীবন। কমলার সে লাঞ্ছনা,
গুরুদেব নীরব গঞ্জনা, পিতা মাতা
তীব্র তিরস্কার, পারে নাই হরিতে সে

জীবন আমার। আজ যাবে? এত ঘোর
সাধনায় পিতৃগুরু অপমান জলে
আবদ্ধ করিনু যার মূল, সেই তরু
একদণ্ডে উড়ে যাবে রূপের ফুৎকারে?
ম'রে যাব!—কেন বা মরিব—কার তরে?
হে গুণিন্ বিশ্বজয়ী বীর! প্রণিপাত
চরণে তোমার। হে সুন্দর!—বিস্তাধ
আমার ছলনা। যেন নিকটে এস না
দূর হ'তে দেখিবার ধন! দূরে কর
অবস্থান। সুধাকর! রহ চন্দ্রলোকে;
চন্দ্রলোক যোগ্য তব স্থান। দেব! দেব!
ভাসাক জগৎ-প্রাণ কিরণ তোমার,
আমিও ভাসিব তার সনে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

উপবন।

গুরুদেব।

গুরু। তারা রে! হৃদয় তোর করিতে দর্শন
তোর করে সঁপিয়াছি বিচারের ভার।
শুধু কি গায়ের বলে বলী হয় নরে?
দেখা গো মা! সেই বল যেই বলে আজি
আমার প্রাণের পৃথ্বী বীরচূড়ামণি।
কেন, দেশে দেশে তার নাম গায়,—কেন
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ সে নামে উন্মাদ!—
যতই আকুল হও,—যাইতে না পেয়ে
যতই এ বৃদ্ধে হের সরোষ নয়নে,
যাইতে দিব না তোরে। যদি সে হৃদয়
না হয় দর্শন, যদি এই প্রলোভন
মনে তোর আধিপত্য করে গো বিস্তার,
যাইতে দিব না তোরে। চলচ্চিত্ত যেই
রাজ্যজয় তার না সম্ভবে। মুখ চেয়ে
আছি; মা গো! বাঁচি কি না বাঁচি, শীঘ্র দেখা
হতভাগ্য স্থবির ব্রাহ্মণে! আরে! আরে!
কে তুমি অশ্বত্থ-মূলে?
(নেপথ্যে) দাস মহাত্মন্!
সারণ! বাপু হে! পৃথ্বীরাজ-আগমনে
এ যে দেখি সর্বজনে তেজে করিয়াছে
ভূতাশ্রয়! এস দেখি দুটো কথা কই।

(সারণের প্রবেশ)

পৃথ্বীরাজ কোথা? আপনার মনে বাপু,
কারে কি বলিতেছিলে?

সারণ। অজয় সিংহের
সনে, কোথা না কি ভগ্ন দুর্গ আছে বনে,
সেথা না কি আছে গুপ্তধন, তাই বুঝি
দেখিবারে গেছেন কুমার।

গুরু। ভগ্ন দুর্গ
তুদারাজ্যেশ্বর। সত্য আছে হে সারণ!
দুটি গুপ্তধন সে দুর্গের অভ্যন্তরে।
সেই কোষাগার দ্বারে, বুক দিয়ে প'ড়ে
আছে এক জন; হের—হের রে সারণ!
সে রত্ন রক্ষার তরে প্রহরে প্রহরে,
প্রজ্বলিত শার্দ্দূল-নয়নে, আছে জেগে
সজাগ প্রহরী।

সারণ। তারে বলি চোর, যে বা
হেন প্রহরীর চক্ষে ধূলি ক'রে দান
সেই রত্ন করিবে হরণ। এক চক্ষে
পড়েছে ব্রাহ্মণ। বড় অন্যমনে ছিলে;
পাগলিনী ব'লে মুখপানে চাহ নাই
তার! উপায়ের পথে কাঁটা। হে ব্রাহ্মণ!
পুঁথি লও, বিদ্যা লও; বিদ্যাগর্ব্ব যত,
বহুদর্শিতার অহঙ্কার, পুঁথি-সনে
মাখাইয়া ঢাল হে অজয়-জলে। বীণা
কোথা?—সে যে দুর্গ ভেঙ্গে আপনার মনে
আপনি দিয়েছে ধরা।—মলয় সমীর
যায়, পাছে ভূমিতে লোটায়—এই ভয়ে
যে লতায় গৃহমধ্যে দিয়েছিলে স্থান,
সেই লতা মহা অন্ধকূপ হ'তে, মহা—
সাগরের তল হ'তে, দিবা দ্বিপ্রহরে
তুলিয়াছে জলমগ্ন গিরিবর-চূড়া।

গুরু। তৃণ হ'তে স্রোত ফিরে যায়। উন্মাদিনী
স্রোতস্বিনী-কূলে যেই ইন্দুর-বিবর
অগোচরে করে অবস্থান—কালবশে
স্রোতে পরিণত করে নিথর সাগরে।
যে ভীষণ মনোবেগে আপন জীবন
নাশে হয়েছিল সমুদ্যত, বীণা তারে
ফিরাইয়াছে।—সারণ!—সারণ! দেখাইয়া
দাও, কে সুখী আমার মত। বালিকায়
অঞ্চলাগ্র একবিন্দু জলে মরুভূমি
শ্যামল প্রান্তর। মনোবেগ ফিরিয়াছে—
প্রমত্ত বারণ, মৃণালের জালে জালে—

নাগপাশে বদ্ধ হইয়াছে। জড়ায়েছে
পায়, ধীরে ধীরে খুলে বেঁধে দিব গায়।
বাহুতে কবচ হবে, বর্ম্ম হবে বুকে—
মাথায় সে হবে শিরস্ত্রাণ। বল দেখি
দিজ যোধবর! হবে না কি তুই বলে—
বীণা সঙ্গরাজে অঘটন সংঘটন?—
হবে না কি পাপিষ্ঠ সে যবন-দলন?
ভবানি! ভবানি! আমি ভাবিতে না পারি—
মনে স্থান দিতে বক্ষ কাঁপে থরে থরে,
দুরাশা কি পূরে না জননি?

সারণ। আত্মহারা
কেন দ্বিজবর? ভূদারাজ্য তব শিরে।
মানবের অগোচরে, বসি অন্ধকারে
ভূষিত সহস্র গুণে, শেষ নাগ-সম
দশ শত শিরে তুমি ধরেছ ধরণী।
মাথা যদি টলে তব কোথা রবে ধরা?
হিমালয় ডুবে যাবে সাগরের জলে,
সিন্ধুজলে জ্বলিবে অনল।

গুরু। আত্মহারা
না হ'য়ে কি করি?

সারণ। প্রভো! শুধু যদি হ'ত
তব ভূদারাজ্য জয়, নাহি সাধিতাম।
ভূজঙ্গম ধরিয়াছে ভেকের অঙ্গুলী
হয় হবে আত্মনাশ, না হয় করিবে
গ্রাস, তবু মধ্য-পথে না রহিবে স্থির।
রাজপুতানার তরে, সমগ্র দেশের
তরে, ম্লেচ্ছগ্রাস হ'তে রাখিতে ভারতে,
মহামতে স্থির কর মতি।

গুরু। আছি স্থির;—
কিন্তু বাপ্ প্রকৃতির স্থিরতাই ভয়।
নিবাত, নিষ্কম্প, শুদ্ধ প্রকৃতি সুন্দরী
ঝটিকার দৌত্যকার্য্য করে। স্থির প্রাণে
বালিকা কোমল অঙ্গে লোহার কবচ
দিয়েছি পরায়ে। স্থির প্রাণে, জায়াগত
প্রাণ, কুমার সমান অজয় সিংহেরে
পতিপ্রাণা সাধ্বী সতী ভুজপাশ হ'তে
লয়েছি ছিনায়ে। বড় স্থির প্রাণে—অতি
মহাবলে—হিমালয় যে বলে দাঁড়ায়—
যে বলে রয় সে স্থির শত ভূকম্পনে,
সেই বলে ধরিয়াছি এ হৃদয়, যবে
শুনিনু সারণ, বীণা মোর চ'লে যায়।
কোথা যায়, কেন যায়, জান ত সারণ!
মায়ের মমতা ভুলি, পিতার আদর,
কমলা-সোহাগ ভুলি, আমার যতন,
সলিলের ঝারী ফেলি, দীনার আধার,
তৃষিতের ঘট ফেলি, ক্ষুধার্ত্তের থালা,
বীণা চ'লে যায়—

সারণ। তারে ধ'রে রাখা দায়।
পিতৃ-মাতৃ প্রবল নিশ্বাসে বিকম্পিত
বক্ষ প্রেমিকার; বন্যা-স্রোত আলিঙ্গন
ঝটিকার সনে; বাঁধে তারে বাঁধিতে কি
পারে?

গুরু। সে যে কূল ভেঙে যায়—রে সারণ!
সে যে সবারে ডুবায়। ষোল বরষের
শ্রমে, ধৈর্য্য-তুলিকায় অরণ্যে এঁকেছি
এই সোনার সংসার। নন্দনকানন
মর্ত্ত্যে কোথা?—সে যে কবিকল্পনার শিরে;
জাগ্রত সংসারে সে যে স্বপনের কথা।
সে যে মত্ততার বারিরাশি—আছি আছি
ব'লে নরে স্বপনে জাগায়,—শিরে পশি
জাগ্রতে পাগল করে। এ কি তাই?—বল—
বল্ রে সারণ! এ কি তাই? পাগলিনী
নাচিতে নাচিতে যবে কথায় কথায়
এসে ছুটে ধরে তোর কর, বল্ দেখি
সত্যতার সংঘর্ষণে, কি হয় কি হয়
তোর প্রাণে? বীণার সে বীণাস্বর পশে
যার কানে, স্বরগ কি মনে আসে তার?

সারণ। তারা, বীণা, কমলায় পেয়ে, স্বর্গনাম
ভুলেছি যে মহাত্মন্!

গুরু। আমার রচিত
এ কাননে পশিয়াছে যেই মহাজন,
বৈকুণ্ঠ তাহার এই ভগ্ন দেবালয়।
ভবানীচরণ স্রুত সুধা সরোবরে
সচল কমল তিন, রূপের ছটায়,
তরুলতা শ্যামল পাতায়, ঝরাইছে
অবিশ্রাম আলোকের ধারা! বল্ দেখি
কারা তারা? সে ত নারী নয়, কিংবা দেবী
গন্ধর্ব্বকুমারী বিদ্যাধরী। যবে হেরি
সে চাঁদবদন, জ্ঞান হয় রে সারণ!
ভাসে যেন সরোজলে, হিল্লোলে হিল্লোলে
দুলে তারিণীর সচঞ্চল ত্রিলোচন।
তা'রা তরুলতা-সনে কথা কয়, বুঝে
কিবা পাখীর হৃদয়, হরিণী কখন
কাঁদে হাসে; কোন বনে একাকী শয়নে
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় প'ড়ে আছে রে পথিক;
ত্রিকাল তাহারা জানে, হৃদয়ের কোন্

স্থানে, গুপ্তভাবে সেথা আছে যাতনার
কথা, সে লোচন বলে ভাঙি হৃদি যার
মরচক্ষে আলোকে ফুটায় ;—যাতনার
প্রতিকার করে। কে না সুখী তারা, বীণা,
কমলায়।

সারণ। গুরুদেব! স্থিরতা টলিবে—

গুরু। আছি স্থির ;—তব পরিণাম স্থিরতার।
ক্ষুদ্র তুষাররাজ্যতরে মহামূল্য ধন
দিতাম না বিসর্জ্জন। শুরু আশা জাগে
মনে ; শুদ্ধ সে কারণে তারার মৃণাল-
ভুজে দিছি শরাসন-ভার, হাতে ধ'রে
শিখায়েছি ধনুর টঙ্কার। চল যাই—
সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়! তারা কার্য্য নাহি
ভুলে—এখনি আসিবে—এখনি তুলিবে
শঙ্খরব, ধূপ ধুনা এখনি জ্বালিবে—
ভবানী-মন্দির ঘরে ঘরে শত দীপে
এখনি হইবে আলোকিত।

সারণ। তবে চল
গুরো!

গুরু। এ কি!—এ কি! হৃদয়ের অন্তঃস্থল
ভেদি কে গাহিল এই গান! বীণে—বীণে!
সর্ব্বনাশ করিবি আমার?

(বীণার প্রবেশ)

বীণা। (গীত)

আপন কথা শুনতে ছোটে সে—
আমার প্রাণকে ধ'রে রাখে কে?
কারে তোমরা রাখ ধ'রে,
সে কি আর আছে গো ঘরে—
সে যে উধাও হয়ে চ'লে গিয়েছে।
বুঝাও বুঝাও কারে আর
সে কি নিজে আছে তার ;
আর ব'ল না আর ব'ল না—
কথা শুনবে না তোমার ;
নদীর বাঁধন মিছে এখন
কূল যখন সে ভেঙেছে।

কই এখানেও নাই?—তবে কোথা গেল?
এই সে সারণ হেথা ;—পিতাও যে হেরি।
বাবা! বাবা! দিদি কোথা?—গৃহে অতিথির
আগমন, তার সম্বর্দ্ধনা প্রয়োজন ;
রাজার আদেশমত এসেছি সন্ধানে
তার।—পিতা!
কোন স্থানে দেখিতে না পাই
তারে।—জান কি সারণ! দিদি কোথা?

সারণ। সন্ধ্যা
সমাগতা ; কোথা যাবে? এখনি আসিবে।

গুরু। উন্মত্ত মনের বেগে, যখন তখন
অসম্বদ্ধ কথা স্রোতে করিবি সংযোগ
তান লয়—বীণা! এ কি ভাল?—বীণা! ছাড়
এ কুমতি।

বীণা। গুরো! গুরো! সপ্ত সংবৎসর
তব পাশে শিক্ষা লভিয়াছি—পঞ্চ বর্ষ
শিখিয়াছি গঠিতে এ বালিকা-হৃদয়।
নন্দিনীর প্রেম আকর্ষণে, ও হৃদয়
শৈল-শৃঙ্গ হ'তে ছুটেছিল যত তব
উপদেশধারা, পিতা! অক্ষরে অক্ষরে
ধরিয়াছি ; পূরিয়াছি হৃদয়-ভাণ্ডারে।
হৃদয় ধরিতে জানি—এ কি এ কুমতি?
কেন পিতা! কিসের কুমতি?

গুরু। মতিহীনে!
কি তর্ক করিব তোর সনে? এক কথা
ব'লে রাখি—যাস্ যদি অবাধ্য বালিকা
যাবি ; উন্মত্তা কুমারী—কথা নাহি শুনে
প্রাণের দংশনে, ছুটে যাবি রণানলে
প্রাণ ঢেলে দিতে। বীণা! পতঙ্গে অনল
ভালবাসে—যায় ছুটে—কেরে কি কখন?
অনুমতি নাহি দিব।

বীণা। দেবে না?—দেবে না?
আগে অনুমতি লব, পরে রণে যাব।
যুদ্ধে যাব স্থির—তবে বুঝ গুরুদেব!
অনুমতি পাবে না কি বীণা? —ও চেয়ে
কি দেখ সারণ? যত দিন —প্রাণ,
স্থির নাহি র'ব,—নিত্য উ—ায় দেখিব,
কেমনে ভাঙ্গিব এই পিতৃ-কারাগার।

সারণ। আমি ক্ষুদ্রপ্রাণী—আমি কি জানি জননি!

গুরু। (স্বগত) এ কি সেই বীণা!

বীণা। পিতা! সৌভাগ্য তাহার—
অনলে পতঙ্গ পড়ে। নহে, সমীরণে
বুক দিয়া, নেচে নেচে ফিরে সে যখন,
শত পাপ-বিহঙ্গের বিশতলোচন
তীব্র তেজে পড়ে তার পরে। সে ত নাহি
বাঁচে, সে ত রক্ষা নাহি পায়। নিদারুণ
কালের প্রহারে যবে ধরণী ছাড়িবে
পিতা মাতা, শতেক চীৎকারে যে সময়

তুমিও না ফিরে চাবে, পিতা গুরুদেব !
সে সময় কোথা যাব ? দাও—ব'লে দাও
কোথায় দাঁড়াব।—অমরার প্রলোভনে
ছাড়িব না স্বাধীন জীবন। (পদ ধরিয়া)
পিতা ! পিতা !
ভগিনী ত অবলা আমার মত, তবে
সে কেন পাইল অনুমতি ?

গুরু। বীণা !—বীণা !
সে যে রণস্থপণ্ডিতা জননী আমার !

বীণা। (উঠিয়া) "ম্লেচ্ছনাশ যদি হয় প্রয়োজন—
বল,
কি শক্তি করিব আয়োজন ? তিষ্ঠ ক্ষণ-
কাল—আমি ফিরে আসি—পায়ে ধরি পিতা !
যেও না কোথাও—হাতে ধরি হে সারণ !
যেও না কোথাও।
[প্রস্থান।

সারণ। এ কি হেরি গুরুদেব ?

গুরু। আমিও অজ্ঞান—শুনেছ কি রণবিদ্যা
শিখিতেছে ?

সারণ। বনে বনে ঘুরে তার সনে—
কি বা করে, কি না করে কেমনে জানিব ?—
গুরুদেব ! দেখ—দেখ !

গুরু। কক্ষে ঝোলে অসি—
এলোকেশী চারুকরে ধরে শরাসন,
চপলালাঞ্ছিত গতি—তুই কি আমার
বীণা—বীণে ! তুই কি আমার সেই ফুল-
সোহাগিনী ?—আয় মা—আয় মা কাছে আয়।

(বীণার প্রবেশ)

বীণা। রণাঙ্গনে কেমন সে প্রাণে—কেমন সে
শক্তি-প্রদর্শনে—বল পিতা ? কেমন সে
সমর-কৌশলে, পিতৃ শত্রু দলে দলে
যায় যমালয় ? হের দূরে অশ্বত্থের
ফল—হের বহুদূরে আমি—হের এই
শরের সন্ধান (শরসন্ধান) হের, মধ্য-বিদ্ধ ফল
পড়ে ভূমিতলে—বল, দুরাত্মা যবন
আকারে কি অশ্বত্থের ফলের সমান,
কিংবা আরো ক্ষুদ্র গুরুদেব ?—তবু হের
আলোকে আঁধার ছায়া ! র'বে কত
দূরে ? যদি ধরণী সীমায় রয়,—তব
আশীর্ব্বাদে, ভবানী-কৃপায়, মহাত্মার
মহতী শিক্ষায় সেথা যাবে শর—সেথা
পাপাত্মার হৃদয়ের শোণিত-চুম্বনে
শান্তি করিবে সে পিপাসায়। বাহুবল
দেখিবারে অভিলাষ ? হের গুরুদেব !
(শাখাচ্ছেদন)
পাদপের বাহু হ'তে বাহু কি কঠিন
যবনের ? আদেশ কে রাখে ধ'রে পিতা !
তোমার দুহিতা—ক্ষত্ররাজ-কেশরীর
মন্ত্রদাতা প্রতিষ্ঠিত করেছে এ প্রাণ—
বাধা দিবে তুমি ?—অসম্পূর্ণ শিক্ষা আছে
তাই আমি যাই।—যাই, আসিল সময়;
আরতির করি গিয়া আয়োজন।
[প্রস্থান।

সারণ। ভেবে
আর কিবা হবে ? চল গুরো ! সন্ধ্যা বয়ে
যায়।

গুরু। চিন্তা ?—রে সারণ ! চিন্তা করিবারে
যাই, চিন্তা নাহি আসে !

তৃতীয় দৃশ্য

নদীতীরস্থ কানন।

তারা।

তারা। বিস্তীর্ণ মরুভূমাঝে সুরম্য কানন
মত, শান্তি ! দুঃখের রাজত্বকেন্দ্রে তব
অবস্থান। যে তোমা খুঁজিতে চায়, আগে
মরে সে তৃষ্ণায়। আর তোমা খুঁজিব না—
ভবানীর কাছে কৃতাঞ্জলি হয়ে, আর
শান্তি ভিক্ষা করিব না। এই কি আমার
পরিণাম ? এত ক'রে প্রাণ ধ'রে ধ'রে,
এত ক'রে বেঁধে তারে সাধনা-শৃঙ্খলে
শেষে ছিঁড়ে গেল ?—শেষে সব গেনু ভুলে ?
পিতা মোর কর দুটি ধ'রে, যে-সময়
স'পে দিল পৃথ্বীরাজ-করে, হেন শক্তি
নাহি ছিল কথা কই—কর-আকর্ষণে
বলি পিতা ! কারে দাও ? তারায় লইবে
পিতা সেই মহাজন, দেবতার বলে
দুরাত্মা যবনকুল করিয়া নির্ম্মূল
যে তোমারে দিবে সিংহাসন।—কথা নাহি
এল মুখে ! এখন' কাঁপিছে হৃদিস্থল—
তবে কি হৃদয় তারে চায় ? ভালবাসি !
ছি ছি ছি ছি ! মৃত্যু কেন হ'ল না তখন ?

স্বামি বেশে কেন দেখেছিনু সে বদন—
এমন রমণী কোন্ জন, সে বদন
ক'রে নিরীক্ষণ, ছবি তার হৃদয়ের
নিভৃত গুহায় নাহি রাখে লুকাইয়া।—
ছি ছি ছি ছি। মৃত্যু কেন হ'ল না আমার?
মহত্বের অবতার জনক আমার,
মা আমার মূর্ত্তিমতী দয়া, মূর্ত্তিমতী
সরলতা প্রাণের ভগিনী। এ সকলে
ভাসাইয়ে অকূল পাথারে, রাণী হ'তে
যাব? যদি নারী-পক্ষে বেদের বচন
স্বামি-আজ্ঞা হয় মোর পরে—'তারা—তারা!
থাক ঘরে; যেতে নাহি দিব রণাঙ্গনে?'
প্রার্থনা যদ্যপি নাহি পূরে—যদি পেয়ে
মোরে তুদাজয়ে নাহি রয় অভিলাষ?
আত্মসুখে পিতৃসুখ দিব জলাঞ্জলি?
হবে না—হবে না কভু। কি হবে—কি হবে?
কর দিছি, কর লব ফিরাইয়া—তা'তে
কি হবে? নরক? সেও ভাল—হই হব
নিরয়গামিনী—তবু ছাড়িব না পিতা,
ছাড়িব না মাতা, ছাড়িব না—ছাড়িব না
প্রাণের ভগিনী।

(পৃথ্বীরাজের প্রবেশ)

এ কি—এ কি!—যুবরাজ!
হৃদয়! হৃদয়!—কি করিস্, কি করিস্
দুর্ব্বল হৃদয়?—যাই, অন্তরালে যাই।

(অন্তরালে গমন)

পৃথ্বী। স্বপনে দর্শন মোর, স্বপনে স্পর্শন।
নিশ্চয়—নিশ্চয় তাই। স্বপন-সুধার
জলে কল্পনা-মন্থনে, ক্ষুদ্র এক বিম্ব
ভেসেছিল; স্বর্গছবি ছিল তার পরে—
সে বিম্ব কোথায়? দেখা মাত্র গিয়াছে সে
মিলাইয়া।—স্থির হও, স্থির হও প্রাণ।
শত শত রণে, শত শত মহাবীর
সনে যুঝিয়াছ, কাঁপি নাই ডরে; এবে
কেন হে কেন হে এত ঘাত-প্রতিঘাত?
ছায়া হেরে কেন হে অস্থির?—কি সুন্দর!—
ক্ষুদ্র সেই বপুখানি ঢাকা কি সুন্দর
আবরণে! কি সুন্দর বাহুলতা! আর
সেই দুটি জলদ-তোরণ তলে তলে
অপূর্ব্ব কমলমাঝে স্থির—অতি স্থির
ভ্রমর-যুগল! বিশ্বচিত্রে কোন্ স্থানে
তুলনা খুঁজিব তার?—কল্পনা গঠিতে
নাহি জানে। তারা—তারা!
কথা কও—দেবি!
সে দুটি বিম্বোষ্ঠে ঢাকা অমিয়-ভাণ্ডার
খুলে দাও। জড়াইয়া প্রাণে প্রাণে, বল
স্বপ্ন নয়—ফণিনীর পাকে জড়াইয়া
সজীব কর লো তারে প্রত্যেক পীড়নে।
তারা। আর ত লুকাতে নারি—এ যে ধরা
পড়ি (অগ্রসর হইয়া)
কোথা হ'তে যুবরাজ?
পৃথ্বী। তারা! তারা! তারা!
তারা। কি আদেশ যুবরাজ?
পৃথ্বী। দেবি! আসিয়াছি
তব অন্বেষণে।
তারা। দেব! দাসী বিদ্যমান,
আদেশ করুন তারে।
পৃথ্বী। দাসী তুমি তারা?
তারা। অতিথি যে নারায়ণ; দাসী হব তার
এ ত সৌভাগ্য আমার।
পৃথ্বী। দেবি! বিজন কাননে
আতিথ্য-গ্রহণে যাহা লভিয়াছি আজ,
স্বপ্নে ভাবি নাই তাহা সুবর্ণ-ভবন
বুকে ধরে। সমরে বিজয়ী হয়ে দেবি,
একেলা যখন ফুল্লমনে বসি ফুল্ল
তারকার তলে, ওই শশধরে, ওই
তারাদলে হেরিতাম সতৃষ্ণ নয়নে।
একা পেয়ে মোরে, সুখ-ভাগ ল'তে তারা
আসিত সুন্দরি। (করধারণ) হিংসা
হ'ত—মনে হ'ত
ছুটে যাই; রাজ্যে রাজ্যে ঘুরি, বনে বনে
ফিরি', খুঁজে দেখি কোথা আছে সে আমার—
কাতরা সে বিরহিণী মম অদর্শনে;—
সজল নয়নে তার নিজ আঁখি ক'রে
সমর্পণ, হৃদয়ে হৃদয় মিশাইয়া,
বিরহ-মলিন মুখচুম্বনের ছলে
যুদ্ধজয়ে সুখ যত ঢেলে দিয়ে আসি।
অজয় শুনায় কমলায়।—ভাবিতাম
হে বিধাতঃ!
আমার কমলা কবে হবে?—
এ কি শূরতান-সুতে!
চক্ষে কেন জল?
তারা। যুবরাজ! ছেড়ে দাও তারকার কর;
এ পাপিনী বেচিবে প্রণয়।

পৃথ্বী। (হাত ছাড়িয়া) তারা! তারা!
জবে কি অপাত্রে দান করেছেন রাজা?
তবে তুমি আমার কি নও?
তারা। যুবরাজ!
পিতার এ কষ্ট দেখে করেছিনু পণ,
পিতারে রাখিবে যেই জন, প্রাণ দিব
তারে। পিতার সে রম্য হর্ম্যশিরে পাপ
যবনের অধিষ্ঠান—পিতা মনস্তাপে,
অনাহারে প্রপীড়িত খেদজরাভারে।
লক্ষ্মী-স্বরূপিণী রাজরাণী অর্দ্ধমৃতা—
সতী নয়নের সেই এক ধ্রুব তারা—
হৃদিদেবতার সে বদন, অল্পে অল্পে
অন্ধকারে ঘেরিতেছে হেরি অর্দ্ধমৃতা!
অন্তরাল অশ্রুজলে কমল-পলাশ
দুটি বিবর্ণ তাহার!—বিশ্বজয়ী বীর!
প্রতিজ্ঞার পথচারী চিতোরের রবি!
হীনবুদ্ধি নারী আমি, যাচি উপদেশ—
ব'লে দাও কি আছে উপায়?
পৃথ্বী। (স্বগত) হতভাগা!
কোথা এলি? মরুভূমে প্রচণ্ড তৃষ্ণায়
কি দেখে উন্মত্ত হয়ে কোথা এলি? এ কি
প্রতপ্ত বালুকা-তাপে ক্ষিপ্ত সমীরণে
সরসী-লহরী-লীলা? এ কি মরীচিকা?
নিশ্বাসে হৃদয় পুড়ে—মায়া-সরসীর
তরঙ্গের জ্বলন্ত শীকরে দেহ পুড়ে
হ'ল ভস্মরাশি।—তারা—তারা!
তারা। কি আদেশ যুবরাজ?
পৃথ্বী। সেই—সেই স্থির দুনয়ন।
শশিকরে প্রতিভাত তারকাযুগলে
মর্ম্ম পরশিয়া বলে ভ্রান্ত? মত্ততায়
আমারে না পায়—কেন কার্য্য শেষ রেখে
মতিচ্ছন্ন হইল আমার—যবনের
গ্রাস হ'তে তুদারাজ্য না ক'রে উদ্ধার
বনে কেন আসিলাম?—যাই চ'লে যাই।
তারা। যুবরাজ!
পৃথ্বীরাজ। (স্বগত) উন্মত্ত হৃদয় হও স্থির।—
(প্রকাশ্যে) আসি আমি ক্ষত্রিয়-নন্দিনি!—
বহুদূর
হয়েছিনু আগুয়ান—মহান্ রাজার
দানে শশিকলা-কর-পরশনে,—দেবি!
বহুদূর হয়েছিনু আগুয়ান। স্বপ্নে
ভাবি নাই, হস্তমাত্র ব্যবধানে আছে
যেই কামনার ফল, তাহারে ধরিতে
সপ্তক্রোশ যাব পিছাইয়া। সুখে থাক—
কামনা-পূরণে হও সুখী বরাননে।
তারা। (কর ধরিয়া) পণভঙ্গ হবে? বল
বীরশিরোমণি!—ক্ষত্রিয়-দুহিতা আমি—বল
পণ-ভঙ্গে হইব কি নিরয়গামিনী?
পৃথ্বী। বড়ই সুন্দর তুমি!—নিঠুরে নিঠুরে!
কারে বেচিবারে চাও? দাও—ব'লে দাও,
কত তুদারাজ্য হয় তুলনা তোমার?
একবার বল—তারা! একবার বল
ভালবাসি। সমগ্র ধরায় যাই—তারা
সমগ্র ভুবনে তব চরণে লোটাই!—
অমর করিবে মোরে—দেবি! ও নয়নে
একবার কৃপাবিলোকন, বজ্রসম
করিবে কঠিন কায়।
তারা। (করযোড়ে) ক্ষম যুবরাজ!—
ভালবাসা রেখেছি যতনে—দিব সেই
মহাজনে, পিতৃরাজ্য যে দিবে উদ্ধারি।
পৃথ্বী। (স্বগত) মৃত্যুবাণ বনে ছিলি! সহস্র ব্রহ্মাস্ত্র-
মুখে বুক দিয়া, কোথা দিতে এনু প্রাণ?
বিংশতি যোজন পথে শান্তি-তপোবনে
নবনীত-স্তম্ভমধ্যে মোর তরে ছিলি রে
তুই!—আয় প্রমত্ততা! আকাশ ভাঙ্গিয়ে
পড় শিরে।

[প্রস্থান।

তারা। যাবে?—তবে যাও যুবরাজ!—
মা—শঙ্করি! সঙ্গে যাও—মা গো রক্ষাকালি!
অক্ষয় কবচ হও—দৈত্যনিসূদিনি!
মহিষ-মর্দ্দন বল দাও বাহুযুগে।—
শশধর! যেই করে নলিনী পুড়িয়া
মরে—বৃন্তচ্যুতা হয় সূর্য্যমণি, বেছে
হান সেই কর বুকে—হৃদয় পুড়িয়া
হ'ক ক্ষার।

(কমলার প্রবেশ)

কমলা। সর্ব্বনাশি! করিলি কি?
তারা। সখি!
তীব্র বাক্যে অতিথি করেছি দূর।—সখি!
এ পাপ হৃদয় ভিক্ষা চায়—পাইল না—
উন্মত্ত চলিয়া গেল—ফিরে দেখিল না—
(কর ধরিয়া) কমলে!—কমলে!
বল মোরে—অনুমতি
এখনি পালিব—বল মোরে—
ফিরাব কি তারে?

কমলা। কেন? কথা শুনে যদি চ'লে যায়,
হ'ক না সে বিশ্বরাজ্যেশ্বর—পণ যদি
নাহি রয়, কেন তারে দিবি লো হৃদয়?
আমি হৃদয়ের রাজা, ছার অর্থ তার
তুলনায়—হৃদয় যাহার নিজ করে—
ছার ধরণীর কথা—রবি-শশী তার
সেবা করে।

তারা। বল্ সখি!—বল্; গুরুবাক্য
কর্ণে আমি দিই নাই স্থান, করিয়াছি
তোর অপমান, তাই—যার করুণায়
এ জীবন-স্থিতি মোর—নয়ন মুছিয়া
গেছে ফিরে।—প্রতিজ্ঞার দাসী আমি—পণ
রাখিবে যে জন, তার ক্রীতদাসী আমি—
আগে ভাগে আত্মদানে হব বিচারিণী?

কমলা। বৈকুণ্ঠদানেও নয়—

তারা। কমলা-আসন
দানে নয়।—কি বলিব? আপনি ঈশ্বর
যদি আসে, তারে দিব খেদাইয়ে।—সখি!
অনলে দিয়েছি ঝাঁপ—ভস্মরাশি হব—
কেন—কেন পূর্ব্বে উঠে হব অর্দ্ধদগ্ধা
বিকৃতা রাক্ষসী?—সখি! আমি একা যাব—
পিতৃরাজ্য নিজে আমি করিব উদ্ধার।

কমলা। (স্বগত) বুঝিয়াছি—যেরূপ
নেহারি নারি মত্ত
তুই।—চল্ ঘরে চল্।—

তারা। আপনার হব
অধীশ্বরী—তার পর? সখি! তার পর?—
বড় সাধে এসেছিল;—আশায় উন্মত্ত
হয়ে কত কথা বলেছিল। অপমানে—
বড় অভিমানে গেছে—আর কি আসিবে?

কমলা। পাগলিনি! একা কেন এলি?—
চল্ চল্—
এখন উপায় ভগবান্!

[প্রস্থান।

(বীণা ও সঙ্গরাজের প্রবেশ)

বীণা। ওই যায়
তোমার সোদর। হের দূরে বহুদূরে
আঁধারে পশিল পৃথ্বীরাজ।

সঙ্গ। দেখ—দেখ
বীণে! চিবুক ধারণে, হোথা কে কি বলে
কারে!

বীণা। কোথা?

সঙ্গ। ওই যে অজয়-তীরে।

বীণা। ওই?—
ও যে সখী—প্রাণের ভগিনী সনে কথা কয়।

সঙ্গ। আহা! সুন্দর মূরতি-যুগল!

বীণা। চাঁদের কিরণমাখা, আধেক আঁধারে
ঢাকা, যুগ্মরূপ এমন কি আর কোথা
দেখেছ কুমার? সত্য বল—এমন কি
আর কোথা পড়েছে নয়নে?

সঙ্গ। আমার কি
চক্ষু আছে বীণা? যতক্ষণ থাক কাছে
সকলি সুন্দর লাগে। তব অদর্শনে
শশাঙ্কে কালিমা হেরি। সৌন্দর্য্যের রাণি!
তুমি যেথা সে রাজত্বে সকলি সুন্দর।
সেথা, প্রস্তরে অমৃত ঝরে—সেথা, নিম্বে
ফলে সহকার ফল; মন্দার-কুসুম
সেথা শিমুলের শিরে।

বীণা। তারা চ'লে যাবে—
উপদেশ লয়ে তারা যাবে রণস্থলে।

সঙ্গ। তূণ, বাণ, শরাসন, অসি, বর্ম্মসাজ—
তোমার ত সব আছে বীণে! যেই হবে
প্রয়োজন, মুহূর্ত্ত-ভিতরে মনোমত
সাজাব তোমায়।—কিন্তু এক কথা—

বীণা। কি কি—
কি কথা সে যুবরাজ?

সঙ্গ। এলাইয়ে রেখে
দেছ বেণী—কেন বীণে?

বীণা। ভুলে যাই।

সঙ্গ। কবে নিত্য ভুলে যা[illegible] বীণা?

বীণা। [illegible] কথা—
কি কথা সে যুবরাজ?

সঙ্গ। না—না—বলিব না।

বীণা। বলিবে না—তবে চ'লে যাই!—

সঙ্গ। বলি তবে?
যেই তুমি পিতৃরাজ্য করিবে উদ্ধার,
হবে তুমি কার?—মুকুতার পাঁতি সুধু
দেখিতে না চাই—বল, হবে তুমি কার?

বীণা। এই কথা?—এই কথা? নিত্য নিত্য ওই
কথা কও; নিত্য আমি বলিতে না চাই!

সঙ্গ। আজ শুনি, আর কভু সুধাব না বীণে!

বীণা। অসি, বর্ম্ম, বাণ যার—অস্ত্রশিক্ষা যার,
বীণা হবে তার।

সঙ্গ। যদি সে ভিখারী হয়?

বীণা। বীণা হবে ভিখারিণী।
সঙ্গ। সে যদি রাজত্ব পায়?
বীণা। বীণা হবে রাণী।
সঙ্গ। সে যদি দুর্বল,
ভীরু, হয় কাপুরুষ?
বীণা। বীণা ম'রে যাবে!
সঙ্গ। না বীণা! না বীণা! মাতঙ্গের মুখে যাব,
অনলে পশিব, সৈন্ত-সিন্ধুনীরে দিব
ঝাঁপ। রাজা হব, রাজরাণি! ভিক্ষা মেগে
খাব, ভিখারিণি!—সে সাহসে করিলাম
চিবুক ধারণ—সে সাহসে করিলাম
বদন চুম্বন!—বড় সাধ মনে, (কেশস্পর্শ) এই
স্থির কাদম্বিনী কোলে, হাসিতে দেখিতে
(চিবুক ধারণ) এই স্থির চপলায়!—চল
ফিরে যাই।
বীণা। তুমি যাও নিজস্থান—আমি যাই—দেখি
কোথা গেল ভগিনী আমার।
[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

লতাকুঞ্জ।

সারণ আসীন।

সারণ। ভাবিতাম এ তারকা কার কপালের
ধ্রুবতারা—ভাবিতাম জননী আমার
কার ঘর করিবেন আলো।—ভাবিতাম—
ভাবিয়ে শুকায়ে যেতো দেহ দিনে দিনে।
প্রভু বিনা এ সংসার শূন্ত অন্ধকার;
তারা মোর সে আঁধারে তারকার আলো—
পথপ্রান্তে পথ সে দেখায়। এ তারকা
লোভে তারে ছেড়ে যাই, কিংবা তারে ধ'রে
তারকা হারাই—কি করিব কোথা যাব—
ভেবে ভেবে কত কথা ব'লেছি তোমায়
বিধে! কেঁদে কত নিশি গিয়াছে আমার।
ভিক্ষা মোর করেছ পূরণ!—কি আনন্দ
প্রজাপতে!—অঘটন সংঘটন!—কত
রাজা কুমারীরতন করে, কৃতাঞ্জলি
আসিবে করিতে দান যেই মহাত্মায়,
সে আজ আবদ্ধ বনবিহঙ্গী-মায়ায়!
বাপ্পারাও-কুললক্ষ্মী আরণ্য ললনা!—
যে দিন দেখেছি আমি বীণা সঙ্গরাজে
একঠাই, সেই দিন বুঝিয়াছি, যেথা
বীণা, সেথা সঙ্গরাজ—সুখ নাহি হ'ত—
দেখে দ্বিগুণ জলিয়া যেত প্রাণ—তারা!
তোর তরে!—এত সুখ ছিল রে আমার!
তোরে কি দেখিব তারা চিতোরের রাণী?

(কমলার প্রবেশ)

কমলা। একা ব'সে কি ভাবিছ বাছা?
সারণ। চিতোরের
ভালে, কবে মা উদিবে তারা?
কমলা। সে সময়
আসে নি সারণ!
সারণ। কেন—কেন মা আমার?
কমলা। সখী মোর করেছিল পণ, বাহুবলে
লীলাধাঁর জিনিবে যে জন, তার গলে
দিবে বরমালা। সখী মোর নিজে যার
ধন—বাছা! তিনি তার কুমারের করে
পাত্র হেরে করেন অর্পণ; কিন্তু বাছা
তারার নিজের যে রতন—মহাপ্রাণ
রমণীর মহোচ্চ হৃদয়, তার পণ
না রাখিলে কেন দিবে পৃথ্বীরাজ-করে?
পণে যে বা না জিনিবে তার, তারে তারা
করিবে না আত্মসমর্পণ।
সারণ। বল নাই
কেন যুবরাজে?
কমলা। শুনেছেন যুবরাজ—
তারা নিজে বলিয়াছে তায়।
সারণ। তার পর?
কমলা। তার পর নিশিযোগে অদৃশ্য কুমার।
সারণ। (উঠিয়া) অদৃশ্য কুমার? অমুচরে লুকাইয়ে
অদৃশ্য কুমার?—কুমারীর পণ-কথা
শুনি আজ প্রাণভয়ে অদৃশ্য কুমার?
কমলে!—বল মা! মিছে কথা।
কমলা। মিথ্যা নয়—
কুমার গেছেন চ'লে এ কথা নিশ্চয়—
কিন্তু কেন গিয়াছেন চ'লে, কাহারেও
নাহি ব'লে—গুপ্তভাবে গভীর নিশায়
সহসা যে তার হ'ল অন্তর্দ্ধান,
কিছু তার না জানি সারণ! তারা তব
কিছু নাহি জানে, গুরু তব কিছু নাহি
জানে।
সারণ। ও মা! কথামাত্র আসে তব তারা—
ভাল ক'রে সুধাও জননি!—কাপুরুষ

পৃথ্বীরাজ ?—কমলে—মা ! এ কি কথা শুনি ?
বিপদে সঙ্কট হ'তে তারিবার ভয়ে
পলাইল বীরশিরোমণি !

(তারার প্রবেশ)

তারা। বাছা—বাছা !
আছে মম ভিক্ষা তব পাশ।

সারণ। এ কি কথা
মা আমার ?—কি কুক্ষণে পোহাল রজনী ?
ভিক্ষু-পাশে ভিক্ষা চায় সর্ব্বেশ্বরী রাণী !
এ কি কথা মা আমার ?

তারা। ভিক্ষা—ভিক্ষা বাছা !
ভিক্ষা চাই তোমার সদনে—গুরুপাশে
যাও, পায়ে ধ'রে অস্ত্র ভিক্ষা চাও—যাও,
শীঘ্র যাও—ভিখারিণী ভিক্ষালব্ধ ধন
ভিক্ষা চায়। যাও—শীঘ্র যাও—এনে দাও।

কমলা। ও কি কথা তারা—পাগলিনী মত
কি কথা বলিলি সহচরি ?

সারণ। সত্য তারা !
কেন মা ব্যাকুলা ?

তারা। যদি মোর ভাল চাও,
শীঘ্র যাও—যদি সাধ থাকে পুনরায়
দেখিতে তারাকে—শীঘ্র যাও।

[সারণের প্রস্থান।

কমলা। বল্ বল্
ব্যাপার কি সই ! মাথা খাস্ বল্ বল্
কি হয়েছে তারা ?—সই ! এই যে দেখিনু
এত ভোরে সাজি হাতে কুসুম তুলিতে।—
এরি মাঝে কি বিপদে পড়িলি স্বজনি ?
কেন লো কেন লো বল্ এ কর-কমল
ফুল ফেলে ল'তে চায় তীক্ষ্ণ তরবার ?
পূজ্যপাদ গুরুতাত তব পর্ণশালে
পড়েছে কি পাপিষ্ঠ তস্কর ? প্রতিবেশী
বিপন্ন কি প্রাণ সহচরি ? কুমার কি
বিপদের করে ? বল্ ভাই কি হয়েছে
তোর ?

তারা। কি বলিব সখি ! এই পত্র কর পাঠ।

কমলা। পত্র ? কার পত্র ? তুই কোথা পেলি ?

তারা। যেথা পাই—যার—হ'ক, পাঠ কর
সখি !

কমলা। (পত্রপাঠ) অজয় ! নিয়তির আকর্ষণে সকলের অজ্ঞাতে চলিয়া আসিয়াছি। শুভদিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা এক প্রকার অসম্ভব। গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ লইয়া যত শীঘ্র পার চলিয়া আইস। তোমার অপেক্ষায় রহিলাম। বিলম্ব হইলে তোমার সাহায্য [illegible] প্রয়োজন হইবে না, স্থির জানিও। মহরমের [illegible]নই আমার মন্ত্রোদ্ধারের দিন। যে দিন ধর্ম্মোন্মাদ মুসলমান কেশরিবিক্রমে আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করে, সেই দিনে তুদারাজ্য আক্রমণ করিব, মনস্থ করিয়াছি। অপেক্ষায় রহিলাম—আরাবলীর সেই গুহামধ্যে অনাহারে তোমার অপেক্ষায় রহিলাম। তুমি না আসিলে উপবাস ঘুচিবে না। একবার তোমার অনুরোধে তুদারাজ্যজয়ে বিরত হইয়াছিলাম—এবারেও যেন তোমার জন্ত কার্য্যহানি না হয়।—কাহাকেও পত্র দেখাইও না।

নররূপে তুমি নারায়ণ পৃথ্বীরাজ !
ভিন্নপথে যাবে ভেবেছিনু ;—ও মহত্ত্বে
করেছি সংশয় ;—হৃদিবিদারক কথা
শুনি', অপমানে আর না রাখিবে মনে
অভাগা রাজায়—ভেবেছিনু। বুঝিয়াছি
রাহুগ্রাসভয়ে শশী পথ নাহি ছাড়ে,
তাই মাঝে মাঝে রাহুগ্রাসে পড়ে। জয়
হ'ক কুমার তোমার—ভুবনের পতি
হও—ভাস্করপ্রতাপে শাস' ধরা।—সখি !
তবে তুমি যাবে ?

তারা। কি করিব বল সই ?

কমলা। যাও সখি !—অনিচ্ছায় হৃদয়-তরঙ্গে
রোধি', রও যদি ঘরে, মরমে বিঁধিবে
শতবাণ।

তারা। কমলে তোমার গুণে যে না
মুগ্ধ হয়, বিধি তার সৃজনের কালে
হৃদয় গঠিতে ভুলে গেছে।—প্রাণসখি !—
আশৈশব সহচরী কমলা আমার !—
অভাগিনী তারকার আঁধার জীবনে
সুখ সঙ্গে তমোহরা দীপ স্বরূপিণি !
তোমায় কাঁদায়ে যেতে নারি—অনুমতি
দাও প্রাণসই।

কমলা। প্রাণসনে ভাসাইবি
প্রাণ—সই ! যে শুনিবে ধন্যবাদ দিবে ;—
গুরুপাশে ভিক্ষা কেন তারা ? পরে কেন
দিলি পাঠাইয়ে ?

তারা। যখনই তাঁর কাছে
যাই, শুনি উপযুক্ত নয় এ সময়।
তাঁর মতে যদি ভাই না আসে সময় ?

(সারণ ও গুরুদেবের প্রবেশ)

গুরু। ও মা তারা এ কি তোর রীতি ? তো' সবায়
ধরি' কোলে, মায়াত্যাগী মায়ার কবলে।
শূন্য গৃহে গৃহী আমি তোদের লইয়ে—
মা গো ! শেষে তোদের কি এই আচরণ ?
কমলা। পাছে তুমি বল অসময়—পাছে তুমি
রাখ তারে ধ'রে, এই ভয়ে বার নাই
তারা। বাবা ! এমন সময় কবে হবে,
যবে সখী তোমার শিক্ষার মহাফল
জগতে দেখাবে ?
তারা। শ্রীচরণে ভিক্ষা মাগি,
অপরাধ ক্ষম তনয়ার। দাও তাত
অনুমতি, যাই রণস্থলে।
কমলা। পায়ে ধরি
দাও বাবা অনুমতি তোমার তারায়।
সারণ। আমিও চরণে ধরি—আমিও মিনতি
করি, গুরো ! অনুমতি দাও তারকায়।
কল্লোলিনী চলে একমনে, মিলিবারে
জলধির সনে—মহাপ্রেমে মহাপ্রাণে
হয় সম্মিলন—দেব ! বাধা দিতে গেলে
চ'লে যাবে মহা বাধা মহা বলে ঠেলে।
গুরু। দিলাম অনুমতি। যা মা তারা
রণে। রাখিবার আর শক্তি নাই।—শিব-
শক্তি কর্ সমন্বয়—পৃথ্বীরাজ-সনে
সম্মিলনে ভারতে মা দি গে যা অভয়।
কমলা। যাও, যাও—লীলাধীর দর্প খর্ব্ব করি
অক্ষত শরীরে এস ফিরে ;—এস ফিরে
বীর-সহচরী ;—স্বামিসনে মহারণে
আন ধ'রে রণকমলায়। যাও সখি !—
হও সখি মর্ত্ত্যের ঈশানী ; পূর্ণশশিকলা !
চিরদিন রাখ তুমি রবিকরে ধ'রে।
সারণ। আনন্দ ধরে না প্রাণে—গড়াইল
পায় সর্ব্ব-অঙ্গে, হাতে মুখে, চোখে ফুটে
যায়। আজি প্রাণ খুলে নাচিবে সারণ।
দেখিবে সে রণসাজে কুসুমকুমারী ;
পুড়িতে যবনকুল তারকার তেজে,
আকুলিত হ'তে সিন্ধু সুধাংশু-কিরণে।
ণ। নিজ হাতে সাজাইব তারকার তনু—
নিজ হাতে খুলে লব ফুল-অলঙ্কার ;
সাজাইব, যেখানে যা শোভা পায়
সেই প্রহরণে।
ণ। বিলম্ব কিসের আর তারা ?

তারা। দেখ' বাবা ! পিতা মাতা রহিল আমার—
আশীর্ব্বাদ লয়ে আসি—কিন্তু অদর্শনে,
দেখ যেন আঘাত না পায় দুটি প্রাণ।
গুরু। সে ভাবনা নাই মা তোমার।
তারা। প্রাণসই,
বৃদ্ধরাজা রাণী রহিল করে—তব শিরে
সান্ত্বনার ভার।
কমলা। (স্বগত) যদি বিচ্ছেদ তোমার
না করে দংশন হৃদি কাল-ফণী সম—
যদি সখি রয় জ্ঞান, না যায় পরাণ—
তারা। নিরুত্তর কেন সই ?
কমলা। যতনে সেবিব—
রব পাশে সদা-সর্ব্বক্ষণ ;—কিন্তু তাই !
হ্রদনদী সুশোভিত ধরণীর কোলে
চাতকে কি সুখ পায়—যদি ভাগ্যে তার
না ঘটে লো জলদের জল ?
গুরু। আর কেন
ভবানী-মন্দিরে যাও, যাত্রা ক'রে বসে
রও—আমি ল'য়ে আসি রাজা ও রাণীরে।
তারা। দেখ' তাত ! দেখ' সই ! ভুলেও আসে না
যেন বীণা—ভুলাইয়ে রে'খ বালিকায়।
গুরু। তাই হবে।

[গুরুদেব ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ভুলাইতে কারে যাব তারা !
এক ঝটিকার বেগ না হ'তে দমন
আবার ঝটিকা আসে। এক বেগে
বুক দিতে এই ভাঙ্গা ঘরে কত গুস্ত
করেছি যোজনা—কিন্তু স্তম্ভের নড়েছে
মূল ; বীণা ! তোর বেগ সহিব কেমনে ?
আরে—আরে ! কোথা ছিলি ?

(বীণার প্রবেশ)

বীণা। অনুমতি দাও
আমারেও অনুমতি দাও।
গুরু। তুই ছিলি কোথায় ? কিছু
দেখিছিস্ না কি
বীণা। সে যেখানেই থাকি না কেন—এখন
যা চাইলেম তাই দাও।
গুরু। কি চাইলি ?
বীণা। সে যা চাই—এখন দেবে কি না
, তাই বল ?
গুরু। আমি দেব না।

বীণা। তবে দিদিকে নিলে কেন?

গুরু। সে আমার ইচ্ছা।

বীণা। তবে আমাকে দাও।

গুরু। আমি দেব না।

বীণা। আমি যদি নিতে পারি?

গুরু। কি ক'রে—জোর?

বীণা। হাঁ জোর;—তোমার পথ রুদ্ধ কর্‌ব, তোমার ব্রত ভঙ্গ কর্‌ব—তোমার ঈশ্বর আরাধনার সময় উত্তীর্ণ ক'রে দেব—যতক্ষণ না অনুমতি পাব, ততক্ষণ এক পাও নড়তে দেব না।

গুরু। বলিস্ কি পাগ্‌লি!—তোর এত জোর হয়েচে?

বীণা। না হ'লে কি গুরুর কাছে মিছে কথা কইছি?

গুরু। এত জোর কোথেকে হ'ল?

বীণা। তা সে যেখান থেকে হ'ক না কেন, সে কথায় তোমার কাজ কি?

গুরু। কেউ তোর সহায় আছে বুঝি?

বীণা। আমার ভগবান্ সহায় আছে।

গুরু। ডাক তোর ভগবানকে।

বীণা। ডাক্‌ব, ডাক্‌ব?

গুরু। ডাক্—তোর ভগবান্‌কে না দেখলে আমি অনুমতি দিচ্ছি না।

বীণা। ডাক্‌ব—ডাক্‌ব?

গুরু। ডাক্ না—কোথায় আছে?

বীণা। এইখানেই আছে।

গুরু। শীগ্‌গির ডাক্?

বীণা। সত্য বল্‌চ বাবা!—রহস্য কর্‌চ না? ডাক্‌ব?

গুরু। তুই কি আমার রহস্য করবার পাত্রী না কি?

বীণা। বাবা! তারে দেখলে মন্ত্র ভুলে যাবে।—তার কথা শুনলে সঙ্গীত আর শুনতে চাইবে না। বাবা! সে তোমার কাছে এলে ভবানীর কাছও আর তোমার ভাল লাগবে না।—তারে ডাক্‌ব?

গুরু। শীগ্‌গির ডাক্।

বীণা। পিতায় নিষ্ঠুর করে যায় তনয়ার প্রাণ।
—এস ভগবান্!

গুরু। আরে! করিস্ কি পাগ্‌লি? লোকে শুনলে সত্যি মনে ক'রে এখনই আমার মাথা ফাটিয়ে ফেল্‌বে।

বীণা। তবে আর এক রকমে বলি—
কে আছ কোথায়? এস ছুটে—পিতৃকরে
রাখ তনয়ায়।—

গুরু। আবার?

বীণা। আচ্ছা আর এক রকমে ডাকি—
আবদ্ধ হয়েছি আমি—এস ত্রিলোকের
স্বামী, কর বন্ধন মোচন বালিকার।
বাঁধি হাতে পায়ে গলে, বক্ষে দিয়ে শিলে
অজয়ের জলে দিবে ডুবায়ে আমায়—
এস এস, রাখ তারে ধ'রে।

(সঙ্গরাজের প্রবেশ)

সঙ্গ। কে [illegible]রে
দেয় বাধা ক্ষত্রিয়নন্দিনি [illegible]—দেখাইয়া
দাও, তাহারে ধরিব বলে—ফুলফুল
রঙ্গস্থলে নিশিগন্ধা, মাধবী পারুল,
চামেলী, গোলাপ, বেলা, যূথিকা, বকুল—
সবে মিলি হাসিমুখে দেখিবে লাঞ্ছনা
তার। কোথা যাও দয়াময়? আগে মোহে
অনুমতি দাও—তার পর ইচ্ছা যদি
যাও পলাইয়া। (প্রণাম [illegible])

গুরু। (স্বগত) সহোদরে [illegible]ইয়া
যুগ্মরূপে দে রে দেখা—প্র[illegible] যাতনা-
রেখা—দে রে বচন-সুধায় [illegible] দেব-
কবিরাজ!

বীণা। আমার'ত আছে প[illegible]জ—
তবে কেন আমিও যাব না [illegible]?

গুরু। বাবা!
বৃক্ষে কেন ছিলে লুকাইয়া?—ও মা বীণে!
তোদের কারণে সব তেয়াগিনু—মা গো!
যোগধর্ম্মে দিনু জলাঞ্জলি—তুই কি না
চাতুরী খেলিলি মোর সনে? দেখালি না
এক দিন (ও) তোর ভগবানে।

বীণা। দাস দাসী
নিত্য অপরাধ করে, প্রভু কি সকল
দোষ ধরে?

গুরু। একান্তই যাবি? ভেবে দেখ
সমর-প্রাঙ্গণ নয় কুসুম-কানন,
তাতারী করক্ষিপ্ত শরবরষণ
কদম্বফুলের নয় কেশর নির্ঝর।

বীণা। একান্তই যাব পিতা—প্রাণের যাতনা
যার, সে কি অস্ত্রে ডরে? শরবরষণ
তার কুসুম-প্রহার। দিদি রণাঙ্গনে

বিঁধিবে শত্রুরে বাণে, বক্ষোরক্ত দানে
পিতৃরাজ্য লবে সংশোধিয়া, আর আমি
ঘরে রব ? অশ্রুজলে ধুয়ে ধুয়ে রাঙ্গা
পা দুখানি, ব'সে মায়েরে জ্বালাব ?
তা' ত পারিব না—ম'রে যাব সেও ভাল,
তা' ত পারিব না। গুরুদেব ! রণবিদ্যা
শিখেছি যখন, চক্ষুজল অবলার
বল—এ কলঙ্ক রাখিব না।

গুরু। আয় তবে
কাছে আয়—ধর ধর ধর মহাভাগ !
ধর হে প্রাণের প্রাণ করে ; হাতে হাতে
করিনু অর্পণ। অশ্রুজলে সিক্ত করি
বনবাসী ভিখারী রাজায়—অতি কষ্টে
তুলেছিল যে দুটি লতায় ;—ভিখারীর
সেই দুটি সরবস ধন—তোমাদের
করিনু অর্পণ। কাছে রেখ, সুখে রেখ
ভুলাইয়া রেখ বালিকায়।—সংগোপনে
আছ হে যেমন—সংগোপনে সাজ দোঁহে
দিনু অনুমতি।

পঞ্চম দৃশ্য

নদীতীরস্থ কানন।

অসিহস্তে কমলা।

কমলা। সকলকে দেখলেম—তোমাকে দেখলেম না কেন প্রভু ? আজ যে তোমাকে দেখবার জন্য প্রাণে আমার বড়ই আবেগ হয়েছে।—কেন তা জানি না—আজ যে তোমায় একবার দেখা চাই—পরচিন্তায় বিভোল অন্তরের সেই কি দেখিতে-কি-দেখা নয়ন একবার না দেখলে যে দাসীর চোখের ঘোর ঘুচে না—সেই কি-বলিতে-কি-বলা বচন না শুনলে যে হৃদয়ের এ জ্বালা নিবারণ হবে না। হৃদয়েশ্বর ! একবার তোমাকে দেখব।—স্বামী আমার সর্ব্বদাই কার্য্যে ব্যস্ত—মহারাজের জন্য উদ্বিগ্নচিত্ত হৃদয়-দেবতা ঘরে থেকেও প্রবাসী ; পৃথ্বীরাজের নিকট হ'তে আসা অবধি এক দিনের—এক দণ্ডের জন্যও স্থির ন'ন।—এক দিনের জন্যও তাঁর পদসেবা করতে পারলেম না—নিরাহার, বিগতনিদ্র স্বামীর আমার চরণ ধুইয়ে দেবারও অবকাশ পেলেম না। মহারাজ ! সিংহাসনে যদি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হও, তবে, আমার এ আক্ষেপ ঘুচবে—না হ'লে এ আক্ষেপ ম'লেও যাবে না।—কার্য্যের অনুরোধে পৃথ্বীরাজ-প্রেরিত পত্র আমাকে দেখান নাই—কার্য্যের অনুরোধে আমাকে না ব'লে কি তিনি চ'লে গেলেন !—যাও প্রভু ! যাও—আমি ক্ষুদ্র নারী—আমি তোমার মহাপ্রেমের অন্তরায় হ'তে চাই না। যাও প্রভু ! যাও—আমাকে না ব'লে—একবারও না দেখা দিয়ে—কি ? কি ? একবারমাত্র চরণ-দর্শনের অভিলাষিণী, তাতেও বঞ্চিত ক'রে ?—ম'রে যাব—এ কথা মনে আনলেও ম'রে যাব। (সহসা চক্ষু মুছিয়া) ছি ছি ! এত দেরী ক'রে আস্‌তে হয় ?

(বীণা ও সঙ্গরাজের প্রবেশ)

করবি যুদ্ধসজ্জা, তা ওগুলো প'রে এসেছিস্ কেন ? ওগুলো গায়ে থাকতে দেখলে আমার গা-জ্বালা করে। দাও যুবরাজ ! একটি একটি ক'রে ফুল-অলঙ্কারগুলি সব খুলে দাও। এক এক দিন বীণাকে ফুল-সাজ পরাতে পরাতে শিউরে উঠতেম। মনে হ'ত, সাজাতে অজ্ঞান হয়ে ও এক ফুলভারে বুঝি বীণাকে প্রপীড়িত করেছি—বুঝি বীণার গায় ব্যথা লেগেছে। বৃন্ত কঠিন ব'লে ফুলকুল-রাণী গোলাপকেই ও গায়ে তুলতে সাহস করি নি। সে দিন কোথায় ? বল দেখি যুবরাজ, সে দিন কি—আর এ দিন কি ?

বীণা। দীর্ঘনিশ্বাস ফেল' না কমলে !

কমলা। শীগ্‌গির সেরে নাও ; তাঁরা অনেকক্ষণ গেছে।

(সঙ্গরাজ কর্ত্তৃক বীণার সজ্জা)

বীণা। আশীর্ব্বাদ কর ভাই ! যেন কামনা সিদ্ধ হয়।

কমলা। তা আর মুখে কি বল্‌ব বীণা ?

সঙ্গ। কটিবন্ধ আর একটু এঁটে দেব ?

বীণা। দাও।

সঙ্গ। দেখ, লাগলে ব'ল।

বীণা। লাগবে না, তুমি এঁটে দাও।

কমলা। ওটা আর একটু ছোট হ'লে ভাল হ'ত।

সঙ্গ। আর কত ছোট করব ?—তবু অর্দ্ধেকের ওপর কেটে ফেলেছি। তোমার সইয়ের যে মাঝা সরু, তা'তে সব না কাটলে আর মানানসই হচ্ছে না।

বীণা। এইবারে ঠিক হয়েছে।

সঙ্গ। তরোয়াল দাও। উৎসর্গ করা হয়েচে?

কমলা। না হ'লে কি আর হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে আছি?

সঙ্গ। তবে যাবার আর বিলম্ব কি?

বীণা। সই, তবে আমরা আসি?—ও কি সই—ও কি ভাই, তুমি কাঁদচ?

কমলা। যুবরাজ! রাজপুত-কুলরবি বাপ্পা-রাওয়ের বংশে তোমার জন্ম; বীরত্বের লীলাভূমি চিতোর-প্রান্তরে তোমার স্ফুরণ। বালিকা জানে না যে, সে কি প্রতিজ্ঞা করেছে—পাগলিনী জানে না যে, কেমন স্থানে, কি প্রকার জনসমাগমে তারে কি করতে হবে। যুবরাজ! হৃদয়ের এ দারুণ উদ্বেগ (বীণার কর ধরিয়া) তোমার হস্তে নির্ভর করলেম—দেখো যুবরাজ!—

বীণা। সখি!—জীবন-মরণের কথা ছেড়ে দাও।

সঙ্গ। কমলে! বীণার অঙ্গে—

বীণা। (সঙ্গরাজের মুখে হস্ত দিয়া) জীবন-মরণের কথা কও ত যাব না। আমার শরীর-রক্ষী হ'তে চাও ত তোমার সঙ্গে যাব না। আমাকেই দেখতে যাবে যদি, তবে আমার পিতৃরাজ্য উদ্ধারের প্রতিজ্ঞা কেন করেছিলে কাপুরুষ?

সঙ্গ। কই, সে কথা ত কইনি বীণা।

বীণা। না, সে কথা কয়ো না। সখি! আশীর্বাদ কর, যেন পিতৃরাজ্যের উদ্ধার হয়।

কমলা। তা হবে বীণা!—এ প্রাণেও যদি রাজ্যোদ্ধার না হয়, তা হ'লে জন্মভূমি! আর মহাপ্রাণ গর্ভে ধ'র না।

বীণা। সখি, তুমি বীরপত্নী। "তুমি শুধু আমাকে ছাড়চ না, দিদিকে ছাড়চ না—আমাদের হ'তে কত মূল্যবান্ আর এক বস্তুকে ছাড়চ! তোমায় আর কি বল্‌ব সখি! ফিরি না ফিরি, পদধূলি প্রদান কর;—একবার সেই আদরে, যে আমি বিশ্বপ্রেমকে তুচ্ছ জ্ঞান করি—সেই আদরে আমার মুখচুম্বন কর!

কমলা। আয় দিদি আয় (মুখচুম্বন)—এই আশীর্বাদ-ফুল লও যুবরাজ!—সাবধানে দেখ।

বীণা। আসি তবে—চল যুবরাজ!

[বীণা ও সঙ্গরাজের প্রস্থান।

কমলা। সত্যসত্যই কি আমি কাঁদচি—সত্যসত্যই কি বক্ষের এই দশ ধারা আমার লোচন-বারি?

ছি ছি ছি ছি! ছি লো কমলে! শঙ্করীর
পদতলে, আত্মহারা হৃদয়ের বলে
তুই না লো করেছিলি পণ, মনসাধে
পরাণ ঢালিয়ে দিবে রাজার কারণ?
পিঞ্জর ছাড়িয়ে গেলে দুটি বিহঙ্গিনী
কম কণ্ঠে মাতাতে ধরায়;—শুনি নেচে
গায় সমীরণ "দেখ বিশ্ববাসী জন।
পিতৃপ্রেমে বুকে কত বল; ফুল্ল মনে
নন্দিনী হয়েছে আজ প্রদত্ত বারণ।"
আমি সাধে সাজায়েছি তায়। হতভাগি!
তুই যদি কাঁদিবি কে হাসিবে ধরায়?
আছে বনে মহারাজ ভূদা-অধীশ্বর,
ভিখারী কাঙাল লক্ষপতি; আছে বনে
কাঙালিনী রাণী;—সপ্ত নৃপতির মণি
যে দুটি নন্দিনী ছিল পাশে, গেছে চ'লে
আঁধারিয়া অন্ধকার পুরী, আশা ধরি
বৃদ্ধ বাপে বাঁচাবে এবার। কেঁদে কি না
অকল্যাণ করি দুজনার?—রাখ রাখ
মহেশ্বরি! বিপদে তার মা নিস্তারিণি!
শক্তিরূপা! দে মা শক্তি কিশোরীর করে,—
ডরে যেন কাঁপে মা তাতারী। ফুল্লমনে
দুখিনীর প্রাণ, ফিরে যেন আসে মা গো
দুখিনীর স্থান।—দে মা ফিরে কমলার
আঁখি; তবে দেখাইব তোরে ভবরাণি!
কেমন কাঁদিতে জানে দাসী।—খুলে দিব
হৃদি-দ্বার, সুখে অশ্রু ঢেলে দিব পায়।
এ কি? এ কি? এখনও এখানে? ক্ষুদ্র তৃণ
তুচ্ছ আকর্ষণে, সুমেরুর হ'ল না কি
স্বস্থান-পতন?

(অজয় সিংহের প্রবেশ)

অজয়। সে ত নয় ক্ষুদ্র রণ
বহুসৈন্য প্রয়োজন, তাই আমি আছি
প্রাণেশ্বরি!

কমলা। সৈন্য কি আমারে চাও! ছি ছি!
সে না আছে তব তরে উপবাসী?

অজয়। সে কি?
এ সংবাদ তুমি কোথা পেলে?

কমলা। শুধু আমি
নয়—তারা বীণা গেছে চ'লে।

অজয়। তারা বীণা
গেছে চ'লে? গুরুদেব কোথা?

কমলা। রুদ্ধদ্বারে
ভবানী-মন্দিরে। তাই বলি শীঘ্র যাও।
এই ফুল লও। প'ড়ে গেল—প'ড়ে গেল?
যায় যাক্—ক্ষত্রিয়ের সময়ে পতন
বিয়োগ ত নয় নাথ, বিয়োগ ত নয়;—
সহধর্ম্মিণীর সনে, কুসুম-শয়নে
অনন্তের কোলে সে যে অনন্ত কালের
লীলা। যাও—শীঘ্র যাও।

(প্রস্থানোদ্যত)

অজয়। কমলে! কমলে!
কমলা। ফিরে চাহিব না, ফিরে চাহিতে
দিব না—
কথা কহিব না, কথা কহিতে দিব না।
সে যে উপবাসী তব তরে।

[প্রস্থান।

অজয়। উপবাসী?
উপবাসে ব্রত উদ্‌যাপন;—বনবাসী
ভিখারী লক্ষ্মণ চৌদ্দবর্ষ উপবাসী
ছিল, তাই মহালক্ষ্মী পেয়েছিল।—
ফিরাতে নারিব আর তোরে তেজস্বিনি!

[প্রস্থান।

—

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শিবির।

পৃথ্বীরাজ ও অজয়সিংহ।

অজয়। (পরিক্রমণ) পূর্ব্বেই বলেছি সখে!
এ বিপুল ধরা
কূটনীতি অস্ত্র যার, তার করগত।
বদনে ধর্ম্মের তান, গরল অন্তরে—
এই দুই মহা অস্ত্র প্রসূত পাবকে
সমস্ত কণ্টক পুড়ে হয় ভস্মরাশি।
শত্রুর উদ্যম ভেঙ্গে যাবে—সুকৌশল
সত্বর অভীষ্ট আনি ধরিবে সম্মুখে।
এই অস্ত্রবলে আজি ভারতে তাতারী
হিন্দু-শিরে তুলিয়াছে সগর্ব্বে চরণ;
এই অস্ত্রশূন্য আজি রাজপুত বীর
সে ঘৃণ্য কীটের করে চরণ লেহন।
কে জানিত—কে বুঝিত ইন্দ্রপ্রস্থ-পতি
অক্ষৌহিণী সেনা লয়ে তিরোরীর রণে
জয়-মত্ত ডুবে যাবে সরস্বতী-জলে?
কে মারিল তারে সখে? দুরন্ত পাঠান?
দুরন্ত পাঠান নয়—কোটি তাতারের
কোটি অস্ত্রের ঝলক ক্ষত্রিয়ের তেজে—
মহারাজ পৃথ্বীরাজ বীরত্ব আলোকে
দণ্ডমধ্যে নিভে গিয়েছিল।—সরস্বতী
পার হ'তে দেখেছিল তাতার ঈশ্বর,
ধর্ম্ম-যুদ্ধে রণস্থলে ক্ষত্র যোধগণ
অচল অটল বাধা হিমাদ্রি সমান।
সে বাধা হইল চূর্ণ কোন্ অস্ত্র-বলে
যুবরাজ? আতিথ্য-গ্রহণ কথা মুখে,
সহস্র সহস্র তীব্র শলা বাঁধি বুকে
নিদ্রিত গৃহস্থ বক্ষে আলিঙ্গন দান
মহারাজ্য-জয়ের কৌশল। ধর্ম্মকথা
ছেড়ে দাও—গৃহানল করিতে নির্ব্বাণ
স্বচ্ছজলে কিবা প্রয়োজন?—চল যাই—
তৃতীয় প্রহর গত—অলসে আবেশে,
জাগ্রতে ঘুমায়ে আছে যতেক প্রহরী;—
এস নিশিযোগে ভাঙ্গি দুর্গদ্বার—এস
নিশিযোগে বধ করি দুরাত্মা তাতারী।
পৃথ্বী। (পরিক্রমণ) সখে! সখে! অধর্ম্মে
করিব রাজ্যজয়?
অজয়। অধর্ম্মেই হয় রাজ্যজয়;—ভ্রাতৃভাবে
সম্মিলিত প্রেমের সংসারে যে বা দেয়
ছারেখারে, কি ধর্ম্মে সে আসে পৃথ্বীরাজ?
অধর্ম্মেই হয় রাজ্যজয়—ধর্ম্ম যেথা
সেথা জয় শাস্ত্রে কয়; কার্য্য চিত্রপটে
সে ত সলিলের রেখা! তা না যদি হ'ত
সখে, তা হ'লে কি কভু, মহেশের শির
গুঁড়াইয়া, অগণ্য হিন্দুর তনু করি
ধরাশায়ী, সদর্পে ফিরিয়া চ'লে যায়
মহাদম্ভে মরুবক্ষ চরণে দলিয়া
প্রকৃতির শক্তি উপেক্ষিয়া চ'লে যায়
গিজনীর পতি? বল, তা হ'লে কখন
শোকে-তাপে শীর্ণতনু বৃদ্ধ বঙ্গপতি
হারাইয়ে আত্মমান, হারায়ে সম্পদ,
শোকে, তাপে পথে ত্যজে পথিকের প্রাণ?
দুর্দ্ধর্ষ খিলিজি এল, বঙ্গবুকে ব'সে
র'ল—কে নাড়িবে তারে? বঙ্গের হৃদয়ে,

অচলের মূর্ত্তি ধ'রে সে যে নেছে স্থান।
অধর্ম্মেই রাজ্যজয়—তা না হ'লে কভু
বাপ্পা'বংশজাত বীর মহাত্মা লক্ষ্মণ
বীরপুত্রগণ সহ চিতোরের দ্বারে
ধর্ম্মযুদ্ধে দেয় প্রাণ ধর্ম্মের রক্ষণে?
সুতীক্ষ্ণ চিতানল ধূম উদ্গিরণে
বহন করিয়া শিরে সতী আবেদন,
যবে চলি গেল বেগে অনন্তের কোলে
অনন্তের পতিপাশে—বল পৃথ্বীরাজ
কত বজ্র এসেছিল স্বরগ হইতে
চূর্ণিবারে বিধর্ম্মীর শির? দিল্লীপতি
হাসিয়া হাসিয়া এল, হেসে চ'লে গেল
কেহ না করিল তার কেশ পরশন!

পৃথ্বী। কিন্তু সবে লোকে ত ঘুষিবে অপযশ?

অজয়। সে নিন্দিবে সত্য বটে সর্ব্বনাশ যার;
বিধি-পাশে জানাইবে হৃদয়ের ব্যথা;
জানাইবে পার্শ্বচরে, প্রতিবেশী জনে,
গাহিবে শোকের গাথা ঘুষিবে অবশ।
কিন্তু যবে জয়মদে মত্ত অরি-রাজ
ভীষণ হুঙ্কার-রবে ছায় হে গগন,
প্রচণ্ড তাণ্ডব-নাচে ফাটায় মেদিনী,
কাঁপায় কানন-বক্ষ, দোলায় সঘনে
মহীধর স্থির শির, যক্ষ-রক্ষ-নর
দেবগণ—ছায়া কায়া সকলে মিলিয়া
সে হুঙ্কারে করে যোগদান। কেহ নাহি
কান দেয় অভাগার শোক-উচ্চারণে।
কীর্ত্তি তার পদসেবা করে; ইতিহাস
প্রতিপত্রে ছত্রে ছত্রে জ্বলন্ত অক্ষরে
অভিধান দেয় তার দিগ্বিজয়ী বীর।
মর্ত্ত্যের যে তিলোত্তমা রূপের ছটায়
দশদিক ছিল উজলিয়া—কিবা তার
পরিণাম? কেন হে সে অনলে সঁপিল
আত্মপ্রাণ? কোথায় পদ্মিনী—কোথায় সে
সরোজিনী?
চিতোর সাম্রাজ্য-জয় আছে
ইতিহাসে; চিতোর-নারীর শোক-গান
দেহ সনে ডুবেছে অনলে। চল বীর!
ছাড় পাপ ধর্ম্ম অভিমান—নিশিযোগে
এস ভাঙ্গি দুর্গদ্বার, এস নিশিযোগে—
বধ করি দুরাত্মা তাতারী।

পৃথ্বী। সথে! সথে!
গৃহস্থের স্বধর্ম্মপালনে—যে বংশের
রাজা, জায়া, বধূ, পুত্র, কন্যাধন—সব
দিয়াছিল বিসর্জ্জন—সেই বাপ্পাবংশে
জনমিয়া অধর্ম্মে করিব রাজ্যজয়?

অজয়। ক্ষত্রগণ, যোধগণ, প্রিয় বন্ধুগণ!
ভারতের প্রিয় পুত্র, রাজপুতনার
চির গৌরবের ধন—অদ্য সূর্য্যোদয়ে
অসংখ্য যবন-সেনা ভীম আক্রমণ
ভীষণ তরঙ্গে বুক দিতে হবে[illegible]
সসজ্জিত রও! সাধুগণ[illegible],
ভক্তনাশন বিশ্বপতি—প্রাণ ভ'রে
শেষার্দ্ধ নিশায় ডাক তাঁরে। চল যাই
যে বাঁচিলে বাঁচে ভাই লক্ষ লক্ষ প্রাণী,
অধর্ম্ম কি পৃথ্বীরাজ তারে বাঁচাইতে?
ত্রিসহস্র ক্ষত্র-রক্তে ডুবিবে মেদিনী,
এক দিনে নিভে যাবে চিতোরের প্রাণ।
তবু কার্য্য হবে না সাধন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গিরিগুহা।

সিন্দূরা ও সূর্য্যমল।

সিন্দূরা। এমন রাজত্বে তুমি করিলে আমায়
রাণী, গৈরিকবসন ঘুচিল না—পোড়া
ছাই মুখে মুছিল না;—ছিনু মাত্র একা—
কেবল পেয়েছি সাথী অথর্ব্ব সন্ন্যাসী!—
আর কেন হাসাইবে মিছে শত্রুগণে;
ছিঁড়ে ফেল মায়ার বন্ধন। যে কৌশলে
শত খণ্ডে ছিন্ন করি সৌহার্দ্দের মালা,
দিলে রাজা উপহার, তার শুষ্ক ফুলে,
চির-শত্রুতার পদতলে; মনোরঙ্গে
হে চক্রি যে চক্রবলে হানিলে সবলে
রাজবক্ষে মহাশূল তনয়-বিচ্ছেদ;
যে অভেদ্য চক্রান্তের জঠরে পড়িয়ে
চিতোর আকাশ হ'তে হ'ল অন্তর্দ্ধান
সুবিমল তারকা-যুগল, কোন্ প্রাণে
এ হেন মহান্ অস্ত্র অশনি-লাঞ্ছন
ডুবাইতে চাও রাজা মমতা-সলিলে?

সূর্য্য। উপায় কি আছে আর?

সিন্দূরা। উপায় কি আছে আর?
উপায় কি ছিল রাজা?

সূর্য্য। মহাবংশে
জাত আমি, চিতোরের রাণা পরিবার;

আমি যবনের হব না সহায়। কভু
রাজ্যলোভে বিধর্ম্মীরে আত্মা নাহি দিব।
দ্বারে দ্বারে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব—তবু
জাতিশত্রুতার পথে, ভারতের রিপু
তারে নাহি দিব স্থান—শুদ্ধ একা আমি
সে পথে করিব বিচরণ।

সিন্দূরা। তবে ধর
ধনুঃশর, কর বলে কোদণ্ড-টঙ্কার,
রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিবারের তে.ল প্রতিধ্বনি।

সূর্য্য। সপ্তবার তুলিয়াছি ;—তিনবার দেখে
যে কার্য্যে নিরস্ত হয় লোকে, সেই কার্য্যে
সপ্তবার হইয়াছি আগুয়ান ;—আর
ইচ্ছা নাই।

সিন্দূরা। জান যদি ইচ্ছা যাবে ম'রে,
অবলায় মজাইতে কেন এলে বীর ?
ছিনু বাঁদী তোমার সংসারে ; ছলনার
চক্ষু হেরে—উপরে বীরত্বাভাস, তলে
ভীরুতার গোপন বিকাশ—তাই হেরে
না বুঝিয়া করেছিনু আত্মদান। রাজা !
তুমি ত লবে না জানি নিজ সঙ্গে লয়ে
অভিমান, হয়েছিনু সংসার-ত্যাগিনী।
সে সুখ ঘুচালে মোর কেন স্বার্থপর ?

সূর্য্য। শত্রুজয় মহাকার্য্যে তার কত বাধা
করেছি প্রদান, কার্য্য অবতার বীর
ফিরে দেখে নাই। পৃথ্বীরাজ তিনবার
প্রাণ ভিক্ষা দিয়াছে আমার। তার শত্রু
আবার সিন্দূরা ?

সিন্দূরা। রাজস্থানে মহাস্থান
বিশাল সাগর, একমাত্র লক্ষ্য তার ;
নগেন্দ্র সম্মুখে যদি পড়ে, চূর্ণ করে
তারে—ক্ষুদ্র বাধা ফিরে নাহি চায় ; যদি
বারংবার পথ রোধ করে, ধ'রে তারে,
তরঙ্গ-ফুৎকারে বেলাভূমি পরে করে
বিনিক্ষেপ ;—বাধা কবে হ'লে প্রাণেশ্বর ?

সূর্য্য। নারী তুমি বুঝ না কার্য্যের গতি।

সিন্দূরা। কি—কি ?
নারী আমি ? নারী কি আমার পরিচয় ?
তারকার এক আবর্ত্তনে, অঙ্গুলীর
পার্শ্ব-সঞ্চালনে, চারি বীর যে মারিতে
পারে, এক নখাঘাতে দুই সোদরের
মাঝে, দিতে পারে সাগরের ব্যবধান—
(মুখ ফিরাইয়া স্বগত) অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ ভূমি
দুর্ব্বলের প্রেম,
তার লোভে স্বর্গরাজ্য পথে, নিজ হাতে
কণ্টক রোপণ করে—(প্রকাশ্যে) নারী কি
তাহার পরিচয় ?—অতি অগ্রসর রাজা !
পাছু নিরীক্ষণ অধর্ম্ম এখন।

সূর্য্য। পাপকার্য্যে
অগ্রগতি ধর্ম্ম কি সিন্দূরা ?

সিন্দূরা। এক বর্ণে
বিজড়িত মানব-জী[illegible]। এক দিকে
কর নিরীক্ষণ, ধর্ম্ম ব'লে হবে জ্ঞান ;
হের অন্য ধারে, জীবনের প্রতিকার্য্য
বলিবে তোমায় নর—নর ! এ সংসারে
অধর্ম্ম সকলি।—শত্রুতা, মমতা, প্রেম,
হিংসা, ঘৃণা, দয়া, উপকার—আসুরিক
দেবকার্য্য—অধর্ম্ম সকলি। মধ্যভাগে
একবার মেল হে নয়ন,—হের ধীর
ধর্ম্মাধর্ম্মবিরহিত বিশাল সংসার।
মনে যে বুঝিতে পারে কোটি প্রাণনাশ
পুণ্য তার। মহাদর্পী রাজা দুর্য্যোধন
আজীবন যুঝিয়াছে নারায়ণ-সনে।
ভুবন-ঈশ্বর তার ছিল না কি জ্ঞান,
ধর্ম্মসনে রণে হয় নিরয়-গমন ?
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণে যেই বেঁধে রেখেছিল
প্রেম-ডোরে কভু ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান রাজা
ছিল না কি তার ? দ্বাদশ আদিত্যকরে
আলোকিত সমগ্র সংসারে, দেখেছিল
ভুবনের নর, তার অন্তিমসময়ে
পায়ে স্থান দিল তারে নারায়ণ।—আর
ধর্ম্মাধর্ম্ম তুল যদি কথা, আমি বলি,
পণরক্ষা ধর্ম্ম মানবের। প্রতিজ্ঞার
পথে চল, ধর্ম্মনাশ হবে না তোমার।

সূর্য্য। কি কি ? কি শুনি সিন্দূরা ? রমণীর মুখে
এ কি কথা ? সুকোমল পল্লব-মর্ম্মরে
বজ্রধ্বনি হয় কি কখন ? নারি ! নারি !

সিন্দূরা। রাক্ষসী, পিশাচী বল, নর বল, রাজা !
নারী মোর নহে পরিচয় !

সূর্য্য তাই তুমি
রাক্ষসি ! পিশাচি ! স্কন্ধে কর ভর ; দাও—
দেখাইয়া দাও—কোন্ পথে যাব।

সিন্দূরা। ধর
ধৈর্য্য, বুঝে দেখ নাথ ! ধর্ম্মতঃ তোমার
রাজ্য ; পিতৃরাজ্যে সন্তানের অধিকার।

সূর্য্য। পিতৃহন্তা ছিল পিতা।

সিন্দূরা। পত্নীহন্তা তুমি।

সূর্য্য। ধর্ম্মতঃ আসন প্রাপ্য যার, পড়িয়াছে
রাজ্য তার করে! প্রিয়ে! দয়া ক'রে বুঝ
একবার, কুমতির উত্তেজনাবশে
তোমার করেছি সর্ব্বনাশ।

সিন্দুরা। সর্ব্বনাশ?
করেছ স্বামীর কার্য্য; অপ্রেমিক যেই,
রমণীকে সুধু সে সুখের ভাগী করে।—
উঠে চল—ভাবিবার গিয়াছে সময়।
সময় যখন ছিল লৌহ-পিঞ্জরের
বজ্রবেড়া, তখন উন্মত্ত হয়ে, রাজ্য
কোথা, রাজ্য কোথা, ব'লে ছুটেছিলে; কিন্তু
সময় যখন চারিধারে বজ্র-বর্ম্মে
ঘেরিল তোমায়—নিজে রাজ্য এসে পায়ে
লুটাইল, সে সময় মারিয়ে কুঠার
দুটি পায়, পঙ্গু হয়ে বসেছ হেথায়।

সূর্য্য। তাতারী সাধ্য নাই তাহারে পরাস্ত
করে। আছে সাথে সে অজয়—সেই ভীম-
পরাক্রম দেহরক্ষী বীর। প্রাণেশ্বরি!
দেখেছ ত তারে?

সিন্দুরা। সিংহে সিংহে হয় রণ,
এক কেশরীর তায় অবশ্য পতন;
বাঁচে যেই, শশকে বধিতে পারে তারে।
তর্কের সময় গেছে; রাজ্যে যদি থাকে
অভিলাষ, এস সাথে। (আকর্ষণ)

সূর্য্য। প্রিয়ে! আজ কর
ক্ষমা। তব অঙ্গ পরশিয়া করিলাম
পণ, মিবারে অনল দিব। পিতৃরাজ্যে
না পাইনু স্থান; ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে বলি
প্রাণেশ্বরি! পিতৃরাজ্য করিব শ্মশান।

সিন্দুরা। বাক্যবাণে কাঁপে সমীরণ; সিংহাসন
তাহে নাহি টলে।
এস সাথে—ওই শুন
অগণ্য তুরঙ্গ মত্ত ভীম পদধ্বনি
গুহামাঝে হানিল অশনি। হেন ঘোর
আহব যদ্যপি রাজা না কর সহায়,
জীবনের শেষ এ গুহায়।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

দুর্গের মধ্য ভাগ।

(নেপথ্যে) সৈন্যকোলাহল ও বাদ্যধ্বনি।

সৈন্যগণ। ভয় নাই, ভয় নাই, পলায়নে আর,
নিরস্ত্রে না করি মোরা অস্ত্রের প্রহার।

(সঙ্গরাজের প্রবেশ)

সঙ্গ। কে তুমি সমরে এলে? নারী? কিংবা
নারীমূর্ত্তি ধরি, দৈত্যের সংগ্রাম হেরে, ফিরে
এলে দৈত্যনিসূদনী? এ কি রমণীর
রণ? কিংবা অসুরের হরিতে জীবন,
দেবগণে দান দিতে অমরত্ব ধন,
আশাসুধাভাণ্ড করে, মোহিনী মূরতি
ধ'রে, দুই ভাগে এলে নারায়ণ? নারি!
প্রণমামি নরের জননি! বিশ্বরাজ্য
তোমাতে সম্ভব মাতঃ! বিশ্বরাজ্য তুমি
প্রনাশিনী। বীণার সঙ্গীতে মৃত সৈন্য
উঠিল জাগিয়া; তারকার প্রহরণে
মহীধর পড়িল টলিয়া। কিন্তু হায়
আসিলাম যাহার কারণ, সে মহাত্মা
কোথায় এখন? অন্বেষিনু তন্ন তন্ন
করি তাঁরে সমর-প্রাঙ্গণে, তবুও ত
সন্ধান না পাই তাঁর! তবে কি এলে না
পৃথ্বীরাজ? রমণীর বাক্যবাণে ছিন্ন-
ভিন্ন হিয়া, আপনা ভুলিয়া—মহামতে!
হ'লে নাকি মতিহীন? শুনে কথা তুচ্ছ
বালিকার, হিয়া কি কম্পিত তার? শিশু-
পদভরে, কম্পিত ধরণী-পরে, ভিত্তি
চ্যুত মহাদুর্গ লুটাল কি ভূমিতলে?
হে বিধাতঃ! পাপমনে হেন চি[illegible] যদি
স্থান দাও, নিশ্বাস কাড়িয়া ল[illegible], যেন
দেহের না চিহ্ন রয়—যেন ছুটে আসি
আহারের তরে, দেহজ দুর্গন্ধকাগন্ধে
শকুনি, শৃগাল যায় ফিরে। পৃথ্বীরাজ!
দেখা দাও;—তাই যদি জীবনে না রও
প্রেত-মূর্ত্তে দেখা দাও। এ কি!

(বীণার প্রবেশ)

একাকিনী আবার আসিলি উন্মাদিনি?

বীণা। হ'তে এনু
তোমার সঙ্গিনী। বীরবর! কোথা তব
সহোদর? হ'ল না সন্ধান?

সঙ্গ। খুঁজিয়াছি
সর্ব্বস্থান—আশঙ্কা হতেছে মনে বীণে!
বালিকার পরে ক্রোধে, তাই কি আমার
পুরুষত্ব দিল বিসর্জ্জন?
বীণা। ছি ছি ছি ছি!
রসনার কর হে ছেদন! শিশোদীয়
তুমি না কুমার! বীণার স্বামী না তুমি?
হেন কথা কেমনে হে মনে দিলে স্থান?
সন্ধান পাইলে ভাল, না হ'লে জানিও স্থির,
আজি ভগিনীর শেষ অভিনয়।
সঙ্গ। আর কোথা দেখি বীণা?
বীণা। সে কথা জানি না;
সন্ধান করহ তার।
সঙ্গ। এত কি বিশ্বাস
বীণে! পৃথ্বীরাজ আসিয়াছে রণাঙ্গনে?
বীণা। দিবস রজনী হবে, তবু পৃথ্বীরাজ
না টলিবে, এ বিশ্বাস আছে প্রাণেশ্বর!
ভাই আছে তার সনে; অন্বেষণ কর
তুই জনে।—উঠ দুর্গের প্রাচীরে, দেখ
প্রাচীর-বাহিরে কেহ আছে কি না আছে।
ভাল কথা, কাপুরুষে পিতৃরাজ্য ক'রে
অধিকার, ছিল কি ক্ষত্রিয়-স্থান-বক্ষে
এত কাল?—ষোড়শ বৎসর স্মৃতি তার।—
তা নয়—তা নয় সখা! ভীরু কি পাঠান?
প্রাণ কি এতই প্রিয় তার, ফেলে পুত্র
পরিবার কৌমুদী-বিকাশ—বালিকার
রণ দরশিয়া, সৌদামিনী হাসি ভ্রমে,
দুর্গ ফেলে গেল কি সে বজ্রপাত-ভয়ে?
তা নয়—তা নয় প্রাণেশ্বর!—দেখ কোথা
দুর্দ্দান্ত পাঠান, দেখ তার সনে কোথা
কমলা-জীবন, কোথা ক্ষত্রিয় গর্ব্বের
সিন্ধু রাণা পৃথ্বীরাজ। প্রাচীর-উপরে
উঠি' চারিধারে কর সখা নিরীক্ষণ।

(সঙ্গরাজের প্রাচীরারোহণ)

সঙ্গ। বীণে! বীণে!
বীণা। কি দেখ—কি দেখ প্রাণেশ্বর?
সঙ্গ। নিথর—তরঙ্গশূন্য মানব-সাগর।
বীণা। বিশ্বাস অটল রাখ রাণা-বংশধর।
বিশ্বাসে বিশ্বের স্থিতি, বিশ্বাসে জীবনে
প্রীতি! নহে, অবিশ্বাসে জীবন-নাটকে
প্রত্যেক অঙ্কর চক্ষু দিবে ঝলসিয়া।
পাগলিনী-আবেদনে অভিমানে ভুলে

যদি তব সহোদর অন্যপথে যায়,
বিশ্বাস কি তোমার কথায়? তুলে লও
মোরে—আমারে দেখাও প্রাণেশ্বর!
সঙ্গ। এস
প্রাণেশ্বরি! চারি চক্ষে হেরি; দুই চোখে
সাধ নাহি মিটে।—বীণে! বীণে!
সংখ্যাতীত
তাতারী সেনা ছিন্নশির প'ড়ে রণ-
স্থলে—(বীণাকে তুলিয়া)
কে আসিল? কে আসিল মহাবীর?
কে করিল তাতারীর এমন দুর্দ্দশা?—
এই যে এ দিকে পুনঃ করি দরশন
অরিকোলে নিদ্রাগত রাজপুত-বীর।—
এই যে স্বদেশ লাগি করেছে শয়ন
বসুন্ধরা-প্রিয়পুত্র বসুন্ধরা-কোলে।
বীণা। প্রান্তর জীবনশূন্য।
সঙ্গ। কোথা বীণা মোর
সহোদর? বক্ষ মোর খুলে যে দেখাব
তারে।
বীণা। ওই পথে দূর-দূরান্তরে যদি
পাও দরশন, যাও—বীরদ্বয়ে কর
অন্বেষণ। এ শবসাগর আমি করি
আলোড়ন খুঁজে দেখি আত্মীয়-স্বজন।

চতুর্থ দৃশ্য

রণক্ষেত্র।

বীণা।

বীণা। মানবের বক্ষোরক্ত অঙ্গে মাখাইয়া
কি ভীষণ মূর্ত্তি আজ ধরেছ প্রকৃতি!
কি ভীষণ মূর্ত্তি আজ তব সন্ধ্যাসতি!
কি ভীষণ মূর্ত্তি তব অস্তগামী রবি!
জননীর কোলে থাকি রক্তিম সৌন্দর্য্য
দেখি, বাড়াইয়া দুটি কর, দিবাকর!
অভিলাষে ধরিতে গিয়াছি কতবার।
তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গে বসি সিন্ধুর নর্ত্তন;
ব্যোমযানে করি আরোহণ, ভূকম্পনে
ধরা বিদারণ, পিঞ্জরে সিংহের খেলা,—
দেখিয়া বিমূঢ়া বালা, সে দৃশ্য সুন্দর
ভেবে কত হেসেছিনু।—ভীষণ সুন্দর
হয় কি ভ্রম ধারণা! কি ভীষণ মূর্ত্তি

তব, নিজেও জান না তুমি অস্তগামী
রবি। যাও দেব!—এস না, এস না আর।
আলোকে আঁধার নাশে, আলোকে বিস্মৃতি
আসে—বিস্মৃতি চাহি না আর। চারিধারে
কাতারে কাতারে মানবের শবরাশি;—
প্রশান্ত প্রান্তর-বক্ষে স্থির ঊর্মিমালা,
সকলের ধরি গলা, আত্মীয়-স্বজন-
রূপে, তারস্বরে করিব ক্রন্দন। দেব!
চিন্তারে দেখাব আমি হৃদি-সিংহাসন;—
বসাইয়া তারে থরে থরে সাজাইয়া
দিব গলে হতাশার মালা। যাও যদি,
মিনতি আমার কিছু রশ্মি রেখে যাও;
কত কুলের প্রদীপ চারিধারে, কত
অবলা সংসারে কত কেশরীর বল,
কত পিতা, কত পুত্র, কত সহোদর,
অভাগিনী ভাগ্য কত আছে এ প্রান্তরে
সে সবার তরে—কে অভাগা মানবের
প্রভাতে সুখের সংসারে, কিছু রশ্মি
রেখে দিয়ে যাও—দেব! আলোক-ছলায়
বিস্মৃতি ঢালিয়া দাও—যেন পুত্রহারা
মাতা নাহি কাঁদে, যেন দারুণ বিষাদে
বক্ষে না আঘাত করে অনাথিনী সতী।

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। আলোকে পড়িল আবরণ, আর
যে মা—চলে না দর্শন।
বীণা। কোন্ দিকে ছিলে রত অন্বেষণে?
সৈনিক। যে দিকে প্রাচীর বিভেদিয়া,
দুর্গমধ্যে পশেছিল মহাত্মা সারণ,
যবনের বুক চিরে বাঁধি সেথা ঘর
তিন শত বীরসনে শুয়েছে জনম-
তরে; তাহার উত্তরে, প্রাচীর-বাহির-
প্রান্তে করেছি সন্ধান।
বীণা। হেথা বীরবর!
অন্বেষণ—দেবদ্বয়ে করহ সন্ধান;
যদি দেখিতে না পাও, আলোক লইয়া
এস। দেখ সাবধান, একটিও প্রাণী
জীবন থাকিতে যদি মাঠে প'ড়ে রয়,
বৃথা রাজ্য অধিকার।
[সৈনিকের প্রস্থান।

করিয়া সময়-
জয়, কোথা গেলে মহাশয়? বীরের সে
নিভৃত কানন, যেথা রবি-শশী পশে
ডরে; যেথা বিশ্বমাঝে সমবেত ধ্বনি,—
গর্জ্জিত অশনি, কমলের দলে দলে
ভ্রমর-ঝঙ্কার; কোকিলের কুহুস্বর,
বায়সের রব, কুরঙ্গের আর্ত্তনাদ,
শার্দ্দূলের জিঘাংসু হুঙ্কার—দূরে দূরে
চলিয়া চলিয়া, বদ্ধ আলিঙ্গনে মিলি'
ওঙ্কারে হয়েছে পরিণত, সেথায় কি
বীরদ্বয় বিশ্রাম-নিরত? যেথা হত—
হন্তারকে খেলা, বিষাদে আনন্দে মেলা,
ক্ষত্রিয়ে যবনে যেথা এক সিংহাসনে
সেথায় কি আলিঙ্গন দিতেছ পাঠানে?—
যেথা শিশিরে নলিনী তোলে মাথা, যেথা
কুমুদিনী রবি-সনে হেসে কয় কথা—
কমলাজীবন! তারকার হৃদয়ের
ধন! সেথায় কি আছ কার প্রতীক্ষায়?
(নেপথ্যে) দেবি—দেবি! দেখে যাও।

(বীণার প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ)

বীণা। পাঠান—পাঠান!
স্বর্গে তব স্থান। রাখিতে বীরের মান
শত্রু-অস্ত্রে জর্জ্জরিত পলায়িত সেনা
ফিরাইতে, শত্রু-সেনা-মুখে বীর আগে
দেছ প্রাণ। পৃষ্ঠ রক্ত প্রান্তর, বক্ষে
সহস্র সুবর্ণ-ধারা। পাঠান—পাঠান!
স্বর্গে তব স্থান। আর তুমি? মুখে বাক্য
নাহি আসে, নামে জিহ্বা জড়ায় পিয়াসে,
আর তুমি? রাজত্বের শিখরে বসিয়া
অভাগ্য রাজায় নিরখিয়া, এক ল[illegible]
শতেক সোপান নেমে এলে—[illegible]-সনে
বনবাসী—আপনি হইলে চি[illegible]
জায়ারে করিলে দাসী। কে তুমি?
তুমি কে
স্বরগ-রতন? স্বর্গে ছিলে মর্ত্ত্যে এলে
সাধিয়া মর্ত্ত্যের কাজ স্বর্গে ফিরে গেলে।
অজয়! অজয়! কমলার সঙ্গ হ'তে
স্বর্গ-সুখ এত কি মধুর? আর তুমি
নরে নারায়ণ। প্রেয়সীর তিরস্কারে
লুকায়েছ কার ঘরে—এতেক সন্ধানে
তবু খুঁজিয়া না পাই? শ্রান্ত নিরখিয়া
ছাড়তে কাতরা রাণী, ধরা কি লুকায়ে
বুকে রাখিল পৃথ্বীরাজ?

(তারার প্রবেশ)

তারা। তোরে
খুঁজে খুঁজে শ্রান্ত আমি ; রবি যে আসিল,
ক্লান্তি তার, ক্লান্তি বোধ নাই কি তোমার ?

বীণা। কে ও দিদিমণি ? আগ বাড়াইয়া এস
দিদি ! যদি তোমার পরশে শ্রান্তি পাই !
লোচন-রহস্য কথা শুনো নাক আর ;
অথবা আঁধার আবরণে বিড়ম্বিত
লোচন তোমার। ক্লান্ত আমি ভ্রমিতে সংসারে।
দিদি—দিদি সংসারে মরণ ভাল, তাই
মৃত্যু বিধির বিধান। পিশাচ পুড়িয়া
যাক্, দানব বিলয় পাক্—দিদিমণি !
দেব কেন মরে তার সনে ?

তারা। রণজয়ে
আক্ষেপ সাজে না বীণা। পিতারে আনিতে
লোক করেছি প্রেরণ, পাতিয়া রেখেছি
সিংহাসন ; যাও ত্বরা ভগিনী আমার !
বসাইয়ে তাঁরে সাধহ কন্যার কাজ।
যুগে যুগে গ্রহ-উপগ্রহ-সম, দেব
ধর্ম্ম চলে ; পিতার আসন নাহি টলে।
সূর্য্যমত জীবন উত্তাপে সংসারের
জীবন রাখিয়া, পিতা অগণ্য জীবন
ঘুরাইয়া, আছ স্থির। তাঁহার পূজায়
মরণ বিলায় পায়। কায়ার বর্ত্তনে
যে মরণ, সে ত জীবনে বিশ্রাম দান।
সে ত পুনঃ জননীর কোলে, আধা ফোটা
নয়ন-যুগলে, সংসারের দূর হ'তে,
রবি করে সুধা দরশন। মরণ ত
আত্মার বিকার, বিষম দংশন তার
অমরে পাগল করে। জীবনে মরণ
বড় জ্বালা। ভগিনি ! ভগিনি ! রণজয়
অবসরে তুলো নাক মরণের কথা।
দূর হ'তে সকলি সুন্দর,—পর্ব্বতের
গাত্র যে ধূসর, দূর হ'তে জলধর
শোভা ধরে, বিশ্রী অজগর দূরে
রজ্জুরূপে ভুলায় দর্শকে। আমি নারী
ধরিত্রী জননী, কোথায় অগণ্যে আমি
দিব প্রাণদান, কোথায় অগণ্যে আমি
করেছি সংহার। ক্ষুদ্র দীপ-শিখা সম
যে হৃদয়, আগে কেঁপে যেত মক্ষিকার
পক্ষ-সঞ্চালনে, এবে তার সংঘর্ষণে
অশনি গুঁড়িয়া যায়। আবার মরণ
কারে বলে ? দিদি—দিদি—যাও চ'লে, দেখ
কত দূরে এসেছেন মহারাজা। তব
কার্য্যভার মোরে দাও—বুঝেছি কথার
ভাবে এখনি আমায় যেতে হবে। তুমি
পিতারে করিয়া রাজা, মায়ে রাজরাণী
আপনি ইন্দ্রাণী হও ; দ্বিতীয় বাসবে
হৃদয়-রাজত্ব দাও। যাও, সুখী হও
প্রেমময়ি !

পঞ্চম দৃশ্য

রণক্ষেত্র (অপরাংশ)

বীণা।

বীণা। এ ত ভাল যুদ্ধজয় ! প্রতিপলে পলে
উৎকণ্ঠায় যায় প্রাণ। ও মা মহেশ্বরি !
তোর তারা বীণা জিনি রণ, বন্দিনীর
মত আজি ফেলে অশ্রুজল। যারা গেছে—
তারা গেছে—চীৎকারে, রোদনে,
শোকে আর
আসিবে না। যে আছে, সে গেল কোথা ?

(সঙ্গরাজের প্রবেশ)

সঙ্গ। বীণা !

বীণা। আঁধার করিয়া মোর হৃদয়-অম্বর,
কোথা ছিলে দিবাকর ? গেছ বহুক্ষণ,
যদি না পেলে দর্শন তার, ফিরে কেন
এলে না কুমার ?

সঙ্গ। অদর্শন নয় বীণা !

বীণা। অদর্শন নয় সত্য কথা প্রাণেশ্বর !
তবে কি কুমার বেঁচে আছে ?

সঙ্গ। হিমালয়
সম হ'ক পরমায় তার।

বীণা। কি সংবাদ
দিলে প্রাণেশ্বর ! শীঘ্র যাও, এই পথে
পাগলিনীমত গেছে ভগিনী আমার।
ছুটে গেলে ধরিতে পারিবে তারে।

সঙ্গ। তাই
যাব বীণা ! কিন্তু তব ভগিনীরে দিয়ে
সমাচার আমি ফিরিব না আর।

বীণা। কেন ?

সঙ্গ। ফিরিব না নরেশকুমারি! করে ধরি,
ক'র না জিজ্ঞাসা 'কেন'।
বীণা। দাসী ব'লে যদি
দেখ মোরে, তবে 'কেন' ব'লে যাও।
সঙ্গ। বীণা!
নরেন্দ্রনন্দিনী কভু হয় না ভিখারী—
দাসী।
বীণা। ভালবাসি ব'লেছিলে—কতবার।
সত্য যদি হয় সেই কথা, তবে, কেন
চ'লে যাও?
সঙ্গ। কেন? তোমারে কি বুঝাইব?
প্রকৃতির আদরিণি! তুমি কি বুঝিবে
তার? কেন চ'লে যাব আর অসিব না।
মন যদি আসিবারে চায়, তাহারেও
আসিতে দিব না। কেন? আর ইচ্ছা নাই,
গেঁথে দিতে প্রাণ তব অভাগ্যের সনে।
ক্ষুদ্র প্রাণে, সংসারে ঢালিয়া প্রাণ, তুমি
আপনার মনে সেথা কর বিচরণ।
ধরণী তোমায় পেয়ে ধনী, তুমি রাণী
ধরণীর শিরে; রাজ্য-সুখে দিব না লো
বাধা; ধরণীর শিরোমণি হবে, বীণে,
মরুভূমি করিব না তারে। কেন? আমি
অযোগ্য তোমার।
বীণা। বুঝিয়াছি হতভাগা
রাজার রোদনে, বিগলিত প্রাণে, তারে
আবার ধরায় দিতে স্থান, এসেছিলে
দেবতা-যুগল। করুণার অবতার!
কার্য্য সিদ্ধ হয়েছে এখন, তাই চ'লে
যেতে মন। ধ'রে রাখিব না। স্বামি, স্বামি,
অন্ধ তুমি যাহা বুঝ মনে, হের মোরে
যে নয়নে, আমি কিন্তু তোমা ভিন্ন অন্যে
নাহি জানি। স্বামি, যেতে চাও—যাও—বাধা
নাহি দিব, মুখ না দেখিতে চাও,
মুখ না দেখাব। কিন্তু একবার দাসী ব'লে
শ্রীচরণে দিয়েছিলে স্থান—দেবতায়
মিথ্যা নাহি কয়—আমার এ অধিকার
তোমারও সাধ্য নাই ঘুচাও কুমার।
চরণে সুধায় দাসী, চ'লে যাবে কেন,
ব'লে যাও; দাসী কি করেছে অপরাধ?
সঙ্গ। রৌদ্রদগ্ধ পথিকের শ্রান্তি তপোবন!
তোমা হ'তে এক পদ যেই দিকে যাই
সহস্র কণ্টক বিঁধে পায়, সহোদরে
নিরখিয়ে আকুল অন্তরে যেই কাছে
গেনু তার, সাদরে কৃপাণ দিল করে—
যাচকের স্বরে ভাই মরণ যাচিল
মোর কাছে। বহুদূরে ফেলিয়া কৃপাণ
সাগ্রহে ধরিনু কর,—বলিলাম ক্ষত্র-
ধুরন্ধর! তারা মোরে করেছে প্রেরণা—
তব অদর্শনে অভাগিনী, রণজয়ে,
যবনের গৃহ হ'তে বিষাদ লুণ্ঠন
ক'রে পূরিয়াছে ঘরে। আর কেন ভাই?
কার্য্য সিদ্ধ হয়েছে তোমার, এস লবে
মনোমত পুরস্কার। বলে পুরস্কার?
মৃত্যু মোর পুরস্কার; তাই যদি দাও,
এস কাছে, নহে দূর হ'তে দূরে চ'লে
যাও।" আমি বলিলাম 'সে কি কথা ভাই!
জীবন রাখিতে আমি এসেছি তোমার'।
হাসিয়া ঘৃণায় মোরে দিল সে উত্তর—
"অনুতাপে এসেছ বাঁচাতে? চ'লে যাও
ভ্রাতৃদ্রোহী সহোদর! প্রাণ প্রিয় ছিল
যে সময়, প্রাণনাশে হয়েছ উদ্যত;
জীবনে যন্ত্রণা হেরে, জীবন রাখিতে—
তুমি এসেছ আমার!" ব'লে চ'লে গেল,—
দেখিতে দেখিতে ভাই অন্ধকারে গেল
মিশাইয়া!—
বীণা। চিতোর কি ক্ষিপ্তের আশ্রম?
ভাল; আমার কি অপরাধ শ্রীচরণে?
আমারে ছাড়িতে চায় মন?
সঙ্গ। ভাগ্যবতি!
অভাগ্যের সনে তোর জীবন-সংযোগে
অভাগিনী করিব না তোরে। গতপ্রাণ
দরশিয়ে প্রাণ দিয়েছিলে, নিরাশ্রয়
দরশিয়ে স্থান দিয়েছিলে। করুণায়
সকলি রেখেছ মোর, অধুনা বিদায়
ভিক্ষা করি, ভিক্ষা দাও নরেশকুমারি!
বীণা। ভাল, তাই হবে।
সঙ্গ। রাজ্যজয়ী পৃথ্বীরাজ
তারারে বসায়ে বামে লক্ষ্মী-নারায়ণ-
রূপে সাজিবে যখন, আমি পার্শ্বে তার
বিশ্বাসঘাতকরূপে রব দাঁড়াইয়া?
সখী সখা, আত্মীয়-স্বজন, তোর মুখ
করে নিরীক্ষণ, মলিন বদনে কবে,
'বীণা—বীণা!
বিশ্বাসঘাতকে দিলি প্রাণ?'
হতভাগ্য সহিতে নারিবে; তুষানলে
জ্বালা না জুড়াবে।

বীণা। ভাল, তারারে সংবাদ
দাও, তার পর সঙ্গিনী করহ মোরে।
তুমিই ত বলেছিলে, ভিখারী যদ্যপি
হও, আমারে করিবে ভিখারিণী।
সঙ্গ। ক্ষমা কর বীণা।
বীণা। মিথ্যাবাদী! তবে চ'লে যাও।

(সঙ্গরাজের প্রস্থানোদ্যোগ, বীণার হস্ত ধারণ)

(গীত)

জীবন-আশ্রয় তুমি, তুমি সে কাতর প্রাণ!
কি লয়ে জীবনে আমি রহিব।
জীবনে মরণে সখা, সাধ চোখে চোখে রাখা,
কি সাধে সে সাধে বাদ সাধিব।
ছেড়ে দিব না,—পরাণ থাকিতে ছেড়ে দিব না।
সাগরে তরঙ্গ মেলে, তবু যদি দেখা চলে,
জীবন থাকিতে চলা ছাড়ে না।
কোথায় লুকাবে প্রাণ, গিরি হ'লে ব্যবধান,
তারেও লঙ্ঘিয়া গিয়া যেথা পাব ধরিব।

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। কে তুমি সঙ্গীত-মত্ত?
বীণা। তুমি কে—তুমি কে—
নরবর?
সৈনিক। নারী তুমি, তুমি কি শুনিবে?
সঙ্গ। নর আছে, তাহারে বলিতে যদি চাও,
ব'লে যাও।
সৈনিক। যদি মিত্র হও শুন তবে;—
পৃথ্বীরাজ দারুণ বিপদে; কোথা হ'তে
শত্রু এসে ঘেরেছে তাহারে; একে ঘোর
অন্ধকার, তাহে রণক্লান্ত পৃথ্বীরাজ—
অজ্ঞাত শত্রুর বল, মাগি সহায়তা।
[সৈনিকের প্রস্থান।

(সঙ্গরাজের গমনোদ্যোগ, বীণার ধারণ)

বীণা। কোথা যাও?
সঙ্গ। ছেড়ে দাও প্রাণেশ্বরি! যদি
ফিরি, তোমা ছাড়া রহিব না আর।
বীণা। আমি
যাব; তুমি তারারে সংবাদ দাও। যদি
ফিরি, তোমা সনে ভ্রমিব সংসার।
সঙ্গ। এ ত
রহস্য সময় নয়।

বীণা। রহস্যের কথা নয়;
তুমি তারারে সংবাদ দাও। সৈন্য
আনি শত্রু কর পরাজয়।
সঙ্গ। হাত ছাড়
পাগলিনি!
বীণা। ছাড়িব না।—জীবন থাকিতে
ছাড়িব না। যেতে পার যাও—তব সনে
আছে অসি শর-শরাসন; মোর সনে
কর রণ, কর পরাজয়—লও আগে
বীণার জীবন, পরে ভ্রাতৃ-শত্রু সনে
কর রণ। পথ আগুলিয়া রব, আমি
না মরিলে পথ না ছাড়িব। বলে যদি
যাও পিছাইয়া। অনুমতি দাও।
সঙ্গ। ছাড়্—
হাত ছাড়্ পাগলিনি!
বীণা। নারী'পরে বল!
ভাল বীরত্ব-লক্ষণ বীরবর!
সঙ্গ। রক্ষা কর্ বীণা!
বিলম্বে ঘটিবে সর্ব্বনাশ!
বীণা। ছাড়িব না—স্থির শুন; যেতে নাহি দিব—
বিশ্বাসঘাতকরূপে যেতে নাহি দিব।
কুমারের দেহরক্ষী হব। যদি পারি
বিপদে রাখিব তার প্রাণ। পুরস্কার
কলঙ্ক-মোচন ভিক্ষা লইব তোমার।—
দেহ অনুমতি প্রাণেশ্বর!
সঙ্গ। না-না বীণা।
কলঙ্ক আমার ভাল।
বীণা। কলঙ্ক—তোমার
ভাল? তবে সত্য কথা শুন শিরোমণি!
ভ্রাতৃ-ঘাতকের আমি হব না রমণী।
সঙ্গ। সে যে মরণের মুখ বীণা। নিজ হ'তে
করিলাম এ কি সর্ব্বনাশ? কেন তোরে
বলিলাম? মত্ততায় হারানু কি তোরে?
কোথা যাবি, সে যে মরণের মুখ বীণা!
বীণা। বলেছ বাঁচিয়া আছি তায়। না বলিলে
হ'ত মৃত্যুফল। শীঘ্র যাও ভগিনীরে
সত্বর সংবাদ দাও!
দেহ অনুমতি প্রাণেশ্বর!
সঙ্গ। যাও—যাও—আমারে রাখিতে
তুমি এসেছ ধরায়—জীবাত্মা আমার।
আমারে রাখিতে যাও, স্বামীর কলঙ্ক
ঘুচাইয়ে এ সংসারে স্থান দাও তারে।
বীণে আর কি দেখিতে পাব তোরে?

বীণা। নাথ!
যতনে ধরিব প্রাণ, যদি নাহি পারি,
যত কাল থাকিবে সংসারে; অপেক্ষায়
ব'সে রব পর-পারে। পদধূলি দাও। দেখ
আত্মহত্যা ক'র না কুমার; শোকানলে
হয়ো না অঙ্গার।

ষষ্ঠ দৃশ্য

শিবির-সম্মুখস্থ প্রান্তর।

কৃপাণ-হস্তে সিন্দূরা।

সিন্দূরা। ওই দূরে—বহু দূরে—শান্তি-তপোবন।
মলয়-নিস্বন, তরুপত্র মর্মর,
ঝর্ ঝর্ কোমল নির্ঝর, বিহঙ্গের
কলস্বর, বলে এই ছিলি, কোথা গেলি
সিন্দূরা সিন্দূরা? ওই ঢুলু ঢুলু আঁখি
মহেশ্বর, ক্ষুধায় আকুল কলেবর
অনাহারে পাথর শুকাল—ক্ষীণস্বরে
বলিতেছে, সিন্দূরা কোথায়? আয়, আয়,
জল বিনা লতিকা মরিল, বৃক্ষ হ'তে
অকালে ঝরিল ফল, আমি মৃত্যুঞ্জয়,
আমার হ'ল রে বুঝি অকাল বিলয়।
সিন্দূরা! সিন্দূরা! দরবিগলিত ধারা
নীলকণ্ঠে করেছে নীলাম্বুনিধি। বিধি!
কোন্ লোভে ছাড়িলাম তারে? আবার যে
যেতে চাই ভোলানাথ।
কোন্ পথে যাই?
আবার কেমনে তোমা পাই? পুরোভাগে
উন্মত্ত সাগর, তরঙ্গে তরঙ্গে তার
প্রলয় অশনি-ধ্বনি, বলে মোর জলে
অঙ্গুলী-স্পর্শনে, দণ্ডে লক্ষ নিপীড়নে
গুঁড়াইয়া দিব তোরে রাক্ষসি—রাক্ষসি!
কার লোভে ছাড়িনু তোমারে? লোভ—
লোভ—
বিষম ছলনা তার। এই মাত্র আগে
পাগলের মত প্রাণেশ্বর, ধরি কর
কাতরে বলিল মোরে, ক্ষমা দে সিন্দূরা।
প্রলয়-ঝটিকা-মাঝে বিদ্যুল্লতাপ্রায়
কে যেন অন্তর হ'তে বলিল আমায়,
অট্টালিকা ভাঙে—ভাঙে, শোন্ স্বামী কথা,
ক্ষমা দে সিন্দূরা! লোভ—লোভ—বাতায়ন-
পথে প্রলয়ের সমীরণ, গৃহমাঝে
বংশীধ্বনি তুলে রে যেমন, পুনঃ আসি
কুহক তুলিল কানে, বলে, বজ্রে গড়া
ভিত্তি তার, ভয় কি তোমার? ওই শুনি
বহির্ভাগে প্রজা-কলরব, সমস্বরে,
সবে বলে 'জয় জয় রাণী সিন্দূরার'।
দ্বারে প্রচণ্ড-প্রহরী, ভীম অস্ত্র ধরি,
অস্ত্র-ঝনঝনা সনে ভেদিয়া গগনে,
বলে 'জয় জয় রাণী সিন্দূরার'। ভৃত্য
সৈন্য অমাত্য ভূপাল, রাজসভাস্থলে,
সিংহাসনতলে দাঁড়াইয়া, বলে 'জয়
জয় রাণী সিন্দূরার'। কুহক ঘুচিল,
পবনে ভাঙ্গিয়া গেল ঘর, রাজ্য গেল
রসাতল। প্রাণেশ মরিল, কোথা হ'তে—
রমণী আসিয়া দিল প্রাণ, বিষদিগ্ধ
অস্ত্রক্ষতে কাতর কুমার—এতক্ষণ
আছে কি না আছে। মহেশ্বর—মহেশ্বর!
আর কি সবে না? সাগর কি শুকাবে না?

নেপথ্যে। কে আছ শিবিরে? আন জল।

সিন্দূরা। জল—জল?
এ কি পৃথ্বীরাজ? মরণের তৃষা বুঝি
ঘেরিল কুমারে।

(বীণাস্কন্ধে পৃথ্বীরাজের প্রবেশ)

পৃথ্বী। কে আছ শিবিরে এস
ত্বরা। হায়, কে রহিবে আর? ম[illegible] তার
হোমানলে করিয়াছি আহুতি সবা[illegible]
কে তুমি গো?

সিন্দূরা। আমি—আমি? উন্মত্ত [illegible]য়—
জীবন রাখিব তোর শীতল ছায়ারে।
আমি স্বামিবিঘাতিনী, দেবতাদলনী,
তোমাসম পুত্র-হন্ত্রী রাক্ষসী রমণী।
বল, আমাতে কি আছে প্রয়োজন?

পৃথ্বী। মা—মা।
তৃষ্ণায় বালিকা মরে—জল ভিক্ষা চাই—
জল বিনা জীবনের স্রোত রুদ্ধ তার।
বীণা! বীণা!

বীণা। আর না—আর না যুবরাজ!
মরি আমি, দেখা হ'লে ব'ল তাঁরে, যেন
মোর তরে না পড়ে লোচন-জল তাঁর?
শঙ্করি, চরণে দাও স্থান।

পৃথ্বী। জল—জল।
সিন্দূরা। মোর কোলে দাও—তুমি নিজে দেখ,
কোথা আছে জল।
(বীণাকে অঙ্কে ধারণ)
[পৃথ্বীরাজের প্রস্থান।
মা গো—ও মা তুমি কেন এলে রণাঙ্গনে ?
বীণা। স্বামিন্! আদেশ দাও—আমি
নিজে রণে যাব, পৃথ্বীরাজে বাঁচাইব,
কলঙ্ক-মোচন তব লব পুরস্কার।
সিন্দূরা। কিসের কলঙ্ক বীণা ?
বীণা। (হাস্য) কিসের কলঙ্ক ?
ভুলে গেলে প্রাণেশ্বর ? যার তরে গৃহ
তেয়াগিয়া, অনশনে অরণ্যে ত্যজিতে-
ছিলে প্রাণ—রাক্ষসী চারণী যে কলঙ্ক
দেছে তব শিরে, নাথ বিনা রক্তপাতে
সে কলঙ্ক ঘুচিবে না—
সিন্দূরা। বীণা!
বীণা। কে গা তুমি ?
মা—মা জল আছে তব পাশে ?
সিন্দূরা। পৃথ্বীরাজ!
(পৃথ্বীরাজের পুনঃ প্রবেশ)
পৃথ্বী। কেন মা—কেন মা ?
সিন্দূরা। মিলিল না ?
পৃথ্বী। মিলিল না।
অবশ হইল অঙ্গ—কোথা যাই—কোথা
জল পাই—দর্শন বিফল চারিধারে,
যেন জল—ধরি ধরি ধরিতে না পারি।
হোথা বিশ্বজয়ী অন্ধকার—কোথা হ'তে
কি যেন আবেশ এসে ঘেরিল আমায়।
কি উপায় জননী আমার ?
সিন্দূরা। কোথা পাবে ?
মরুভূমি এখন সংসার—আছে সুধু
অম্বরে জলের ছায়া। বালিকার—
পিপাসা দূরিতে যদি চাও, এক দ্রব্য
আছে মোর, তাই পানে বালিকা বাঁচিবে।
আমিও কাতর তার ভারে। হীনবলা
নারী, বহিতে না পারি আর। বল—বল
যদি হয় প্রয়োজন—এখনি তোমারে—
করি দান। বালিকার জীবন রাখিতে
যদি চাও, ত্বরা লও।
পৃথ্বী। জল নয়—তবে
কি দ্রব্য সে জননী আমার ?

সিন্দূরা। বৃথা তর্কে
বালিকা মরিবে। যদি হয় প্রয়োজন,
শীঘ্র লও ; নহে চ'লে যাই, ব'সে ব'সে
শিলার সমীপে কর সলিল কামনা।
পৃথ্বী। দাও—তবে শীঘ্র দাও।
সিন্দূরা। এই লও (বক্ষে অস্ত্রাঘাত)
পৃথ্বী। (সিন্দূরাকে ধারণ) এ কি ?
কি করিলি উন্মাদিনি ?
সিন্দূরা। আমারে ছাড়িয়া
দাও, লও, এই রক্ত করাইয়া পান
বালিকা বাঁচাও।
পৃথ্বী। কি এমন মনস্তাপে—
হেন স্বর্ণ-অট্টালিকা মুহূর্ত্তে চূর্ণিয়া
দিলি নারি ?
সিন্দূরা। সন্তান—সন্তান! প্রশ্ন ত্যজি—
রক্ষা কর বালিকার প্রাণ—এই রক্তে
রক্ষা কর বালিকার প্রাণ। ভ্রাতৃ প্রেম
চরণে দলিয়া, দিব দেহ বিচূর্ণিয়া—
এ সৌধের করেছিনু ভিত্তি-সংস্থাপন ;
স্বামী সুকোমল দেহে গঠেছি প্রাচীর
তার ; এই নবনীত-তনু বালিকার
আপনি করেছে তার ছাদের নির্ম্মাণ ;
তুমি হবে সে সৌধের চূড়া—পৃথ্বীরাজ!
তোমার জীবন শেষ—বিষদিগ্ধ অস্ত্রে
ক্ষত শরীর তোমার। নীরব বালিকা—
হের, সব নষ্ট হ'ল—আলোক নিবিল।
পৃথ্বী। মা—মা জীবনদায়িনি! বৃথা প্রাণ দিলি
স্বামীর কলঙ্ক ঘুচাতে, এ জগতে
স্থান তার ঘুচাইলি ?

(সঙ্গরাজের ও তারার প্রবেশ)

সঙ্গ। বীণা! বীণা!
কোথা গেলি ? আমারে ত্যজিলি ? এতই কি
গুরু অপরাধ ? বীণা! জীবনদায়িনি!
পৃথ্বী। এস প্রাণ-সহোদর! দয়া ক'রে হে
আলিঙ্গন—বীণারে ছাড়িয়া ভাই দেহ
আলিঙ্গন—বিশ্বাসঘাতক সহোদরে
দয়া ক'রে দেহ হৃদে স্থান। সর্ব্বনাশ
করিয়ে তোমার, এই চাহি পুরস্কার।
তারা! তারা!
তারা। (স্বগত) আঁখি—আঁখি!
আর্দ্র যদি হও,
নখরে ফেলিব উপাড়িয়া। বীণা!—তোর

তরে কাঁদিব না। নারী আমি চক্ষুজল
ফেলিব না। না—না; মর্ম্মাহত প্রাণেশ্বর
এখনি ত্যজিবে প্রাণ।
পৃথ্বী। নিরুত্তর? তাল
কথা কহিও না—হন্তারক সনে কথা
কহিও না—মৰুতার মজাহ সবারে—
মত্ত নর-সনে কথা সাগরে মাণিক্য
বিসর্জ্জন—করিও না তারা। আর কথা
কহিও না তারা।
সিন্দুরা। পুত্র! হন্তারক তুমি?
তারা! মা আমার! প্রাণ যদি সমর্পণে
সাধ থাকে মনে, বিলম্ব ক'র না আর।
কাল পূর্ণ বাছার আমার—পৃথ্বীরাজে
হৃদয় যে দিবে, ক্ষণেকে অনন্ত পাবে।
তারা। কে তুমি মা? কে তুমি মা?
ঈশ্বরীর মত
অমিয়-জড়িত কথা তুলিলে শ্রবণে?
(জানু পাতিয়া)
নাথ! ভগিনীর তরে নয় বিগলিত
অন্তর আমার। বীণার কারণে নয়
উদ্বেলিত লোচনের বারি। অভাগিনী
নারী, মরিতে জনম তার; মরিবে সে
যে সময়, মরুক সে বীণার মতন।
অঞ্চলে অঞ্চলে বাঁধা ধন, দিক নারী
তোমা হেন দেবতার বিনিময় তরে।
নাহি কাঁদি সমরাজ লাগি; ভগিনীর
এ মরণে যদি সে ক্রন্দন করে, তবে
রমণীর জন্মে সে ত এসেছে ধরায়।
জীবনে চরণে ছায়া, পেয়েছি প্রাণেশ
তাই আনন্দে ঝরিছে অশ্রুজল। আশা
ছিল না আমার জীবন্তে দেখিতে পাব,
জীবন্তে প্রাণেশ কব, জীবন্তে লুটাব
পদতলে। প্রাণেশ্বর ছিল না সে আশা।
প্রাণেশ্বর! মিটেছে পিয়াসা। আর কেন?
শ্রান্ত! এস হে বিশ্রাম লহ হৃদে।
(পৃথ্বীরাজকে বক্ষে ধারণ)
(সমরাজের প্রতি) ভাই!
ক'র না রোদন, এ ক্ষুদ্র জীবন-দীপে
কতক্ষণ? অনন্ত ক্ষীরোদ-সিন্ধু প'ড়ে।
জীবনের কার্য্য আগে করিয়া সাধন।
আমাদের সনে সুখে দিও সন্তরণ।

সিন্দুরা। সতি! সতি!
তাই বুঝি বিষেও বাঁচিয়া ছিল প্রাণ!
তোর কোলে পাবে ব'লে স্থান,
গরল হইল বুঝি অমৃত সমান।
পৃথ্বী। মা—মা! অধম সন্তানে কর ক্ষমা।
সিন্দুরা। বাবা! চিনেছ কি মোরে?
পৃথ্বী। মাতঃ খুল্লতাত-বধে
স্বামি-হত্যা করেছি তোমার। আর সেই
শিবের মন্দিরে কথা—মুখে নাহি ফুটে—
ক্ষমা—ক্ষমা—তারা—চলি—জননীর দাও—
পদধূলি।
সিন্দুরা। চিরশত্রু আমি সে চারণী;
কি আর বলিব যাদুমণি! মহারাজ্য
কর জয়—গুণবতী সতী সনে রহ
অনন্ত সময়। সঙ্গ! সংবরি রোদন
শুন জননীর আবেদন।
সঙ্গ। কি আজ্ঞা জননি?
সিন্দুরা। যে কার্য্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলে দুই ভাই,
তার উদ্যাপন-ভার তব শিরে।
সঙ্গ। আজ্ঞা শিরোধার্য্য জননি আমার।
সিন্দুরা। পৃথ্বীরাজ! কই পৃথ্বীরাজ?
তারা। প্রাণেশ্বর!
সিন্দুরা। চিতানলে—
স্বামি চিতানলে দিও স্থান। (মৃত্যু)

(কমলার প্রবেশ)

(শোক-সঙ্গীত)

কমলা। অকূলে আকুল কেন মন?
যে ফেলে গিয়াছে চ'লে, সে যে স্থির গেছে চ'লে,
সে যে তার ভুলেছে আপন।
যার কর অন্বেষণ, ছিল সে পাশে যখন,
কই ভাল লাগেনি তেমন,
এবে গেছে ব'লে চ'লে, কোথা চ'লে গেল ব'লে,
আঁখি-জলে ভাসে লো নয়ন।
তারা।
এসো লো এসো লো সখি, আঁখি-জল চোখে রাখি,
ফুল-শয্যা কর আয়োজন।
চিতা ঘিরি চারি ধার, অনলে গাঁথিয়া হার,
অনলের রচিয়া শয়ন।
অঙ্গে অঙ্গ পরশিয়া, পরাণে পরাণ দিয়া,
চির-তরে মুদি লো নয়ন॥

———

যবনিকা-পতন

প্রেমাঞ্জলি

(পৌরাণিক নাটক)

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, প্রণীত

উৎসর্গ

মহামহিম,

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু,

সমীপেষু।

বাল্যকাল হইতে আপনি আমায় স্নেহের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন, আর কোথাও আদর না পাইলে, আপনি যে ইহাকে সাদরে গ্রহণ করিবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে। শান্তি-পর্ব্বের এক স্থানে নারদের দুর্দ্দশার কথা লেখা আছে। সেই মূল সূত্র ধরিয়া [illegible]নের সাথে যথেচ্ছ লিখিয়া নারদকে বানর নাচাইয়াছি। কাজটা গর্হিত হইয়াছে, কিন্তু কি [illegible] বাঙ্গালা নাটকে নাচ না থাকিলে নাটকত্ব হয় না। আমারও ত বাঙ্গালা নাটক।

আশীর্ব্বাদক

ক্ষীরোদ—

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

নারদ	...	...	
পর্ব্বত	...	...	নারদের ভাগিনেয়।
জনার্দ্দন	...	...	সৃঞ্জয়-রাজপালিত বালক।

স্ত্রী

সুকুমারী	...	...	সৃঞ্জয় রাজার কন্যা।
রমা	...	...	সুকুমারীর মাতুল-কন্যা।
ক্ষেমঙ্করী	...	...	রাজধাত্রী।
ললিতা	...	...	সৃঞ্জয়-রাজপালিতা বালিকা।

সখীগণ।

প্রেমাঞ্জলি

প্রথম অঙ্ক

—*—

প্রথম দৃশ্য

অনিত্যকা পথ।

নারদ ও পর্ব্বত।

নারদ। (গীত)

এবার চিন্‌ব মাধব তোমারে।
তুমি কাছেই থাক, কাছেই রাখ,
তবু লুকাও ছল ক'রে।
তোমার বৃন্দাবনে রাধার হাসি,
চুরি করা ব্রজের বাঁশী,
কেমন ক'রে গোপীকুলের শ্রবণ-মূলে ঝঙ্কারে।
দেখব মনে সাধ করেছি,
সেই আশাতে বুক বেঁধেছি,
দেখ্‌ব কেমন মানের টানে, নয়নকোণে জল ঝরে।

পর্ব্বত। আট প্রহরই একটা ভাঙা বীণা নিয়ে ঘ্যান-ঘ্যানানি কি ভাল লাগে মামা? যেমন তুমি, তেমনি তোমার মাধব, আর তেমনি তোমাদের চেনাচিনি। চব্বিশ ঘণ্টাই মুখোমুখি ব'সে ঠোঁট-মুখ নেড়ে অস্থির করচ, তবু তোমাদের আজও পরিচয়ে [illegible]মাংসা হ'ল না। ঘ্যান্, ঘ্যান্, ঘ্যান্। ঠাকুর, কি[illegible]য় চিনতে পারলেম না, ঠাকুর, তোমারে, [illegible] না, ঠাকুর, তুমি কি করলে,— সেখানে মরে, [illegible]ঘ্যান্ ঘ্যান্; আবার পথে বেরি[illegible]ণের হা[illegible], কি পরিত্রাণ নেই? দেখ মামা[illegible] তো[illegible]ঠের, হয় তোমার এই বংশ-দণ্ডটি[illegible] থাকে[illegible] [illegible]স্ত কর, তোমার গোপা-লের[illegible]। সে কি[illegible] [illegible]গোপীকুলের গোটাকতক শ্রবণে[illegible]ইত্র মরে[illegible] [illegible] এই হতভাগ্য ভাগ্নের কর্ণ[illegible] এক একব[illegible] [illegible]মার ঐ গান-বাণের হল্[illegible]ত ছেড়েই [illegible]ই, আর ঝঙ্কারের ভাবটাও ভাল ক'রে বুঝে নিই। আচ্ছা মামা, তোমার ঐ যে গোপীকুল—ওটা ব্যাপারখানা কি আমাকে বলতে পার?

নারদ। পারি বই কি বাবা! তবে দিনকতক শালিতগুলটা পেটে না পড়লে ওটা বুঝতে পারবে না।

পর্ব্বত। তোমার ঘ্যানঘ্যানানিতে আসল কথাটা ভুলে গেছি। আচ্ছা মামা, শালিতগুলের পায়েস খেতে এই যে মর্ত্ত্যে এলে, তা সে বস্তুটা কি তোমার সুধার চেয়েও ভাল জিনিস?

নারদ। সে যে কি জিনিস, তা তোমাকে না খাওয়ালে কি ক'রে বুঝিয়ে বলব বাবা? এই যে তুমি আত্মানন্দ অনুভব কর, তুমি কি কাউকে বুঝাতে পার। আগে খাও, তার পর আপনিই বুঝবে।

পর্ব্বত। ভাল, মামা, আমাকে একবার তাই বুঝিয়ে দাও। দেখ মামা! আমার বহুকালের সাধ [illegible]বার মর্ত্ত্যে আসি, দেখতে বড়ই ইচ্ছা ছিল, যার [illegible] বৃত্রাসুর-বধ—যার জন্ত রাক্ষসকুল নির্ম্মূল—যে [illegible]ন্ধরার পীড়নে অস্থির হয়ে ভগবান্ একবিংশতি-বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করেছিলেন,—কংস ধ্বংস করেছিলেন;—জরাসন্ধ-বধের কারণ হয়ে-ছিলেন, কুরুক্ষেত্রে সমরানল প্রজ্বলিত করে-ছিলেন, এমন কি, মীন বরাহাদি নিকৃষ্ট জীবমূর্ত্তি ধরেছিলেন,—মনে মনে বড় সাধ ছিল মামা, সেই বসুন্ধরাকে একবার দেখি। তা তোমার আশী-র্ব্বাদে আর তোমার মাধবের কৃপায়, পায়েস খাওয়া উপলক্ষে আমার সে সাধ এত দিনের পর পূর্ণ হ'ল। কিন্তু মামা! আমার মনে বড় একটা ধোঁকা রইল।

নারদ। কি ধোঁকা বাবা?

পর্ব্বত। ধোঁকাটা কি জান, এই পুরাণে বলে তণ্ডুলটা "জগতঃ প্রাণরক্ষার্থং ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পুরা," তাই যদি হ'ল, তবে দেবলোকে ধানটা জন্মায় না কেন?

নারদ। মাটী না হ'লে যে উনি গজান না বাবাজী! দেবলোকে মাটী কোথা?

পর্ব্বত। হুঁ!—এই যে কথাটা করেছ মামা, কথাটা বড় ঠিক। মাটী নেই ত ধান গজাবে কোথা?—তাই ত ভাবি, ব্রহ্মা কি তেম্‌নি কাঁচা ছেলে, উপায় থাক্‌লে কি আর ধান-গাছটা দেব-লোকে রোপণ কর্‌তে ছাড়ত?—মামা! আর একটি কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ব?

নারদ। কর, একটা কেন, তোমার যখন যা মনের ধোঁকা উঠবে, আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌বে।

পর্ব্বত। বলি, শালিতণ্ডুলের মতন আর কি কি অদ্ভুত জিনিস এখানে আছে?

নারদ। এখানকার সকলই অদ্ভুত, তোমাকে কত বল্‌ব?

পর্ব্বত। তোমার পায়ে পড়ি মামা, একটার নাম কর।

নারদ। একটার নাম কর্‌ব?—এই নারিকেল ফল। স্বর্গের দোরগোড়ায়, কিন্তু মানুষেই খায়। বিধাতার আশ্চর্য্য কৌশল, উপরে কাঠের চোক্‌লা, ভিতরে জল। আর একটা আশ্চর্য্যের কথা বলি, সূর্য্যের তাতে ভাজা ভাজা, কিন্তু গুণ তার ঠাণ্ডা।

পর্ব্বত। বল কি মামা? আমি নারিকেল খাব।

নারদ। খেয়ো গো খেয়ো, কত খাবে খেয়ো।

পর্ব্বত। আর একটার নাম কর।

নারদ। আর একটার নাম কর্‌ব—এই নারী! দেখতে এতটুকু, কিন্তু বিশ্বম্ভর ভারী।

পর্ব্বত। বা! বা! এমন ধারা? নারী এমন মজার জিনিস!—মামা, আমি নারী খাব।

নারদ। তার চেয়ে আমার মাথাটা খাও না বাবাজী! না বাবা! তোমার শালিতণ্ডুল খেয়ে কাজ নেই, চল, তোমায় নিয়ে স্বস্থানে প্রস্থান করি।

পর্ব্বত। কেন মামা? কি হ'ল মামা?

নারদ। নারী খাবি কি রে পাগল?

পর্ব্বত। ভয় কি মামা? এক দিনে না পারি, পাঁচ দিনে খাব। একবারে না পারি, একটু একটু ক'রে খাব। টাট্‌কা না পারি, বাসি ক'রে খাব। শুধু শুধু না পারি, নুণ দিয়ে খাব।

নারদ। আরে হতভাগা, সে তোরে না খেয়ে ফেলে, এই আমার ভাবনা। নারী খাবি কি? নারিকেল যত পার খেয়ো, নারীর কাছে ঘেঁসো না।

পর্ব্বত। তবে কি নারী ফল নয় মামা?

নারদ। ফল নয় কেমন ক'রে বল্‌ব বাবা? মর্ত্ত্য-ভোগের প্রধান ফল হচ্ছে নারী। তবে এমন ফল পাছে প'চে যায়, এই জন্য ভগবান্ তার ভেতর একটু প্রাণ দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু হ'লে কি হবে বাবা! নারী-ফল খাওয়াও দায়, আর না খেতে পারাও দায়! খেলে ত গায়ের জালায় হাত-পা আছড়াতে লাগ্‌লে। আর না পার্‌লে ত সে তোমায় উল্টে গিলে ফেল্লে।

পর্ব্বত। না, মামা, তুমি রহস্য কর্‌চ।

নারদ। এখন ঐ রকম রহস্য ব'লেই বোধ হবে রে বাবা! ও সব কথা ছাড়ান্ দাও। শালি-তণ্ডুলের কি কি ক'রে খাবে বল দেখি? পায়েস খাবে না পিটে খাবে?

পর্ব্বত। ও—সব মামা! শালিতণ্ডুলের যত রকম প্রক্রিয়া আছে—সহর্ণেণঃ থেকে ওঁ তৎসৎ পর্য্যন্ত! আচ্ছা বল দেখি, শালিতণ্ডুলটা দেখতে কেমন?

নারদ। এই আমার হাতের কমণ্ডলুর মতন।

পর্ব্বত। ও বাবা! তবে বিশপঁচিশটে একে-বারে উদরস্থ হবে কি ক'রে?

নারদ। সে যখন হবে, তখন কি আর মামাকে চিন্‌তে পার্‌বে।

পর্ব্বত। তবে একটু পা চালিয়ে চল মামা? শালিতণ্ডুল দেখবার জন্য আমার প্রাণ বড় কাতর হয়ে পড়েছে। সৃঞ্জয় রাজার বাড়ী তোমার চন্দ্র-সূর্য্য না কি মামা? যতই এগিয়ে যাচ্ছি, ততই যে পেছিয়ে যাচ্ছে। মর্ত্ত্যলোকের সব ভাল, এই পথ চলাটাই বড় কষ্টকর।

নারদ। স্বর্গ-মর্ত্ত্যের প্রভেদ এই পথ চলাতেই বুঝে নাও। মাটীর পথে গুটিকার শক্তি খাটে না। এ যে মেঘের উপর দাঁড়িয়ে চক্ষু মুদ্রিত ক'রে বল্লেম,
বৎসে গুটিকে, "শতযোজনমতিক্রম্য কুবের নাকমা-
নয়।" অম্‌নি চোখ চেয়ে দেখি, না কবারে
কুবেরের দরদালানে উপস্থিত। এই লাক,
ক্ষণপরেই বিষ্ণুলোক, প্রাতঃকালে লাস,
মধ্যাহ্নে বলিরাজার বৈঠকখানা—যখন মন
যায়, কথায় কথায় চ'লে যাচ্ছি। আ লেম
ইন্দ্রের দেবালয়ে, হরিতকী খেলেম ড়ী,
বাবাজী এখানে সেটি হবার যো নেই টক
মর্ত্ত্যে এসে আমাদের চেয়েও ন।
পা ভেরে এলে যে একটি উইটি 'রে
দেবেন, সে শক্তিটিও বাছার আম া।

পর্ব্বত। যেমন ক'রে হ'ক চল মামা! না হয় একটু এস, এই শিলাতলে উপবেশন করি।

নারদ। কষ্ট হচ্ছে, তা হ'লে একটু ব'স।

পর্ব্বত। (উপবেশন করিয়া) আহা মামা! পার্ব্বত্য প্রদেশের কি অপূর্ব্ব মহিমা! এই জন্যই বুঝি মা ভবানী বেছে বেছে গিরিরাজের গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন! আহা, দেখ মামা! তুষার-প্রতিফলিত সূর্য্য-কিরণের সঙ্গে শ্যামল শোভার কি মাথামাথি!

নারদ। বাবা, মর্ত্ত্যের প্রলোভন ভয়ানক প্রলোভন। তাই বলি, একান্তই যখন যাচ্ছ, তখন যাবার আগে একটি কথা ব'লে রাখি। চিরকাল যোগাভ্যাস ক'রে কাল কাটিয়েছ, জন্মাবধি দেবলোকে অবস্থান করচ। দে'খ যেন মর্ত্ত্যে এসে শালিতণ্ডুলের পায়স খেতে আপনাকে খেয়ে ব'স না।

পর্ব্বত। সে কি রকম মামা?

নারদ। ক্ষুধাটুকুকে মানে মানে যাতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পার, সেই কথা বলছিলেম।

পর্ব্বত। কেন, ক্ষুধা ম'রে যায় না কি?

নারদ। বাবাজীর ক্ষুধানলে বুদ্ধিটিও যে আহুতি পড়েছে, তা জান্‌তেম না।

পর্ব্বত। দেখ মামা! সময় নেই, অসময় নেই, তুমি টিটকারী দাও। ক্ষুধার সময় পরিহাস রসিকতা ভাল লাগে না।

নারদ। এই আরম্ভ হ'ল। দেখ বাবাজী! পায়েস খেতে চাও ত খিট্‌খিটে স্বভাবটি পরিত্যাগ কর।

পর্ব্বত। না, আমি চল্লেম। তোমার সঙ্গে যে পথে চলে, সে অর্ব্বাচীন।

নারদ। অরে পাগল, তুচ্ছ কথায় এত ক্রোধ কেন? বেশ আসছিলে—দেখে মনে করলেম, বাবাজী বুঝি মাটীতে পা দিয়ে মানুষ হ'ল।—অতি তুচ্ছ কথা। শুনচ এটা মর্ত্ত্যলোক, এখানে মরার কথা আর কি জিজ্ঞাসা করতে হয়? এখানকার জীব-জন্তু মরে, তা ত বাবাজীর জানাই আছে। তা ছাড়া ক্ষুধা মরে, রাগ মরে, রোগ মরে। অমর এলেও মরণের হাত থেকে নিস্তার পান না।

পর্ব্বত। তোমার এক কথা। অমর আবার কখন ম'রে থাকে। কোন্ দেবতা মরেছিল?

নারদ। সে কি এক জন,—কত জনের নাম করব? ইন্দ্র মরেছেন, চন্দ্র মরেছেন; বরুণ-কুবেরাদিও এক একবার পটল তুলেছেন। হুতাশনের কথা ত ছেড়েই দাও। তাঁর চড়াই পাখীর প্রাণ, মর্ত্ত্যের একটু জল ছুঁলেই মরেন। স্বয়ং ভগবান্‌ই কাৎ হয়ে মর্ত্ত্যের মানটা রেখে গেছেন।

পর্ব্বত। বল কি মামা? এঁরা মরেছিলেন? কে কোথায় মরেছিলেন?

নারদ। ইন্দ্র অহল্যার উঠানে, চন্দ্র তারার ফুলবাগানে আর ভগবান্ এক কুঁজীর চোর-কুঠুরীতে।

পর্ব্বত। বুঝ্‌তে পেরেছি মামা! এতক্ষণে তোমার কথার ভাব বুঝ্‌তে পেরেছি। আর তোমার নারীকূলের মর্ম্মও বুঝেছি। এ সব গল্প ত অনেক দিনই শুনেছি। শুনে, আমার একবার সেই ঘাতক-সম্প্রদায়কে দেখ্‌বার ইচ্ছা হয়েছিল। সেই ঘাতক-সম্প্রদায় এইখানেই থাকেন না কি? মামা, আমি তাঁদের দেখতে পাই না?

নারদ। দেখতে পাবে না কেন; কিন্তু তোমাকে দেখাতে সাহস হয় না।

পর্ব্বত। না মামা! তোমার পায়ে পড়ি মামা! আমার দেখতে ইচ্ছা হয়েছে।

নারদ। মাটীতে পা পড়লেই ঐ ইচ্ছা-রোগটা আগে ধরে, তার পর শালিতণ্ডুল দুটো পেটে পড়লেই রোগটা মাথায় চড়ে, তার পর মলয়পর্ব্বতের একটু হাওয়া গায়ে লাগলেই নাড়ী ছাড়ে।

পর্ব্বত। দেখ মামা! মামা আছ, মামার মতন থাক, বেশী বাড়াবাড়ি ক'র না। জান ত ভগবান্ আমার পর্ব্বত অভিধান কেন দিয়েছেন? অনেক দুঃখে দিয়েছেন। অনেক রম্ভা তিলোত্তমা তোমার এই হতভাগ্য ভাগিনেয়কে আক্রমণ করেছিল; কিন্তু ফল ত তার জান?

নারদ। বাবা! কথায় কথায় উগ্রমূর্ত্তি কেন? ভাল, আগে যাওয়াই যাক্। শালিতণ্ডুলও খেতে পাবে, তাদের দেখতেও পাবে। এ কি তোমার স্বর্গরাজ্য—দিবারাত্রি চাঁদের কিরণ খেয়ে খেয়ে শরীরটাকে তক্তা ক'রে ফেলেছ। রম্ভা কেন, স্বয়ং বিশ্বশুদ্ধ সুরসুন্দরীর ঝাঁক সমেত ঘাড়ে চাপলেও সাড় হবে না। শালিতণ্ডুল তোমার চাঁদের কিরণ নয়, আর মর্ত্ত্যের সুন্দরীও তোমার রম্ভা তিলোত্তমা নয়। সাগর-প্রমাণ কিরণ পেটে পূরলেও যার একটু উদ্গার উঠে না, তার সঙ্গে শালিতণ্ডুলের তুলনা! যার এক একটা বীচি গলা জানান না দিয়ে উদরে প্রবেশ করে না, যার উদর-প্রবেশের সঙ্গেই উদ্গার, তার সঙ্গে চাঁদের কিরণের তুলনা!—আর মর্ত্ত্যের সুন্দরীর সঙ্গে সুরসুন্দরীর তুলনা! "রম্ভে আগচ্ছ" যেমনি বলা, অমনি বাহু

চক্ষের পলক না ফেলতে ফেলতে নিঃশব্দপদসঞ্চারে সুমুখে এসে পড়েন। কোথায় ছিলেন, কখন্ এলেন, কেমন ক'রে এলেন, ভাববারও অবকাশ দেন না। এলেন কি না এলেন, বোঝাই যায় না; বোধ হয় যেন বাছা চোখের পলকেই বিরাজ করছিলেন, পলক নড়তেই ঝরে পড়লেন। এই যেমন বল্লেম, 'পাঁচী আসছে'—ছিলেন পাঁচী পাঁচ হাত দূরে, পেছ কাটিয়ে পালিয়ে গেলেন পঁচিশ হাত। তাই কি বাছাদের যেমন তেমন চলন? বাছাদের এক একবার পাদবিক্ষেপে সাগর সাত সাতবার উথলে উঠে, পৃথিবী সপ্তদশবার পাতালগামিনী হন। বাছাদের এক এক নয়ন ঘূর্ণনে সহস্র নাগপাশের সৃষ্টি হয়।

পর্ব্বত। তবে তুমি কোন্ সাহসে এখানে এলে?

নারদ। আমি আর তুমি—দুই কি এক বস্তু রে বাবা? আমি হচ্ছি পলিতকেশ বৃদ্ধ, আর তুমি হচ্ছ সংসারস্বাদানভিজ্ঞ বালক। আমি সহস্রবার এখানে এসেছি, আর তোমার এই প্রথম পদার্পণ। আমি কুরূপ, তুমি রূপবান্।

পর্ব্বত। তবে যে ভগবান্ বল্লেন, প্রেমের কাছে বালক বৃদ্ধ নেই, সুরূপ কুরূপ নেই, একবার সহস্রবার নেই। যতক্ষণ না উপযুক্ত তাপ পায়, ঝুরো বালি ঝুরোই থাকে; উপযুক্ত তাপ পেলে বালিও জমাট বেঁধে যায়।

নারদ। কা'ল সন্ধ্যাকালে ভগবানের সঙ্গে সেই তর্কই ত হচ্ছিল। তাই ত ভগবানের বৃন্দাবন-লীলা লয়ে আমি রহস্য করছিলেম। সেই তিন জায়গায় ভাঙ্গা কাল কুচকুচে মূর্ত্তি দেখে স্বর্ণ-প্রতিমা গোপাঙ্গনাগণ কেমন ক'রে ভুলেছিল, সেই তর্কই ত হচ্ছিল। অমন মূর্ত্তিতে অমন ভোলা কেমন খাপছাড়া ঠেকে না?

পর্ব্বত। আমি তোমার বৃন্দাবন গোপাঙ্গনার ধার ধারি না, আর তোমাদের প্রেমেরও ধার ধারি না। কাজেই ও সব কথা আমার ভাল লাগে না। আমি যা বলি, তা শোন। আমরা যখন চলেছি, তখন চলেইছি; ক্ষণপরেই সৃঞ্জয় রাজার বাড়ী পৌঁছিব। কিন্তু তার বাড়ী যাবার আগে একটা প্রতিজ্ঞা কর। প্রতিজ্ঞা কর, যে কয়দিন মর্ত্ত্যলোকে থাকব, সেই কয়দিন এখানকার ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য-দর্শনে, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় প'ড়ে, তোমার আমার মনে যে ভাবের উদয় হবে, অকপটে পরস্পরের কাছে প্রকাশ করব। আমি যদি তোমাকে লুকুই, তুমি শাপ দেবে, আর তুমি যদি আমাকে লুকোও, তবে আমি শাপ দেব। আর এখানে গুরু-লঘু ভেদ থাকবে না।

নারদ। এত বাঁধাবাঁধি কেন বাবাজী? আমাকে কি অবিশ্বাস হচ্ছে?

পর্ব্বত। অবিশ্বাস বিশ্বাস বুঝি না—প্রতিজ্ঞা কর।

নারদ। বাবাজী! ক্রোধটাকে ক্ষান্ত কর। সংসারের নিয়মই হচ্ছে এই যে, গুরুলঘুকে অসময়ে দু'একটা উপদেশ দেয়। তাতে রাগ করলে কি আর কাজ চলে?

পর্ব্বত। রাগ নয়, আমি স্থিরভাবেই বলছি। তুমি প্রতিজ্ঞা কর না কেন, এ ত আর এমন কিছু দোষের কথা নয়।

নারদ। আচ্ছা, তাই তাই, প্রতিজ্ঞাই কল্লেম। এখন ওঠ।

পর্ব্বত। ওঠ। (স্বগত) খুব সাবধানেই চলব, নারী যে দেশে থাকবে, সে দিক মাড়াব না—নারীর মুখ দেখব না—দেখলে পালিয়ে আসব। যদিও খুব সাহস আছে, কিন্তু জানি কি, দেখলে কি হয়! আর বুড়োকেও বিশেষ ক'রে চিনে নেব।

নারদ। কি বাবাজী! মনের কথা কি?

পর্ব্বত। এখনি মামা? এখনি মামা? এখন জিজ্ঞাসাটা না করলেই ভাল হয় মামা। তবে যখন জিজ্ঞাসা করলে, তখন কাজেই বলতে হ'ল—বলছিলেম কি, আমি একটু নারী থেকে দূরে থাকব, আর তোমাকেও চিনে নেব।

নারদ। আমাকে চেন, তাতে আপত্তি নেই; কিন্তু বাবা! তোমার ভয় জন্মেছে ত?

পর্ব্বত। ভয় কি? ভাল, পালাব না—খুব মিশব, আমোদ করব, কথা কব। তা হ'লে ত আর তোমার আপত্তি থাকবে না? সৃঞ্জয় রাজার বাড়ী এখন কত দূর?

নারদ। আর বেশী দূর নেই। এই বাঁকটা পার হ'লেই রাজার বাড়ী দেখতে পাওয়া যাবে।

পর্ব্বত। (কিয়দ্দূর উর্দ্ধে উঠিয়া) ও মামা?

নারদ। কি হ'ল—কি হ'ল বাবাজী?

পর্ব্বত। পথ কই? এই যে পার্শ্বালের বলি-রাজার বাড়ী দেখা যাচ্ছে।

নারদ। সে কি কথা—পথ নেই কি? অতি উত্তম পথ আছে। কিছু না হ'ক, দশবার আমি এই পথে যাতায়াত করেছি।

পর্ব্বত। তবে তুমি এই পথে খানিকটে এগিয়ে যাও, আমি দেখি। তার পর তোমার অবস্থা দেখে যাওয়া না যাওয়া বিবেচনা করব এখন।

নারদ। (অগ্রসর হইয়া) সত্যিই ত, এ কি—এখানটা এমন ধারা হ'ল কেন? তবে নেমে এই বাঁ দিকের পথটা দেখ দেখি। (পর্ব্বতের অবরোহণ)

পর্ব্বত। (অগ্রসর হইয়া) বেশ পথ, মামা! বেশ পথ; নেমে এস। (কয়েক পদ গমনান্তে) ও মামা! ও মামা! (পলাইয়া নারদের পশ্চাতে গমন)

নারদ। কি হ'ল কি হ'ল —কি দেখলে?

পর্ব্বত। আস্‌চে মামা?

নারদ। কে আস্‌চে? কে আস্‌চে?

পর্ব্বত। কে আস্‌চে, তা কি বুঝতে পেরেছি ছাই?

নারদ। রাক্ষস, না দৈত্যদানব, না ।বন্ধ?

পর্ব্বত। না, তা নয়।

নারদ। তবে কি মানব?

পর্ব্বত। তা কেমন ক'রে বুঝব?

নারদ। দেখতে কেমন?

পর্ব্বত। কেমন এক রকম।

নারদ। তোমার আমার মতন?

পর্ব্বত। কতকটা।

নারদ। রম্ভা-তিলোত্তমার মতন?

পর্ব্বত। হুঁ মামা! সেই রকম, সেই কম। কিন্তু এ যেন আর এক রকম কেমন ধারা কেমন কেমন।

নারদ। দূর মূর্খ।

পর্ব্বত। ওই গো মামা! মামা গো, ওই।

নারদ। আহা! কি কমনীয় কান্তি! এ যে সতীমূর্ত্তি!

(সুকুমারী ও রমার প্রবেশ)

(গীত)

১। সাধে সাধ মিশে পরশে পরশে
উধাও হয়ে কোথায় যায়।
২। ধরি ধরি ধরি ধরিতে না পারি
মিলায় বুঝি গগন-গায়।

১। সমীর সনে করি অলি আকুল,
কেমনে সজনি তুলিনু ফুল
কুসুম রহিল, সুবাস উড়িল,
প্রাণ গেল শুধু রহিল কায়।
২। সযতনে বাঁধা সাধের প্রাণ
গগনবিচারী পাখীর গান—
জলদে ভেসে ক্ষণিক হেসে হারায় চপলা প্রায়।

পর্ব্বত। মামা! আমার কানে কি ঢুকল?

নারদ। চুপ চুপ।

পর্ব্বত। আর চুপ মামা! উঠোন, বাগান, চোর কুঠুরিতে পৌছিতে বুঝি আর দেরী সয় না—বুঝি এইখানেই আমাকে থেকে যেতে হয়।

রমা। ঠাকুর, করেন কি, করেন কি—আত্ম-হত্যা করেন কেন?

পর্ব্বত। ও বাবা! আমার মাথা ঘুরতে লাগল যে!

সুকু। অমন ভীষণ স্থানে আরোহণ করেছেন কেন প্রভু?

রমা। উনি ছেলেমানুষ—ওঁর বৈরাগ্য জন্মাতে পারে। আপনার বৈরাগ্য হ'ল কিসে? তাই এত প্রাতঃকালে লোকের অগোচরে পাহাড় থেকে ঝাঁপ খাচ্চেন?

নারদ। ও গো, আমরা পথ হারিয়েছি।

রমা। ওঁর নয় এখন দৃষ্টি-শক্তি কম হয়েছে, আপনিও কি ওঁর সঙ্গে পথ হারালেন?

পর্ব্বত। আমি পথ হারাইনি, পথ আমাকে হারিয়েছে। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। ও মামা! আর কিছু দেখতে পাই না যে।

সুকু। নেমে আসুন, আমরা পথ দেখিয়ে দিচ্চি। কোথায় যাবার মানস করেছেন?
(পর্ব্বত ও নারদের অবরোহণ)

(সুকুমারী ও রমার প্রণাম)

নারদ। আহা, কি নম্রতা! কি ধীরতা, কি লজ্জাশীলতা!

পর্ব্বত। মামা আমার ব্যাসদেব হয়ে পড়লে যে! যেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ-বর্ণনার মহড়া যাবুচ,—'ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ'—মামা! আমি একটা কথা বলব?

নারদ। বল না। যা বলবার, বল না। এদের সঙ্গে কথা কইবে, তাতে আর অপত্তি কি? দেখ সুন্দরি! এই যে একে দেখছ—ইনি আমার ভাগিনেয়—নাম পর্ব্বত ঋষি। ইনি কখন মর্ত্ত্যলোক

দেখেন নি, তাই এঁকে মর্ত্তালোক দেখাতে নিয়ে এসেছি। ইনি শালিতণ্ডুলের পায়েস খাবার অভিলাষ করাতে এঁকে স্বপ্ন রাজার বাটীতে লয়ে যাচ্ছি। ইনি তোমাদের সঙ্গে দুটি একটি কথা কইতে ইচ্ছা করেন।

রমা। কি কথা বলবেন বলুন।—মুখের দিকে অমন ক'রে চেয়ে রইলেন কেন?

পর্ব্বত। বলব?—বলব? হাঁগা তোমরা উড়তে পার?

রমা। পারি বই কি। উপযুক্ত বাহন পেলেই পারি।

নারদ। দূর মূর্খ!—ও গো, তোমরা ক্রোধ ক'র না। আমার ভাগনে ভাল কথা কইতে জানে না।

রমা। কেন ঠাকুর, এই যে বেশ কথা কইলেন। ঠাকুরের কথার জবাব দিতে আমার মাথা ঘুরে গিছলো।

নারদ। ও সব কথা এখন থাক, বলি,তোমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

সুকু। আমি প্রভু! স্বপ্নরাজদুহিতা। এটি আমার মাতুলকন্যা—আশৈশব সহচরী। আমার নাম সুকুমারী, এর নাম রমা।

পর্ব্বত। শালিতণ্ডুল রাঁধে কে?

নারদ। তুমি থাম, আমি জিজ্ঞাসা করচি। রাজার মেয়েই যদি, তবে তোমাদের গৈরিক বসন কেন?

পর্ব্বত। রাজার মেয়ের আবার কি রকম কাপড় মামা?

রমা। রাজার মেয়ে শালিতণ্ডুলের পায়েসের কাপড় পরে।

পর্ব্বত। ও মামা! আমার একমুখ জল হয়ে গেল যে।

সুকু। আমরা সন্ন্যাস-ব্রতচারিণী, আশ্রমবাসিনী।

নারদ। তবে তোমাদের আশ্রমেই যাই চল।

সুকু। আজ্ঞে ক্ষমা করুন প্রভু! পিতার নাম ক'রে এসেছেন—অগ্রে তাঁর গৃহ পবিত্র করুন। আমার ভাগ্যে থাকে, আবার আপনাদের চরণ দর্শন করব।

পর্ব্বত। সেই ভাল, তবে এস মামা!

নারদ। আঃ! থাম না। তা হ'লে কালকে—

পর্ব্বত। আর থামা কেন? তবে আমরা আসি গো!

নারদ। আরে থাম না।

পর্ব্বত। না, মামা মাটী করলে!

নারদ। তবে আমরা আসি। তা হ'লে এই পথটা দিয়ে যাই?

সুকু। এই দিক দিয়েই যান। আয় রমা, আমরাও যাই।

[রমা ও সুকুমারীর প্রস্থান।

নারদ। কথা জানিস না, কথা ক'স কেন?

পর্ব্বত। আমার মাথা ঘুরচে যে।

নারদ। মাথা আছে কি, তা ঘুরবে।

(নেপথ্যে। আর বিলম্ব করবেন না, বিলম্ব করলে যেতে পারবেন না।

পর্ব্বত। গেরুয়া পরেছ, তাই বেঁচে গেল, তা না হ'লে কেমন কাপড় পরতে দেখা যেত।

নারদ। কেন, বস্ত্রহরণ করতে না কি?

পর্ব্বত। মামা! আমার জন্ম অবধি পেটে খালি। এমন পায়েস খেতেম, ওরা পরবার জন্য কি রাখত দেখতুম।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

উদ্যান-পথ।

জনার্দ্দন।

জনার্দ্দন। নলতে যদি শিবঠাকুর হ'ত, তা হ'লে যত পারতুম তাকে নৈবিদ্যি উঞ্ছগুণ্ড ক'রে দিতুম। তা হ'লে আমার পুণ্যিও হ'ত, অথচ জিনিসপত্র এক তিলও বাজে-খরচ হ'ত না। আমারই ধন আবার আমারই কাছে ফিরে আসত। চন্দ্রপুলি, ক্ষীরের ছাঁচ, আতাসন্দেশ, ক্ষীরমোহন যা রাক্ষসী নলতেকে খেতে বলব, রাক্ষসী সব খাবে—একটুও রাখবে না। ক্রমে ক্রমে সে আমাকে না খাইয়ে মারবে দেখতে পাচ্ছি। আজকের কাঁঠালটা কারে দিই? শিব ঠাকুরকে আগে দিলে পোড়ারমুখী নেবে না। বলবে, তোর উঞ্ছগুণ্ড জিনিস আমি কেন নেব! উঞ্ছগুণ্ড করতে হয়, আমি করব। ভাঙব, পোড়ারমুখীর তেজটা একবার ভাঙব,—আজ কাঁঠালটা তার মাথায় ভেঙে কুয়াটা আমি খাব। নলতে—বলি ও নলতে! নলতে এখানে আছিস্?

(ক্ষেমঙ্করীর প্রবেশ)

ক্ষেমঙ্করী। বলি ওরে জনা—জনা! ওরে হতভাগা ম - না?

জনা। কে—ন।

ক্ষেম। কোথায় তুই?

জনা। কি জানি, তুই খুঁজে দেখ না।

ক্ষেম। তবে তুই কোথা থেকে কথা কচ্ছিস্ রে ড্যাকরা?

জনা। তোর পেছন থেকে, বুঝতে পাচ্ছিস্ না?

ক্ষেম। কি—আমার সঙ্গে ঠাট্টা?

জনা। তবে না কি তুই চোখের মাথা খেয়েছিস্,—তবে না কি তুই দেখতে পাস না?

ক্ষেম। কেন পাব না রে হতভাগা? চোখের মাথা খেতে হয় তুই খে গে যা।

জনা। আচ্ছা, সে বিবেচনা করব এখন; এখন কি বল্‌তে এসেছিস্ বল্।

ক্ষেম। একটা কথা শোন!

জনা। ব'লে ফেল্।

ক্ষেম। দিদিমণি আমাকে তোর কাছে পাঠিয়ে দিলে।

জনা। বেশ, তার পর?

ক্ষেম। বল্লে, জনা কোথায় আছে দেখ্।

জনা। এই দেখ, দেখেছিস্ ত! তার পর?

ক্ষেম। তার পর আমার পিণ্ডি।

জনা। বেশ, বেশ—তার পর?

ক্ষেম। দূর ছাই, আস্‌তে আস্‌তে সব ভুলে গেছি। দিদিমণিরে তোকে কি করতে বলে দিলে।

জনা। আচ্ছা, ক'রে রাখব এখন।

ক্ষেম। কারা এখানে আসবে, দিদিমণিরে তাই তোকে কোথায় থাকতে ব'লে দিলে।

জনা। বল গে যা, সে সেখানে আছে।

ক্ষেম। দূর ছাই, সব গুলিয়ে গেল। তুই একটু ব'স, আমি আবার জিজ্ঞেস ক'রে আসি। দেখিস্ যেন কোথাও যাস নি।

জনা। ক্ষেমা দিদি, নলতে কোথা গেল তাকে দেখতে পাচ্ছি না।

ক্ষেম। দেখতে পাচ্ছিস্ না কি রে?—কোথা গেল, সকালবেলা মেয়েটা কোথা গেল?

জনা। ওরা বললে, তারে নিশিতে নিয়ে গেছে।

ক্ষেম। ওরে, কি সর্বনাশ হ'ল রে? অমন মেয়েটাকে নিশিতে নিয়ে গেল?

জনা। তুই ডাইনী সব খেয়েছিস্, আর নিশিটাকে খেয়ে ফেলতে পারলি নি? তা হ'লে ত সর্বনাশ হ'ত না!

ক্ষেম। ও নল্‌তে—নল্‌তে! ওরে কি বললি রে!

[প্রস্থান।

(অপর দিক দিয়া ললিতার প্রবেশ)

ললিতা। হ্যাঁ জনা, তুই আমাকে ডাকছিস্? ঘাড় নাড়লি যে! তুই আমাকে ডাকিস নি?

জনা। তোকে আমি মনেও করিনি।

ললিতা। মিথ্যে কথা, তবে—আমি ঠোঁট কামড়ালুম কেন?

জনা। ও তোর দাঁত সড় সড় করছিল। দেখ,আমি একটা কাঁঠাল আজ শিবঠাকুরকে দেব।

ললিতা। কাঁঠাল, কাঁঠাল! কোথায় পেলি? কোন্ গাছ থেকে পেলি? সেই আমার গাছটা থেকে বুঝি?

জনা। দেখ,সেটা আমি উচ্ছুগ্‌গু ক'রে বাবুনকে দেব।

ললিতা। বেশ ত, তা আমাকে ভয় দেখাচ্ছিস্ কি? আমি চল্লুম।

জনা। হ্যাঁ ভাই নলতে, আমার একটা কাজ করবি?

ললিতা। না ভাই! আমার বড়দিদি এক চুবড়ী তুলসী তুল্‌তে বলেছে।

জনা। ছোটদিদিরাণী আমাকে এক ঝুড়ী বিল্বপত্র তুলতে বলেছে, তবু দেখ, আমি কেমন মজা ক'রে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি।

ললিতা। তোর ত ভারী কাজ, গাছে উঠবি আর কাঁড়িখানেক বিল্বপত্র পাড়বি। আমাকে কত খাটতে হবে বল্‌দিকি?

জনা। তাই ত, তবে তুই চ'লে যা। আমি টপ ক'রে গাছে উঠব,খপ ক'রে গাছের ডাল ধরব, সরসর ক'রে গাছের ডাল নাড়া দেব, আর ঝর্ ঝর্ ক'রে বিল্বপত্র পড়বে। আর তুই এক জায়গায় মাটীতে ব'সে—একটি একটি ক'রে তুলসী তুলবি! তোর কত কষ্টই না হবে! তোর হাতের নড়া কতই না ব্যথা করবে! দেখ ভাই! আমার প্রাণে বড় দুঃখু, নলতে! গাছে ওঠার মজাটা বুঝলি নি!

ললিতা। তুই আমায় ডাকছিলি কেন ভাই বল্ না?

জনা। দেখ, আজকে রোদ্দুর না উঠতে উঠতে তোকে এক দুঃখের কথা বলব।

ললিতা। না ভাই, তোর দুঃখের কথা শুনতে পারব না। আবার আমার ফুল তোলবার সময় হ'ল, তোর কাছে দাঁড়িয়ে থাকলে দিদিরাণীরে বকবে।

জনা। মনে বড়ই খেদ রইল, আমার দুঃখু কেউ দেখলে না।

ললিতা। তবে শীগ্‌গির শীগ্‌গির ব'লে ফেল্ শুনি।

জনা। শোন্, এক সন্ধ্যে খাও, ঠাকুরের গুণ গাও, আর প্রাণ ভ'রে খাট—এমন সোনার চাকরী নিয়ে রাজনন্দিনীদের সঙ্গে পাঁচ পাঁচ বৎসর বনে বনে ঘুরলুম, না খেয়ে না নেয়ে মজা ক'রে খাটলুম;—কাঁড়ি কাঁড়ি ফুল পাড়লুম, কলসী কলসী শিবের মাথায় জল ঢাললুম, এমন সোনার চাকরী বুঝি আর রয় না। রাজনন্দিনীদের শিবের মাথায় ফুল পড়েছে, জোড়া জোড়া বর মিলেছে, তাই দেখে ক্ষেমা বুড়ীর চোখ ফুটেছে—বকুনী খেতে খেতে জনার্দ্দন ভায়ার পেট ফুলেছে, এত সুখ বুঝি আর আমার সয় না। এখন রাজার বাড়ী ফিরে যাব, অন্দর-মহলে স্থান নেব। আর আপন খোসে চেটায় ব'সে এক টাকার মুড়ি একলা খাব—কাউকেও ভাগ দেব না। এই কুলবতীর লাজ, দেওরের ভাজ, আর জনার্দ্দনের কাজ এক সময় না এক সময় থাকবেই থাকবে। কাজেই আমি কাজ পাব। মজা ক'রে বকুলতলায়, যত্ন ক'রে পর্‌তে গলায়, রকম রকম তরুলতার ফুলে গাঁথব সাধে ফুলমালা; এমন সময় ছুটে এসে, রাগের চোটে, হেঁচে কেসে, চোখ রাঙিয়ে ক্ষেমা দিদি বলবে, জল আন্ বিশ জালা। কাজেই আমি খেঁকি হয়ে, বুড়ী বেটীকে চড়িয়ে দিয়ে কলসী ভেঙে কাঁদব! সইতে পারে রইলুম—না হয় সরব। কাজেই আমার কাজ গেল, কাজ গেল ত করব কি?—তবেই আমি গিয়েছি—আর দাঁড়াতে পার্‌চি না, গা ঝিম্ ঝিম্ কর্‌চে—শুয়ে পড়ি! দে ললতে আমার পা টিপে।

ললিতা। সত্যি সত্যিই কি তোমার গা ঝিম্ ঝিম্ করছে?

জনা। আমি আর কথা কইতে পাচ্ছি না—আমার প্রাণ কেমন কর্‌চে। পা টেপ, পা টেপ।

ললিতা। আমায় দিদিরাণীরা বকবে যে ভাই!

জনা। বকে, তার কিনারা আমি করব। তুই এখন হাতের সাজী ফেল্।

ললিতা। তুই কি কিনারা কর্‌বি?

জনা। আমি তোকে রক্ষা করব।

ললিতা। কি ক'রে রক্ষা কর্‌বি বল্?

জনা। তোর বকুনির [illegible] আমি নেব,—তোর সঙ্গে কাঁদব।

ললিতা। তোর গা ঝিম্ ঝিম্ করছে,—কথা কইতে পারচিস না, তবে এত কথা কইলি কি ক'রে?

জনা। এখনও কথা কাটাচ্ছিস! তবে আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যা।

ললিতা। কেন যাব? এ কি তোর একলার জায়গা না কি? দিদিরাণী আমাকে এখানকার রাণী ক'রে দেবে বলেচে।

জনা। বেশ, যখন এখানকার রাণী হবি, তখন এইখানে আসিস্।—এখন আমার ঘর থেকে বেরো।

ললিতা। কেন বেরুব—আমি এইখানেই বসলুম।

জনা। আচ্ছা, বসলি বসলি, কিন্তু পায় যদি হাত দিস ত মেরেই ফেলব।

ললিতা। এই পায়ে হাত দিলুম,—এই তোর পা টিপলুম। কই, মার্ দেখি?

জনা। বটে, তোর বড় আস্পর্দ্ধা হয়েছে—না?

ললিতা। কেন হবে না?

জনা। দেখ ভাই নল্‌তে!

ললিতা। কি ভাই জনা!

জনা। দেখ, যে তোরে আদর করে, 'আমার নল্‌তে, আমার নল্‌তে রাণী,' বলতে বলতে, হিহি ক'রে হাস্‌তে হাস্‌তে কাছটি ঘেঁসে আসবে; সেটা জানবি একটি কুণোবেরাল। হয় সে পেটে পুরবে, না হয় ঠোঙাটি সুদ্ধ নিয়ে পিট্‌টান দেবে।

ললিতা। সে ত ক্ষেমা দিদি।

জনা। এই—বুঝেচিস্ ত? ও বুড়ীকে বিশ্বাস করিস নি! ও বুড়ী তোর সব খাবে, তবে ছাড়বে। আবার শোন্—যে তোকে দেখলেই মারতে আসে, তোর নাম শুন্‌লে জ্ব'লে যায়, তখন জানবি, তুই তার যথাসর্ব্বস্ব চুরি করেচিস্।

ললিতা। তুই ত আমাকে দেখলে জ্ব'লে যাস্! আমি তোর কি চুরি করেছি?

জনা। সর্ব্বনাশি! পাকা চোর যে হয়, সে কি চুরির কথা কখন মানে?

ললিতা। তুই আমাকে চোর বললি, আমি দিদিরাণীকে বলে দিই গে।

জনা। যা, এখনি বল্ গে যা—আমি তোর দিদিরাণীকে ভয় করি না কি?—যা বল্ গে যা—এখনি যা, বসতে পাবি না।

ললিতা। আমি যাব না।

জনা। তবে আর এক কথা বলি শোন্। তোর দিদিরাণীও চোর। আমি আর ক্ষেমা দিদি ছাড়া এ আশ্রমের সবাই চোর। তবে ক্ষেমা দিদি আগে অনেক চুরি করেছে, এখন বুড়ী হয়ে কেবল বুচকি নাড়ে—আমি কিন্তু নিরেট খাঁটী।

ললিতা। তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা, তুই দিদি রাণীদের চোর বল্লি?

জনা। বল্‌ব না? খুব বল্‌ব। দুশোবার বল্‌ব। এই যে পাঁচ বৎসর সবাই মিলে শিব-ঠাকুরের সেবা কর্‌লুম, তার ফল চুরি কর্‌লে কে? বলি,তুই আমি কি তার ভাগ পেয়েচি? দুই দিদি-রাণীতে চুরি ক'রে বাঁটোয়ারা ক'রে নিয়েছে। বুঝতে পেরেচিস্?

ললিতা। হ্যাঁ ভাই!—সত্যি?

জনা। এইবারে পথে আয়। এই যে দিদি-রাণীদের বর মিল্‌লো,—তোর কি হ'ল?

ললিতা। আমার আবার কি হবে?—আমি বর চাই না।

জনা। তুই চাস্ না, বর ত তোকে চায়! তোরে আতা গাছ থেকে আতাপেড়ে দেবে,—পেয়ারাগাছে উঠলে গাছের ডাল নাড়া দেবে,—বাদামগাছের দোলনায় দোলাবে।

ললিতা। কেন, তুই দোলাবি।

জনা। কেন, আমি কি তোর চাকর না কি—যে চিরকাল তোকে দোলাব?—আমি আর তোর সঙ্গে কথাও কব না।

ললিতা। কেন ভাই? তুই আমার ওপর রাগ কর্‌লি? আমি তোর ভাল ক'রে পা টিপে দিচ্চি।

জনা। আমি ত দোলাব, তুই কি এর পরে আর দুলবি?

ললিতা। তুই যদি দোলাস ত দুলব, না হ'লে দুলব না।

জনা। তবে আমি যা বল্‌ব, তা শুন্‌বি?

ললিতা। শুন্‌ব।

জনা। যা করতে বল্‌ব, তাই কর্‌বি?

ললিতা। কর্‌ব।

জনা। দেখিস ভুলবি নি ত?

ললিতা। দেখিস তুই ভুলবি নি ত?

জনা। তবে গান কর।

ললিতা। তবে তুই ওঠ্।

(হাত ধরাধরি করিয়া গীত)

ললি। আমি তুলব ফুল গাঁথব মালা, হাত
দিতে দিব না কারে।
জনা। না ফুটতে ফুল, ছিঁড়ে মুকুল, ছড়িয়ে
দেব চারি ধারে॥
ললি। ছড়া মুকুল কুড়িয়ে নেব,
ফুটিয়ে ফুল হার গাঁথিব,
জনা। আমি চুরি ক'রে গলায় প'রে পালাব
যমুনা-পারে।

ললি। দেখব দেখি, তুই আমাকে ফেলে কেমন ক'রে পালাস?

জনা। আমায় যদি থাকতেই হয়, তবে এক কাজ কর্—ক্ষেমা বুড়ীর নাক কেটে নিয়ে আয়।

(ক্ষেমঙ্করীর প্রবেশ)

ক্ষেম। কার নাক কাটবি রে জনা?

জনা। এই নল্‌তের ক্ষেমা দিদি! বল্‌ছিলেম কি, এই ক্ষেমা দিদির নাকের মতন ক'রে কেটে নাকটাকে মানানসই ক'রে নিয়ে আয়। তা ও যেতে চাচ্ছে না। বলে, ক্ষেমা দিদির দাঁত নেই; মাড়ী দে চেপে ধর্‌বে, কাটবে না—দাঁতের মধ্যে নাকটা থেঁতলে যাবে।

ক্ষেম। বলি হ্যাঁ লা! তোকে এই না খেয়ে না দেয়ে দুধকলা দিয়ে পুষলুম কি ছোবল খাবার জন্যে?

ললিতা। তুই ওর কথা শুনিস কেন দিদি! ওর গা ঝিম্ ঝিম্ করচে, তাই কি বলতে কি বলচে।

ক্ষেম। তা এতক্ষণ আমায় বলিস নি রে হত-ভাগা! যা নল্‌তে,একটু চোনা, আর গোবর নিয়ে আয়। তাতে একটু ঘি, মধু আর হুচারখানা আদার কুচি দিয়ে বেশ ক'রে বেটে খাইয়ে দে,—এখনি সেরে যাবে এখন।

জনা। ও ক্ষেমা দিদি! তোর ওষুধের কি গুণ! নাম করতেই রোগ যে পালাবার জন্য কঠায়

এসে ঠেলা মারুচে! ক্ষেমা দিদি, হাত্ত পাত—হাত্ত পাত—তোর হাতে বেটার রোগকে উগরে দিই। দু হাত দে ধ'রে চেপে মেরে ফেল্। রোগের জড় ম'রে যাক্।

(সুকুমারীর প্রবেশ)

ক্ষেম। ওরে পোড়ারমুখো, করিস কি—করিস কি? হাতে ব্যথা—হাতে ব্যথা!

সুকু। বলি হাঁা ক্ষেমা দিদি, এই কি তোর যেমন যাওয়া, তেমনি আসা?

ক্ষেম। এসেই ত জনাকে ডাক্‌চি.—ও নড়বে না, তা আমি কি করব?—ওরে জনা! আমাদের এখানে অতিথি আসবে, তুই ভাল ক'রে পাহারা দিবি। যেন দিদিমণিদের কিছু চুরি না যায়, বুঝলি?

সুকু। মরণ আর কি! যা জনা, বাইরে ব'সে থাক্ গে। যদি কেউ আসে আমাকে খবর দিবি। আর তুই এখনও ফুল তুলতে যাস্‌নি! এতক্ষণ করছিলি কি?

ললিতা। তাই ত আমি যাচ্ছি।

ক্ষেম। শীগ্‌গির ফুল তুলে আন্। তুই শীগ্‌গির দোরে বস্ গে—আমি শীগ্‌গির ঠাকুরদের নামটা জপ ক'রে নিই গে। কে—এখানে আসবে দিদিমণি?

জনা। সে শীগ্‌গির জান্‌তে পার্‌বি। এখন শীগ্‌গির দোর্‌টা দেখিয়ে দিবি আয়।

[সুকুমারী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(রমার প্রবেশ)

সুকু। দেখ, রমা! পিতা আদেশ ক'রে পাঠিয়েছেন যে, ঋষিযুগল যত দিন মর্ত্ত্যে থাকবেন, তত দিন আমাদের তাঁদের সেবা করতে হবে। আজ তাঁরা আমাদের আশ্রমে পদার্পণ করবেন।

রমা। আসুন, তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু ভাই, গতিক বড় ভাল ব'লে বোধ হচ্ছে না। বড় ঠাকুরটি তোর দিকে হাঁ ক'রে চেয়েছিল।

সুকু। ওঁদের মধ্যে কে বড়, কে ছোট, চিন্‌লি কেমন ক'রে?

রমা। ঐ যেটির হাতে কমণ্ডলু, কোঁকড়ান কোঁক্‌ড়ান চুল, টানা ভুরু, পাগলাটে ধরণ, ওইটি বড়। আর যাঁর মাথায় শোণের নড়ী, পেট পর্য্যন্ত দাড়ী, গায়ে মাংসের ঝুড়ী, ঐটি ছোট। বলি ঠাকুরকে দেখে তোর চোখ ঝল্‌সে গেল না কি?

সুকু। যথার্থই রমা, আমার চোখ ঝল্‌সে গেছে। জীবনীশক্তি নিয়ে বয়স নির্ণয়। যার জীবনীশক্তিতে সহস্র সহস্র প্রাণ অনুপ্রাণিত, সে যুবা, না যে নিজের প্রাণ নিজে রক্ষা করতে পারে না, সে যুবা?

রমা। বেশ ত, তবে ঠাকুরটির ভোজন-দক্ষিণার জন্য প্রাণটুকু রেখে দাও।

সুকু। ঈশ্বরী হ'তে কার অসাধ ভাই? কিন্তু এমন ভাগ্য কি করেছি যে, ঈশ্বর আমাকে পায়ে রাখবেন?

রমা। তুমি যদি একটু ইঙ্গিত ‌র, তা হ'লে ঈশ্বর এসে তোমার পায়ে প‌ ‌‌েন। আমি তোমার ঈশ্বরকে দেখেই চিনেছি। দেখ দিদি, এই বড় ফোঁটা কপালে—বড় বড় বচন বলে—বড় বড় দাড়ী, এই রকমের ঠা ‌ সব প্রবঞ্চকের ধাড়ী। কথায় কথায় নাড়ী ‌প, কথায় কথায় ওষুধ দেয়—ঠিক জানবি সে ক‌ ‌াজ মানুষ খায়। ঐ যে ছোট ঠাকুরটি এসেছে, ‌টি সংসার জানে না, ভাল মন্দ কিছুই বোঝে না, তুমি তার দিকে চেয়ে রইলে কি না রইলে ‌জ করে না—আপনার তালেই আছে। ঐ ঠাকুরটিই খাঁটি। দেখলে বোধ হয় একটু রাগী রাগী—তা দিদি, সূর্য্য হ'লেই উত্তাপ থাকে।

সুকু। বেশ, ছোট ঠাকুরটি‌ ভাল লেগেছে, তবে তারে না হয় বিয়ে ক'রে ফেল্।

রমা। না ভাই! অমন ঠাকুরটিকে মেঘে ঢেকে, শেষে কি দিনকে রাত ক'রে ফেলব।

(জনৈক সখীর প্রবেশ)

সখী। দিদিরাণী, তোমাদের পূজার উদ্যোগ হয়েছে। তোমাদের অপেক্ষায় সবাই ব'সে রয়েছে।

সুকু। আয় ভাই, এখন যাই। পদ্মের কথা পরে হবে এখন।

তৃতীয় দৃশ্য

মন্দির প্রাঙ্গণ।

জনার্দ্দন, ললিতা ও ক্ষেমঙ্করী।

জনা। যা বলবি, এই শিবের সম্মুখে এসে বল। একেবারে সকল গোলমাল চুকে যাক।

ললিতা। যা বলবি, সব একেবারে ব'লে ফেল্—আধাআধি করিস নি। জনা স্বায়শাস্ত্র পড়েছে, সব কথার খাঁটি জবাব দেবে এখন।

ক্ষেম। বলব কি জনা! আমার হাত-পা আসচে না।

জনা। আ মর, আমরা ত তোর হাত ধ'রে রেখেছি! তাতে পা আসবে না কেন?

ক্ষেম। ছুই ছুই যোগী ঠাকুর এখানে কি করতে আস্‌চে?

ললিতা। তোর মাথার পাকা চুল তুলতে।

ক্ষেম। তুই থাম; তোকে আমি জিজ্ঞেস করি নি।—ওরা যে রাজভোগ ফেলে আমাদের এখানে আড্ডা নিচ্চে, তা এখানে এলে খাবে কি?—রাজার বাড়ী ছেড়ে এ বনে ঠাকুরেরা কি করতে আসচে?

ললিতা। ওরা দেবলোক থেকে আসচে কি না—আসতে আসতে পথে দাদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। দাদা অনেক কাঁদাকাটি ক'রে ঠাকুর দুজনকে বলেছে যে, ফিরে আসবার সময় ক্ষেমা দিদিকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এস। তাই ঠাকুরেরা তোকে নিতে আসচে। হাঁ দিদি! দাদাকে ছেড়ে আর কত কাল এখানে থাকবি?

ক্ষেম। কি করব দিদি! যম যে আমাকে একেবারে ভুলে রয়েছে।

ললিতা। তা যমের আর অপরাধ কি! কত কাল তোর যমের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি বল দিকি?

জনা। ও হরি! তা জানিস্ নি বুঝি। যম যে ঠাকুরদের দিয়ে ব'লে পাঠিয়েছে, তিনি তোকে নেবেন না। যম রাজার না কি একটি ছেলে হয়েছে; সে ছেলে না কি দুধ খেলে কাঁদে। তাইতে কে বলেছে যে, ছেলেকে ডাইনীতে খেয়েছে। তাইতে যম রাজা, পৃথিবীতে যত ডাইনী আছে, সকলকে জ্যান্ত মাটীতে পুততে হুকুম দিয়েছে!

ললিতা। তাই শুনে ঠাকুরদাদা কেঁদে আর বাঁচে না। বলে ক্ষেমা দিদিকে না দেখে আর কত কাল বাঁচব? তার কান্না শুনে ঠাকুরদের দয়া হয়েছে। তাই তোরে মাটীতে না পুতে সশরীরে স্বর্গে নিয়ে যেতে এসেছে।

ক্ষেম। (ক্রন্দনের সুরে) তা তোর দাদা এমনি ভালই বাসত দিদি, এক দণ্ডও চোখের আড়াল হ'তে দিত না। আমি পোড়াকপালীর বড় কঠিন প্রাণ, তাই তারে হারিয়ে এখনও বেঁচে আছি।—হাঁ রে জনা, নল্‌তে যা বলচে, তা কি সত্যি?

জনা। আমার ত মনে হয়, নলতে তোরে দমবাজী দিচ্চে। এমন সোনার জায়গা থেকে, দমবাজী দিয়ে তোরে কোথাও তাড়াবার চেষ্টা করচে।

ললিতা। সত্যি ক্ষেমা দিদি, সব মিছে।

ক্ষেম। না না, মিছে হবে কেন? তুই কি আমার তেমন মেয়ে! আর তোর দাদা যদি স্বর্গে না যায়, তা হ'লে স্বর্গ নরক মিছে কথা। আহা নাতনি! তোরে আর কি বলব—তোর দাদার গুণ তা তোরে আর কি বলব? তার মতন মানুষ এ কালে কি আর দেখতে পাওয়া যায়! রাজার বাড়ী চাকরী ক'রে যা কিছু উপরি পেত, সব আমার হাতে এনে দিত—এক পয়সার তঞ্চক করত না। সে থাকলে আজ তোদের খাবার ভাবনা! সুকুমারী রথার কাছে কি তোদের হাত পাততে হয়! সে বাজার করত, আর ভাল ভাল অর্দ্ধেক জিনিস চুরি করত। আর সেই সব জিনিস তোদের লুকিয়ে খাওয়াত।

জনা। না ক্ষেমা দিদি! না খেয়েছি বেশ হয়েছে। আহা, বুড়োর উপরি-রোজগারে ভাগ বসালে কি আর রক্ষা থাকত? তা হ'লে স্বর্গ আমরা একচেটে ক'রে ফেলতুম। ঠাকুরদাদাকে ত অনেক কালই খেয়েছিস্, তা হ'লে আমাকে আর নল্‌তেকে কোন্ কালে মুখশুদ্ধি ক'রে ফেলতিস্।

ক্ষেম। এক জন এক জন ক'রেই না হ'ক আসুক—এ একেবারে দু দুজন যোগী! এখানে কি করতে আসচে?

ললিতা। আ মর্! এই যে তোকে বল্লুম ভীমরতি বুড়ী!

ক্ষেম। কই—কি বল্লি?

জনা। ও বল্‌তে পারে নি, আমি বল্‌চি, শোন্।

ক্ষেম। বল্‌ত।

জনা। ঠাকুরদাদার সকল অঙ্গ স্বর্গে গেছে, কেবল মাথাটা এখানে প'ড়ে আছে। ঠাকুর দাদা স্বর্গের রাস্তায় যারে দেখচে, তারেই বল্‌চে, আমার পতিব্রতা ক্ষেমা দিদি আমার মাথা খেয়েছে। পথে আসতে আসতে তাই না শুনে, ঠাকুররো তোর পেটের গহ্বর মাপতে এসেছে।

ললিতা। গহ্বর মেপে, জাল ফেলে দাদার মাথাটা বার ক'রে যার ধন তারে ফিরে দেবে। হাঁ

দিদি! সেটা তোর পেটে নৈকাট হয়ে আছে

ক্ষেম। তবে রে পোড়ারমুখো মেয়ে! তোর বদ্দর মুখ তদ্দর কথা! (প্রহারোদ্যত)

জনা। হাঁ—হাঁ! করিস্ কি—করিস্ কি—তোর হাতে লাগবে!

(নেপথ্যে)। এ আশ্রমে কে আছ? দ্বার উদ্মোচন কর। আমরা দুইজন অতিথি।

ক্ষেম। ওরে হতভাগা! দোর দিয়ে এসেছ!—দিদিরাণীরে শুনলে মেরেই ফেলবে এখন। দোর খুলে দিয়ে আয়!

জনা। যা নলতে, দোর খুলে দিয়ে আয়।

ললিতা। আমি পারব না—আমার ভয় কচ্চে।

ক্ষেম। আ মর্, তুই যা না।—না।—আ মর্, দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

জনা। দাঁড়িয়ে থাকি কি সাধে? শুয়ে ব'সে সুখ পাচ্চি না। আমার প্রাণ কেমন কচ্চে।—যা না ভাই নলতে!

ললিতা। ওরে বাবা রে! আমি পারব না।

(নেপথ্যে)। দ্বার খুলবে ত সত্বর খোল। না হ'লে মামাকে আমি তোমাদের এ দেশে আসতে দেব না।

ক্ষেম। ওরে মুখপোড়া, যা না।—ওরে মুখ-পোড়া, দোর খুলে দে না।

জনা। চুপ কর্ বুড়ী!—কার দোর আমি খুলব?

ক্ষেম। ওরে শুনচিস্ নি। এখনি রেগে চ'লে যাবে যে রে!

জনা। তা যাক্—তাতে তোর আমার কি?

(রমার প্রবেশ)

সুকু। ওরে জনা! শুনতে পাচ্চিস নি?

জনা। কি দিদিরাণী?

রমা। 'কি' রে হতভাগা! আমরা এক রাস্তার তফাৎ থেকে শুনতে পেলেম, আর তোমার 'কি' হ'ল? যা!—শিগগির যা।

ক্ষেম। আমি সেই অবধি বলচি বাছা! তা ও কিছুতেই নড়বে না।

সুকু। যা ভাই! তা না হ'লে ঠাকুরঝি রেগে চ'লে যাবে।

[জনার প্রস্থান।

রমা। ক্ষেমাদিদি! তুইও আর দাঁড়াসনি, আসন-টাসন পেতে ঠিক ক'রে রাখ।

ক্ষেম। তা ত রাখতে হবে দিদি।

[প্রস্থান।

ললিতা। ঠাকুররো চ'লে গেলে উপায় কি হবে দিদিরাণী?

রমা। উপায় আর কি হবে? তা হ'লে সব ভস্ম হয়ে যাবে। তুইও যা, তুই না গেলে হয় ত জনা পথ থেকে ফিরে আসবে।

ললিতা। ও বাবা! বল কি গো। শুনে আমার গাটা কাঁটা দিয়ে উঠল।

রমা। তবে শীগগির যা।

ললিতা। ও বাবা! তা হ'লে ত যেতেই হবে।

[ললিতার প্রস্থান।

সুকু। কি করা যায় বল্ দেখি রমা? কি রাঁধি বল্।

রমা। আগে ত ঠাকুররো আসুক। তার পর বিবেচনা করা যাবে। আর ঠাকুররো ত সুধু পায়স খেতে মর্ত্ত্যে এসেছে।

সুকু। সুধু পায়স কি আর দেওয়া যায়?

(জনা ও ললিতার পুনঃপ্রবেশ)

জনা। দিদিরাণী! সর্ব্বনাশ!

সুকু। সর্ব্বনাশ কি রে?

জনা। আজ্ঞে সর্ব্বনাশ।

ললিতা। হাঁ গো! সর্ব্বনাশ!

সুকু। সর্ব্বনাশটা কি হ'ল, ভেঙেই বল না?

জনা। সর্ব্বনাশ আবার কি হয়?

সুকু। কি হয়েছে রে নলতে?

ললিতা। তা ত কিছুই বুঝতে পারচি না, দিদিরাণী।

জনা। না বোঝবারই যোগাড় করেছে। কাউকে কিছু বুঝতে দিচ্ছে না।

ললিতা। জনা যা বলচে, ঠিক গো। কাউকে কিছু বুঝতে দিচ্চে না।

রমা। ঠাকুররো কি ফিরে গেছে?

জনা। ওগো, আমায় আর কিছু জিজ্ঞাসা ক'র না। সর্ব্বনাশ—পীতবাস, সর্ব্ব-অঙ্গে শোণের চাষ, একটা বাঁশঝাড় হাতে ক'রে আসচে। আর পেছনে পাহাড়, রুদ্রাক্ষের ঝাড় বনেদ সমেত আসচে।

সুকু। তার মানে কি?

জনা। মানে কি, কিছুই বুঝতে পারচি না। কেবল বলচে খাব—খাব—সব খাব।

ললিতা। এত বড় হাঁ গো তার এত বড় হাঁ।—

রমা। ওরে জনা! লুকো লুকো—নলতেকে নিয়ে লুকো, তা না হ'লে তোর নলতেকে দেখলেই গিলে ফেলবে।

সুকু। বুঝলি কিছু রমা?

রমা। তুমি কি বুঝতে পার নি? ঠাকুররা আসচেন। আমি এগিয়ে আনি। তুমি একটু অপেক্ষা কর।

[প্রস্থান।

সুকু। কি রকম দেখলি, বল্ দেখি?

জনা। জঙ্গল আর পাহাড়। আগে জঙ্গল, পেছনে পাহাড়।

ললিতা। হাঁ গো। ঠিক গো। বিরোধ পাহাড়—এত বড় চুড়ো গো দিদিরাণী—এত বড় চুড়ো।

সুকু। দূর বাঁদর মেয়ে!

[প্রস্থান।

(নারদ ও পর্ব্বতকে লইয়া সুকুমারী ও রমার পুনঃপ্রবেশ)

(গীত)

নারদ। বিভূতি-ভূষণ অঙ্গে কি রঙ্গে ধরেছ হর
কি রঙ্গে শ্মশানে দিবানিশি হে।
সংসার-বিভব ভব, কেন হে এ বেশ তব,
পরের কৃপার অভিলাষী হে।
রজত-গিরির শিরে, রজত অমিয়াধারে—
বাঁধিয়া রেখেছ যদি শশী হে।
তবে কেন হে অনল ভালে, কেন হাড়মাল গলে,
জাহ্নবী বাঁধন জটারাশি হে।
কাতর সে কার তরে, যাহার করুণা ধ'রে
জীবনে জাগিয়া বিশ্ববাসী হে।
জীবনে ভিখারী হবে, কে কোথা শুনেছে কবে,
ভুবন-ঈশ্বরী যাঁর দাসী হে।

পর্ব্বত। অত প্রেম প্রেম ক'রে হেদিয়ে ম'লে কি আর ইহজন্মে যোগীশ্বরের রঙ্গ বুঝতে পারবে? তোমাদের হা-হুতাশ আর দীর্ঘশ্বাসের লটলোটে দীপক মল্লারের পর সাধা যায় না। সাধনা কবুতে ত শ্মশান-বিভূতির মর্ম্ম বুঝতে। মামা। যোগীর মনস্তুষ্টির জন্ম গোলোকের সকল সুখ তরে তরে শ্মশানের আশ্রয় লয়। বিভূতি চন্দনের শীতলতা পায়। বিষে অমৃতের গুণ ধরে। সে কথা যাক্, এখন বল দেখি মামা! জায়গাটা কেমন? প্রেমিকবর! গোলোকধাম থেকে নেমে এসে জায়গাটা কেমন ঠেকচে বল দেখি?

রমা। প্রভু! অনুমতি করেন ত আমি একটা কথা কই।

পর্ব্বত। আঁ্যা, তুমি? তুমি কথা কইবে, তার আবার অনুমতি কি? তবে তুমি অনুমতি কর, আমি শুনি।

রমা। উনি ত প্রেমিকবর, আপনি কি?

পর্ব্বত। সে দিন পর্ব্বতের অধিত্যকাপথে কথা কয়েছিলে তুমি?

রমা। পর্ব্বত ত আপনি, আপনার ভেতরে আবার অধিত্যকা উপত্যকা আছে না কি?

পর্ব্বত। সে দিন পর্ব্বতের অধিত্যকাপথে কথা কয়েছিলে তুমি?

রমা। সে কি প্রভু! অন্যায় বলেন কেন? এমন লোকবিগর্হিত কাজ কি আমি করতে পারি?

পর্ব্বত। সে দিন পর্ব্বতের অধিত্যকাপথে কথা কয়েছিলে নিশ্চয় তুমি।

রমা। ভাল, আপনি এতই যদি নিশ্চয়, তা হ'লে না হয় আমি দুটো কথাই কয়েছিলেম। তা হ'লে শুধু অধিত্যকাপথে কেন—সে দিন আমি কোথায় না কথা কয়েছি?

সুকু। তা কয়েছিসই ত, তার আবার রহস্য কবৃচিস্ কি? সত্য প্রভু! সে দিন রমা উন্মত্তা হয়েছিল। শুধু অধিত্যকাপথে কেন,—প্রান্তরে, নদীজলে, ঘরে, তরুতলে, এই শিবমন্দিরে—নেচেছে, গেয়েছে আর রাশি রাশি কত রকমের কথা ঢেলেছে। পায়েসে কথার ফোড়ন দিয়েছে?

রমা। প্রভুর শাস্ত্রে লেখা আছে কি?—লেখা থাকে যদি, বলুন ত প্রভু! এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে?

পর্ব্বত। কথা-বিলাসিনি! তুমি কথা কও।

রমা। আমি যা জিজ্ঞাসা করলেম, কই, তার উত্তর ত দিলেন না!

পর্ব্বত। তুমি কি জিজ্ঞাসা করলে?

রমা। বলি, উনি ত প্রেমিকপ্রবর—আপনি কি?

পর্ব্বত। ও মামা! এ আবার কি কথা? আমি আবার কি?

নারদ। তুমি কি বলতে পার না? আমায় বলতে হবে?—দেখ সুকুমারি! ইনি আকুমার ব্রহ্মচারী, কঠোর তাপস। শুন রমা! যাঁর সম্মুখে আজ আমরা দাঁড়িয়ে আপনাদের কৃতকৃতার্থ জ্ঞান কর্‌ছি, ইনি সেই দেবাদিদেবের প্রিয় শিষ্য। এঁতে আর ওঁতে কোনও প্রভেদ নাই।

রমা। দেবাদিদেব ত পাথর—প্রভুও কি তাই? দেবাদিদেব ত নীলকণ্ঠ—প্রভুর কণ্ঠেও কি ক্ষীরোদমন্থনে সবার শেষে যা ভেসে উঠেছিল, তাই আছে?

পর্ব্বত। কেন, সে জিনিসটে কি মন্দ?—মামা! তোমরাই বিষের দোষ গাও। কিন্তু সংসার যদি বিষময় হ'ত, তা' হ'লে বোঝা যেত, সংসারের গতি কোন্ পথে। মহেশ্বর গরলটা নিজের গলায় পূরেই যে মাটী ক'রে ফেলেছে—তা না হ'লে, সেই বিষ সমস্ত সংসারে ব্যাপ্ত হ'ত। সৃষ্টিরক্ষার জন্য সচেষ্ট ভগবান্ বিষে আর অমৃতে প্রভেদ রাখতে পারত না। তা হ'লে দেবাসুরের দ্বন্দ্ব হ'ত না। ভগবান্‌কে মাঝে মাঝে বরাহ নৃসিংহ প্রভৃতি জন্তুগুলোর মূর্ত্তি ধরতে হ'ত না। রঘুরাজকে সীতাশোকে পথে পথে কাঁদতে হ'ত না।

নারদ। আর?

পর্ব্বত। আর!—আর পায়েসের লোভে মর্ত্ত্যে এসে, এখানকার কাঁকরপথে আমার পা দুটোকে ক্ষতবিক্ষত করতে হ'ত না। বাবা! মর্ত্ত্যের কি পথের মহিমা!

নারদ। রমা! তা হ'লে বাবাজীকে পায়েসটা ভাল ক'রে খাইয়ে দাও। বাবাজীকে এক গণ্ডূষ জল দিলে শত অশ্বমেধের ফল হয়।

রমা। বলেন কি? তা হ'লে আর কে হাত পুড়িয়ে পায়েস রাঁধে? আসুন ঠাকুর, তা হ'লে আপনাকে এক পুকুর জল খাইয়ে দিই গে।

পর্ব্বত। ও মামা! সত্যি সত্যিই তাই করবে না কি?

সুকু। ভয় কি ঠাকুর! ও না দেয়, আমি আপনাকে রেঁধে খাওয়াব।

পর্ব্বত। আর এক পুকুর জল খাওয়াতে হয় না।—এক গণ্ডূষ জল মুখের কাছে নিয়ে না যেতে যেতে, ইন্দির ঠাকুর অমনি লপ্ ক'রে তোমায় তুলে নিয়ে যাবে। শত অশ্বমেধ সে কি আর কাউকে করতে দেবে মনে করেছ? একটার ওপর আর একটা যজ্ঞ কর্‌লেই তার গা চিড়বিড় করে—পাছে তার শতক্রতু নামটা লোপাট হয়ে যায়।—নাও, বল কোথায় পায়েস হয়। সেই ঘরটা কোথায়, দেখাবে চল। তা হ'লে কাশী যাওয়ার দায় হ'তে নিষ্কৃতি পাই। বাবা, এইটুকু আসতেই মর্ত্ত্যের রাস্তার মর্ম্ম বুঝেছি। হয়ে! আমাকে পেট ভ'রে পায়েস খাওয়াও। আশীর্ব্বাদ করি, সুমেরু হ'তেও উচ্চতর পুণ্য শৈলে আরোহণ কর।

রমা। শৈলে আরোহণ ক'রে কি করব ঠাকুর?

পর্ব্বত। শৈলে আরোহণ ক'রে কি করবে, তাও কি ব'লে দিতে হবে? সেখানে মেঘে সাঁতার কাটবে।

রমা। মনের কথা বুঝেছি ঠাকুর! আমরা মেঘ থেকে ঝ'রে প'ড়ে যাই, আর আপনি মজা ক'রে পায়েসের হাঁড়ীটে দখল ক'রে নেন। ও দিদি! ঠাকুরকে পায়েস দিস্‌নি, ঠাকুরের মতলব ভাল নয়।

নারদ। আর বাবাজীকে নিয়ে রহস্য করবার প্রয়োজন নেই। চল, বাবাজীকে হাতে হাতে কাশীবাসের ফলটা সমর্পণ ক'রে আসি। দেখ সুকুমারি, তোমার পিতার আলয়ে যাবার পূর্ব্বেই আমরা কা'ল সঙ্কল্প করেছিলেম, এক দিনমাত্র তোমার পিতৃ-গৃহে অবস্থান ক'রে এই স্থানে আতিথ্য-গ্রহণ করব। তাতে বাবাজীর বিশেষ আগ্রহ, তোমাদের হাতের পায়েসটা কেমন, একবার পরীক্ষা করে।

পর্ব্বত। হাঁ সুকুমারি, মামার যা কিছু করা, সব আমার জন্য। মামার খাওয়া-দাওয়া কিছু নেই। মামার এখানে আগমন সুধু আঘ্রাণের জন্য—খাব কেবল আমি।

সুকু। আপনাদের সহবাস-সুখে বঞ্চিত হয়ে পিতা ত আমার মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না?

নারদ। তিনি শুনে পরমানন্দিত হয়েছেন। দেখ সুকুমারি, তাঁর মুখে তোমার পিতৃ-ভক্তির কথা শুন্‌লেম। শুনে যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হয়েছি, তা আর কি বল্‌ব। পিতৃপরায়ণা! তুমিই নারীকুলে ধন্যা! পিতৃদেবের সাধিকা গাণপত্যই বল, শৈবই বল, শাক্তই বল, আর বৈষ্ণবই বল—কি ব্রাহ্মই বল, এ জগতে তোমার স্থান কেহ অধিকার কর্‌তে পার্‌বে না।

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ,
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।

এই যে কৈলাসগিরির মত তুষারশুভ্র দেহে, শ্যামল তরুরাজি ভেদ ক'রে, তোমার তপোবনের শিব-মন্দির দণ্ডায়মান রয়েছে, এখানে শুধু একা মহেশ্বরের অধিষ্ঠান নয়, এই মন্দির-দ্বারে সকল দেবতাই বাঁধা প'ড়ে আছে।

পর্ব্বত। আমরা বাকী ছিলেম, আমরাও পড়লেম। এখন শালিতগুলের পায়স-রূপ দৃঢ় রজ্জু দিয়ে মামাকে একবার বেঁধে ফেলতে পারলেই লেঠা চুকে যায়।

রমা। ঠাকুর, অলঙ্কারশাস্ত্রটা একেবারে হাপরে চড়িয়েছেন যে! আমরা যে এক আধ-খানা গায়ে দেব, তারও উপায় রাখ্‌লেন না!

সুকু। দেখবেন প্রভু! পিতাকে যেন আপনাদের সঙ্গ-ছাড়া হয়ে মর্ম্ম-পীড়া না পেতে হয়! তা যদি হয়, প্রভু! তা হ'লে আপনাদের মত অতিথি পেয়েও আমরা সুখী হব না।

নারদ। ওগো না গো না, কোন ভয় নেই। তিনি অতি আনন্দিত হয়েই অনুমতি দিয়েছেন।

সুকু। দেখবেন প্রভু! আমাকে যেন পিতৃ-অসন্তোষের কারণ ক'রে পাপ-ভাগিনী না করেন।

পর্ব্বত। আর আমাদের মতন বিশ্বদিগ্‌গজ অতিথি প্রত্যাখ্যান ক'রে পুণ্যের ছালা ঘাড়ে কর্‌বে না কি?

নারদ। আহা হা! তুমি কথা ক'চ্চ কেন বাপু?

পর্ব্বত। কথা কইব না, তা ব'লে অতিথি প্রত্যাখ্যান কর্‌বে? ও বালিকা, অতিথি-প্রত্যাখ্যানের ফল ত বোঝে না!

নারদ। ওরা কি প্রত্যাখ্যান করছে রে পাগলা? ওরা দুটো ভক্তি-সূত্রের কথা কচ্চে!—চল চল—যাই চল।

(ক্ষেমঙ্করীকে বেষ্টন করিয়া সখীগণের প্রবেশ)

ক্ষেম। কই কই কই রে—কে এসেছে রে?

অনা। কে আবার আসবে? যে আসবার, সেই এসেছে।

(গীত)

এসেছে প্রেমিক-রতন সজল নয়ন উঠে প'ড়ে।
চল যাই দিদিমণি আগিয়ে আনি হাওয়ায় চ'ড়ে॥
হেরে তার বদনখানি, প্রাণে প্রাণে টানাটানি,
কেমনে প্রাণ-সজনি হিয়ার মাঝার গেছে ছ'ড়ে।
অবোধে মন মানে না, সে টানে প্রাণ রাঁচে না।
ভেবেছি সবাই মিলে দেব সে বঁধুর গলে
বেলের গ'ড়ে।

(পটক্ষেপণ)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মন্দির-সংলগ্ন উদ্যান।

পর্ব্বত ও নারদ।

পর্ব্বত। মামা!—কি আশ্চর্য্যের কথা মামা!

নারদ। কি কথা বাবা!

পর্ব্বত। দেখ মামা! তোমার আর সুবিধা দেখছি না। তোমাকে দেখছি, আর আমার হাসি পাচ্চে।—আচ্ছা মামা! তোমার গলাটা ভেঙে গেল কি ক'রে বল দেখি? আমি এত চেষ্টা করচি গলা ভাঙতে—কিন্তু মামা! পায়েস খেয়ে দেখচি, গলাটা আমার ছেড়ে গেল।

নারদ। গলায় একটু সর্দ্দি জমেছে।

পর্ব্বত। জমবার আর অপরাধ কি? পায়েস খেয়ে চব্বিশ ঘণ্টা সপ্তমে চীৎকার করলে শুধু সর্দ্দি কেন,—সন্নিপাত, অপচী, গলগণ্ড, গণ্ডমালা সমেত কোন্ দিন স্বয়ং শ্রীনিদান এসেই না উপস্থিত হন!

নারদ। এখন কি বলছিলে বল না। আশ্চর্য্যটা দেখলে কি?

পর্ব্বত। তোমার আর কোন দিকেই যুত নেই মামা! পায়েস খাওয়া অবধি তুমি কেমন চ্যাপটেপে মেরে গেলে। আগে টুস্‌কি মারলে টুং করতে, এখন গদা মারলেও সাড় হয় না! ব্যাপারখানা কি বল দেখি?

নারদ। এখন কি বলছিলে বল না।

পর্ব্বত। বলছিলেম কি, এখানে ত সকলেই সাকার; কিন্তু নামগুলো এমন নিরাকার হ'ল কেন?

নারদ। নামের আবার আকার দেখছ কোথায় বাবাজী?

পর্ব্বত। আকার কি আর হাঁড়ী-কলসী হবে?

বিশোদর পূর্ণ করবে? মামা, আমায় একটি মামী এনে দাও। আমি পেট ভ'রে পায়েস খাই, আর উদ্গার তুলতে তুলতে মহোল্লাসে মামীর আমার গুণ গাই।

নারদ। তার চেয়ে আর এক কাজ কর না। মামার একটি ভাগিনের-বধূ ক'রে আন না কেন? —মা আমাকে পিতার আদরে পরিতোষ ক'রে খাওয়ান।

পর্ব্বত। কি মামা, আমার কথা বল্‌চ? আমি বে ক'রে কি করব মামা?

নারদ। কি করবে, বৌমাই আমার শিখিয়ে দেবেন।—দেবগুরু সেবা করবে, অতিথি-সৎকার করবে। সর্ব্ব সুলক্ষণাক্রান্ত সন্তানের পিতা হবে। পিতৃমাতৃকুল জলগণ্ডূষ পাবে, বংশের নাম থাকবে—তুমিই বে কর। তুমি রূপবান্ গুণবান্ যুবক—তোমার বে করা সাজে। আমি যৌবনগৌরবহীন—আমাকে কন্যা কে দেবে বাবাজী? তুমি বল ত এখনি তোমার জন্য কন্যা সংগ্রহ করি। চুপ ক'রে রইলে যে?

পর্ব্বত। বে কেমন ক'রে করব মামা? না মামা! ও আমার সুবিধে হবে না।

নারদ। এখন আর 'না' বল্‌লে চলবে না বাবাজী! আজই আমি তোমাকে সংসারী ক'রে দিচ্ছি।

পর্ব্বত। না মামা! তোমার পায়ে পড়ি, রক্ষা কর মামা! আমার বড় ভয় কর্‌ছে।

নারদ। এ কি রে পাগল! কাঁপতে লেগে গেলি যে! ভয় কি, ভয় কি? বিবাহ বাঘ-সিঙ্গি না কি?

পর্ব্বত। সে কি, তুমি বোঝ গে। আমায় ছেড়ে দাও। আমি পালাই মামা! আমার রক্ষা কর।

নারদ। ভয় নেই, ভয় নেই! আর তোকে বে কর্‌তে বলব না। কাঁপিস কেন—কাঁপিস কেন?

পর্ব্বত। ও আমার সইবে না মামা! প্রেমটা আমার কখন পোষায় নি, কখন পোষাবেও না।

নারদ। তুমি একটু রাগটাকে যদি খাট কর, তা হ'লেই পোষাবে।

পর্ব্বত। সুধু ছুটো খাবার জন্য এতটা করব? তুমি প্রেমিক যোগী—তুমি যা হ'ক একটা ক'রে ফেল। দাও মামা আমাকে একটি মামী এনে, মামাকে নিয়ে সংসারী হই। আচ্ছা মামা, তোমার মনের কথাটি কি বল?

নারদ। আমার মনের কথা কতক ওই রকমেরই বাবাজী! তুমি আমার প্রিয় হ'তেও প্রিয়। আমার ইচ্ছা, তোমাকে কিছু কাল ধ'রে মর্ত্ত্যের ভোগটা খাওয়াই। সেই জন্যই তোমাকে কোন রকমে সংসারী দেখতে আমার বড় ইচ্ছা।

পর্ব্বত। তবে ত ঠিকই হয়েছে—দুই মন এক হয়ে গেছে। তবে মামা! মামীর চেষ্টায় লেগে যাও।

নারদ। বৃদ্ধবয়সে নাকানি খাব, সেটা কি দেখতে ভাল হবে?

পর্ব্বত। ওটা ত তোমার অভ্যাস আছে মামা! তা ভগবান্‌কে নিয়েই খাও, কিংবা ভগবান্ যারে নিয়ে খেয়েছেন, তারে নিয়েই খাও। মামা! যে পায়েস খেয়েছি, তার অনুরোধে আমি চুরি পর্য্যন্ত কর্‌তে পারি—বিবাহ ত তুচ্ছ কথা! তবে কি না, তোমাকে দিয়ে যদি কার্য্যটা সমাধা করতে পারি, তা হ'লে আমি নিষ্কৃতি পাই। জান ত মামা! মাতৃগর্ভ হ'তে প'ড়ে অবধি এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেলি নি। আর তোমার প্রেম করতে হ'লে, শুনেছি, কখন বাতাস খেয়ে থাক্‌তে হয়, কখন হা-হুতাশ কর্‌তে হয়, কখন আগুনে পড়তে হয়, কখন বা জলে ঝাঁপ দিতে হয়। আর চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে "আদ্যন্তে চ মধ্যে চ বাবা সর্ব্বত্র গীয়তে।" আগুন-টাগুনে না হয় চোখ-কান বুজে পড়তে পারি, কিন্তু চোখের জলও ফেল্‌তে পার্‌ব না, আর 'বাবা গো, বাবা গো' ক'রে জীবন্ত পিতার তর্পণও কর্‌তে পার্‌ব না।

নারদ। বাবাজী! এক উপায় আছে; তা যদি কর্‌তে পার, তা হ'লে হা-হুতাশটাও আসে, আর চোখ দুটোও জলে ভাসে।

পর্ব্বত। কি বল দেখি মামা?

নারদ। তুমি কিছু দিন রমাকে সহচরী করতে পার?

পর্ব্বত। তা হ'লে তোমার পায়েস খাবে কে?

নারদ। কেন বাবাজী?

পর্ব্বত। তা হ'লে মন্দর পর্ব্বত সমেত ক্ষীরোদ-সাগর যদি খাইয়ে দাও, তবুও তোমার ভাগনেকে বাঁচাতে পারবে না।

নারদ। কেন বল দেখি?

পর্ব্বত। দেখ মামা! রমার কথা যখন আমার কানে ঢোকে, তখন কানটা যেন কটাস্ কটাস্ ক'রে ওঠে, পেটের ভিতর পায়েস যেন বেরুবার জন্য আঁচড়-পাঁচড় করতে থাকে। প্লীহাটা যকৃতের

গায়ে ঢ'লে পড়ে; ধড়ফড়ে হৃৎপিণ্ডের গায়ে ঢুঁ মারে। তবু রমাকে ভাল ক'রে দেখিনি মামা! রমাকে সঙ্গিনী করলে কি আর বাঁচব?

নারদ। প্রথম দিন যে হাঁ ক'রে চেয়েছিলে?

পর্ব্বত। তখনকার দেখা আর এখনকার দেখা কি সমান? তখন যে ধানের বীচি পেটে পড়েনি মামা!

নারদ। তবে রমাকে ভাল ক'রে দেখতে আরম্ভ কর, দেখবে, প্রাণে অপূর্ব্ব তৃপ্তি পাবে—ক্রোধের উপশম হবে। অমন অনিন্দিতাঙ্গী সাধ্বী, সুশীলা বালিকা দেখে যদি মরতেও হয়, ত সে মরণেও সুখ আছে। সে মরণ অমরেরও বাঞ্ছনীয়।

পর্ব্বত। তবে দেখতে আরম্ভ করব? যদি মামা, বিপদে পড়ি?

নারদ। তবে মামা সঙ্গে রয়েছে কি করতে বাবা? (স্বগত) তোমাকে না পড়াতে পারলে আমার আর নিস্তার নাই।

পর্ব্বত। তবে আজ থেকে রমাকে দেখতে আরম্ভ করি?

নারদ। কালবিলম্ব নয়।

পর্ব্বত। তোমা হ'তে কোনও সুবিধে হবে না?

নারদ। চুপ কর। কারা আসচে।

(রমা ও সুকুমারীর প্রবেশ)

সুকু। এই যে প্রভুদের আগমন হয়েছে! (উভয়ের প্রণামকরণ) কতক্ষণ এলেন? আমাদের স্নান করতে বিলম্ব হয়ে গেছে—অপরাধ নেবেন না।

নারদ। আরে না না। স্নান করতে একটু বিলম্ব হওয়াই উচিত।

রমা। তা, আমাদের প্রভু, বড় অপরাধ নেই। পাঁচ বৎসরের রুক্ষ গায়ে তেল পড়েছে, সে কি উঠতে চায়! গায়ের তেল তুলতে এত দেরী হয়ে গেল।

পর্ব্বত। এইবারে রমার কথা। তর তর ক'রে সমীরণ-অঙ্গে তরঙ্গ তুলে, সে কথামালা কোথা গেল?

নারদ। আজ তোমাদের এমন বিভিন্ন বেশ কেন?

সুকু। রমাকে জিজ্ঞাসা করুন, কেন তার এ বেশ-পরিবর্ত্তন। যোগিনীবেশ কি অপরাধ করেছে প্রভু?

রমা। আচ্ছা প্রভু! রুক্ষ, খস্‌খসে, নেড়া-নেড়া যোগিনীর বেশ ভাল, কি তেলচুকচুকে, রঙে টুকটুকে, গন্ধে ভুরভুরে অলঙ্কারে অঙ্গ ঢাকা গৃহিণীর বেশ ভাল?

সুকু। তোর কি এমন ক'রে প্রভুদের সঙ্গে কথা কইতে লজ্জা বোধ করে না? তুই কেমন-ধারা মেয়ে?

পর্ব্বত। সমীর-সাগরে সাঁতার কেটে কথার সঙ্গে ছুটব? না—ওই যে, সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর হয়ে রমার কথা কোথা গেল?

রমা। দেখুন প্রভু!

সুকু। তুই চুপ কর্, আমি বল্‌চি।

পর্ব্বত। আহা, কথা কচ্চে, কথা কইতেই দাও না ছাই!

সুকু। কেন, আমার কথা কি আপনার ভাল লাগে না প্রভু?

পর্ব্বত। না—মোটেই না।

সুকু। তবে রমা! তুই কথা ক'। আমি চ'লে যাই?

পর্ব্বত। তা যাও।

নারদ। মূর্খ! ভদ্রতা কারে বলে, আজও শিখলে না?

পর্ব্বত। না, শিখলুম না! কেন, ভদ্রতায় কি মানুষের একটা অঙ্গ বাড়ে না কি?

নারদ। দেখ রমা! যার ভাল, তার সব ভাল।

রমা। ও কি তোটকচ্ছন্দে জবাব দিলেন, ও আমার ভাল লাগল না।

সুকু। থাম্, আর বেহায়াপনা করতে হবে না।

পর্ব্বত। আহা! কথাটা কইতেই দাও না ছাই।

রমা। কেন, থামব কেন? এই কথা নিয়ে, দেখুন ঠাকুর, দিদির সঙ্গে আমার ভারী তর্ক হয়েছে। ও বলে,—আর তেল মাখব না, বেশ করব না—যোগিনী সেজেছি—যোগিনীই থাকব। আমি বলি, যখন ব্রত-উদ্‌যাপন হয়েছে, তখন রাজ-কুমারী আবার রাজকুমারী হব। তেল মেখে স্নান করব, গন্ধচন্দন গায়ে দেব, উত্তম উত্তম কাপড় পরব, অলঙ্কারে অঙ্গ সাজাব। বল ত ঠাকুর! কোন্‌টা ভাল? এই দেখুন, দিদি চুল কাড়েনি, গা মাজেনি, টোপর কেশে যোগিনীর বেশে চ'লে এল! আমি বেশ আভাং ক'রে তেল মাখলেম, গা মাজলেম,—তার পর গন্ধচন্দন গায়ে মেখে, চুল বেঁধে, টিপ প'রে,—নানাপ্রকারের বেশবিন্যাস

ক'রে শ্রীচরণ-দর্শন করতে এলেম। বলুন ত ঠাকুর, কারে বেশী ভাল দেখাচ্ছে?

নারদ। তোমাদের দুজনকেই ভাল দেখাচ্ছে।

রমা। না ঠাকুর! এ আপনার মন-রাখা কথা।

নারদ। তবে ওই বাবাজীকে জিজ্ঞাসা কর। বল ত বাবা পর্ব্বত! তুমিই বল ত, কারে দেখাচ্ছে ভাল?

পর্ব্বত। রমা! এইবারে আমি তোমায় দেখব। বল ত মামা! এর ভেতর কোন্‌টি রমা?

রমা। ওই যেটির দাড়ী, গায়ে নামাবলী।

নারদ। বাবাজী পর্ব্বত! রমা যাকে নির্দ্দেশ ক'রে বলচে, সেই রমা।

পর্ব্বত। কথাবিলাসিনি! তুমি কথা কও।

রমা। আমি আর কথা কইব না। ঠাকুর! এত যত্ন ক'রে পায়েস খাওয়ালেম, আমায় চিন্‌তে পারলেন না? আমি আর কথা কইব না।

পর্ব্বত। না রমা! তুমি কথা কও। আমি এইবার তোমাকে দেখব। আমি এত দিন কেবল তোমার পায়েস দেখেছি।—এইবার দেখব—তুমি, তোমার পায়েস আর তোমার কথা—এ তিনের ভিতরে কোন্‌টা বেশী মিষ্টি।

সুকু। ঠাকুর! রমার পায়েস খেয়ে আপনার মুখে সুখ্যাতি ধরে না—আর আমি যে এত যত্ন ক'রে আপনার সেবা করলেম—পেটটি ভরিয়ে পায়েস খাওয়ালেম—আমার সম্বন্ধে ত একটি কথাও কইলেন না।

পর্ব্বত। তোমার পায়েস টক।—তোমার পায়েস খেয়ে আমার গাল হ'ড়ে গেছে।

সুকু। ছি ছি! তুমি ঠাকুর খোসামুদে।

পর্ব্বত। কি—কি—কি বল্‌লে?

রমা। বল্‌বে আর কি—যথার্থই ত তুমি খোসামুদে। আমি পায়েসে এক কাঁড়ি তেঁতুল গুলে দিলেম—আমার পায়েস হ'ল মিষ্টি, আর দিদি এক বস্তা চিনি দিলে, তার পায়েস হ'ল টক!

পর্ব্বত। দেখ মামা, তুমি থাকতে হয় থাক। আমি যদি আর এখানে একদণ্ড থাকি—

নারদ। আরে গেল! চট কেন?

পর্ব্বত। আমায় অপমান?

নারদ। আরে মূর্খ! অপমানটা হ'ল কিসে? তামাসাও বোঝ না?

পর্ব্বত। তামাসা বুঝতে হয়, তুমি বোঝ!—তুমি আমার চেয়ে কিসে বড়? বয়সে আর সম্পর্কে—এই ত তোমার অহঙ্কার! তা না হ'লে তুমি কিসে বড়? তুমি করযোড়ে কেঁদে কেঁদে, ছন্দোবন্ধে গান বেঁধে, হরি হরি ব'লে, যেন কচি-ছেলে আবদার ক'রে ভগবানের কাছে গিয়েছ। আর আমি আপনার জোরে, সাধনার ডোরে হরিকে বন্ধন ক'রে কাছে এনেছি। তুমি আমার চেয়ে কিসে বড়?

নারদ। আরে মূর্খ! তুমিই না হয় বড় হ'লে, তাতে হ'ল কি—অপমানটা কিসে হ'ল?

পর্ব্বত। তোমায় আপনি আপনি ক'রে কথা কইব, আর আমাকে বলবে তুমি!

নারদ। আ পাগল! তাই তোর রাগ! আমি মনে করলেম, হঠাৎ না জানি বাবাজীর ঘাড়ের কোন্ শিরটে ছিঁড়ে গেল।

রমা। আমি মনে করলেম, ঠাকুর বুঝি ষট্‌চক্র ভেদ করলে।

পর্ব্বত। ওই শোন না—আমি কখন থাকব না।

সুকু। প্রভু! মার্জ্জনা করুন। আমরা জ্ঞানহীনা নারী—আমরা কি আপনার মহত্ত্বের মর্ম্ম বুঝতে পারি? রহস্য করতে গিয়ে কি বলতে কি বলেছি। ঠাকুর, আমাদের ওপর ক্রোধ করলে আমরা যাই কোথায়? বলুন প্রভু! আপনার রাগ গিয়েছে?

পর্ব্বত। আমি কি রেগেছি সুকুমারি? তোমরা আমার অন্নদাত্রী—ক্ষুধানল-সাগরের নিস্তারকর্ত্রী—তোমাদের উপর কি রাগ করতে পারি? ও আমি রহস্য করছিলেম—মামাকে ভয় দেখাচ্ছিলেম।

সুকু। চল্ রমা! ঠাকুরকে আজ পেট ভ'রে পায়েস খাইয়ে দিবি চল্।

রমা। এস ঠাকুর! আমার রান্নাঘরের দোর আগলে বসবে এস। সেখানে বসে কেমন পায়েস রাঁধি, দেখবে এস।

পর্ব্বত। আমি কিছুতেই যেতেম না, শুধু মামার খাতিরে যেতে হ'ল।

নারদ। ভাগনের ত কর্ত্তব্য কাজই তাই।

রমা। কই আবার তুমি বল্লুম, রাগ করলে না যে! দেখ ঠাকুর! তোমায় যে যেমন বলে বলুক, যে যেমন দেখে দেখুক, আমি কিন্তু তুমি রাগলে, দেখি ভাল।

পর্ব্বত। বটে!—তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা! মামা! এই তবে তোমার মর্ত্ত্যভোগের ইতি।

[বেগে প্রস্থান।

সুকু। কি করলি হতভাগা মেয়ে ?

নারদ। ওহে পর্ব্বত ! রাগ ক'র না—ফের, ফের। ওহে বাবাজী ! ফের,—

রমা। ভয় কি—ঠাকুর যাবে কোথা ? আমার হাতের নিমঝোলকেই যখন ঠাকুর পায়েস মনে ক'রে খেয়েছে, তখন আর ঠাকুর যায় কোথা ?

সুকু। চ'লে গেল—আর যাবে কি ?

রমা। দেখবেন—ফেরাব ?—(উচ্চৈঃস্বরে) ও ঠাকুর যাচ্চে যাক্। আপনি কোথায় যান ? আজ আমি ক্ষীরপুলি দিয়ে পায়েস রাঁধব, ছানার ডালনা, পোস্তোর ঝালবড়া ! দুজনেই চ'লে গেলে খাবে কে ?—দেখছ, চাল ক'মে এল।

সুকু। সত্যিই ত লো।

নারদ। রমা ! তুমি ভুবনেশ্বরী হও।

রমা। আলু দিয়ে, বেগুন দিয়ে, বরবটী দিয়ে, চিকোঁড়ন দিয়ে চড়চড়ি ! আমসীর গুড়-অম্বল !

নারদ। ফিরেছে—ফিরেছে।

রমা। না ফিরে যাবে কোথা ?

(পর্ব্বতের পুনঃপ্রবেশ)

সুকু। দেখিস—আর যেন কিছু বলিস্ নি।

নারদ। না রমা—আর কিছু ব'ল না।

পর্ব্বত। আমার কমণ্ডলুটো কোথায় রেখেছ, দাও।

রমা। সে ক্রোধানলে পুড়ে গেছে।

নারদ। বাবাজী ! তোমার হাতে ওটা কার কমণ্ডলু ?

পর্ব্বত। (হস্ত নিরীক্ষণ করিয়া) তবে আমি আবার চল্লেম।

সুকু। না ঠাকুর ! আর যেতে হবে না। এত আয়োজন করেছি কার জন্য ?

রমা। তোমার জন্য আমি হাত পুড়িয়ে মরৃচি—তোমায় না খাইয়ে ছেড়ে দেব মনে করেছ না কি ? নাও, চল।

পর্ব্বত। না—আমি যাব না।

নারদ। আবার যাব না কেন ?—চল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

লতাকুঞ্জ।

জনার্দ্দন ও ক্ষেমঙ্করী।

ক্ষেম। যোগি-ঋষি, যোগি-ঋষিই আছে,—তোকে তারা ধম্‌কাবার কে ? তুই আমার ভাঙা ঘরে জ্যোছনার আলো—তুই আমার মন্দের ভালো। হ'লেই বা তারা স্বগ্‌গের মানুষ ! তারা তোকে বকবার কে ?

জনা। দেখ ক্ষেমা দিদি ! রাজা যদি করে খুন, ত সেটাও একটা গুণ। তুমি আমি তাই দেখে যদি কাঁদি, তা হ'লেই বিধি বাদী—মা লক্ষ্মী অমনি শাঁক, কড়ি, কুন্‌কে, ধানের হাঁড়ী, পদ্মাসন সমেত পেঁচার পিঠে চাপিয়ে, সর্ব্বাঙ্গে তেল মাখিয়ে খিড়কীর দোর দিয়ে সরেন। রাজার গুণ দেখে যদি হাসি, তা হ'লেই কোটালরূপসী প্রেমের দড়ী দিয়ে হাত বেঁধে, গাধার কাঁধে চাপিয়ে, "চল্ শালা, হেট শালা" বল্‌তে বল্‌তে ঘানিগাছে জুতে দেন। ক্ষেমা দিদি ! যোগি-ঋষির প্রেমের কথায় থাকিস্‌নে।

ক্ষেম। তাই ত ! প্রেমের কথায় থাকা ত বড় দায় হ'ল !—হাঁ রে ভাই ! তাদের লক্ষণটা কি দেখলি বল্ দেখি !

জনা। সব অলক্ষণ—কাঁড়ি কাঁড়ি খাচ্চে, আর গাঁ গাঁ ক'রে চেঁচাচ্চে। আর যে কাছে আস্‌চে, তারেই মা ভৈঃ মা ভৈঃ ক'রে তেড়ে যাচ্চে। চল্ দিদি, আমরা দেশ ছেড়ে যাই।

ক্ষেম। তাই ত দাদা ! তাই ত দাদা ! কেমন ক'রে যাই বল্ ? মন গেছে রসাতল—গিয়ে বল্ করব কি, ক্ষিদে পেলে খাব কি ?

জনা। তাই ব'লে যে কাঁড়ি কাঁড়ি ফুল তুলে, দুট উচ্ছে, দুট কলমীশাক, আর তলায় মুট খানেক ধরা ভাত খেয়ে মরব, তা আর পারচি না। এবারে বেরুলে আর ফিরচি না। রাজা মেয়েদের দিল বুড়ো বর, তাদের না আছে পয়সা, না আছে ঘর—কেবল ঝুড়ীপ্রমাণ রাগ আছে। ধরাই হ'ক, পোড়াই হ'ক, আজ তবু দু'মুট খাচ্চি, কা'ল আর পাচ্চি না। পায়েস হাঁড়া হাঁড়া, গুড়-অম্বল ঘড়া ঘড়া, যতক্ষণ দেখচি, ততক্ষণ বেশ আছি। হাত দিয়েছি ত মরেছি। অমনি দিদিরাণীরে "ছুঁলি—সর্ব্বনাশ করলি" বলতে বল্‌তে মারতে আসে। [illegible]

আর তেঁতুল দিয়ে তোরে সব মাজিয়ে নেয়। ঘস্‌তে ঘস্‌তে তোর হাতে খিল ধরে। তাই দেখে যদি মনের কষ্টে চোখে জল ঝরে, অমনি রমাদিদি কানে মন্তর ফুঁক্‌তে থাকে। সে মন্তরের তাড়ায় প্রাণ ধুঁক্‌তে থাকে। বলে, ঠাকুরদের ভক্তি ক'রে সেবা কর্, মুক্তি হবে।

ক্ষেম। তা তোর হবে, মুক্তি তোর ঠিক হবে।

জনা। আ মরণ! ডাইনি! তুই মরবি কবে? সকাল সকাল মুক্তি হ'লে তোর গতি করবে কে? ওরা কি আর তোরে দেখবে?—তোর অদৃষ্টে তা হ'লে ভাগাড় আছে।

ক্ষেম। কি বল্‌লি? আমাকে ভাগাড়ে যেতে হবে?

জনা। আরে বুড়ী! তুই যাবি কি বল্‌চি? ভাগাড় তোর কাছে আসবে।—বল্ দেখি, ঠাকুররো এসে অবধি ক'দিন তোর খোঁজ নিয়েচে? তোকে কত পায়েস-পিঠে দিয়েছে?

ক্ষেম। পায়েস আমি চিবুতে পারি না ব'লে, ওরা আমাকে ডেঙো, কুমড়োর ডাঁটা খেতে দেয়! আম-কাঁঠালের রস খেলে বিষম লাগে ব'লে আমাকে ছাতু খাওয়ায়। দেখ জনা! তোর দিদিরাণীরে আমায় বড্ড ভালবাসে। আর তোর দাদ'ঠাকুররাও যে বাসে না, তা নয়। বড়-ঠাকুরটি আমাকে দেখলে কাছটিতে বসিয়ে হরি-নাম শোনায়, বীণায় গান গায়, আর পুরাণের গল্প করে। ছোটঠাকুরটি আমায় দেখলেই বগল বাজায়, আর বম্ বম্ বম্ বম্ ক'রে তাথেই তাথেই নৃত্য করে। বলে, বুড়ী! তোরে দেখলেই আমার কৈলাসের কথা মনে পড়ে।

জনা। ও হরি! তা জানিস না বুঝি! কৈলাসে একটা ডাইনী আছে, তারে ঠাকুর বড় ভালবাসে। সে খুকুর খুকুর কাসে, মিটির মিটির চায়, আর থুকে বেলতলায়। তার মূলোর মতন দাঁত, তালগাছের মতন হাত, কুমীরের মতন হাঁ, গণ্ডারের মতন গা। তোরে ঠিক তার মতন দেখতে কি না, তাই তোরে দেখলে তাঁর কৈলাসী নেশা হয়।

ক্ষেম। তবে রে হতভাগা! (প্রহারোদ্যত)

জনা। মারতেই যদি হয়, ত আগে কথা শোন্। বল্ দেখি দিদি! পাহাড় জ্বলে কি জঙ্গল জ্বলে?

ক্ষেম। আমি এত কথা একেবারে বল্‌তে পারব?

জনা। এও কি একটা কথা! তবে আমি যখন জিজ্ঞেস করচি তখন চোখ-কান বন্ধে ব'লে ফেল্।

ক্ষেম। ও দুইই জ্বলে।

জনা। আহা, দিদি! ম'রে যেন তুই জন্ম জন্ম জন্ম-বিধবা ক্ষেমাদিদি হ'স। দুইই জ্বলে, তবে তাতের কিছু মাত্রা প্রভেদ। আর পাহাড় জ্বললে পাঁকের কাঁড়ি, জঙ্গল জ্বললে ছাই।

ক্ষেম। তোর বালাই নিয়ে ম'রে যাই। তুই ঠিক বলছিস। তোর ঠাকুরদা একবার একটা পাহাড়ে মেয়ের সঙ্গে পিরীত করতে গিছল, তা সে রসিকতা ক'রে এক কাঁড়ি পাঁক তোর দাদার গায়ে ঢেলে দেয়। আমাকে বে করবার পর পর্য্যন্তও পাঁকের গন্ধ তার গায়ে ছিল।

জনা। তুই গন্ধটা কোন্ চেটে নিয়েছিলি।

ক্ষেম। মুখে আগুন তোমার!

জনা। আ মর্! মুখে আগুন কেন? তা হ'লে এ বুড়ো বয়সে আর পাত চেটে মর্‌তিস না। ও দুর্জ্জয় ক্ষিদের দমন হ'ত—চিরকালের মতন ম'রে যেত। তা হ'লে দেখতে দেখতে টপাস্ ক'রে আমার ঠাকুরদাদাকে গালে তুলে দিতিস না?

ক্ষেম। আমি শুনে, তোর ঠাকুরদাদাকে খ্যাঙরা মেরে ঘর থেকে বার ক'রে দিয়েছিলেম। তার গন্ধ চেটে নেবো?

জনা। আহা! দিদি! তুই সাবিত্রী। তুই অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরীস্তথা।

ক্ষেম। মিছে নয় ভাই! যে আমার রান্না খেয়েছে, সেই আমাকে দ্রৌপদী বলেছে।

জনা। দিদি! তোর পতিভক্তিটে একবার নল্‌তেকে শিখিয়ে দিস্ ত; যাতে শীগ্‌গির শীগ্‌গির তোর মতন ধাত পায়, দুট পাঁচটা দেখতে দেখতে পেটে পুরতে পারে।

(ললিতার প্রবেশ)

ললিতা। চেপে ধর! জনার মুখটা চেপে ধর। দেখলি দিদি! জনার আক্কেল দেখলি?

ক্ষেম। তুই মর না রে পোড়ারমুখো! নলতে আমার জন্মএয়ো হয়ে থাক।

জনা। হাঁ—হাঁ, তা হ'লেও হয়।

ললিতা। ভীমরতি বুড়ী, বল্‌লি কি? জনা যে আমার বর—আমি যে তোর নাতবউ!

ক্ষেম। ও মা! কোথায় যাব? তুই আমার নাতবউ? জনা তোর বর?

জনা। তা জানিসনে বুঝি দিদি! আমি তার নাতজামাই।

ক্ষেম। ও মা, কি নজ্জার কথা! তুই আমার নাতজামাই! আমি এতক্ষণ জামায়ের সঙ্গে কথা কইলুম রে! (ঘোমটা দেওন)

জনা। ও দিদি, করলি কি?

ললিতা। ও দিদি, করলি কি? ও দিদি, কম্‌নে গেলি?

জনা। ও দিদি, আজকের মতন কথা ক'।

ললিতা। ও দিদি, ঘোমটা খোল্।

জনা। ও দিদি, বদন তোল্।

ক্ষেম। ওরে, আমার বড় নজ্জা করচে।

জনা। শোন, বড় দিদিরাণী রাঁধবে, ছোট দিদিরাণী যোগাড় দেবে; হাঁড়ী হাঁড়ী পায়েস হবে, গাড়ী গাড়ী পিঠে হবে। কিন্তু দিদি! আমার বরাতে বুঝি খাওয়া হ'ল না।

ক্ষেম। (ঘোমটা খুলিয়া) কেন দাদা জনার্দ্দন?

ললিতা। তোর মূর্ত্তি দেখে ওর বুক ধড়ধড় করচে।

ক্ষেম। ডুমুরের ফুল, চাপাকলার বীচি, জামরুলের ছাল, মাগুরের আঁশের সঙ্গে বেটে খাইয়ে দে—ঝাঁঝাঁ ক্ষিদে হবে এখন।

জনা। ও বাবা! কেমন ক'রে খাব গো?

ক্ষেম। কেন, সবাই যেমন ক'রে খায়,—পাণের রস আর মধুর সঙ্গে মেড়ে খাবি। নিদেনের চরকা ঠাকুরের দোহাই দিয়ে পাণের রস আর মধুর সঙ্গে গোবর গুলে দিলেও ওষুধ হয়।

জনা। না দিদি, তা আমি কোনমতেই খেতে পারব না।

ক্ষেম। তবে ঘাড়ে পেরলেপ দিস্।

জনা। নলতে আমার হয়ে খেলে আমার এ রোগ সারবে কি বলতে পারিস?

ললিতা। তা হ'লে আমি যখন ম'রে যাব, তখন দিদির ওষুধ আগুনে ফেলে দিস্। বাঁচলুম ত বাঁচলুম, না বাঁচি ত পরকালেও কাজ দেখবে।

জনা। দেখলি—তোর নাতবৌয়ের আক্কেল দেখলি?

ক্ষেম। তা—হাঁ নাতজামাই! নাতবৌকে আমার পছন্দ হয়েছে? তা হয় ত বল—দুহাত এক ক'রে দিই।

ললিতা। আহা দিদি! তুই যেন প্রজাপতি। কি মিলটাই ঘটালি!

নাতজামাই নাতবৌ হলাগলা ভাব,
পুঁইমাচাতে রাঙা-আলু পল্‌তা-ক্ষেতে ডাব।

জনা। কিন্তু হ'লে কি হবে দিদি! তোর নল্‌তে আমাকে দুচক্ষে দেখতে পারে না। তাইতে আমার শরীর শুকিয়ে যাচ্চে।

ললিতা। আমি একটা ওষুধ ব'লে দেব, খাবি? দুদিনে দেহ পূরে উঠবে।

জনা। সে ওষুধ রাজকবিরাজেও বিশ বৎসরে শিখতে পারে না। সে ত নলতে!—কি বলিস্ দিদি, খাব?

ক্ষেম। খা না—খা না। আমি নল্‌তেকে সে সব ওষুধ শিখিয়ে দিয়েছি।

ললিতা। এই ক্ষেমা দিদির ঘাড় পেঁচিয়ে রক্ত বার ক'রে যদি সর্ব্বাঙ্গে মাখাতে পারিস—

ক্ষেম। তবে রে ডাইনী! তোর যত বড় মুখ, তত বড় কথা!—দেখ দিদি, এই দুটোতে প'ড়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া করচে।

(রমার প্রবেশ।)

রমা। হাঁ রে নল্‌তে! তোর ও কি রকম আক্কেল? তুই কচি মেয়ে, সহবৎ শিখবি, না গুরুজনের সঙ্গে ঝগড়া করচিস্!

জনা। ঝগড়া করব কেন—ক্ষেমা দিদিকে প্রেম শিখাচ্ছি। নল্‌তেকে বলচি, এক কাঁড়ি রাঁধ। তার পর 'সব খাব, কাউকেও দেব না' ব'লে নাকে দিয়ে চোঁৎ ক'রে টেনে নে। ছোট দিদিরাণি! নল্‌তেকে অরুচি শেখাতে পার?

রমা। আর অরুচি শেখাতে হবে না। ঠাকুররা আজ কিছু খেতে পারে নি—সব ফেলে উঠে গেছে। তোরা কে কত খেতে পারিস দেখব। আয়, শীগ্‌গির আয়।

জনা। আহা! ছোট দিদিরাণি! আর দু'দিন আগে যদি ঠাকুরের দিকে সুনয়নে চাইতে, তা হ'লে না খেতে পেয়ে নল্‌তের আমার কণ্ঠা বেরুত না।

ক্ষেম। সত্যি দিদি! নলতের মুখের দিকে চাওয়া যায় না। মেয়েটার কি হ'ল?

ললিতা। না দিদিরাণি! জনার কথা শুনো না। আমি আগের চেয়ে মোটা হয়েছি ব'লে ওরা দুজনে প'ড়ে চোখে চোখে আমায় খেলে।

রমা। বটে রে মূর্খ!—তবে আমি ঠাকুরকে ভালবাসি ব'লে বুঝি, ঠাকুর আধপেটা খেয়ে উঠে গেল মনে করেছিস্? হতভাগা ছেলে, আমি ঠাকুরের সঙ্গে ঝগড়া করি দেখতে পাস না? তোর বড় দিদিরাণীর কথা বলতে পারিস বটে—আমাকে বলতে পারিস না।

জনা। মুখ্খু না হ'লে কি সুখ্যু নজর হয়? সে ত নল্‌তে শুনিয়ে। শোন্ দিদি! বল্ দিদি—কথাটা ঠিক কি না?

ললিতা। বলব দিদিরাণি?

রমা। কি বলবি বাঁদর মেয়ে?

জনা। বটে—কি বলবি?—তবে নিশ্চয় বল্ নল্‌তে!

(গীত)

প্রেমের কি সে ধার ধারে।
প্রেমের কথায় কান দিতে সই,
প্রাণ নিতে যেই সাধ করে।
প্রেমের বোঝা বয় লো সই যারা,
প্রেম ধরিতে কাঁদ পেতে সই আপনি দেয় ধরা,
শেষে সব বিকায়ে, মূল হারায়ে,
দাম দিয়ে তার পায় ধরে।

রমা। হাঁ রে বাঁদর মেয়ে! তবে দেখি আজ তোদের কে খেতে দেয়।

[রমার প্রস্থান।

জনা। দেখলি ক্ষেমা দিদি, ছোট দিদিরাণীকে কেমন ঠোকরটা মারলুম—মাথাটি গোঁজ ক'রে চ'লে গেল!

ক্ষেম। বেশ করেছিস দাদী—বেশ করেছিস। আমাকেও তাই, তোরা ওই রকম ক'রে একটা আধটা ঠোকর মারিস ত।

জনা। না দিদি, তোরে ঠোকর মারতে পারব না। তুই মাথাটি গোঁজ করলেই বাকী দাঁতগুলি ঝর্ ঝর্ ক'রে প'ড়ে যাবে।

ললিতা। মাথা গোঁজ করলেই দিদি, কোল-কুঁজো হয়ে যাবি। তা হ'লে রোজ তোর কুঁজের সেবা করবে কে?

জনা। তুমি পাকা-বুড়ী, শালের গুঁড়ি তোমায় মারলে বাণ।

ললিতা। ঠিকরে এসে, রগটি ঘেঁসে, কেড়ে লবে প্রাণ।

তৃতীয় দৃশ্য

শিব-মন্দির।

নারদ পূজায় উপবিষ্ট।

(গীত)

উথলে উঠে যে প্রাণ, হে ঈশান!
এ কেমন তব ভালবাসা এ কেমন আপন দান।

(সুকুমারীর প্রবেশ)

সুকু। প্রভু! আপনার শিবপূজা হয়েছে?

নারদ। কে ও, সুকুমারি?

সুকু। আজ্ঞে হাঁ—আপনার পূজা সাঙ্গ হয়েছে?

নারদ। হাঃ হাঃ—আমার আর পূজাই বা কি,আর তার সাঙ্গই বা কি?—তা দেখ সুকুমারি, পূজা ও একটা মায়িক প্রক্রিয়া; আর ক্রিয়াকলা-পটা কি জান? ও যেন ভগবানের সঙ্গে আলা-পটা করবার কার্য্যটা। ও যেন বেশভূষা ক'রে গিয়ে, উপঢৌকন হাতে নিয়ে, ভগবানের দ্বারের কাছটিতে গিয়ে বলাটা—"প্রভো! নারদোঽহং ভবৎসমীপমাগতো ত্বামহ্যহং যাচয়ামি।" তার পর দয়াময় বংশের পরিচয়, আকাঙ্ক্ষা সমুদয় জেনে, ভেবেচিন্তে বুঝে, দুটো আলাপ করতে হয় করলেন, না হয় একটা আধটা ফল দরোয়ানের হাত দে দিয়ে অমনি দরোয়ানকে দিয়েই সোজা পথ দেখিয়ে দিলেন।

সুকু। তবে কি প্রভু! পূজায় কোনও ফল নেই?

নারদ। ফল নেই সে কি কথা—কাজের ফল আছে বই কি! খাতায় নাম ওঠে। যদি কখন হাটে-মাঠে, পথে-ঘাটে, শ্মশানে-মশানে বিপদাপদ ঘটে, তাতে পরিচয়টায় অনেক উপকার দেখে।

সুকু। তবে কি আমরা আর পূজা করব না?

নারদ। দরকার কি? তোমাদের পূজার যে বিশেষ কিছু প্রয়োজন আছে, তা ত দেখি না।

সুকু। শঙ্করের আরাধনা ক'রে আপনার ন্যায় অতিথির চরণদর্শনরূপ মহাফল লাভ করলেম—আর বলেন কি না, পূজায় প্রয়োজন কি?

নারদ। একেবারে বিশেষ কিছু যে অপ্রয়োজন, তাও ত দেখি না। তা হ'লে তোমরা পূজা করলেও করতে পার।

সুকু। তবে কি আপনি আর শিবপূজা করবেন না?

নারদ। তোমার যদি পূজা করতে হয়, তা হ'লে আমাকেও করতে হবে বৈ কি! সাকার পূজা কেবল ফলের জন্য। আর ফল কামনা কে না করে সুকুমারি? হাঁ, তা—হাঁ সুকুমারি! আমার এখানে আগমন তোমার ফল ব'লে জ্ঞান হয়েছে?

সুকু। প্রভু! আপনি শঙ্করের আরাধনা করুন।

নারদ। এই যে কচ্চি, এই যে কচ্চি। তা হ'লে আমার হাতে কতকগুলো তুলসী দাও ত।

সুকু। শিবের পূজায় কতকগুলো তুলসী কি হবে ঠাকুর?

নারদ। হাঃ হাঃ হাঃ! এ কথাটা বলতে পার। ভাল সুকুমারি! তুলসীর ওপর তোমাদের এত রাগ কেন? মা লক্ষ্মী ত তুলসীর নাম শুনলেই জ্বলে যান।

সুকু। আপনি বড় তুলসী ভালবাসেন ব'লে। নিন্—বিল্বপত্র নিন্—নিয়ে শীগ্‌গির শীগ্‌গির পূজা সারুন। পর্ব্বত ঠাকুর আপনার অপেক্ষায় ব'সে আছেন।

নারদ। ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং। দেথ সুকুমারি,—

সুকু। আবার সুকুমারী কেন প্রভু?

নারদ। আবার সুকুমারী কেন? হাঃ হাঃ! 'ম'য়ে সুকুমারী 'হ'য়ে সুকুমারী, 'শ'য়ে সুকুমারী—আর রজতগিরির উপত্যকা, অধিত্যকা, গহ্বর, ঘর্ঘর, শৃঙ্গ—সব সুকুমারী।—সে কথা থাক্—বলছিলেম কি—হাঁ—দেথ সুকুমারি! ভগবৎসেবায়—অনাহারে, কি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে, যে তা না দেখেছে, সাধ্য কি সে সেরূপ অনুমান করে!

সুকু। পর্ব্বত ঠাকুর আপনার জন্য আহার করতে পারচেন না।

নারদ। এই যে চল না—আমিও ত আহারের জন্য প্রস্তুত।

সুকু। ধ্যান করতে করতে আবার বন্ধ ক'রে উঠলেন কেন?

নারদ। বন্ধ করব কেন? তবে কোন্‌খানটা পর্য্যন্ত বলেছি, বল ত?

সুকু। প্রভু! আপনি কি করচেন, তাও বুঝতে পারি না—আপনি কি বলচেন, তাও বুঝতে পারচি না।

নারদ। ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং—দেথ, মহেশের ধ্যানের ভিতর অনেক গলদ। রজতগিরি, চন্দ্র, রত্ন—এ সকল ছাড়া, তুলনা করবার কি আর ভাল জিনিস মিল্‌লো না?

সুকু। এ সকলের চেয়ে আর কি সুন্দর আছে ঠাকুর?

নারদ। ঠিক বলেছ—ভক্তিসুধামাথা, উপবাস-মলিন রমণীর মুখের যে সৌন্দর্য্য—সে সৌন্দর্য্য কল্পনায় আসে না। সে সৌন্দর্য্য বিধাতার তুলিতে অঙ্কিত হয় না। সুকুমারি! সে রূপের তুলনার মর্ম্ম বুঝবে কে? সে যে মুনিমনোহারী।—সুকুমারি! তোমার সৌন্দর্য্যে আমি মুগ্ধ হয়েছি।

সুকু। প্রভু! শঙ্করের আরাধনা করুন।

নারদ। সুকুমারি! তোমার সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হয়েছি। তোমার এই লজ্জাবিনম্র বদনের তলদেশে কোটি স্বর্গরাজ্য অবস্থিতি করে। সুকুমারি! সুকুমারি!—

সুকু। প্রভু! পূজা করতে ইচ্ছা না থাকে ত চ'লে আসুন, ভোজনসময় উপস্থিত।

নারদ। আমি আর কার পূজা করব সুকুমারি? শঙ্করের ঘরে আমার এত বিল্বপত্র জমেছে যে, তার একটা কম্‌লে কি বাড়লে এখন আর হ্রাসবৃদ্ধি নাই। সুকুমারি! তুমি আমার কে?

সুকু। পিতার আদেশে আমি আপনার সেবায় নিযুক্ত।

নারদ। বেশ—বেশ। দেথ সুকুমারি! পিতার আদেশে যে আপনাকে চালিত করে, তার গম্যপথের একমুষ্টি ধূলায় শত অমরাবতী ক্রয় করা যায়!—তা—হাঁ পিতৃপরায়ণা! পিতার আদেশপালনই যদি তোমার কাজ, তা হ'লে তুমি আমার কে?

সুকু। আমি আপনার সেবিকা—দাসী।

নারদ। বেশ বেশ—আরও বেশ। সুকুমারি! তুমি জগদীশ্বরী হও। ভাল, তুমি যদি আমার দাসীই হও—তা হ'লে প্রভু যদি দাসীকে কোন আদেশ করে, তবে দাসীর কি করা উচিত?

(নেপথ্যে)। মামা! মামা! বলি ও মামা! সুকুমারি! চ'লে যাও; চ'লে যাও। দে'থ—পর্ব্বতে ছোঁড়া যেন এ দিকে আসে না।

(উপবেশন)

(রমার প্রবেশ)

রমা। প্রভু! ছোট ঠাকুর পাঁচ কোলে ক'রে চোখ রাঙাবার যোগাড় করেচে।

(নেপথ্যে)। মামা! ও মামা!

ওই শুনুন, আপনার পূজা শেষ হয়েছে?

(পর্ব্বতের প্রবেশ)

পর্ব্বত। ও কি মামা!—হচ্চে কি? ধ্যান-স্তিমিত্যং পড়তে কি এক বৎসর লাগে?

রমা। এই বারণ ক'রে এলেম, আবার উঠে এলে যে?

পর্ব্বত। তুমি চ'লে এলে, কতকগুলো কথা কোন্ আমার কাছে রেখে এলে। আমি সেই কথাগুলো লয়ে পায়সসাগরে ছিনিমিনি খেলতেম।

নারদ। ধ্যায়েন্নিত্যং—

পর্ব্বত। ও কি মামা! সমস্ত দিনে রজতগিরি পর্য্যন্ত পৌঁছুতে পার নি? না—মামা আমার মৃত্যুঞ্জয়ের প্রেতকৃত্য সমাধা না ক'রে আর উঠচেন না।

সুকু। ছোট ঠাকুরের যদি ক্ষুধা এতই প্রবল হয়ে থাকে, তা হ'লে রমা, ঠাকুরকে আগে দিগে না না।

নারদ। হুঁ হুঁ—হুঁ হুঁ। (ইঙ্গিতে অনুমতি প্রদান)।

রমা। হাঁ দিদি! আহারযোগে যদি ভগবান্ মেলে, তবে যোগীরা রাজযোগ হটযোগ ক'রে, না খেয়ে না খেয়ে, শুকিয়ে মরে কেন? ছোট ঠাকুরের কাণ্ডকারখানা দেখে, শাস্ত্রে আর দেবতাতে আমার অভক্তি হয়ে গেছে।

পর্ব্বত। মামা! তোমার পূজো রাখ, রেখে আমার একটা কথা শোন।

নারদ। এই যে বাবা! কি বলবে বল না বাবা! এই যে আমি শুনচি বাবা!

পর্ব্বত। দেখ মামা! এত দিনের তপস্যায় যদি কিছু জ্ঞান জন্মে থাকে, তা হ'লে ঠিক বুঝেছি, এই মেয়েটি বড় প্রগল্‌ভা।

রমা। দেখ্ দিদি! এত দিনের শিব-আরাধনায় যদি কিছু বুদ্ধি-শুদ্ধি হয়ে থাকে, তা হ'লে ঠিক বুঝেছি, এই ঠাকুরটি কেবল বচনবাগীশ।

পর্ব্বত। তোমার কোনও গুণ নাই।

রমা। আর প্রভু গুণের সাগর। সে সাগরের এক গণ্ডূষ জল পেটে পড়লে, অন্নপ্রাশনের ভাত পর্য্যন্ত ঠেলে উঠে। একটু ছিটে গায়ে লাগলে বর্ণজ্ঞান পর্য্যন্ত জ্ব'লে যায়।

সুকু। চলুন, চলুন! ও মুখরা—ওর সঙ্গে তর্ক করলে কেবল রাগ বাড়বে।

পর্ব্বত। দেখ মামা! তুমি আমাকে কি দেবে বলেছিলে। এই রমাটাকে আমাকে দিয়ে দিতে পার? আমি ওরে একবার জটার বেঁধে ত্রিভুবনের জল খাইয়ে নিয়ে বেড়াই।

রমা। তাই দিন ত প্রভু! আমি ঠাকুরকে দিয়ে পায়েস রাঁধবার কলসী কলসী জল তোলাই।

সুকু। এ ত সুখের কথা! ঠাকুর, রমাকে পছন্দ হয়েছে?

পর্ব্বত। পছন্দ অপছন্দ বুঝি না। আমি ওকে জব্দ কর্‌ব।

রমা। আমিও পছন্দ অপছন্দ বুঝি না—আমি ঠাকুরকে রান্নাঘরের ধোঁয়া খাওয়াব।

নারদ। দেখ রমা! তুমি আমার ভাগনেকে চেন না—তাই অমন কথা বলচ। বাবাজী আমার দ্বাদশ বৎসর বায়ু আহারে কঠোর তপস্যা ক'রে স্বর্গপথের দ্বার উন্মুক্ত করেছে। ওকে প্রেমবন্ধনে বাঁধা ভগবানেরও সাধ্য নাই।

রমা। আপনার ভাগনেটি সাধনার সময় কত বায়ু উদরস্থ করেছেন? উনপঞ্চাশের সব খেয়েছেন, কি দুটো-একটা বাকী আছে?

পর্ব্বত। সে কি আছে, দেখিয়ে দেব। এখন এস, আমাকে আহার দেবে। এস মামা! নাও, শিবপূজা রেখে ওঠ।

নারদ। পূজা অনেকক্ষণই শেষ করেছি। ও কেবল ধ্যানের পুনরাবৃত্তি করছিলেম। এস সুকুমারি!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

লতাকুঞ্জ।

ক্ষেমঙ্করী ও জনার্দ্দন।

ক্ষেম। প্রেম, প্রেম—এ সব আবার কি কথা বাপু? প্রেম, প্রেম, প্রেম—কথার মানে কি? আমাদেরও ত এককালে যৌবন ছিল! কিন্তু প্রেম ব'লে কথা ত কখন শুনি নি। বলে প্রেম

কর—প্রেম কর। হাঁ রে জনা! প্রেম কেমন ক'রে করে, বলতে পারিস্?

জনা। পারি বই কি।

ক্ষেম। তা হ'লে দে ত ভাই! আমাকে প্রেমটা শিখিয়ে। তোর দিদিরাণীদের সঙ্গে একবার ভাল ক'রে প্রেমের টক্করটা দিয়ে আসি।

জনা। তোর অম্বলের ধাত দিদি, আর প্রেমটা বড় গরম—তোর সইবে কি? তোর ঠাণ্ডাও সয় না, গরমও সয় না। তোরে প্রেম শিখিয়ে কি জ্যান্ত মেরে ফেলব!—অম্বর্কিগিও করতে হবে, মুখে আগুনও দিতে হবে। গায়ে জল লেগে যদি সর্দ্দি হয়, আর আগুন-তাতে যদি অম্বল চেগে ওঠে! না দিদি! তোকে আমি প্রেম শিখাতে পারব না।

ক্ষেম। আ মর্! শেখাতে না পারিস্, প্রেমটা ব্যাপারখানা কি, বলতে পারিস্ না?

জনা। প্রেম মানে প্রণয়।

ক্ষেম। হাঁ রে মুখপোড়া! আমার সঙ্গে ঠাট্টা?

জনা। আ মরণ! ভীমরতি বুড়ী! ঠাট্টা করব কেন? প্রেম কি এক কথায় বুঝান যায়? আচ্ছা দিদি! তুই বক দেখেছিস্?

ক্ষেম। হাজার হাজার।

জনা। আচ্ছা, বকের রং কেমন বল্ দেখি?

ক্ষেম। দুধের মতন সাদা।

জনা। দুধ কেমন বল্ দেখি?

ক্ষেম। দুধ আবার কেমন?

জনা। (হাত বাঁকাইয়া) দুধ এই—এমন। এই প্রেমও তাই। প্রেম মানে প্রণয়, প্রণয় মানে অনুরাগ, অনুরাগ মানে প্রণয়, প্রণয় মানে প্রেম। বুঝলি?

ক্ষেম। কতক কতক। তোর ঠাকুরদা ভাত রাঁধতে দেরী হ'লে দুধের বাটি ফেলে, হাঁড়ী-কলসী ভেঙে, দুপদাপ লাফিয়ে বাড়ী থেকে চ'লে যেত। আবার যেই রেঁধে বেড়ে ডাকতুম, অমনি সুড়সুড় ক'রে চোরটির মত এসে খেত। আমার সঙ্গে ঝগড়া, ক'রে তলপী-তলপা নিয়ে দেশত্যাগী হবার জন্য বাড়ী থেকে বেরুত, খানিক দূর হন্ হন্ ক'রে গিয়েই পেছুবাগে চাইত, দেখত, আমি ডাকি কি না। যেম্নি ডাকতুম, অম্নি সেইখানে দাঁড়িয়েই দন্ত কলান হ'ত। আর হাতটি ধরলেই স্নাতা। কেঁদে, হেঁচে, কেসে আমানি-ঝোমানি হয়ে পোষা বাঁদরটির মতন সঙ্গে সঙ্গে আসত। কতক কতক বুঝেছি। প্রেম হচ্চে অনুরাগ। কথায় কথায় রাগ। হড়মুড়, হুড়হুড়, এক ফোঁটা জল নেই।

জনা। ক্ষেমাদিদি! তুই যে বুঝেও বুঝিস না, ওইটেই তোর বাহাদুরী। তা হ'লে ত দিদি, এককালে তুই প্রেমলীলায় হদ্দ করেছিলি! তা হ'লে তোকে প্রেম শেখাব কি? আমরা এখন ক খ, আর তুই ক্রিয়া আর্ক। ক্ষেমাদিদি! তুই প্রেমের ওয়—ও'র নীচে দন্ত্য স, তার নীচে তয়ে র ফলা খেয়ো। যখন মর্‌বি, তখন আমাকে পাঁজরার হাড়খানা দিয়ে যাস ত। আমি কতকগুলো বৃত্রসংহার করব। কিন্তু যত দিন বেঁচে আছিস্, তত দিন ঠাকুরদের প্রেমের পরাকাষ্ঠাটা দেখা ত। ঠাকুররা দেশ ছেড়ে পালাক।

ক্ষেম! আরে পোড়ারমুখো, পরাকাঠটা কি রে?

জনা। আরে পোড়ারমুখী! যে দিন হ'তে তোর ভেতর থেকে রস গেছে, সেই দিন থেকে ব্যঞ্জনবর্ণ হ'তেও শকারের পাঠ উঠে গেছে। তাই বলি ক্ষেমাদিদি, তোর প্রেমের গরাণ নিয়ে, বামুন দুটোকে তাড়া কর ত, আমি একটু হাত-পা মেলিয়ে বাঁচি।

ক্ষেম। আ পোড়া কপাল! প্রেম প্রেম ক'রে এত কাল হেদিয়ে মলেম, শেষে প্রেম বুঝি হ'ল অনুরাগ! ও রকম প্রেম ত আমি লাখো দিন করেছি। রাগটা আমার বরাবরই ছিল। তোর দাদার সঙ্গে ঝগড়া করি নি, এমন দিনই ছিল না। তবু আমাদের যে দেখত, সেই বলত, ক্ষেমাদিদির সুখের সংসার। আ আমার পোড়া-কপাল! এর নাম প্রেম?

জনা। ওরই নাম প্রেম। তবে প্রেমের দুটো পক্ষ আছে। শুক্লপক্ষের প্রেম হলেন ভগবান্। কৃষ্ণপক্ষের হ'ল কি না পিরীত!

ক্ষেম। ও মা, কি ঘেন্না! প্রেম তোর পিরীত! রাম রাম! প্রেম—পিরীত!

জনা। শুনতে ঘেন্না, কইতে ঘেন্না। এই বুঝেই দেখ না কেন—এই রাজা মশায়, দিদিরাণীদের হবিষ্যি করিয়ে, উপোস করিয়ে, খাটিয়ে খাটিয়ে হাঁটিয়ে, ছুটিয়ে, মাটীতে লুটিয়ে, মাথা কুটিয়ে, কেমন এক রকমারি ক'রে তুলেছিল। দিদিরাণীদের দেখলে চক্ষু জুড়ুতো। আর যেই তোর আশ্রমের ভেতর প্রেম ঢুকেছে, অমনি সবাই কিম্ভূতকিমাকার হয়ে গেছে। তোর চথের কোণ ব'সে গেছে—দিদিরাণীরে খেঁকি হয়েছে, সখীগুলো গোকুলের ষাঁড় হয়ে

গাছপালা ঘরদোর কিছু রাখবে না। নলতে হয়েছে রায়বাঘিনী। তার কাছেই এখন ঘেঁসিনি। আগে ছিলেম 'ভাই জনার্দ্দন'—এখন হয়েছি 'ওরে জনা'। আগে ছিলেম 'ভাই দেখিয়ে দে না,' এখন হয়েছি 'দূর কানা'। আগে আমায় দেখলে দিদিরাণীদের গা জুড়িয়ে যেত, এখন আমার গতরে আগুন লেগেছে। কাজেই ভাত খেতে কে কাছে আসবে ক্ষেমাদিদি?

ক্ষেম। তোর গতরে আগুন লেগেছে? তুই আছিস, তাই সবাই ন'ড়ে চ'ড়ে বেড়াচ্চে। আর বলিসনি, আমি সব বুঝেছি। পিরীত!—ও মা, কি ঘেন্না! রাজার মেয়ের পিরীত!

জনা। রাজার মেয়ে মানুষ ঠেঙাবে, কথায় কথায় নাক তুলবে, যারে দেখবে, তারেই দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবে; তাড়ালে না নড়ে মেয়াদ দেবে, মেয়াদে না কুলোয়, শূলে দেবে! রাজার মেয়ের কি পিরীত সাজে ক্ষেমাদিদি!

ক্ষেম। এখন আমি রাণীর কাছে যাচ্চি। বলি গে হাঁ গা বাছা! তোদের মানুষ ক'রে কি শেষে আমাকে এই সব দেখতে হ'ল?

জনা। আবার শোন্। ঠাকুররো এলো, জনার্দ্দনের নাম করতে পাগল হ'ল। এই জনার্দ্দনের কল্যাণে ক্ষীর-সমুদ্দুর মন্থনে, আস্ত আস্ত বাঁকতুলসীর বীচি, হাতের পোঁচায় উঠে, পেটে ঢুকে যেই ঠাকুরদের বেল-পাতার জড় ম'ল, অমনি ঠাকুররো সপ্তমে উঠেছে। জনার্দ্দনকে দেখেছে কি মুখ বেঁকিয়েছে, দাঁত খিঁচিয়েছে, আর দুষ্টু সরস্বতীর ঘর উজোড় ক'রে জনার্দ্দন ভায়ার কানে ঢেলেছে। তা দিক। "কিন্তু দিদি, ঠাকুরদের আধ্যাত্মিক তেস্কারে কতকগুলো কথা শেখা গেল।—বলে, জাম্ব, গুল্ম, শাল্মলী; গর্দ্দভ, বর্ব্বর, উর্ব্বরা; মর্কট, ধূর্জটী, পর্কটী! এ সব কি কথা বাবা? দেখ্ ক্ষেমা দিদি! আমার যেখানে দুচোখ যায়, সেইখানে চল্লুম। নে—আমার কাছে তোর কি কি আছে, বুঝে নে। কলসী আছে, চন্দনের কুঁচি আছে, মোণ পাঁচেক তেঁতুলকাঠ আছে, আর আছে নারকেলপাতা এক কাঁড়ি আর আট কড়া কড়ি। নে সব বুঝে নে—আমি চল্লুম।

ক্ষেমা। তুই একলা যাবি কেন? রোস, আগে আমি রাণীমার কাছ থেকে আসি। তার পর বাইত একসঙ্গে যাব।—রস, আমি রাজবাড়ী যাব আর আসব—দেখিস যেন কোথাও যাসনি।

[প্রস্থান।

জনা। হাসিসনে জনার্দ্দন, হাসিসনে! বড়ই বিপদ উপস্থিত। দিদিরাণীর ওপরে যে রকম শনির দৃষ্টি পড়েছে, তাতে কেবল তাদের মাথা উড়তে বাকী। ও দুটো যোগী কি মাথা উড়িয়েই নড়বে! হাতীর মুণ্ডু জুড়ে দুটো মেয়ে-গণেশ ক'রে তাদের দিয়ে কৃত্তিবাসের পালা লিখিয়ে নেবে, তবে ছাড়বে। আরে রে বর্ব্বরী ললিতা সুন্দরী। বল দেখি ভাই, মেয়ে-গণেশে যদি মহাভারত লেখে, পড়বে কে?

ললিতা। হাঁ রে জনা!

জনা। কি ভাই দিনকাণা! আমায় চিনতে পারচ না?

ললিতা। না না, ভুলে গেছি। হাঁ ভাই শ্রীল শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন!

জনা। এইবারে টলাতে পারবে মুনির মন! এখন বল দেখি মিষ্টি কথার খনি! কি বলবে, তা শুনি।

ললিতা। দেখ ভাই! ছোটদিদিরাণী তোকে ডেকে দিতে ব'লে দিলে।—বললে, বড় দরকার—জনাকে যেখানে দেখতে পাস, সেইখান থেকে ডেকে আন।

জনা। আগে ছেল বকাবকি—এখন ডাকাডাকি পালা পড়ল। আগে চরকা ঘুরল, শেষে ঢেঁকি পড়ল! যখন বড় বাড়াবাড়িটা ঘটবে, তখন যে সবাই ব'সে বলবি দে জনা! ঢেঁকির মুখে বুক দে। দেখি কেমন রক্ত বেরোয় তোর নাক দে আর মুখ দে। সেটি হচ্চে না।

ললিতা। শীগ্‌গির যা না।

জনা। তবে আমি চল্লুম।

ললিতা। দেখ ভাই, আমায় গেটাকতক চাঁপাফুল পেড়ে দিবি?

জনা। পাড়ব কি ক'রে?

ললিতা। কেন, গাছে উঠে।

জনা। তবে গাছে চড়াটা শিখিয়ে দে।

ললিতা। না ভাই, তোর সঙ্গে আমি কথা কইব না! তুই আমার সঙ্গে কেবল তামাসা করিস।—আমি চল্লুম।

জনা। আরে ভাই, যাস্‌নে। যথার্থ কথা কি বলতে, দেখ ভাই নলতে! তুই এখন শিবরাত্তিরের শলতে। তুই আছিস, তাই এখনও দাঁড়িয়ে আছি।—নলতে, দুটো বেদান্তের কথা শুনবি?

ললিতা। তুই যা বলিস্ যা করিস্, সবই ত বেদান্ত। বেদান্ত ছাড়া ত তোর কিছু নেই। তুই

গালাগালি দিস, তাও বেদান্ত, মারিস, তাও বেদান্ত। তোর নাচ, গান, হাসি—সব বেদান্ত। তোর চুপ ক'রে থাকাও বেদান্ত। তবে আর বেদান্তের নতুন কি শোনাবি বল?

জনা। এই মনে কর না কেন, তুই যেন কোন আকাশের কোন মেঘের কণা ছিলি। ঝ'রে নারকেল-মুচিতে প'ড়ে হলি ডাবের জল।

ললিতা। পোড়া কপাল বেদান্তের।—নে চল—দিদিরাণী দেবী হ'লে যা ইচ্ছে তাই বলবে।

জনা। ফল থেকে হলি কোঁপল, কোঁপল থেকে হলি গাছ। আবার মাথার উপর সাগর বসালি, আমি হলেম তার মাছ।—হাঁ নলতে। জলে এত বল পেলি কোথায় যে, নারিকেল-মালা ফুঁড়ে, আবার আকাশ পর্য্যন্ত ঠেলে উঠলি?

ললিতা। দেখ ভাই! কেমন গোলাপ ফুটেছে!

জনা। দেখ ভাই! গোলাপগাছের কি চমৎকার শোভা!

ললিতা। চুপ রও! গাছের আবার শোভা!

জনা। আজ্ঞে হাঁ প্রভু! গাছেরই শোভা! গোলাপ স্বধু শোভা দিতে এসেছে। গোলাপ শোভার কে?

ললিতা। এবার থেকে গা সাজাতে হ'লে তোকে গাছ তুল্‌তে হবে। গোলাপের গায়ে হাত দাও ত মেরে ফেলব।

জনা। আচ্ছা, গোলাপ তুলে যখন আমি কানে গলায় পরি—বুকে ধরি, তখন আমায় কেমন দেখায় বল দেখি?

ললিতা। গোলাপ তুলে তোর কানে গুঁজে দেব?

জনা। আগে কেমন দেখায়, বল না।

ললিতা। আমি বলব না।

জনা। তবে রে পোড়ামুখী! গাছের শোভা না ফুলের শোভা?—এখন বুঝেছিস?

ললিতা। (ফুল উত্তোলন) রোস, ভাল ক'রে বুঝে দেখি, তোর কথা সত্যি কি আমার কথা সত্যি।

জনা। বোকা মেয়ে! তোরে ত দমবাজী দিয়ে বুঝিয়ে দিলেম—এখন আমায় বোঝায় কে? শোভাময়ি! তুই নিজেই শোভা—নিজেই সুধা। তুই শোভার স্বাদ বুঝবি কি?

ললিতা। (ফুল আনিয়া) নে, কান বাড়িয়ে দে!

জনা। এই নিষ্কণ্টক গোলাপগাছে কি এই গোলাপ শোভা পায় নলতে?

ললিতা। আবার কি রকম গোলাপ শোভা পায়? এমন বসরাই তোর পছন্দ হ'ল না?

জনা। তুই আমার কাঁধে ওঠ।

ললিতা। আমি তোর কান ধরি।—উঁ! আর এমন কথা কইবি?

জনা। (হাত ধরিয়া)

(গীত)

এবার তোদের রইল না লো মান।
ও ফুল দুলিস্ কেন, হাসিস্ কেন,
শোন্ লো দুটো গান॥
তোরাই কি লো বাগানের মেয়ে,
তোদের সনে কইতে কথা, আসি লো ধেয়ে,
তোরা ক'স না কথা, নাড়িস মাথা,
আদর কথায় দিস না কান।
তোরাই স্বধু বাগানের মেয়ে,
কেবা আলো ক'রে হেলে দুলে ফেরে,
দেখ দেখি চেয়ে—
এ ফুল চাঁদের সনে ফোটে লো গগনে
চাঁদের সুধায় পোড়ায় প্রাণ॥

ললিতা। না ভাই—ও কি কথা বলিস্ ভাই! আমার বড় লজ্জা করে।

(নারদ ও পর্ব্বতের প্রবেশ)

পর্ব্বত। আরে ম'ল। এখানেও তোরা?—তোদের কি অগম্য স্থান নেই? কি জালা!—দেখ মামা! এই নন্দী ভৃঙ্গী দুটোকে কোন রকমে কৈলাসে পাঠাতে পার? পার ত, দুটোকে পাঠাও ত মামা! ও দুটো কৈলাসেই শোভা পায়। যেখানটা মনে করচি নির্জ্জন, সেইখানেই কি ও দুটো আছে!

জনা। নলতে!—গতিক ভাল নয়, পালাই চল।

পর্ব্বত। ভাগ। ফের যদি এখানে তোদের দেখি, তা হ'লে মাথা ভেঙে ফেলব।

জনা। কোকিল রয়েছে, ভ্রমর রয়েছে, বাতাস রয়েছে—তাদের বেলায় কি করবে? আমরা থাকলেই বুঝি যত দোষ?

ললিতা। বাগানে এলেই আমাদের দেখতে হবে।

জবা। মরুভূমিতে যাও, জলায় যাও—তখন যদি আমাদের দেখতে পাও, তা হ'লে রাগ ক'র। এখন রাগ করলে তোমাদের কথা শুনবে কে?

নারদ। ললিতা দিদি! তবে তোরা ছুটি কি বাগানের ফুল?

ললিতা। আমরা পর্ব্বত ঠাকুরের চোখের শূল। চল্ জবা, আমরা চ'লে যাই।

পর্ব্বত। ওলো ছুঁড়ী! একটা কথা বলি শোন্।

জবা। ও শুনবে না। ওই গোলাপ আছে, মল্লিকা আছে, যুঁই আছে, বেলা আছে, ওদের বল।

ললিতা। একলা থাকলে কথা কবার ঢের লোক পাবে, তাদের বল।

[বেগে প্রস্থান।

নারদ। আচ্ছা বাবাজী, ও ছুটোর ওপর তোমার এত রাগ কেন বল দেখি!

পর্ব্বত। সে ওই ছুটোই জানে, ওদের জিজ্ঞাসা কর। আমি বলতে পারি না। আর বল্‌বই বা কি, আমি নিজেই জানি না। এখন যা বল্‌তে এসেছি, শুন।

নারদ। বল।

পর্ব্বত। বল দেখি, প্রেমের পূর্ব্বলক্ষণটা কি?

নারদ। তোমার কি কি হয়েছে?

পর্ব্বত। ক্ষুধা-মান্দ্য হয়েছে, চোখ জ্বালা, হাতের তেলোয় ঘাম, আঙ্গুলের গলিতে গলিতে ঘাম, গা চব্বিশ ঘণ্টাই আগুন—নিদ্রা নাই, শুয়ে ব'সে দাঁড়িয়ে বেড়িয়ে সুখ নাই। কারও সঙ্গে কথা কইতে ইচ্ছা করে না।

নারদ। ও কিছু নয়। পায়সটা একটু রসাল জিনিস। যত পেরেছ খেয়েছ, তাইতে পিত্তবৃদ্ধি হয়েছে; পৈত্তিক জ্বর মারাত্মক নয়, তবে কিছু কষ্টদায়ক।

পর্ব্বত। কি, আমার কাছে মনের কথা গোপন কর্‌চ? জ্বরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? মনের কথা গোপন ক'র না। বল, এ আমার কি?

নারদ। এ পূর্ব্বরাগ। রমা তোমার হৃদয়াকর্ষণ করেছে।

পর্ব্বত। কি, আমার হৃদয় একটা মেয়ে আকর্ষণ করবে?

নারদ। পুরুষের হৃদয় মেয়েতে টানে না ত কি হাতী-ঘোড়ায় টানে?

পর্ব্বত। কি—কি বল? তবে কি আমার ভিতরে আগ্নেয়গিরির অধিষ্ঠান হবে? ধাতু-নির্গমনের মত, আমার সাধের পায়স মুখ দে ঢুকে কি মুখ দিয়েই বেরুবে?

নারদ। ক্রমে ক্রমে সে সব হবে বৈ কি।

পর্ব্বত। কি, এই সব হবে? তবে কি রমা আমাকে ডাকলে যেতে হবে?

নারদ। না না—তোমাকে কি আর এতটা করতে হবে।

পর্ব্বত। তোমার যে আর দেখা পাবার যো নেই। তুমি যে এ কয় দিন কোথায় আছ, খুঁজেই পাই না। তা হ'লে কি আর এতটা হয়?

নারদ। আমি কয় দিন জপে ছিলুম।—তা যা হ'ক—এখন কি করবে, বল দেখি?

পর্ব্বত। কি করব, তুমিই বল না।

নারদ। তোমার কি তবে এখানে আর থাকতে ইচ্ছা নাই?

পর্ব্বত। ইচ্ছা থাকলেও কি আর এখানে এক দণ্ড থাকা উচিত? শেষে কি আমাকে রমার কথায় উঠতে বসতে হবে?

(ললিতার প্রবেশ)

ললিতা। ছোট ঠাকুর মহাশয়!—ছোট ঠাকুর মহাশয়! আপনাকে ছোট দিদিরাণী ডাকচে।

পর্ব্বত। শুন্‌লে মামা! আস্পর্দ্ধার কথাটা শুনলে?

ললিতা। ছোট ঠাকুর মশায়! ছোট ঠাকুর মশায়! ছোট দিদিরাণী ব'লে দিলে যে, আপনি যেমন থাকবেন, তেমনি আসবেন—যেন একটুকু দেরী না হয়।

পর্ব্বত। বেরো আমার সুমুখ থেকে ছুঁড়ী!

নারদ। ও কি? ও কি? ওকে অমন কচ্ছ কেন?

পর্ব্বত। ছোট ঠাকুর মশায়—ছোট ঠাকুর মশায়!—তোরে কে পাঠিয়ে দিলে?

নারদ। আরে মূর্খ! ও ছেলেমানুষকে ধমকাচ্ছ কেন—ও কি করেছে?

পর্ব্বত। দেখ, মূর্খ মূর্খ ক'র না। তোমার দিগ্‌গজী পাণ্ডিত্য নিয়ে তুমি থাক। আমার মূর্খত্বই ভাল। চিরকাল দাসত্ব ক'রে তোমার কি আর পদার্থ আছে?

(জনার্দ্দনের প্রবেশ)

জনা। ছোট ঠাকুর মহাশয়! ছোট ঠাকুর মহাশয়! ছোট দিদিরাণী ব'লে দিলে যে, আপনি এখনি গিয়ে তার সঙ্গে একবার দেখা করেন।

পর্ব্বত। জনার্দ্দন! বাপ আমার!—একবার কাছে এস ত।

নারদ। না হে বাপু জনার্দ্দন! তোমার এসে কাজ নেই।

পর্ব্বত। ভয় নেই, কিছু বলব না।

জনা। ভয়ই বা কিসের? ছোট ঠাকুর মহাশয়, দু এক ঘা মারবেন,—এই ভয়? আঃ! তা হ'লে ত ভালই হয়। পিঠটা চিরকাল প্রেতপক্ষে পড়েছে,—একবার দেবপক্ষে প'ড়ে না হয় শুদ্ধ হয়ে যাক্।

পর্ব্বত। আয়, আয়, তুইও আয়।—নে, দুজনে আমার দুটো কান ধর। ধ'রে হড়হড় ক'রে টান। টানতে টানতে তোদের ছোট দিদিরাণীর কাছে নিয়ে চল।—ভয় কি, ভয় কি—ধর্ না। নিয়ে গিয়ে বল্, ঠাকুর আসছিল না—আমরা কান ধ'রে এনেছি।

নারদ। হয়েছে, হয়েছে,—টানাই হয়েছে। যাও ত ভাই! তোমরা গিয়ে বল ত ঠাকুরো আসচে।

জনা। শীগ্‌গির—শীগ্‌গির।

ললিতা। দেরী হ'লে ছোট দিদিরাণী রাগ করবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

নারদ। এত রাগের কারণটা কিসে হ'ল?

পর্ব্বত। কিসে হ'ল, তুমি যদি বুঝতেই পারবে, তা হ'লে একটা ভাঙ্গা বীণায় ঝঙ্কার দিতে দিতেই জন্ম কাটাও? কিসে হ'ল? দাসত্বলোলুপ তোমার কথায় বিশ্বাস ক'রে হ'ল। কিন্তু আমিও বলচি, আর না। আর আমার ক্ষুধা যাবে না—হৃদয়ের কোন স্থানের কোন প্রদেশের কোন অংশে, আর কোন অস্বাভাবিক ক্রিয়া হ'তে পাবে না। আর দারুণ ক্ষুধা সত্ত্বেও, পর্ব্বত ঋষি এখানে থাকবে না। রমার সহস্রবার গললগ্নীকৃতবাসে, সুকুমারীর লক্ষ প্রয়াসে, আর তোমার কোটি আদেশে,—কিছুতেই আমাকে আর এখানে রাখতে পারবে না। ব'ল মাতুল, সেই পাপিনী রমাকে, সে যদি আমাকে দেখতে চায়, তা হ'লে—এই বেলা দেখে যাক। মুহূর্ত্ত অতিবাহিত হ'লে আর আমায় দেখতে পাবে না।

নারদ। আহা! বাবাজী! অত ক্রোধ কর কেন?

পর্ব্বত। ক্রোধ কর কেন? ক্রোধ করি না কেন, তাই বল। বলে কি না, তোমায় ডাকচে। যার ডাকে ভগবান্ আসে—সেই মহাযোগী পর্ব্বত—হিমালয় হ'তেও কঠিন আমি—আমাকে একটা মেয়ে ডাকচে! তুমি মামা দেবলোকে ফিরে যাবার পথটা ব'লে দাও ত।

নারদ। আহা! এত ক্রোধ কর কেন—শোনই না।

পর্ব্বত। শুনবে কি মাথা আর মুণ্ড! তুমি আমায় পথ ব'লে দাও। বল ত এই বাঁ দিকের পাহাড়ের ডান দিকের পথ, তার পর একটু কোণাচ বাগে বেঁকে, তার পর বারকতক ঘুরে, বারকতক ফিরে, উঠে প'ড়ে, হামাগুড়ি দিয়ে, তার পর সেই আগুনে গর্ত্তটা ডিঙিয়ে, তার পর বরাবর—কেমন এই ত মামা! এই ত তোমার দেবলোকের পথ?

নারদ। আরে বাবাজী! তুচ্ছ কথায় এত বৈরাগ্য কেন?

পর্ব্বত। তুমি ব'লে দেবে ত দাও। না দাও ত আমি আপনি চ'লে যাব। ঘুরে ফিরে ম'রে ম'রেও যাব। তুমি যেতে চাও ত এই বেলা আমার সঙ্গে চল।

নারদ। আমার যাবার এত প্রয়োজন কি? আমাকে কেউ ডাকেও নি, আর আমার ভিতর আগ্নেয়গিরির মুকুলও বেরোয় নি।

পর্ব্বত। তবে তুমি থাক, আমি চল্লেম।

নারদ। আরে পাগল! রাগ করে না, শোন।

পর্ব্বত। তুমি সেই তমঃপূর্ণহৃদয়া স্বঞ্জয়-তনয়াকে ব'ল যে, পর্ব্বত আর তার কটু শুক্ত, তিক্ত ঝোল, কষায় অম্বল গালে তুলবে না। আর সেই সুস্বরগরবিণী বহুভাষিণী রমাকে ব'ল যে, তার পর্ব্বত আর তার অমৃতোপম উচ্ছেভাতে চেয়ে থাবে না।

নারদ। তবে তুমি একান্তই যাবে?

পর্ব্বত। তুমি আমায় সঙ্গে যাবে না?

নারদ। যেতে পারি, তবে আজ কেমন্ ক'রে যাই? রমা আজ পরিচর্য্যা করবে, কা'ল করবে সুকুমারী। আমি প্রতিশ্রুত আছি।

অন্ততঃ এ ছুদিন ত যেতেই পারি না। তুমি যদি একান্তই যেতে চাও, যাও; ঠাকুরকে আমার প্রণাম জানিও।

পর্ব্বত। দেখ, সুকুমারীকে ব'ল, যেন সে আমার সব দোষ ভুলে যায়।

নারদ। আচ্ছা।

পর্ব্বত। আর রমাকে ব'ল, আমার সঙ্গে আর তার দেখা হবে না।

নারদ। আচ্ছা।

পর্ব্বত। আর দেখ, তারে ব'ল, সে যদি কখন গোলোকে যায়, তা হ'লে আমার সঙ্গে একবার দেখা হ'লেও হ'তে পারে। এত কাল ত তার খেয়েছি, কি বল মামা?

নারদ। তা ত বটেই, তা ত বটেই।

পর্ব্বত। ভাল, এ কথাও তারে ব'ল, গোলোকে গিয়ে সে যদি আমায় ডাকতে পাঠায়, তা হ'লে না হয় একবার তার কাছে যেতে পারি। স্বর্গে আর মান অপমান কি, কি বল মামা?

নারদ। তা ত বটেই—তা ত বটেই।

পর্ব্বত। তা হ'লে তুমি আর শীগ্‌গির যাচ্ছ না?

নারদ। কি করি—প্রতিশ্রুত হয়েছি।

পর্ব্বত। প্রতিশ্রুত ত রোজই হচ্ছ। প্রতিশ্রুত হ'তেও ছাড়বে না, আর ঘরেও ফিরবে না! তোমার মতলবটা কি বল দেখি! তুমি কি এখানে আর একটা গোলোকধাম বসাতে চাও?

নারদ। যেখানে আত্মার তৃপ্তি, সেইখানেই গোলোক। আমি এঁদের সেবায় পরম পরিতুষ্ট। সুতরাং এখানে গোলোক বসানটা কিছু বিচিত্র নয়।

পর্ব্বত। এ কি? পেছন ফিরতে তোমার দেরী সয় না দেখচি যে!

নারদ। নাও, কি বলবে, শীগ্‌গির ব'লে ফেল। আমার ক্ষিদে পেয়েছে।

পর্ব্বত। আজ রমার পালা, তাই মামার ক্ষুধার মাত্রাটা কিছু বেড়েছে। কেমন, না মামা? আচ্ছা বল দেখি, কার হাতের রান্না ভাল?

নারদ। সুকুমারীর রান্নাটাই কিছু মধুর লেগেছে।

পর্ব্বত। এই ত মামা, মিছে কথাটা কয়ে ফেল্‌লে!

নারদ। রমা ব্যঞ্জনে বড় ঝাল দেয়।

পর্ব্বত। রান্নার মজা যা কিছু, তা ত ওই ঝালেই। তুমি বুড়ো হয়েচ, তোমার কি আর স্বাদ-বোধ আছে?

নারদ। আচ্ছা, তাই হ'ল—এখন কি বল্‌তেছিলে বল।

পর্ব্বত। দেখ মামা! রমা যদি আমার প্রতি ভৃত্যের মত ব্যবহার না করত, তা হ'লে আরও কিছুকাল এখানে থাকতেম।

নারদ। আহা বাবাজী! থেকেই যাও না। সে আর কি এমন অপরাধ করেছে, একবার শুধু ডেকেচে বৈ ত নয়।

পর্ব্বত। বল্‌চ ডেকেচে, আবার বল্‌চ কি অপরাধ?

নারদ। আমার বোধ হয়,—বোধ হয় কেন, বিশ্বাস, রমা তোমায় ভালবাসে।

পর্ব্বত। আমাকে ভালবাসার তার কি অধিকার?

নারদ। না, এ কথা তুমি দু'শোবার বল্‌তে পার।

পর্ব্বত। এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমাকে দেব-দানব-গন্ধর্ব্ব সকলে ভয় করে, আর একটা বালিকা ভালবাসবে?

নারদ। না, এটা তার গুরুতর অপরাধ।

পর্ব্বত। অপরাধ নয়?

নারদ। ভাল, আজকের মত দয়া ক'রে ক্রোধ পরিত্যাগ কর। কিংবা অনুনয় ক'রে রমাকে বল, "রমে! আমাকে ডেকো না"—তাতে আমার অপমান বোধ হয়।—আবার যাও কেন?

পর্ব্বত। কি বলব, তোমার উপর রাগ করবার যো নেই। তা না হ'লে তোমাকে দেখিয়ে দিতেম, আমি কেমন পর্ব্বত ঋষি। দেখ মামা! তুমি বুড়ো ভীমরতি—তুমি অর্ব্বাচীন—তুমি কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন।

নারদ। আহা বাবাজী! শান্ত স্বভাবের আর বেশী পরিচয় দেবার প্রয়োজন নাই। এখন চল।

পর্ব্বত। যদি দুদণ্ডও থাকতেম, কিন্তু তোমার আচরণে আর এক মুহূর্ত্তও না।

[বেগে প্রস্থান।

নারদ। আরে বাবাজী! যেও না—যেও না। ওহে শোন—শোন। রমা আজ অন্নব্যঞ্জনের মেরু প্রস্তুত করেছে, আমি একা নিঃশেষ করতে পারব না। ওহে, দুপুরবেলায় না খেয়ে যায় না।

—এ ত হট বলতেই পালায়! সত্যি সত্যিই এবারে ভাগলো দেখি যে! আমার উপায়! আমার যে বিষম দায় উপস্থিত। সুকুমারি! সুকুমারি! (হাই তুলিয়া তুড়ি দিয়া) সুকুমারি হে!—কি কল্লেম? নারায়ণ না ব'লে সুকুমারী বল্লেম?

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

—:*:—

প্রথম দৃশ্য

প্রান্তর-পথ।

পর্ব্বত।

পর্ব্বত। বড় বিপদেই পড়েছি। যেখানে যাচ্ছি, সেইখানেই রমার কণ্ঠস্বর সহস্র ফণা বিস্তার ক'রে আমাকে গ্রাস করবার জন্য ছুটে আসচে। আমার এ কি হ'ল? আমার সে ক্রোধ কোথায় গেল? রমার কথায় সহস্র চেষ্টায়ও ক্রোধ আনতে পারচি না! মামার একটা রহস্য আমার সহ্য হয় না; স্বয়ং ভগবানের রহস্য-কথায় আমি তেলে বেগুনে জলে যাই;—সেই আমি কি না একটা তুচ্ছ নারীর কথায় হতভম্ব হয়ে যাচ্ছি! আমার ক্রোধই যদি গেল ত রইল কি! এমন ক'রে ক্রোধ উদ্দীপনের চেষ্টা করি, এমন ক'রে চোখ রাঙাই, এমন ক'রে পাকাই, আর যেই রমা আসে, অমনি সব গুলিয়ে যায়।—এই কি প্রেমের পূর্ব্বলক্ষণ? প্রেম করা ত দাসত্বস্বীকার। আমার বীরত্বের বিনিময়ে এক রাশ দাসত্ব কিনব? রমার পায় সাধের কঠোরতার অঞ্জলি দিব? কে সে রমা? মাতা, পিতা, ভাই, বন্ধু, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে যার সম্পর্ক নাই, রমা তার কে? রমা আমার কে? তার জন্য আমার রাগ যাবে, মান যাবে, হৃদয়ে অস্থিরতা আসবে? তার জন্য আজন্ম-কঠোর কোমল হবে? বাত্যাতাড়িত মহাসাগরের আর্ত্তনাদে ভরা তরঙ্গমালা পর্ব্বতের গলদেশ আশ্রয় করবে?—কখনই হ'তে দেব না।—মায়া?—কিসের মায়া?—বালিকার প্রতি আমার আবার মায়া কি? আমি আর রমার মুখ দেখব না। কিন্তু রমার স্বর!—হয়েছে—হয়েছে। উপায় স্থির করেছি। আজ আমি চক্ষে অনলকুণ্ডের প্রতিষ্ঠা করব। সর্ব্বনাশী যদি আসে, অমনি ক্রোধানলে তারে দগ্ধ করব। অন্ধের সঙ্গে রমার সব যাবে। কথার বিলোপ হবে। আর আমি অমনি আনন্দে নৃত্য করতে, করতে ভবানীর কাছে গিয়ে আমার মর্ত্ত্যের লাঞ্ছনা,—দুঃখ-কাহিনী সব খুলে বলব। বিপন্ন পর্ব্বত ভবানীর আশ্বাসবাণী পেয়ে আবার সুস্থ হব। কিন্তু সেই আশ্বাসবাণী! রমার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে তার প্রভেদ কি?

(নেপথ্যে। যেও না—যেও না)

ওই আসচে। রায়বাঘিনীর মত গম্ভীর গর্জ্জন করতে করতে ওই রমা ছুটে আসচে। আয়—নারী, আয়। আয়, আজ তোকে আমার জীবন-যজ্ঞে ক্রোধানলের আহুতি ক'রে আপনাকে নিষ্কণ্টক করি। আয় নারী—আয়।

(নেপথ্যে। যেও না—যেও না—একটা কথা শুনে যাও।)

পর্ব্বত। না—এ বিশ্বাসঘাতক চক্ষু বিকল হয়ে গেছে। যে দিকে ঘোরাতে যাই, সে দিকে ঘোরে না। যে দিকে ফেরাতে চাই, সে দিকে ফেরে না। কি করি? কোথায় যাই? কোন্ দিকে চাই? (ঊর্দ্ধ দৃষ্টি হইয়া দণ্ডায়মান)

(রমা ও ললিতার প্রবেশ)

ললিতা। ছোটঠাকুর ম'শয়—ছোটঠাকুর ম'শয়! চেয়ে দেখ, কে এসেছে!

রমা। কি ঠাকুর! আকাশ-পানে চেয়ে রয়েছ যে! দেবলোকে পালিয়ে যাবার পথ দেখছ না কি?

পর্ব্বত। পালিয়ে যাব কেন? দেবলোকে যাবার আমার কিছু বিশেষ প্রয়োজন পড়েছে।

ললিত। ছোটঠাকুর মহাশয়—ছোটঠাকুর মহাশয়! দেবলোকে যাবার কি ওই এক পথ?

পর্ব্বত। না, এক পথ থাকবে কেন? ব্রাহ্মণের অসম্মান, অতিথির অসৎকার, বাচালতা, কলহপ্রিয়তা—এ সকল পথ অবলম্বন করলেও বিনা ক্লেশে স্বর্গে পৌছান যায়।

রমা। সবার চেয়ে সরল পথটা যে ভুলে গেলে ঠাকুর! কই, মিথ্যা কথাটা ত কইলে না! সত্যপথে গেলে যদি সহস্র বৎসর লাগে, মিথ্যার সাহায্যে সেটা এক দিনে নিষ্পন্ন হয়। আমায় জটায় বেঁধে ঘোরাবে বলেছিলে। তা করতে গেলে, এ জন্মে ত আর স্বর্গরাজ্যে যেতে পারতে না। তা করতে গেলে অন্ততঃ আজ ত কোন

ক্রমেই যেতে পারবে না।—ঠাকুর! তুমি ত চল্লে, আমার উপায় কি ক'রে গেলে? তুমি দেবলোকে গেলে আমার জটায় বেঁধে ঘোরাবে কে?

ললিতা। কেন ছোটদিদিরাণি! তুমি ছোটঠাকুর মশায়ের সঙ্গে স্বর্গে যাও না।

পর্ব্বত। তার চেয়ে তুই আয় না।—তোকে নিয়ে পথে যেতে বৈতরণীর অনল জলে বিসর্জ্জন দিয়ে যাই।

রমা। বল কি ঠাকুর! আমার ওপর এত রাগ যে, তার জন্ম এই নিরপরাধিনী বালিকাকে আগুনে ফেলে দেবে? এত রাগ যে, তার জন্ম নরক-দর্শন করতে ছুটবে?

পর্ব্বত। না, আমার আর উদ্ধার নাই, আমার হয়ে এলো। ভগবন্! আমাকে কি পোড়া পায়েস খেতেই মর্ত্ত্যে পাঠিয়েছ! পায়েস-সাগরের পাকে প'ড়ে আমার প্রাণ যায় যায় হ'ল যে।—কি করি—মামার শরণাপন্ন হই। হয়ে বলি, মামা! আমাকে এ বিপদ হ'তে রক্ষা কর—রমার অত্যাচার হ'তে আমাকে রক্ষা কর—আমার দর্প চূর্ণ হয়েছে।

রমা। আর ঠাকুর! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশ পানে চেয়ে ভাবতে হবে না। আমাকে ঘোরাবার দায় হ'তে তোমাকে নিষ্কৃতি দিলেম।

পর্ব্বত। তোমায় যে না ঘোরাব, তা বললে কে?

রমা। তা বুঝেছি—স্বর্গ থেকে জটা এসে আমায় ঘোরাবে। তুমিই না হয় মিছে কথা কও। তোমার জটা ত কইতে পারে না।

পর্ব্বত। দেখ রমা! যা খুসী, তাই ব'ল না।

ললিতা। যা খুসী, তাই বলতে পারচি কই? বলব কি না বলব, তাই ভাবচি, বলবার উদ্যোগ করচি, এমন সময় তুমি পালিয়ে যাচ্চ। তা হ'লে আর কখন্ বলা হ'ল ছোটঠাকুর মহাশয়?

পর্ব্বত। ফের বলচিস্ পালিয়ে যাচ্চি?

রমা। তা যাচ্চ, যাও না! পালিয়েই যাও, কি আমোদ ক'রেই যাও। আমরা কি ধ'রে রাখচি?

পর্ব্বত। দেখ রমা! তুমি আমায় চেন না। তুমি আমার ক্রোধ জান না। স্বয়ং ভগবান্ই আমার সঙ্গে ভয়ে ভয়ে কথা কয়।

ললিতা। আমরা ত আর ভগবান্ নই যে, তোমাকে ভয় করব। তোমার ভগবান্ই আমাদের ভয়ে অস্থির। আমাদের এক ফোঁটা চক্ষের জলে তোমার পাথরের ঠাকুর পর্য্যন্ত গ'লে যায়।

পর্ব্বত। ভগবান্ তোদের চোখের জলে গ'লে গিয়েই ত তোদের এত আস্পর্দ্ধা বাড়িয়ে দিয়েছে। তা না হ'লে আমার সম্মুখে দাঁড়াতে তোদের সাহস হয়? কিন্তু আমি রাগলে ভগবানের তোয়াক্কা রাখি না। আমি নারীটারী যাকে দেখব, সো-চোখো ভস্ম ক'রে ফেলব।

(জনার্দ্দনের প্রবেশ)

জনা। ব্যাধের তাগ আর বামুনের রাগ, বরাবরই রগ ঘেঁসে যায়। লাগল ত প্রাণ গেল, ফস্কাল ত কানে তালা। আমি একবার ঠাকুরকে দেখতে পেলে বলি যে—হে দিদিরাণী-ভয়াতুর কঠোর ঠাকুর! হে মমতাবিচ্ছিন্ন, স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতলে বিশেষপ্রকারে মান্য, কাজেই অন্তঃসারশূন্য যোগিবর! তোমার প্রভাতের মেঘাড়ম্বরের মত রাগে আমাদের অঙ্গ জরজর হয়েছে। তার জ্বালায় জনার্দ্দন সাধুভাষা শিখেছে। তার প্রাণে আর মমতা নাই, শ্বাস-প্রশ্বাসের সমতা নাই। তার বুকে এখন এত কত কি ঢুকেছে যে, তা প্রকাশ করতে ভাষায় আর কথা নাই।

পর্ব্বত। দেখ পাষণ্ড!

জনা। এই যে ছোটঠাকুর ম'শয়, অমনি অমনি চল্লে, বক্‌সিস্ দিলে না?

পর্ব্বত। আমার ক্ষুধাটা তোরে দিয়ে দিলুম।

ললিতা। আর আমাকে?

পর্ব্বত। আর আমার কাছে কি আছে, তা তোকে দেব? সব গেছে রাক্ষসী! তোদের উপদ্রবে আমার সব গেছে। সুধু ছাই আছে, আর ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো এই কমণ্ডলুটা আছে। এই নে আমার কমণ্ডলু—যা।

জনা। ও খাবে তোমার ছাই—ও খাবে তোমার কমণ্ডলু। আর আমি তুচ্ছ পায়েস খেয়ে মরব? তা হবে না। তা হ'লে সব প'ড়ে থাকবে। মামাঠাকুরে, বাঁদরে, পাখীতে, পোকাতে বাটোয়ারা ক'রে নেবে।

ললিতা। জনা! আমি চল্লেম! ঠাকুর আমাকে কমণ্ডলু দিয়েছে।

জনা। তবে যা। ঠাকুরের কমণ্ডলু হাতে ক'রে ঠাকুরের ব্যবসাটা ত্রিভুবনের লোককে দেখিয়ে আয়।

ললিতা। তাই ভাল ছোটঠাকুর মহাশয়, আমি চল্লেম, তুমি যাও, জনাকে সঙ্গে নিয়ে যাও।

জনা। কমণ্ডলু যাক্, ছাই যাক্, রাগ যাক্,

সব যাক্, জনা থাক্। প্রাণের মমতা, স্নুখের চিন্তা, বিরলের নিশ্বাস, প্রবাসের স্মৃতি জনাতে সব আছে। সময়ে অবহেলা, অসময়ে অনুতাপ, ক্ষুধায় উপবাস, আহারে আহার, জনার অঙ্গে সব মাখান আছে। দেখ যেন জনাকে হাত-ছাড়া ক'র না।

ললিতা। (গীত)

সে যে অভিমান করেছে সায় গো।
তাই জীবনে যাতনা-রাশি, হিয়ায় ভুবনভার গো।
করিতে কথার ছলা দ্বিগুণ বাড়িবে জ্বালা,
সখী রে ডেকো না তারে ডাকে
ফিরিবে না আর গো!
মিনতি করিতে গেলে সে যে দূরে যাবে চ'লে
আদরে নয়নে ব'বে ধার গো।
তাই সখী করি মানা সেধা যেও না যেও না
যদি আসে পথ ভুলে গেলে
না মিলিবে দেখা তার গো!

[ললিতার প্রস্থান।

জনা। যাই—আমিও যাই, ও যে যথার্থই চ'লে গেল। আমার কান্না পাচ্ছে।

পর্ব্বত। যাও, তুমিও যাও। সে গাইতে গাইতে গেল, ও কাঁদতে কাঁদতে গেল, তুমি একটা কিছু করতে করতে যাও! আমি ক্ষণেক এ স্থানটায় ব'সে ভগবানের নামটা জ'পে নিই।

রমা। আমি আপনার সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে যাব। চলুন, রাগটা দুর্ব্বাসা ঋষিকে উচ্ছুগ্‌গু ক'রে দিয়ে আমার সঙ্গে আসুন।

পর্ব্বত। আর নুন সুন করতে হবে না। মান তুমি আমার যথেষ্টই রেখেছ! নাও, এখন স্বস্থানে যাও, আমিও আপনার পথ দেখি।

রমা। সে কি প্রভু! এই পথ আমি একা যাব, এইটে কি আপনার কথা হ'ল?

পর্ব্বত। তবে কি আমাকে কাঁধে ক'রে নিয়ে যেতে বল না কি?

রমা। দেখুন প্রভু, শুনেছি, রাধা একবার রাসকুঞ্জে বেড়াতে বেড়াতে কৃষ্ণের কাঁধে উঠতে চেয়েছিল; তাইতে কৃষ্ণ অভিমান-ভরে গভীর নিশীথে রাইকে সে বনের ভিতর একলা ফেলে অদৃশ্য হয়েছিল। প্রভু! কৃষ্ণ কি অপ্রেমিক?

পর্ব্বত। বোকা গয়লার পুষ্যিপুত্তুর, তার আর কত বুদ্ধি হবে! তা না হ'লে কাঁধে উঠার কথা শুনে চম্পট দেয়?—আমি হ'লে এক চড়ে তারে স্বর্গের চূড়ায় তুলে দিতেম।

রমা। তা হ'লে আমি আপনাকে ছাড়ব না। ঠাকুর! আমার স্বর্গ দেখবার বড় ইচ্ছা হয়েছে।

পর্ব্বত। সে আজ আর নয়, ফিরে এসে দেখা যাবে।

রমা। আমি পথ ছাড়ব না।

পর্ব্বত। দেখ, আমার রাগ বাড়িও না।

রমা। তা যদিই বাড়ে, বাড়ার ভাগটা রমাকে দিয়ে যান না। আমার ভাণ্ডারে সব আছে, কেবল ওইটারই অপ্রতুল। তা রমা আপনার এত সেবা করলে, সে কি একটুও পুরস্কার পাবার যোগ্য নয়?

পর্ব্বত। কি আপদ্! তোর কি ভয় হবার ভয় নাই?

রমা। আ! তা হ'লে ত বেঁচে যাই। তা হ'লে ত বাতাসে ভেসে ভেসে, আপনার পায়ের নখে, ভুটি চোখে, মাথার জটায়, ঠোঁটের ডগায় জড়িয়ে থাকি। তা হ'লে আপনার প্রতিজ্ঞা সুধু পূর্ণ হয় না, উপচে ওঠে।

পর্ব্বত। রমা! তোর কি নরকেরও ভয় নাই?

রমা। আমি নরকে না গেলে আমায় নিয়ে যায় কে? আপনার ভগবানের যদি বাপ থাকত, তা হ'লে ভগবানের বাপান্ত ক'রে বলতেম, যে, তার বাপেরও সাধ্য নাই, আমাকে জোর ক'রে নরকে নিয়ে যায়।

পর্ব্বত। এ কি বিপদে পড়লেম গা! এমন বিপদে যে কখনও পড়ি নি।

রমা। সত্য সত্যই কি প্রভু! এই মুখরা রমার উপর আপনার ঘৃণা উপস্থিত হয়েছে? ঠাকুর, মুখ তুলুন, যথার্থ বলুন, আর আমি আপনাকে বিরক্ত করব না। চরণে ধ'রে বলছি, আর আপনার কাছে আসব না; কাছে আসি ত মুখ তুল্‌বো না; মুখ তুলি ত কথা কব না। কলঙ্ক খাইয়ে আর আপনাকে অশুদ্ধ করব না। জ্ঞানহীনা নারী, না বুঝে দুষ্কর্ম করেছি।

পর্ব্বত। ভগবান্! আমাকে এ কি বিপদে ফেল্লে?

রমা। মার্জ্জনা করুন, দেব-দর্শনে আত্মবিস্মৃতা রমণী, আপনার প্রশ্রয়দানে কর্কশভাষিণী ক্ষমা ভিক্ষা চায়।

পর্ব্বত। আঃ! পা ছাড়।

রমা। ক্রোধ শান্ত না হয়, আমাকে ভস্মীভূত করুন।

পর্ব্বত। ভগবান্! আমাকে এ কি বিপদে ফেল্লে?

রমা। ভগবান্‌কে ডাকবেন না। হত-ভাগিনীকে আর ভগবানের বিষ-নয়নে ফেল্‌বেন না।

পর্ব্বত। আঃ! পা ছাড়।

রমা। ভাল, নরকেই না হয় প্রেরণ করুন।

পর্ব্বত। আঃ! পা-ই ছাড় না ছাই। ভগবান্! আমার এ কি দুর্দ্দশা করলে?

রমা। ভগবান্‌কে ডাকবেন না।

পর্ব্বত। কি বিপদ! ভগবান্‌কে ডাকাও ছাড়তে হবে না কি?

রমা। বলুন, ক্রোধ শান্ত হয়েছে?

পর্ব্বত। আঃ! ছেড়েই দাও না। তোমার [illegible] কি মিছে কথাও কইতে হবে?

রমা। বলুন, আপনার রাগ গিয়েছে?

পর্ব্বত। রাগ হ'লই বা কখন্ যে, যাবে?

রমা। তবে আমি উঠি?

পর্ব্বত। তোমার যা খুসী, তাই কর।

রমা। যা খুসী, তাই করি?

পর্ব্বত। যা খুসী—মারতে হয় মার—রাখতে রাখ। এই আমি বুক পেতে দাঁড়িয়ে [illegible]লেম।

রমা। (উঠিয়া) তবে ঠাকুর!

পর্ব্বত। এ কি, এ আবার কি?

রমা। সুকুমারীর রান্না খেয়ে একটা শাকের [illegible] প্রসাদ রাখবে না, আর আমি রাঁধলেই মুখ [illegible]বে!

পর্ব্বত। এ কি করচ? হাত ধরলে কেন, [illegible] না!

([illegible]খীগণের প্রবেশ ও পর্ব্বতকে বেষ্টন করিয়া)

(গীত)

কি বাদ সেধেছে প্রেমে কি বিষের জ্বালা।
'রে তুলতে গো ফুল, জড়িয়ে সে ধরলে গলা॥
ভাসিয়ে তু:ল নলিনী ডুবলো জলে
'জিতে গলে গলে পড়ল ঝরে শশিকলা।
[illegible]শ ঢেউ লেগেছে আঁধারে চাঁদ ধরেছে,
ঝাঁপ খেয়েছে মেঘের কোলে তারার মালা॥

পর্ব্বত। তোদের মেঘ থাক, পৃথিবী ভেসে যাক। রমা, তোর আমি কি অপরাধ করেছি?

রমা। অপরাধ নয়? গুরুতর অপরাধ। আমার সাধ, তোমায় কাছে ব'সে খাওয়াই, তুমি কাছে ব'স না, তোমায় চ'খে চ'খে রাখি, তুমি দেখা দাও না। আমায় না ব'লে চ'লে যাও, আমায় না জিজ্ঞাসা ক'রে অপরের খাও।

পর্ব্বত। তা হ'লে কি করতে হবে?

রমা। খেতে পাও না পাও, আমাকে জিজ্ঞাসা করবে; ভাল লাগে না লাগে, আমার কাছটিতে থাকবে।

পর্ব্বত। ক্ষিদেয় ম'রে যাও, আমার সুমুখে যাবে, হাত-পা আছড়াতে হয়, আমার সুমুখে আছড়াবে। কেন, আমি তোর চাকর না কি?

রমা। তুমি আমার মাথার মণি।

পর্ব্বত। রমা! তুই কুহকিনী।

রমা। (জনৈক সখীকে ধরিয়া গীত)

আমি কতই কুহক জানি সজনি!
সাধ ক'রে মজাতে পরে ফাঁদে পড়ি আপনি॥
শিলায় ঢালিতে বারি, নয়নে করেছি ঝারী,
শেষে পিপাসায় মরি দিনে হেরি রজনী॥
দিয়ে লতায় ফুলের বাস কুসুমে লতায় ফাঁস
পরায়ে প্রাণের অলি টানি;—
পরিমলে বাঁধি পায় যদি অলি রাখে পায়
তবু চ'লে যায় ফিরে ত না চায় গুণমণি॥

১ম সখী। সে কি প্রভু! কোথায় যাবে?

২য়, স। আমি এমন চোখ তুলে আনার ছাড়ালুম—

৩য়, স। আমি এমন কচি কচি [illegible] পাড়লুম—

৪র্থ, স। আমি এমন ক্ষীরের মতন ক'রে পোস্ত বাটলুম—

৫ম, স। আমি এমন রাঙা নারকেলের ফোঁপল বার করলুম—

রমা। নাও, কি করবে বল? (হস্তধারণ)

পর্ব্বত। আমি খাব না।

রমা। তেঁতুল কাঁচা?

পর্ব্বত। খাব না।

১ম, স। টোকো আঁব ছেঁচা?

পর্ব্বত। আমি খাব না!

২য়, স। উচ্ছে কচি?

পর্ব্বত। আমি খাব না।

৩য়, স। পটল-বীচি ?

পর্ব্বত। খাব না, খাব না।

৪র্থ, স। দুধের গলা।

পর্ব্বত। এ ত বিষম জ্বালা। আমি কিছু খাব না।

রমা। না—খাবে না। আমার হাত নালে ভেসে গেল, উনি কিছু খাবেন না! চল ঠাকুর! পেটটি প'ড়ে রয়েছে, মুখটি শুকিয়ে গেছে, চোখ দুটি ছল ছল করচে, চল, কিছু খাবে চল। এমন দিন-দুপুরে গেরস্তর বাড়ী হ'তে না খেয়ে কি কেউ কখনে যায়? খেয়ে দেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যেতে হয়, অপরাহ্নে যেও। এখন চল।

পর্ব্বত। আঃ! আমায় ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও—আঃ!

দ্বিতীয় দৃশ্য

লতাকুঞ্জ।

নারদ।

নারদ। কে তুমি আমার হৃদয়-মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী দেবতা? কে তুমি শয়নে স্বপনে, দেবার্চ্চনে, ধ্যানে, সমাধিসাধনে নারদের মানস-কাননে আপনার মনে বিচরণ করচ? কে তুমি ধরণীশিরোমণি শ্যামলা, জলদবিলাসিনী চপলা, যমুনালহরীশোভাকরী রাসেশ্বরী, হিমগিরিশিখর মাধুরী গৌরি? সুকুমারি—সুকুমারি!

(গীত)

তারা! কি বলব তোরে।
তোর ছলার জ্বালায় মায়ার খেলায় কথা না সরে।
দুর্ঘট-ঘটনা-পটীয়সী মায়া নিজোদ্ভূত শশিশেখরজায়া,
ছায়ারূপে কায়া ঢেকে মা বিচর ধরাপরে।
মোহন মদনবিলাসে জগমোহন অভিলাষে,
বেঁধেছ আপন প্রাণ পদনখরে,
আবার আদর ক'রে ধ'রে তারে তুলেছ শিরে।
বৃন্দাবন হৃদি নিকুঞ্জধামে বসি নটবর বংশীধর বামে
সংসার গলায়ে দেছ যমুনা-নীরে,
আবার ফুল্ল শতদল তুমি গিরিশিখরে।

হরি-দর্শন নিয়ে ত কথা! তবে কেন এত মাথা-ব্যথা? কেন শঙ্করের কাছে বুক খুলি, কেন হরির কাছে কৃতাঞ্জলি? বন-জঙ্গল ভেঙে হিমালয়কে বশে এনে, পাহাড়ে মেয়ের বিয়ের ঘটকালি যদি এই দিলে শঙ্কর! প্রভাসে নাকের জলে চোখের জলে হয়ে, এই বুড়োকে মুখরা বৃন্দার গাল খাইয়ে স্বকার্য্য-সাধনের যদি এই পুরস্কার গদাধর! তোমাকে আমিও ব'লে রাখি, প্রতিশোধ লব। তোমার তারা আজ হ'তে সুকুমারীর চোখে আর তোমার কমলা আজ হ'তে সুকুমারীর মুখে। সুকুমারি! সুকুমারি!

(জনার্দ্দন ও ক্ষেমঙ্করীর প্রবেশ)

জনা। ওই শোন, কেমন ঠিক বলেছি না? ওই দেখ ঠাকুর, রিরি করচে।

ক্ষেম। ওরে, ছাড় ছাড়।

জনা। আ মর! শোন্ না—প্রেম একলা ব'সে কত রকমের কথা কয়, শোন্ না। প্রেম, প্রেম ক'রে হেদিয়ে মরিস, ঠাকুর যোগে বসেছে, এই কাঁকে প্রেমটা শিখে নে না। দিদি, তুই রাধা হবি?

ক্ষেম। দূর হতভাগা! বুড় হয়েছি, রাধা হবার কি আর বয়েস আছে? ওরে ছাড়।

জনা। দূর ভীমরতি বুড়ী, রাধা কি চিরকালই ছুঁড়ী ছিল? একশ বছরের বিরহ আঁচলে বেঁধে যখন রাধা প্রভাসে কৃষ্ণকুণ্ডে ঢেলে দিয়েছিল, তখন কি সে জলে তরঙ্গ উঠে নি; প্রভাসের রাধী বুড়ীর কি প্রেম ছিল না? দিদি! আমি বলছি, তুই রাধা হ! বড় দিদিরাণীর বড় অহঙ্কার। দাসত্বের অহঙ্কারে মাটীতে আর পা পড়ে না। দিদি! দিদি! তুই একবার রাধা হ!

ক্ষেম। তবে নল্‌তেকে রাধা ক'রে দে না কেন?

জনা। নল্‌তে আমার কান মলে, আমি তারে গাল দিই! আমিও তার চাকর নই, সেও আমার দাসী নয়। সমানে সমানে হুকুম চলবে কেন দিদি, তাই বলি, তুই রাধা হ'।

ক্ষেম। আমার বড় লজ্জা করে।

জনা। পিঁপড়ের পালক ওঠে মরবার তরে। তোর হয়ে এসেছে। নে আয়, আমি তোরে মরতে দেব না। তুই যে প্রেম প্রেম ক'রে হেদিয়ে মরবি, তা হবে না, আয়—ওই দেখ ঠাকুর বাহ্যদৃষ্টিহীন, ভেবে ভেবে খড়কের মতন ক্ষীণ

এমন দিন নেই যে, কাঁদে না, এমন ক্ষণ নেই যে, বীণায় বেয়াড়া সুর বাঁধে না। ও এখন থাকা না থাকা সমান। তুই ওর সুমুখে ব'সে ডাইনীর মন্তর ঝাড়—বল 'বঁধু কি আর বলিব আমি? জনমে জনমে জীবনে মরণে প্রাণনাথ হইও তুমি।'

ক্ষেম। আহা! দাদাঠাকুরের আমার কি যোগ হ'ল?

জনা। আ মর! আবার বেঁকে গেলি! ভাল, তুই ত সকল অসুধ জানিস, দাদাঠাকুরের চিকিৎসাটা তুই কর্ না কেন?

ক্ষেম। তবে এক কাজ কর। চিকিস্পুরির রস—

জনা। রস—অসুধ বন্ধ কর বন্থি ঠাকুরুণ, সে রস ঠাকুরের কস বেয়ে মাটিতে পড়লে আশ্রমটা স্বপুরিপাছে ভ'রে যাবে। তোর ক্ষেমা-কুঞ্জে বাঘ ঢুকবে! তার চেয়ে আর এক কাজ কর্, হুকার ছেড়ে ঠাকুরকে বল্ যে, সুকুমারী তোমায় ডাকচে। দিদিরাণী রাঁধতে রাঁধতে অম্বলে পলতা বেটে দিয়েছে। এখন দাদাঠাকুর চেকে যদি বলে মিষ্টি, তবেই রইল, নইলে তোকে আমাকে খেতে হবে, বুঝেছিস? শীগ্‌গির যা, গিয়ে গা ঠেলা দে।

নারদ। সুকুমারি!

জনা। ও দিদি! ও দিদি!

ক্ষেম। ওরে বাথা—হাতে বাথা।

নারদ। এখনও এলে না সুকুমারি?

জনা। কেমন ক'রে আসব ঠাকুর? আমার প্রাণ কই?

নারদ। কি বল্লে—কি বল্লে?

ক্ষেম। ও মুখপোড়া, কি করলি? ও মুখপোড়া, পুড়িয়ে মারলি!

জনা। তা হ'লে এখন পালানই কর্ত্তব্য, বুঝলি?

ক্ষেম। উঃ উঃ, ওরে ওরে, আস্তে টান্।

[প্রস্থান।

(ললিতার প্রবেশ)

ললিতা। আর কোথায় দেখি বাপু! দিঘীর ধারে খুঁজলেম, সেখানে নেই; নদীর তীরে দেখলেম, সেখানেই বা কই? বাকী আছে এই বাগানের কুঞ্জ। ঠাকুর! এখানে আছেন কি?

(সুকুমারীর প্রবেশ)

সুকু। ললিতা! তুই আমাকে ডাকছিলি?

ললিতা। কই, কখন্?

সুকু। তবে আমাকে ডাকলে কে?

ললিতা। তবে বুঝি জনা ডেকেছে।

সুকু। দূর বাঁদর মেয়ে, জনা কি আমাকে সুকুমারী বলবে?

ললিতা। ও কি, আমিই বলতে পারি দিদিরাণী?

সুকু। তুই সেই অবধি খুঁজচিস?

ললিতা। তুমি বল্লে খুঁজে আন্, কাজেই আমি খুঁজচি।

সুকু। তা হ'লে দেখা না পেলে সমস্ত দিনই খুঁজতিস না কি? মুখ মুচকে হাসলি যে? ওপর বাগে চেয়ে দেখ দেখি সুয্যি কোথায়? সর্ব্বনাশ! আমি না এলে, না খেয়ে সমস্ত দিন ঘুরতিস্; যা, বাড়ী যা, আর তোকে খুঁজতে হবে না।

ললিতা। আমি কতবার বল্লেম দিদিরাণি! ঠাকুরের পেছনে এক জন লোক রেখে দাও, ঠাকুর নায় না, খায় না, কি করতে কি করে, কোথায় যায়। তোমায় বললে কেবল হাস। সে দিন ঠাকুর আমাকেই প্রণাম করে ফেললে। ঠাকুরের পায় ধূল গায়ে-মুখে না মাখলে সে দিন পুড়ে মরেছিলুম আর কি। দিদিরাণি! ঠাকুরকে বাঁধতে পার ত বাঁধ। ঠাকুরকে খোঁজা আর চলে না।

সুকু। আচ্ছা, সে যা করবার করা যাবে এখন। এখন যা, গিয়ে কিছু জল খে গে যা। ঠাকুরের অপেক্ষায় ব'সে থাকলে মারা যাবি। যা, চলে যা।

[ললিতার প্রস্থান।

এ ত বিষম জ্বালা হ'ল! এ যে ঠাকুরকে কথায় কথায় খুঁজতে হয়, কথায় কথায় ডাকতে হয়, এর এখন উপায় কি? ঠাকুরের দিন দিন যে প্রকার পরিবর্ত্তন দেখচি, তাতে প্রাণে ত বড়ই আতঙ্ক উপস্থিত। এর প্রতিবিধানের পথ না দেখলে ত আমার নিস্তার নাই। এ যে জগতের লোক একবাক্যে আমাকে তিরস্কার করবে, আর বল্‌বে, ত্রিসংসারের দেব-যক্ষ-নর-কিন্নরাদি সর্ব্বজীবের কল্যাণকর মহাপ্রেমকে রাক্ষসী সুকুমারী গ্রাস করলে, সংসার ডোবালে, লোক মজালে—স্বার্থপরায়ণা একার জন্য সবার সর্ব্বনাশ করলে। তা আমি সহ্য করতে পারব না। বিশ্বামিত্রের মেনকা যেমন, সুন্দোপসুন্দের তিলোত্তমা যেমন, আমাকেও যে তেমনি ব্রহ্মবল-বিনাশিনী উপমা

হয়ে কালের অসীম চিত্রপটে কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত হয়ে থাকতে হবে, তা আমি কখনই সহ্য করতে পারব না। দেবর্ষে! আমি না বুঝে দুষ্কর্ম করেছি, না বুঝে পিত্রাদেশে তোমার সেবায় নিযুক্ত হয়ে কি ক'রে ও চরণ-কমলে প্রাণ দিয়েছি—না বুঝে তোমাকে হৃদয়-সিংহাসনে বসিয়ে দুঃখিনী বালিকার একমাত্র সম্বল মানসোপচারে তোমার পূজা করেছি। তোমার তাতে কি প্রভু? বালিকার চিন্তা পরিত্যাগ কর, আবার বক্ষের ধন বক্ষে ধর। বিশ্বম্ভরের ভার তোমার মাথায়! সংসার তার ছায়ায় ব'সে লীলাবিলাসে মাতোয়ারা। তার ভার আছে, সংসার জানে না। সংসার জানে না, সে ভারে আকাশ জমিয়া যায় ধরণী পরমাণু হয়। ভগবন্! হৃদয়ের ভার হৃদয়ে রাখ। বিশ্বপ্রেম সর্ব্বাঙ্গে মাখ। অঙ্গ-সৌরভ ভিক্ষায় এখনও পর্য্যন্ত যেমন জগদ্বাসী তোমার পানে চায়, তেমনি চাইতে দাও—বালিকায় ভুলে যাও। বল, ভালবাসার যদি আকর্ষণ থাকে, ভালবাসা ভুলে যাই; সেবার যদি নিগড় থাকে, সেবা ফেলে চ'লে যাই, যৌবনে যদি মোহ থাকে, চন্দ্র-সূর্য্য সাক্ষী ক'রে মুক্তকণ্ঠে ব'লে যাই, ছাই রূপের যদি কিছু দাহিকা শক্তি থাকে, বল প্রভু, তোমার সুমুখে আগুন খাই। না—না প্রভু! আমার জন্য যে তুমি আত্মহারা হবে; তা হবে না। সেবা আমার ধর্ম্ম, দাসত্ব আমার সাধনা; আমায় যে রাণী ক'রে তুমি ভিখারী হবে—তা কখনই হবে না। প্রভু! এখানে আছেন কি? কই—প্রভু কই? প্রভু যদি এখানে নেই, তবে আমাকে ডাকলে কে? বলি, প্রভু এখানে আছেন কি?

নারদ। সুকুমারি! সুকুমারি!

সুকু। কেন প্রভু? মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ, আহার্য্য সকলই প্রস্তুত, সকলেই আপনার আগমন প্রতীক্ষায় ব'সে আছে।

নারদ। সুকুমারি! তুমি কাছে এস।

সুকু। ও আজ্ঞা আর করবেন না। আপনি উঠে আসুন।

নারদ। (অগ্রসর হইয়া) তোমার স্নানাহার হয়েছে?

সুকু। আজ্ঞে, আপনি আজ আহার করলেন না দেখে—আমরা সকলে সে কাজ আগে সেরে রেখেছি! প্রভু! হলেন কি? দিন দিন হচ্ছেন কি? কার্য্যের অবতার, জ্ঞানের অবতার, প্রেমের অবতার, দিন দিন আপনার এ কি পরিণাম? ব্রাহ্মণের নিত্যক্রিয়ায় অনাস্থা, দেবপূজায় বিস্মরণ, আহারে অপ্রবৃত্তি, লোকসঙ্গে বিরাগ—প্রভু! আপনার হ'ল কি? আমাকে কি ডাকছিলেন?

নারদ। যথার্থই সুকুমারি, তোমায় স্মরণ করেছি।

সুকু। কি আজ্ঞা প্রভু?

নারদ। মুহূর্ত্তমাত্র সময় তোমা হ'তে বিচ্ছিন্ন, তোমায় ডাকা উচিত হয় নি, তবু তোমায় ডেকেছি।

সুকু। কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে কি প্রভু?

নারদ। স্নানাহার যদি না হয়ে থাকে, সে সকল কার্য্য সম্পন্ন কর—তার পর বিশ্রাম লও——বিশ্রামের পর যদি ইচ্ছা যায়, তুমি আমার হয়ে একবার হরি-স্মরণ ক'র।

সুকু। এ সব কি কথা প্রভু! দেখুন—এত দিন বলি নাই, আজ বলি—পিত্রাদেশে আমি আপনার সেবায় নিযুক্ত; আপনি আমার দেবতা; আপনার সেবাই আমার ধর্ম্ম, আপনার আদেশপালনই আমার কর্ম্ম! কিন্তু অপর দিকে আমার রক্ষার ভার আপনার করে। আপনার ভাবদর্শনে আমার আতঙ্ক উপস্থিত। প্রভু! এ আতঙ্ক-নিবারণের উপায়?

নারদ। ভয় নাই পিতৃ-পরায়ণা!—আমার জ্ঞান যাক, আমার অস্তিত্ব বিলোপ পাক্। সত্য আমাকে ত্যাগ করবে না সুকুমারি! ভয় নাই—তুমি ভয়নাশিনী—তোমার রাজত্বে ভয় বাস করতে পারে না।

সুকু। তবে দাসীকে ডাকলেন কেন?

নারদ। সমস্ত দিবসের পর দুণ্ডেক সময় তোমা হ'তে অন্তর হয়ে, ভগবান্‌কে স্মরণ করতে গিছলেম, কিন্তু সুকুমারি! ভগবানকে স্মরণ করতে তোমায় স্মরণ করেছি, হরিকে ডাকতে তোমায় ডেকেছি। হরিস্মরণ করতে হয়, তুমি কর। তুমি আমার ধ্যান ধারণা সাধনা, সুকুমারি, তোমার স্বর আমার বীণার ঝঙ্কার। তুমি আমার মূলমন্ত্র, তুমিই আমার মন্ত্রোদ্ধার-যন্ত্র।

সুকু। কি করলে তপোধন? একটা ক্ষুদ্র বালিকার জন্য স্বর্গপথের দ্বার রুদ্ধ করলে? কি করলে হরিপরায়ণ? কোটি কোটি মানবে, কোটি কোটি দেব-দানব-গন্ধর্ব্বে, স্বর্গে মর্ত্ত্যে রসাতলে, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে হরিনামের বীজ বিকীর্ণ ক'রে, নিজের হৃদয়কে মরুভূমি করলে?

নারদ। সুকুমারি—

সুকু। কি করলে ঋষি? সংসারকে ঐশ্বর্য্য-পূর্ণ ক'রে আজি নিজে উপবাসী—কি করলে তপোধন?

নারদ। অনুশোচনা ছাড়, আমার কথা আবার শুন; সুকুমারি, আমার ভবিষ্যৎ তোমার শ্রীকরে, আমার অনন্ত জীবন তোমার হৃদয়োপরে। শুন সুকুমারি! তুমি নারদের বরাভয়করী, তুমি প্রাণেশ্বরী।

সুকু। কি হ'ল মহেশ্বর? পিতৃদেবের আদেশ-পালনে, তোমার পূজনে কি হ'ল শঙ্কর? আমাকে ঘোর নরকে ডোবালে, আমাকে দিয়ে ঈশ্বরকে স্বর্গচ্যুত করালে?

নারদ। তুমি যেখানে থাক, সেইখানেই স্বর্গ; তুমি ভুবনেশ্বরী, তুমি কমলা, তুমি শঙ্করী; তুমি বৃন্দাবনবিলাসিনী, তুমি নগেন্দ্রনন্দিনী; তুমি মায়া, তুমি মোহিনী। ইষ্টমন্ত্র সমেত আমার এই বিশ্বাধার হৃদয় তোমার করকমলে সমর্পণ করলেম। সুকুমারি, প্রাণেশ্বরি! মস্তকাবনত ক'র না, মুখ তুলে চাও, বিশ্বে আমাকে স্থান দাও। ও কি সুকুমারি, কাঁদছ?

সুকু। কি হ'ল, এ কি হ'ল প্রভু? এ যে কিছুই বুঝতে পাল্লেম না! প্রভু! আমাকে বুঝিয়ে দাও, ব'লে দাও, কেমন ক'রে কোন্ গ্রহদুর্দ্দৈববশে অতি তুচ্ছ, অতি হেয়, মর্ত্ত্যের একটা ক্ষুদ্র নারী আপনার নয়ন-মন আকর্ষণ করলে? না বললে, ঠিক জেনো ঠাকুর, আর এখানে থাকব না, লোকসমাজে মুখ দেখাব না। না বললে, শুনে রাখ ঋষিরাজ, এ প্রাণ আর রাখব না। জীবনের পরিণাম ভাবব না, আত্মঘাতিনী হব, তার ফলে অনন্ত নরকে প্রবেশ ক'রে অনন্তকালের মত তোমার নয়নের অন্তরাল হব। বল দেবর্ষে, কেন এমন হ'ল—কামনাত্যাগী যোগিবর! নিষ্কাম ব্রত-ধারণের কি এই পরিণাম?

নারদ। এই পরিণাম—যেখানে কিছুই নাই, সেথায় ভগবান্ আছে; যেখানে কামনা নাই, সেখানে ভগবান্ই কামনা। সুকুমারি, রূপ-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে নারদ তোমাকে আত্মসমর্পণ করে নাই। তোমার কোমলতা, মধুরতা, তোমার কমনীয়তায় নারদ আত্মহারা হয় নাই। এই ক্ষুদ্র কলেবরে যা আছে—এই শঙ্কাবিকম্পিত কোমল হইতেও কোমল হৃদয়াভ্যন্তরে যে ধন নিহিত আছে, সেই ধনের প্রলোভনে নারদ আজ এখানে। সেটুকু তোর ভক্তি। ক্ষুদ্র জলবিম্বেও অগণ্য তারকার আশ্রয়স্থান অনন্ত গগনের প্রতি-বিম্ব পতিত হয়, ক্ষুদ্র দীপশিখা বিনিঃসৃত আলোক-রশ্মি পথ পাইলে চতুর্দ্দশ ভুবনে প্রসৃত হইয়া পড়ে। এই ক্ষুদ্র বদনকমলের আলোককণায় সূর্য্য-চন্দ্র জ্যোতিষ্মান্, এই ক্ষুদ্র হৃদয়-সরোবরের লহরে লহরে অনন্ত প্রাণ ভাসমান। আবদ্ধ রেখ না সুকুমারি! খুলে দাও—মায়া-শৃঙ্খলে আবদ্ধ প্রাণ একবার খুলে দাও—ভুবন ভরিয়া যাক। নারদ আর একবার বীণা-করে তোমার নাম ধ'রে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হ'ক।

সুকু। আমি দাসী প্রভু! আমায় এ কি কথা বলচ?

নারদ। দাসী তুমি—(হাস্য) যথার্থই সুকুমারি, তুমি দাসী, আর সেই জন্যই আমি তোমার শ্রীচরণপঙ্কজের পরিমল-প্রয়াসী। বালিকে! দাসত্বেই মহত্ত্বের পরিমাণ। যার যত বড় দাসত্ব, তার তত বড়ই মহত্ত্ব—ভগবান্ ব্রহ্মাণ্ডের দাস। আর কেন ছলনা, পিতৃদেবসাধিকে, কৈশোর-যোগিনি, শঙ্করচিরসঙ্গিনি! আর কেন ছলনা? আত্মদর্শন কর—একবার দেখ, তোমার বিশ্বব্যাপী প্রেম-নিকেতনের এক স্থানে নারদের স্থান আছে কি না। ব'স্ সুকুমারি, তোর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করি। তোর কেশে কালী, মুখে শ্রী, হৃদে বনমালী, হর মাথায়, গায়ত্রী তোর সর্ব্বগায়। পাথরে ঈশ্বর কল্পনা ক'রে যদি আত্মতৃপ্তি হয়, জীবনস্বরূপিণী নারীশিরোমণি! তোতে তা ক'রে কি সে তৃপ্তি পাব না? দেখ ভক্তিময়ি! তুই আমার কে।

সুকু। (ধ্যানমগ্ন হইয়া)

তুমি আমি এ সংসারে।

নারদ। আমি সুধু জানি তোমায়

তুমি জান আমারে।

সুকু। তুমি জ্ঞান আমি মায়া

তুমি আলো আমি ছায়া,

প্রাণ কায়া পতি জায়া আছে যে যারে ধ'রে।

নারদ। তুমি মহাশক্তি মার তুমি প্রেম রাধিকার,

আলোকে আঁধার তুমি

আলো তুমি আঁধারে।

জনা। এ দিকেতে পাহাড় ঠাকুর এসে বুঝি পাট করে।—দিদি ঠাকুরুণ, তুমি কোথায়? হায় হায় হায়, তুমি হেথায়! ও দিকে সব যায়, মাথার ঘায় মুনি-ঋষি পর্য্যন্ত পাগল হ'ল।

নারদ। কি হয়েছে?

সুকু। আ গেল, অমন ক'রে চেঁচিয়ে মরচ কেন?

জনা। আর মরচ কেন; বাঁচতে পারলেম না, তাই মরচি—দিদিরাণি সব গেল। (কম্পন) দিদিরাণি সব গেল।

নারদ। আরে, কাঁপচিস্ কেন? পাহাড় ঠাকুর কি কিছু করেছে?

জনা। পাহাড়ে ধস খেয়েছে।

সুকু। ও পাগলের কথায় কি কান দেয়?

জনা। যদি প্রাণ বাঁচাতে চাও ত কান দাও—

সুকু। কি হয়েছে, বলই না শুনি, অমন করতে লাগলি কেন? পাহাড় ঠাকুর কি রেগেছে?

জনা। সে সব খেয়ে ব'সে আছে—

নারদ। সুকুমারি, তুমি এইখানে ক্ষণেক অপেক্ষা কর—

সুকু। সে কি প্রভু! জনার কথায় বিশ্বাস করচেন?

নারদ। বিশ্বাস করবার কারণ আছে।

সুকু। কারণ আছে! তবে কি জনার কথা সত্যি?

নারদ। আমার বিশ্বাস তাই।—হাঁ জনার্দ্দন, সে কি করচে?

জনা। একবার এমনি করচে—একবার তেমনি করচে—একবার দাঁত খিঁচুচ্চে, একবার হাই তুলচে, একবার বলচে, হর হর বম্ বম্, এক-বার মাটীতে পা ঠুকচে দম্ দম্—মন্দির করচে গম্ গম্। গাটা টলচে, হাত দুটো দুলচে, নিশ্বাসটা ঘন ঘন চলচে, পেটটা নামচে আর ফুলচে, মুখ ছুটচে, চোখ ঘুরচে—শিবঠাকুর ঠকঠক ক'রে কাঁপচে, রমা দিদি মূর্চ্ছা হয়ে প'ড়ে গেছে।

নারদ। এত কাণ্ড হয়েচে! সুকুমারি, তুমি ক্ষণেক অপেক্ষা কর, আমি শীঘ্রই ফিরে আসচি—

সুকু। সে কি প্রভু! রমা মূর্চ্ছিতা হয়ে প'ড়ে আছে—

জনা। আঃ, কি জ্বালা গা—ঠাকুরকে ছেড়েই দাও না—যা হবার, ওর ওপর দিয়েই হয়ে যাক্, তুমি কোথায় যাবে?

নারদ। যথার্থই সুকুমারি, তোমায় যেতে বলতে সাহস করি না।

জনা। না দিদিরাণি! (হস্তধারণ)

সুকু। চুপ কর্ মূর্খ!

জনা। ওই! ওইতেই ত দুঃখ হয়। তোমার কথা শুনে আমার কাঁপুনি সেরে গেল। আমার অদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে, আমি তোমায় কখনই যেতে দিব না, ঠাকুর যাক্; যাবে, অমনি রমাদিদি ঝেড়ে ঝুড়ে উঠবে। ঠাকুরের দাড়ী দেখলে ভূত পালায়, তা সে ত কোথাকার এক ফোঁটা মূর্চ্ছো—না ঠাকুর, তুমি একা যাও। আমাদের অনেক দুঃখের দিদিরাণী। তুমি যাও, আমরা হাত-পা মেলিয়ে বাঁচি। ওই দেখ, ঠাকুরের নাম করতেই রমাদিদি বেঁচে উঠেচে। ওই দেখ, থর থর ক'রে চ'লে আসচে। আমি আর থাকতে পাচ্চি না, আমি চল্লেম, আমার গা কাঁপচে, প্রাণ ধুঁকচে, মন হু-হু করচে—আমি দাদাঠাকুরের নাম করতে করতে যাই। নারদ! নারদ! নারদ! [প্রস্থান।

সুকু। (ছুটিয়া রমাকে ধরিয়া) হা রমা! কি হয়েছে ভাই!—তুই না কি মূর্চ্ছা গিছ্লি?

নারদ। পর্ব্বত না কি আজ ক্রোধে আত্মহারা হয়েছে?

রমা। আজ ঠাকুরের ভাবগতিক দেখে আমার ভাল বোধ হচ্ছে না। ক্রোধোদ্রেক হয়েছে। আজ আর তাঁর কথায় মিষ্টতা নাই, ভাবে মধুরতা নাই। লোচন আরক্ত হয়েছে, দেহ সময়ে সময়ে বিকম্পিত হচ্চে, আর আপনার অনুসন্ধান কচ্চে। ভয়ে আমি সতর্ক করবার জন্য জনাকে পাঠিয়ে দিলেম। আহারের অনুরোধ করতে তিরস্কার খেয়েছি। চরণে ধরতে মূর্চ্ছা গিয়েছি। প্রভু! একটু সাবধানে থাকুন—আমি আবার যাই, আর একবার আহারের জন্য সাধ্য-সাধনা করি গে।

নারদ। যাও, যাও—শীঘ্র যাও—কিয়ৎ-ক্ষণের জন্য তারে ভুলিয়ে রাখ গে।

[রমার প্রস্থান।

সুকু। এ সব কি কথা প্রভু?

নারদ। সুকুমারি, যথার্থই বিপদ উপস্থিত। পর্ব্বতের কাছে প্রতিশ্রুত ছিলেম, সকল মনের কথা তার কাছে প্রকাশ করব। বুঝেছ ত সুকু-মারি! আজ কয় দিন ধ'রে তাকে মনের কথা গোপন ক'রে আসচি; আমার আচরণে, আকা-রেঙ্গিতে সে বোধ হয় মনের কথা বুঝতে পেরেছে। তাই আমাকে খুঁজচে—

সুকু। বুঝতে পেরে থাকে পেরেইছে। তাতে ভয় কি?

নারদ। ভয় বিলক্ষণ। সে যেমনই আমায় দেখতে পাবে, অমনি শাপ দেবে।

সুকু। শাপ দেবে—সে কি কথা, যেমন দেখবে, অমনি শাপ দেবে! সর্ব্বনাশ! তবে উপায়?

নারদ। নিরুপায়। যোগিশ্রেষ্ঠ পর্ব্বত প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করবে না। তবে উপায়ের মধ্যে এক তুমি। তোমায় দেখে দয়া ক'রে ভীষণ শাপ যদি না প্রদান করে, তবেই নিস্তার, না হ'লে পরিত্রাণ নাই। ওই আসচে সুকুমারি! লুকোও—লুকোও।

(নেপথ্যে মামা! মামা!)

সুকু। আমি তাঁকে নরম করবার চেষ্টা করি, আপনি গাছের আড়ালে যান—

(নেপথ্যে মামা)

এলো এলো—(নারদের অন্তরালে গমন।)

(পর্ব্বতের প্রবেশ)

পর্ব্বত। মামা—মামা—মামা—মামা—না, মামা ঠিক মরেছে। কে তুমি—রমা না সুকুমারী?

সুকু। সে কি প্রভু! ক্রোধে এতই দৃষ্টিশক্তিহীন যে, আমি কে, চিনতে পারচেন না?

পর্ব্বত। চিনতে পারচি না—যথার্থই চিনতে পারচি না—ঘাতক-সম্প্রদায়—ব'লে দাও আমার মামা কোথায়? ঘাতকেশ্বরি! কে তুমি—রমা কি সুকুমারী? যদি রমা হও, তা হ'লে গললগ্নীকৃত-বাসে বলচি, আমায় ছেড়ে দাও—যদি সুকুমারী হও, তা হ'লে হাতে ধরি, আমার মামাকে উগরে দাও। আধসিদ্ধ মামাকে গোলোকে নিয়ে গোলোকের হাওয়া খাইয়ে বাঁচাই। করালবদনে! মামা বিহনে মাতুল-বংশ একেবারে নির্ব্বংশ—মামার একটু অংশ রাখ।– সব খাও, একটু অংশ রাখ। —আর কথায় কাজ নেই—মামা—মামা!

সুকু। আপনাকে কি এখনও খেতে দেয় নি, চলুন, আপনাকে আহার করাই গে।

পর্ব্বত। আহার করবার আর বাকী কি রেখেছ, পা থেকে গলা পর্য্যন্ত গিলিয়েছ। শক্ত মাথা, তাই সেইটে বেঁচে গেছে, তাই দুট কথা কয়ে বাঁচচি।—মামা—মামা!

সুকু। মামাকে একটু বাদে পাবেন এখন—

পর্ব্বত। মামা কি এখন জপে আছেন? সুকুমারি! তবে কি এই অবকাশে একটা গান গাইতে পারি?

সুকু। গান না—আপনাকে কত দিন অনুরোধ করেছি, কিন্তু এক দিনও আমার কথা রাখলেন না।

পর্ব্বত। আচ্ছা, আজ একবার রেখেই দেখা যাক্—তোমার কাছে বীণা আছে?

সুকু। বীণা?—এনে দেব?

পর্ব্বত। না, অতদূর করতে হবে না—হাঁড়ী-ভাঙ্গা আছে?

সুকু। হাঁড়ী-ভাঙ্গা কোথায় পাব?

পর্ব্বত। সরা?

সুকু। না।

পর্ব্ব। পাথরবাটি?

সুকু। তাই বা কোথায়?

পর্ব্বত। তবে দুট শুকন কাঠি [illegible] এস।

সুকু। কাঠী কি হবে?

পর্ব্বত। সুর বাঁধতে হবে।

সুকু। সেই জন্য! ব'স ঠাকুর, আমি খুঁজে দিচ্চি।—(কাঠী আনিয়া পর্ব্বতকে প্রদান।)

(গীত)

ত্রেতা যুগে ছিল রাজা বিশ্বামিত্র।
চরিত্র তাহার বড়ই বিচিত্র॥
জাতিতে ছিল সে ক্ষত্র গাধি নাম রাজপুত্র,
করি কঠোর তপস্যা ঘুচা'ল সমস্যা
লভিল দ্বিজত্ব রাখিল যোগমহত্ত্ব ইন্দ্র পরত্র॥

(নারদের প্রবেশ)

সুকু। ঠাকুর, রক্ষে করুন।—আমার প্রাণ যায়।

পর্ব্বত। সে কি? এরই মধ্যে প্রাণ যাবে? সুধু চিতেনেই প্রাণ গেলে আমার পরচিতেনটা শুনবে কে? কি মামা, গানের ঠেলায় বেরিয়ে পড়েছ? এস—মামা, এস! এস মামা, সুরটো বীণায় বেঁধে নাও, আর একটু যোগমাহাত্ম্য শুনে যাও।

নারদ। রক্ষা কর বাবাজী! নাও—কি বলবে বল?

পর্ব্বত। বল্‌ব আবার কি মামা? মুখ শুষ্ক কেন? চোখের কোণে কালিমা কেন? এমন সোনার শ্মশ্রুতে জটা কেন?

নারদ। কেন, তোমায় কি বলব?

পর্ব্বত। কি বল্‌বে—কি বল্‌বে মামা! কি বলতে প্রতিশ্রুত ছিলে, কি না বললে কি হবে বলেছিলে?

সুকু। প্রভু! আমরা আপনার অনুগ্রহ-ভিখারিণী। আপনার ক্রোধানলে সাগর জলহীন,

রবি প্রভাহীন হয়। প্রভু! ক্ষুদ্র নারীর উপর ক্রোধ প্রকাশ ক'রে নিজের গৌরব-হানি করবেন না। আমার প্রতি দয়া করুন—দেবর্ষিকে শাপগ্রস্ত করবেন না, সুকুমারীকে মহাকলঙ্কে কলঙ্কিনী করবেন না।

পর্বত। কিছু নিতেই হবে। এ আমার ক্রোধ নয়, এ আমার সত্য-পালন। তবে তোমার অনুরোধে মাতুলকে ঘোরতর শাপগ্রস্ত করলেম না। দেখ মামা, বুঝেছি, প্রেমামার্গে তুমি অনেক দূর অগ্রসর হয়েছ, দুই দিন পরে সুকুমারী হবে তোমার নারী। কিন্তু যেই দিন যেই ক্ষণে তুমি সুকুমারীর সহিত উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হবে, তন্মুহূর্ত্তেই যেন তুমি বানর-ভাব পরিগ্রহ কর। দেখব, কেমন প্রেম স্পর্শমণি—দেখব, কেমন প্রেম বানর-বদনে রতি-পতির মুখ-সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করে, দেখব, কেমন প্রেম বানর-অঙ্গে পূর্ণশশাঙ্ক-শোভা বিজড়িত দেখে, দেখব, কেমন প্রেম বানর-বচনে ভ্রমর-গুঞ্জন শ্রবণ করে।

নারদ। পাষণ্ড! আমি একে তোর মাতুল—তার শিক্ষা-গুরু, নিরপরাধে যেমন আমাকে অভিশপ্ত করলি, আমিও তোরে শাপ দিলেম। আমিও বলি, যে মহৎধনে ধনী হ'য়ে আজ তুই এত অহঙ্কৃত, এত আত্মবিস্মৃত, আমাকে পর্য্যন্ত অপমানিত লাঞ্ছিত করলি, তুই সেই মহৎ ধন হ'তে বঞ্চিত হ—তোর স্বর্গ-পথের দ্বার রুদ্ধ হ'ক। দেখি, অপ্রেমিকের কঠোর যোগ-সাধন! আবার কেমন ক'রে তোর নষ্ট ধন তোকে পুনঃ প্রদান করে।

সুকু। আমিও বলি, প্রভু-পদে পিতৃপদে যদি আমার মতি থাকে, তোমাকে যেন এই স্পর্শমণি স্পর্শ করে; তোমার কঠোর প্রাণ যেন বিগলিত হয়; তোমার নয়নের প্রস্তর-তারকা যেন জল-বর্ষণ করে; তোমার করুণ-ক্রন্দনে পশু-পক্ষী, তরুলতাও যেন নয়ন-জলে ধরণী প্লাবিত করে।

(রমার প্রবেশ)

আয় রমা—আয়, এই তোর হৃদয়দেবতা কঠোর যোগীর সম্মুখে দাঁড়া। শুন ঠাকুর! হর-আরাধনে যদি কিছু পুণ্য-সঞ্চয় ক'রে থাকি, তা হ'লে সেই পুণ্যবলে ব'লে রাখি, যেন এই বালিকা—এই ক্ষুদ্রবালিকা—শয়নে-স্বপনে ধ্যানে তোমার হৃদয়-সিংহাসনস্থিত নারায়ণের স্থান অধিকার করে।

পর্ব্বত। হা হা হা, দূর পাগলি,—দূর পাগলি, তাও কি কখন হয়? মামা, তবে আমি চল্লেম। সুকুমারি, আত্মহারা মাতুলকে আমার বস্তু ক'র। রমে! মামাকে আমার রন্ধনের পারিপাট্য দেখাইও। বালিকে! লূতাজালে মাতঙ্গ পড়ে না। যাও, যথেচ্ছা যাও—কুহকমন্ত্র-প্রয়োগ করবার যদি অভিলাষ থাকে, মাতুলের মত প্রেমিক যোগীর সন্ধান কর; তার ভগবৎপ্রেম-জ্ঞান স্বাবলম্বন করায়ত্ত ক'রে পায়সের সঙ্গে অনল মুখে সমর্পণ কর। এ শুচীমুখ জটারাশি ও কোমলাঙ্গ বেষ্টনের যোগ্য নয়। যোগী ধরা ব্যবসা ত্যাগ ক'রে ভগবান্ ধরবার উপায় কর। মামা, চল্লেম—প্রেমবিহ্বল স্বস্থানচ্যুত যোগিবর! ক্রোধোন্মত্ত হয়ে আমাকে অভিসম্পাত প্রদান করা তোমার ভাল হয় নাই।

[প্রস্থান।

রমা। (স্বগত) কথা যখন কইনি—তখন কথা কব না। মন কি বলে, বলব না, ধরা পথ ছাড়ব না। দেখব, আমার কোথায় স্থান—কোথায় আমার ভগবান্।

তৃতীয় দৃশ্য

কানন-পথ।

রমা।

রমা। দেবাদিদেব! ব'লে দাও, কোথায় যাই, কোথায় গেলে দেখা পাই! আমা হ'তে ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশ হ'ল, তাঁর স্বর্গ-পথের দ্বার রুদ্ধ হ'ল! মহেশ্বর, তোমার পূজায় যে বল পেয়েছি, সে বলেও কি স্বর্গ-দ্বার ভাঙ্গতে পারব না? কেন পারব না—কোন্ বিশ্বকর্ম্মা কোন্ বজ্রে তার কবাট গড়েছে যে, তব দত্ত বলে তারে ভাঙ্গা না যায়? দেবাদিদেব! ব'লে দাও, কোথায় যাই—কোথায় গেলে ব্রাহ্মণের দেখা পাই।

(জনার্দ্দন ও ললিতার প্রবেশ)

ললিতা। দিদিরাণি! আমি তোমার সঙ্গে যাব।

জনা। না দিদিরাণি! আমি তোমার সঙ্গে যাব।

রমা। কাউকেও যেতে হবে না, আমি একা যাব।

ললিতা। একা যাবে কি দিদিরাণি! সে বড় দুর্গম পথ।

জনা। সে বড় বিষম ঠাঁই, গুরু-শিষ্যে দেখা নাই।

রমা। তোরা গেলে সে পথ সুগম হবে না কি? আমি কাউকে সঙ্গে নেবো না; আমি একা যাব।

ললিতা। না দিদিরাণি! আমায় সঙ্গে নাও।

জনা। দিদিরাণি! আমায় নাও।

ললিতা। ও তুইও যা, আমিও তা। আমি গেলেই তোর যাওয়া হ'ল। কেমন না দিদিরাণি?

জনা। কথাটা শুনলে দিদিরাণি! ওটা তোমাকে ঠাট্টা ক'রে বলা হ'ল।

ললিতা। কেন—ঠাট্টা কেন? ও যখন মার খায়, তখন আমি কাঁদি।

জনা। ঠাট্টার ওপর ঠাট্টা দিদিরাণি! ঠাকুর স্বর্গপথ হারিয়ে কোন্ দেশে চ'লে গেছে, আর তুমি স্বর্গ স্বর্গ ক'রে পাগল হ'লে।

ললিতা। দিদিরাণীর পাওয়া হলেই ঠাকুরের পাওয়া হ'ল। কেমন না দিদিরাণি? আচ্ছা দিদিরাণি! তুমি ঠাকুরকে ভালবাস?

জনা। ওর মতন সবাইকে দেখেন। ঠাকুরকে দিদিরাণী ভালবাসতে যাবে কেন? ঠাকুরের ভেতর ভালবাসার কি আছে? কথায় কথায় রাগ, নাড়ীতে নাড়ীতে ক্ষিদে!

রমা। দেখ জনা, ব্রাহ্মণের নিন্দে করিস নি—অধঃপাতে যাবি।

জনা। তাই পাঠিয়ে দাও ত দিদিরাণি! স্বর্গপথটা সে দিকে একবার খুঁজে দেখি।

রমা। দেখ, যাবার সময় বাধা দিস্‌নি বলচি।

ললিতা। ও মা, দিদিরাণী দাদাঠাকুরকে ভালবাসে!

রমা। হাঁ বাসে, তাতে হয়েছে কি? নে, পথ ছাড়।

ললিতা। ছি ছি দিদিরাণি, এমন কর্ম্ম করতে হয়?

জনা। ছি ছি দিদিরাণি, এমন কাজও করতে হয়? দিদিরাণি! লাঞ্ছনার শেষ, দেশ হবে বিদেশ, বিদেশ হবে দেশ। পদ্মফুলের হুল ফুটবে; কোকিল-ডাকে বাজ হানবে; মলয়-বাতাসে ঝলসে যাবে; চাঁদের কিরণে ছাই হবে। ছি ছি দিদিরাণি, এমন কাজও করতে হয়?

রমা। করেছি, বেশ করেছি, আমায় ছেড়ে দে। আমি আপনার কাজে যাই।

জনা। এস দিদিরাণি! পৃথিবীটে একবার ঘুরে আসি।

ললিতা। না দিদি, তুমি ঘরে থাক।

রমা। আচ্ছা, তোরা আমাকে এমন ক'রে জ্বালাতন করচিস্ কেন বল দেখি? আমার হয়েছে কি?

ললিতা। তোমার যা হয়েছে, তা ভুক্তভোগী ছাড়া বুঝতে পারবে না। ও কি জনার কর্ম্ম? তাই বলচি, ঘরের ধন তুমি ঘরে থাক।

জনা। ব্রাহ্মণ ওর জন্ম সব নষ্ট করলে, আর উনি তার সর্ব্বস্ব খেয়ে ব'সে থাকবেন?

ললিতা। তুই চুপ কর্। যে খায়, সেই ত ঘরে থাকে দিদিরাণি! যে খেতে না পায়, সেই এর দোর তার দোর ক'রে বেড়ায়।

জনা। হাঁ—বেড়ায়,—তুই দেখেছিস্? কাঙ্গাল যে, সে খেতে না পারলে, ছাঁদা বাঁধে। না দিদিরাণি, চল, আমরা চ'লে যাই।

ললিতা। না, তুমি ঘরে থাক। দেখ দিদিরাণি! আমি এক দিন একটি পাকা হরীতকী পেড়ে জনাকে দিতে গিছলেম। কোথায় যাব, কুঞ্জবনে না গিয়ে পড়লেম তোমার ঘরে। সেথায় গিয়ে শুনলেম, জনা পুকুরে। গেলেম পুকুরে, সেখানে শুনলেম, তোমার ঘরে। এই রকম বারকতক ঘর-পুকুর ক'রে কুঞ্জবনে ব'সে হরীতকীটি গালে দেব দেব মনে করচি, এমন সময় মাথা তুলে দেখি যে, জনা হাত পেতে সুমুখে দাঁড়িয়ে। তাই বলি দিদিরাণি, তুমি ঘরে থাক।

জনা। দেখ দিদিরাণি! এক দিন আমার মনের সঙ্গে বড় ঝগড়া হয়। আমি বল্‌লেম, মন, তোরে আজ শিবপূজা করতে হবে। মন বললে, করব। শিবের ঘরে ব'সে আছি ফুল হাতে ক'রে, চেয়ে দেখি না, মন গেছে নন্দতের মন্দিরে। বড়ই রাগ হ'ল, বল্‌লেম মন! তোরে আজ মেরেই ফেলব। মন আমার রাগ দেখে কাঁপতে লেগে গেল। তখন দয়া ক'রে বল্‌লেম, মন! যদি কথা শুনিস্ ত থাক্, নইলে জন্মের মতন তোর বিসর্জ্জন। সেই অবধি মনকে যখন যা বলি, তাই শোনে। দেখবে একবার মনের সঙ্গে

কথা কব। মন! 'কেন ভাই জনার্দ্দন!'—নলতের কাছে থাকবি?—'তুমি বল্লেই থাকব।' দিদিরাণীর সঙ্গে যাবি? 'তুমি বল্লেই যাব।' দেখ, নলতের কাছে যাসনি—'না'। তার সঙ্গে কথা কসনি—'না।'

ললিতা। কই শুনি, আর একবার শুনি। মন তোর কত বশ মেনেছে!

জনা। মনকে আমি মুটোর ভেতরে পূরেছি।

ললিতা। কই, আর একবার বল দেখি, চোখ বুজে বল।

জনা। মন!

ললিতা। কেন ভাই জনার্দ্দন!

জনা। তোরে যদি আমি ছেড়ে দি?

ললিতা। তা হ'লে পালিয়ে যাই।

জনা। যদি ধরতে যাই?

ললিতা। ধরা না দিলে ধরে কে? পাহাড়ে উঠলে তুমি, আমি উড়ি আকাশে। তুমি গেলে বৃন্দাবনে, আমি পালাই প্রভাসে।

জনা। কি, তোর এত বড় স্পর্দ্ধা! দেখ্ মন, নলতেকে ফেলে আমি ইন্দ্রলোকে যাব।

ললিতা। আমিও তা হ'লে ব্রহ্মলোকে যাব।

জনা। আমিও অমনি গোলোকে।

ললিতা। আমিও অমনি ধ্রুবলোকে।

জনা। দেখ্ পাপীয়সী মন! তা হ'লে আর আমি তোর মুখ চাইব না, আমি একেবারে তার এককাটি ওপর লোকে যাব।

ললিতা। তার এক কাটি ওপরে যে গাধালোক।

জনা। তা হ'লে আমিও ধ্রুবলোকে থাকব।

ললিতা। সেখানে যে নলতে আছে!

জনা। তবে আমি কোথাও যাব না, আমি ঘরেই থাকব।

ললিতা। এত ছুটোছুটি ক'রে ঘরে ত আবার ফিরতে হ'ল। চল দিদিরাণি! আমরা ঘরে যাই।

রমা। দেখ্ নলতে, দেখ্ জনার্দ্দন! তোরা আমাকে পাগল কর।

জনা। তা হ'লে আমার সঙ্গে এস।

ললিতা। তা হ'লে আমার সঙ্গে এস। নিজেই পাগল, ও আবার পাগল করবে কি?

জনা। নাও, এস।

ললিতা। নাও, এস।

রমা। অমন ক'রে টানাটানি কেন? তোরা দুজনে আমাকে ছিঁড়ে দুভাগ ক'রে নে—আমার হয়ে যাক্।

ললিতা। দেখ ভাই জনা—আর ত ঠাকুরের ঝুলি খুঁজে দেখি, ভোলা ঠাকুর ছোট ঠাকুরকে ঝুলির কোথায় পূরে রেখেছে।

(রমার হাত ধরিয়া গীত)

নয়ন মেলি চাও না মহেশ্বর।
তোমার কৃপার কণার ভুবন ভরায় আমরা
কি হে পর।
আকুল প্রাণে কইতে কথা প্রাণের গাঁথা গাই,
সজল চোখে চাই,
আকুল প্রাণে সখীর সনে যোড়ন বিলাই;
আকুলে সকল ভুলে সব ঢেলেছি চরণপর;
তবু ত শুনলে না কানে,
তবু ত পড়ল না ফুল লাগল না প্রাণে,
তবে কি এমনি ক'রে ঘুরে ঘুরে দিন যাবে হে
দিগম্বর।
ছিছি হে অভয় বরে করে ধ'রে দেখাও কেন
বিষধর।

নেপথ্যে। হর হর হর বোম্! হর হর হর বোম্।

জনা ও ললিতা। ওই গো দিদিরাণি!

(পটক্ষেপ)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অধিত্যকা-পথ।

পর্ব্বত।

পর্ব্বত। হর হর হর বোম্! হর হর হর বোম্। আরে ম'ল, আবার সেই অধিত্যকা—ঘুরে ঘুরে ফিরে ফিরে আবার সেই অধিত্যকা? অনাহারে, অনিদ্রায়, পঞ্চদশ দিন অবিশ্রাম পথপর্য্যটনের পর আবার সেই অধিত্যকা? কোথা স্বর্গ কোথা স্বর্গ ক'রে পঞ্চদশ দিবসব্যাপী উন্মত্ততার পর আবার কি সেই অধিত্যকায় ফিরে এলেম? সেই সর্ব্বনাশীর গীতময়ী এ ললিত-ভীষণা অধিত্যকার হাত হ'তে কি আর আমার নিস্তার নাই? এ অনন্তবিস্তার গোলোকধাঁধাঁর কোটি কোটি পথের

আরম্ভ ও শেষ কি এই এক অধিত্যকা? দূর হ'ক, আর আমি হাঁটব না। হেঁটে আর সংখ্যা করতে পারব না। আর আমি হাঁটব না; আর মিছামিছি পথ চ'লে দেহের অবসাদ আনব না, প্রাণে আশার স্থান দেব না, পরস্পর-বিরোধী কতকগুলো তর্কের প্রতিষ্ঠা করব না। আমি এই অধিত্যকাতেই থাকব। এই অধিত্যকার যে শিলাতলে ব'সে কুহকিনী প্রকৃতির উন্মাদিনী শোভাকর্ষণে আমার মনকে প্রথম স্বাধীনতা দিয়েছি, সেই শিলায় আবার বসব। হে অধিত্যকা, আমায় জল দে, হে অধিত্যকা,আমায় ফল দে, আয় আয় অধিত্যকা আয়—আয় তোর কোলে মাথা রাখি—আয় তোর তুষারধবল কোমল অঙ্গে অনন্ত শয়নে শুয়ে থাকি! (শয়ন)

(নেপথ্যে গীত)

সে যে ছড়িয়ে গেছে ফুল।
কি লয়ে আর গাঁথি মালা করি কানের দুল,
ছিঁড়ে ছড়িয়ে গেছে ফুল।

ওরে বাবা রে! আবার গান যে! কি সর্ব্বনেশে স্থানে আমায় পাঠিয়েছ ভগবন্! এখানে পাথরেও গান গায়! ঠাকুর, আমায় শূলে দাও, সুদর্শনে খণ্ড খণ্ড কর, যে কোপানলে মদন ভস্ম করেছিলে, তাই দিয়ে আমায় পুড়িয়ে মার। কিংবা অন্য যত রকম শাস্তি তোমার ভাণ্ডারে আছে, সব আমার মাথায় ঢাল। তাতেও আমি মনস্থির রাখব। না পারি, আর আমায় তুমি নিয়ো না, না পারি, আর আমার কথা কানে তুলো না। তুলে লও—মর্ত্ত্য হ'তে গান তুলে লও। এক গান-বাণ-প্রহারে তুমি ত্রিভুবনে ছুটেছিলে, আর আমার পেছনে সহস্র গান—লক্ষ গান—কোটি গান—কেবল গান! ভগবন্! অনাহারে দেহ জর্জ্জরিত, আমি চলচ্ছক্তিহীন; পিপাসায় তালু শুষ্ক, আমি বাক্‌শক্তিহীন। বড় অন্তর্যাতনায় আজ তোমাকে ডাকচি। আজ পোনের দিন তোমার অর্চ্চনা হ'তে বঞ্চিত! ঈশ্বর, রক্ষা কর—ঈশ্বর, রক্ষা কর!

(ফল ও জল লইয়া বালকবেশে ললিতার প্রবেশ)

ললিতা। (গীত)

সে যে ছড়িয়ে গেছে ফুল।
কি লয়ে আর গাঁথি মালা করি কানের দুল।
ছিঁড়ে ছড়িয়ে গেছে ফুল।
সে যে কোথায় আছে বলে না কারে,
বেড়ায় ভুবন কিসের কারণ কোন্ পথ ধ'রে,
তাই ত জ্বালা ডুবিয়ে গলা ভাসতে টানে পাই
না কূল

মিনি সুতোর গাঁথা মণিহার—
হৃদয়-রতন মুদে নয়ন দেখে কে বাহার,
সে যে আসবে ব'লে এলো না গো,
কথায় কথায় ভুল॥

পর্ব্বত। আরে ম'ল! এটা আবার কে রে—দূর হ'ক ছাই, মুখ থুবড়ে প'ড়ে থাকি।

ললিতা। (অগ্রসর হইয়া) ঠাকুর, কি জল খান।

পর্ব্বত। কে তুই?

ললিতা। ঠাকুর, তুমি কাঁদছিলে?—আ কেঁদো না, এই জল খাও। ঠাকুর, মুখ তোল এই দেখ, আমি তোমার জন্য সুশীতল জল এনেছি সুমিষ্ট ফল এনেছি।

পর্ব্বত। কে তুই আগে না বললে আমি মুখও ফিরাব না, জলও খাব না।

ললিতা। তবে জল আর ফল তোমা পায়ের কাছে রইল—আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

পর্ব্বত। যা—দূর হয়ে যা। (চারিদিকে চাহিয়া) সত্য সত্যই গেল না কি? (উঠি চারিদিক অন্বেষণ করিয়া) সত্য সত্যই গে না কি?—বলি ও—ও বালক! তোর ফল ফিরি নে যা! দ্বাদশ বৎসরের কঠোর তপস্যায় যে ফ পেয়েছি, তাতে আবার ফল! ওরে—ওরে-আরে ম'ল,এ বাতাসে মিলিয়ে গেল না কি?—ও আর কেউ নয়, ওটা অধিত্যকা!—বলি ও অধিত্যকা! আর একবার দেখা দে; আর এব বার আমার কাছে এসে বল্—ঠাকুর, এই ফ খাও।—তা না হ'লে আমি কিছু খাব না, ফে দেব—ফেল দেব। শুন্‌লি নে—শুন্‌লি নে তবে র'স্, তোর ফলের দফা রফা করি। (ফ ফেলিতে উদ্যত)

(জনার্দ্দনের প্রবেশ)

আরে ম'ল, আবার একটা যে রে! এটার আবা চূড়ো-ধড়া! এটা আর কিছু নয়, এটা অধিত্যকা শিং।

জনা। বলে তুমি কাঁদচ, তুমি কাঁদচ? সম দণ্ড কাঁদাবে,সমস্ত দিন কাঁদাবে, সংবৎসর কাঁদাবে

যাবজ্জীবন কাঁদাবে; আবার বলবে, হাঁ গা তুমি কাঁদচ? দেখা দিয়ে কাঁদাবে, লুকিয়ে কাঁদাবে, হেসে কাঁদাবে, কেঁদে কাঁদাবে; আবার কথায় কথায় বলবে, হাঁ গা তুমি কাঁদচ?

পর্ব্বত। একটা সুবিধে দেখচি—এটাতে গান নেই। তবে কথাগুলোয় ক্ষুরের ধার। ছেলেটা কথা না কইত! বলি ওরে বালক, একটা কথা শোন।

জনা। কি গা!—কে গা তুমি? কি বলচ?

পর্ব্বত। এগিয়েই আয় না—ওখান থেকেই কি বলচ বললে শুনবি কি?

জনা। না বললে আমি যাব না।

পর্ব্বত। আরে ম'ল! কাছে না এলে বলব কি? আবার পেছিয়ে যায়!

জনা। আমাকে আগে না বললে আমি যাব না।

পর্ব্বত। আরে ম'ল, এ ত বিষম জালা গা! মর্ত্ত্যলোকের কি সব বেয়াড়া? আরে গেল, শোন্ না!

জনা। আমি শুনব না।

পর্ব্বত। দেখ, চুলের ঝুঁটি ধ'রে কাছে এনে শোনাব বলচি।

জনা। কই, শোনাও দেখি, এই আমি পালালুম—কেমন ক'রে শোনাবে, শোনাও না।

[প্রস্থান।

পর্ব্বত। ওরে যাস্ নি যাস্ নি, শোন্ বলচি—শান্। মিনতি ক'রে বলচি, হাত যোড় ক'রে লচি, শোন্। ওরে ভাই! দয়া ক'রে বামুনের কটা কথা শোন্!

(জনার্দ্দনের পুনঃ প্রবেশ)

জনা। নাও, কি বলবে বল; এই তোমার ছে এসেছি, কি বলবে বল। এই নাও আমার ট ধর, ধ'রে কি বলবে বল। আমি মিনতি করতে পারি না ঠাকুর!

পর্ব্বত। এখানে গরমের কেউ নয়, তা কি নি! সেটাকে এমন ক'রে মিনতি করলে বোধ ফিরত!—না, আর তোর ঝুঁটি ধরব না, আর রে কটু কথা বলব না—তোরে কেবল আদর ব।—নে ব'স, এই খা।

জনা। সেটা সেটা করছিলে—সেটা কে গা?

পর্ব্বত। আর দুঃখের কথা বলিস্ নি ভাই সেটাও তোর মতন একটা নির্দ্দয়! আমাকে এসে জল দিয়েছে। কিন্তু আমিও এমনি পাষণ্ড কটু কথায় তারে দূর ক'রে দিয়েছি।

জনা। তা এ ফল আমায় দিচ্চ কেন?

পর্ব্বত। আবার গোল করে—নে, কথা ক'সনি, চুপটি মেরে ব'সে এই ফল খা।

জনা। আগে বল—না বললে খাব না।

পর্ব্বত। দেখ ভাই! আমি বড় কোপন-স্বভাব। আমার কথা কাটালে সহসা ক্রোধ বাড়ে। কথা ক'সনি, ফল খা।

জনা। না বললে, আমি খাব না।

পর্ব্বত। তবে দূর হ'য়ে যা। (জনার্দ্দন প্রস্থানোদ্যত, পর্ব্বত হাত ধরিয়া) ভাল বলচি; তা হ'লে খাবি ত?

জনা। আগে বল। না বললে কিছু বলতে পারব না।

পর্ব্বত। দেখ, এক একবার ইচ্ছে হচ্চে, তোর মুণ্ডপাত করি। কিন্তু কি বলব, আমার দর্প চূর্ণ হয়েছে। তবে শোন্ অবাধ্য বর্ব্বর বালক! শোন্, আমি পোনেরো দিন নিরাহার।

জনা। তবে এ ফল আমায় দিচ্চ কেন?

পর্ব্বত। আমি এ ফল ভগবান্‌কে নিবেদন করতে পারচি না। দেখ ভাই, আমার কান দে বিষ ঢুকছে। কাজেই আমার কথা বিষমিশ্রিত। বিষের ভয়ে ভগবান্ আমার কাছে আসচে না।

জনা। কেন, তোমার কথা ত বড় মিষ্টি, এমন কথায় ভগবান্ এলো না? তুমি ও ভগবান্‌কে ত্যাগ কর।

পর্ব্বত। ভগবান্‌কে ত্যাগ করব কি রে নরাধম?

জনা। ত্যাগ ত করেই রেখেছ, তা আমার ওপর রাগলে কি হবে? যদি রাগ না কর ত একটা কথা বলি। বোধ হয়, তুমি কার ভগবান্; সে তোমারে চায়, তুমি তারে ত্যাগ করেছ। নিরুপায় হয়ে সে তোমার ভগবানকে ধরেছে। হাত-পা-বাঁধা ভগবান্ আর তোমার কাছে আসতে পারচে না। এমন ক'রে কদিন রয়েছ?

পর্ব্বত। আমি কি আর আছি রে বোকা ছেলে? আমি থাক্‌লে কি আমার কাছে দাঁড়াতে পারতিস্? দেখ্ তোকে দেখে আর একবার সেটাকে দেখতে ইচ্ছে হচ্চে। সেটা আমায় আজ কাঁদিয়েছে; কাঁদিয়ে আবার বলে, হাঁগা, তুমি কাঁদচ?

(ললিতার প্রবেশ)

আর আর ভাই আয়, আর তোরে তাড়াব না, আর তোরে কটু কথা বল্‌ব না।

ললিতা। কি ঠাকুর! আবার তুমি কাঁদচ?

পর্ব্বত। ওই শোন্, শুনলি?

জনা। তুই কাঁদিয়ে গেছিস্, আবার এসে বলচিস্ কাঁদচ? দেখ ঠাকুর, তুমি ওর সঙ্গে কথা কয়ো না।

ললিতা। ঠাকুর, আমি তোমায় কাঁদিয়ে গেছি?

পর্ব্বত। না না, তুই কেন?

জনা। তবে কে, বল ত ঠাকুর, আমি তারে মেরে আসি।

ললিতা। বল ত কে, আমি তারে বেঁধে নিয়ে আসি। আনলে কি বকসিস্ দেবে?

পর্ব্বত। তা হ'লে তোদের ভগবানের কাছে নিয়ে যাব।

ললিতা। ভগবান্! ও বাবা! সে আবার কি?

পর্ব্বত। সে যে কি, তা বলবার যো নাই; সে বড় সুন্দর।

ললিতা। হাঁ গা, সে এর মত সুন্দর?

জনা। সে সবার সুন্দর, সবার বড়।

ললিতা। হাঁ গা সে এর গলা পর্য্যন্ত হবে?

পর্ব্বত। দূর বাঁদর ছেলে! এ যে এতটুকু।

ললিতা। ও হরি! ঠাকুর কাণা! আয় ভাই! আমরা তবে চ'লে যাই। না ঠাকুর! তোমার ভগবানে আমার কাজ নেই। ভাই, পালাই আয়, ঠাকুরের কাছে থাকলে ছোট হয়ে যাবি।

[জনা ও ললিতার দ্রুত প্রস্থান।

পর্ব্বত। আরে ম'ল! আবার গেল যে রে! ওরে, আর একটা কথা শোন্। ওরে, তোরা যথার্থই বড়, ওরে, তোরা ভগবানের চেয়েও বড়, শোন্, এই ফল নিয়ে যা। আমি ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, ওরে!

(বালকবেশে রমার প্রবেশ)

রমা। আর ওরে, ওরা আর আসচে না। তোমার সবার বড় ভগবান্‌কে ওদের চেয়ে ছোট করলে, ওরা আর তোমাকে বিশ্বাস করবে কেন?

পর্ব্বত। অ্যাঁ, কে তুমি—কে তুমি? (হস্তধারণ) রমা!

রমা। রমা কে ঠাকুর?

পর্ব্বত। কে তুই—কে তুই?

রমা। আমি বাদল।

পর্ব্বত। তুই বাদল—তুই আমার মুণ্ডু। দেখ্ তোরে আমি এক কথা বলছি, আমি দাসত্ব করব না।

রমা। ছি! দাসত্ব কি মানুষে করে? দাসত্ব যে না করে, তারে আমি বড় ভালবাসি।

পর্ব্বত। আবার সেই কথা। সত্য ক'রে বল্, তুই কে? না না, তুই বাদল। তোর চখে জল—তুই যথার্থই বাদল!

রমা। আমি ত বাদল, তুমি কাঁদচ কেন ঠাকুর?

পর্ব্বত। আবার কথা? দেখ্ বাদল, আমি পোনেরো দিন অন্নজলহীন। আবার যদি অনাহারে ঘুরি, যদি অনাহারে মরি, তা হ'লে তোর ব্রহ্মহত্যার পাতক হবে।

রমা। তবে এস ঠাকুর! তোমায় পায়েস রেঁধে খাওয়াই।

পর্ব্বত। পায়েস-পায়েস? দেখ্, আমি জল তুলতে পারব না।

রমা। সে তোমার ইচ্ছা।

পর্ব্বত। ইচ্ছা—ইচ্ছা? ইচ্ছায় বুঝি দাসত্ব নাই?

রমা। সে তুমি বলতে পার। এ কি, এ ফল পেলে কোথা?

পর্ব্বত। ফল—ফল! কই ফল, কোথা ফল? দেখ্ রমা, না না তুই বাদল।

রমা। রমাটা কে ঠাকুর!

পর্ব্বত। দেখ বাদল! এই এমন ফল, আমি ভগবান্‌কে নিবেদন করতে পারি নি। দেখ, পোনের দিন আমার পূজা হয় নি। এখানকার জলে কীট, ফুলে কীট, এখানকার বিল্বপত্রে বড় বড় চক্র।

রমা। সত্যি! কই, আমি ত কখন দেখি নি ঠাকুর। আমি পূজার জন্ত ফুল জল রেখেছি। তবে কি তাতে কীট আছে! দেখ দেখি ঠাকুর, এ ফলেও কি কীট আছে?

পর্ব্বত। এখন আমার ঝাপসা ঠেকচে। এখন আমি বুঝতে পারব না।

রমা। তবে ঝাপসা চোখেই ভগবানের পূজ

কর নি কেন, তা হ'লে ত আত্মাকে এত কষ্ট দিতে হ'ত না!

পর্ব্বত। কি বল্লি—কি বল্লি? কে তুই —কে তুই? দেখ্—রমা, না না বাদল, তুই আমাকে পূজা করাতে পারিস্?

রমা। রমাটা কে ঠাকুর, একশবারই রমা রমা করচ, সে তোমার কে? তোমার রমা রমা শুনে আমার রমা হ'তে ইচ্ছা যাচ্ছে।

পর্ব্বত। তাই হ, তাই হ, কিন্তু দেখ রমা, তুই আমাকে আদেশ করিস্ নি, আমি দাসত্ব করতে পারব না।

রমা। দাসত্ব করা তোমার ইচ্ছা, আদেশ করা আমার ইচ্ছা; তুমি না শুনলেই ত পার!

পর্ব্বত। তবে দে রমা, আমার শাস্তি দে—দে রমা, আমার স্বর্গ-পথের দ্বার দেখিয়ে দে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বনমধ্যস্থ কুটীর-সম্মুখ।

(জনার্দ্দন ও ললিতার প্রবেশ)

(গীত)

বল দেখি কে এসেছে।
যে আসব না আসব না ক'রে,
অনেক দূরে পা দিয়েছে।
যে কইব না কইব না ক'রে
কইতে কথা দেয় না কারে,
আপন মনে যারে তারে, মনের বাঁধন খুলে দেছে।
যে দেখা দিলে যায় গো জ'লে,
না দেখলে ভাসে নয়ন-জলে,
কাছে গেলে দূরে স'রে যায়,
সবুলে ফেরে পাছে পাছে।
উদাস প্রাণের বেচা-কেনা
পথের ধুলো মাথার সোনা,
না জেনে মন আপনা আনাগোনা সার ক'রেছে।

(কলসী মস্তকে পর্ব্বতের প্রবেশ)

পর্ব্বত। আরে মল! আবার তোরা! দেখ, তোদের গেরো ঘুনিয়ে এসেছে ব'লে রাখছি।

জনা। হাঁ গা, আমায় একটু জল দেবে?

পর্ব্বত। পেটে কি মরুভূমি পুরে এসেছিস, এগার কলসী জল খেলি ছোঁড়া, আবার জল!

ললিতা। তবু এখনও আমি চাইনি।

পর্ব্বত। তোরা ছুটোতে আমাকে মেরে ফেলবার সঙ্কল্প করেছিস না কি?

ললিতা। কার জন্ত জল নিয়ে যাচ্চ বল, না বললে আমরা আবার জল চাইব।

জনা। বল না, কার হুকুমে কলসী কলসী জল তুলচ?

পর্ব্বত। হুকুম আবার কার? আমার জল তোলা খেয়াল হয়েছে।

জনা। ঠাকুর, আমার বড় পিপাসা, জল দাও।

পর্ব্বত। জল খেয়ে মরচ কেন? এই জলে পিণ্ডি রাঁধা হবে, তাই খেয়ো।

ললিতা। ঠাকুর, আমার বড় পিপাসা, জল দাও।

পর্ব্বত। দেখাদেখি তোমারও জেগে উঠল! (কলসী রাখিয়া) নে আয়, এসে এই মাথার কলসীটে ভাঙ। রক্তে, জলে, ঘিয়ে ফলার হয়ে গা দিয়ে গড়াবে, তোরা ছুটোতে শুয়ে প'ড়ে খা। ওরে ভাই, সে উনুনে আগুন দিয়ে ব'সে আছে, এই জল নিয়ে গেলে তবে রান্না হবে; তোদের পেট ভ'রে পায়েস খাওয়াব, আমায় ছেড়ে দে।

ললিতা। ঠাকুর, পিপাসায় আমার প্রাণ যায়।

পর্ব্বত। আ মর! সুধু পিপাসা নিয়ে ধরায় এসেছ, ক্ষিদে নেই? মরণ ক্ষিদে কর না। ওরে ভাই, আমার ঘাড় পিঠ ধ'রে গেছে; এবার জল তুলতে হ'লে ম'রে যাব! ওরে, এক ক্রোশ তফাৎ থেকে জল আনচি।

জনা। তবে বল, সে তোমার কে?

পর্ব্বত। আমি বল্‌ব না, ম'রে গেলেও বল্‌ব না।

জনা। তবে আমরাও জল চাইতে ছাড়ব না।

ললিতা। বল না, তুমি কার বাড়ী দাসত্ব করচ?

পর্ব্বত। তবে রে হতভাগা ছেলে! (প্রহারোদ্যত)

ললিতা। ঠাকুর, বড় পিপাসা, জল দাও।

জনা। ঠাকুর, বড় পিপাসা, জল দাও।

পর্ব্বত। ও রমা! রমা! ওরে, আমায় বাঘে ধরেছে রে!

জনা। আর ভাই! আমরা আর কোথাও

ওগো! এ বনে কে আছ, আমাদের জল

ত। শোন্, শোন্! আচ্ছা থা, ফের থা; তবারে তোদের পিপাসা মেটে।

তা। না ঠাকুর, তোমার জল আমরা
। তোমার জলে আমাদের পিপাসা
া।

। বলেছি ত ঠাকুর, এ আমাদের পিপাসা। সত্য কথা বল, এক গণ্ডূষ মাদের পিপাসার শান্তি হবে।

ত। পাষণ্ড! তবে কি আমি মিথ্যাবাদী? না আমার ইচ্ছা।

তা। তবে চল ভাই! ও কথায় আমা- পাসা মেটেনি, ও কথায় আমাদের পিপাসা
া। ওগো, কে আছ, জল দাও।

[জনার্দ্দন ও ললিতার প্রস্থান।

ত। তবে কি আমি আত্মগোপন করচি? সেই বালকটার কথায় জল আনা আমার না, না, জল আনা আমার ইচ্ছা। ভাল, ত আমার ইচ্ছা হয় না কেন? আমার এ বশে আনলে কে? বালক?- না, সে যে রে রমা বলতেই আমার ইচ্ছা হয়, রমা আমি তৃপ্তি পাই। রমা! রমা! সেই আমার এই সর্ব্বনাশ করেছে। সেই উপর অভিমানেই আমার জল তোলবার য় বাসনা। রাক্ষসি! আমার কি করলি? বলি নি, তাই একটা বালকের বুকে বিশ্বা- থা ঢেলে আমাকে দাস করলি?

(রমার প্রবেশ)

কে জল চাইলে? জল জল ক'রে কে

ত। দেখী, পাষণ্ড বালক! আর আমি ছে থাকব না।

। কে ও, তুমি! জল চাইলে?

ত। দেখ, আর আমি তোর পায়েস

কেন ঠাকুর, আমি কি অপরাধ

। আমাকে জল তুলতে বললি কেন? আমি পায়েস রাঁধব ব'লে; কেন, হয়েছে?

পর্ব্বত। পাষণ্ড! আমাকে দাস করলি, আবার বলিস্ কি হয়েছে?

রমা। ক্ষুধা-তৃষ্ণার দাসত্ব কে না করে ঠাকুর?

পর্ব্বত। তাতে তোর কথা শুনব কেন পাপিষ্ঠ নরাধম বর্ব্বর বালক! দেখ, তুই আমাকে বড়ই তৃপ্তি দিয়েছিস্—রমা হয়ে আমার স্বর্গ স্বর্গ করা প্রাণকে স্বর্গের ছবি দেখিয়েছিস্। আমাকে সুন্দর ফুল-ফল দিয়ে ভগবানের পূজা করিয়েছিস্; আমার প্রাণ রেখেছিস্; মান রেখেছিস্; আবার যে স্বর্গপথের অন্বেষণ করতে পারব, তার বল দিয়েছিস্। তাই তোকে কিছু বল্‌লেম না, নইলে তোকে ভস্ম ক'রে ফেল্‌তেম। যা—আমার সুমুখ থেকে চ'লে যা। আমাকে আদেশ করলি, আমাকে দাসত্ব শেখালি! আর আমি তোকে রমা বলব না।

রমা। যাও—এখনও যদি তোমার জ্ঞান না জন্মাল, তা হ'লে আর তোমারে ধরব না। যোগি- বর প্রভুত্বের তোমার গর্ব্ব কই? দাসত্ব তুমি না কর কার? ভগবানের উপর বলপ্রয়োগ করতে তুমি দাসত্ব না কর কার? বৃক্ষলতা-গুল্মের দাসত্ব কর, ভাল ফুল ফল না হ'লে তোমার পূজা হয় না; জলাশয়ের দাসত্ব কর, ভাল জল না হ'লে তোমার আচমন হয় না। এই অকিঞ্চিৎকর দেহের দাসত্ব কর, দেহরক্ষা না হ'লে তোমার প্রাণায়াম হয় না। দাস যে সূর্য্য—তারও তুমি দাসত্ব কর, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'লে তোমার কার্য্য পণ্ড হয়। তোমার আবার প্রভুত্বের অহঙ্কার? যাও ঠাকুর, যাও, তুমি বুঝলে না—আর তুমি বুঝবে না। ভাল, আজ তুমি কার দাসত্ব করলে? এই তুমি ক্ষণেক আগে না আমায় বল্‌লে, ত্রিভুবনে রমা কেবল আমার আপনার। আমি যদি আপনার হলেম, তা হ'লে আপনার ইচ্ছামত কার্য্য কি দাসত্ব?

পর্ব্বত। কে তুই—কে তুই—রমা, আমার রমা?

রমা। কে জল চাইলে, জল জল ক'রে কে কাঁদলে?

[প্রস্থান।

পর্ব্বত। এ জগতে পিপাসা নাই কার? তবে অপরে পিপাসায় জল অন্বেষণ করে, আর আমি নদী ছেড়ে মরুপ্রান্তরে ঘুরে বেড়াই। রমা, আর আমায় ফেলে যাস নি।

(জনার্দ্দন ও ললিতাকে ধরিয়া
ক্ষেমঙ্করীর প্রবেশ)

ক্ষেম। পোড়ারমুখো ছেলে, পোড়ারমুখী মেয়ে, আমায় কাঁদিয়ে বনে এসেছ, পুরুষ সেজেছ, চূড়া, ধড়া পরেছ! চল, একবার ঘরে চল।

জনা। ও দিদি, ব্যথা, হাতে ব্যথা, ছাড়—ছাড়।

ললিতা। লাগে—লাগে, ছাড়।

ক্ষেম। ছাড়ব? আমায় অন্ধ ক'রে চ'লে এসেছ, তোমাদের ছাড়ব? আমার অন্ধের নড়ী নয়নমণি, হতভাগা ছেলে, হতভাগা মেয়ে তোদের ছাড়ব? এবার থেকে হাত-পা বেঁধে দুটোকে ফেলে রাখব।

ললিতা। উঃ, উঃ, ও দিদি, আমি অমনি যাচ্ছি, ছাড়।

জনা। ওগো, ব্যথা ব্যথা—আমার হাত ছাড়-না ডাইনী বুড়ী।

পর্ব্বত। বালক! জল পান কর। বালক! আমি দাস, সত্য বলছি দাস। দাসত্ব করা আমার ব্যবসা। ওরে! দ্বাদশবর্ষের উদ্যম আমার নিস্ফল করিস্ নি?

ক্ষেম। কে র‍্যা মিনষে, কি লোক, তার ঠিক নেই, কে তোর জল খাবে?

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

নদীতীরস্থ কানন।

(রমা।

রমা। প্রভু! আর একবার তোমার অবাধ্য হব, আর একবার তোমায় ঘোরাব, আর একবার কাঁদাব। অপরাধ ল'য়ো না মহেশ্বর! এ আমার সাধ। ব্রাহ্মণ—নারায়ণ—যোগীশ্বর। তোমার লাঞ্ছনা ভিক্ষা করি। ব্রহ্মরূপী দ্বিজবর, তোমার করায়ত্ত করাই যে আমার কামনা। ভক্তাধীন! আমার ঈশ্বরী কর, আমার দাসত্ব কর। এসে একবার বল, "রমা! আমি তোর দাস।"

(ললিতার প্রবেশ)

ললিতা। জনার সঙ্গে আর যদি বেড়াই, তা হ'লে কি আর বলেছি! এমন কঠিন জানলে কি ওর সঙ্গে আসতুম? দোলায় দুলিয়ে, গলায় মালা পরিয়ে, কপালে টীপ দিয়ে, পায়ে নূপুর দিয়ে, আলতা দিয়ে, কাঁকি দিয়ে আমাকে আপনার ক'রে নিলে গো—শেষে কি না আমাকে দিয়ে ঠাকুরের লাঞ্ছনা করালে! জনার সঙ্গে আর যদি আমি কথা কই, তা হ'লে—

রমা। আরে গেল, দিদি গালিস্ কেন, হ'ল কি? জনার ওপর এত রাগ হ'ল কিসে?

ললিতা। দেখ দিদিরাণি, হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে আমার হাঁটু পর্য্যন্ত ক্ষয়িয়ে দিলে, বামুনকে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে আমাকে কঠিন ক'রে দিলে। আহা, ঠাকুরের কান্না দেখে কাঁদতে পেলেম না, চোখে এক ফোঁটা জল এলো না! এস দিদিরাণি, আমরা দুজনে এক জায়গায় ব'সে কাঁদি।

রমা। আর কাঁদতে হবে না, ঘরে চল।

ললিতা। না দিদিরাণি! ঘরে যাব না। ইচ্ছা করচে, এই যমুনার তীরে, এই চাঁদের আলোয় দু'দণ্ড ব'সে কাঁদি; আর কান্নার সঙ্গে সকল দুঃখু যমুনার হাত দিয়ে মা গঙ্গার কাছে পাঠিয়ে দিই! শুনেছি, মা গঙ্গার না কি গোলোকপতির পাদপদ্ম থেকে উদ্ভব!

রমা। কি বলচিস পাগলি? কথার শ্রী নেই, ছাঁদ নেই—পাগলের মতন বলচিস কি?

ললিতা। বলছি কি—মা গঙ্গার কাছে যদি চোখের জল, আর দুঃখের কথা পাঠাই, তা হ'লে সে কি গোলোকপতির চরণে গিয়ে ঠেকবে না। দিদিরাণি, এই যমুনার তীরে, এই পূর্ণিমার ধবধবে জ্যোছনায় রাসেশ্বরী না কি একবার এই রকম করে ঘুরেছিল।

রমা। কি রকম ক'রে?

ললিতা। এই বামুনের মত কেঁদে কেঁদে। ভাল দিদিরাণি! দুঃখের কথা ভাসিয়ে দিলে কি আকাশে গিয়ে ঠেকে না?

রমা। মা গঙ্গা যদি উজান বয়। নইলে সাগরে ভাসাতে কি করতে কাঁদবি দিদি? কাঁদতে হবে না ঘরে চল।

ললিতা। শ্রীরাধা কেমন মেয়ে দিদিরাণি, কৃষ্ণের জন্য কেঁদে কেঁদে সারা রাতটা ঘুরলে? আর তুমিই বা কেমন মেয়ে দিদিরাণি, ছোট ঠাকুরকে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে সারা রাতটা ঘোরালে?

রমা। আমি কি মেয়ে রে পাগলি—আমি কি শ্রীরাধার মতন চোখে কলসী [illegible]

হ কথায় চালব ? নে, চল, আর কাঁদতে

ত্রা। দেখ দিদিরাণি! তোমার চক্ষে কত-
হ ফুটেছে।
। আমি যে চাঁদের গাছ।
ত্রা। না দিদিরাণি, চাঁদ ঝরচে।—দিদি-
মি কাঁদচ ?
কান্না আসচে—পালাই আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

জনার্দ্দন ও ক্ষেমঙ্করীর প্রবেশ)

। এ দিকে বেণা বন, এ দিকে বেত,
কাঁটানটে, উহু, উহু, পা জ্ব'লে গেল!
নিসনি, হাতে ব্যথা, পথে কাঁকর, এ
াথায় আন্‌লি ?
দেখতে পাচ্ছিস না! উপরে চাঁদ,
া।
। তোর কাছে কি কিছু বোঝবার যো
ই ? কেবল কাঁটা, তার বুঝব কি ?
বুঝতে না পারলে সকল লীলাতেই
ক, তা এ ত রাসলীলা। এই দেখ, এই
তাল, এই তমালবন ; ওই মাধবী, আর
। সেই শাল তাল-তমালে, মাধবী-মালতী-
কাঁটানটে-শেওড়ায়-ভেরাণ্ডায় জড়াজড়ি
বন। ওই চিরখোকা চাঁদ, আর এই
ুকী কুল কুল ক'রে কাঁদুনি গাওয়া
যমুনা। এই ধীর-সমীরে যমুনা-তীরে
তোর বনে বাস-করা বনমালী। ছোট
চ্চ রাধা। হা রমা! যো রমা! ক'রে
দ বেড়াচ্চে। নল্‌তে হয়েছেন বৃন্দা—
ধার আছে নথ নাড়চেন, আর বার
ছে গিয়ে মানের কান্না কাঁদচেন।
এইবারে যেন কতক কতক বুঝতে
হ'লে তুই ?
আম হচ্চি আয়ান—লাঠি হাতে
য়ে তেড়ে যাচ্চি, আর এক হাত জিব-
ক্কেকালীকে দেখে পালিয়ে আসচি।
রক্কেকালীটে হ'ল কে ?
রক্কেকালী আর হবে কে—এই মামা
ামাকে ঠকিয়েছে মনে ক'রে মুখ
াচে, আর যেই পায়ের তলায় কুল

হাতেকরা কুটিলাকে দেখছে, অমনি জিব বেরিয়ে পড়চে।

ক্ষেম। কুটিলাটা কে রে ?

জনা। কুটিলাটা তোমার সুকুমারী ; একটা বুড়ো বাঁদরের পায়ে সর্ব্বস্ব ঢেলে তন্ময় হয়ে মরচেন।

ক্ষেম। সুকুমারী কুটিলা ?—বল্‌লি কি ? সুকুমারী কুটিলা ? তা হ'লে মিল হ'ল কেমন ক'রে রে বোকা ছেলে ?

জনা। আরে ম'ল, মিল হ'লে কি আর লীলা থাকে।—মনে কর, দুটি সমান সমান সাপ এ তার লেজ ধরেছে ও তার লেজ ধরেছে,এখন দুটোতেই যদি দুটোর মাথা পর্য্যন্ত গিলে ফেলে, তা হ'লে বাকি থাকে কি ?

ক্ষেম। তা হ'লে আর কি থাকবে—কিছুই না।

জনা। এখন বুঝলি, মিল যত দিন না হ'ল, তত দিন পূর্ব্বরাগ, প্রেম-বৈচিত্র্য, বিরহ-বিকার, দিব্যোন্মাদ—কত রকমেরই লীলা চলে। আর যেই মিলন, অমনি বৃন্দাবন ভোঁ ভোঁ। আর একটা বুড়ীর পর্য্যন্ত চুলের টিকিটি দেখতে পাওয়া যায় না। বুঝলি জটিলে বুড়ী!

ক্ষেম। পোরাড়মুখো! আমায় বুঝি পেলি জটিলে ?

জনা। হাঁ হাঁ।—তোর রাধা কুটিলে দুই-ই বেগড়াল, তোর আর বেঁচে দরকার কি ? এই চাঁদ, আর এই যমুনা।—এই চাঁদকে সাক্ষী ক'রে যমুনায় ঝাঁপ খা। যমুনা সুন্দরী যত্ন ক'রে তোরে তার দাদার কাছে নিয়ে যাবে।

ক্ষেম। কি বললি—কি বললি ?—রস তো, তোর তেজটা ঘোচাই।

জনা। বল কি—বল কি ? (পলায়নোদ্যত)

(সুকুমারী ও সখীগণের প্রবেশ)

ক্ষেম। দেখ দেখি মা, জনা আমাকে কাঁদিয়ে যায়।

সুকু। জনা, শোন্।

জনা। আবার যাবার সময় পিছু ডাক কেন ?

সুকু। ভাই! আমার ঠাকুর কোথা গেল ?

জনা। সেই খবর নিতেই ত ক্ষেমা দিদিকে পাঠাচ্ছিলেম ; তা ক্ষেমা দিদি বলে, যমুনার জল কন্‌কনে, কোন গরম পথ দেখিয়ে দে। কি বলিস ক্ষেমা দিদি ?

ক্ষেম। হাঁ বাছা, বুড়ো হয়েছি, গরম পথ না হ'লে হাঁটতে পারব না।

জনা। তবেই ত হ'ল, পোড়াতেও পারব না, জলে ভাসাতেও পারব না। তবে আয় দিদি, তোরে তমালের ডালে টাঙিয়ে রাখি। বলি ওলো সখীরে! তোরা এই বেলা দিদির গায়ে হরিনাম কটা লিখে দে, আমি ললিতাকে ডেকে আনি।

ললিতা প্রাণের সখী মন্ত্র দেবে কানে।
মরা দেহে জ্বল যেন কৃষ্ণ নাম শুনে॥

১ম সখী। ওকে ব'লে কি হ'বে? ও শুনে কেবল ঠাট্টা করবে, ও হ'তে কোন প্রতীকার হবে না। চল কুঞ্জে যাই, সেখানে ভোরের মধ্যে না আসেন, তার পর সকলে খুঁজব।

২য় সখী। হাঁ দিদিরাণি, সেই ভাল। খুঁজে যে বেশী কিছু ফল হবে না, সে ত এই সারারাত ঘুরে দেখা গেল।

ক্ষেম। হাঁ বাছা, তাই কর।—যা হবার, তা ত হয়েই গেছে, এখন কেঁদে আর কি করবি দিদি?

সুকু। হাঁ ভাই জনা, তা হ'লে কি উপায় হবে?

জনা। তবে তোমরা যাও—আমি একবার খুঁজে দেখি।

সুকু। তোর পায়ে পড়ি, একবার দেখ ভাই! রমার কাজই কেবল করবি, আমার কি করতে নেই?

জনা। ভাল, যাও না গো!

সুকু। আয় ক্ষেমাদিদি, আমরা যাই।

ক্ষেম। দেখিস যেন বেত-বনে পড়িস্ নি!

[জনা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

জনা। মরিব মরিব সখি নিচয় মরিব।
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়া যাব॥
না পোড়াইও রাধা-অঙ্গ না ভাসাইও জলে।
মরিলে তুলিয়ে রেখ তমালের ডালে॥
পচে যাবে অঙ্গ কাকে চোখ খুলে খাবে।
কৃষ্ণকে দেখিয়া অঙ্গ লাফিয়ে উঠিবে॥

এখন কোন্ দিকে যাই? এ দিকে রাজা, ও দিকে মন্ত্রী, সখীগুলো এক একটা বড়ে, দিদি মামার এক কোণা হাতী, সুমুখে যমুনা; চাল মাত দেন দেখছি! এ বিপদ-সময় কোথায় আমার বপারের নৌকা—আমার ললিতা সুন্দরী!

(ললিতার প্রবেশ)

ললিতা। জনা! মামাঠাকুরের কেমন রূপ হয়েছে, দেখবি আয় ভাই!

জনা। সে আমার দেখা আছে।

ললিতা। আরে না, সে বানর-মূর্ত্তি নয়, এ এক চমৎকার মূর্ত্তি! মামাঠাকুর ছোট ঠাকুরের স্বর্গ-পথের দোর খুলে দিয়েছে; আর ছোট ঠাকুর মামা ঠাকুরকে কন্দর্প ক'রে দিয়েছে।

জনা। আগের চেয়ে ভাল কি মন্দ, বল দেখি।

ললিতা। তা কেমন ক'রে বুঝব, সে বড় দিদিরাণী বলতে পারে। তুই একবার দেখবি আয় না।

জনা। একটা বড় ভুল হয়ে গেছে; মামা ঠাকুরের আগের চেহারাটা কাকে দিলে বল দেখি?

ললিতা। কেন—তুই সেটা নিভিস না কি?

জনা। দিদিরাণী! সেই মূর্ত্তি দেখতে না পেয়ে পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্চে! বড় দুঃখ, সকলে সবার জন্ত ঘুরলে, তুই কিন্তু আমার নামটাও একবার মুখে আনলি নি!

ললিতা। আমি কে, বল্ দেখি? তুই তুই করচিস্, বল্ না আমি কে?

জনা। দেখ নলতে!—

ললিতা। দূর কাণা!—আমি যে জনা। নল্‌তেই ঘুরে মরে, জনা কি কখন ঘোরে? আর সে কার জন্ত ঘুরবে, সে কি নল্‌তেকে দেখতে পারে?

জনা। তবে চল্ ত ভাই জনা, নল্‌তেকে সাগরে ভাসিয়ে আসি।

ললিতা। সে যে সাগরেই ভাসচে ভাই!

জনা। তবে আয় জনা, তারে ডুবিয়ে আসি—তার আর অকূলপাথারে মুহূর্ত্তের জন্ত বেঁচেই বা সুখ কি! সে সকল সুখ তোরে উচ্ছুগগু ক'রে দিয়েছে। সকল দিয়ে তুচ্ছ প্রাণ নিয়ে ভেসে থাকবার তার প্রয়োজন কি? দেখ জনা, সংসারের সকল পেয়েও তার আরও পাবার লোভ ঘুচল না। কর্ঠায় কর্ঠায় চিনি খেয়েও তার আস্বাদন-সাধ গেল না। এবারে তার চিনি খাবার সাধ মেটাব। তারে জলে ডুবিয়ে গলিয়ে সমস্ত সাগরটাকে চিনির পানা করব।

ললিতা। না ভাই, তা করা হবে না। চিনির লোভে তোর জনা হয় ত নল্‌তে সাগরে ঝাঁপ

যাবে, সাঁতার জানে না, ডুবে যাবে। সমস্ত দরজায় তারে দেখতে না পেয়ে, কেল কেল ক'রে চেয়ে থাকবে। এখনি ত ঠাকুর ছুট ঘুরে ঘুরে মরবে। তবে চল ভাই জনা, আগে ঠাকুরদের ঘোরা ঘোচাই।

জনা। কে ও ললতে! কোথায় ছিলি? কখন্ এলি? আমাকে চিনতে পেরেছিস্?

ললিতা। চল্ না—চাঁদ ঢ'লে পড়ল যে!

জনা। আয় তবে, মিষ্টে আলোয় ডুমুরগাছে কেমন ফুল ফুটেছে দেখবি আয়।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

কুঞ্জদ্বার।

নারদ ও জনার্দ্দন।

জনা। আর কেন, ডাকতে শুরু কর না।

নারদ। র'স্ না ভাই!—তাড়াতাড়ি করিস কেন? আর একবার চেহারাটা দেখ না; দেখ দেখি ভ্রূদুটো ভ্রমরকৃষ্ণ কি না?

জনা। ভ্রমর কি, তার চেয়েও বেশী; ঠিক যেন দুখানা পাথুরে কয়লার গর!

নারদ। দুখানা কি রে? তবে কি ভ্রূ আমার জোড়া নয়? দুখানা কি রে, দুখানা বললি কি? তবেই বানর ছোঁড়া আমাকে মাটী করেছে দেখছি। রূপে যদি খুঁত রইল, তা হ'লে আর হ'ল কি?

জনা। না ঠাকুর! তুমি বড়ই সুন্দর!

নারদ। আর ভাই, তুই সুন্দর বললে কি হবে, সুকুমারী দেখে সুন্দর বলে, তবেই ত!

জনা। রূপ খুঁজে না কে ঠাকুর? এমন রূপ দেখে যদি সুকুমারী মুগ্ধ না হয়, তা হ'লে তার চক্ষু নেই।

নারদ। সে পক্ষে আমার কিছু সন্দেহ আছে। আমার বানর-মুখ দেখে সে যখন বলত, "আহা ঠাকুর! তোমার কি সুন্দর নাক, সুন্দর চোখ! ঠাকুর! তোমার দাঁতগুলি কি সুন্দর!" যখন বলত, তখন মরমে ম'রে যেতেম। মনে মনে কাঁদতেম, আর বলতেম, "সুকুমারি! প্রাণেশ্বরি! যদি দিন পাই ত তোরে দেখাব, আমার এই দেহ-ভাণ্ডারে কত রূপ আছে। রূপভিখারিণি, দুদিন অপেক্ষা কর, আমি তোকে কন্দর্পলাঞ্ছন মদন-মোহন রূপ দেখাব। দেখ্ ত ভাই, চাঁদ সুন্দর কি আমার মুখ সুন্দর?

জনা। চাঁদের দিকে যখন চাই, তখন চাঁদ সুন্দর, তোমার মুখের দিকে যখন চাই, তখন তোমার মুখ সুন্দর।

নারদ। তবে আর নিখুঁত হ'ল কই?—না, পর্ব্বতে ছোঁড়ার যোগবল লোপ পেয়ে গেছে—ভাল ভাই, দেখ্ ত নাকটা কেমন?

জনা। টিয়া পাখীর ঠোঁটের মতন।

নারদ। চোখ দুটো?

জনা। কমলপত্রের মতন।

নারদ। ভ্রমর দুটো তার ভেতরে নড়চে? দেখ ভাই, একবার ভাল ক'রে দেখ।

জনা। উঃ! বন্ বন্ ক'রে ঘুরচে।

নারদ। বলিস্ কি রে, এরই মধ্যে ভ্রমর দুটো ঘুরতে শিখেছে? সব হয়েছে, এখন একবার চলনটা দেখ ত ভাই—কেমন, ঠিক মত্ত করিবরের মত নয়?

জনা। ঠিক মরালের মতন।

নারদ। তবে ত আরও ভাল হ'ল রে ভাই! তা হ'লে এইবারে আমি ডাকতে পারি—কি বলিস্?

(ললিতার প্রবেশ)

জনা। থু—ব—দেখ ত ভাই ললতে, ঠাকুরকে কেমন দেখাচ্ছে।

ললিতা। ও বাবা, এত বড় নাক! ও বাবা, চোখ দুটো যেন গিলতে আসচে।

নারদ। দূর হ——আমার সুমুখ থেকে দূর হ। কাণা তুই, রূপের ভাল মন্দ বুঝবি কি?

জনা। ও বাবা, তা এতক্ষণ দেখি নি—হাঁটু পর্য্যন্ত হাত! ও বাবা, এ যে হাউ-মাউ খাউ রে, মনিষ্যির গন্ধ পাঁউ রে।

ললিতা। ওরে বাবা রে!

(ললিতা ও জনার্দ্দনের পলায়ন)

নারদ। যা—বেরো—দূর হ। তিলফুলের মত নাসা, আকর্ণ-বিশ্রান্ত চক্ষু, আর আজানুলম্বিত বাহু দেখে যদি তোদের ভয় হয়, তা হলে তোদের মরাই ভাল! দূর হ শালারা। আয়! প্রাণেশ্বরি কুঞ্জবিহারিণি রসিকে! অয়ি

বিহিতবিশদ-কিসলয়-বলয়ে প্রিয়গতপ্রাণা স্বপ্নয়-নন্দিনি, দ্বার খোল।

নেপথ্যে। কে গা, ঠাকুর এলেন কি ?

নারদ। আরে, দ্বার খোল, খুলে দেখ, কেমন নব অনুরাগী যোগী এসেছে কুঞ্জের দ্বারে।

(অনেক সখীর প্রবেশ)

সখী। কই কে ডাকছে—ঠাকুর ? কে গা তুমি—আপনি কে—কারে খুঁজচেন ?

নারদ। কে ও,প্রিয়ম্বদে! বলি চিনতে পারচ না ?

সখী। না—আপনি কে ? পরিচিতের মত সম্ভাষণ করচেন, কিন্তু কই, আর ত কখন আপনাকে দেখি নি!

নারদ। একটা আলো আন না, তা হ'লেই দেখতে পাবে। আর আলোই বা কেন, একবারেই কুঞ্জে চল, সেইখানেই ভাল ক'রে দেখো —সুকুমারী কি করচে ?

সখী। সে কথায় আপনার প্রয়োজন কি ? আপনি কি ভিখারী ?

নারদ। ভিখারী বই কি, তবে অন্নের নয়, স্থানের। তোমাদের সহচরীর সেই রাঙ্গা টুকটুকে পা দুখানিতে একবিন্দু—এই এতটুকু জমীর ভিখারী। ও কি, দ্বার দিলে যে ?

সখী। বিটল ব্রাহ্মণ! রহস্য করবার কি আর লোক পেলে না!

নারদ। ওরে আমি নারদ—নারদ। ওরে দোর খোল্। বলি ও প্রিয়ম্বদা—কি হ'ল, এ কি রকম হ'ল ? বলি ও প্রিয়ম্বদা—ও বিরজা, বলি ও অনুরাধা—জ্যেষ্ঠা—অশ্লেষা—মঘা! আরে ম'ল, কেউ যে আর সাড়া দেয় না। ওরে দোর খোল্, না হ'লে এই দোরে মাথা খুঁড়ে মরব বলচি।

(সুকুমারীর প্রবেশ)

তোমার প্রিয়ম্বদার ব্যভারটা দেখলে! আমাকে দেখে দরজা বন্ধ ক'রে গেল, সাড়া দিলে না!

সুকু। আপনি কে প্রভু ?

নারদ। আমি কে ? কি বলচ সুকুমারি, আমি কে ? এ সুন্দর মদনমোহন পুরুষপুঙ্গবটা কি তোমার নজরে ঠেকছে না ?

সুকু। আপনি কি আমার ইষ্টদেবের সংবাদ এনেছেন ?

নারদ। তোমার ইষ্টদেব মরেছেন।

সুকু। ব্রাহ্মণ-মর্য্যাদা নষ্ট কর না।

নারদ। আরে পাগলি, চিনতে পারছি না। আমিই তোর ইষ্টদেব।

সুকু। আমার ইষ্টদেবের এমন বানরের মত মূর্ত্তি নয়।

নারদ। ওরে করলি কি—গেলি কেন ? ও সুকুমারি—ও প্রাণেশ্বরি! এ কি হ'ল—অ্যাঁ পর্ব্বতে ছোঁড়া আমার এ কি সর্ব্বনাশ করলে ? (ক্রন্দন)

(পর্ব্বতের প্রবেশ)

পর্ব্বত। রমা—রমা—আর কেন কাঁদাস রমা ? আমার শক্তি ফিরল, কিন্তু কার্য্য কই ? দৃষ্টি ফিরল, কিন্তু সেই নয়নরঞ্জন দৃশ্য কই ? স্বর্গ-পথের দ্বার খুলল, কিন্তু ভগবান্ কই ? রমা—রমা! দেখা দে; শক্তিমান হয়ে আমি গতিহীন, ভুবনেশ্বর হয়ে আমি কপর্দ্দকশূন্য।

নারদ। নরাধম—পাষণ্ড—গুরুদ্রোহী!

পর্ব্বত। কে ও—মামা ?

নারদ। তোর স্বর্গপথের দ্বার খুলে দিয়ে আমার এই প্রতিফল ?

পর্ব্বত। কেন মামা, এমন কথা বললে ? মামা —মামা!.ও কি, কাঁদ কেন ? এ কি, ধরণী ভাসিয়ে দিলে যে। মামা—মামা!

নারদ। আমায় বানর কর্, তোর দর্প রূপে আমার সর্ব্বনাশ হ'ল, সুকুমারী আমায় দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চ'লে গেল। আমায় বানর কর্—সেই থেবড়ো নাক দে, সেই কোটরপ্রবিষ্ট চোখ দে, সেই আকর্ণ-বিশ্রান্ত মুখ দে, সেই কদাকার মূর্ত্তি দে। দিলি নি, কই, দিলি নি ? পাষণ্ড, যাস কোথা ?

পর্ব্বত। রমা—রমা! অজ্ঞান মামার কথায় আমার জ্ঞান ফিরেছে, আমায় আর একবার দেখা দে।

নারদ। বটে, এমন ধারা ? তাই ত—এতক্ষণ আমি করেছি কি ?

পর্ব্বত। তুমিও যা করেছ, আমিও তাই করেছি। মামা, এই বিষ এই অমৃত ক'রে বিষের জ্বালায় জ'লে মরেছি। স্বর্গপথের সহস্র দ্বার, তবে আর কেন জটিল বন্ধুর শৈলপথে দেহের পীড়ন ক'রে খড়া বেয়ে উঠব, রমা-স্রোতস্বিনীতে ঝাঁপ খাব। সেই ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিতা মানময়ীর প্রেম-তরঙ্গে নাচতে নাচতে স্রোতের টানে গা ভাসান দে চোখ বুজে চ'লে যাব। রমা—রমা!

নারদ। সুকুমার—সুকুমার।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

লতাকুঞ্জ।

পর্ব্বত।

পর্ব্বত। কই, কোথা গেল, রমা আমার কোথা গেল, ঈশ্বরী আমার কোথা গেল? আয় রমা, আমি তোর দাসত্ব করি (পট-পরিবর্ত্তন)। আহা! এই যে, এই যে সহস্রদল-কমলবেষ্টিত শূন্য সিংহাসন! এ সিংহাসনাধিষ্ঠাত্রী দেবী কই—রমা কই? না না, হয়নি, এখনও হয় নি, এ উচ্চসিংহাসনে আরোহণ করবার পাদপীঠ কই, সিংহাসনমূলে আমার প্রাণ কই? এই নে রমা, এই প্রাণ তোর সিংহাসনের সোপান। প্রেম—প্রেম—বিশ্ববিজয়িনী প্রকৃতি! এই নে তোর চরণে আমার সকল অঞ্জলি—এই অহঙ্কারের অঞ্জলি, এই যোগফলের অঞ্জলি, এই আমার অস্তিত্বের অঞ্জলি।

(রমা ও সখীগণের প্রবেশ)

(গীত)

সখী রে প্রাণের জ্বালা কে নিল তুলে,
সে বুঝি এসেছে পথ ভুলে।
সজনি আয় আয় আয়,
হাতে হাতে ধরি চারি ধারে ঘেরি
লুকোচুরি খেলে শ্যামরায়।
সে বুঝি বুঝেছে রাধা ছলা না জানে,
তার, কাছে রেখে বামে থেকে মন না মানে,
কি করিবে তাই ভেবে কত কি বলে।
কভু হৃদয়ে জড়ায় কভু আঁখিতে আঁখিতে রাখে তায়,
কখন দারুণ মানে যায় সে গ'লে,
তাই, কাছে এলে যায় জ'লে চরণে ঠেলে।

রমা। দাসীকে ফেলে এতক্ষণ কোথায় ছিলে প্রভু? তোমায় কষ্ট দিয়েছি, তিরস্কার করতে এত বিলম্ব কেন?

পর্ব্বত। রমা রমা—মামা মামা! এই আমার রমা. গুরুদেব। এই তোমার রমা—এই তোমার আশীর্ব্বাদী ফুল, আমার শিরঃশোভিনী প্রাণময়ী রমা।

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। আশীর্ব্বাদ করি, আমার এই পাগ্‌লকে নিয়ে পরস্পরের ভাব-বন্ধনে অনন্ত সুখের অধিকারিণী হও।—এত বিলম্ব কেন সুকুমারি?

(সুকুমারীর প্রবেশ)

সুকু। ঠাকুর কি আমার ইষ্টদেবের কোন সংবাদ এনেছেন?

নারদ। হা হা! সুকুমারি, তুমি যে রসিকতা শিখেছ, এ শুনেও সন্তুষ্ট হলেম। সুকুমারি, বিধাতার যে দিন কঠোরতা ঘুচে প্রাণে রস প্রবিষ্ট হয়, সেই দিনেই তোদের সৃষ্টি, সেই দিন হতেই সংসার আনন্দময়, সেই দিন হ'তেই ঈশ্বরে রূপকল্পনা। সেই শুভ দিন হ'তেই চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-তারা জ্যোতিষ্কমণ্ডলী, সাগর নীলাম্বুবাশি, রজনী চন্দ্রমাশালিনী, বজ্রনাদিনী কাদম্বিনী চপলাপ্রসবিনী, কূলনাশিনী প্রবাহিণী, শ্রবণবিমোহিনী কল্লোলিনী, আর আমাদের এই রবিকরসন্তপ্তা ধরণী শ্যামল সৌন্দর্য্যে ভুবনমোহিনী। প্রাণেশ্বরি, তোদের পাদস্পর্শে অশোক মুকুলিত, কৃপাকটাক্ষে প্রাণ প্রস্ফুটিত। অনন্তসৌন্দর্য্যময়ি, তোরা না এলে সংসার দেখত কে, উন্মত্তবৎ চির-অস্থির মানবকে ঘরে ধ'রে রাখত কে? মানব এক পদ এক পদ ক'রে ভগবানের পাদপদ্ম হ'তে বহু দূরে চ'লে যেত—স্থান পেত না! প্রেমময়ি! এই অঙ্গহীন কারণরূপ রসপাশে আবদ্ধ মানব যদিও ঘোরেন, কিন্তু স্থানভ্রষ্ট হয় না, যদিও ভ্রমাত্মক জীবনে পদস্খলিত হ'য়ে পর্ব্বতশিখর হ'তেও প'ড়ে যায়, তবুও তাদের অস্থির কোমল হৃদয়ে আশ্রয় পেয়ে চূর্ণদেহ হয় না। বেশী আর কি বলব, তোদের জন্য উন্মত্ততাই তত্ত্বজ্ঞান; তোদের চরণপ্রান্তস্পর্শই ভাব-সম্মিলন! তবে খেদ থাকে কেন? সুকুমারি! তোর পায় আমার ইষ্টদেবত্বের অঞ্জলি।

ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভবজলধি-রত্নম্।
স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদ-পল্লব-মুদারম্।

(ক্ষেমঙ্করীর প্রবেশ)

ক্ষেম। কি গো বাছারা, এত ছুটোছুটি ডাকাডাকি কাঁদাকাটির পর মিল হ'ল?—যাক্‌,যা হবার, তা হয়ে গেছে, এখন গোলমাল মিটে গেছে ত?

পর্ব্বত। মিটল কই—তোর জনার্দ্দন ললিতা না এলে কি এ দুর্যোগস্পর্শ ব্যাপার মেটে?

ক্ষেম। বটে, বটে—তারা আসে নি। তাই তো ভাবছি, সব দেখছি, তবু কাউকেও দেখছি না কেন? ললিতা জনার্দ্দন!

(জনার্দ্দন ও ললিতার প্রবেশ)

নেপথ্যে। কে গা?

ললিতা। কে ও—দিদি? (চক্ষু মুছিয়া) কেন দিদি?

জনা। (চক্ষু মুছিয়া) এমন অসময়ে ঘুম ভাঙ্গালি কেন দিদি?

ক্ষেম। তোদের সম্মুখে কারা দেখতে পাচ্ছিস না?

জনা। কই কারা?

ললিতা। কই কে দিদি?

মাধব। ভাই, আমার আবার বাবা বল্‌ তা হ'লেই দেখতে পাবি। ললিতা(স্বগত)। আমা পৃথক ক'রে দে, আমি তোরে দেখি, তুই আমাকে দেখ। মাধব, মাধব! এত কষ্টেও কি তোরে চিনেছি?

ললিত। চিনেছ—চিনেছ! কই ভাই, আমি ত এত কালেও কিছু চিনতে পারলেম না। কত চোখে-চোখে রাখলেম, কত কথা শুনলেম, কিন্তু কই, তবুও ত চিনতে পারলেম না।

(গীত)

সখী রে কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনন্থ
শ্রুতি-পথে পরশ না গেল।
কত মধু যামিনী রভসে গোয়ায়নু
না বুঝনু কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ল না গেলি॥

পটক্ষেপ।

দৌলতে দুনিয়া

(কোহিনূর থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, প্রণীত

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

ফকির	...	...	
মুরাদ সা	...	...	মৃত বাহাদুর সার পুত্র।
ফয়জুল্লা	...	...	বাহাদুর সার অনুগৃহীত জনৈক বণিক।
মোবারক পাশা	...	...	কায়রো সহরে জনৈক ধনবান্ বণিক।
নুরবক্স	...	...	বাহাদুর সার পুরাতন পরিচারক।
বকাউল্লা	...	...	ফয়জুল্লার সম্বন্ধী।
মুরশিদ	...	...	মোবারক পাশার ভৃত্য।

বাহাদুর সার প্রেতমূর্ত্তি, জনৈক নাগরিক, রাজমিস্ত্রী ও ছুতোরমিস্ত্রীগণ মজুরগণ, ইত্যাদি।

স্ত্রী

পেশমন	...	...	মৃত বাহাদুর সার বিধবা স্ত্রী।
জহিরণ	...	...	মোবারক পাশার স্ত্রী।
মেহেরা	...	...	ঐ কন্যা।
জহরা	...	...	ফয়জুল্লার স্ত্রী।
বেলা	...	...	ফকিরের পালিতা কুমারী।

স্বপ্নকুমারীগণ, বাঁদীগণ, মজুরনীগণ ইত্যাদি।

দৌলতে দুনিয়া

প্রস্তাবনা

—•—

(গীত)

জীবন সারা কর্ম্ম করা নাইক অবসর।
জীবন-ফুলে যত্নে তুলে রচেছি বাসর॥
স্বভাব কেবল অভাব পূরণ,
যেথা সাজে যেমন রতন,
তরে তরে বসাই সেথা সাজাই মনোহর।
অস্তাচলের ক'নে আনি উদয় অচল বর॥

প্রথম অঙ্ক

—•—

প্রথম দৃশ্য

মোবারক পাশার উদ্যান।

মেহেরা ও জহিরণ

জহি। এ কি মেহেরী, এখনও পর্য্যন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছিস ?

মেহেরা। মা, আমি সিরাজ সহরে যাব।

জহি। ছিঃ মা, পাগলামী করিস্ নি, স্বপ্ন কখনও সত্য হয় ?

মেহেরা। আবার বলছ স্বপ্ন ? কখনও নয়, এখনও পর্য্যন্ত আমার মনের ভ্রান্তি দূর হয় নি, সিরাজের সে অপূর্ব্ব উদ্যানের সুধা ফলের আস্বাদ এখনও আমার মুখে লেগে আছে। সে অপূর্ব্ব নির্ঝরিণীর সুধা-সঙ্গীত এখনও আমার কানে ঝঙ্কার তুলছে। স্বপ্ন ! কে বলে স্বপ্ন ? মিথ্যা কথা ! ফকিরের হাত ধ'রে ঘুরেছি। স্বপ্ন ! কে বলে স্বপ্ন ?

জহি। সিরাজ কি পৃথিবীতে আছে, তা সিরাজে বেড়াতে গিয়েছিলি ?

মেহেরা। বেশ, না থাকে, তা হ'লে তোমার মেয়েও নেই। চোখে যা দেখেছি, তা যদি কিছু না হয়, কানে যা শুনেছি, তা যদি কিছু না হয়, হাতে যা ছুঁয়েছি, তাও যদি কিছু নয়, তা হ'লে আমিও নেই, তোমার এই মেয়ে—এও মিথ্যা, এও স্বপ্ন ! তুমিও মনে কর, মেহেরী ব'লে তোমার এক মেয়ে ছিল, সেটা স্বপ্নে ফুটে স্বপ্নেই মিলিয়ে গেছে।

জহি। দেখ মেহেরী, পাগলামী করিস নি, বাড়াবাড়ি করলে এখনই তাঁকে ব'লে দেবো ! কেন ভোরের বেলায় তিরস্কার খাবি ?

মেহেরা। মা, আমি সিরাজে যাব।

জহি। সর্ব্বনাশ করিসনি, মেহেরী, সর্ব্বনাশ করিসনি। পাশা সাহেবের মস্ত মান, এ দেশের রাজবণিক, সাবধান, মেয়ে হ'তে তাঁকে যেন অপদস্থ না হ'তে হয়। পাগলামী করিস নি মা, পাগলামি করিস নি। সিরাজ—সে আবার কোথা ? কেউ কখন সিরাজের নাম শোনে নি। তুই এখন এক জন পুরুষের হাত ধ'রে সিরাজে গিয়েছিস, এ পাগলামীর কথা শুন্‌লে, লোকে কত কি কু ভাববে ! অবিবাহিতা কুমারী ঘরে আছিস্—লোকে অবকাশ পেলে দুর্নাম রটাতে কতক্ষণ ?

মেহেরা। তবে কি তোমার বিশ্বাস, আমি যা দেখেছি, যা শুনেছি, যা করেছি, সব মিথ্যা ?

জহি। তা না ব'লে কি বলব মা ? দেখলেও যা বিশ্বাস করতে পারি না, সে কথা কেমন ক'রে বিশ্বাস করি ?

মেহেরা। মুরশিদ !

জহি। আবার মুরশিদকে কেন ?

মেহেরা। সে ফকিরকে খুঁজতে গেছে।

জহি। আবার ফকির কে ?

মেহেরা। যে আমাকে হাতে ধ'রে সিরাজে নিয়ে গিয়েছিল।

জহি। তবে আর তোমায় কি বলব মা, তুমি বোকা নও, তার ওপর জ্ঞান হয়েছে, তোমায় আর কি বলব, যা খুসী, তাই কর।

[জহিরণের প্রস্থান।

মেহেরা। (স্বগত) সিরাজ ! কি সুন্দর সিরাজ ! ফকির ! তুমি আমায় কি দেখালে ? কেন দেখালে ? সে সোনার দেশে আমায় কেন নিয়ে গেলে ? গাছে গাছে সোনার ফল, ডালে ডালে সোনার ফুল, মাথার উপরে সোনার মেঘ, পদতলে সুবর্ণ-তরঙ্গে হিল্লোলিত জলরাশি। আবার তার

উপরে মধুময় পবনে আন্দোলিত সৌরভময় কুসুমা-ধার উদ্যান। কি দেখালে?—দেখালে যদি, আবার দেখাও—দয়া ক'রে আর একটিবার দেখাও।

(গীত)

কে আমারে নে যায় গো হাত ধ'রে।
সে কোথায় থাকে, কেন থাকে, চিন্‌তে নারি তারে॥
থাকতে ঘরে মন না সরে হৃদয় হ'ল ভার
আকুল পরাণ ছুটে চলে অন্বেষণে তার
আমার দিতে উপহার,
সে যেন গো যত্ন ক'রে রত্ন আছে ধ'রে॥

[প্রস্থান।

—

দ্বিতীয় দৃশ্য

মোবারক পাশার কক্ষ।

মোবারক ও জহিরণ।

মোবা। সর্ব্বনাশ! বল কি?

জহি। ঘুম থেকে উঠে অবধি মেয়ে এমনি বায়না ধরেছে যে, তাকে আমি কোনওমতে বুঝিয়ে রাখতে পারছি না। কেবল বলছে—আমি সিরাজ সহরে যাব।

মোবা। তা হ'লে যে বিষম বিপদ উপস্থিত!

জহি। তাই ত, তা হ'লে কি হবে সাহেব? মেহেরো পাগল হ'লে কেমন ক'রে বাঁচব?

মোবা। মেহেরো পাগল হয়েছে, এ কথা তোমাকে কে বললে?

জহি। সে কি? তবে কি সত্যসত্যই সিরাজ সহর আছে?

মোবা। আছে ব'লে আছে! আমার জীবনের সঙ্গে ঘনীভূত সম্বন্ধে জড়িত হয়ে আছে।

জহি। বল কি!

মোবা। তবে আর বিপদের কথা বলছি কেন?

জহি। বেশ ত,স্বপ্ন দেখেছে, তাতে বিপদ কি?

মোবা। বিপদ আর অন্ত কিছু নয়। এই অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করতে সবেমাত্র ওই এক কন্যা। কিন্তু বিবি, সে মেয়েকেও বুঝি আর রাখতে পারলুম না।

জহি। এ কি অলক্ষণে কথা বলছ, পাশা সাহেব?

মোবা। আর অলক্ষণে কথা! বিবি সাহেব, সব গেল! এত দিন পরে আমার আহাম্মুকির শাস্তি। এই যে এত কাল মান-সম্ভ্রম বজায় রেখে চ'লে আসছিলুম, আর বুঝি রাখতে পারলুম না। সব গেল—আমার মেয়ের সঙ্গে সব গেল। সেই বুড়ো ফকিরকে ও স্বপ্নে দেখেছে ত?

জহি। দেখেছে বই কি! কেবল বলছে, ফকিরকে ডেকে দাও, আমি তার হাত ধ'রে সিরাজে যাব।

মোবা। তবে আর কি! বিবি সাহেব, এত দিনের পরে আমার সোনার সংসার ভেঙ্গে গেল।

জহি। এ সব কি কথা! শুনে আমার বড় ভয় হচ্ছে। ব্যাপ্যারখানা কি, আমায় বুঝিয়ে বল। মেয়ে স্বপ্নই যদি দেখে থাকে ত তাতে এত বিপদের ভয় কেন?

মোবা। কেন, বলি শোন। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। এই কায়রোয় আমার আদিবাস নয়—বসোরা আমার জন্মস্থান। আমার অবস্থা অতি সামান্যই ছিল। তার উপর পৈতৃক যা কিছু সম্পত্তি ছিল, এক ব্যবসায়ে নষ্ট ক'রে সর্ব্বস্বান্ত হই। প্রতিবেশীর অনুগ্রহের উপর নির্ভর ক'রে জীবিকা নির্ব্বাহ করার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়ঃ বোধ ক'রে আমি বসোরা ত্যাগ করি। নানা দেশ-বিদেশ ঘুরে সিরাজ সহরে উপস্থিত হই। সেখানে সে সময় বাহাদুর ব'লে এক সদাশয় বণিক বাস করতেন। লোক-মুখে বাহাদুর সার দয়ার কথা শুনে তাঁর কাছে উপস্থিত হই। তিনি আমার অবস্থার কথা শুনে আমাকে ব্যবসা করতে টাকা দেন। সেই টাকায় ব্যবসায় করলুম, কিন্তু কিছুই করতে পারলুম না। উল্‌টে মূলধন শুদ্ধ নষ্ট ক'রে ফেললুম। দয়াময় বাহাদুর আবার আমাকে টাকা দিলেন। তখন আর বাহাদুর সার সঙ্গে দেখা করতে সাহস হ'ল না। অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে সিরাজ সহর ত্যাগ করলুম। সহরের বাহিরে এসে, একটা গাছের তলায় ব'সে ভাবছি, এমন সময়ে কোথা থেকে এক ফকির এসে উপস্থিত। মনের দুঃখে ফকিরকে সমস্ত অবস্থার কথা খুলে বললুম। ফকির আগাগোড়া সমস্ত শুনে আমাকে একটি আসরফী দিলেন। দিয়ে বললেন, 'ভাই! এই আসরফীটি নিয়ে আর একবার চেষ্টা কর; কিন্তু নেবার আগে প্রতিজ্ঞা কর, যদি এই মূলধন হ'তে কালে অতুল সম্পত্তির অধিকারী

হও, তা হ'লে আমাকে একটি সামগ্রী দিতে হবে।' আমি সামগ্রীটি জানতে চাইলুম। বিবি সাহেব! তখন যদি জানতুম, আমার সর্ব্বস্বের সঙ্গে সে সামগ্রীর তুলনা হবে না, তা হ'লে জান্ থাকতে আমি সে আসরফী স্পর্শ করতুম না।

জহি। সে জিনিসটে কি?

মোবা। ফকির বল্লেন—'যখন ধনবান্ হবে, তখন যদি বিবাহ ক'রে সংসারী হও, তা হ'লে তোমার বিবাহের প্রথম ফলটি আমায় দিতে হবে।' তখন মনের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। ভবিষ্যৎ না বুঝে প্রতিজ্ঞা করলুম। মনে করলুম, বিবাহ করলে যে একমাত্র ফল হবে, তারই বা মানে কি? তখন আমি যুবক, পুত্র-কন্যার মর্ম্ম কিছুই বুঝি না। দারিদ্র্যের পেষণ সইতে পার্‌লুম না। বিবাহের প্রথম ফলটি দিতে প্রতিশ্রুত হলুম। তার পর সেই একটিমাত্র আসরফী নিয়েই ব্যবসায় আরম্ভ করলুম। সেই আসরফী হ'তেই আমার এই সৌভাগ্যের প্রতিষ্ঠা। যেন স্বপ্ন-কথা—ধূলোমূঠো ধরলুম—নসীবে কড়িমূঠো হ'ল। দেখতে দেখতে অতুল ধনসম্পত্তি, দাসদাসীতে ঘর ভ'রে গেল। ঘটনাস্রোতে এই কায়রো সহরে এসে উপস্থিত হই। এই কায়রো সহরেই আমার সর্ব্বপ্রধান উন্নতি। কাজেই এ স্থান আর ত্যাগ করলুম না। এখানে রাজার অনুগ্রহ লাভ করলুম। হলুম কায়রো সহরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওমরাও। তোমার পিতাও এক জন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন, তিনি তাঁর একমাত্র কন্যার সঙ্গে তাঁর অতুল সম্পত্তি আমাকে দান করলেন। জহিরণ! আমার মতন ধনী জগতে কে আছে, জানি না, কিন্তু জানি, আমার মতন দুঃখী আর নেই। এই বিশাল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী—আর বিবাহের প্রথম ফলই বল, আর শেষ ফলই বল—ওই মেহেরা। জহিরণ! সেই মেহেরাকে আমায় ছেড়ে দিতে হবে!

জহি। ছেড়ে দিতেই হবে?

মোবা। বুদ্ধিমতী তুমি—ছেড়ে দিতে হবে কি না, বুঝতে পারছ না? সে ফকির আসবে আর মেহেরাকে চাইবে! মেহেরাকে ছেড়ে কি ক'রে থাকবো বিবি সাহেব!

জহি। মিছে কেন কাতর হচ্ছ জনাব? আমাদের এই অতুল ঐশ্বর্য্য এক দিকে রেখে, মেহেরাকে আর এক দিকে দাঁড় করাব। দুনিয়ায় কে এমন স্পৃহাশূন্য সাধু আছে, এ ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন ত্যাগ ক'রে একটা ক্ষুদ্র বালিকাকে নিয়ে যাবে?

মোবা। (মাথা নাড়িয়া) উঁহু—তুমি সে ফকিরকে ত দেখনি। তারে দেখলে মনে হয়, এক মুঠো ধূলো দিয়ে সে এক নিমেষে দুনিয়ার দৌলত সৃষ্টি করতে পারে।

জহি। কত দিন পূর্ব্বে তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল?

মোবা। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে।

জহি। এর মধ্যে আর দেখা-শোনা হয় নি?

মোবা। না, এক দিনও নয়। এক দিনমাত্র কেবল তাঁকে স্বপ্নে দেখেছিলুম।

জহি। কত দিন আগে দেখেছিলে?

মোবা। সেও প্রায় ষোল বৎসর হ'ল। মেহেরা তখন সবেমাত্র ভূমিষ্ঠ হয়েছে। দেখি, সিরাজ সহরের রাজোদ্যানের পাশে ফকির সাহেব ব'সে আছে। মনে হ'ল, যেন ফকির দুনিয়ার চারি দিক চাচ্ছে। সেই বাগানটির ধারে ব'সে চারিদিকে আমার অন্বেষণ করছে। পাছে দেখতে পায়, এই ভয়ে আমি বালিসে যেন মুখ লুকিয়ে রইলুম। কিন্তু তবু ফকির আমাকে ধ'রে ফেললে। সেই সুদূর সিরাজ থেকেই উচ্চ কণ্ঠে চীৎকার ক'রে বললে—'মোবারক-পাশা, আমাকে চিনতে পার?' আমি কাঁপতে কাঁপতে বললুম—"কই—না"। ফকির মুচকে হেসে বললে, "বোধ হয়, দূর থেকে আমাকে ঠাওর করতে পারছ না! ভাল, অতি শীঘ্রই আমি কাছে যাচ্ছি।" এই ব'লেই ফকির মিলিয়ে গেল।

জহি। তুমি কোথায় আছ, ফকির সাহেব তা জানে?

মোবা। জানে কি না জানে, কেমন ক'রে বলব? আমি কিন্তু কখন তাকে ঠিকানা বলি নি।

জহি। তা হ'লে নিশ্চিন্ত থাক জনাব! ফকির আর তোমার সন্ধান পাচ্ছে না।

মোবা। এখন যে তা আর বলতে সাহস করছি না বিবি সাহেব! সেটা স্বপ্ন মনে ক'রে মনটাকে কতক কতক ঠাণ্ডা ক'রে রেখেছিলুম! কিন্তু আজকে স্বপ্ন বলি কেমন ক'রে? ফকিরের কথা, আমি দুনিয়ার কাউকেও ত কখন বলি নি। মেহেরা সেই ফকিরের কথা, সিরাজ সহরের কথা জানলে কেমন ক'রে?

জহি। কোন দিন অন্যমনস্কে বলেছ, হয় ত কোন দিন স্বপ্নেই ব'লে ফেলেছ—মেহেরা তাই

শুনেছে। তোমারই ত মেয়ে—সেও একটা বিদ্‌কুটে স্বপ্ন দেখে বসেছে। নাও, ভাবনা চিন্তা রেখে মেহেরীকে সান্ত্বনা করবে চল। পচিশ বৎসর পরে করুণাময় ফকির তোমার অন্ধের নড়ীটি নিতে অ সহে না।

নেপথ্যে। মোবারক পাশা ঘরে আছ?

মোবা। জহিরণ! ওই এলো!

জহি। বজ্র-নির্ঘোষের মত কি নির্মম কঠোর স্বর!

(মুরশিদের প্রবেশ)

মুর্। বেগম সাহেব—বেগম সাহেব!

জহি। কি?

মুর্। ও আল্লা! ওই হাত ধ'রে রাত্তিরে—ও আল্লা! বেগম সাহেব!—

জহি। আরে ম'ল—চেঁচাতে লাগলি কেন? —ব্যাপার কি?

মুর্। ব্যাপার আবার কি! ব্যাপার মেহেরা বিবির সেই বিদ্‌কুটে স্বপ্নের দুষমন চেহারা—আমি দেউড়ীর ফটকে মাথা গলিয়ে উঁকি-ঝুঁকি মারছি, এমন সময় বাঘের মতন হালুম ক'রে কোথা থেকে আমার সুমুখে এসে উপস্থিত। বলে, হাঁ মিয়া, মোবারক পাশার এই বাড়ী? বাপ, গিয়েছিলুম আর কি!—

মোবা। কি হ'ল বিবি?

জহি। ফকিরকে দেখলি?

মুর্। বাপ, তাকে আবার দেখে? অমনি ঝনাৎ ক'রে দেউড়ী বন্ধ ক'রে পালিয়ে এসেছি।

জহি। আরে মর্ আহাম্মোক, কে লোকটা, জেনে এলি না?

মুর্। আলখেল্লা আছে, দাড়ী আছে, কট-মটে চোখ আছে—চিমটে আছে, খটখটে খড়ম আছে—কিন্তু কোথায় কি আছে, দেখবার কি ফুরসৎ পেলুম? তোমার মেয়েকে ধ'রে সে সিরাজ দেখিয়েছে—আমাকে কি আর তা দেখাত বিবি সাহেব, ধরলেই ঘুষরো পোকা দেখাতো।

জহি। যা, তাকে বসতে ব'লে আ'য়।

মুর্। আমি? তোমরা বল গে—আমি তাকে বসতে বললেই এক লাফ মেরে আমার ঘাড় ধরবে! বাপ—সে কি লাফ—

জহি। বেশ, আমিই যাচ্ছি।

মোবা। মেহেরা বিহনে কেমন ক'রে বাঁচবো বিবি?

জহি। উতলা হয়ো না—আগে দেখি, এ ফকির কে। এ যে সেই ফকির হবে, তারই বা মানে কি? তুমি মেহেরাকে দেখ—তাকে আগলে রাখ।

[প্রস্থান।

মোবা। কোন্ ফকির আর কি বুঝতে বাকী থাকে জহিরণ! হা আল্লা কি করলুম—কি করলুম—কি করলুম?

[প্রস্থান।

মুর্। তা হ'লে দেখছি, হজুরও খোয়াব দেখেছে! তা হ'লে ত দেখছি, পালিয়ে এসে ভালই করেছি। শালা ফকির আলখাল্লা প'রে স্বপ্ন এনেছে—ঘাড়ে চাপলেই গিয়েছিলুম আর কি! আমি কি আর মেহেরা বিবির মতন সিরাজ সহরের খোয়াব দেখতুম! আমি দেখতুম বাহারদ্দি সেখের পাদাড়—সেখানে জরপের মা বেটী মামদো হয়ে আছে—বেটী আমাকে দেখলেই জড়িয়ে ধরত। ও আল্লা! কি বাঁচনটাই বেঁচে গেছি!

তৃতীয় দৃশ্য

মোবারক পাশার বাটীর কক্ষ।

ফকির ও জহিরণ।

জহি। ফকির সাহেব! আদাব।

ফকির। আদাব বিবি সাহেব।

জহি। দাঁড়িয়ে কেন—ঘরে আসুন।

ফকির। এই কি মোবারক পাশার বাড়ী?

জহি। এই বাড়ী।

ফকির। পাশা সাহেব কোথায়? তাঁর সঙ্গে কি দেখা হয় না?

জহি। তিনি ভিতরেই আছেন, কোন বিশেষ কারণে আসতে পারছেন না। মেহের-বাণী ক'রে একটু অপেক্ষা করুন, অবিলম্বেই দেখা হবে।

ফকির। তুমি মোবারক পাশার কে বিবি সাহেব?

জহি। আমি তাঁর পরিণীতা স্ত্রী।

ফকির। তোমার স্বামী আমার সম্বন্ধে কখন কিছু বলেছিলেন?

জহি। বেয়াদবী মাপ হয়, ফকির সাহেবের পরিচয় না পেলে এ কথার উত্তর কেমন ক'রে দেব?

ফকির। আমার সঙ্গে সিরাজ সহরে তোমার স্বামীর একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল, এইমাত্র আমার পরিচয়।

জহি। তা হ'লে আজ, এই কিছুক্ষণ আগে স্বামী আমাকে আপনার কথাই বলছিলেন।

ফকির। বেশ, বেশ, শুনে আমি পরম তুষ্ট হলুম। তা হ'লে বুঝলুম, তোমার স্বামী আমাকে মনে রেখেছেন। তবে এখন কি জন্ত এসেছি, সেটাও বোধ হয় স্বামীর কাছে জানতে পেরেছ?

জহি। সমস্তই জেনেছি। কিন্তু দয়াময়! স্বামীকে কি আপনি রেহাই দিতে পারেন না?

ফকির। তোমাদের সন্তান-সন্ততি কি?

জহি। রহস্ত কেন ফকির, আমাদের সন্তান-সন্ততি কি, আপনি কি জানেন না?

ফকির। জানা ত উচিত, তবে কি না তোমার স্বামীর উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, তাই জানবার তত প্রয়োজন হয়নি।

জহি। একমাত্র কন্তা, সেই প্রথম ফল, সেই শেষ।

ফকির। তা হ'লে ত বড়ই মুস্কিলের কথা!

জহি। রেহাই হয় না?

ফকির। রেহাই দেবার ত উপায় দেখি না।

জহি। ফকির সাহেব, স্বামী আমার কন্তা-বিয়োগের ভয়ে জ্ঞানশূন্ত।

ফকির। কি করব—উপায় নেই।

জহি। আপনার আসরফী দিয়ে এ পর্য্যন্ত যা কিছু উপার্জ্জন হয়েছে—সব দিচ্ছি।

ফকির। ফকির আমি—দৌলত নিয়ে কি করব?

জহি। এক মেয়ে, প্রাণ থাকতে কেমন ক'রে দেব?

ফকির। দেবার জন্ত তোমার স্বামী প্রতিশ্রুত। আমি বলপ্রয়োগে নিতে আসিনি, দিতে ইচ্ছা হয়, সন্তুষ্ট মনে দেবে, নইলে চ'লে যাব।

জহি। যদি দিতে হয়, অবশ্য দেব।

(মেহেরো ও মোবারকের প্রবেশ)

মোবারক। অবশ্য দেব—প্রতিশ্রুত আছি—কথার খেলাপ করব কেন? দেব, সন্তুষ্ট মনেই দেব। মেহরী, এই ফকির তোমার পিতা। আমরা কেবল এত কাল তোমাকে পালন করেছিলুম। তুমি আজ হ'তে এঁর—আমাদের নও।

মেহেরো। এই এঁকেই পিতা কা'ল রাত্রে স্বপ্নে দেখেছিলুম. এই এঁরই সঙ্গে আমি সিরাজ সহরে গিয়েছিলুম।

মোবা। স্বপ্নে গিয়েছিলি, এইবারে জাগ্রত যা।

মেহেরো। তবে কি আর আমি তোমাদের কাছে ফিরে আসব না?

মোবা। সে ফকির সাহেবের ইচ্ছা।

ফকির। ফিরবে কি না, সে কথা আমি বলতে পারি না।

মেহেরো। কোথায় যাব?

ফকির। তাও বল্‌তে পারব না। তোমার পিতা তোমাকে আমায় দিতে প্রতিশ্রুত। আমি তাই তোমাকে নিতে এসেছি। এক আসরফী মূল্যে তোমার জন্মের পূর্ব্বেই তুমি আমার কাছে বিক্রীত। যদি তুমি মুসলমানী হও, যদি শাস্ত্র মান তা হ'লে তোমাতে আমাতে কি সম্বন্ধ, তা বোধ হয় আর বলতে হবে না!

মেহেরো। আমি আপনার বাঁদী।

ফকির। বেশ, তা হ'লে আমার সঙ্গে এস।

জহি। কিন্তু ফকির, মেয়ে যে আমার দুঃখে লেশ জানে না, সে আপনার সঙ্গে দেশ ঘুরবে কি ক'রে?

মেহেরো। সে অবস্থা ত আর নেই মা, এখন আসরফীর বাঁদী,—এখন মনিবের সঙ্গে পথে পথে ঘোরাই ত আমার কাজ। ক্রমে ক্রমে অভ্যাস হবে, এক পা দু পা ক'রে শেষকালে সব স'য়ে যাবে, মা, সব স'য়ে যাবে।

ফকির। তা হ'লে আর বিলম্ব ক'র না, সঙ্গে এসো।

জহি। ফকির, আপনাকে বাঁদী দিলুম, আমাদেরও সেই সঙ্গে গোলামস্বরূপ গ্রহণ করুন না?

ফকির। বিবি সাহেব! অম্লান বদনে কর্ত্তব্য পালন করলে, মা হয়ে একমাত্র কন্তাকে এক অজ্ঞাতকুলশীল বৃদ্ধের হাতে জন্মের মতন সমর্পণ করলে, তোমরা রাজার রাজা। গোলাম তোমাদের কেমন ক'রে বলব, বিবি সাহেব? যা প্রাপ্য, তা পেলুম,—আর আমার জন্ত গোলামের প্রয়োজন নেই। আয় মেহেরো! সেলাম মিয়া সাহেব, সেলাম বিবি সাহেব।

মেহেরা। মা, আসি। পিতা, কর্ত্তব্য-পালন করেছেন, তবে ম্লান মুখ কেন? আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আপনাদের মর্য্যাদা রাখতে পারি।

[ফকির ও মেহেরার প্রস্থান।

মোবা। জহিরণ! অভাগ্যের একটা আর্জি শুনবে?

জহি। কি বল?

মোবা। একটা আসরফী দিয়ে ফকির যুদে আনলে আমার কলজে ছিঁড়ে নিয়ে চ'লে গেল, আর তিন তিনবার আমাকে অর্থ দিয়ে করুণাময় বাহাদুর সা আমার কাছে এক কড়া কাণা কড়িও ফুল পেলে না! তার কাছে চিরকাল বেইমান হয়ে রইলুম!

জহি। কি করতে চাও বল?

মোবা। যখন মেহেরা গেল, তখন আর এ সব কেন? আমার সমস্ত দৌলত আমি বাহাদুর সাকে সমর্পণ করব।

জহি। বেশ, তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই।

মোবা। তুমি কি করবে?

জহি। বল, কি করতে পারি?

মোবা। তুমি এখানকার মর্য্যাদা... আমীরের কন্যা। তোমাকে আমি এ স্থান ত্যাগ করতে-বলতে পারি না।

জহি। জনাব! তুমি পুরুষমানুষ হয়ে কন্যার বিয়োগ সইতে পারছ না। আমি স্ত্রীলোক, স্বামি-কন্যার বিয়োগ কেমন ক'রে সহ করব?

মোবা। বেশ, তবে তুমিও চল।

চতুর্থ দৃশ্য

ফয়জুল্লার বাটীর সম্মুখস্থ পথ।

হুরবক্স ও নাগরিক।

নাগ। কি মিয়া, ফয়জুল্লা সাহেবের বাড়ীতে যে?

হুর। আমি যে এখানে নকুরী করছি!

নাগ। মুরাদ সার চাকরী ছেড়ে দিলে কবে?

হুর। তুমি কি কিছু শোন নি?

নাগ। আমি ত এখানে ছিলুম না! আমি আজ এক বৎসর বিদেশে বিদেশে বেড়াচ্ছিলুম, সবেমাত্র কা'ল এসেছি। কি হয়েছে মিয়া?

হুর। মুরাদ সা যে দেউলে হয়ে গেছে।

নাগ। সে কি?

হুর। বাহাদুর সার মরবার পর থেকেই কারবারে লোকসান হচ্ছিল। শেষে কতকগুলো মালবোঝাই জাহাজ দরিয়ায় ডুবে গিয়ে একেবারে মুরাদ সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে।

নাগ। বাহাদুর সার অত বড় সম্পত্তি নষ্ট হয়ে গেল?

হুর। দুনিয়ার এই ত ধরণ ভাই, আজ আমীর, কা'ল ফকির।

নাগ। মুরাদের এখন অবস্থা কি?

হুর। একেবারে ফকির।

নাগ। ফকির! কি বলছ হুর মিয়া?

হুর। কা'ল কি খাবে, এমন সঙ্গতি নেই। পেশমন বিবির হাতে যা ছিল, তাও নেই। ছেলের দেনা শোধ করতে পেশমন বিবি নিজের সমস্ত দিয়ে দিয়েছেন। সে কৈসর বাগ নেই, সহরের ভেতর যে ক'খানা বড় বড় বাড়ী ছিল, সে সমস্ত, যার বসতবাটী, কিছু নেই।

নাগ। মুরাদ সাহেব এখন কোথায়?

হুর। তাই খবর নিতেই গিয়েছিলুম। কালকে পাওনাদার হাজি সাহেবদের বাড়ী ছেড়ে দেবার কথা ছিল।

নাগ। কি খবর পেলে?

হুর। কিছুই পেলুম না! কা'ল রাত্রে মা ও ছেলে বাড়ী ছেড়ে কোথায় চ'লে গেছে, কেউ বলতে পারে না। চাকর-বাকরদের যার যা প্রাপ্য, চুকিয়ে দিয়ে গেছে। যাবার সময় একটি প্রাণী-কেও সঙ্গে নেয় নি!

নাগ। ফয়জুল্লা মিয়া কিছু সাহায্য করলে না?

হুর। ও আল্লা! ফয়জুল্লা সাহায্য করবে? উলটে বেনামীতে সে অর্দ্ধেক বিষয় নীলেম ডেকে নিয়েছে, মুরাদ দেউলে হয়েছে ব'লে মিয়া সাহেব বিবি সাহেবের আমোদ বেড়ে গেছে কত! যে এত দিন পিঁপড়ে টিপে গুড় খেতো, সে রোজ দুবেলা পোলাও খাচ্ছে। সয়তানী বোকাটার পর্য্যন্ত চেহারার চেকনাই বেরিয়েছে।

নাগ। অমন বাহাদুর সার চাকরী ছেড়ে তোমাকে শেষকালে কি না ওই বেইমানটার চাকরী করতে হ'ল?

হুর্। কি করব ভাই, নসীব! অন্য স্থানে চাকরীর চেষ্টা করছি, না পেলে ত ছাড়তে পারি না।

নাগ। বাহাদুর সার চাকরী ক'রে আবার তোমাকে অন্যের চাকরী করতে হ'ল?

হুর্। সে দুঃখের কথা আর ব'ল না ভাই! বাহাদুর সার চাকরীতে যথেষ্ট পয়সা পেয়েছিলুম। কিন্তু সঙ্গদোষে জুয়া খেলতে শিখে সব নষ্ট ক'রে ফেলেছি। কা'ল কি খাব, তার সঙ্গতি নেই। তাই ফয়জুল্লার ঘরে এসেছি।

নাগ। ফয়জুল্লা আর বাহাদুর এ দুজনের কি সম্পর্ক জান?

হুর্। দুই ভাই ত জানি।

নাগ। তা নয়। দুজনের একগ্রামে বাড়ী ছিল, এই সহরে ব্যবসায় করতে একসঙ্গে আসে। দু'জনেরই অবস্থা প্রথমে খারাপ ছিল। বাহাদুর ব্যবসাতে ফেঁপে উঠলো, ফয়জুল্লার বরাত আর ফিরল না। শেষে বাহাদুর বেইমানকে উপার্জ্জনের অংশ দিয়ে বড়মানুষ ক'রে দিয়েছে। সহরের লোক জানে, ফয়জুল্লা বাহাদুরের ভাই। বাহাদুর সা না থাকলে বেইমানকে চিন্‌ত কে?

হুর্। তুমি এ কথা জান্‌লে কি ক'রে?

নাগ। আমি আমার বাপের কাছে শুনেছি। বাহাদুর সা প্রথমে এসে আমাদের পাড়াতেই আড্ডা করে। ওই যে খোসবাগ ব'লে বাগান, আমার বাপ ওইটে বাহাদুর সাকে কিনে দেন। সেই বাগানে একটি কুঁড়ে বেঁধে বাহাদুর তাইতে প্রথমে বাস করেন। বাহাদুর সা আমীর হয়েছিলেন, তবু সেই কুঁড়েটির পরিবর্ত্তন করেন নি। সেটি তাঁর গরীব অবস্থার চিহ্ন। ভাল কথা, সে খোসবাগ বিক্রী হয়ে গেছে?

হুর্। সেটা ত বল্‌তে পারি না।

নাগ। আমার বিশ্বাস, পেশমন বিবি জান্ থাকতে সে বাগান হাতছাড়া করবে না। বোধ হয়, পেশমন ছেলেকে নিয়ে সেই বাগানে আশ্রয় নিয়েছে।

হুর্। ঠিক বলেছ, সেইখানেই এসে আড্ডা নিয়েছে। ভাই! তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি সন্ধান নিয়ে আসি।

নাগ। আর তাদের সন্ধানের দরকার কি মিয়া? তারা যদি লোককে না জানিয়ে, নিজেদের কুঁড়েয় এসে মাথা গুঁজে থাকে, তা হ'লে তাদের খুঁজে বার করবার প্রয়োজন কি?

হুর্। কি করবো ভাই, মনিবের হুকুম।

[প্রস্থান।

নাগ। তাই ত—ব'লে ভাল করলুম—না মন্দ করলুম? বেইমান ফয়জুল্লা এখনও তাদের খোঁজ রাখছে কেন? অসময় পেয়ে তাদের আর কোনও অনিষ্ট করবে না কি? ঈশ্বর! অন্তরে অন্তরে আমি বাহাদুর সার পুত্রের মঙ্গলকামনা করি। যদিই না জেনে ভুল ক'রে থাকি, তুমি তার সংশোধন ক'র, দেখো, আমার ভুলে যেন মুরাদ সার মঙ্গল হয়। তাই ত, ফয়জুল্লার সেই জানোয়ার শালাটা আসছে না?

(বকাউল্লার প্রবেশ)

বকা। এ হাতে লঙ্কা, এ হাতে পেঁয়াজ—এ হাতে লঙ্কা, এ হাতে পেঁয়াজ—(পুনঃ পুনঃ কথন)

নাগ। আরে কে ও, বোকা মিয়া যে।

বকা। কে তুই?

নাগ। কি মিয়া, চিনতে পারলে না, পোলাও খেয়ে চোখ ক্ষ'রে গেছে না কি?

বকা। কি বললি—জানিস্, আমি বোনাই সাহেবের সম্বন্ধী? এখনি তোকে আমি হাজত দিতে পারি। এ হাতে লঙ্কা, এ হাতে পেঁয়াজ।

নাগ। তা জানি ব'লেই ত হুজুরের সঙ্গে ভয়ে ভয়ে কথা কচ্ছি।

বকা। তুই যদি পোলাওয়ের কথা না বল্‌তিস্, তা হ'লে এখনি আমি তোকে হাজত দিতুম। আমার বোনাই এখন ইচ্ছে করলে যার তার গর্দ্দান নিতে পারে। এ হাতে লঙ্কা এ হাতে পেঁয়াজ! আমার সঙ্গে এখন সাবধান হয়ে কথা কইতে হবে।

নাগ। তা হ'লে পোলাওয়ের নাম ক'রে বেঁচে গেছি?

বকা। খুব বেঁচে গেছিস্!

নাগ। তা হ'লে এখন হরদম পোলাও চলছে?

বকা। হরদম্—শুকনো রুটী আর আমি খেতে পারি না। এ হাতে লঙ্কা—এ হাতে পেঁয়াজ।

নাগ। ও কি করছ?

বকা। পোলাওয়ের মশলা আনতে চলেছি, তাই হাতে হিসেব রাখছি।

নাগ। (স্বগত) হয়েছে—তা হ'লে এ বেটাকে নিয়ে একটু রগড় করা যাক্। তা হাঁ বোকা মিয়া—

বকা। আর বোকা মিয়া নই—এখন আমি বক্তিয়ার উদ্দীন। ফের যদি বোকা বল্‌বি, তা হ'লে আমি তোকে হাজতে দেবো।

নাগ। রেখে দে তোর হাজত—তোর বোনাইয়ের একটা চাকর রাখবার ক্ষমতা নেই, ও আবার হাজতে দেবে!

বকা। দেখ গে যা—বোনাই সাহেবের কত চাকর—ঘরে দুটো চাকর গিস্‌গিস্ করছে।

নাগ। তা তোকে মশলা কিনতে পাঠান-তেই বুঝতে পেরেছি। যদি চাকরই থাকবে ত তুই মশলা কিনতে চলেছিস্ কেন?

বকা। চাকর শালারা পয়সা চুরি করে ব'লে, দিদি সাহেব আমাকে পাঠিয়েছে।

নাগ। ওঃ! তা বুঝতে পারিনি।

বকা। হিঃ হিঃ হিঃ—এখন বুঝলি? এ হাতে লঙ্কা—এ হাতে পেঁয়াজ।

নাগ। শুধু কি এই দুটো মশলাতেই পোলাও হবে?

বকা। দুটো মশলা কেন—এই এত মশলা। আমার কি দশটা হাত আছে, তা একবারে আনব।

নাগ। ওঃ! বুঝতে পেরেছি।

বকা। দুটো হাত বই তো নেই—তাই দুটো দুটো ক'রে মশলা কিনে আনছি। সকাল থেকে বারো বার আমি দোকানে গেছি, তা জানিস্? এ হাতে লঙ্কা—এ হাতে পেঁয়াজ!

নাগ। বোকা মিয়া—থুড়ী বকরুদ্দীন খাঁ—তুমি খুব হিসেবী।

বকা। বাবা—হাতে হাতে হিসেব, একটি পয়সা তঞ্চক হবার যো নেই। নইলে কি দিদি আমাকে বিশ্বাস করে?

নাগ। বারো বারই হিসেব ঠিক রাখতে পেরেছ?

বকা। ঠিক রেখেছি।

নাগ। এবারে বোধ হয়, একটু হিসেবে গোলমাল হয়েছে।

বকা। কেন গোলমাল হবে? এ হাতে এক পয়সার লঙ্কা, এ হাতে এক পয়সার পেঁয়াজ।

নাগ। ওই গোলমাল হয়ে গেছে।

বকা। অ্যাঁ—তাই ত তাই ত—কই গোলমাল হয়'নি ত? এ হাতে—

নাগ। র'স না, হাতখানা তুললেই অমনি হ'ল—তোমার এটা ডান হাত ত?

বকা। হাঁ তো!

নাগ। তা হ'লে! তোমার এই এমন সুন্দর সুডোল হাতখানা—কেটে বাজারে ছেড়ে দিলে যার লাখ টাকা দাম হয়, সেই কদরওয়ালা হাতে খুচরো এক পয়সার পেঁয়াজ—

বকা। তাই ত রে ভাই—তা হ'লে এ কি রকমটা হ'ল?

নাগ। ও হিসেবে গোলমাল হয়ে গেছে।

বকা। তা হ'লে কোন্ হাতে কি হ'ল?

নাগ। আমি ব'লে দিচ্ছি—

বকা। সে ত ভাই—ব'লে দে ত ভাই। হিসেব না রাখতে পারলে দিদির কাছে ভারী বকুনি খাব।

নাগ। এ হাতে ঘোড়ার ডিম,—এ হাতে লবডঙ্কা।

(বার বার কথন)

বকা। তবে রে শালা, আমার সঙ্গে তামাসা? আমাকে বোকা মনে ক'রে ভুলিয়ে দিতে এসেছ? —তুমি দাঁড়াও! আমি আগে মশলা কিনে আনি, তার পর তোমায় দেখে নিচ্ছি—মশলা কিনে দিদির হাতে দিয়ে, তার পর তোকে এক ঘুসী মারব।

নাগ। কেন—এখনি মার না দেখি?

বকা। তুই ভারী সেয়ানা—এখন তোকে ঘুসী মেরে হিসেব ভুলে যাই—এ হাতে লঙ্কা,—এ হাতে পেঁয়াজ।

(বার বার কথন)

নাগ। তবে রে শালা বোকা—তুমি আমাকে শালা ব'লে হিসেব ঠিক রেখে চ'লে যাবে? (বকাউল্লার হাত ঘুরাইয়া) কই, এবারে হিসেব—কর—

বকা। এই—এই—

নাগ। কোন্ হাতে লঙ্কা, কোন্ হাতে পেঁয়াজ—এইবার বল?

বকা। ওরে বাবা রে! (ক্রন্দন) কি হ'ল রে—এই হাতে—এই হাতে—ওরে বাবা রে—কোন্ হাতে কি হ'ল রে!

নাগ। কর শালা—এইবারে হিসেব কর—এ হাতে ঘোড়ার ডিম—এ হাতে লবডঙ্কা—

বকা। ও বোনাই সাহেব—বোনাই সাহেব—ওরে বাবা রে—কোন্ হাতে কি—ব'লে দে না রে! এ হাতে লঙ্কা, এ হাতে লবডঙ্কা—

(কয়জুল্লার প্রবেশ)

ফয়। কি হ'ল—কি হ'ল—ব্যাপার কি?

বকা। ও বোনাই সাহেব! আমার সব হিসেব গোলমাল ক'রে দিয়েছে। (ক্রন্দন)

ফয়। কে দিলে—কোন্ শালা দিলে?

বকা। এই ও পাড়ার এক অচেনা শালা। এ হাতে লঙ্কা—এ হাতে লবঙ্কা। না—না—এ হাতে বোনাই সাহেব—এ হাতে দিদি!—কোন্ হাতে কি ব'লে দাও না বোনাই সাহেব?

ফয়। কি আনতে যাচ্ছিলি?

বকা। ইঃ! বোনাই সাহেবের কি বুদ্ধি! আমি ব'লে দেব, তবে উনি হিসেব করবেন।

ফয়। আরে হতভাগা, কি জিনিস না জানলে, কি হিসেব করবো?

(সুরবক্‌সের প্রবেশ)

সুর। হুজুর—হুজুর!

ফয়। সন্ধান পেয়েছ?

সুর। পেয়েছি।

বকা। কোন্ হাতে কি ব'লে দাও না বোনাই সাহেব!

ফয়। আরে গেল, তোর কোন্ হাতে কি, তা আমি কি জানব? কোথায়—কোথায়?

সুর। এই আপনার—

বকা। দোহাই—তোমার পায়ে পড়ি—নইলে দিদি রাগ করবে। (আগ্রহ প্রকাশ)

ফয়। আরে মর্—কথা শুনতে দে—কথা শুনতে দে—

সুর। সমস্ত সহর ঢুঁড়ে এই সকাল বেলায়—

বকা। দোহাই বোনাই সাহেব—ব'লে দাও।

ফয়। এই এ হাতে তোমার মাথা—আর এ হাতে তোমার মুণ্ডু। (গলা ধরিয়া ধাক্কা দিয়া) দূর হও।

বকা। (ক্রন্দন) তুমি আমায় মারলে—তুমি আমার গলায় হাত দিয়ে অপমান করলে?—

ফয়। বেরো সুমুখ থেকে।

বকা। বেশ, তাই—এই আমি বেরুলুম—দিদি—দিদি—

[প্রস্থান।

ফয়। ছেলে নেই, পুলে নেই, একটা অকাল কুষ্মাণ্ড শালা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছি। নাও, এইবার বল।

সুর। হুজুর! আপনার বাড়ীর কাছেই এসে রয়েছে।

ফয়। বাড়ীর কাছে?

সুর। শুধু কাছে কেন, একেবারে দোর-গোড়ায় বললেও চলে।

ফয়। কোথায় হে—কোথায়?

সুর। খোসবাগে।

ফয়। বটে, বটে!

সুর। বোধ হয়, অনেক রাত্রে এসেছে—এখনও কুঁড়ের ভেতরে মায়ে পোয়ে ঘুমুচ্ছে। আমি পা টিপে টিপে গিয়ে দেখে এসেছি।

ফয়। ঠিক হয়েছে—কেন এত সন্ধান নিচ্ছি, জান কি সুর্‌মিয়া?—

সুর। কেন হুজুর?

ফয়। পেশমন বিবির হাতে একটি আংটী আছে, তাতে একখানি এমন চুণি আছে যে, বাদসারও তা নেই। সেটিকে যে কোন উপায়ে নিতেই হবে!

সুর। বটে! তা হ'লে ত কাছে এসে ভালই হয়েছে হুজুর!

ফয়। তা আর বলতে? খপ্পরে এসে যখন পড়েছে, তখন আর কি সে জিনিস ছেড়ে দেব? নাও, এখন সেইটে আদায় করবার মতলব আঁটি গে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

বাহাদুর সার কুটীর।

প্রস্তর-বেদীতে অর্দ্ধশায়িত মুরাদ।

মুরাদ। পিতার অগাধ ঐশ্বর্য্য হতভাগ্য পুত্রের মূর্খতায় চক্ষের নিমেষে যেন কোথায় উড়ে গেল! আর কি তাকে ফিরিয়ে পাব? ফিরিয়ে পাবার কোনও উপায় ত আমার জানা নেই শৈশবকাল থেকে ঐশ্বর্য্যের মধ্যে লালিত হয়েছি, অভিলষিত বস্তু বিনা আয়াসে, মনে না উঠতে উঠতে লাভ করেছি। কি অক্লান্ত পরিশ্রমে পিতা এই সম্পত্তি উপার্জ্জন করেছিলেন, ত ত

আমি জানি না। অসম্ভব—আর সে সৌভাগ্যের মুখ দেখা আমার পক্ষে অসম্ভব। মা না থাকলে সাগ্রহে আজ মৃত্যুকে আবাহন করতুম, মৃত্যু কাছে এলে আকুল আগ্রহে তাকে আলিঙ্গন করতুম! কিন্তু হা ঈশ্বর! তাও ত পারছি না। স্নেহময়ী মা আমার মরণমিলনের পথে বাধা-স্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে।

(পেশমনের প্রবেশ)

পেশ। মুরাদ!

মুরাদ। কেন মা?

পেশ। এখানে তোমার থেকে কাজ নেই। দেখতে পাচ্ছি, তোমার নিদ্রা হচ্ছে না। কুটীরে চল।

মুরাদ। কি করলুম মা?

পেশ। কি করেছ?

মুরাদ। রাজ্যেশ্বরী তুমি—সুবর্ণ-অট্টালিকা থেকে তোমাকে পর্ণকুটীরে নিক্ষেপ করলুম—তোমাকে সর্ব্বস্বান্ত করলুম!

পেশ। ঐশ্বর্য্যের চিরদিনই ত এই দশা, এক স্থানে থাকে না। তুমি যখন আছ, তখন আমার সব আছে। ঘুম না এলে তোমার অসুখ হবে। তুমি ঘরে চল, সেখানে আমি তোমাকে বাতাস করব এখন।

মুরাদ। বল কি মা, তুমি পাশে ব'সে বাতাস করবে, আর আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুব?

পেশ। সন্তানের কাজে কি মায়ের পরিশ্রম আছে বাপ?

মুরাদ। মা! আমি তোমার কুলাঙ্গার সন্তান! আমাকে আর লজ্জা দিও না। পিতার অগাধ সম্পত্তি, সমস্ত নষ্ট করেছি। রাজরাণী তোমাকে ভিখারিণী করেছি। শত শত দাস দাসী যাঁর আজ্ঞার অপেক্ষায় থাকত, আজ তিনি কি না শতচ্ছিদ্র পর্ণকুটীরে একা! মায়াময়ি! অপদার্থ সন্তানকে এখনও যে ঘৃণার চক্ষে দেখছ না, এই আমার পরম সৌভাগ্য!

পেশ। কি অপরাধে তোমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখব মুরাদ? বহুদিন পূর্ব্বে তোমার পিতার সঙ্গে আমি দীনার বেশে এই দরিদ্র কুটীরে আশ্রয় নিয়েছিলুম। এখানে আমি যে উল্লাসে দিন যাপন করেছি, তোমার পিতার মৃত্যুর পর সোনার অট্টালিকা সে উল্লাসের কণাও আমাকে দান করতে পারে নি। তখন আক্ষেপ কেন মুরাদ? তুমি আমার অমূল্য নিধি—অগাধ সম্পত্তির সঙ্গে কি তোমার তুলনা? তুমি জান না, তোমাকে পাবার জন্য ধর্ম্মের দ্বারে আমরা কত অজস্র অর্থ [illegible] করেছি, কত সাধু-ফকিরের পায় মাথা খুইয়েছি।

মুরাদ। বেশ, তবে ঘরে যাও। আমি নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাই।

পেশ। আমার স্বামী মৃত্যুকালে তোমাকে যা উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন, তুমি কেবল সেইটি স্মরণ রেখো। তিনি বলতেন—ঐশ্বর্য্য ক্ষণস্থায়ী—আসে যায়। এলে উল্লসিত হও না, গেলে দুঃখিত হও না। ঐশ্বর্য্য যখন যাবার জন্য পা বাড়াবে, শত বাহুবেষ্টনে আঁকড়ে ধ'রেও কেউ তাকে রক্ষা করতে পারবে না। সুতরাং সেই ক্ষণস্থায়ী অপদার্থ বস্তু দিয়ে নিজের আত্মাকে ক'র না। যদি জয়ের অভিলাষ থাকে, তা হ'লে সত্য পথ আশ্রয় ক'র। স্বপ্নেও সে পথ হ'তে বিচলিত হও না। তা হলে বিষাদ কখন তোমাকে অধিকার করতে পারবে না, শক্তি কখনও তোমাকে পরিত্যাগ করবে না। তোমার মহান্ পিতার উপদেশ পালন কর, তা হ'লেই ঈশ্বর তোমাকে সুখে রাখবেন।

মুরাদ। মা! তোমাকে হাজার হাজার সেলাম। আমার আর দুঃখ নেই। হতভাগ্য আমি পিতার মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারি নি, পিতার একটা উপদেশও পালন করি নি! কিন্তু আজ আমার সেই স্বর্গগত পিতাকে স্মরণ ক'রে তোমার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করলুম, আর কিছু করতে পারি আর না পারি, ব্যবসায়ে, ব্যবহারে, কথায়—জীবনের যে কোন কার্য্যে,—কদাচ সত্য পথ ত্যাগ কর্‌ব না। জান্ কবুল, স্বপ্নেও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ কর্‌ব না।

পেশ। ঈশ্বর! মুরাদকে আমার সুখী কর।

[পেশমনের প্রস্থান।

মুরাদ। তাই ত! প্রতিজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে এ কি মধুময় শান্তি আমার হৃদয় অধিকার করলে। নিদ্রা—মধুর নিদ্রা—ভারে ভারে আমার আঁখি-পলক নিমীলিত করতে ছুটে আসছে। (শয়ন ও নিদ্রা)

(স্বপ্নকুমারীগণের প্রবেশ)

(গীত)

দেখ হে দূরে, দেখ হে দূরে
ধরণী যেথা মিলায়, ব'সে আছে কে সেথায়
অনল-তটিনী-নীর-তীরে।
কাঞ্চন-বরণী বামা পাশে প্রকৃতি শ্যামা—
অট্টহাসে ভীমা দেখে ফিরে ফিরে।
অনল আগে ছুটে অনল পাছে
অনল দূরে থেকে অনল কাছে,
অনল পরেছে হার কমল লোচন ধার,
অনল কমল ধরে শিরে।
বালা অনলে ডুবিছে ধীরে ধীরে॥

মুরাদ। ভীষণ বালুকাময় প্রান্তর—চারি ধারে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, মধ্যে স্বর্গীয় শোভাময়ী কমলিনী। কে নিক্ষেপ করলে? কোন্ নিষ্ঠুর অনলসলিলে সোনার কমল ভাসিয়ে দিলে? তাই ত, বালিকা সাহায্য-প্রত্যাশায় কাতর নেত্রে চারিদিক নিরীক্ষণ করছে! কে আছ দয়াবান্, কে আছ শক্তিমান, ধর ধর—এই অনল-সাগর পার হয়ে, ওই প্রাণময়ী স্বর্ণপ্রতিমার উদ্ধার কর।

(প্রথম কুমারীর প্রবেশ)

পিয়াসে আছে সে পরদেশে
তুমি কেন সখা ভবনে।
আঁখি আছে তব দরশ পিয়াসে
তুমি পলক মুদিত নয়নে।
হেন প্রেম কবে দেখেছে কে,
প্রেমিকে এত কি ঘুমায় হে,
একা সুখী সে কি শয়নে।
ছিঃ ছিঃ ছিঁড়ে ফেল ঘুমের ফাঁদ,
দেখে লাজে ঢলি পড়িল চাঁদ,
হাসি ঝরে ধীর পবনে॥

মুরাদ। তাই ত! ধরণীর মানুষ কি এমনই প্রাণহীন? বালিকার এ দুরবস্থায় এক জনের চক্ষুও কি সিক্ত হ'ল না? বালিকাকে উদ্ধার করতে এক জনও কি হস্তপ্রসারণ করলে না?

১ম কু। কেউ করলে না।

মুরাদ। তাই ত! এ দারুণ দৃশ্য যে আমি দেখতে পারছি না!

১ম কু। শুধু দেখে লাভ কি মুরাদ? তুমি চক্ষু মুদ্রিত কর।

মুরাদ। তাই ত, কোমলা কুমারী—সীমাশূন্য মরুভূমিমধ্যে একা! কি হবে, কি হবে?

১ম কু। কি হচ্ছে দেখতেই [illegible]চ্ছ! অল্পে অল্পে সোনার কমল শুকিয়ে যাচ্ছে!

মুরাদ। কেউ রক্ষা করতে পারলে না?

১ম কু। সকলেই তোমার মতন সেই অনল-সাগরের তীরে ব'সে দেখছে—সাঁতার দিতে কেউ সাহস করছে না।

মুরাদ। বেশ, আমি সাঁতার দেব।

১ম কু। প্রতিজ্ঞার আগে একবার চিন্তা কর

মুরাদ। যখন বলেছি, তখন আবার চিন্তা কি

১ম কু। শুনে রাখ, শত ক্রোশ দূরে, আর দেশের ভীষণ মরুপ্রান্তরে।

মুরাদ। তা হ'ক।

১ম কু। হয় ত মিথ্যা মায়া-মরীচিকা

মুরাদ। তা হ'ক।

১ম কু। খোদাবন্দ! তবে আপনাকে সেলাম।

[১ম কুমারীর প্রস্থান

(স্বপ্নকুমারীগণের গীত)

কার আঁখি-ঠারে করুণা ঝরে,
করুণা-কুসুম ফোটে চারু অধরে।
দীঘল নিশাস বায়
করুণা উথলে যায়
এ ধরায় কে আছ কোথায়,
দেখ অনল-রসনা জালে ঘেরেছে কারে।
তোমারই আশে সে প্রাণ রেখেছে ধ'রে॥

মুরাদ। (চক্ষু মুছিতে মুছিতে) তাই ত, এ কি রকমটা হল? এ কি স্বপ্ন দেখলুম? যদি তাই হ ত কি ভীষণ স্বপ্ন! স্বপ্নে আমি মরুভূমিতে যেতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলুম! তাই কি সে মরুভূমি এখানে এ স্থান হ'তে শত ক্রোশ দূরে। ঈশ্বর! এ কি বিষম পরীক্ষায় আমায় নিক্ষেপ করলে? সত্যাসত্য নির্ণয়ে, সদুপদেশদানে কে এ সঙ্কট-সময়ে আমার সহায় হবে? মা—মা!

(পেশমনের প্রবেশ)

পেশ। আবার কি মুরাদ?

মুরাদ। কি এক বিষম স্বপ্ন দেখলুম!

পেশ। তোমাকে যে ঘরে আসতে বারংবা অনুরোধ করলুম বাপ্!

মুরাদ। দেখলুম—এক অপূর্ব্ব সুন্দরী বালিকা আরব দেশের এক বিশাল মরুভূমিমধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। বালিকা কাতর-কণ্ঠে দুনিয়ার জীবের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছে। বধির সংসার কিন্তু তার কথায় কর্ণপাত করলে না। কেউ বালিকাকে রক্ষা করতে অগ্রসর হ'ল না।

পেশ। মনের অবস্থা তোমার ভাল নয়,—চিন্তায় শরীর পর্য্যন্ত অসুস্থ, তার ওপর কা'ল থেকে তুমি যথাযোগ্য আহার পাচ্ছ না। এরূপ অবস্থায় ঐরূপ স্বপ্ন দেখবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? নাও, আর এখানে থাকে না, উঠে এস।

মুরাদ। কিন্তু মা! আমি যে তাকে রক্ষা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি।

পেশ। সে কি? স্বপ্নে একটা ছায়াকে রক্ষা করতে? দোহাই মুরাদ, দোহাই বাপ, অভাগিনীর একমাত্র সম্বল, তুমি উন্মাদ হও না।

মুরাদ। যেক্ষণে তোমার সম্মুখে সত্যরক্ষার সঙ্কল্প করলুম, সেইক্ষণেই সঙ্কল্প ভঙ্গ করব?

পেশ। কিসের সত্য? কার কাছে সত্য? একটা ছায়াকে রক্ষা করতে শত ক্রোশ দূরে, আরবদেশের মরুভূমিতে তুমি চ'লে যাবে? রক্ষা কর মুরাদ—আমার সব গেছে, বাঁচবার আর আমার ইচ্ছা নাই—তোমার মুখ দেখে যাতে মরতে পারি, এখন কেবল সেইটিই আমার একান্ত কামনা। মুরাদ! শেষকালে তুমিও আমাকে ত্যাগ ক'র না!

মুরাদ। তুমিই যে আমাকে উপদেশ দিলে মা! তুমিই যে আমাকে বললে,—স্বপ্নেও সত্যপথ হ'তে বিচলিত হও না!

পেশ। বুঝেছি, তোমাকেও আমার কাছে রাখা খোদার অভিপ্রায় নয়! একান্তই যাবে?

মুরাদ। তোমার আদেশের অপেক্ষায় আছি—মা—অনুমতি দাও।

পেশ। তা হ'লে এস—পাথেয় সংগ্রহ ক'রে দিই।

দ্বিতীয় অঙ্ক

—*—

প্রথম দৃশ্য

ফয়জুল্লার বাটীর কক্ষ।

বকাউল্লা ও জহরা।

জহরা। তা হতভাগা, এ কথা আমায় কা'ল বললি নি কেন? কোথাকার ছোট লোক এসে তোর অপমান ক'রে গেল, তাকে জব্দ না ক'রে উলটে তোকে গলাধাক্কা দিলে!

বকা। দিলে ব'লে দিলে—একেবারে গলাখানা ধ'রে এই এমনি ক'রে দিলে।

জহরা। বুঝতে পেরেছি—বুঝতে পেরেছি—

বকা। তা আর পারতে হয় না! ওঃ! তোমার ভারী বুদ্ধি! সে ধাক্কা না খেলে বোঝবার সাধ্যি কি?

জহরা। আচ্ছা, দেখ দেখি, মিয়া কোথায় আছে, আমি তাকে দেখে নিচ্ছি।

বকা। তুমি কি এখন আর আমাকে দেখ! নইলে তুমি আমার মায়ের মেয়ে, আর আমি তোমার বাপের ছেলে—কত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক—

জহরা। আচ্ছা, মিয়া সাহেব কোথায় আছে, সন্ধান ক'রে আমাকে খবর দে।

বকা। তোমাতে আমাতে দুটো সম্পর্ক দিদি—বড় বড় দু'টো সম্পর্ক। তুমি আমার মাতো বোন, আর আমি তোমার বাবাতো ভাই। তুমি কি না আমার অপমান শুনে, এখনও পর্য্যন্ত বেউড় বাঁশের মতন শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে—তোমার মন কি একটুও নরম হ'ল না?

জহরা। আর কি করব, তুই তার সন্ধান এনে দে, আমি বিহিত করছি।

বকা। বিহিত করবে?

জহরা। বিহিত করব ব'লেই ত তোকে খুঁজতে বলছি রে হতভাগা।

বকা। বেশ, এই আমি সন্ধানে চললুম—বোনাই সাহেবকে একেবারে পাকড়াও ক'রে তোমার কাছে হাজির করছি।

জহরা। হাঁ, আগে তাকে হাজির কর।

বকা। তুমি আমার এমন দিদিমণি থাকতে যে সে আমাকে অপমান করবে?

জহরা। কে সে রুমবখ্‌ত, আমি দেখে নিচ্ছি, তুই মিয়া সাহেবকে একবার ধ'রে আন না।

বকা। আবার সে কথা বলতে গেলে কি মা বোনাই সাহেব উল্‌টে গলাধাক্কা দিলে! তাই আবার তুমি দিদিমণি—বেঁচে থাকতে—আমি তোমার বাবাতো ভাই—

জহরা। দূর হ, এমনি ক'রে বকবি, না যাবি?

বকা। বল দেখি দিদি, আমার বাবার যদি মেয়ে না থাকতো, বোনাই শালা কেমন ক'রে বোনাই হ'ত?

জহরা। চুপ কর, চুপ কর, হতভাগা! কারে কি বলিস্!

বকা। কেন, বলবো না কেন—তুমি যতক্ষণ আছ, ততক্ষণ কোন্ শালাকে আমি ভয় করি? কি বলব—তুমি দিদি, তার বয়সে বড়—তার খসম, নইলে আর কেউ ধাক্কা দিলে, এমনি ক'রে শালার কান ম'লে দিতুম। (জহরার কর্ণধারণ)

জহরা। উহুহু—গেছি—গেছি—গেছি—ও হতভাগা—ছাড়—ছাড়—এ যে আমার কান। ছাড়—ছাড়—

বকা। ও আল্লা! এ তোমার কান! তাই ত বলি, এত মলছি, তবু হাতে সুখ পাচ্ছি না কেন?

জহরা। দূর হ—দূর হ—মা আমার এমন ছেলেও গর্ভে ধরেছিল—উহুহু!

বকা। আচ্ছা, দিদি, তুমি দুঃখু কর না, আমি বোনাই সাহেবকে ধ'রে এনে তোমার কাছে দিই—তুমি তার কান ম'লে দুঃখু নিবারণ কর।

[প্রস্থান।

(ফয়জুল্লার প্রবেশ)

ফয়। কি, কি—ব্যাপারখানা কি? বোকাটার কথা শুনছিলুম না?

জহরা। কেন, তাকে কেন? আবার তাকে গলাধাক্কা দিতে হবে না কি?

ফয়। গলাধাক্কা দিয়েছি, তোমায় কে বললে?

জহরা। কে আর বলবে? কচি গলা কলার মাঝের মত ফুলে উঠেছে!

ফয়। আঃ! এমন গাড়োলের পাল্লাতেও পড়েছি—তামাসাও বোঝে না।

জহরা। গলায় হাত দিয়ে তামাসা? ঢোঁড়া ঢোক গিলতে পারছে না! এ রকম ক'রে কথার কথায় অপমান করবার দরকার কি? তার চেয়ে বল, আমাদের তোমার পছন্দ হচ্ছে না। বল, আমরা ভাই-বোনে বাপের বাড়ী চ'লে চাই।

ফয়। গলায় হাত দিয়েছি কি না, অমনি গলা ফুলে উঠল?

জহরা। ছেলে নেই, পুলে নেই, একটা ধোঁড়া-ভাবড়ো সম্বন্ধী—সে আছে ব'লে তবু বাড়ীটে সরগরম আছে। তাও যদি তোমার পছন্দ না হয়, তা হ'লে বাড়ীতে রামুদোর বাসা ক'রে রাখ।

ফয়। আচ্ছা, তাকে ডেকে দাও দেখি—এইবারে নিশ্চিন্ত হয়ে হতভাগাটার সাদী দি। তা হলেই গলাফোলা, ঢোকগেলা সব সেরে যাবে এখন।

জহরা। তা দেবার ইচ্ছে থাকলে কি এত দিন তাকে আইবুড়ো ক'রে ঘরে ফেলে রাখ? পোড়া নসীবে নিজের একটা কিছু হ'ল না, মনে করেছিলুম, ভাইয়ের সকাল সকাল বিয়ে দিয়ে, তার দু'টো একটা সোনারচাঁদ নিয়ে নাড়াচাড়া করবো, তা কি তুমি প্রাণ থাকতে হ'তে দেবে?

ফয়। জহরা বিবি! দুঃখু কেন—এই যে ন খেয়ে না দেয়ে বিষয় করলুম, এ কার জন্ম করলুম এ ত তোমার ওই ভাইয়েরই জন্ম। এখন এব কাজ কর দেখি, একবার পা টিপেটিপে ওই খোস বাগটা বেড়িয়ে দেখে এস দেখি।

জহরা। ওই খোসবাগ—ও ত এখন ভূতে বাসা। ওখানে গিয়ে কি দেখব?

ফয়। বলি, একবার দেখেই এস না।

জহরা। আরে দূর ছাই, ওখানে কি আছে তা দেখতে যাব?

ফয়। ওখানে কে থাকলে তুমি সবার ... সুখী হও?

জহরা। ও মা! এ আবার কি কথা?—ওখানে কে থাকলে সুখী হব? ওখানে কি মানুষে বাস করতে পারে?

ফয়। না বাস করলে বলবো কেন?

জহরা। পুরুষ না মেয়ে?

ফয়। পুরুষের মধ্যে এক রাগ আছে ... আমার ওপর। আর কেউ রাগ করবার আ... না কি জহরা বিবি?

জহরা। নাও, ব্যাপারখানা কি ভেঙে বল মেয়েমানুষ? কে মেয়েমানুষ?

ফয়। তুমি না বললে, বলব না।

জহরা। ত্যালা আপদ! এ পাড়ার সবার ওপর আমার রাগ। আমার সুখ দেখে সব আবাগীর চোখ টনটন করে—হিংসের সবাই ফেটে মরে —কার নাম করব? পাঁদাড়ীর ফুফু? না, পাদাড়ী ছুঁড়ী ম'রে অবধি বেটীর তেজ ভেঙে গেছে। হাঁদীর নানী? না, সে এখন ত খেতেই পায় না—সে বেটীর ওপর রাগের কাজ হয়ে গেছে। খেঁদীর চাচী?—

ফয়। বা! বা! কি ধাপে ধাপে উঠছো—হয়ে এলো এলো হয়েছে।

জহরা। এখনো হ'ল না—এখনো হ'ল না—তবে কে? আঁ্যা—আঁ্যা—তাও কি কখন হয়? সে আসবে, ওই কুঁড়েয় বসবে?

ফয়। কে জহরা বিবি—কে?

জহরা। না, সে দেখলেও বিশ্বাস হয় না।

ফয়। আরে ছাই, কে বলই না।

জহরা। পেশমন?

ফয়। বা জহরা বিবি—বা! সাধে কি তোমাতে আমাতে এত প্রাণে প্রাণে মিল খেয়েছে?

জহরা। পেশমন্?

ফয়। পেশমন্।

জহরা। না, তুমি আমাকে তামাসা করছ?

ফয়। তামাসা নয়, মায়ে পোয়ে বাড়ী ফেলে ওইখানে এসে লুকিয়ে আছে। পর্দ্দা গেছে, আজ কি খায়, তার সঙ্গতি নেই।

জহরা। বল কি?

ফয়। (জহরা বিবিকে ধরিয়া সোল্লাসে) জহরা বিবি—জহরা বিবি!

জহরা। বল কি গো! পেশমন্?

ফয়। আর জিজ্ঞাসারই বা দরকার কি,—সে ত তোমার দেউড়ীরই ধারে—একবার চক্ষুকর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন ক'রেই এস।

জহরা। তা হ'লে যে এখনি যাব। বল কি—পেশমন্? হা খোদা! এমন দিনও কি হবে যে, পেশমন বিবিকে আমার দেউড়ীতে ভিক্ষে করতে দেখবো?

[প্রস্থান।

(নুরবক্সের প্রবেশ)

ফয়। কি খবর নুরু মিয়া—কি সন্ধান নিয়ে এলে?

নুর। কালকের দিনের মধ্যে একবারও বেরোয় নি। সমস্ত রাত্রির মধ্যেও সাড়া-শব্দ পাই নি। সারা রাত ওৎ মেরে রইলুম, একটা কথা পর্য্যন্ত শুন্‌তে পেলুম না। ব্যাপারটা কি, ভাল রকম বুঝতে পারছি না যে হুজুর!

ফয়। এই ত নুরু মিয়া, খলিফা লোক হয়ে তুমি ব্যাপারটা বুঝতে পারলে না! মাগীর হাতে পয়সা আছে। পাওনাদারদের ফাঁকি দেবার জন্ত গরীব সেজে কুঁড়েয় ঢুকেছে।

নুর্। না হুজুর কিছু নেই, এটা আমি ঠিক জানি।

ফয়। কেমন ক'রে জানলে?

নুর্। আমি পেশমন বিবিকে, নিজের গহনা-গাঁটী যা ছিল,পাওনাদারদের ধ'রে দিতে দেখেছি। একেবারে বাক্স সিন্দুক খালি—সেগুলো পর্য্যন্ত বেচে দেনা শুধেছে। উঁকি মেরে দেখেছি, দুএকখানা কাপড় ছাড়া কুঁড়ে ঘরখানাতে একটাও আসবাব নেই। ছেলেটা গাছের তলায় একটা ভাঙা বেদীতে শুয়ে ছিল, আর পেশমন বিবি ঘরের মেজেতে প'ড়ে ছিল।

ফয়। (হাস্য)

নুর। হাসলেন যে হুজুর?

ফয়। তোমার মতন খলিফাকেও সে মাগী ঠকিয়েছে, তাই হাসছি। তুমি দেখতে গিয়েছ, সে আঁচে আঁচে টের পেয়েছে। তাই আসবাবগুলো সব সরিয়ে ফেলেছে।

নুর্। সরিয়ে রাখবে কোথায়? আমি ত সরিয়ে রাখবার জায়গা দেখতে পেলুম না।

ফয়। তুমি যদি দেখতেই পাবে, তা হ'লে আর তার বাহাদুরী কি? কিন্তু আমি এইখান থেকে ঠিক দেখতে পাচ্ছি।

নুর্। কোথায় হুজুর?

ফয়। যেখানে শুয়েছে, ঠিক সেই মাটীর নীচেয়। খুঁজে দেখ গে, তার ভিতরে দুনিয়ার দৌলত লুকুনো আছে।

নুর্। তাই কি?

ফয়। সে বেটী সয়তানী, গোয়েন্দাগিরি ক'রে তুমি তার হদিস্ জেনে আসবে?

নুর্। না হুজুর—কিছু নেই। পেশমন বিবির মুখে আমি শুনেছি।

ফয়। তাইতেই বুঝে গেলে—নেই! তা হ'লে তোমার এলেম বুঝি নিয়েছি।

নুর্। পেশমন বিবি মিথ্যে কথা কয় না হুজুর।

ফয়। নুর মিয়া, পথ দেখ। আমার বাড়ীতে তোমার চাকরী চলবে না। দুনিয়াকে বিশ্বাস

ক'রে তুমি আমার চাকরী করবে? তা হ'লে ত তুমি আমাকে এক দিনেই দেউলে ক'রে দেবে। সত্যি কথার কথা যা শোন, তা কেবল ওই কেতাবে। মিথ্যার জোরেই, দুনিয়া চলছে। 'সত্যের জয়, মিথ্যার ক্ষয়' কেতাবের এই মিথ্যা কথাগুলো কেবল শুনে যাবে—শুনে যাবে। কাজের সময় উলটো করবে—কাজের সময় মৌলবীরও কথায় বিশ্বাস করবে না। যদি বিশ্বাস করেছ, কি সত্যি করেছ—ত অমনি মরেছ।

সুর্। হুজুর দুনিয়ার ব্যাপার ভাল রকম বোঝেন, কাজেই ও কথা বলতে পারেন। কিন্তু আমি এখনও বুঝতে পারছি না। পেশমন বিবির পয়সা থাকলে কখন সে এমন ভাবে থাকতে পারত না।

ফয়। স'রে পড় মিয়া—স'রে পড়—আমার বাড়ীতে তোমার চাকরীর সুবিধে হবে না।

সুর্। কেবল লোককে অবিশ্বাস ক'রে, কেবল মিথ্যা কথা ক'য়ে, হুজুরের চাকরী করতে হবে?

ফয়। হাঁ—যাবে উত্তর, বলবে পশ্চিম—তাকবে উচ্ছে, বলবে পটল! সুদে আমার সংসার চলে, কথায় কথায় সুদের হিসেব গোলমাল করতে, খাতা গরমিল করতে হবে—বুঝেছ?

সুর্। না হুজুর, তা পারব না।

ফয়। তবে সেলাম ঠোক।

সুর্। আজ্ঞে, তাই ঠুকলুম।

ফয়। যাও—দয়া ক'রে হিসেব নিলুম না।

সুর্। হিসেব কিসের হুজুর? আমি ত এখনও আপনার এক পয়সাও ছুঁইনি? ঘরের মেঝে আপনার বাড়ী যাতায়াত করছি।

ফয়। সেইখানেই ত হিসেব। যাতায়াত করলে, পা দিয়ে উঠোন চষ্‌লে—আমার বাড়ীর মাটী—তার কি দাম নেই?

সুর্। (স্বগত) ওরে বাবা! কি শালা সয়তানের খপ্পরে পড়েছিলুম রে!

ফয়। কি মিয়া, মনে মনে গাল দিচ্ছ না কি?

সুর্। না হুজুর! গাল দেব কেন?

ফয়। উঁহু! ঠোঁট দুখানা কিছু খেমটা নাচ নেচে উঠল কি না!

সুর্। না হুজুর! আমি আপনাকে আশীর্ব্বাদ করছিলুম।

ফয়। আশীর্ব্বাদ—হিঃ হিঃ হিঃ—আশীর্ব্বাদ? আমাকে? কি বলে মিয়া—কি বলে মিয়া?

সুর্। বলছিলুম—কি শালা সয়তানের হাতে পড়েছি রে—

ফয়। কি বললি—কি বললি—পাজী নচ্ছার?

সুর্। এই ত হুজুর—বিশ্বাস করলেন—সত্যি কথা মনে করলেন।

ফয়। আচ্ছা—হয়েছে—যাও—যাও।

সুর্। আমি এখনি গিয়ে লোকের কাছে ঢেঁড়া পিটে দেব যে, ফয়জুল্লা সাহেব, লোকের কথায় বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছে।

ফয়। তাতে ত আরও সুনাম বেরিয়ে যাবে রে মূর্খ

সুর্। সুনাম বেরুবে?—না লোকে উলটে মনে করবে, ফয়জুল্লা মিয়া আর বাঁচছে না। তার আসন্নকাল হয়েছে। আসন্নকালে বিপরীত বুদ্ধি!

ফয়। তাই ত! তাই ত! এ শালাও সয়তান দেখছি যে! এ কথা রাষ্ট হ'লেই ত আমার পশার নষ্ট হবে—সব শালা আসল নিয়ে স'রে পড়বে।

সুর্। বাজারে গিয়ে—এই ডঙ্কা নিয়ে—

ফয়। ভাই, রাগ ক'র না—রাগ ক'র না—

সুর্। তা হ'লে আমার দু'দিনের মাইনে চুকিয়ে দাও।

ফয়। দেব—দেব—কা'ল দেব—

সুর্। উঁহু! বিশ্বাস করি না।

ফয়। আরে ভাই আজ এখন হাতে নেই।

সুর্। উঁহু। বিশ্বাস হচ্ছে না।

ফয়। এই নে শালা—নিয়ে যা। (পকেট হইতে মুদ্রা বাহির ও দান)

সুর্। আসি হুজুর, সেলাম।

[প্রস্থান।

ফয়। শালা সয়তান ভারী ঠকালে—কিছু করলে না—দু'দিন শুধু পায়চারী ক'রে দু'টো টাকা নিয়ে গেল!

(সুরবক্‌সের পুনঃ প্রবেশ)

আবার কি মনে করে?

সুর। আজ্ঞে, পেশমন বিবি আসছে।

ফয়। আসছে, তাতে কি হয়েছে?—তুমি চ'লে যাও।

সুর। হুজুর! আমি একটু দাঁড়িয়ে থাকি।

ফয়। না, তুমি সয়তান, তোমায় আমি দাঁড়াতে দেব না।

সুর্। আপনি যখন দেব না বলেছেন, তখন নিশ্চয়ই আপনি দাঁড়াতে দেবেন না। ওই বিবি সাহেব আসছেন। হুজুর! আমি একটু কোণ

থেমে দাঁড়িয়ে থাকি। (স্বগত) সয়তান বিবি সাহেবকে একলা পেয়ে হয় ত তার অপমান করতে পারে। বিবি সাহেবের হাতে আংটীটে আছে দেখছি, সেটাই হয় ত কেড়ে নিতে পারে।

ফয়। হুর-হুর—ও ভাই-হুর-হুর হুর্—

হুর্। কি হুজুর!

ফয়। ভাই! আমার কথায় রাগ ক'র না। তোমার চাকরী বজায় রইল।

হুর্। উঁহু! বিশ্বাস করি না।

ফয়। আল্লার কিরে,—আমি মিথ্যা বলছি না।

হুর্। বেশ, রইল।

ফয়। তা হ'লে এক কাজ কর—এই একটা টাকা নিয়ে বাজারে যাও—গিয়ে বুঝেছ?

(পেশমনের প্রবেশ)

গিয়ে বুঝেছ—ঠিক হয়েছে—আচ্ছা—ঠিক হয়েছে—এখনও দাঁড়িয়ে রইলে—যাও।

হুর্। গিয়ে কি আনব হুজুর?

ফয়। আরে তুমি বুদ্ধিমান্ লোক—মুখ থেকে কথা কেড়ে নিতে জান না? ঠিক হয়েছে, পেশমন বিবি আজ আমার দোরে উপস্থিত—আরে যাও—

হুর্। কি আনবো?

ফয়। আমার মুণ্ডু আনবে—

হুর্। যে আজ্ঞে—

[প্রস্থান।

ফয়। ভ্যালা এক শালা সয়তানকে জোটালুম দেখছি! কি বিবি! এখানে কি মনে ক'রে?

পেশ। আমাকে কি আপনি চিন্‌তে পারছেন না?

ফয়। চিন্‌তে পারব না কেন? কিন্তু সকালবেলায় এখানে কি মনে ক'রে?

পেশ। সবই যখন আপনি জানেন, তখন আপনাকে আর বিশেষ কি বলব? কোনও বিশেষ প্রয়োজনে মুরাদকে আজ স্থানান্তরে যেতে হবে। তা এখন আমার এমন অবস্থা যে, রাস্তা-খরচ পর্য্যন্ত দেবার ক্ষমতা নেই। তাই—তাই—আপনার কাছে এসেছি।

ফয়। আমাকে কি করতে হবে?

পেশ। মেহেরবাণী ক'রে এই বিপৎসময়ে যদি আপনি কিছু সাহায্য করেন।

ফয়। কি রকম সাহায্যটা করতে হবে বল।

পেশ। ঋণ-স্বরূপ যদি কিছু অর্থ আমাকে দেন।

ফয়। তার পর শুধবে কে?

পেশ। অধিক নয়, কয়মাসের খর্চ—

ফয়। তা ত বুঝেছি, কিন্তু সেই সামান্য অর্থই শুধবে কে?

পেশ। যদিই না শুধতে পারি, তা কি ফয়জুল্লা মিয়ার দুঃখের কারণ হবে?

ফয়। পরের টাকা, এমনি সামান্য জানই হয় বটে বিবি!

পেশ। তা হ'লে কিছু মিলছে না?

ফয়। টাকা কি গাছে ফলে? তোমার ছেলে বদমায়েসী ক'রে টাকা ওড়াবে, আর পাড়ার লোকে তার খোরাক জোগাবে?

পেশ। এ কথা ফয়জুল্লা মিয়ার মুখে শোভা পায় না।

ফয়। কেন, ফয়জুল্লা মিয়ার সঙ্গে আসনাইয়ের পাওনা করেছ না কি বিবি?

পেশ। মিয়া সাহেব, সময় পেয়েছ ব'লে তোমার প্রভুপত্নীর অমর্য্যাদা ক'র না।

ফয়। হাঃ হাঃ হাঃ! পেশমন বিবি, সর্ব্বস্ব হারিয়ে দেখছি তুমি উন্মাদিনী হয়েছ। তোমার মাথার ঠিক নেই। কাকে কি বলছ, বুঝতে পারছ না। প্রভু কে? আমি কোনও শালার কাছে মাথা হেঁট করি নি, কোনও শালার এক পয়সাও ধারিনি! বরং আমার রুটী লুসে তোর খসম প্রাণধারণ করেছিল। সে আমার রুটীর দেনাদার, তার কিছু খবর রাখিস?

পেশ। দোহাই মিয়া সাহেব, অমর্য্যাদা ক'র না। আমি বুঝতে না পেরে, দারিদ্র্যের পেষণে জ্ঞানশূন্য হয়ে তোমার কাছে এসেছিলুম। তুমি এরূপ ব্যবহার করবে, স্বপ্নেও ভাবি নি।

ফয়। শুধু হাতে এখানে কিছু মিলছে না। বন্ধক দেবার কিছু থাকে ত নিয়ে এস।

পেশ। থাকলে শুধু হাতে তোমার কাছে আসতুম না।

ফয়। শুধু হাত! সে কি বিবি? এরই মধ্যে এত মিথ্যে শিখেছ? হাতে চুণির আংটী যে জলজল করছে।

পেশ। এ জিনিষ যে হাতছাড়া করবার যো নেই মিয়া!

ফয়। (অস্ফুট স্বরে) একটু গরীবের প্রতি নেকনজর রাখলেই পার।

পেশ। কি বললি?

ফয়। আর কোথায় এ দিক ও দিক ঘুরবে—তোমারই ঘর, তোমারই দোর, সংসারে একা

জহরা—তা মাগীর ত ছেলেপুলে কিছু হ'ল না—

পেশ। আরে ম'ল, এ সয়তান বলে কি!

ফয়। আর বলবে কি—চোখ-কান বুজে আংটীটে বদল ক'রে ফেল। এসেছ আর যাবে কেন? হুকুম কর—কাজী ডাকাই।

পেশ। বেইমান! তোর মুখের সঙ্গে আমার এই পয়জার বদল করতে পারি।

ফয়। কি বললি, হারামজাদী, বাঁদী—

(গাধার মুণ্ড হস্তে হুরবকসের প্রবেশ)

হুর্। হাঁ হাঁ—আওরৎ আওরৎ—

ফয়। ছোড়ো—ছোড়ো—জল্‌দি ছোড়ো—

হুর্। নেহি—নেহি—আবে নেহি—হুজুর—হুজুর—আপনার মুণ্ড এনেছি—আগে পরুন—তার পর কুস্তি ভাঁজুন।

ফয়। এই—এই—এ কি?

হুর্। হুজুরের মুণ্ড! বাজারে গিয়ে বল্লুম, ফয়জুল্লা সাহেবের মুণ্ড চাই, কোন দোকানদার দিতে পারলে না। শেষে একটি ফকির এই কথা শুনেই এই এইটে দিয়েছে। মিনি পয়সায়—দাম ফাঁকি—প'রে ফেলুন—প'রে ফেলুন—এর পরে গন্ধ হবে—প'রে ফেলুন—

ফয়। এই—এই—ছাড়—ছাড়—

হুর্। নেহি—নেহি—বড় কদর—প'রে ফেলুন, প'রে ফেলুন—

ফয়। তবে রে পাজী—

(নেপথ্যে। ফয়জুল্লা মিয়া—এ ফয়জুল্লা মিয়া)

ও বাবা—ও কি? ও কি আওয়াজ?

হুর্। ওই দাম নিতে আসছে।

(নেপথ্যে। এ ফয়জুল্লা—এ যে বেইমাম ফয়জুল্লা)

ফয়। ও বাবা, এ কি আওয়াজ! (হুরবক্স কর্ত্তৃক গাধার মুণ্ড ফয়জুল্লার পৃষ্ঠে সংলগ্ন, ফয়জুল্লার পলায়ন।)

হুর্। মা! এখানে কেন এসেছেন বুঝতে পেরেছি। এই গরীব গোলামের কাছে এই মাত্র সম্বল আছে। এই বেইমানের চাকরী ক'রে পেয়েছি—নেবেন কি?

পেশ। এতে যদি কার্য্য হ'ত, এখনি গ্রহণ করতুম। বাপ! তুমি আমার মর্য্যাদারক্ষক—ঈশ্বর তোমাকে বড় দুঃসময়ে প্রেরণ করেছেন। আমার গা কাঁপছে, আমি দাঁড়াতে পারছি না—বাপ! আমাকে তুমি ঘরে রেখে এস।

হুর্। চলুন মা, ঘরে রেখে আসি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ফয়জুল্লার বাটীর অপর কক্ষ।

বকাউল্লা ও জহরা।

বকা। আমি সে শালার বোনাইকে দেখতে পাচ্ছি না।

জহরা। আরে হতভাগা! পাগলামী করে না, থাম। দেখে কি করবি?—তাই ত, এ কি দেখলুম! পেশমন বিবি ভিখারী হয়ে আমার বাড়ীর দোরে—

বকা। কি দিদি, খসমের মায়ায় সব ভুলে গেলে? দেখতে পেলেই কোমর জড়িয়ে ধ'রে তোমার কাছে এনে হাজির করব। আর তুমি বোনাই সাহেবের কান ম'লে দেবে।

জহরা। আরে ভাই, তা আর করতে হবে না। তোর বিয়ের কথা হচ্ছে। তাই ত ফস্ ক'রে চ'লে গেল, একটা কথা কইতে পেলুম না।

বকা। কি—বোনাই সাহেবের সঙ্গে আমার বিয়ে?

জহরা। ওরে চুপ চুপ।

বকা। তুমি বিয়ে করে আমার ধাক্কা হ'ল, আবার আমি বিয়ে করলে কি অক্কা হবে?

জহরা। ওরে গাড়োল, চুপ চুপ।

বকা। না, আমি চুপ করব না। তুমি বোনাই সাহেবের আগে কান ম'লে দাও, তবে আমি চুপ করব। এই যে—এই যে—

(ফকিরের প্রবেশ)

বোনাই সাহেব! বড় লুকিয়ে লুকিয়ে পালাচ্ছ! এইবারে কি হয়? (ফকিরের কোমর ধারণ) দিদি—দিদি—ধরেছি।

জহরা। আরে বে-অকুফ, ও কি করছিস?

বকা। তুমি চুপ কর, আমি শুনব না। কেমন বোনাই সাহেব—ধাক্কা দাও। দাও, দিদি, কান ম'লে দাও।

জহরা। আরে ম'ল, কারে কি বলছিস্?

বকা। আমার এখন হিসেব ক'রে বলবার সময় নেই। আমি রেগে কাঁই হয়েছি, চোখে কানে কিছু দেখতে শুনতে পাচ্ছি না।

জহরা। আরে দূর দূর—ছেড়ে দে—ছেড়ে দে। কে তুমি?

বকা। বাবা! এ কে রে? এ ত বোনাই নয়! এ যে বোনাইয়ের বাবা!

ফকির। কেন বিবি সাহেব, আমার প্রতি রোষ-নয়নে চাইছ? আমি ফকির ভিখারী—

জহরা। হ'লেই বা, ফকির হ'য়ে একেবারে মাথাটা কিনেছ না কি? না ব'লে বাড়ীর ভেতর ঢুকলে কেন?

ফকির। বিবি সাহেব, আমি ক্ষুধার্ত্ত!

জহরা। তা এখানে কি?

বকা। ওরে শালা ক্ষুধার্ত্ত! আমি মরব বোনাই সাহেবের ধাক্কা খেয়ে, আর তুমি মজা ক'রে খাবে দিদি সাহেবের একটি পেট পোলাও! বেরোও—অভি বেরোও।

ফকির। পোলাও দরকার নেই বিবি সাহেব, সামান্য এক আধখানা রুটী ভিক্ষা করি।

জহরা। এখানে কিছু মিলবে না, অন্য কোথাও যাও।

বকা। যাও—যাও। (ফকিরের কঠোর কটাক্ষ) (জহরার পশ্চাতে আসিয়া) দিদি—দিদি!

জহরা। তুমি ত বড়ই বেহায়া লোক, চ'লে যেতে বলছি, যাও না কেন? শেষে অপমান না হ'লে নড়বে না। আরে মর, পিছনে মাথা লুকিয়ে বসলি কেন?

বকা। তবে কি করব—ওই ক্ষুধার্ত্ত শালার মুখের কাছে গিয়ে মাথা দেব?

জহরা। ইচ্ছেয় না যেতে চায়, তাড়িয়ে দে।

বকা। তাড়িয়ে দেব? আচ্ছা দিদি আমি কোমর বাঁধি, তুমি ততক্ষণ আমার গুলটো পাকিয়ে দাও ত।

ফকির। ভাল, আর কিছু না দিতে পার, পিপাসাতুর আমি—আমাকে একটু জল দাও।

জহরা। আরে গেল, এ ত বড়ই বেহায়া ফকির! যা ত বোকা, মিয়া সাহেবকে ডেকে আন্ ত।

বকা। বেশ, আমি এখনি চললুম। দেখে নিচ্ছি তুই কত বড় ফকির।

[প্রস্থান।

ফকির। ভাল, খেতে না দাও, কোথায় গেলে খেতে পাব বলে দাও।

জহরা। তা আমি কি জানি? এমন আকাঁড়া মরদকে কে খেতে দেবে?

ফকির। বেশ বিবি—সেলাম।

জহরা। আচ্ছা মনে পড়েছে। ওই যে সড়কের ও পাশে খ'ড়ো ঘর, ওইখানে যাও। দেখছে গরীব, টাকার আগুন। যা খেতে চাও তাই পাবে! মোগলাই খিচুড়ী চাও, তাও তোমাকে খেতে দেবে।

ফকির। বহুত আচ্ছা, সেলাম বিবি।

জহরা। হাঃ হাঃ হাঃ—এক ঢিলে দুই পাখী মেরেছি। পেশমন বিবি নিজেই খেতে পাচ্ছে না, তার ওপর আবার অতিথি। ফকির যে না-ছোড়বান্দা, আমি তাই তাড়িয়েছি, আর কেউ হ'লে পারতো না। পেশমন যত বলবে আমার নেই, ফকির ততই বিশ্বাস করবে আছে। শেষে দুই উপোসীর লড়াই লেগে যাবে। (হাস্য)

তৃতীয় দৃশ্য

বাহাদুর সার কুটীর।

মুরাদ।

মুরাদ। (স্বগতঃ) যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছি। সাধের সিরাজ সহর পরিত্যাগ ক'রে, এখনি কোন্ দূর্ দেশে চ'লে যাবার জন্য দাঁড়িয়ে আছি! কিন্তু কোথা যাব, কত দূরে যাব, কি জন্য যাব? স্বপ্নের কথায় বিশ্বাস ক'রে, স্বপ্নদৃষ্ট এক ছবির আকর্ষণে জন্মভূমি ত্যাগ করব, পুত্রবৎসলা মাকে ফেলে চ'লে যাব? আমি ভিন্ন তাঁর এ জগতে আপনার বলবার যে আর কেউ নেই। কার কাছে তাঁকে রেখে যাব? সর্ব্বস্ব নষ্ট করেছি, শুধু উদরান্নের জন্যই যে মাকে লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হবে। ঈশ্বর বিপন্ন মাকে আমার রক্ষা কর। অবলার বল তুমি, দেখ দয়াময়, আমার অবর্ত্তমানে যেন তাঁর মর্য্যাদা নষ্ট না হয়।

(পেশমনের প্রবেশ)

কি হ'ল মা?

পেশ। কিছু হ'ল না। ঈশ্বরের নাম নিয়ে যাত্রা কর। তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন। আমার স্বামী রিক্ত হস্তে গৃহত্যাগ করেছিলেন, তুমি তাঁর পুত্র। পিতার পদাঙ্কিত পথে গমন কর। তাঁকে যিনি সাহায্য করেছিলেন, তোমাকেও তিনি সাহায্য করবেন।

মুরাদ। আর তোমার?

পেশ। আমিও বাহাদুর সার স্ত্রী। স্বামীর শুধু কি স্বত্বই অধিকার করেছিলুম, তাঁর শক্তির কণাতেও কি আমি অধিকারিণী নই! অবস্থা বুঝে কার্য্য করব, আমার জন্য ভেব না।

মুরাদ। (নতজানু) মা! তা হ'লে সেলাম করি।

পেশ। চল, একটু এগিয়ে দিই।

[উভয়ের প্রস্থান।

(ফকিরের প্রবেশ)

ফকির। যাক্! এইবারে স্বরাজ্যে মায়ের ঘরে এসেছি। লুকিয়ে লুকিয়ে মায়ের ঘরে কত দিন অতিথি হয়ে গেছি। মা আমার তা কিছুই জানেন না। সতীর হাতের সামগ্রী মধু হ'তেও মধুর, অমৃত হ'তেও পবিত্র। এ লোভ আমি কখনও সংবরণ করতে পারি নি। তাই আর একটিকে কায়রো থেকে ধ'রে এনেছি। সেটিও আমার বড় আদরের—বড় পিয়ারের। মেহেরা আমার স্বর্গ হ'তে নবাগত সৌরভময় ফুল। তাকে রাখবার একমাত্র স্থান বাহাদুর সার ঘর, পেশমন বিবির আশ্রয়। বাহাদুর সা আমার সখা। তার স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ নিয়েই আমার সংসার! বাহাদুর স্বর্গে, কাজেই আমি বহুদিন এ রাজ্যে আসবার সুযোগ পাই নি। আজ আমি আবার সংসারী হ'তে এসেছি। মা আজ পুত্র নিয়ে বিপন্ন। কর্মফলের তীব্র আস্বাদ ভোগ ক'রে অস্থির। দেখে শুনেও আমাকে আনন্দ করতে হচ্ছে। দুনিয়ার সুখে নির্মল আনন্দের আস্বাদন কই? কাজেই বাধ্য হয়ে আমাকে মায়ের কষ্ট দেখেও চুপ ক'রে থাকতে হয়েছে। বেলা—

(বেলার প্রবেশ)

বেলা। কি পিতা?

ফকির। মা! এই ক্ষুদ্র কুটীরই তোমার ভগিনী মেহেরার বাসস্থান। তাকে নিয়ে এস!

বেলা। যথা আজ্ঞা।

(পেশমনের প্রবেশ)

পেশ। ঈশ্বর! চিরসুখী বালক, আমোদ আহ্লাদেই দিন কাটিয়েছে। এরূপ অবস্থায় পড়বে, এ যে স্বপ্নেও জানতুম না দয়াময়! আজ কি খাবে, তারও পর্য্যন্ত সঙ্গতি নেই। অনিশ্চিত সময়—অপরিচিত বিপদসঙ্কুল দীর্ঘপথ! সঙ্গীশূন্য সহায়হীন, সম্বলহীন! কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে জানে না। ঈশ্বর! ধন সম্বল, আশ্রয় সহায় একমাত্র তুমি! অধিক আর কি বলব—জ্ঞানশূন্যা রমণী পুত্রবিয়োগবিধুরা জননী—অধিক আর কি বলব দয়াময়! মুরাদকে তোমার করুণা সাগরে ভাসি[য়ে] দিলুম।

ফকির। তাই দাও, কৃপা[ময়ের] উপর একা[ন্ত] নির্ভর কর। তিনিই মা তোমার সন্তানকে রক্ষ[া] করবেন।

পেশ। কে আপনি প্রভু?

ফকির। অতিথি।

পেশ। (স্বগতঃ) এ কি রহস্য ঈশ্বর! এ[ক] অন্নের জন্য এখনি যাকে পরের কাছে হাত পাত[তে] হবে, তার ঘরে কি না অতিথি!

ফকির। বিদেশী অতিথি, তোমার এখা[নে] সেবা গ্রহণের মানস করেছি।

পেশ। কি হবে? কি জানি কি অনিশ্চি[ত] দীর্ঘকালের জন্য পথ চলতে পুত্র অনাহারে গৃহত্যা[গ] করলে। মা হ'য়ে তার মুখে কিছু দিতে পার[লুম] না। সেই অভাগিনীর ঘরে অতিথি!

ফকির। চুপ ক'রে আছ যে মা! অপে[ক্ষা] করতে পারি কি?

পেশ। আমার স্বামীর ঘরে এসে অতি[থি] বিমুখ হবে! কিন্তু কি দেব? ভিক্ষা কর[তে] গিয়ে এই একটু পূর্ব্বে লাঞ্ছিত হ'য়ে এসেছি[;] আর ভিক্ষা করতে সাহস হয় না! তা হ'[লে] কি হবে? অতিথিকে আশ্বাস দিয়ে খেতে দি[তে] পারব না?

ফকির। এমন অসময়ে আতিথ্য-গ্রহণে বি[...] বিস্মিত হয়েছ, না জননী? মা! বহুদিন অ[...] মুখ দেখি নি, তাই অন্ন ভক্ষণে আমার বড়ই ই[...] হয়েছে। বিবিসাহেব! হুকুম কর ত বসি, ন[...] সময় থাকতে থাকতে অন্যত্র যাই।

পেশ। বসুন।

ফকির। ইয়া খোদা! (কম্বল বিছাইয়া উ[প]বেশন) সড়কের ও ধারে ওই যে বাড়ীটে—আ[...] ওইখানে গিয়েছিলুম। গিয়ে কিন্তু যে লা[...] পেয়েছি, তা আর তোমাকে কি বলব? বা[...] গিন্নী আর তার ভাই আমাকে এই মারে ত [...] মারে। প্রহার খাবার ভয়ে সে স্থান থেকে চ[...] এসেছি! তবে আসবার সময় রমণী আমার এ[...] উপকার করেছে। কোথায় গেলে আশ্রয় প[...] জিজ্ঞাসা করতে তোমার ঘর দেখিয়ে দিয়েছে।

পেশ। উপকার করে নি মিয়া সাহেব, আপনাকে ছলনা করেছে। সেই স্ত্রীলোক আ[...] অবস্থা বিশেষ জানে। তাই আমাকে অপ্র[...]

করতে ও আপনাকে অনর্থক কষ্ট দিতে আমার কাছে পাঠিয়েছে।

ফকির। কেন বিবি সাহেব?

পেশ। মিয়া সাহেব! আমি বড় দুঃখী, সে স্ত্রীলোক জানে যে, অন্ন ত পরের কথা, কেহ জল চাইলে, আমি জল পর্য্যন্ত দিতে পারব না। আমার জলপাত্রের পর্য্যন্ত অভাব। যে ভিক্ষা ক'রে এনে দেবে, সেই একমাত্র সন্তানকে এই মাত্র বিদেশে পাঠিয়ে আকাশ-পানে চেয়ে আছি।

ফকির। ও তাই! ইয়া খোদা! তা হ'লে উঠি। (উত্থান)

পেশ। (নতজানু) মিয়া সাহেব!

ফকির। আবার কি বিবি?

পেশ। ফকির!

ফকির। কাঁদ কেন বিবি? ইচ্ছা ছিল, পারলে না। তাতে দোষ কি? ইচ্ছা আছে যখন, তখন ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করবেন। এক সময় না এক সময় তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করবেন।

পেশ। আপনি কিয়ৎক্ষণের জন্য অপেক্ষা করুন। আমি একবার ভিক্ষায় যাই।

ফকির। ভিক্ষার কথা, পাবে কি না পাবে তার ঠিক কি? আমি কতক্ষণ ব'সে থাকব?

পেশ। পাই না পাই আপনাকে অনাহারে যেতে দেব না। আমি এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসছি, আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসুন।

ফকির। এত অনিশ্চয়তা—কোন সাহসে বসতে বললে বিবি?

পেশ। আমি বলি নি– আমার অজ্ঞাতসারে আমার প্রাণ বলেছে। হজরত! আমি বাহাদুর সার স্ত্রী। তার গৃহে অতিথি এসে কখন ফিরে যায় নি। ফেরাতে যে পারলুম না ফকির সাহেব!

ফকির। যদি ভিক্ষা না পাও?

পেশ। না পাই, স্বামীর প্রণয়চিহ্নস্বরূপ এই যে আংটী—স্বামীর মর্য্যাদা রাখতে এটিকে বিক্রয় করব।

ফকির। ভাল, আমি স্নান ক'রে আসি।

[ফকিরের প্রস্থান।

পেশ। তা হ'লে আর এ দিক ও দিক ভিক্ষা করা কেন, এই আংটী বেচেই ফকিরের অন্ন সংস্থান করি।

চতুর্থ দৃশ্য

ফয়জুল্লা ও জহরা।

জহরা। হিঃ হিঃ হিঃ—ভারী মজা।

ফয়। কি দেখলে—কি দেখলে?

জহরা। দু'জনে ভারী কেজিয়া লেগে গেছে।

ফয়। বটে—বটে!

জহরা। ফকির বলছে খাব, পেশমন বলছে কোথায় পাব। পেশমন বলছে কিছু নেই, ফকির বলছে আলবৎ আছে। তার পর দুজনে হাতা-হাতি হবার উপক্রম।

ফয়। তার পরটা কি হল?

জহরা। ফকির নড়ে নি, জেঁকে বসে গেছে।

ফয়। ছোঁড়াটা—ছোঁড়াটা?

জহরা। ছোঁড়াটা বেগতিক দেখে, মাকে ফেলে পালিয়েছে।

ফয়। বা! বা! কি মজা করলি জহরা!

জহরা। ভয়ে গাছের আড়ালে লুকিয়ে আছ কেন? একটু এগিয়ে উঁকি মেরে দেখ না।

ফয়। দেখব?

জহরা। ভয় কি, ফকির কি গিলে খাবে?

ফয়। যা থাকে অদৃষ্টে—একবার দেখি। নিজের চক্ষে না দেখলে সুখ হচ্ছে না।

(ভীতি প্রদর্শন)

(পেশমনের প্রবেশ)

পেশ। কে, কে তোমরা গা? কে ও মিয়া সাহেব– কে ও জহরা বিবি?

জহরা। হাঁ, এই পাড়ায় এলে—পা টিপে টিপে আমার খসমের সঙ্গে দেখা করলে—পা টিপে টিপে চ'লে এলে! গরীবের সঙ্গে আর দেখাটা করলে না! কি করি, নিজেই একবার দেখতে এলুম। বলি, কেমন আছ?

পেশ। আমি বেশ আছি। একটু আগে আমি কতকটা অসুস্থ ছিলুম, কিন্তু তোমাদের কৃপায় আবার আমি সুস্থ হয়েছি।

ফয়। ঘরে খুব গোলমাল শুনছিলুম—ভোজের আয়োজন করেছ নাকি পেশমন বিবি?

পেশ। মিয়া সাহেব! আংটিটে কিনতে চেয়েছিলে না?

ফয়। কিনতে ত চেয়েছিলুম—বললুম আমার দাও, নগদ কিছু দাও, আর খোরাকের মতন

কিছু কিছু মাসে মাসে দাও। তা তোমার পছন্দ হ'ল কই?—

পেশ। এখন নেবে?

ফয়। সত্যি বেচবে?

পেশ। বেচব।

ফয়। দেবে—দাও—নিলে যদি তোমার উপকার হয়, দাও। ও রকম চুনী এখন আর বাজারে বড় চলে না।

জহরা। তবে কি না—তোমার উপকার—

ফয়। উপকার হয়, দাও। নগদ একশো টাকা—আর মাসে খোরাকির মতন পাঁচ টাকা। আমার বাড়ীতে এস—হাতে ত নেই—বাড়ীতে এস।

পেশ। একশো চাই না। এক জন অতিথির অন্নের উপযোগী মূল্য।

ফয়। অ্যাঁ!

পেশ। যদি দিতে পার আংটী গ্রহণ কর।

ফয়। সত্যি বলছ বিবি?

পেশ। অথবা এক জন অতিথির উপযোগী খাদ্য।

ফয়। সত্যি বলছ বিবি?

পেশ। ফয়জুল্লা! মিথ্যা বলছি না। দিয়ে—তোমার পূর্ব্ব প্রভুর অগাধ সম্পত্তির অবশিষ্ট এই অমূল্য আংটীটি গ্রহণ কর।

ফয়। জহরা! বিবি সাহেবের কাছে দাঁড়িয়ে থাক্, আমি যাব আর আসব। দেখ বিবি, যেন এর মধ্যে কোথাও যেয়ো না। হাজার হাজার ঠগ বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেখলেই ভুগিয়ে নেবে। জহরা, বিবি সাহেবের সঙ্গে কথা ক', আমি গেলুম আর এলুম।

[প্রস্থান।

জহরা। তা—বিবি সাহেব, এসে আমার সঙ্গে দেখা কর নি কেন? তোমার কষ্ট হয়েছে, তা আমাকে বল্‌তে হয়! আমি কি তোমার পর? পাঁচ জনের সঙ্গে কারবার ক'রে ঠ'কে মিনসের মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। তার পর একটু আগে একটা চাকর কতকগুলো টাকা ঠকিয়ে নিয়ে গেছে ব'লে, মনটা তার ভাল ছিল না। তাই মিয়া তোমার সঙ্গে ভাল ক'রে কথা কয় নি। তুমি ত ওর স্বভাব জান। ওর ওপর কি মানুষে রাগ করে? আমার কাছে গেলেই, তোমার কি দরকার, তখনি দিয়ে দিতুম। নাও, আংটীটে এইবেলা আঙুল থেকে খুলে রাখ।

পেশ। সন্দেহ কেন বিবি? আমি স্থিরচিত্তে এই আংটী বেচতে এসেছি—মিথ্যা বলি নি। যে আমাকে এক জনের উপযোগী খাদ্য দেবে, আমি তাকেই এ আংটী বিক্রয় করব।

(সুরবকুলের প্রবেশ)

সুর। আমি যদি খা দিতে পারি?

পেশ। তা হ'লে তোমাকেই দেব।

জহরা। চোপ পাজী, তুই কে?—আমার স্বামীর সঙ্গে দর হয়ে গেছে, তুই কে?

সুর। যাও যাও—দর হয়ে গেছে! তোমার স্বামী কতকগুলো বাসি খাবার আনবে—আমার এ সব টাটকা—গরম গরম।

পেশ। বেশ, দাও। দিয়ে আংটী নাও।

জহরা। কখন নিতে দেব না,—

সুর্। যা যা বেটী—এ তোর পেশমন বিবি নয়—ভাল মানুষ পেয়ে ঠকাতে এসেছিস।

পেশ। দর হয়েছে—বিক্রী ত হয়, নি তুমিই আমার বাড়ীতে অতিথি পাঠিয়েছ, জান না সে ক্ষুধার্ত্ত অতিথি ব'সে আছে? আমি যখন তার উপযোগী খাদ্য পেয়েছি, তখন মিছেমিছি তোমার স্বামীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না!

জহরা। ও মিয়া—মিয়া—রাহাজানী হ'ল—রাহাজানী—

[প্রস্থান।

পেশ। এই নাও বাপ—অঙ্গুরীয় গ্রহণ কর।

সুর। সে কি মা! আমি কি ফয়জুল্লা—আমি এই মাটীর দামে তোমার এই অমূল্য নিধি ঠকিয়ে নেব? তোমরা মাতাপুত্রে অনাহারে আছ জেনে, আমি তোমাদেরই জন্ম এই খানা এনেছি।

পেশ। বেশ, আমি তোমাকে দান করেছি।

সুর। আমি ত এ অমূল্য দানের যোগ্য নই।

পেশ। বেশ, না নিতে চাও—কাছে রাখ। আমি ত এ হারিয়েছিলুম—তুমি এসে রক্ষা করেছ। তুমি এর উপযুক্ত রক্ষক। বাপ—গ্রহণ কর। তুমিও আমাকে কাঁদিয়ো না।

সুর। তা যদি মনে কর, তা হ'লে দাও।

[পেশমনের প্রস্থান।

মা! এ তোমাদের সামগ্রী তোমারই রইল। রক্ষক বলেছে, আমি প্রাণপণে একে রক্ষা করব। উপযুক্ত সময়ে ফিরিয়ে দেব। এখন তোমার যা অবস্থা, তাতে তুমি এ অমূল্য মণি রাখতে পারবে

না। সর্ব্বস্ব হারিয়েও যখন এ আংটী তোমার কাছে রেখেছ, তখন বুঝেছি এ তোমার জান, তোমার স্বামীর দান। ঈশ্বর! বাধ্য হ'য়ে কাছে রাখলুম, দেখো, যেন লোভে প'ড়ে একে আমি আত্মসাৎ না করি।

(জহরা ও ফয়জুল্লার প্রবেশ)

ফয়। কই, কোথায় সে শালা? আমার সঙ্গে দরদস্তুর— কোন শালা আমার জিনিস নেয়?

সুর। এই যে, দাঁড়িয়ে আছি।

জহরা। এই যে—এই যে—আছে—এখনও আছে।

ফয়। হাঁ রে বেইমান—

সুর্। চোপ্—

ফয়। তুই আমার চাকর হয়ে—

সুর্! চোপ্—আমি এখন কারও চাকর নই।

ফয়। দে—আমার আংটী দে।

সুর্। তুই মুই করিস্ নি।

ফয়। আচ্ছা ভাই আংটী দাও।

সুর্। কিসের আংটী?

ফয়। এই আমি পেশমন বিবির সঙ্গে দর-দস্তুর ক'রে যা কিনেছি।

সুর্। দাম কই?

ফয়। এই দেখ—এইবারে আংটী দাও!

সুর্। শুধু দেখলে হবে না—চেকে দেখি।

জহরা। বেশ—দেখতে পার।

ফয়। কেমন লাগছে?

সুর্। এখনও বুঝতে পারছি না।

জহরা। বোকা মিন্‌সে - আংটীও—নিলে—খাবারগুলোও খেয়ে ফেল্‌লে।

সুর। উঁ! পচা—

ফয়। দে আংটী দে—

সুর্। এ যদি মালে এ আংটী বিকোয় না—

ফয়। তবে রে শালা—চোর—

সুর্। শালা জোচ্চোর—

জহরা। স'রে এস—স'রে এস—গোঁয়ার—গোঁয়ার।

ফয়। কোতোয়াল—কোতোয়াল!

সুর্! ফের যদি কোতোয়াল কোতোয়াল করবি, তা হ'লে এই আংটী বেচে গুণ্ডা ভাড়া ক'রে তোর বাড়ী লুট করাব।

ফয়। আচ্ছা ভাই, কিছু দিচ্ছি।

সুর্। কত দেবে?

ফয়। দশ টাকা।

সুর। কই দাও—

ফয়। টাকা কি সঙ্গে ক'রে এনেছি ভাই—ঘরে চল্।

সুর। বিশ্বাস হয় না।

ফয়। বেশ একশো দেবো।

সুর। উঁহু—বিশ্বাস হয় না—

ফয়। ওরে ভাই—বিশ্বাস কর।

সুর। না মিয়া—আমি বেচব না।

ফয়। হাজার দিচ্ছি?

সুর। ফয়জুল্লা মিয়া—এক জনের যোগ্য খাবার দিয়ে তুমি এই অমূল্য মণি নিতে এসেছিলে—নরাধম বেইমান—এ আংটী তোমার হাতে পড়লে দুনিয়ার ধর্ম্ম থাকত না। তাই খোদা উপযুক্ত সময়ে আমাকে পাঠিয়েছিলেন। আমি তোমারই প্রদত্ত অর্থে এই সামগ্রী কিনে নিয়ে চললুম। তুমি তোমার সমস্ত সম্পত্তি বিনিময় করতে চাইলেও এ আংটী তোমাকে অর্পণ করব না। মিছে প্রত্যাশা—ঘরে যাও। [প্রস্থান।

ফয়। যা, হাতে পেয়ে খোয়ালি জহরা—হাতে পেয়ে খোয়ালি!

জহরা। খোয়ালুম আমি? মিনসে দুনিয়ার কাউকেও বিশ্বাস করবি নি, তা কি হবে? আমার হাতে কি কখন একটা পয়সা রাখিস্!

ফয়। হায়—হায়—হায়—হায়—

[উভয়ের প্রস্থান।

(ফকির ও পেশমনের প্রবেশ)

ফকির। মা তোমার কাছে আতিথ্য-গ্রহণে যে তৃপ্তি লাভ করলুম, আশীর্ব্বাদ করি, তুমিও সেই তৃপ্তি লাভ কর। আর তোমাকে আসতে হবে না মা, ঘরে যাও। আমাকে দূরদেশে যেতে হবে। আমি আর এখানে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করতে পারব না।

[প্রস্থান।

পেশ। ফকির সাহেব! এখন তোমার আশীর্ব্বাদমাত্র আমার সম্বল। নইলে যথার্থই আজ আমি সর্ব্বস্বান্ত।

(মোবারক ও কহিরণের প্রবেশ)

মোবা। এই যে—এই যে মা! এ বেইমান নফরকে চিনতে পার?

পেশ। তাই ত—তাই ত—কে আপনি?—না, না—কে তুমি—মোবারক?

মোবা। করুণাময়ি—বেইমানকে চিনতে পেরেছ—এখনও তাকে স্মরণে রেখেছ? সমস্ত শুনেছি—তুমি পর্ণকুটীরে, আর তোমার অন্নে যে এক দিন জীবন ধারণ করেছে, সে রাজ-প্রাসাদে! জহিরণ—জহিরণ—এই আমার মা—সেলাম কর।

জহি। হুজুরাই—সেলাম করি—

মোবা। মা! বিধাতার সূক্ষ্ম বিচার—আমার সর্ব্বস্ব না গেলে যে মানুষের অত্যাচারে লোকালয় অরণ্য হ'ত। বেশ হয়েছে—জহিরণ, আমার ঠিক শাস্তি হয়েছে—

পেশ। ঘরে এস—মোবারক! ও কি বলছ? বহুকাল পরে—ঘরে এস!

মোবা। না, থাক্—আর বলব না—তীব্র শিক্ষায় প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছি। আর বলব না।

পেশ। ঘরে এস বাপ্—ঘরে এস। মা জহিরণ! তোমার দুঃখিনী মায়ের ঘরে এস।

মোবা। হাঃ! হাঃ! দুঃখিনী-নন্দিনী অতুল ঐশ্বর্য্যের রাণী—মা দুঃখিনী—যাও জহিরণ ঘরে যাও—আমি আজ নয়, কাল প্রাতঃকালে এ গৃহে প্রবেশ করব।

পেশ। ও কি বলছ মোবারক?

মোবা। যা বলেছি—সত্য বলেছি—আজ নয়—যাও জহিরণ—মায়ের সঙ্গে যাও। আজন্ম ঐশ্বর্য্যে লালিত হয়েছ—তাতেও জীবনে শান্তি পেলে না। এক দিন মায়ের সঙ্গে পবিত্র দারিদ্র্যের ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ কর—আমি চল্লুম।

[প্রস্থান।

জহি। চলুন মা, ঘরে যাই।

পেশ। তাই ত! এ কি দেবতার ছলনা? আশীর্ব্বাদের পরমুহূর্ত্তে এ কি আমি রত্ন লাভ করলুম! আমার কুটীরে উপবাসী হয়ে থাকতে কোথা থেকে তুমি কে এলে মা?

জহি। অভাগিনী নন্দিনী—উপবাসে ক্ষুধানলে তোমারই কাছে প্রাণের সমস্ত জ্বালা দগ্ধ করতে এসেছি। চল মা, ঘরে চল।

[প্রস্থান।

(রাজমজুর, মজুরণী ও ছুতোরগণের প্রবেশ)

(গীত)

কাম লাগাও কাম লাগাও এ ঝট্ পট্
নেহি তো জান করে গা ছট্ ফট্
চলবে কর্ণিক ঠনর ঠং
চড়বে দেওয়াল রং বেরং;
ঘ্যাঁসর ঘ্যাঁস মেরা চলবে র‍্যাঁদা,
মেরা তুরপিন কশবে ছ্যাঁদা,
মেরি গাগরী লেকে জল জোগানা কেয়া নয়া ঢং।
চড় চড়া চড় পিটবে ছাত,
নয়না হানী ছোড়না মিঠা বাৎ॥
দিল খোস রাখকে আওয়ে সাত, আওয়ে সাত,
আওয়ে সাত চটা।

(মিস্ত্রী ও মোবারকের পুনঃ প্রবেশ)

মিস্ত্রী। কিছু ভাবতে হবে না হুজুর! আমি একরাত্রে থলিফের বাড়ী তইরী করে দিয়েছি।

মোবা। তা যদি দিতে পার মিয়া, তা হ'লে তোমাকে লাখ টাকা বক্‌সিস্ দেব। এক রাত্রের ভেতরে তিন মহল তিন তালা বাড়ী—সকালে উঠে লোকে যেন কর্ণিকের ঘা না শুনতে পায়।

মিস্ত্রী। সে সব ঠিক হয়ে যাবে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কি রে, হুজুর যা বলেছে, সব শুনলি ত? সন্ধের পরে আল্লা বলে কর্ণিকের ঘা দিবি আর সকাল বেলায় একেবারে তেতালায় নামাজ করবি। পারবি ত?

সকলে। খুব পারব রে মিস্ত্রী।

১ম রাজ। তুই একবার লাগিয়ে দে।

মিস্ত্রী। তবে আসুন হুজুর—মাল-মসলা সব জোগাড় করি। বিশ হাজার লোক শুধু মুখ টিপে কাজ করবে। টোঁ শব্দটি হ'তে দেব না। পাড়া-পড়শী যে পাশে শোবে, সেই পাশে ঘুমুবে—শুধু কর্ণিকের ঠুক্ আর ঠাক্—সকালে উঠে সবার লাগ্‌বে তাক্।

[মোবারকের প্রস্থান।

গীত।

(ভেইয়া) ফুর্ত্তিসে করহ কাম।
মনমে দুখ নেহি রহে ভেইয়া
আলবৎ মিলেগা দাম।

আলবৎ মিলেগা খানা পিনা
আলবৎ মিলেগা দানা,
আলবৎ মিলেগা ম্লাতমে রোশনাই
ফর্স্তিকো নিশানা।
মিল যাগা কাই ইনাম
ফেরা মিল যা গা ইনাম।
হরদম হু সিয়ার বহ কামদার
দিন ভর ফজর সাম॥

(ফকিরের ও বেলার প্রবেশ)

ফকির। বেলি!

বেলা। কি পিতা?

ফকির। এই ক্ষুদ্র কুটীরই তোমার ভগিনী মেহেরীর বাসস্থান। তাই জেনে তাকে এই পবিত্র কুটীর প্রবেশের উপযোগিনী কর।

বেলা। যথা আজ্ঞা।

[ফকিরের প্রস্থান।

গীত।

আপন মনে ঘুরি ফিরি আপন নিয়ে রই
আপন কানে প্রাণের কথা চুপি চুপি কই।
সখের বাগান আমারই প্রাণ
সরস ফল ফোটে কত তায়,
মধুর সনে ভাবের বনে খেলে মলয় বায়।
তাইতে ভাসি দিবা নিশি
আপন খেলা ভালবাসি।
ব'সে আপন পাশে আপন আশে
আপন হারা হই॥

তৃতীয় অঙ্ক

—•—

প্রথম দৃশ্য

রাস্তা।

(মেহেরার গীত)

পলকে আলোকে ঝরে কুহেলি।
হেরি আঁধার চারি ধার নয়ন মেলি।
আমার আঁখি ভ'রে দেখা হ'ল না।
চোখ মেলে যদি দেখা না মিলে
কেন আঁখি মুদে গেল না।
তবে আঁখির ছলনা নিয়ে কেন রে চলি॥

মেহেরা। এ এক অবস্থা মন্দ নয়! কাল আমি ছিলুম রাজকুমারী, আজ বাঁদী। মনিব ফকির। পথে পথে, দেশে দেশে ভিক্ষা ক'রে ঘুরে বেড়ান। না জেনে, অবস্থার অনিত্যতা বুঝতে না পেরে, গর্বে—অভিমানে স্ফীত হয়ে, কাল আমি কত দাস দাসীর ওপরে প্রভুত্ব করেছি। সেই আমি বাঁদী। মূল্য এক আসরফী। চারিদিকে বিভীষিকাময় বিজন অরণ্য, আমি মধ্যে। প্রতি মুহূর্ত্তেই মৃত্যু-ভয়, আমি শক্তি থাকতেও নিশ্চল। ক্ষুধায় কাতর, আমি আহারের অধিকারে বঞ্চিত। অবস্থার কথা ভাবলে পৃথিবী অন্ধকার দেখি। কিন্তু ভাব্‌ব কেন? পিতা স্নেহময়, মা মায়াময়ী। অতুল সম্পদ, অসাধারণ দয়া, অগাধ ভাল-বাসা, আমি একেশ্বরী। তবু আমার এই দশা। তা হ'লে ভেবে কি করব? আমাকে দিয়ে পিতা ঋণ-দায় থেকে মুক্ত হয়েছেন। কন্যার এ হ'তে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা আর কি হ'তে পারে? ঈশ্বর! সাহস দাও, জ্ঞান দাও, মনের কলুষ দূর কর। চারিদিকে বিভীষিকা—ভবিষ্যৎ অন্ধকার, মৃত্যুর আশঙ্কা, মন দুর্ব্বল। দোহাই প্রভু, যেন এ মনে পিতার উপর বিন্দুমাত্রও অভিমান স্পর্শ না করে।

(মুরাদের প্রবেশ)

মুরাদ। সারাদিন পথ চ'লেও সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমি নগরপ্রান্তে উপস্থিত হ'তে পারলুম না। এখনও কি স্বপ্নশৃঙ্খলে আমার গতি আবদ্ধ? তাই ত কি করছি, কোথায় চলেছি? এরূপভাবে পথ চ'লে কত দিনে আমি গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হব? গিয়ে কার উপকার করব? একদিনের অনাহারেই আমি অবসন্ন—নগর অতিক্রম করতে না করতেই আমি চলচ্ছক্তিহীন। এই পথের সম্বলশূন্য অভাগা হ'তে এ জগতে কারুও উপকার হওয়া কি সম্ভব? দুর্ব্বল হৃদয়! গৃহের বাহির হ'তে না হ'তেই তুমি সত্যরক্ষায় পশ্চাৎপদ হচ্ছ? তা হ'লে তোমার জীবন-মরণে প্রভেদ কি? জীবন! আর আমার জীবনে কি সুখ? মহিমময়ী মা আমার জন্য ভিক্ষা করতে গিয়ে,লাঞ্ছিত হ'য়ে এসে-ছেন। আমার জীবনে আর কোন সার্থকতা নাই। সম্মুখের এই তড়াগজলে পিপাসা নিবারণ করে আবার আমি পথ চলব। দেখব—এ নগ-রের সীমার শেষ কোথায়! কিন্তু অয়ি স্বপ্নদৃষ্টা ছায়াময়ি কাঞ্চনলতা! তুমি কি অনলবর্ষী

মার্ত্তণ্ডের তলে, সীমাহীন বালুকাপ্রান্তরে আমার অপেক্ষায় জীবন-ধারণ ক'রে থাকবে?—তাই ত, এখানে কে তুমি?

মেহেরা। আপনি কে মহাশয়?

মুরাদ। আঁ্যা—এ কি! তুমি? তুমি এখানে?

মেহেরা। পরিচিতের ন্যায় সম্ভাষণ করছেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস, আপনি আমাকে কখন দেখেন নি।

মুরাদ। অবশ্য দেখেছি।

মেহেরা। দেখেছেন?

মুরাদ। দেখেছি সুন্দরি! আমি মিথ্যা বল্‌ছি না।

মেহেরা। ক্ষমা করুন, বালিকাকে একা পেয়ে রহস্য কর্‌বেন না।

মুরাদ। নিশ্চয় দেখেছি।

মেহেরা। কিছুদিন পূর্ব্বে সূর্য্যেও যে আমার মুখদর্শন করেনি!

মুরাদ। কিন্তু সুন্দরি, ভাগ্যবশে আমি দেখেছি। দেখেছি কাল—এক বিশাল প্রান্তরে, রবিকরতপ্ত বালুকারাশির উপরে। চারিধারে অনন্ত বালুকারাশি—মধ্যে তুমি। তরঙ্গে-তরঙ্গে অনললহর—উপরে তুমি। যেন অনল-সরোবরে সহস্র সহস্র গলিত স্বর্ণময় পত্রবেষ্টিত কাঞ্চনময় ফুল। বল সুন্দরি—মিথ্যা নয়?

মেহেরা। মিথ্যা ত নয়। কাল উষাকালে আমি এক বালুকাপ্রান্তরে পড়েছিলুম। চারিদিকে তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতশ্রেণী। সেই পর্ব্বতমালায় প্রভাতকিরণ পড়ে, আবার প্রান্তরে প্রতিফলিত হয়ে, সমস্ত স্থানটাকে সোনায় মুড়ে ফেলেছিল। আমি এখন যেমন একা, তখনও সেখানে একা। তার পূর্ব্বে আমি মনের আবেগে রোদন করছিলুম। কিন্তু পথিক! সে কি অপূর্ব্ব শোভা! মুহূর্ত্তের মধ্যে আমি সেই দৃশ্যে মুগ্ধ হয়ে, সমস্ত দুঃখ বিস্মৃত হয়েছিলুম। আমি একদৃষ্টে সেই শোভা নিরীক্ষণ করছিলুম।

মুরাদ। সেই সোনার জলতরঙ্গে ভাসমান এই সোনার কমলের চারিধারে আর ছয়টি বিচিত্র ফুল প্রস্ফুটিত হয়েছিল। বল সুন্দরি, এ কথাও মিথ্যা নয়?

মেহেরা। আমি যে বড়ই বিস্মিত হ'চ্ছি। সত্যসত্যই ক্ষণেকের জন্য ছয়টি অপূর্ব্ব কুমারী কোথা থেকে এসে আমাকে বেষ্টন ক'রেছিল। আমাকে শুভাশীর্ব্বাদ ক'রে, আবার তারা কোথায় চ'লে গিয়েছিল। আমি যে সত্যই বিস্মিত হ'চ্ছি, আর ত সে প্রান্তরে জনমানব ছিল না।

মুরাদ। বিস্মিত হবার কোনও কারণ নেই নিরাশ্রয়ার মত আপনি এখানে কেন ব'সে আছেন, বলুন? যদি বিপন্না হন, যদি কোথাও যাবার প্রয়োজন হয়, অনুমতি করুন, আপনাকে সেইখানে রেখে আসি।

মেহেরা। আপনি আমাকে কেমন ক'রে দেখলেন, জান্‌তে পারি কি?

মুরাদ। কেমন ক'রে—বলব—বিশ্বাস করবে?

মেহেরা। অবিশ্বাস, কেন করব?

মুরাদ। স্বপ্নে।

মেহেরা। হা ঈশ্বর! এত দুর্দ্দশায় ফেলেও আমাকে এখনও রহস্য করছ?

মুরাদ। বল্‌লুম ত বিশ্বাস হবে না। প্রয়োজন নেই। তবে এ স্থান নিরাপদ নয় জেনে, বিশ্বাস ক'রে আমার সঙ্গে আসুন। বলুন, এখানে কোথায় আপনার আত্মীয় আছে?

মেহেরা। আত্মীয়—আত্মীয়—দুনিয়ার কোথায় কে আছে, জানি না।

মুরাদ। সে কি?

মেহেরা। (হাস্য) আর কি!

মুরাদ। অন্ধকারে মেদিনী ঘেরে আসছে।

মেহেরা। তা হ'লে দয়া ক'রে এ স্থান ত্যাগ ক'রে; আমার আত্মীয়ের কাজ করুন।

মুরাদ। দোহাই সুন্দরি! আমি কপটী নই। আমাকে অবিশ্বাস করবেন না।

মেহেরা। না, না—অবিশ্বাস করব কেন পথিক! তবে জগৎ আমাকে পরিত্যাগ ক'রে আত্মীয়তা দেখিয়েছে, আপনিই বা তার বিরুদ্ধ কার্য্য করবেন কেন?

মুরাদ। আমি আপনাকে পরিত্যাগ করতে পারব না।

মেহেরা। বেশ, তবে তড়াগ-তীরে উপবেশন করুন।

মুরাদ। আপনি কতক্ষণ এ স্থানে আছেন?

মেহেরা। সেই প্রাতঃকাল থেকে।

মুরাদ। কি আহার কর্‌লেন?

মেহেরা। এই তড়াগের সুমিষ্ট জল।

মুরাদ। তা হ'লে বসলুম না। আমি আহার সংগ্রহে চল্‌লুম। যতক্ষণ না ফিরি, ততক্ষণ এস্থান ত্যাগ ক'র না।

মেহেরা। না পথিক, আমি প্রতিজ্ঞা করতে পারি না।

মুরাদ। সুন্দরি! তবে দুঃখের কথা বলি। আমিও তোমার মত হতভাগ্য। এ সংসারে আশ্রয়হীন, সম্বলহীন। তোমারই মত সমস্ত দিবস নিরাহার।

মেহেরা। তা হ'লে আপনি আমার জন্য আহার-সংগ্রহ করবেন কেমন ক'রে?

মুরাদ। এখানে বাহাদুর খাঁ ব'লে এক জন মহাত্মা বাস করতেন। নিকটে তাঁর পান্থশালা আছে। সে স্থান থেকে অতিথি কখন শূন্য উদরে ফেরে না। আমি নিজের জন্য সেখানে প্রবেশ করতে পারি নি। তোমার জন্য যাব।

মেহেরা। আমি যে প্রতিশ্রুত হ'তে পারছি না। আমি বাঁদী। মনিবের হুকুমে আমি ব'সে আছি। মনিব যদি এর মধ্যে এসে আমাকে নিয়ে যান!

মুরাদ। যদি তাঁর আসবার পূর্ব্বেই এসে পড়ি?

মেহেরা। প্রতিশ্রুত হন, আপনিও আমার সঙ্গে ক্ষুন্নিবৃত্তি করবেন।

মুরাদ। আমি—আমি—সুন্দরি আমি সে অন্নে উদর পূর্ণ করতে পারব না।

মেহেরা। তা হ'লে আসবেন না।

মুরাদ। বেশ, জীবন-রক্ষার জন্য করব। তোমার নাম?

মেহেরা। মেহেরা।

মুরাদ। আর যদি ইতিমধ্যে বিপন্ন হও—আমাকে মুরাদ ব'লে সম্বোধন ক'র। তবে আমি আসি।

(বেলা ও ফকিরের প্রবেশ)

ফকির। মেহেরা!

মেহেরা। খোদাবন্দ!

ফকির। উঠে এস। ফকির আমি, তোমাকে বন্দিনী রেখে ভুল করেছি। ভিক্ষা যার উপজীবিকা, তার অন্নের প্রাণের ভার নেওয়া বিড়ম্বনা। আমি সমস্ত দিনের ভিক্ষায় কেবল এক জনের অন্নের সংস্থান করতে পেরেছিলুম। ক্ষুধার যন্ত্রণায় নিজেই তাই উদরস্থ করেছি, তোমার বিষয় চিন্তা করতে পারি নি, তাইতে স্থির ক'রেছি, তোমাকে আমি বিক্রয় করব। এক আসরফি দিয়ে কিনেছিলুম, যে আমাকে তা দিতে পারবে, তাকেই তোমাকে দান করব।—সেই জন্য সঙ্গে আমি এক জন ক্রেতা এনেছি। এস মা, অর্থ দাও, দিয়ে এই বাদিকাকে ক্রয় কর।

বেলা। এই যে এনেছি প্রভু!

মুরাদ। অপেক্ষা কর সুন্দরি—ব্যস্ত হয়ো না। ফকির, এত অল্প মূল্যে এই অমূল্য রত্নকে বিক্রয় করছ কেন?

ফকির। অধিক মূল্য দেয় কে?

মুরাদ। যদি ক্ষণেক অপেক্ষা কর, কিংবা আমার সঙ্গে নগরে যেতে পার, তা হ'লে দিতে পারি, এখন আমি কপর্দ্দকশূন্য।

ফকির। বিলম্ব করলে আমি কোহিনুর পর্য্যন্ত পেতে পারি।

মুরাদ। সেই কোহিনুরই দেব। আমার মায়ের হাতের আংটীতে এক মণি আছে। কোনও বাদসার তা নেই।

ফকির। আমি বিলম্ব করতে পারি না।

(মুরবকশের প্রবেশ)

মুর। ইয়া আল্লা! পেয়েছি। হুজুর! সমস্ত দিন আমি আপনার সন্ধানে ঘুরেছি। হতাশ হয়ে যাচ্ছিলুম। শুধু পিপাসা আমাকে দীঘির ধারে টেনে এনেছে। খোদা মিলিয়েছে। এ কি হুজুর! এরা কে? তাই ত, এ কি অপূর্ব্ব রূপ! ইনি কি কোনও রাজার কন্যা! বা! বা! পাশে আবার —এ কি হুজুর—এ কি উজীর-কন্যা?

মুরাদ। রাজার কন্যা কি না, জানি না—মুখে বলতে পারছি না মুরবকস। এই অনিন্দ্য সুন্দরী ভাগ্যবশে বাঁদী—এই ফকির মনিব। বিক্রয়ার্থ এখানে দাঁড়িয়ে আছে।

মুর। হুঁ! দর কত?

মুরাদ। এক আসরফী।

মুর। বলেন কি? আর এটার?

মুরাদ। উনি—উনি—

বেলা। তুমিই দর আন্দাজ কর।

মুর। এর যদি দর এক আসরফী হয়, তা হ'লে ত তুমি ফাউ। বিনামূল্যে বিক্রী হও ত কিনতে পারি।

বেলা। বিনামূল্যেই কি কিনতে পার মিয়া?

মুরাদ। ছি ছি! ও কথা ব'ল না ভাই! উনিই খরিদ্দার!

মুর। খরিদ্দার! ও বাবা! তা হ'লে খোরাকের বহর না জেনে, কিনতে পারি না।

ফকির। তামাসা শুনতে আসি নি! বলি মিয়া কিনবে? না কিনতে পার ত বল, আমি এক আসরফীতে এই রমণীকে বিক্রয় ক'রে চ'লে যাই।

সুর্। হুজুর কত দিলে তুমি বেবে ফকির?

ফকির। তোমার হুজুর কোহিনুর দি ত চেয়েছে।

সুর্। হুজুর! এ কথা সত্য?

মুরাদ। এখানে আমি কপর্দ্দকশূন্য—আবার বলছি—মিনতি করছি, ফকির সাহেব! আমার সঙ্গে চলুন।

ফকির। আমি অন্য কোথাও যেতে পারব না।

সুর্। যাবার প্রয়োজন কি, এই স্থানেই দেব। এই নিন হুজুর, সুন্দরীকে ক্রয় করুন।

মুরাদ। এ কি! সত্য সত্যই ত মায়ের হাতের অঙ্গুরীয়! এ তুই কোথায় পেলি? নরাধম! নিশ্চয় তুই মাকে একা পেয়ে হত্যা ক'রে এই মণি নিয়েছিস্।

সুর্। আর নিয়ে আপনাকে দেবার জন্য সারা সহর ঘুরে বেড়িয়েছি। হুজুর! কি জন্য যে বাহাদুর সার পুত্র সর্ব্বস্বান্ত হ'ল, এত দিন তা বুঝতে পারি নি, আজ বুঝলুম।

মুরাদ। তবে কেমন ক'রে তুমি পেলে?

সুর্। এক জনের উপযোগী খাদ্যের বিনিময়ে আপনার মা এটি ফয়জুল্লাকে দান করছিলেন। আমি সেই খাদ্য মাকে অমনি দিতে চেয়েছিলুম। মা বিনা পণে খাদ্য গ্রহণ করতে চাইলেন না। দেখি, এ মণি ফয়জুল্লার হাতে যায়, তাই আমি এটি গ্রহণ করেছি। গ্রহণ করেই আপনাকে দেব ব'লে সমস্ত দিন আপনার সন্ধান করছি হুজুর! আপনার ধন নিয়ে এই সুন্দরীকে ক্রয় করুন।

মুরাদ। মা যখন এ মণি তোমায় বিক্রয় করেছেন, তখন এ সামগ্রী তোমার। সুরবকস্ ভাই! তোমায় কটু বলেছি—ক্ষমা কর। আমি এখন তোমা হ'তেও দীন। আমি আর তোমার প্রভুত্বের গর্ব্ব রাখি না। ফকির! আমি ভিখারী—ইচ্ছা থাকতেও এ অমূল্য রত্ন ক্রয় করতে পারলেম না। আপনার যাকে অভিরুচি—একে বিক্রয় করুন।

[প্রস্থান।

সুর্। বেশ, ফকির সাহেব! আপনার পায়ের কাছে এই মণি রাখি। আপনি এই মণির মালিক কে স্থির করুন। মা শুদ্ধ এক জনের আহার বিনিময়ে এই মণি আমাকে দান করেছে আমি ফিরিয়ে দিতে চাইলুম—নিলেন না। পুত্রে দিতে চাইলুম, পুত্রও নিলে না—আমি নিজে কাছে রাখতে চাইলুম, প্রাণ রাখতে দিচ্ছে না!

ফকির। তাই ত! বড়ই মুস্কিলে ফেললে মিয়

সুর্। দোহাই ফকির, দয়া ক'রে বল, কোহিনুর কার?

ফকির। তাই ত! সুরবকস্—এ কোহিনু কার?

বেলা। আমি বলব মিয়া সাহেব—আমি বলব ফকির?

ফকির। বল।

বেলা। তোমার প্রাণ এ মণি নিতে চাইবে না—সুতরাং এ তোমার নয়। ফকির! তুমি স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য গ্রহণ করেছ, সুতরাং এ মণি তোমার নয়। পথে পথে মণি কুড়িয়ে বেড়ানই আমার কাজ। সুতরাং আপনার চরণতলে নিক্ষিপ্ত এ মণি আমার! ফকির সাহেব! এ মণি আমি নিলুম, নিয়ে আপনাকে দিলুম—আপনি এর বিনিময়ে ঈশ্বর-প্রেরিত আমার এই ভগিনীটিকে প্রদান করুন।

ফকির। বেশ, দাও। তা হ'লে কোহিনুর ফকিরের কাছে কেন, তুমি কোহিনুরের কাছে যাও! (মেহেরার হস্তে পরাইয়া) মা! আজ থেকে তোমার মুক্তি। তবে সংসারের পথ বড়ই বন্ধুর। তুমি কখন চল্‌তে শিখ নাই! চল্‌তে পাছে না পাঁর, তাই আমার এই কন্যাটির উপর তোমার অভিভাবকের ভার অর্পণ করলুম! যাও মা, রমণীর ধর্ম্মরক্ষা ক'রে সুখী হও।

[প্রস্থান।

সুর্। বা! এ ত ভারী মজা হ'ল!

বেলা। মজা এখনও হ'ল কই? বিনামূল্যে কিনতে চেয়েছ, কেনা না হ'লে মজা ভরপুর হ'ল কই?

সুর্। খোরাকের ওজন না জানলে কিনব কেমন ক'রে?

বেলা। খোরাকের ওজন তুমি।

সুর্। ও বাবা, বল কি! দোহাই সুন্দরি! আমার মাথাটি খেয়ো না—আমার সংসারে কেউ নেই।

বেলা। দোহাই সুন্দর! ও কথাটি ব'ল না, আমারও সংসারে কেউ নেই।

হুর্‌। ভুল ক'রে রহস্য করতে গিয়েছিলুম, বিবি সাহেব। এখন বুঝতে পারছি, তুমি যেন সারা দুনিয়ার রাণী! তুমি কোহিনুর লোকালুকি কর।

বেলা। তুমিই বা দুনিয়ার রাজার চেয়ে কমটা কি, কোহিনুর পথে ছড়াও।

হুর্‌। বেশ, বেশ, দয়া ক'রে যদি ভৃত্য ব'লে সঙ্গে নাও, তা হ'লে জীবন ধন্য মনে ক'রে সঙ্গে থাকি।

বেলা। ভৃত্য কেন,—ভাই! এই দুনিয়ার পথে প্রতিষ্ঠিত নব সংসারের অভিভাবক।

মেহেরো। বিস্ময়ে, আনন্দে, অবসাদে, আমার কথা রুদ্ধ হয়ে গিছল। ভাই! দরিদ্রা ভগিনীকে মুক্তি দিলে, তাকে তোমার সংসারে স্থান দাও।

হুর্‌। মা, এতক্ষণ পরে মজা ভরপুর হ'ল। তা হ'লে চল। কিন্তু কোথায় যাব, জানি না।

বেলা। সেইখানেই ত চলবার মজা।

(গীত)

আমি গগনের শশী চপলা আমার হাসি
জলে স্থলে নানা ছলে মায়াজালে আমি ঘেরি।
আমার নিমিখে উঠে, যতেক কুসুম ফোটে,
সৌরভ ছড়ায়ে যায়, এই বিশ্ব মুগ্ধ করি।
প্রীতি আমি সুধাময়ী, শক্তি মোর সর্ব্বজয়ী,
শান্তি তৃষা ধরামাঝে মোর দুটি সহচরা।
আমি মুক্তি আমি মায়া, এ বিশ্ব আমারই ছায়া,
আঁধার আলোকে মোর সকলে রয়েছে ভরি॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

বাহাদুর সার কুটীর।

পেশমন ও জহিরণ।

পেশ। এ কি জহিরণ! এ কি মা! এখনও তুমি জেগে আছ?

জহি। স্বামী যে আমাকে তোমার পরিচর্য্যা করতে নিযুক্ত রেখে গেছেন মা!

পেশ। তোমার নিষ্ঠুর স্বামীর কথা শুনো না। তুমি আমার পাশে বিশ্রাম গ্রহণ কর। তুমি আমীরের কন্যা। ভিখারিণীকে যে এত অনুগ্রহ দেখিয়েছ, এই যথেষ্ট। এর অধিক দেখালে যন্ত্রণা দেওয়া হয়। মা, তোমরা অনাহারে মৃত্যু থেকে আমাকে রক্ষা করেছ, আর কেন?

জহি। সে বা বলবার আমার স্বামীকে ব'ল। অনুগ্রহ নিগ্রহ আমি জানি না। আমি স্বামীর হুকুম পালন করছি।

পেশ। অতি মহৎ বংশে না জন্মালে তোমার মুখ থেকে এ কথা বেরুতো না। তবে তোমার যা অভিরুচি, তাই কর। আমিও তোমার পাশে বসি। আজ তিন দিন যাবৎ আমি নিদ্রাশূন্য। তার ওপর এক পুত্রের অদর্শনে মর্ম্মবেদনায় আমি কাতর। তোমরা কোথা থেকে মমতার মূর্ত্তি নিয়ে আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছ! সত্য কথা বলতে কি মা, তোমাদের জন্য আমি পুত্রবিয়োগদুঃখ বিস্মৃত হয়েছিলুম, অবসাদে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

জহি। তোমার পুত্র কোথায় মা?

পেশ। কোথায়—কি বলব জহিরণ—অবস্থার পরিবর্ত্তনে, ক্ষুধার যাতনায় আত্মহারা আমার মাতৃভক্ত সন্তান এখন কোথায়, তা কেমন ক'রে জানব?

জহি। সে কি বিদেশে গেছে?

পেশ। দেশ কি বিদেশ—জীবনের এ পারে কি পরপারে—কিছুই জানি না। বালক এক স্বপ্নের প্রতিশ্রুতি পালন করতে আরবের মরুভূমিতে চ'লে গেছে।

জহি। হা স্বপ্ন! তোর অত্যাচারে গৃহত্যাগী হলুম, এখানেও তুই অত্যাচারের জন্য আগে হ'তেই উপস্থিত হয়েছিস্?

পেশ। এ কি বলছ জহিরণ!

জহি। মা! আমার ঘরের কোহিনুর চুরি গিয়েছে—আমার অগাধ ঐশ্বর্য্য এখন মূল্যহীন। মা আমার দেশে কি বিদেশে, এ পারে কি ওপারে, জানি না!

পেশ। কি ব্যাপার, ভেঙে বল দেখি?

জহি। সহসা শোকের আবেগে হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। মা! অবকাশমত তোমাকে সব বলবো।

(মোবারকের প্রবেশ)

মোবা। মা জেগে আছেন?

পেশ। এস বাপ্, কাছে এস।

মোবা। না মা, আমি আর যাব না, আপনি উঠে আসুন। আপনার অট্টালিকায় প্রবেশ করুন।

পেশ। অট্টালিকা?

মোবা। তোমাকে ভগ্নকুটীরে দেখে আত্মহারা হয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, আজ যেমন ক'রে পারি, তোমাকে নবরচিত গৃহে প্রবেশ করাব। এই জন্য কারুকরের অন্বেষণ করলুম। কোথা থেকে এক কারুকর এসে আমার প্রস্তাবে সম্মত হ'ল। যদি তোমার যোগ্য ভবন সে এক রাত্রের ভেতর রচনা করতে পারে, তা হ'লে তাকে লক্ষ মুদ্রা পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলুম।

পেশ। তার পর?

মোবা। তার পর! মনের অবসাদে বাগানের এক নিভৃত কুঞ্জে আমি কিয়ৎক্ষণের জন্য ঘুমিয়েছিলুম। সেই কারুকরের আহ্বানে আমি জেগে উঠি। সে বললে, উঠ মোবারক পাশা, তোমার অট্টালিকা কেমন হয়েছে নিরীক্ষণ কর। বাইরে এসে দেখি, কারুকর নেই, কেউ নেই। কিন্তু সম্মুখে উজ্জ্বল আলোকমালায় আলোকিত এক অপূর্ব্ব মনোহর অট্টালিকা। একবার মনে করলুম স্বপ্ন! চোখ মুছে বারংবার দেখলুম, তখন আমার ভ্রম ঘুচে গেল। মা! স্বপ্ন জাগরণ আমার অদৃষ্টে সমান হয়ে গেছে। তাই বিস্মিত না হয়ে তোমাকে ঘরে নিয়ে যেতে এসেছি।

পেশ। জহিরণের কাছে কথা শুনে, আমার নিজের অবস্থা দেখে, আমারও বিস্ময় ঘুচে গেছে। চল বাপ, অট্টালিকাতেই যাই।

[সকলের প্রস্থান।

(মুরাদের প্রবেশ)

মুরাদ। মানুষের শত্রুতায় গৃহত্যাগী হয়েছিলুম। স্বপ্নের শত্রুতায় বুঝি আমাকে দুনিয়া ত্যাগ করতে হ'ল! মেহেরা! মেহেরা! স্বপ্নের নির্দ্দেশে তোর অনুসন্ধানে গিয়েছিলুম—দেখা পেলুম, কিন্তু উদ্ধার ত করতে পারলুম না। মেহেরা! সুন্দর মেহেরা! মমতাহীন জগৎ তোমার পক্ষে নীরস, কর্কশ, বিশাল, বালুকাময় মরুভূমি। মনিবের তীব্র নির্ম্মম দৃষ্টি, সেখানে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-রূপে তোর কুসুমকোমল হৃদয়কে নিরন্তর দগ্ধ করছে। সোনার কমল! এখনও যে তুই বেঁচে আছিস, এই আশ্চর্য্য। মা, মা! ঘরে আছ! এ কি! মায়ের ক্ষুদ্র কুটীরপার্শ্বে এ কি প্রকাণ্ড বাদসার মহলের মতন অট্টালিকা! এত বড় প্রাসাদ ঘরের কাছে ছিল, আমি তা দেখতে পাই নি! দারিদ্র্যের পীড়নে এতই জ্ঞানশূন্য হয়েছিলুম যে চোখের সুমুখে এমন একটা বিশাল চিহ্ন আমার দৃষ্টিগোচর হ'ল না! মা- মা! কোথায় তুমি! এ কি—কুটীরে ত মা নেই! তবে কি দারিদ্র্যের প্রহারে, অনাহারে, পুত্র-বিয়োগযাতনায় মা আমার আর কোথাও কি চ'লে গেলেন? কিংবা, যাতনা সইতে না পেরে আত্মহত্যা করলেন! মা—মা! এ কি! কে তুমি—কে আপনি—ছায়াময় কিংবা কায়াময়, মুখে মৃত্যুর আভাস—অথচ জ্যোতির্ম্ময়! হে ভীতিপ্রীতিবিজড়িতমূর্ত্তি—কে তুমি? কথা কও—কে, পিতা—পিতা?

(বাহাদুর সার প্রেতমূর্ত্তির প্রবেশ)

বাহা। মুরাদ!

মুরাদ। এ কি পিতা! চক্ষে তোমার মৃত্যু দেখেছি। দেখতে দেখতে তোমার দেহের সকল স্পন্দন নীথর হয়ে গেছে—জীবনের সমস্ত উত্তাপ তুষারশীতলতায় পরিণত হয়েছে। তোমার পবিত্র দেহকে তোমার অভাগ্য পুত্রই মৃত্তিকাসাৎ করেছে। তবে এ কি! তোমার এ কি মূর্ত্তি! কোন্ জগতের মৃত্তিকা দিয়ে তোমার সেই মহাপ্রাণ আচ্ছাদিত করেছ? ভীত আমি, কাতর আমি, তোমাকে দেখে তোমার চরণস্পর্শসুখাভিলাষে ব্যাকুল আমি—আমাকে অভয় দাও—আশ্রয় দাও।

বাহা। মুরাদ! বহুদিন মৃত্যুমুখে পড়েছি। কিন্তু একটি কারণে আজও আমি পৃথিবীর সম্পর্ক ত্যাগ করতে পারি নি। মৃত্যুর প্রাক্কালে তোমাকে উপদেশ দিতে দিতে আমার আয়ুক্ষয় হয়েছে। একটা কথা বলতে আমার সময় হয় নি। তাই আমার এই দশা। প্রেতমূর্ত্তিতে আমার এই ক্ষুদ্র কুটীরের প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আমাকে এ যন্ত্রণাময় অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে একমাত্র তুমি।

মুরাদ। কি করতে হবে, অনুমতি করুন।

বাহা। পরে বলছি, অগ্রে এই কুটীরের মধ্যস্থলে যে শিলাখণ্ডের উপর তোমার জননী ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন, সেই শিলাখণ্ড উত্তোলন কর।

মুরাদ। পিতা! সারাদিনের অনাহারে আমি

একান্ত শক্তিহীন। আমি এ প্রকাণ্ড শিলা স্থানচ্যুত করতেই পারব না।

বাহা। বেশ, না পার, আমার এই যষ্টিপ্রান্ত অবলম্বন কর। আমার সঙ্গে এস। (প্রাচীরসন্নিকটে দাঁড়াইয়া) মুরাদ! প্রবেশমুখে প্রতিজ্ঞা কর, আমাকে এই যন্ত্রণাময় অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে সাধ্যমত তুমি চেষ্টা করতে ক্রটী করবে না।

মুরাদ। এ ত আমার অবশ্য কর্ত্তব্য পিতা।

বাহা। শুধু কথা নয়, প্রতিজ্ঞা কর।

মুরাদ। প্রতিজ্ঞা করলুম, আপনাকে এই যন্ত্রণাময় অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে সাধ্যমত চেষ্টা করতে ক্রটী করব না।

বাহা। যত দিন না আমার মুক্তি হয়, তত দিন যা দেখবে, যা শুনবে, কারও কাছে প্রকাশ করবে না।

মুরাদ। প্রতিজ্ঞা করলুম, প্রকাশ করব না।

বাহা। যষ্টি পরিত্যাগ কর। যে গৃহভাণ্ডারে আমার আজীবনসঞ্চিত বিশ্বের রত্নরাশি সঞ্চিত আছে, মুহূর্ত্তের জন্য আমার পুত্রের চক্ষে সেই গৃহদ্বার উন্মোচিত হও।

(যষ্টিদ্বারা প্রাচীরে আঘাত—প্রাচীরদ্বার উন্মুক্ত)

মুরাদ। এ কি! এ কি পিতা? আমার চক্ষু ঝলসে গেল—ক্ষুদ্র কুটীর-গর্ভে এত রত্নরাশি! আমি জ্ঞানশূন্য চক্ষে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না—সর্ব্বশরীর কম্পিত হচ্ছে—পিতা, আমাকে ধর ধর।

বাহা। আবার যষ্টিপ্রান্ত অবলম্বন কর। নাও, আমার সঙ্গে গুহামুখে প্রবিষ্ট হও।

(উভয়ের গুহামুখে প্রবেশ)

পটপরিবর্ত্তন

গুহাভ্যন্তর—ধনাগার।

বাহা। দেখছ মুরাদ, দেখছ? আমার বংশধরের জন্য এই সমস্ত রত্নরাজি সঞ্চিত করেছি। মুরাদ! এই সমস্ত ধনের অধিকার যদি কখন প্রাপ্ত হও, তা হ'লে তোমার তুল্য ঐশ্বর্য্যবান্ জগতে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি থাকবে না।

মুরাদ! সমস্তই দেখেছি—বুঝেছি, যদি যোগ্য হই, তা হলেই এই ধনের আমি অধিকারী।

বাহা। তা হ'লে তুমিই একমাত্র এর অধিকারী।

মুরাদ। ওই অপূর্ব্ব মণিময় পাদপীঠে, মণিময় মসলিনে আবৃত, মণিময়ী মূর্ত্তির মত ওই ছয়টি কি পিতা?

বাহা। ওই ছয়টি জগতের জীবের সাধারণ সম্পত্তি—ও ছয়টির তুলনায় অন্যান্য ধনরত্ন মূল্যহীন ভস্মরাশি—যাঁরা সাধু, তাঁরা শুধু ওই ছয়টি পাবার জন্য যত্ন করেন। ওই ছয়টিকেই তাঁরা সম্পত্তি ব'লে গণ্য করেন। এই সমস্ত আমি তোমার জন্য সঞ্চিত করেছি। এখন এ গ্রহণ করা না করা তোমার হাত।

মুরাদ। মধ্যের পাদপীঠ শূন্য কেন?

বাহা। ওরই জন্য তোমাকে আনিয়েছি। আমি সব রত্ন সংগ্রহ করেছি, কেবল মধ্যের ওই কোহিনুরকে আনয়ন করতে পারি নি।

মুরাদ। কেন পিতা?

বাহা। সাধ্যাতীত ব'লে পারি নি।

মুরাদ। সে কি আমার সাধ্যায়ত্ত?

বাহা। না হ'লে তোমাকে আনব কেন?

মুরাদ। কি করলে ওই কোহিনুর পাই, তা ব'লে দিন।

বাহা। যদি কোন অমৃতময়ী কুমারীকে তুমি হৃদয়ে স্থান দিয়ে থাক, অথবা ভবিষ্যতে স্থান দাও—

মুরাদ। মিথ্যা বলব কেন—অগ্রেই দিয়েছি।

বাহা। দিয়েছ।

মুরাদ। স্বপ্ন আমাকে এক অমৃতময়ী কুমারীর সন্ধান দিয়েছিল। স্বপ্নপ্রেরিত হ'য়ে আমি তার সন্ধান করেছিলুম। তাকে দেখেছি—দেখবার সঙ্গে সঙ্গে আমার অজ্ঞাতসারে হৃদয় তার করকমলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

বাহা। বেশ হয়েছে—তাকে যদি বিবাহ করতে পা—

মুরাদ। সে এখন কোথায় আছে, তা জানি না।

বাহা। দুনিয়া ঢুঁড়ে তার সন্ধান কর।

মুরাদ। যদি সন্ধান না পাই?

বাহা। এ পুরুষের উপযুক্ত কথা নয়। সে যদি দুনিয়া ছেড়ে চ'লে যায়, তা হ'লেই সন্ধান পাবে না। পৃথিবী যেমন বিশাল, মানুষের জীবনও তেমন দীর্ঘ। এই দীর্ঘ জীবনেও কি তার সন্ধান পাবে না?

মুরাদ। এর মধ্যে সে যদি বিবাহিত হয়?

বাহা। তা হ'লে ওই মধ্যের স্থান পূর্ণ হবে না।

মুরাদ। সে যদি আমাকে না চায়?

বাহা। তা হ'লেও হবে না। আমি আর অধিকক্ষণ কথা কইতে পাচ্ছি না। বড় যন্ত্রণা—বড় যন্ত্রণা। তুমি এই যন্ত্রণার অবসান কর।

মুরাদ। বেশ, বিবাহ ক'রে কি করব বলুন।

বাহা। শোন, স্থির হয়ে শোন। পারস্যের প্রান্তদেশে উচ্চশৈলপ্রাচীরবেষ্টিত এক হ্রদ আছে। সেই হ্রদমধ্যে একটি অতি ক্ষুদ্র দ্বীপ—সেই দ্বীপে একটি গভীর জলময় গহ্বর। গভীর—বড় গভীর—ধরণীর কেন্দ্র পর্য্যন্ত গভীর। বিবাহের পর-ক্ষণেই যদি তাকে সেই গহ্বরমধ্যে নিক্ষেপ করতে পার—

মুরাদ। সে কি?

বাহা। তবেই তোমার পিতার মুক্তি—যন্ত্রণা—বড় যন্ত্রণা—পুত্র, আমাকে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি প্রদান কর।

[প্রস্থান।

মুরাদ। পিতা! পিতা! নিষ্ঠুর হয়ো না—অন্ত কোন উপায় থাকে ত ব'লে দাও। আমার প্রাণময়ী প্রতিমা—স্বপ্নকুহুমাবরণে চিরমহিমময়ী তুচ্ছ জীবনহীনা একটা প্রতিমার জন্ম সে জীবন্ত প্রতিমা বিসর্জ্জনে আদেশ দিও না। বাঃ, আকাশ-গঠিত দেহ ধীরে ধীরে ধীরে আকাশে মিলিয়ে গেল! তাই ত! কোথায় যাই—কোথায় এ ভীষণ জীবন-মরণ প্রহেলিকার মীমাংসা হয়? মেহেরা—মেহেরা—আর আমাকে দেখা দিও না—স্বপ্নে দেখা দিয়ে উন্মত্ত করেছ—জাগরণে দেখা দিয়ে মরণ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়েছ—এবারে দেখায় নরক! দোহাই মেহেরা, আর দেখা দিও না। পিতার কাছে প্রতিশ্রুত, আমি তোমাকে খুঁজব—কিন্তু তুমি ধরণীর প্রান্তে আত্মগোপন কর—এ হত-ভাগ্যকে আর দেখা দিও না।

তৃতীয় দৃশ্য

রাস্তা।

বেলা ও বালকবেশে মেহেরা।

বেলা। এমন ভাবে তোমায় সাজিয়েছি যে, এখন আমি নিজেই তোমাকে চিনতে পারি না।

মেহেরা। বেশ করেছ ভগিনি, যখন সবই গেল, তখন আর সে বেশ থাকবারই বা প্রয়োজন কি?

বেলা। তাই ত! তোমার কি অদৃষ্ট মেহের কি অবস্থায় জন্মালে, কি অবস্থায় পতিত হ'লে স্নেহময় বাপ, স্নেহময়ী মা, রাজরাজেশ্বরের ঐশ্বর্য্য, কিন্তু তুমি কোথায়? ভাগ্যবশে নগ প্রান্তের উপবনে এক সুন্দর মুরাদের সঙ্গে দে হ'ল, সেই বা কোথায়?

মেহেরা। থাকলে মজা হ'ল কই, না থাক তেই ত মজা। দুঃখের দুরন্ত স্রোতে ভেসে যা —মাঝে মাঝে আশ্রয় মনে ক'রে যাকে ধর যাচ্ছি, দেখি, তারা আমারই মতন ভেসে ভে চলেছে! বার বার হতাশ হয়ে, এখন আশ্রয়-জ্ঞা সেই হতাশাকেই জড়িয়ে ধরেছি। সই! এখ আর আমার দুঃখ নেই। বরং হৃদয়ে অতু আনন্দ—সম্মুখে অতুল বারিধি, পশ্চাতে পূর্ব জীবনের মধুময়ী স্মৃতি—উভয় পার্শ্বে শ্যামঘনাল বেলা আমার বিপরীত দিকে যেন ভেসে চলেছে —আমি দেখছি, আর হাসছি। এক দিকে সু ভাসছে, এক দিকে দুঃখ ভাসছে—এ জীবনস্রোতে কেউ দাঁড়াবার স্থান পাচ্ছে না। সুখ-দুঃখে আগমনের পূর্ব্বসূচনা। তখন আর কেন স আমি দুঃখ করব?

বেলা। বেশ, তবে আনন্দময়ী হয়ে সংসারে বিচরণ কর।

মেহেরা। তাই করব ব'লেই ত আনন্দময়ী সঙ্গ নিয়েছি।

(মুরাদের প্রবেশ)

মুরাদ। একটা আশা—প্রকাণ্ড দুনিয়া—আর সে দুনিয়া আমার চক্ষে বিপুল অন্ধকারের লীলাভূমি। সে অন্ধকারে আমি যখন আপনা-কেই দেখতে পাচ্ছি না, তখন মেহেরাকে কেমন ক'রে দেখব—আপনাকেই যখন বুঝতে পারছি না, তখন প্রথম দর্শনের প্রহেলিকাময়ী সে বালি-কাকে আমি কেমন ক'রে বুঝব! অন্ধকার রজ-নীতে কক্ষচ্যুতা পতনোন্মুখী তারকার মত মেহেরা মুহূর্ত্ত সময়ের জন্ম দেখা দিয়ে আবার অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। বেশ হয়েছে। পিতাকে ঋণমুক্ত করবার জন্ম এখন আমি জনহীন সংসারপথে মহা-জনের অন্বেষণে চলেছি। দেখি কেমন ক'রে কে আমাকে মেহেরার সন্ধান দিতে পারে! এ কি, কে তোমরা দুটি বালিকা এই অন্ধকারে আমার

এই কুটীরপার্শ্বে বিচরণ করছ? হুজরাইন! তোমরাই কি এই সুন্দর অট্টালিকার মালিক? না—না—এ কি! এ যে অসম্ভব—হা ঈশ্বর! এ কি করলে!

বেলা। কে ও, মুরাদ সাহেব?—সেলাম!

মেহেরা। কে ও, খোদাবন্দ!—আপনি—প্রভু! বাঁদীর সেলাম গ্রহণ করুন। যদি ফেলেই আসবেন, তা হ'লে এ অমূল্য মণি দিয়ে এ ঝুঁটো পাথর খরিদ করলেন কেন? এ অমূল্য মণি তুচ্ছ বাঁদীর হাতে কি শোভা পায়!

মুরাদ। অপেক্ষা কর—দোহাই মেহেরা—অপেক্ষা কর। হা ঈশ্বর! এ কি করলে? মেহেরা! কি করলে?—এত নিকটে কেন এলে?

বেলা। মেহেরাকে নিকটে দেখা কি আপনার অভিপ্রায় নয়?

মুরাদ। মেহেরার অন্বেষণে সমস্ত দুনিয়া ঘুরবো সঙ্কল্প ক'রে বেরিয়েছি। মেহেরা! ইচ্ছা ছিল, সারা জীবনের ব্রত নিয়ে তোমাকে খুঁজব। কিন্তু মনের কামনা, মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত তোমায় দেখতে পাব না। মেহেরা! মুক্ত করতে পারলুম না ব'লে কি প্রেমাশ্রুনিষিক্ত চক্ষে আমার প... চয়ে তার প্রতিশোধ দিতে এসেছ?

মেহেরা। স্বপ্ন যে আপনার পায়ে আমাকে নক্ষেপ করছে, আমার মুক্তি কেমন ক'রে হবে প্রভু!

মুরাদ। অপেক্ষা কর, মেহেরা—আগে আমার কথা শোন, তার পর কর্ত্তব্য স্থির কর।

মেহেরা। বলুন।

মুরাদ। মেহেরা! আমি ভিখারী, তার পর পিতৃদত্ত ধনসম্পত্তি গ্রহণের অভিলাষী নই। এ জেনেও তুমি কি আমার হ'তে অভিলাষ কর?

মেহেরা। অভিলাষের কথা জিজ্ঞাসা করবেন না। স্বপ্ন আপনার ও আমার মিলনের ঘটক। আপনি ছাড়া অন্য কাউকেও হৃদয় দিতে আমার অধিকার নাই।

মুরাদ। কিন্তু মেহেরা, এ মিলন বড় বিষময়।

মেহেরা। স্বয়ং দেবতা এসে শপথ ক'রে বল্লেও আমি বিশ্বাস করি না।

মুরাদ। কিন্তু আমি বলছি।

মেহেরা। তা হ'লে সুধা আর বিষে প্রভেদ কি, আমি জানি না।

মুরাদ। আমাদের বিবাহের অব্যবহিত ফল মৃত্যু। আর সে মৃত্যু, যাকে আত্মসমর্পণ করতে উদ্যত হয়েছ, তারই হস্তে।

মেহেরা। খোদাবন্দ! এক দিন আমার এমন সময় গেছে, যে সময় মৃত্যুকে সখা ব'লে আলিঙ্গন করতে উদ্যত হয়েছিলুম। এখন আমার প্রিয়তমকে আশ্রয় ক'রে যদি সেই মৃত্যু আসে, তার চেয়ে আনন্দ আর কি আছে জানি না।

মুরাদ। বেশ, তবে সঙ্গে এস। সুন্দরি, মেহেরা যদি তোমার শত্রু হয় ত এই উপযুক্ত অবসরে আনন্দ কর। যদি প্রিয় হয়, শেষ বিদায় গ্রহণ ক'রে চক্ষু মুদ্রিত কর। মানুষের এমন অশুভ দিন আর কখন আসে নি।

বেলা। ভাল পরীক্ষাই করলে মুরাদ।

মুরাদ। না সুন্দরি, পরীক্ষা নয়—আমি রহস্য জানি না—মিথ্যা বলি নি—

বেলা। মেহেরাকে সঙ্গে নিয়ে কি করবে?

মুরাদ। অনন্ত অতলস্পর্শ গভীর গহ্বরে নিক্ষেপ করব।

মেহেরা। সই, তা হ'লে বিদায় হই—চল প্রভু—শীঘ্র চল—প্রার্থিনীর প্রার্থনা পূর্ণ কর।

মুরাদ। এস—সেলাম সুন্দরি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(হুরবক্সের প্রবেশ)

হুর্। মেহেরা! এত দিনে তোমার দুঃখের অবসান হ'ল! ঈশ্বর আবার তোমাকে পিতার আশ্রয় দান করতে নিয়ে এসেছেন।

বেলা। যদি জীবনের অবসানে তার দুঃখের অবসান হয়, তা হ'লে মেহেরার সে সময় এসেছে।

হুর্। সে কি—কি বলছ ভগিনি? কই মেহেরা!

বেলা। কই—কোথায় ভাই! ধরণীর গর্ভ ভেদ ক'রে তার সন্ধান কর।

হুর্। আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না ভগিনি।

বেলা। বুঝে কোনও সুখ নেই। এস ভাই, আমরা উভয়ে এই অট্টালিকায় প্রবেশ ক'রে গৃহস্বামীর দাসত্ব করি।

হুর্। ব্যাপার কি, শুনতে পাব না?

বেলা। শুনতে চাও, চল, বলতে বলতে যাই।

চতুর্থ অঙ্ক

—•—

প্রথম দৃশ্য

ফয়জুল্লার বাটীর কক্ষ।

জহরা।

জহরা। (চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে) তাই ত, এ আমার কি হ'ল! পোড়া ঘুম চোখ ছাড়ছে না কেন? সারা রাতটা ধ'রে কেবল স্বপ্ন দেখছি। কেবল স্বপ্ন—কানের ভেতরে নানা রকমের আওয়াজ। যেন পাড়ায় কার বাড়ী শ্রাদ্ধ পেকেছে। লোক আসছে খাচ্ছে, যাচ্ছে, হৈ হৈ করছে। কানের ভেতরে সারা রাত যেন কড়া পিটছে। পোড়া ঘুম আজ হ'ল কি? মুবাদের মা'র দুর্দ্দশা দেখে কি স্ফূর্ত্তিতে ঘুমটা চোখ জুটো জড়িয়ে ধরেছে, না ফকির বেটা যাবার সময় কিছু তুক ক'রে গেছে? কি হ'ল—কি হ'ল! সকাল হ'ল, রোদ উঠল, এত চোখে জল দিচ্ছি, এত পাইচারী করছি, তবু ঘুম চোখ ছাড়ছে না। চোখ চাই, আর সড়কের ওপারে একটা ঝকঝকে রগরগে বাড়ী দেখতে পাই। (চক্ষু মুদিবার অভিনয় ও দেখিবার অভিনয়) দূর ছাই! আবার যে তাই! সোনার মিনারগুলো চক্‌চকাচ্ছে—সব যেন রঙ রঙ। তাই ত—এ ব্যাপারখানা হ'ল কি! (হাত দেখিয়া) আরে মর্, এই যে পাঁচটা চাঁপার কলি! (শুঁকিয়া) এই যে পোলাওয়ের গন্ধ! (হাই তুলিয়া তুড়ি দিয়া) এই যে তুড়ির শব্দ বেশ কানে যাচ্ছে—তা হ'লে এ কি রকম হ'ল! ও বাবা! আবার খড়খড়ি খুলে গেল যে!

(ফয়জুল্লার প্রবেশ)

ফয়। জহরী বিবি—জহরী বিবি!

জহরা। কি মিয়া?

ফয়। বলি জেগে উঠেছ?

জহরা। কেন বল দেখি?

ফয়। যদি জেগে থাক, তা হ'লে আমার কানটা ধ'রে বার দুই মোলায়েম ক'রে নাড়া দাও ত, নইলে শালার ঘুম আজ কিছুতেই যেন চোখ ছাড়ছে না, আমি এখনও যেন স্বপ্ন দেখছি!

জহরা। আমিও!

ফয়। ও আল্লা! তুমিও।

জহরা। ও দিকে চাচ্ছি, আর একখানা বাড়ী দেখছি!

ফয়। এই যে এবার দেখাচ্ছি। এস ত দুজনে কান ধরাধরি ক'রে দেখি, শালার বাড়ী কেমন না উড়ে যায়।

জহরা। হাঁ গা, ও কি বল দেখি!

ফয়। স্বপ্ন—আবার কি? শালা স্বপ্ন একেবারে একখানা বাড়ী ভাড়া ক'রে চোখের তারায় ব'সে গেছে। নইলে সন্ধ্যেবেলায় যেখানে ফাঁক, সকালবেলায় সেখানে বাড়ী!

জহরা। ওগো, সড়কে গিয়ে একবার ভাল ক'রে খবর নাও!

ফয়। খবর আর নেব কি, শালার চোখই যে খবর দিচ্ছে। যেতে যে ভরসা হচ্ছে না! গেলে আরও কি দেখব! জহরা! এক রাত্রে অট্টালিকা তইরী ক'রে, এমন ধনী কে? আমরা দুজনে কা'ল ওইখানে দাঁড়িয়ে পেশমন বিবিকে তামাসা ক'রে এসেছি! শালার সুর্‌বক্‌স ওইখান থেকেই ফাঁক মেরে চুণিখানা নিয়ে গেছে! আজ সেখানে ও কি?

জহরা। তাই ত গা! এ কি হ'ল? ও বাড়ী আর এক দিন চোখের উপর থাকলে যে চোখ দুটো ঝল্‌সে যাবে!

ফয়। এক দিন! আর এক ঘণ্টা থাকলে বুক ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

জহরা। ও গো, এখনি যে বুক কেমন করে গো—সন্ধান নাও গো—সন্ধান নাও। ওগো, ও কি গো?

(গড়াইতে গড়াইতে বকাউল্লার প্রবেশ)

গড়াতে গড়াতে চালকুমড়োর মতন ও কি আসে গো?

ফয়। কে তুই?

বকা। উঁ!

জহরা। কে ও—বোকা?

বকা। হুঁ!

ফয়। বোকা!

বকা। আর কথা কইতে পারি না।

ফয়। ব্যাপার কি রে?

বকা। বোনাই সাহেব, আমায় বাঁচাও।

জহরা। কি হয়েছে রে—অমন ক'রে গড়াচ্ছিস কেন?

বকা। আমায় ফেলে দিয়েছে।

জহরা। কে ফেলে দিলে রে?

বকা। খিচুড়ী

জহরা। খিচুড়ী! খিচুড়ী ফেলে দিলে কি?

বকা। হাঁ দিদিমণি—মোগলাই খিচুড়ী। ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে।

ফয়। এমন হাত-পা-ওয়ালা খিচুড়ী কোথায় পেলি?

বকা। ওই সুমুখের বাড়ীতে। শালার খিচুড়ী তুলো হয়ে গলা দিয়ে নামলো, আর যেই পেটে ঢুকলো, অমনি জগদ্দল পাথর হ'ল! দাঁড়াতে গিয়ে পাষাণ ভাঙতে পারছি না, হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে যাচ্ছি।

ফয়। ওই বাড়ীতে গিয়েছিলি?

বকা। আমায় ধ'রে নিয়ে গেল।

ফয়। কে নিয়ে গেল?

বকা। বাবারাও নিয়ে গেল—বিবিরাও নিয়ে গেল।

উভয়ে। তার পর?

বকা। তার পর মখমলের গালচেয় বসিয়ে সুমুখে সোনার থালে একথাল খিচুড়ী—

উভয়ে। তার পর?

বকা। তার পর আর বড় একটা মনে নেই। সে মোগলাই খিচুড়ী,—মুখে যেমন ঢোকে আর চোখ বুজে আসে। এক গরাস ক'রে খাই, আর মিট মিট ক'রে চাই—দেখি খিচুড়ী আর কমে না। খেতে আরম্ভ করলুম এক তালায়, শেষ করলুম তিন তালায়।

ফয়। সে কি রে?

বকা। এক গরাস ক'রে খাই, আর এক হাত ক'রে উপরে উঠি।

ফয়। ওরে শালা, বলিস কি রে?

বকা। ধমকো না বোনাই সাহেব। টৈটুম্বুর হয়ে আছে—ধমকানীর চাড়েই পেট ফেটে যাবে।

ফয়। দূর হতভাগা পেটুক!

বকা। হুম—হেউ—এই কাটে।

জহরা। আস্তে কথা কও না, ধমকাও কেন? ছোঁড়াটাকে মেরে ফেলবে?—(অনুচ্চ স্বরে) তার পর?

বকা। তার পর এই গড়াগড়ি।

ফয়। খাওয়ালে কে?

বকা। বাবারাও খাওয়ালে—বিবিরাও খাওয়ালে।

ফয়। দূর তোর বাবা-বিবির কাঁথায় আগুন।

বকা। তুমি মনে করেছ, ধমকে আমার পেট থেকে মোগলাই খিচুড়ী বার ক'রে নেবে! আমি দম আটকে ম'রে যাব, তাও ভাল, তবু খিচুড়ী মুখ থেকে বার করব না। দিদি, তুমি আমায় ধরিয়ে দাও ত, আমি ঘরে গিয়ে মুখ টিপে প'ড়ে থাকি।

জহরা। কার বাড়ী, জানতে পারলি নি?

বকা। কি ক'রে জানবো—এক গরাস মুখে দিয়েই চোখ বুজেছিলুম। যখন ভাল ক'রে চোখ চাইলুম, তখন আমি রাস্তায়। চেয়ে দেখি, কুকুর বেটারা পেট শুঁকছে।

ফয়। না, এ শালার কথায় কিছু বোঝা গেল না। জহরা! আমি নিজে খবর নিতে চললুম।

জহরা। নে ওঠ—ঘরে চল্।

বকা। ঠেকো দাও দিদি, নইলে খাড়া হ'তে পারব না।

জহরা। চল্ একটা হজমিগুলী খাইয়ে দিই গে।

বকা। গলার ভেতর গোলা-গুলি ঢোকবার জায়গা নেই, তুমি থেয়ে কি ফুসমন্তরে হজম কর, সেই ফুসমন্তরটা শিখিয়ে দাও।

জহরা। নে চল্—

বকা। আস্তে আস্তে—

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অট্টালিকা-সংলগ্ন উদ্যান।

বাঁদীগণ।

(গীত)

সহচরী গাগরী ভ'রে নে জল ভ'রে নে জল!
পিয়াসে লতা যে আছে ব'সে,
চ'লে চল চ'লে চল।
আঁধার রজনী একা ব'সে, মলয় পরশে দুলিছে সে;
আঁখি জলে পরিমলে তিতে অবিরল ধরাতল।
দুখে আঁখি মেলি কাঁদে অলি,
পাখী করে কলকল।

১ম বাঁ। দেখ, দেওয়ান সাহেব ব'লে দিয়েছেন যে, এক জন ওমরাও আজ আমাদের বাড়ী আসবে। তাকে যেন কোনও রকমে খাতির করতে ত্রুটী না হয়।

২য় বাঁ। কখন্ আসবে?

১ম বাঁ। তার কোনও ঠিক নেই, হয় ত

এখনই আসতে পারে, হয় ত সন্ধ্যেতেও আসতে পারে।

২য় বাঁ। হয় ত নাও আসতে পারে।

১ম বাঁ। আসবে নিশ্চয়ই। দেওয়ান সাহেব বলেছেন, সে না এসে থাকতে পারবে না।

৩য় বাঁ। এ বাড়ীতে এখন কত রকমের লোক যাতায়াত করবে। ওমরাও এলে তাকে চিনব কেমন ক'রে?

২য় বাঁ। তাই ত ভাই, চিনব কেমন ক'রে?

১ম বাঁ। ওমরাও চেনা যাবে পোষাকে। আমাদের চেয়ে যে বেশী দামের পোষাক প'রে আসবে, তাকেই বুঝতে হবে ওমরাও।

২য় বাঁ। বেশ ভাই, একটু তার পিত্যেশে দাঁড়িয়েই থাকা যাক্।

(ফয়জুল্লার প্রবেশ)

(বাঁদীগণের গীত)

শুধু আশায় আশায়
সজনি পথ চেয়ে কি থাকা যায়।
মনে করি আসে কে ঘরে,
ভয়ে ভয়ে ঘা দিয়ে সই হৃদি দুয়ারে
মনের মতন হৃদয়-রতন বাঁধন দিতে চায়।
অচেনা পিয়ার বড় হুঁসিয়ার,
নয়ন মুদে দেখে নে লো নয় ত দেখা ভার,
স্বপন ফুলে মধু উথলে পালায়।
আঁচলা ভ'রে পিয়ে নে লো,
কেন প্রাণ যাবে লো পিপাসায়॥

ফয়। উঃ! গণ্ডা গণ্ডা খুবসুরত বাঁদী। হ'ল কি? কে এল? কোথা থেকে এল? এক রাতে বাড়ী ঘর-দোর ফেঁদে কেমন ক'রে এল? ওঃ! প্রাণ গেল—প্রাণ গেল—ব্যাপারটা না বুঝতে পারলে প্রাণ গেল। যদি কোন আমীর বাদ্শা হয়, তা হ'লে কতক রইল, কিন্তু যদি পেশমন বিবির হয়, তা হ'লে একেবারে গেল।

১ম বাঁ। ওই রে ভাই, কে এক জন আসছে।

৩য় বাঁ। হাঁ ভাই, এই কি সেই ওমরাও?

১ম বাঁ। ওই! আরে আল্লা, ও কেমন ক'রে হবে? ওর ত ভেড়ুয়ার মতন পোষাক।

৩য় বাঁ। তা হ'লে বোধ হয়, ও কোন বাই-জীর বায়না নিতে এসেছে।

ফয়। ওরে বাঁদী!

১ম বাঁ। না রে, এ বেটা ভেড়ুয়াও নয়। এ সহবৎ জানে না। এ বেটা নিশ্চয় কাঙ্গাল বান্দা।

২য় বাঁ। এর পোষাক আমাদের চেয়েও খারাপ। এ বোধ হয় কোন দুঃখীর বান্দা।

ফয়। বাঁদী ব'লে ডেকেও সাড়া পেলুম না। তা হ'লে এ বেটীরে বেগম না কি? এক একটার গায়ে লাখো টাকার পোষাক। অথচ সবাই ঝাড়ু হাতে দাঁড়িয়ে আছে। তা হ'লে এদের কি ব'লে ডাকি? না, বরাতে যা থাক্, নীচু হওয়া হচ্ছে না। নীচু হ'লেই ঠকতে হবে। হাতে ঝাড়ু যখন, তখন নিশ্চয়ই বাঁদী। কিন্তু এরা যার বাঁদী, সে মালিক না জানি কত বড় লোক।—খবর না নিলে কিছুতেই প্রাণ বাঁচছে না।—ওরে বাঁদী!

১ম বাঁ। কি রে বান্দা!

ফয়। (সেলাম করিয়া) হাঃ হাঃ—আমি চিনতে পারি নি। চিনতে পারি নি।

১ম বাঁ। (সেলাম করিয়া) আমরাও চিনতে পারি নি, আমরাও চিনতে পারি নি।

১ম বাঁ। মিয়া সাহেবের কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

২য় বাঁ। মিয়া সাহেবের চোখ দু'টো মিটির মিটির করছে কেন?

৩য় বাঁ। নিশ্বেসটা ফোঁস্ ফোঁস্ করছে কেন?

১ম বাঁ। তাই ত। তা' ত দেখি নি। ওরে সকলে মিলে মিয়াকে বাতাস কর। মিয়াকে দেখে মনে হচ্ছে, রাত্রে মিয়ার বড় তখলিফ হয়েছে। কোন কড়া দুষ্ট মনিব মিয়াকে হরদম খাটিয়েছে।

২য় বাঁ। ঠিক তাই হয়েছে। এ কি আমাদের মনিব যে, খাটুনির নামটি নেই—কাজ কর আর নাই কর, হরদম ফূর্ত্তি কর।

ফয়। তাই ত—বড়ই ঠ'কে গেলুম ত।—এরে বাঁদী!

২য় বাঁ। কি রে বান্দা!

ফয়। কি বললি পাজী বেটী!

১ম বাঁ। আ-রাগ কেন ভাই বান্দা!—বুড়ো বাঁদীর সঙ্গে কি রাত্রে ঝগড়া করেছ?

২য় বাঁ। ও মা, তা বুঝতে পারি নি! আহা! তা হ'লে এস ভাই বুড়ো বান্দা।

৩য় বাঁ। আর তুমি সে বেটীর কাছে যেয়ো না।

১ম বাঁ। আমরা তোমাকে আদর করব—যত্ন করব।

২য় বাঁ। কাছে ব'সে, ঘাড়ে যে ক'গাছি কাঁচাচুল আছে, তুলে দেব।

৩য় বাঁ। পাকা টুকটুকে বুড়ী বাঁদী সাদি দেব।

ফয়। তবে রে বেটীরে, জানিস আমি কে?

(বেলার প্রবেশ)

বেলা। কি, কি, ব্যাপার কি! সকালবেলায় বাগানে কিসের হাঙ্গাম?

১ম বাঁ। এই বিবি সাহেব, কোথা থেকে একটা বুড়ো বান্দা সকালে বাগানে এসে আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করছে।

বেলা। যা যা, চ'লে যা—বুড়োমানুষ, ওর ওপর কি রাগ করতে আছে?

১ম বাঁ। তাই ত! বুড়োমানুষ—বুড়োমানুষ—নানা দুঃখে খেঁকি হয়েছে। নে, চ'লে আয়। তা হ'লে আসি মিয়া।

[বাঁদীগণের প্রস্থান।

বেলা। আপনি কোথা থেকে আসছেন মিয়াসাহেব?

ফয়। এই নিকট থেকেই আসছি।

বেলা। কারে খুঁজছেন?

ফয়। সে কথা পরে বলছি, আপনি এ ড়ীর কে?

বেলা। ওরাও যে, আমিও সে।

ফয়। আরে দূর ছাই—এ বেটীরে ভারী কাতে লাগল যে রে।

বেলা। আমি পেশমন বিবির বাঁদী।

ফয়। অ্যাঁ! ও আল্লা! পেশমন! এই র্য্য পেশমনের! ও আল্লা!

বেলা। মিয়াসাহেব কি হুজরাইনের সঙ্গে থা করতে এসেছেন?

ফয়। (স্বগত) কি ক'রে কি হ'ল, না নতে পারলে যে প্রাণ গেল! তাই ত, গরীব ক'রে কা'ল যে আমি তার অপমান করেছি। ছেলে যদি এ কথা মায়ের মুখে শোনে—ও া কি করলুম! এক রাত্রে তিনমহল বাড়ী—হরৎ বাঁদীর কাঁড়ি—কি করলুম, কি করলুম!

বেলা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছেন সাহেব? বাড়ীর ভিতরে আসতে চান নে।

ফয়। এর কাছ থেকে কৌশলে কথা বার করতে হচ্ছে—তুমি বাঁদী?

বেলা। হাঁ হজুর, আমি বাঁদী।

ফয়। তোমার চেহারাখানা তো খুব ভাল!

বেলা। হ'তে পারে। একটা চেহারা নিয়ে দুনিয়ায় আসা, তা ভালই হোক আর মন্দই হোক।

ফয়। এই চেহারায় তুমি বাঁদী! হায় হায় হায়!

বেলা। হায় হায় ক'রে কি করবেন মিয়া। সব নসীবের খেলা। পেশমন বিবি পরশু আমীরাণী ছিলেন, কা'ল ফকিরণী হয়েছিলেন, আজ আবার যে আমীর, সেই আমীর।

ফয়। ফকিরণী থেকে পেশমন এক রাত্রে আমীরণী হ'ল! ও আল্লা! এ সব কি ধোঁকার কথা শোনাতে লাগলেন? ঠিক বলেছ—তোমার যে রকম চেহারা, ওপরে যে রকম মিষ্টি মিষ্টি কথা, তাতে তুমি বেগম হয়ে গেলে আমি দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, বল দেখি, এ বাড়ীখানা হ'ল কেমন ক'রে?

বেলা। এই ইট-কাঠ, চুণ-সুরকি মাল মসলা সব একত্র হ'ল, তার পর মিস্ত্রী এলো, কর্ণিক ঠুকলে আর হয়ে গেল।

ফয়। আরে না রে ভাই, না—এক রাত্রির ভেতরে কেমন ক'রে হ'ল, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

বেলা। তা তোমাকে বলতে যাব কেন?

ফয়। বললে বক্‌সিস্ দেব।

বেলা। কি বক্‌সিস্ দেবে, আগে বল।

ফয়। বাঁদী আছিস, বেগম ক'রে দেব।

বেলা। নবাব কই?

ফয়। এই যে সুমুখে।

বেলা। সে কি, আপনি নবাব?

ফয়। আমি নবাব ফয়জুল্লা খাঁ বাহাদুর।

বেলা। সে আপনি? নবাব সাহেব, সেলাম! আমি দুঃখী বাঁদী, আমাকে কি এত লোভ দেখাতে হয়! আর একটু হ'লে যে সব ব'লে ফেলেছিলুম!

ফয়। ভয় কি বিবি, বলতে ভয় করছ কেন? তুমি কি মনে করছ, আমি তোমাকে মিছে কথা কয়েছি। তোমার মতন বেগমের আমার বিশেষ দরকার পড়েছে। তোমার সঙ্গে দেখা না হ'লে আজই একটা কিনে ফেলতুম। ব'লে ফেল—ব'লে ফেল।

বেলা। দেখুন, মনিবের কথা আপনাকে বললে যখন আপনার ঘরে যাব, তখন আপনিই বা আমাকে বিশ্বাস করবেন কেন?

তৃতীয় দৃশ্য

দ্বীপস্থ গহ্বর।

মেহেরা ও মুরাদ।

মুরাদ। উত্তাল তরঙ্গসমাকুল হ্রদ-মধ্যে এই প্রাণিশূন্য দ্বীপ—মেহেরা, দেখে আমিই যে ভীত হচ্ছি। কিন্তু মেহেরা! নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, অনাঘ্রাত কুসুম-সদৃশ পবিত্র সৌরভময়ী আমীরনন্দিনি! তুমি কি প্রাণে মুখের হাসি অক্ষুণ্ণ রেখেছ, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

মেহেরা। জীবনপথের প্রান্তে এসেছি। আমি যেখানে রয়েছি, সংসার সেখান থেকে কত দূর—মধ্যে মমতালেশশূন্য হ্রদের কোলাহলময়ী তরঙ্গমালা। সংসারের ছায়াময় ছবি আমার চক্ষে ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হয়ে গেল। আমি এখন কত দূরে—সংসারের স্নেহ-মমতা আমা হ'তে এখন কত দূরে! পিতা-মাতার ব্যাকুল শ্রবণ আর আমার দুঃখের বাণী শুনতে পাবে না। তখন মিছে দুঃখ ক'রে প্রকৃতির কাছে কেন লজ্জিত হব খোদাবন্দ। অগ্রসর হও—গভীর গহ্বরে আমাকে নিক্ষেপ কর।

মুরাদ। তাই ত—কি করলুম মেহেরা! পূর্ব্ব-কথা যে ক্রমে আমার স্বপ্ন ব'লে বোধ হচ্ছে! স্বপ্নের মর্য্যাদা রক্ষা করতে, আমার হৃদয়েরই সর্ব্বস্ব তোমাকে স্বহস্তে গভীর গহ্বরে নিক্ষেপ করব।

মেহেরা। চঞ্চল হবেন না প্রভু, বিলম্ব করবেন না, আমাকে নিক্ষেপ করুন।

মুরাদ। কি অনন্ত গভীরতাময় গহ্বর—গর্ভে তার অনন্ত অনলরাশি—কি অপরাধে তোমাকে আমি তার ভিতরে নিক্ষেপ করব!

মেহেরা। দোহাই প্রভু! বিচলিত হও না। জানি না, কি উদ্দেশ্যে আমাকে বিসর্জ্জন দিচ্ছ—জানবার অভিলাষ পর্য্যন্ত করি নি। পথের সহচর। অতি অল্পমাত্র সময়ের মধ্যে আমার মনের সকল দুঃখ দূর হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে আসতে তোমার মধুর নীরবতায় আমি মুগ্ধ হয়েছি। বুঝেছি, সারা পথ তুমি অদৃষ্টের অত্যাচারের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে এসেছ। মধ্যে মধ্যে যখন স্নিগ্ধনয়নে আমার পানে চেয়েছ, আমি তাতে তোমার গভীর প্রেমের কত মধুর ভাষা পাঠ করেছি। আমি প্রেমের ভিখারিণী সত্য—কিন্তু প্রেমের অনন্ত আকাঙ্ক্ষা তোমার ক্ষণকালের সঙ্গে মিটে গেছে।

মুরাদ। হৃদয়ের ঈশ্বরী ব'লে তোমায় গ্রহণ করলুম, অথচ তোমাকে হৃদয় খুলে দেখাতে পারলুম না। পিশাচের অধিক নিষ্ঠুরতা দেখাচ্ছি, কিন্তু কেন দেখাচ্ছি, বলতে পারলুম না। এ যে বড় যন্ত্রণা মেহেরা!

মেহেরা। কিছু প্রয়োজন নেই—স্নেহময়, প্রেমময় স্বামী, আমাকে নিরাশ ক'র না—তোমার অপূর্ব্ব মনুষ্যত্ব দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। সে মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিও না। আমাকে নিক্ষেপ করতে এসেছ—নিক্ষেপ কর। প্রভু! দুনিয়ার ওপর সমস্ত অভিমান আমি বিসর্জ্জন দিচ্ছি, আমি আনন্দে আত্মসমর্পণ করছি।

মুরাদ। তবে এস হৃদয়েশ্বরি—ধরণীর বহিরাবরণ এক মুহূর্ত্তের জন্যও তোমাকে মমতা দেখালে না। হে ধরিত্রি! যদি তোমার অন্তরে মমতা লুকান থাকে—তা হ'লে আমার হৃদয়-সর্ব্বস্বকে সেখানে স্থান দাও। প্রাণের মেহেরাকে তোমার মমতার আবরণে লুকিয়ে রাখ।

মেহেরা। গহ্বরের ভিতরে আকুল বাহু-বিস্তারে কে যেন আমাকে কোলে করতে চাচ্ছে—হে ঈশ্বর! আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রভুর অশুভ, সমস্ত অশান্তি জন্মের মত কবরস্থ কর।

মুরাদ। দাঁড়াও মেহেরা, দাঁড়াও—মধ্যপথে যদি আমার জন্য অপেক্ষা করবার স্থান থাকে, তা হ'লে মুহূর্ত্তের জন্য দাঁড়াও। পিতা! পিতা! তোমার ছায়ামূর্ত্তি যদি সত্য হয়, আমার কর্ণে ধ্বনিত তোমার করুণ বাণী যদি সত্য হয়, তা হ'লে তুমি এই মুহূর্ত্তেই মুক্ত। সুতরাং আমার কার্য্য-শেষ হয়েছে। তবে দাঁড়া মেহেরা, দাঁড়া—আমি তোর কাছে গিয়ে প্রাণের সকল জ্বালার অবসান করি। (পতনোদ্যোগ)

(পশ্চাৎ হইতে ফকিরের প্রবেশ
ও মুরাদের হস্ত ধারণ)

ফকির। কর কি আত্মহারা যুবক, আত্মহত্যা কর কেন? পিতাকে মুক্ত করেছ, তাতে কার লাভ? পিতা পুত্রস্নেহে বন্দী হয়ে গৃহমধ্যে আবদ্ধ—তোমার আত্মত্যাগে তার মুক্তি নয়, মুক্তি তোমার ভোগে। ঘরে যাও—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য-ভোগে তোমার স্নেহময় পিতার তর্পণ কর।

মুরাদ। দোহাই প্রভু! বাধা দিও না।

ফকির। কোথায় যাবে? এ ভোগীর প্রবেশ-স্থান নয়, ত্যাগীর স্থান। এই দেখ, চক্ষের নিমেষে এই দৃশ্য কি গভীর অন্ধকারে অন্তর্হিত হ'ল—এস, হাত ধর—নইলে পথ চিনতে পারবে না—এ স্থান থেকে বহির্গত হ'তে পারবে না।

মুরাদ। হা ঈশ্বর! কি করলে!

চতুর্থ দৃশ্য

মরুভূমি।

বেলা ও কয়জুল্লা।

কয়। এই কাছে কাছে ক'রে ক'রে যে এক দেশে এনে ফেললে! সহর ছাড়িয়ে, লোকালয় াড়িয়ে,বড় বড় ডাঙ্গা ডিঙ্গিয়ে এ কোথায় আমাকে ানে ফেললে বিবি!

বেলা। কেন, তুমি কি এমনিই কচি খোকা া, পথ চিনে যেতে পারবে না?

কয়। চড়চড়ে রোদ্দুর উঠে যে মাথার চাঁদী াটিয়ে দিতে লাগল।

বেলা। দুনিয়ার মালিক হ'তে চাচ্ছ, একটুও ই সহ্য করতে পারবে না?

কয়। মালিক কি হ'তে পাব?

বেলা। তুমি মালিক হ'লে আমিও ত মালি-নী হব! সেই জন্যেই ত এত কষ্ট ক'রে এতদূর সছি। তোমার এই ছেঁচকি-পোড়া শরীরে া এতই কষ্ট হয়, তা হ'লে আমার এই ফুলের ন শরীরে কি কষ্ট হচ্ছে না?

এয়। আহা হা—রাগ ক'র না—রাগ ক'র ।

বেলা। কষ্ট সইতে না পার, ফিরে যেতে া। পেশমন বিবি ত তোমাকে বিষয়ের ভাগ ত চেয়েছে।

কয়। আর তুমি?

বেলা। আমি আর কি করব—দুনিয়ার দকানীর লোভে তোমার সঙ্গে আসছিলুম, তুমি তা চাও না, তখন ফকিরণী হয়ে যেখানে াখ যায়, চ'লে যাই।

কয়। আহা হা—রাগ ক'র না, চল, কোথায় াকে নিয়ে যাবে—চল।

বেলা। আর যেতে হবে না। ওই ফকির-সাহেব আসছেন।

কয়। তাই ত—তাই ত! বিবি—বিবি—আমার বুকটা যে ধড় ধড় করতে লাগল!

বেলা। নাও, এইবারে তোমার অদৃষ্ট-পরীক্ষা। যাও, এগিয়ে যাও—আর দাঁড়িও না। আমি একটু তফাতে থাকি।

কয়। তুমি আমাকে ফেলে যেও না।

বেলা। তুমি আমাকে ফেলে যেও না। দুনিয়ার মালিক হ'লে, তুমি কি আর আমাকে মনে রাখবে?

কয়। কলজে—কলজে ভেঙ্গে যদি তাতে লুকুতে পারতুম, তা হ'লে এখনি তোমাকে কলজের ভেতরে পূরে রাখতুম।

বেলা। বেশ,এখনি ত বোঝা যাবে—এখনি ত জানতে পারব, তুমি আমায় কত ভালবাস।

[প্রস্থান।

কয়। স'রে গেছে, ভালই হয়েছে। কাছে থাক্‌লে যদি পাওনায় ভাগ বসাতে চায়—যাক্, আপনি আপনি স'রে গেছে, ভালই হয়েছে।

(ফকিরের প্রবেশ)

আসুন, আসুন, সেলাম—সেলাম।

ফকির। কে তুমি?

কয়। আজ্ঞে, আজ্ঞে—কি আর বলব—কি আর বলব—বড়ই অন্যায় হয়ে গেছে। আমি ঘরে ছিলুম না—স্ত্রীটের মাথাটা খারাপ হয়েছিল। বুঝতে পারে নি—বুঝতে পারেনি কি বলতে কি বলেছে—

ফকির। ও! তোমাদের ঘরে বুঝি কা'ল অতিথি হ'তে গিয়েছিলুম?

কয়। বুঝতে পারে নি—পাঁচটা বাজে ফকির এসে জ্বালাতন করে, বুঝতে পারে নি। চ'লে আসুন—গোলামের ঘর পবিত্র করুন।

ফকির। আর ত ক্ষুধা নেই, কি করতে যাব মিয়া?

কয়। রাগ করবেন না—ফকির মানুষ, সিদ্ধ পুরুষ—অবলার ওপর রাগ করবেন না।

ফকির। আমার যে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়ে গেছে মিয়া।

কয়। না, না, ও কথা বলবেন না। শাক খেয়ে, গাছের পাতা খেয়ে—আর বলবেন না। শুনে বড় কষ্ট—প্রাণ ফেটে যাচ্ছে—জহরা পোলাওয়ের জল চাপিয়ে হাপুস নয়নে কাঁদছে।

চ'লে আসুন—কালিয়া টগবগ করছে। কোপ্তা গোঁ গোঁ করছে—দেরী করবেন না, চ'লে আসুন।

ফকির। লোভ দেখালে কি হবে মিয়া—পেশমন বিবির ভক্তিদত্ত শাকান্নে আমার উদর পূর্ণ হয়ে গেছে।

ফয়। দোহাই, ও কথা বলতে দেব না—আমার ঘরের পোলাও আপনাকে খেতেই হবে।

ফকির। আমি তোমার মনের অভিপ্রায় বুঝেছি—

ফয়। হাঁ হাঁ—আপনি সিদ্ধি পুরুষ—ভেল্‌কী জানেন—দুটো শাক খেয়ে তেতালা বাড়ী ক'রে দিয়েছেন। আপনি মনের কথা বুঝবেন না ত বুঝবে কে? আমার পরিবার আপনাকে পেশমন বিবির ঘর দেখিয়ে দিয়েছিল, এটা ত আপনাকে স্বীকার করতে হবে।

ফকির। হাঁ, তোমার পরিবারই নিমিত্ত দাঁড়িয়েছিল বই কি।

ফয়। কেমন! আপনি সিদ্ধি পুরুষ—ভেল্‌কী জানেন—আপনাকে কি আর বেশী ক'রে বলতে হবে। ওদের ঘর না দেখালে ত আপনার খাওয়া হ'ত না।

ফকির। হাঁ—আর স্ফূর্ত্তি হ'ত না।

ফয়। কুঁড়িয়ে বস্‌বেন না—কুঁড়িয়ে বলবেন না—তা না হ'লে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যেত!

ফকির। অসম্ভব কি! অন্নগত প্রাণ—যাবার আশঙ্কা ছিল বই কি।

ফয়। কেমন? তা, হ'লে স্বীকার করুন, জহরা বিবির জন্যেই আপনার প্রাণটা বেঁচেছে। দুটো শাক সবাই দিতে পারে, কিন্তু দরকারের সময় দেখায় কে!

ফকির। বেশ ত তোমার অভিপ্রায় কি বল।

ফয়। অভিপ্রায় কি! সিদ্ধি পুরুষ সব জানেন—জেনে ন্যাকা—বুঝে বোকা—আর কেন ধোঁকা—

ফকির। পেশমন বিবির ঐশ্বর্য্য পাওয়া দেখে তোমারও দেখছি তা পাবার অভিলাষ হয়েছে।

ফয়। হাঁ হাঁ—আপনি যখন ভেল্‌কী জানেন, তখন কি না জানেন।

ফকির। বেশ, তোমার কি প্রার্থনা বল।

ফয়। আমি বলব কি—জহরা বিবি ওদের বাড়ী না দেখালে যখন মরেই যেতেন, তখন আমি বল্‌ব কি? আপনি যখন ভেল্‌কী জানেন, তখন আমি বল্‌ব কি? আপনি সিদ্ধি লোক, করলার মুঠোয় টাকা করেন, জহরা বিবির কি প্রাপ্য, সেটা কি আপনি বুঝতে পারেন না?

ফকির। বেশ, তোমার বাসনা কি বল, আমি পূর্ণ করছি।

ফয়। ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারেন?

ফকির। পারি বই কি।

ফয়। যা চাইব, তাই পাব?

ফকির। প্রতিশ্রুত হচ্ছি—যা প্রার্থনা করবে, তাই পূর্ণ করবো। দেবার ইচ্ছা হয়েছে, ফয়জুল্লা, কি প্রার্থনা করবে কর।

ফয়। যদি দুনিয়ার মালিকানী চাই?

ফকির। বেশ, তাই দেব।

ফয়। (স্বগতঃ) ও বাবা, তা হ'লে ত বড় ফ্যাকড়ায় ফেললে। র'স ফকির সাহেব, তা হ'লে একটু ভাবি।

ফকির। বেশ, ভাব।

ফয়। (স্বগত) তাই ত, কি নেব! দুনিয়ার মালিকানী চাইব, না ধন-দৌলত চাইব? যা চাইব, তাই পাব। কিন্তু কোন্‌টা নিই? যা থাকে বরাতে আল্লা ব'লে ওইটাই চেয়ে ফেলি। মাথায় তাজ, গায়ে সাঁচ্চা পোষাক—হাতে পায়ে ঘাড়ে পিঠে হর্‌রকমের জহরত। গলায় গজমতি ঘণ্টা—অন্দরে হাজার বেগম—থাক্ বাবা, আর এটা ওটায় কাজ নেই, বাদশাগিরিই নিই। কিন্তু বাদশাগিরি যে দেবে, তা ও কোথা থেকে দেবে? ফকির ত আর দুনিয়াটা ট্যাকে ক'রে আনে নি যে, যেমন চাইলুম, অমনি ঝনাৎ ক'রে ট্যাক থেকে ফেলে দেবে, আর আমিও অমনি কুড়িয়ে নিয়ে তার ওপর চেপে বসব! এক জনের সিংহাসন কেড়ে নিয়ে তবে ত আমাকে বসাবে! সে শালার বাদসা রাগে খেঁকি হয়ে থাকবে। তার ওপর হয় ত সে লড়ায়ে বাদশা। তাগে তাগে থেঁচ ক'রে পেটে ছোরা বসিয়ে দেবে। বস্, একেবারে সব ফাঁক। কাজ নেই বাবা, দৌলতই নিই। ওতে আর ঝঞ্ঝাট নেই!

ফকির। কি—কিছু ঠিক করলে?

ফয়। এই যে হয়ে এল—হয়ে এল। একটু সবুর—রস ঘেঁসে এসেছি।

ফকির। আচ্ছা।

ফয়। ধন-দৌলত—ফায়জুল্লা মিয়া, তাই নাও। যত পার, তত নাও—বস্তা বস্তা হীরে নাও, চুণি নাও, পান্না নাও—মাণিক-মুক্তো—টাকা-মোহর—বেশ ভরপুর। দৌলতের ওপর চেপে প্যাট হয়ে

'সে থাক। দুনিয়ার সব শালা—যায় নবাব দশা পর্য্যন্ত খোসামোদ করবে। বস্, বাদশাগিরি াজ নেই। মিনি ঝঞ্চাটে ফুর্ত্তি ক'রে দিন াটিয়ে দাও। ফয়জুল্লা মিয়া, বিষয় নাও। কিন্তু ায় যে নেব, তা কি আন্দাজ নেব? ধন দি নিতেই হয়, তা হ'লে পেশমন বিবির চয়ে ত বেশী হওয়া চাই? কিন্তু সে কি পয়েছে, তা কেমন ক'রে জানব? এ বেটা তার াড়ী পেট ঠেসে খেয়েছে, আর আমার বাড়ী ধয়েছে তাড়া। কাজেই ও যে তার চেয়ে অধিক ন আমাকে দেবে, এ ত কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।

ফকির। কি—আর—কতক্ষণ?

ফয়। সর্ব্বনাশ করলে, এ যে কিছুই ঠিক রতে পারছি না।

ফকির। এত কি চিন্তা করছ?

ফয়। হ'ল—হ'ল—ও বেটা "হচ্ছে" আর না। বেটা "হচ্ছে" শীগ্‌গির শীগ্‌গির আর না। র্বনাশ করলে, কিছুই ঠিক করতে পারছি না ।! বাদশাগিরি না দৌলতদারি? এটা না ওটা -ওটা না সেটা? যা বাবা, সব গুলিয়ে গেল।

ফকির। আমি আর দেরী করতে পারি । যা হোক একটা ঠিক কর।

ফয়। আরে ম'ল, ধমকায় যে! সর্ব্বনাশ হ'ল! ল, গেল, গেল, গেল। (ইঙ্গিতাভিনয়) এটা? , হ'ল না! ওটা? না, তাও হ'ল না। সেটা? বাবা, তাও হয় না যে। এ যে মাথা ক্রমে লিয়ে আসছে।

ফকির। কি চাও বল!

ফয়। বলছি—বলছি—দোহাই মিয়া—হেরবাণী ক'রে আর একটু সবুর কর, বলছি। চ্ছা, পেশমনকে কত ধন দিয়েছ?

ফকির। তা বল্‌ব না।

ফয়। ও বাবা, তা হ'লে কি হবে! আমি ! চারতালা বাড়ী করি, পেশমন করবে পাঁচ লা! আমি হয় ত সে বেটী সাত। ও বাবা! র কি! আচ্ছা ফকির, বাদসাগিরিতে কোনও দায় হজ্জুত নেই ত?

ফকির। তা কি ক'রে বলব? রূপ চাও, রূপ ব। যৌবন চাও, যৌবন দেব। জগতের ভেতর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী চাও, সুন্দরী দেব। ধন চাও, তাই ।। রাজা হ'তে চাও, রাজা করব, স্বাস্থ্য চাও, ই নাও। ধর্ম্ম চাও, তাও তোমাকে দিতে প্রস্তুত ছি। অন্ত কিছু জানতে চেও না।

ফয়। ও বাবা! এ যে বিষম বিপদে ফেললে! এক শালা ভোগ করবে দুনিয়ার সব সেরা সুন্দরী আর রাজা হয়ে আমার বরাতে জুটবে কি না জহুরী। এ-ও কি প্রাণে সহ্য হয়, যার বাড়ু রাজাগিরির মাথার। আর যৌবনই যদি না ফিরে এল, তা হ'লে বাদশাগিরিতেই বা কি হবে! না বাবা, মীমাংসা ত হ'ল না। রূপ! ও বাবা! আবার একটা মজার জিনিসই যে প'ড়ে রয়েছে—আর শরীর, তাই বা ছাড়ি কেমন ক'রে! রোগে বিছানায় আড় হয়েই যদি প'ড়ে রইলুম ত ধন-দৌলত দুনিয়া নিয়ে কি করব। ধর্ম্ম? ও আমি ঠিক ক'রে নেব—ওর জন্ত ভাবি নি। কিন্তু এ কটার কোনওটারও ত লোভ ছাড়তে পারছি না। ও আল্লা! উপায় ব'লে দে না—করি কি? পেয়েও যায় যে।

ফকির। ফয়জুল্লা মিয়া—আর আমি দাঁড়াতে পারি না।

ফয়। তাই ত, কি হ'ল—ও বাবা, কি হ'ল!—আচ্ছা ফকির, গোটা দুই ইচ্ছে আমার কাছে রেখে যাও না।

ফকির। তা হ'লে কি হবে?

ফয়। অবসরমত ভেবে চিন্তে তোমার নাম ক'রে পূরণ ক'রে নেব।

ফকির। তা দিতে পারি, কিন্তু মিয়া, তোমার ত সদিচ্ছা আস্‌বে না!

ফয়। আচ্ছা, সে না আসে, তোমার কোনও দায় নেই। দিয়ে দাও বাবা, গোটা দুই ইচ্ছে আমাকে দিয়ে দাও।

ফকির। বেশ, আমি বর দিলুম, তোমার দু'টি ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

ফয়। অ্যাঁ দুটি—দুটি—দুটি বই নয়! লোকে যেমন দু'টো দশটা বলে, আমিও তাই বল্‌ছি। অন্তর্য্যামী হয়ে এটা বুঝতে পারলে না?

ফকির। অসন্তুষ্ট! আর আকাঙ্ক্ষা কর্‌লে বিপন্ন হবে। যাও, আর প্রার্থনা ক'র না।

[প্রস্থান।

ফয়। তবে যাও, কাজ ত মেরে দিয়েছি! ও! কি মজা! এইবারে শা-শা-শালীকে দেখে নেব। এমনি ইচ্ছে করব—উঃ! সে একেবারে আদৎ ইচ্ছে—না—থাক্—এখানে আর নয়—আগে বাড়ী যাই—তার পর—মোদাৎ ও যে ব'লে গেল, পরক ক'রে নেওয়া হ'ল না ত। বেটার

ফকির ঠকিয়ে গেল না ত ? তাই ত—তাই ত ! ও ফকির—ও ফকির। না, বেটা সরেছে দেখছি। ঠকালে—সত্যি ? রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে, পেটও জলছে—কি করি, ফকিরের পিছু ছুটি, না বাড়ী ফিরি ?

(বেলার প্রবেশ)

বেলা। তুমি নিতে দেরী করছ দেখে আমার প্রাণটার বড়ই ভয় হচ্ছিল—মনে করলুম, বুঝি তুমি পেয়েও পেলে না।

ফয়। উঁহু ! কথা কওয়া হবে না—কি জানি—ইচ্ছে—যদি পুরে যায়, তা হ'লে—কাজ নেই বাবা—ইচ্ছে পুরলে অমনি কত বাঁদী জুটে যাবে।

বেলা। তার পর নবাব সাহেব, কি পেলে, আমায় বল।

ফয়। যাও—যাও।

বেলা। এ কি, এরই মধ্যে যাও—এ কি নবাব, তুমি দুনিয়ার মালিক হ'লে আমাকে যে বেগম করবে ব'লে আশা দিয়েছ। আমি যে তোমার আশায় কোমর বেঁধে তেপান্তর মাঠে রদ্দুর খাচ্ছি।

ফয়। খাচ্চিস্ খাচ্চিস্, তাতে আমার কি ? আমিও কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেঠাই খাচ্চি !—যা—যা, কেন না খেয়ে মাঠের মাঝে মরবি, এই বেলা ঘরে যা।

বেলা। বটে ! আমি তোমাকে ডেকে এনে ঐশ্বর্য্য দিলুম, আর তুমি ঐশ্বর্য্য পেয়েই আমাকে ঠেলে ফেল্‌তে চাচ্ছ ?

ফয়। খুব করছি—হাঁ ক'রে দেখছ কি ? এবারে আমার এমন দিন আসছে, যে দিন তোর মতন বাঁদী হাজার হাজার আমার আনাচে কানাচে—প্যাঁ প্যাঁ ক'রে কেঁদে বেড়াবে।

বেলা। হাঁ গা, কি পেয়েছ ?

ফয়। তা তোকে বল্‌ব কেন ?

বেলা। শুধু শোনবার সুখে সুখী হব, তাও হ'তে দেবে না ? বল না, কি পেয়েছ, শুনে খুসী হয়ে চ'লে যাই।

ফয়। যা—যা—

বেলা। দেখ, এখনও বুঝে দেখ—

ফয়। আমি বুঝেছি—এই সোজাপথ আছে, চ'লে যা।

বেলা। ভাল, তুমি যখন আমাকে সং রাখতে একেবারেই নারাজ, তখন চল্লুম।

[প্রস্থান

ফয়। সয়তানী, তুমি একটুখানি সং এসে আমার দুনিয়ার বকরা নিতে এসেছ- বেরোও, বেরোও। যে যেখানে ভাগ বসাবা লোক আছে—বেরোও। আমি একা দুনিয়া দৌলত ভোগ করব—কাউকেও বকরা দিচ্ছি না-

(সুরবকসের প্রবেশ)

সুর। এই যে, শালার শয়তান, ভারী উল্লা লাগিয়েছে দেখছি যে। দয়াময় ফকিরের কা ইচ্ছাপূরণের বর নিয়েছে। কিন্তু তোমার ইচ্ছ পূর্ণ হ'লে মঙ্গলময়ের ইচ্ছার যে বিপরীত কার্য্য হ দোহাই ঈশ্বর, তুমিই এই বিষম সমস্যার মীমাং কর। যাই হোক, আড়ালে আড়ালে থেকে মিয় অবস্থাটা ভাল ক'রে দেখতে হচ্ছে। দয়াময় ি এমনই করবেন যে, একটা স্বার্থপর পরশ্রীকাত বদ্‌মায়েসের জন্য দুনিয়াটা দরিয়ায় ডুবিয়ে দিবেন

[প্রস্থান

ফয়। হা হা হা—জহরা, আমার ইচ্ছে— তেপান্তর মাঠে রোদ্দুরে মাথার চাঁদি ফাটছে তেষ্টায় গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, ক্ষিদেয় নাড়ী চোঁ চোঁ করছে—যা ইচ্ছে করি, তাই পাই—কিন্তু বাবা আমার ইচ্ছে—উঃ।—সে একটা ইচ্ছে—

(জনৈক খঞ্জের প্রবেশ)

খঞ্জ। (খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে) দাতা বাবা খোঁড়াকে কিছু খেতে দাও বাবা !

ফয়। কেন বাবা, মাঠের মাঝখানে খাওয় কি প'ড়ে আছে বাবা !

খঞ্জ। তুমি বড় লোক হজুর, ইচ্ছে করলে দিতে পার—দাও, বাবা—দোহাই বাবা- খোঁড়াকে দয়া কর বাবা !

ফয়। (খোঁড়াইয়া) এমন ইচ্ছে করব কে বাবা ?

খঞ্জ। ও কি বাবা, তামাসা কর কেন বাবা গরীব দেখে দয়া করতে হয়, তাকে তামাসা ক'রে কি খোঁড়াতে আছে বাবা !

ফয়। তোর কি রে শালা ! খোঁড়াব আমা ইচ্ছে।

খঞ্জ। তবে খোঁড়াও বাবা—জন্ম জন্ম খোঁড়াও বাবা।

[প্রস্থান।

ফয়। কি বললি রে শালা! (পতন)—অ্যাঁ—এ কি হ'ল—পা সোজা হয় না কেন? ও রে শালার পা, কি করলি! অ্যাঁ—এ কি হ'ল! এ কি হ'ল, ও আল্লা!

(হুরবক্সের প্রবেশ)

হুর। কেমন সয়তান! খোঁড়াতে ইচ্ছা কর?

ফয়। ওরে শালার পা—ছাড় না—ও আল্লা—এ কি কর্‌লুম—ইচ্ছে ক'রে আমি কি হ'লুম!

হুর। সয়তান! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হ'লে কি আর দুনিয়ায় মানুষ থাকত? করুণাময় তোমাকে দুনিয়ার মালিক পর্য্যন্ত ক'রে দিতে চেয়েছিলেন। বুদ্ধির দোষে সে দুনিয়া তোমার চথের ওপরে দরিয়ায় ডুবে গেল। ফয়জুল্লা! এই ওপরে জলন্ত সূর্য্য, নীচে জলন্ত বালুকা—তোমার ইচ্ছামত ঐশ্বর্য্য-ভোগ কর্‌তে এই জলহীন প্রান্তরে প'ড়ে থাক। আমি তোমাকে সেলাম ঠুকে মাঠে একা রেখে চল্‌লুম।

ফয়। কে ও? ভাই হুরু? দোহাই ভাই—দোহাই—ম'রে যাব—কেউ নেই—ম'রে যাব। দোহাই ভাই—দোহাই।

হুর। বল, পেশমন বিবির ওপর আর ঈর্ষ্যা কর্‌বে না?

ফয়। আমি কারও ওপর ঈর্ষা করি না।

হুর। তবে তোমার ভাবনা কি? খোদাই তোমাকে এই মাঠ থেকে ঘরে নিয়ে যাবেন।

ফয়। না বাবা, করব না—ঈর্ষা করব না।

হুর্। তার ধনে লোভ করবে না?

ফয়। সে যে আমাকে দেবে বলেছে।

হুর্। তবে সে এসে তোমাকে নিয়ে যাবে এখন।

ফয়। ও ভাই হুরু—হুরু—রাগ ক'র না—ভাই, রাগ ক'র না। ম'রে যাব ভাই—ম'রে যাব।

হুর্। তবে বল—লোভ করব না।

ফয়। না, লোভ করব না।

হুর্। নাও, তবে ওঠ।

ফয়। উঃ! শালার ফকির!

হুর্। কি, দয়াময় ফকিরকে গাল?

ফয়। না বাবা, না বাবা—আর বলব না—হজরত বড় দয়াময়। বড় দয়াময়।

হুর্। বলি, কটা ইচ্ছে পেয়েছ?

ফয়। ধ'রে তোল ভাই—ধ'রে তোল, হুরু রে—তুই যে আমার দোস্ত, তা জানতুম না।

হুর। বলি, আর ইচ্ছে আছে?

ফয়। হাঁ ভাই হুরু! ও পথে কোথায় গেছলে ভাই?

হুর্। বলি, যা জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, তার জবাব দাও।

ফয়। তুমিও যেমন, শালার ফকির বেজায় কেপ্পোপ। হাড়-কঞ্জুস, খুনোখুনি মারামারি ক'রে একটা দিছলো।

হুর্। আবার ফকিরকে গাল?

ফয়। ভুলে গিয়েছি ভাই—ভুলে গিয়েছি।

হুর্। না ফয়জুল্লা মিয়া, তুমি এখনও যখন নীচতা পরিত্যাগ করতে পারলে না, তখন তোমাকে বিশ্বাসও কর্‌তে পারলুম না। আমার মনে নিচ্ছে, এখনও তোমার কাছে ফকিরের দানের অবশিষ্ট আছে।

ফয়। কিছু নেই—কিছু নেই—দোহাই ভাই—কিছু নেই।

(বেগে বকাউল্লার প্রবেশ)

বকা! ওরে বাবা রে, কি করলুম রে? ওই যে—ও বোনাই সাহেব, রক্ষে কর—রক্ষে কর।

ফয়। কি রে—কি রে?

বকা। ও বাবা রে! এই এত বড় কেঁদো বাঘ! দিদিকে সঙ্গে ক'রে তোমাকে খুঁজতে আসছিলুম। পথে হালুম—দিদি বল্‌লে গেলুম—আমি পালালুম—ও বাবা, কি বাঘ রে!

হুর্। বদমাসকে বোঝবার এই উপায়। কি রে বোকা, বাঘ কি রে?

বকা। ও বাবা রে—সে কি বাঘ রে, দিদিকে খেলে রে, হালুম ক'রে খেয়ে ফেললে সে।

হুর্। ওরে বাবা রে, তাই ত রে—আবার আমাদের খাবে না কি রে।

[প্রস্থান।

ফয়। হুরু—হুরু।

বকা। উঃ—উঃ—(কম্পন) বোনাই সাহেব, হুরু হুরু করো না, বুক গুরু গুরু করছে।

(পলায়ন)

ফয়। তাই ত, তেপান্তর মাঠের মাঝখানে

কেউ যে নেই গো! তাই ত, সব পেয়েও গেল যে! (নেপথ্যে শব্দ) ও বাবা, ওই যে হালুম করেই আসছে যে! ও শালার পা, ছাড় না—ও শালার পা, না—হ'ল না। প্রাণ বাঁচলে তবে ত দুনিয়া! যা—পা নেয়ে যা, যেমন ছিলি, তেমনি হ'—"আমার ইচ্ছে।" তাই ত, এই ত পা ছেড়ে গেল!

(জহরার প্রবেশ)

জহ। কোথায় গেলি—ও হতভাগা—বোকা—তাই ত! এই যে—ও গো, তুমি না কি ইচ্ছে পেয়েছ?

কম্ব। তোমায় না কি বাঘে ধরেছিল?

জহ। দুষমনকে ধরুক। কোথায় বাঘ—ওটা বোকার কাণ্ড।

কম্ব। অঁ্যা—কি বললি—খুন করব—বোকা শালাকে খুন করব। আমার দুনিয়া গেল—দৌলত গেল—সব গেল।

জহ। ওগো, কি বললে গো—সব গেল কি গো?

কম্ব। জহরা "আমার দুনিয়া—আমার দুনিয়া—আমার দুনিয়া।"

পঞ্চম দৃশ্য

বাহাদুর সার কুটীর।

মুরাদ, পেশমন, মোবারক ও জহিরণ।

মুরাদ। ধীরে—পদশব্দেও যেন এ স্থানের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ না হয়।

পেশ। এ তুমি কি আচরণ দেখাচ্ছ মুরাদ? খোদা তোমাকে যথেষ্ট ঐশ্বর্য্য দিয়েছেন। এ ক্ষুদ্র কুটীরে কি আছে?

মুরাদ। কি আছে! কি যে নেই, তা ত জানি না মা!

পেশ। তুমি স্বপ্নাকৃষ্ট হয়ে যে মোহিনী প্রতিমার অন্বেষণে গিয়েছিলে, তার কি করলে?

মুরাদ। মা! প্রতিমার অন্বেষণে শত ক্রোশ দূরে মরুভূমে যাব ব'লে তোমার পাদমূল পরিত্যাগ করেছিলুম। কিন্তু মা, বাহির হবার সময় ত বুঝতে পারি নি যে, সঙ্গে সঙ্গে মরুভূমি নিয়ে চলেছিলুম।

পেশ। সে কি?

মুরাদ। মরুভূমি সঙ্গে গেছে, মরুভূম স[ঙ্গে] এসেছে। মা! সে মরুভূমি এ অভাগা সন্তানে[র] হৃদয়। সোনার কমল এই মরুভূমিতেই মিলি[য়ে] গেছে। উত্তপ্ত বালুকাস্তরে তার সোনার অ[ঙ্গের] সমাধি হয়েছে।

পেশ। উন্মাদ! আমি তোমার কথা বুঝ[তে] পারছি না।

মোবা। আমাদের কি দেখাতে আন[লে] মুরাদ সাহেব, দেখাও। তুমি এনেছ, তাই দেখ[তে] এসেছি। নতুবা এ দুনিয়ায় দেখবার আমার অ[ার] কিছু নাই। আর আমাকে সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ করে[তে] পারে, এমন সৌন্দর্য্য জগতে নাই। এক ছি[ল,] তা হারিয়েছি।

মুরাদ। তাতে কে অপরাধী, মোবার[ক] পাশা? দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য তুমি এক আ[শ]রফীতে বিক্রয় করেছ।

জহি। এ কি বলছ মুরাদ, এ কি বলছ বা[প]? তুমি কেমন ক'রে এ কথা জানলে?

মুরাদ। এত অল্প মূল্যে তাকে কেন বে[চে] ছিলে মোবারক পাশা? ভেবেছিলে, তার বি[নি]ময়ে মূল্য হবে না! আমি তার বিনিময়ে "দৌল[ত] দুনিয়া" লাভ করেছি।

মোব। সে কি, কি করেছ মুরাদ? আম[ার] কন্যা—মেহেরা—কোথায় তাকে পেয়েছিলে?

জহি। কোথায় সে আছে?—সে কে[মন] আছে?

মুরাদ। বেশ আছে—শ্রান্ত ধরণীর নিশ[্চিন্ত] অভ্যন্তরে—দুনিয়ার কোলাহলের দূরে—[সে] আছে।

পেশ। আমাদেরও পাগল ক'র না মুরাদ! উন্মাদের ভাব পরিত্যাগ কর—বল, কেন এখা[নে] আমাকে ধ'রে আনলে?

মুরাদ। তোমার আদেশে সত্যের পথে দিয়েছিলুম—উন্মত্ত হব কেন? ক্ষুদ্র কুটীরের শি[লা]তল-জ্ঞানে তুমি উপবাসক্লিষ্ট হয়ে কি ঐশ্বর্যে[র] উপাধানে মাথা দিয়ে শুয়েছিলে, তাই দেখা[তে] এনেছি।

পেশ। পাগল! এখানে ঐশ্বর্য্য কোথা[য়?] ফিরে এস—তোমার পিতৃতুল্য সুহৃদ এই [...] তোমার দুঃখের অবসান করেছেন। তাঁর [...] সম্পদ ভোগ করবে চল।

মুরাদ। পিতৃবন্ধু! আসুন, আপনার যথে[ষ্ট] পুরস্কার প্রদান করি।—(শিলাতলে আঘাত)

(পটপরিবর্তন)

গুহাভ্যন্তর—ধনাগার।

সকলে। এ কি?

পেশ। এ কি দেখালে মুরাদ?

মুরাদ। ধীরে—ধীরে—মোবারক পাশা এক দিন একটি আসরফীর লোভ ত্যাগ করতে পার নি—তার বিনিময়ে একটি স্বর্গীয় কুসুমকে ফকিরের কাছে সমর্পণ করেছিলে—ঈশ্বর তাতে তুষ্ট হন নি, আমার পিতার মূর্ত্তিতে এসে, তোমাকে এই উপঢৌকন প্রদান করেছেন। নাও, গ্রহণ কর—কিন্তু ধীরে—নীরবে—জীবন্ত প্রতিমার বিনিময়ে মণিময়ী পুত্তলিকা—জীবন-ধারার পরিবর্ত্তে জীবনশূন্য শিলা। নাও, অগ্রসর হও—মধ্যপীঠে তোমার কন্যার বিনিময়—গ্রহণ কর—গ্রহণ কর।

মোবা। দোহাই—এ সব আমি চাই না।—আমার কন্যাকে যদি পেয়ে থাক, তা হ'লে আমার কন্যা দাও।

মুরাদ। মূর্খ ওমরাও, এখনও বুঝতে পারলে না? তোমার কন্যাকে অনলহ্রদে বিসর্জ্জন দিয়ে আমি এই ঐশ্বর্য্য লাভ করেছি।

মোবা। মেহেরা—মেহেরা—কি করলি?

জহি। নিষ্ঠুর যুবক! এই দেখাতে তুমি আমার মর্ম্মাহত স্বামীকে নিয়ে এলে?

পেশ। মুরাদ! আমিও তোমার এ ঐশ্বর্য্য দেখতে অভিলাষী নই, এস মোবারক পাশা, আমরা এ স্থান ত্যাগ করি।

(বেলার প্রবেশ)

বেলা। সে কি, তোমাকে যেতে দেব কেন মা! আজীবন আমি তোমার এই ঐশ্বর্য্য আগলে বসে আছি। যতক্ষণ না তোমাকে কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দিতে পারছি, ততক্ষণ তোমার কন্যার যে মুক্তি নাই। সই!

নেপথ্যে। কেন সই?

মোবা। এ কি! সপ্তমণিময়ী প্রতিমার অন্তরাল থেকে কারা কথা কইলে?

বেলা। সই! জেগেছ?

নেপথ্যে। জেগেছি।

বেলা। তবে নেমে এস। (মধ্যপীঠ-পার্শ্বে গমন)

(দৃশ্যান্তর—ষষ্ঠ পাদপীঠে ষষ্ঠ বালিকা, মধ্যে মেহেরা)

সকলে। এ কি?

পেশ। এ কি দেখালে মুরাদ?

মুরাদ। ভাই ত! মেহেরা—আমার জীবনদাত্রী মেহেরা—

বেলা। এই নাও, তোমার সম্পত্তি গ্রহণ কর।

(ফকিরের প্রবেশ)

ফকির। মোবারক পাশা, চিনতে পার?

মোবা। ফকির—ফকির—আমি জ্ঞানশূন্য।

ফকির। তোমার ন্যস্ত সম্পত্তি সন্তর্পণে বুকে ধ'রে রেখেছিলুম—গ্রহণ কর—মা, সত্য পালনে সন্তানকে উপদেশ দিয়েছিলে। যুবক সত্য রক্ষা করেছে—সত্যের আশ্রয়ে সতী—তোমার মুরাদের পার্শ্বে মেহেরা—এই ছয় অমৃতময়ী কুমারী তার আবরণ। মুরাদ! তোমার পিতার মুক্তির এই সনন্দ—যত্নে হৃদয়-পেটিকায় আবদ্ধ কর। (মেহেরাকে দান)

বেলা। মা! পথে যে সংসার কুড়িয়ে পেয়েছিলুম, তা আজ তোমার সংসারে মিলিয়ে গেল। অনুমতি কর মা, আনন্দ করি।

(ফয়জুল্লাকে লইয়া হুবৃবক্সের প্রবেশ)

হুব। র'স—র'স—এখনও আনন্দ সম্পূর্ণ হ'তে বাকী আছে। ফকির—ফকির! যে একবার তোমার আশ্রয় পেয়েছে, সে কি কখনও দুনিয়ার দুঃখী থাকে! তবে ফয়জুল্লা মিয়াকে ভাগ্যহীন রাখলে কেন?

ফকি। বেশ, বল ফয়জুল্লা মিয়া, আবার তুমি কি চাও।

ফয়। আঁ্যা—এ কি দেখছি?

হুব। দেখা রাখো—রেখে কি চাও ফয়জুল্লা, শীঘ্র বল। এমন শুভ সময় আর পাবে না! বিশ্বের ঐশ্বর্য্য, স্বর্গের সৌন্দর্য্য, যা পাবার জন্য দুনিয়ার মানুষ—দলে দলে দুনিয়ায় আসছে, আর অন্ধ হয়ে চারিদিকে ছুটোছুটি ক'রে মিলিয়ে যাচ্ছে—ফয়জুল্লা ভাই, সেই সামগ্রী তোমার হস্তের সমীপে—গ্রহণ করতে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব ক'র না।

ফয়। এখন বুঝতে পারছি। হজরত, তুমি আমাকে ধর্ম্ম দিতে চেয়েছিলে, আমি হেলাজ্ঞানে সেটাকে নিক্ষেপ ক'রে দুনিয়ার দৌলত ইচ্ছা করেছিলেম। তখন বুঝতে পারি নি তোমার মেহেরবাণীতে এমন কত কত রাশি রাশি দৌলতের সৃষ্টি

হর। হজরত, করুণা কর—করুণা কর। আমি কেবলমাত্র তোমার করুণা ভিক্ষা করি।

ফকি। আনন্দ পাও ভাই—আনন্দ পাও।

হর। তাই ত হজরত, এ কি লাভ করলুম, এ কি আনন্দ! এ কি আনন্দ!

মুরাদ। আর নিঃস্বার্থ পরহিতকারী বন্ধু, এই সমস্ত আনন্দভরা এই হজরতের সংসার, তোমার সংসারে পরিণত হ'ল। ভাই, আমাদের ভূমি গ্রহণ কর।

শেখ। আশীর্বাদ করি, তোমরা উভয়ে চিরসুখী হও।

(গীত)

সোনার স্বপনে সোনার কিরণ
সোনার বরণ হায়,
সোনার জীবনে সুধা আহরণ
ধর ধর উপহার।
যতনে সাধরে ধরণী কোলে তুলে
গোপনে তিলে তিলে
রচিল কোমল চারু শতদল
চল চল সুধাধার।
নিরজনে সযতনে প্রাণে প্রাণে
বাঁধ চির-বন্ধনে সকল রতন-সার।

—

যবনিকা-পতন

কুমারী

(নাট্যকাব্য)

রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, প্রণীত

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

রাজা।	...	...	
পুরন্দর	...	...	রাজকুমার।
সোমস্বামী	...	...	ঐ সখা।
পতঞ্জলি	...	...	যোগী।
দীনদাস	...	...	রজক।

ব্রাহ্মণগণ, ব্রাহ্মণকুমারগণ, প্রহরী ইত্যাদি।

স্ত্রী

রাণী।	...	...	
লক্ষ্মী	...	...	দীনদাসের স্ত্রী।
অম্বিকা	...	...	রজক-কুমারী।
অপরাজিতা	...	...	চণ্ডাল-কুমারী।

কুমারীগণ, দেববালাগণ বন্দিনীগণ, প্রভৃতি।

কুমারী

প্রস্তাবনা

স্বর্গতোরণ।

দেববালাগণ।

(গীত)

আসা দুদিনের তরে।
দু'দিন থাক, সুখে থাক, কেন রও মরমে ম'রে॥
জীবন এমন সাধের ধন,
সাধ ক'রে তায় বাঁধন দিয়ে কেন হে পীড়ন,
খুলে তার দাও হে দুনয়ন;
ঘুচে যাক চোখের নেশা
মিশে যাক আলোক আঁধারে।
আপনায় দেখুক চিনুক সে,
ক্ষুদ্র ঘরের ঘেরার ভিতর বিরাট পুরুষ কে,
দেখুক সে দুহাত তুলে,
তুলতে কোলে কে তার দুয়ারে;
দূরে যাক যত অভিমান,
মিলে যাক তোমায় আমায় সমানে সমান;
গগনে ছুটুক প্রেমের গান;—
ভেসে যাক ভাবের লহর মলয়-সমীরে॥

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজসভা।

রাজা, রাণী, ব্রাহ্মণগণ ও প্রহরী।

(বন্দিনীগণের গীত)

রাতি পোহায়েছে।
জাগত সারানিশি, আলসে অবশ শশী,
ক্ষীণ কিরণ-রেখা
দূর গগনে, কনক-বরণে, অরুণ-আগম লেখা,—
পরশে আবেশে তারা গ'লে গিয়াছে।
নানা ফুল আভরণ, সুন্দর আবরণ,
উল্লাসে তেয়াগিয়া লাজ;—
পঞ্চম তানে, প্রভাতী গানে,
প্রান্তরে মধুস্বর ঢেলে দিয়েছে,
আলোকে আঁধার যেন কোলে নিয়েছে॥

১ম ব্রা। মহারাজ! এই মাহেন্দ্রক্ষণ! এই সময়ে পুত্রকে মৃগয়ায় প্রেরণ করুন। মাহেন্দ্রক্ষণে যাত্রা—রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, ধন, মান, সমস্তই আপনার পুত্রের অনায়াসলভ্য হবে।

২য় ব্রা। মাহেন্দ্রক্ষণে যাত্রা করলে দেবকন্যা লাভ হয়।

১ম ব্রা। ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে আপনার সমস্তই প্রাপ্তি হয়েছে, এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি, আপনি দেবকন্যার শ্বশুর হ'ন।

(পুরন্দর ও সোমস্বামীর প্রবেশ)

রাজা। পুত্র! এই মাহেন্দ্রক্ষণ, ব্রাহ্মণের পদরেণু গ্রহণ ক'রে মৃগয়ায় যাত্রা কর।

রাণী। সোমস্বামী! বাপ, তুমি ব্রাহ্মণকুমার; কিন্তু পুত্রের বাল্যসখা ব'লে তোমাকে পুত্রের ন্যায় দেখে আসছি। পুরন্দর আর কখন গৃহ হ'তে বাহির হয় নি। আশীর্ব্বাদ লয়ে সঙ্গে সঙ্গে থেকো—দেখ যেন তোমার সখা বিপদে না পড়ে।

১ম ব্রা। আর বিলম্ব কেন মহারাজ! যাত্রার সময় উত্তীর্ণ হয়।

রাজা। দ্বারে দ্বারে স্বর্ণকুম্ভ জলে পরিপূর্ণ ও পল্লবাচ্ছাদিত ক'রে রাখ্‌তে বল।

১ম ব্রা। আর ব'লে দাও, তৈলিক, রজক, চণ্ডাল যে কোন শূদ্র আজ প্রভাতে যেন গৃহ হ'তে বহির্গত না হয়।

প্রহরী। (অভিবাদন)

রাণি। আয়ু মহারাজ! কোষাধ্যক্ষকে আদেশ করুন, ব্রাহ্মণদের সম্মান করুক।

সোম। এস সখা।

পুর। প্রভু মঙ্গল! আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

ব্রা-গণ। জয়োহস্তু জয়োহস্তু।

সোম। ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ।

সকলে। ব্রাহ্মণায় নমঃ, দুর্গা, দুর্গা!

গমনে বামনৈকেব বামন বামন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গ্রাম্য-পথ।

অম্বিকা।

(গীত)

বুঝি পথ ভুলে এসেছি।
নইলে কেন যতই চলি ততই চলেছি॥
মেলে না ছুটলে পথের শেষ
রইলে ব'সে, কান্না আসে,
হায় কোথায় আমার দেশ;—
জানি না কেউ বলে না, তবু ত পথ মেলে না,
চরণ ত আর চলে না—হতাশ হয়েছি॥

অম্বিকা। ও মা! কোথায় গেলি?

(লক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী। কই, কোথায় তুই? আঃ সর্ব্বনাশী, থানে কেন?

অম্বিকা। কেন, এখানে থাকতে দোষটা?

লক্ষ্মী। পালিয়ে আয়, পালিয়ে আয়!

অম্বিকা। কেন আগে বল?

লক্ষ্মী। আঃ মর্! আগে পালিয়ে আয়!

অম্বিকা। আগে বল।

লক্ষ্মী। এ যে বামুন ঠাকুরদের স্নান করতে ার রাস্তা, পালিয়ে আয়, দেখতে পেলে বিপদ ে, পালিয়ে আয়।

অম্বিকা। বাবাঠাকুররো আসবে কখন্ মা?

লক্ষ্মী। 'কখন্ কি? এলো ব'লে—দলে দলে হয়ো প্রাতঃস্নান করতে এসেছে, চ'লে আয়, ন আয়—ধোপার মেয়ে এখন বামুনের সুমুখে তে আছে?

অম্বিকা। বেশ হয়েছে। তবে আমি ঠাকুরদের জিজ্ঞাসা করবো।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মী। ও সর্ব্বনাশী! কি জিজ্ঞাসা করবি? মাটী ক'রে, জিজ্ঞাসা করবি কি? ওরে হতভাগা মেয়ে!—সর্ব্বনাশ করলে, সবংশে একগাড়ে দেলুম দেখছি।

(জনৈক ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ। গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াৎ যোজনানাং শতৈরপি—কে তুই? অ্যাঁ অ্যাঁ, কে তুমি?

লক্ষ্মী। আজ্ঞা বাবাঠাকুর, আমি।

ব্রাহ্মণ। তুমি! ভাল, এখানে এসেছ কেন?

লক্ষ্মী। না বাবাঠাকুর, আমি আসি নি—এসেছে আমার মেয়ে, আমি মেয়েকে খুঁজতে এসেছি।

ব্রাহ্মণ। তোমরা কি?

লক্ষ্মী। আমরা কি ব'লেই ত বাবাঠাকুর মেয়েকে বকতে লেগেছি, আমরা কি ব'লেই ত ভয়ে ভয়ে মুখ লুকিয়ে চলছি।

ব্রাহ্মণ। তোমরা কোন্ জাত?

লক্ষ্মী। এই ধোপা বাবাঠাকুর।

ব্রাহ্মণ। ধোপা?

লক্ষ্মী। হ্যাঁ বাবাঠাকুর!

ব্রাহ্মণ। ধোপার মেয়ে এত সুন্দরী?

লক্ষ্মী। হ্যাঁ বাবাঠাকুর!

ব্রাহ্মণ। বিধাতার কি একদেশদর্শিতা!

লক্ষ্মী। তা ত বটেই বাবাঠাকুর! একদেশই বা কেন? এ পাড়া ও পাড়া।

ব্রাহ্মণ। তা হ্যাঁ রজকগেহিনি!

লক্ষ্মী। কি বাবাঠাকুর?

ব্রাহ্মণ। তুই কি প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা?

লক্ষ্মী। তা কি ক'রে বলবো বাবাঠাকুর, আমার সোয়ামী ঘরে আছে, তাকে জিজ্ঞেস করে বলতে পারে।

ব্রাহ্মণ। হাঃ হাঃ হাঃ, হা হতবিধে! এমন সরলা অবলা কি না রজকের ঘর আলো ক'রে ব'সে আছে? হা কৃষ্ণ, হা কংসনাশন যদুনন্দন! মথুরা নগরে থকরে রজক-শিরশ্ছেদচ্ছলচ্ছোণিতে সমস্ত পথটা প্লাবিত ক'রে, শেষে কি তার ঘরে সুধাভাণ্ডটি লুকিয়ে রেখেছ? হা কেশীমর্দ্দন কৈটভার্দ্দন গোপিকাজনমনোহন!

লক্ষ্মী। কেঁদে আর কি করবে বাবাঠাকুর! সকলকারই ওই এক দশা। আমারও বাপের (রোদন স্বরে) এই তোমার মত বাবাঠাকুর দিগ্‌গজ দিগ্‌গজ পাঁচ ছেলে—দেখতে দেখতে বাবাঠাকুর—

ব্রাহ্মণ। যত দূর মুখ, তত দূর কথা! পাপীয়সি, পাষণ্ডি, বর্ব্বরি!

লক্ষ্মী। এ আবার কি রকম কথা বাবাঠাকুর! আমাকে কি আশীর্ব্বাদ কচ্চো?

ব্রাহ্মণ। পালা, শীগ্‌গির পালা—সকাল বেলা। দুর্গা দুর্গা!

লক্ষ্মী। এই যাচ্ছি, তা হ'লে আমার ওপর রাগ কর নি ত দেবতা?

ব্রাহ্মণ। আরে গেল, লোক আসছে, দেখতে পাবে, আমার মান যাবে, পালা।

লক্ষ্মী। এই যে পালাচ্ছি, তা হ'লে আমার মেয়েকে দেখতে পেলে এমনি ক'রে পালিয়ে যেতে ব'ল বাবাঠাকুর!

ব্রাহ্মণ। বলবো—বলবো,—পালা।

লক্ষ্মী। আমার মেয়ে বড় দুষ্ট।

ব্রাহ্মণ। ভাল, তাকে শাস্ত করবো এখন।

লক্ষ্মী। তা হ'লে পালাই?

ব্রাহ্মণ। না, এ আমার সম্ভ্রমটা নষ্ট কল্লে দেখছি।

লক্ষ্মী। কিন্তু মিষ্টি কথা ব'ল্লে একেবারে জল।

ব্রাহ্মণ। আচ্ছা, শুষে নেব—শুষে নেব, পালা।

লক্ষ্মী। আর দেখ বাবাঠাকুর—

ব্রাহ্মণ। না, এ পাপিষ্ঠা আমাকেই পলাতক করলে দেখছি। হে রাম! হে রাম!

[প্রস্থান।

লক্ষ্মী। আর দেখ বাবাঠাকুর, আর দেখ বাবাঠাকুর, আর দেখ বাবাঠাকুর! (পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন)

(বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও অম্বিকার প্রবেশ)

অম্বিকা। কেন আমার নারায়ণপূজা হবে না?

বৃ-ব্রাহ্মণ। আরে মর্ বেটী! এই বয়স, তুই অস্পর্শীয়া, অকথ্যা!

অম্বিকা। তাতে নারায়ণপূজা হবে না কেন?

বৃ-ব্রাহ্মণ। আরে মর্ বেটী, তুই ঘৃণ্যা, নীচকুলোদ্ভবা, একে রমণী, তায় রাজকনন্দিনী, তোর শাস্ত্রকথা শোনবারই অধিকার নেই, তা পূজায় অধিকার। তোরে আর কি ব'লবো, প্রাতঃকালে তোদের নাম মুখে আনলে, দশবার নারায়ণ নাম জপ ক'রে তবে পাপক্ষয় করতে হয়, তোদের মুখদর্শন করলে আবার স্নান ক'রে তবে শুদ্ধ হ'তে হয়। তবে না কি তুই গৌরাঙ্গী, আর কমল-পত্রাক্ষী, সর্ব্বোপরি না কি শরচ্চন্দ্রনিভাননী, আর না কি সর্ব্বদোষহরা গৌরী,তাই তোর মুখ দেখছি, কিন্তু স্নান করছি না; যাচ্ছি যাচ্ছি, যেতে পাচ্ছি না, কইব না কইব না কইছি, কিন্তু মুখ সামলাতে পারছি না। কিন্তু এত কাণ্ডকারখানা সত্ত্বেও তোর নারায়ণপূজার অধিকার নেই। তবে যদি মনোযোগ সহকারে ভক্তিমতী হয়ে ওই মৃণাল-বাহুলতার প্রান্তভাগের করকমলে আমাদের মলিন বস্ত্র ধারণ ক'রে একাগ্রচিত্তে প্রস্তরে নিক্ষেপ করত ধৌত করতে পারিস, তা হ'লেই তোর একেবারে বৈকুণ্ঠলাভ।

অম্বিকা। তোমরা কোথায় যাবে ঠাকুর?

বৃ-ব্রাহ্মণ। আমরা চিরকাল যেখানে যাই, সেখানে যাব, সেই বৈকুণ্ঠে। আগে সেখানে আমাদের অবারিত দ্বার ছিল, ইচ্ছে করলেই যেতে পাত্তেম, এখন কাল-মাহাত্ম্যে আর তত্তটা খাতির নেই—ম'রে যেতে হয়।

অম্বিকা। সেখানে তোমরাও থাকবে, আমিও থাকব, সেটা কি রকম হবে? আমি যদি সেখানে তোমাকে ছুঁয়ে দিই?

বৃ-ব্রাহ্মণ। হাঁ হাঁ—সত্যি সত্যিই ছুঁয়ে দিলি না কি?

অম্বিকা। না, এখানে ছোঁব কেন—আমি কি অজ্ঞান?

বৃ-ব্রাহ্মণ। ছুঁয়ে থাকিস্ তো বল, [illegible] এখনও কাছে আছে, আবার ডুব দিয়ে [illegible]।

অম্বিকা। তবে বুঝি কি করিছি।

বৃ-ব্রাহ্মণ। হে রাম, হে রাম!—ছুঁসনি, না?

অম্বিকা। সে কি দেবতা—আমি কি পাগল?

বৃ-ব্রাহ্মণ। আরে পাগ্‌লি, রজককুলের প্রহ্লাদী—নারায়ণ নারায়ণ কচ্ছিস কেন? আমাদের অর্চ্চনা কর। ভগবানপি গোবিন্দো ব্রহ্মণ্যো ভক্তবৎসলঃ। ভগবানই আমাদের পূজা করেন। ভৃগুপদচিহ্ন বক্ষে ধারণ ক'রে তাঁর নিজের চেয়েও আমাদের মান বাড়িয়েছেন। আমাদের পূজা কর, তা হ'লে তোকে আর নারায়ণ খুঁজতে হবে না, তোকে খুঁজতে নারায়ণ তোর কুটীরে গিয়ে উপস্থিত হবে।

অম্বিকা। বেশ, তা হ'লে, প্রভু! আমার জা নাও।

(নতজানু হইয়া অর্ঘ্য প্রদানোদ্যোগ)

বৃ-ব্রাহ্মণ। হাঁ হাঁ, করিস কি? দেখতে াবে—দেখতে পাবে। যাও মা রজককুললক্ষ্মি! ামি কাচ্ছা-বাচ্ছা নিয়ে ঘর করি; এখনও ছলের পৈতে, মেয়ের বে আছে—জ্ঞাত-ভাইয়েরা দখতে পেলেই একঘ'রে করবে। তোমার পূজা াহণ করি, আমার শক্তি নাই। মা, আমি ালালুম না—কিছু মনে করিস নি মা—আমি লুম। হরি হরি, এ কি বিভ্রাট!

[প্রস্থান।

(পতঞ্জলির প্রবেশ)

পত। এ কি মা! ভুবনমোহিনী কুমারী-পিণী, ভবানী, যোগীর আরাধ্য ধন, তুমি আবার াবনতজানু, কার পূজায় নিযুক্ত মা?

অম্বিকা। ঠাকুর! আমি রজকনন্দিনী লে কেউ আমার পূজা নিলে না। ব্রাহ্মণ মুখ রিয়ে চ'লে গেল। মহেশ্বর, তাঁর মন্দির দ্বারে পস্থিত হ'তে পেলেম না। ব্রাহ্মণ-কন্যারা জা করছিল ব'লে প্রহরীতে তাড়িয়ে দিলে—ারায়ণ, তাঁর সন্ধান কেউ দিলে না।

পত। কেন, তোর কি পিতা নেই?

অম্বিকা। আছে।

পত। তবে ত সব দেবতাই তোর দ্বারে বাঁধা াছে মা। তোর আবার দেবতার দ্বারে যাবার য়োজন কি?

অম্বিকা। সে কি প্রভু?

পত। পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥
তোর অর্চনা কর, নারায়ণ তোর দত্ত নৈবেদ্য বার জন্য লালায়িত হয়ে ছুটে আসবে।

অম্বিকা। সত্যি?

পত। যদি বেদ সত্য হয়, শাস্ত্র সত্য হয়, তা লে এও সত্য। নইলে সব মিথ্যা! আয়, মার সঙ্গে আয়, আমি পূজার ব্যবস্থা ক'রে দিই, দেবতৃপ্তি না হয়, তা হ'লে স্থির জানবি, তে দেবতা নেই—যদি ব্রাহ্মণে প্রতিবাদ করে, হ'লে জানবি, ব্রাহ্মণ নেই। আয়—

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

প্রাঙ্গণ।

(ব্রাহ্মণকুমারগণের প্রবেশ)

সকলে। মহারাজ! মহারাজ!

১ম ব্রা-কু। এই যে, এই যে মহারাজ।

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। (প্রণাম করিয়া) কি আজ্ঞা ঠাকুর?

২য় ব্রা-কু। আজ্ঞা কঠিনা।

রাজা। কি হয়েছে, আজ্ঞা করুন।

২য় ব্রা-কু। আজ্ঞা একেবারে পাকে প্রকারে হয়ে গেছে কঠিনা।

১ম ব্রা-কু। আমাদের হাত নেই।

রাজা। সে কি প্রভু? আপনারা দয়ার আধার—আমি আপনাদের দাস—দাসের প্রতি আদেশ কঠিন হবে কেন দয়াময়?

২য় ব্রা-কু। কঠিন কেন হবে, তা দয়াময়েরা নিজেই বলতে পারছেন না।

১ম ব্রা-কু। আজ আমরা বড়ই ক্রোধান্বিত।

রাজা। কারণ?

১ম ব্রা-কু। কারণ গুরুতর।

২য় ব্রা-কু। প্রথম কারণ মহারাজের উদ্যান।

রাজা। সে কি প্রভু! উদ্যান তো আপনাদের ব্যবহারের জন্যই রচনা করা হয়েছে।

১ম ব্রা-কু। অতি উত্তম—অতি উত্তম।

রাজা। কারণটা কি?

১ম ব্রা-কু। প্রথম কারণ আপনার উদ্যান।

২য় ব্রা-কু। দ্বিতীয় কারণ উদ্যান।

৩য় ব্রা-কু। তৃতীয় কারণ—ওই উদ্যান।

রাজা। উদ্যান কি হ'ল?

১ম ব্রা-কু। দেখুন মহারাজ! আমাদের আশীর্ব্বাদেই আপনার শ্রীবৃদ্ধি।

২য় ব্রা-কু। ক্ষুদ্ররাজ্য বিশাল হয়েছে।

১ম ব্রা-কু। বৃদ্ধবয়সে পুত্র হয়েছে।

৩য় ব্রা-কু। সেই পুত্র এক সময় হামাগুটিক প্রদান করেছে, কিন্তু এক্ষণে যৌবরাজ্যে পদার্পণ করেই ইতস্ততঃ করছে।

১ম ব্রা-কু। আমাদের আশীর্ব্বাদে মহারাজের দেবসাক্ষাৎকার লাভ হয়েছে।

২য় ব্রা-কু। দেশ থেকে অকালমৃত্যু লোপ পেয়েছে, কালে পর্জ্জন্য বর্ষণ করছে।

৩য় ব্রা-কু। আমাদের আশীর্ব্বাদে পৃথিবী শস্যশালিনী।

১ম ব্রা-কু। আর রাণী স্বর্গগামিনী।

২য় ব্রা-কু। হাঁ হাঁ, ব'ল্লে কি মূর্খ! ব'ল্লে কি! মহারাজ! দুঃখিত হবেন না!

রাজা। সে কি দেবতা! আমি আপনাদের দাস, আপনারা যা বলবেন, তাই আমার আশীর্ব্বাদ। উদ্যানের হয়েছে কি?

১ম ব্রা-কু। অপবিত্র হয়েছে।

রাজা। অপবিত্র? সে কি! কে করলে?

২য় ব্রা-কু। উদ্যান একেবারে গেছে।

১ম ব্রা-কু। তার পুষ্পে আর দেবতার অর্চ্চনা হ'তে পারে না।

২য় ব্রা-কু। তার মৃত্তিকা কাকবিষ্ঠায় পরিণত হয়েছে।

রাজা। কে অপবিত্র করলে?

১ম ব্রা-কু। একটা অপবিত্রা রজকতনয়া।

২য় ব্রা-কু। কিন্তু সুন্দরী।

রাজা। রজক-কন্যা?

১ম ব্রা-কু। হাঁ মহারাজ! অস্পর্শীয়া।

২য় ব্রা কু। কিন্তু মদিরাক্ষী, সুদতী।

৩য় ব্রা-কু। অশ্রুমতী।

১ম ব্রা-কু। বেগবতী।

রাজা। দ্বারে প্রহরী, কেমন ক'রে প্রবেশ করলে?

২য় ব্রা-কু। অলক্ষিতে।

৩য় ব্রা-কু। আচম্বিতে।

১ম ব্রা-কু। হেলিতে দুলিতে। অসমসাহসিনী, কথা শোনে না।

২য় ব্রা-কু। কিন্তু শান্ত, মাথা তোলে না।

৩য় ব্রা-কু। আমাদের কোপানলে পড়তে চায় না।

রাজা। ভাল, আমার অন্তঃপুরস্থ উদ্যানে পুষ্পচয়ন করুন, আমি এর প্রতীকার করছি। যে ঘৃণিতা রজকী ব্রাহ্মণের চরণরেণুপূত উদ্যান কলুষিত করতে সাহসিনী হয়েছে, তার নাসা-কর্ণ ছেদন ক'রে সমস্ত আত্মীয়ের সঙ্গে তাকে দেশত্যাগিনী করিয়ে দেব। আপনারা নিশ্চিত থাকুন, আমি আবার আপনাদের ফুল-চয়নের জন্য উদ্যান পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করছি।

[প্রস্থান।

১ম ব্রা-কু। মহারাজ! সত্বর করুন, নতুবা আমাদের যাগাদি কার্য্য পুষ্পবিহনে পণ্ড হয়।

২য় ব্রা-কু। ধরণীতে আবার পাপের প্রাদুর্ভাব হবে।

৩য় ব্রা-কু। আর দুটি দিনের ভিতরেই মহারাজার বিশাল রাজ্যটি টপ্পায় নমঃ ক'রে দেবে।

(গীত)

অতি প্রকাণ্ড পাপের হাঁ
তার ক্ষুধার শান্তি কড়ার ক্রান্তি
কখনই হয় নি হবেও না॥
সে যে চিরদিন একবগ্‌গা,
কইতে দেবে না রাম আর কইতে দেবে না গগ্‌গা,
আর বুঝতে দেবে না মানে,
দেখতে দেবে না চক্ষে আর শুনতে দেবে না কানে,
আর যদি বা দেখিতে পাও,
আর সে হেতু দেখিতে চাও,
দেখিবে বিশ্ব, ভীষণ দৃশ্য,
অথবা ভোঁ নতুবা ভাঁ॥

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

উদ্যান।

অম্বিকা।

(গীত)

আমায় দাও হে বনমালী।
আমি সাগর-তরঙ্গে নাচিতে রঙ্গে
আপনারে দিছি ডালি॥
কে জানে সে জলে ছিল হে টান,
ঢেউয়ে চলে বিষাদ-গান,
সঙ্গে সঙ্গে আকুল প্রাণ যাবে দূর দূর চলি।
এখন আঁধারে পড়েছি ঢলি,
গিয়াছে সকাল, গিয়াছে সন্ধ্যা,
গেছে আজি গেছে কালি,
আমার কি আছে কি ছিল নাইক লেশ,
আছে শুধু শেষ অবশেষ,
ফিরে দাও প্রভু আমার দেশ,
লও হে আমারে তুলি॥

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। দেবী-কণ্ঠের গান, সমস্ত প্রহরী মোহ-নিদ্রায় অভিভূত—কই, কোথায় রজকনন্দিনী?

ব্রাহ্মণের আশীর্বাদে আমার উপর দেবতার কৃপা, ব্রাহ্মণের আশীর্বাদে আমি মহারাজ্যের অধীশ্বর, ব্রাহ্মণের বরে আমার রাজ্য সর্বদা ধনধান্তে পূর্ণ, প্রজা সুখী,রাজ্যে মঙ্গলের চির-অধিষ্ঠান; ব্রাহ্মণের বরে আমার বন্ধ্যা মহিষী পুত্ররত্নের জননী,ব্রাহ্মণের বরে দেবনন্দিনী আমার পুত্রবধূ হবে। ব্রাহ্মণের দয়ায় আমি সকল সুখ পেয়েছি, সেই ব্রাহ্মণের জন্ত উদ্যান রচেছি, সে উদ্যানে অপবিত্রা রজকনন্দিনী! দেখতে পেলে উপযুক্ত শাস্তি দেব! আহা—এ কি, কে তুমি মা দেব-নন্দিনী? (অগ্রসর হইয়া) ফুল কি হবে মা?

অম্বিকা। পূজা করবো।

রাজা। তোমার আবার পূজা কি? ব্রাহ্মণ পুষ্পচয়ন করে তোমার জন্ত। কি পূজা করবে জানতে পাই না কি মা?

অম্বিকা। নারায়ণের পূজা করবো।

রাজা। নারীর নারায়ণ-পূজা শাস্ত্রে ব্যবস্থা নাই যে মা।

অম্বিকা। শাস্ত্র জানি না।

রাজা। তবে কি পূজা কর?

অম্বিকা। নারায়ণ-পূজা করি।

রাজা। মন্ত্র জান?

অম্বিকা। জানি।

রাজা। বল দেখি শুনি।

অম্বিকা। পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতাঃ॥

রাজা। কোন্ ভাগ্যবান্ তোমার পিতা?

অম্বিকা। দীনদাস রজক।

রাজা। তুই-ই রজকনন্দিনী?

অম্বিকা। হ্যাঁ।

রাজা। (স্বগত) নারায়ণ! আমাকে কি বিপদে ফেল্লে! এখন এই সর্বনাশী অপরাধিনীর যদি দণ্ডের ব্যবস্থা না করি, এই অপূর্ব মাধুরী বিলোকন-বিমুগ্ধ আমি যদি কর্তব্য পথ হ'তে বিচলিত হই, তা হ'লে আমার কি পরিণাম! (প্রকাশ্যে) তুমি জান, আমি কে?

অম্বিকা। না প্রভু।

রাজা। আমি দেশের রাজা। (অম্বিকার প্রণাম) ওঠ, আমার কথা শোন। আমি ব্রাহ্মণের ব্যবহারের জন্ত এই উদ্যান রচনা করেছি? রজকনন্দিনি! তুই কোন্ সাহসে এখানে প্রবেশ করলি? এখানকার সমস্ত ফুল ব্রাহ্মণের সম্পত্তি। ব্রহ্মস্ব হরণের শাস্তি কি জানিস্?

অম্বিকা। জানি না।

রাজা। নাসা-কর্ণ ছেদন ক'রে দেশ হ'তে দূর ক'রে দেওয়াই এর শাস্তি।

অম্বিকা। ব্যবস্থা থাকে, শাস্তি দিন।

রাজা। শাস্তি না দিলে আমার কি হবে, তা জানিস?

অম্বিকা। না প্রভু।

রাজা। ঘোর নরক।

অম্বিকা। প্রভু! তবে শাস্তি দিন, মহারাজ, শাস্তি দিন।

রাজা। তার পর? যে সৌন্দর্যের অহঙ্কারে তুই এই অনধিকার-প্রবেশ করেছিস, সে সৌন্দর্য্য থাকবে কোথায়? তোর আছে কে?

অম্বিকা। বাপ আছে, মা আছে।

রাজা। আর নারায়ণ?

অম্বিকা। বাপ-মার চরণ।

রাজা। (কর্ণে অঙ্গুলী দিয়া) চুপ—চুপ, কোন্ নরাধম তোরে এ দুর্বুদ্ধি দিলে?

অম্বিকা। ব্রাহ্মণ।

রাজা। প্রহরি!

নেপথ্যে প্রহরী। মহারাজ!

(প্রহরীর প্রবেশ)

রাজা। এই বালিকা সম্বন্ধে যতক্ষণ অন্ত আদেশ প্রদান না করি, ততক্ষণ আবদ্ধ রাখ।

প্রহরী। যে আজ্ঞে।

[অম্বিকাকে লইয়া প্রস্থান।

রাজা। কি করি, কি করি নারায়ণ! জ্ঞানহীনা শূদ্রাণী তোমার নামে একটা ঘৃণিত রজকের অপবিত্র পায়ে ফুল দেয়! ঘোর অপরাধিনী! কিন্তু ব্রাহ্মণের মুখে শুনে যদি এ কার্য্য করে, তা হ'লেই বা তার অপরাধ কি? ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ! বিষম সমস্যা। যার পদরজ-স্পর্শে আমি আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করি, বেদবাক্য জ্ঞানে যার আদেশ আজন্ম অবনত মস্তকে পালন ক'রে আসছি, সেই ব্রাহ্মণ—সুন্দর শক্তিমান,জ্ঞানমূর্তি ব্রাহ্মণ! কি করি, কি করি ঠাকুর? কি করি দয়াময়? অগ্রগামী হয়ে নরকস্থ হব—পশ্চাৎপদ হয়ে আবার সেই নরকে পড়ব? রামাবতারে তুমি স্বহস্তে শূদ্র তপস্বীর মস্তকচ্ছেদন করেছিলে, কিন্তু অনুপম লাবণ্যময়ী, দেবতাদুর্লভ সৌন্দর্য্যের অধীশ্বরী—এত রূপ এত মধুরতা!—আমাকে দুর্বল নিস্তেজ আর

ঐশ্বর্য-প্রাচীরে তোমার দৃষ্টি ব্যাহত, তুমি কিছু দেখতে পেলে না। তবে শাস্তিটার অবশ্যকর্তব্য। তার বিধান আছে। তোমারই পূর্ব্বপুরুষ তার বিধান দেখিয়েছেন। রাজা সস্ত্রীক না হ'লে তার অশ্বমেধযজ্ঞ হয় না। রামচন্দ্র কিন্তু অশ্বমেধযজ্ঞে বনবাসিনী সীতার সুবর্ণ-প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়ে ছিলেন। মহারাজ! তুমিও তাই কর না কেন?

রাজা। কি করব?

ব্রাহ্মণ। আবার কি করবে—এই সর্ব্বনাশী রজকনন্দিনীর সুবর্ণ-প্রতিমা নির্ম্মাণ করাও।

রাজা। তার পর?

ব্রাহ্মণ। তার পর কর্ত্তরী দিয়ে সেই প্রতিমা-টার নাসিকা-কর্ণ বেশ ক'রে ছেদন কর—শুধু তাই কেন; দেহটাকে পর্য্যন্ত ক্ষত-বিক্ষত কর।

রাজা। তার পর?

ব্রাহ্মণ। তার পর ব্রাহ্মণ দেখ, আর দান কর।

রাজা। তাই করব?

ব্রাহ্মণ। এখনি, আর কালবিলম্ব নয়।

রাজা। যে আজ্ঞে।

ব্রাহ্মণ। কিন্তু সর্ব্বনাশীকে দেশ থেকে দূর ক'রে দাও। বাপ, এ বহ্নি লোকালয়ে রাখে! ঘরে ঘরে আগুন লেগে যাবে—বিদেয় কর—বিদেয় কর। ও অগ্নির একটা স্ফুলিঙ্গ নিশুম্ভকে ছাই করেছে, একটা রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করেছে, আর একটা আঠার অক্ষৌহিণীর মাথার ঘি আহুতি নিয়েছে—আর এইটে বুঝি ব্রাহ্মণকুলের দর্প চূর্ণ করতে এসেছে। গোবিন্দ—গোবিন্দ!—

[প্রস্থান।

রাজা। এ মোহিনীমূর্ত্তি-দর্শনে দেখছি ব্রাহ্মণের মস্তিষ্ক বিচলিত হ'ল। তবে কি জানি ব্রাহ্মণ—কাজ নেই—একটা স্বর্ণ-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাই—আর সর্ব্বনাশীকে দেশত্যাগিনী ক'রে দিই।

(জনৈক ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণকুমারগণের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ। মহারাজ! কই মহারাজ! এই যে মহারাজ! মহারাজ, সর্ব্বনাশ!

রাজা। সে কি প্রভু? (প্রণামকরণ)

ব্রাহ্মণ। জয়োঽস্তু—মহারাজ, সর্ব্বনাশ!

রাজা। হয়েছে কি?

ব্রাহ্মণ। সর্ব্বনাশ—সর্ব্বনাশের আর কি হয়ে থাকে? আদাবন্তে চ মধ্যে চ—সর্ব্বনাশ! পিতৃপুরুষ গেল—আমি গেলুম—বংশটাই গেল—আহা, পিতৃপিতামহগুলো এক ফোঁটা জলের জন্ত কার কোথায় তলায় হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবে? আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্ত যদি তিল-জল ঢেলে কেউ তর্পণ করে, তবেই রক্ষে, নইলে বেচারীরা তো এইবারে গেল।

রাজা। আমি যে কিছুই বুঝতে পারলেম না প্রভু!

ব্রাহ্মণ। হায় হায়, এতেও বুঝতে পারলে না মহারাজ? আমার ছেলে যায়।

রাজা। ছেলের কি হয়েছে?

ব্রাহ্মণ। তার মুণ্ডপাত হয়েছে।

রাজা। সে কি রকম?

ব্রাহ্মণ। রকমটা যে কি, সে কি আমিই বুঝতে পেরেছি ছাই। ছেলে সকালবেলায় সাজী হাতে ফুল তুলতে এলো, তার পর সাজীটাজী কোথায় কি ক'রে ঘরে ফিরে হাঁটুর ভিতর মুখ লুকিয়ে মাথা গুঁজে যে বসলো, সে মাথা আর উঠলো না। ডাকলেও সাড়া দেয় না, কি হয়েছে, জিজ্ঞাসা করলেও উত্তর দেয় না। মাথা তুলে ধ'রলে চোখ বুজে থাকে, ছেড়ে দিলে আবার মাথা ঢুপ ক'রে প'ড়ে যায়। তাড়াতাড়ি কবিরাজ ডাকলুম। কবিরাজ বল্লে রোগ 'মুণ্ডপাত'—ও রোগের ঔষধ নিদান শাস্ত্রে নেই। তা হ'লে কি হবে মহারাজ? বংশটা কি একেবারে লোপ পাবে? তোমার রাজ্যে অকালমৃত্যু!

রাজা। ও রোগের ওষুধ আমি জানি—একটি রজক-কন্যাকে গৃহে স্থান দিতে পারেন?

ব্রাহ্মণ। রাম রাম! দুর্গা দুর্গা! ও ছেলে এখনি মরুক—এখনি মরুক—কুলাঙ্গার—কুলাঙ্গার! দুর্গা দুর্গা! তাই—আরে ম'ল, তাই? তাই ত বলি নাড়ী পাই, তবু বেটা আড়ষ্ট কেন? দুর্গা দুর্গা! রাম রাম!

[রাজা ও ব্রাহ্মণের প্রস্থান।

(বালকগণের গীত)

মুণ্ডপাত মুণ্ডপাত।
আজানুলম্বিত বাহু গুটিয়ে তুলো হাত ॥
ছিল বড়ই ভাল লোক,
এমনি ছিল মুখের গড়ন, এমনি ছিল চোখ,
বাঁশীর মতন নাকের বাহার মুক্তাপাতি দাঁত ॥
এমনি ছিল হাতের কাঁড়ি, এমনি ছিল গা,
গলার উপর ছিল সে মুণ্ড, কটির নিচে পা,
রজকীর আঁখির ভঙ্গে সকল অঙ্গে
দেখতে দেখতে গেঁটেবাত ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বন।

দীনদাস ও লক্ষ্মী।

দীন। রাজার শাসন মানতে হবে। বনে চিরকাল থাকতে হবে, খাব কি? সর্ব্বনেশে মেয়ে পা পুজো না ক'রে জল খাবে না। তিন দিন এক রকম যোগেযাগে চালালুম। তার পর? সর্ব্বনেশে কি মরতে চাস্?

লক্ষ্মী। কিছু হ'ল না?

দীন। হবে কি? এ কি তোর লোকালয়? হরিণের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, তারা কাপড় কাচাবে কি? তারা তড়াক ক'রে লাফ মেরে পাহাড়ের ও পাশে চ'লে গেল, জবাব দিলে না। হনুমানকে বল্লুম, ঠাকুর, এস না, সাজীমাটী দিয়ে কালমুখটা ফরসা ক'রে দিই। ঠাকুর চুপ ক'রে গাছের ঝোপে অন্তর্দ্ধান করলে। বানর ঠাকরুণে জিজ্ঞাসা করলুম, ঠাকুর, দাঁত বার্ ক'রে কিচির-মিচির করতে করতে বুঝিয়ে দিলে, দাদা! আমি কাপড় ছিঁড়তে জানি, পরতে জানি না।

লক্ষ্মী। তা হ'লে উপায়? আমরা না খেতে পেলে ত মেয়ে খাবে না।

দীন। একমাত্র উপায়। তবে তোর পছন্দ হ'লেই হয়।

লক্ষ্মী। আসল কথাটা, এই প্রাণটা তুই আর কোনমতেই রাখতে চাস না?

দীন। কিছুতেই নয়। প্রাণ বড় নটখটী বউ, বড় নটখটী—বড় ঝঞ্ঝাট। আমি তোরে বোঝালুম, তুই আমারে বোঝালি,সে ত বুঝবে না—সে পরের ছেলে, কিছুতেই প্রবোধ মানে না। তারে রাখতে হ'লে ত খোরাক চাই।

লক্ষ্মী। তা চাই বই কি। তুই আমি বুঝলুম, প্রাণ পরের ছেলে সে বুঝবে কেন? তা হ'লে কি করবি?

দীন। যেখান থেকে এসেছে, সেইখানে পাঠিয়ে দেব।

লক্ষ্মী। কি ক'রে দিবি?

দীন। গলায় রশী দিয়ে টেনে হিঁচড়ে। তাতে না যায়—জলে বুড়িয়ে; তাতেও না যায়—আগুনে দগ্ধে। নইলে বল দেখি বউ কাপড় আমার লক্ষ্মী, আমার পুজো—আমার সব। তাকে আমি তিন দিন পাটায় আছড়াতে পাইনি, তার মলিন গা ফরসা করতে পাইনি। আমাতে কি আর আমি আছি। আমার কর্ম্মই যদি গেল ত বেঁচে লাভ?

লক্ষ্মী। ছি ছি! ও সব কি কথা বলিস্?

দীন। আর বলিস—গায়ের জ্বালায় বলতে হয়। মেয়েটা বাবাঠাকুরের কাছে গেছে; এই অবকাশ, আয়, এই সময় যমুনার জলটা একবার মেপে আসি।

লক্ষ্মী। দেখ, যদি মরতে হয়, তা হ'লে একটু গভীর জল দেখে মরতে হবে। নইলে যে এক হাঁটু থেকে, এক কোমর থেকে এক গলা; শীতে হি হি হি করতে করতে মরব—তা হবে না।

দীন। আর যদি মরতে হয়, তা হ'লে হাসতে হাসতে মরতে হবে, যমুনা যে বুঝতে পারবে আমরা মরছি, সেটি হবে না।

লক্ষ্মী। তা ত বটেই—তা ত বটেই!

[প্রস্থান।

(শূদ্র ও শূদ্রাণীগণের প্রবেশ)

(গীত)

আমাদের কি তাতে আমাদের কি।
ও পাড়াতে রাজা আছে শুনেছি না কি
পেটের জ্বালায় জ্ব'লে, যদি যাও পথ ভুলে,
অমনি পড়িবে পিঠে মধুর লাঠি।
তার জাল-ভরা মৎস্য, আর গোলা-ভরা শস্য,
আর আস্তভরা চর্ব্ব্যচূষ্য তপ্ত ভাতে ঘি॥
কিন্তু পেটের জ্বালায় ইত্যাদি।
তার দ্বার-ভরা দ্বারী, অন্দর ঘর-ভরা নারী,
হাজার চাকর তার লাখ লাখ শ্রী।
কিন্তু পেটের জ্বালায় ইত্যাদি।
রাজ্য তার সুবিশাল যেমনটি ধরা
সাগর তার ধনাগার রতনে ভরা,
কিন্তু হিসেব রেখেছে তার খুঁটিটি নাকি।
কাজেই পেটের জ্বালায় ইত্যাদি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

আশ্রম-সম্মুখ।

(কুমারীগণের প্রবেশ)

(গীত)

যমুনা কাঁদে কি হাসে।
জানিস যদি বল্ গো তোরা আছিস তো তার
পাশে॥
হেলিস দুলিস ঢলিস বুকে তার,
যখন তখন মনের মতন দিস গো উপহার,
তবু কি পাসনি তাকে, কথা কি লুকিয়ে রাখে,
থাকে কি সরম নিয়ে, কাকে কি ভালবাসে॥

(পতঞ্জলি ও পুরন্দরের প্রবেশ)

পত। দেবকন্যা মর্ত্ত্যে আসে, তুমি কি বিশ্বাস কর?

পুর। আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

পত। দেখেছ কি? তারে স্বর্গ হ'তে মর্ত্ত্যে অবতরণ করতে দেখেছ? না, যেমন দেখা, অমনি স্বর্গের সমস্ত ছবি কল্পনায় অঙ্কিত ক'রে, সাধ ক'রে মর্ত্ত্যের অস্তিত্ব ভুলে গিয়েছ? ভুলে গিয়েছ কমলের অবস্থান পঙ্কে, গোলাপের অবস্থান কণ্টকে। দেবনন্দিনী কক্ষচ্যুত তারকার মত সমীরে সাঁতার দিয়ে এই মহা আকাশ-সাগরের এ কূলে এসে উপস্থিত হয় না, তার আগমন অন্য পথে। সেই মহাপথ ব্যতীত দেবতার মর্ত্ত্যে আসবার অন্য উপায় নেই। সে মহাপথ মাতৃগর্ভ। ফিরে যাও, পার্ব্বতীয়া প্রকৃতি সহজেই সুন্দরী, সে সৌন্দর্য্যের মধ্যে কোন কিছু নূতন সুন্দর দেখে তোমার মতিভ্রম হয়েছে।

পুর। সে সৌন্দর্য্য কখনই মর্ত্ত্যের নয়।

পত। বেশ, তবে স্বর্গের। তা হ'লে তার জন্য স্বকার্য্য বিস্মৃত হয়ে শূন্যমনে ঘুরে ঘুরে ফল কি? যেখানেই থাক, দেখতে জানলে জগতের রাশি রাশি সৌন্দর্য্য দৃষ্টিজালে আবদ্ধ হয়। সৃষ্ট পদার্থের কোন্‌টা সুন্দর নয়?

পুর। কেন প্রভু! আমাকে হতাশ করছো? আমি তারে দেখেছি, তার ইতস্ততঃ পরিচালিত মুগ্ধদৃষ্টি আমার চক্ষে পড়েছে, সেই বহুদূরের পর্ব্বতশিখরে গিয়ে আমার হৃদয় বিদ্ধ করেছে। ধর্ম্মপরায়ণ ঋষিবর! তোমার আশ্রম-সান্নিধ্যে দেববালার আগমন ত অসম্ভব নয়।

পত। তবু বলে দেববালা! মরীচিকাকবলিত পথিক বালুকাসাগরে তরঙ্গ দেখে—ছোটে, কিন্তু জীবনে কখন জল পায় না। যৌবনের তরঙ্গসঙ্কাত নিত্য নূতন আকাঙ্ক্ষার জালে আবদ্ধ তুমি, এখন অধিত্যকা-উপত্যকায়, উদ্যানে, প্রান্তরে, এমন কি, পথে পথে দেববালা দেখতে পাবে; কিন্তু মূর্খ রাজকুমার! তৃপ্তি পাবে কি?

পুর। না পাই, ব্রাহ্মণের পদাশ্রিত হব। কল্পতরুর মূলে তৃপ্তিফলের অভাব কি?

পত। কল্পতরু স্বয়ং অহং। সমস্ত ফল আপনার কাছেই পাওয়া যায়, আর কেউ দিতে পারে না। অহংজ্ঞানহীন তোমাতে, আর অহংজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণে প্রভেদ কি? সে তোমায় কি ফল দেবে?

পুর। এ কি কথা প্রভু! ব্রাহ্মণের মুখে এ কি কথা?

পত। ব্রাহ্মণ কি? মুখপানে চেয়ে রইলে যে?

পুর। আপনি কে?

পত। এ প্রশ্নের প্রয়োজন?

পুর। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ সবার গুরু, ব্রাহ্মণ কি?

পত। এক খণ্ড সূত্র যার গলায় আছে, সেই কি ব্রাহ্মণ? তা নয় বালক, তা নয়। মানবজীবনের চরমোন্নতিই ব্রাহ্মণত্ব; তা যার নেই, সে অভিমানে ভরা; যার জীবে ঘৃণা, যে সর্ব্বজীবে সমদর্শী নয়, সে আবার ব্রাহ্মণ কিসে? শুদ্ধ উপবীত ধারণ করলেই ব্রাহ্মণ হয় না, ব্রাহ্মণের পুত্র হ'লেই ব্রাহ্মণ হয় না।

পুর। মহানুভব! আপনি কি যোগশাস্ত্রকার নাস্তিক-চূড়ামণি পতঞ্জলি?

পত। যে মহাযোগ শক্তি পরমাণুর সমষ্টি হ'তে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিষ্ঠা করেছে, আমি তারই পূজা করি।

পুর। ঠাকুর! আপনাকে প্রণাম। ব্রাহ্মণগণ আপনার উপর খড়্গহস্ত। পিতা ব্রাহ্মণসেবী। আমি আপনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকতেও সাহস করি না।

পত। এস বৎস! আস্তিক্য-বুদ্ধিতে তোমার হৃদয় পূর্ণ হোক,—সর্ব্বজীবে দয়া কর, হিংসা-প্রবৃত্তি যেন ও কোমল হৃদয় স্পর্শ না করে। কঠোরতা ভুলে যাও। চিত্তবৃত্তির নিরোধ হ'ক,—কামনায় যেন এ হৃদয় আলোড়িত—এ জীবন বিড়ম্বিত—না হয়।

[প্রস্থান।

পুর। এই কি সেই সমাজবিপ্লবে যত্নপরিকর ব্রাহ্মণকুলের চক্ষুঃশূল যোগী পতঞ্জলি? এই সৌম্য-শান্ত মূর্ত্তি নাস্তিকতা কালকূটের-আধার! মহাযোগ-শক্তি কি ঈশ্বর? কামনাত্যাগের অর্থ কি? যাগ-যজ্ঞ-ব্রত-নিয়মাদি শুদ্ধ কামনা-পূরণের জন্য—কামনা-ত্যাগে লাভ কি? দেবনন্দিনীর দর্শনলালসায় পর্ব্বতশিখর ত্যাগ ক'রে প্রস্তরাগ্রে পদ ভিন্ন ক'রে, কণ্টকে দেহ বিক্ষত ক'রে উন্মাদের মত এত দূর ছুটে এসেছি। তারে পেলে আমি স্বর্গসুখ তুচ্ছ জ্ঞান করি। এই নাস্তিক ব্রাহ্মণের কথায় এই স্থান থেকে ফিরে যাব?—তাকে পেতে যদি যুগান্তর তপস্যা করতে হয়, সেও স্বীকার, তবু ফিরবো না। কিন্তু দেবনন্দিনী, নাস্তিকের আশ্রম-বিহারিণী!—নারায়ণ! আমার সংশয় দূর কর।

[প্রস্থান।

(সোমস্বামীর প্রবেশ)

সোম। গেল—গেল—গেল—একেবারে গেল। শিবের আরাধনা করা ছেলে, শিবের শ্বশুর দেখছি আটকে রাখলে। না, আর বাঁচল না। যৌবনের ঘি-মাখম-খেকো চোখ পাহাড় ফুঁড়ে সুন্দরী দেখে। সে কোথা থেকে কি দেখতে পেয়েছে তারে ফেরান কি আমার সাধ্য? গেল—নিরুপায়ে গেল—বিনা চিকিৎসায় নাড়ী থাকতে থাকতে মারা গেল। শিবের বরে পুত্তুর, গাঁজা-ভাঙের আড়ত থেকে বেরিয়েছে, তারে কি একটা চাল-কলা-খেকো বামুনের সঙ্গে মৃগয়া করতে পাঠায়? উহু-হু-হু! গেছি—পাথরের খোঁচায় পা-টা একেবারে গেছে,—উহু-হু, আবার গেছি। হা মন্মথ, রতি-পতি পঞ্চশর, ভস্মসাৎ মদন! অঙ্গের সঙ্গে হাতের তাগটি পর্য্যন্ত হারিয়েছ? হরেকে মারতে বাণ ছুড়লে শঙ্করার গায়ে লাগে কেন বাবা? রাজ-কুমার প্রেমে উন্মত্ত হ'ল, আমি খোঁচা খেয়ে মরি কেন? না, এ বড় বাড়াবাড়ি হ'ল—আবার তৃতীয়-বার গেছি যে, উঃ—ক্রমাগত যেতে লাগলেম যে! না, এবারে নিশ্চয়ই নেই, সুতরাং—

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

নদী-সম্মুখস্থ বন।

লক্ষ্মী ও দীনদাস।

লক্ষ্মী। যত্নতেই হয় তো অম্বিকার একটা বন্দোবস্ত ক'রে মরি এস। বাবাঠাকুর অম্বিকা-অন্ত প্রাণ। এস, অম্বিকাকে তার কাছে রেখে যাই।

দীন। অম্বিকা—যত জ্বালা—যত চিন্তা অম্বিকা। অম্বিকার জন্য ম'রেও সুখ নেই। আমরা যা পারলুম না, অম্বিকাকে তাই করতে রেখে যাব? পূর্ব্বজন্মের কত গোহত্যা ব্রহ্মহত্যায় নীচ ঘরে জন্মেছি, অন্নের জ্বালায় জ'লে মরছি, জেনে শুনে সেই মহাপাপ অম্বিকাকে গছিয়ে যাব? আমরা ব্রাহ্মণের অন্নধ্বংস করবার ভয়ে আত্মহত্যা করতে চলেছি, আবার আমাদের কি দুর্দ্দশা হবে ভেবে দেখছি না, সেই ব্রাহ্মণের ধননাশ করতে অম্বিকাকে রেখে যাব? বউ, আর কোন উপায় থাকে তো ভেবে দেখ।

লক্ষ্মী। ভাল, উপায়টা না হয় বাবাঠাকুরকেই জিজ্ঞাসা করি চল।

দীন। না না, পাগলা ঠাকুরের কাছে উপায় খোঁজে না। পাগলা ঠাকুরই আমার সর্ব্বনাশ করলে, হাত-পা অসাড় ক'রে দিলে। ঠাকুরকে দেখে প্রণাম করি, ঠাকুর প্রণাম ফিরিয়ে দেয়। সে প্রণামে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কেঁপে উঠে। যার ছায়া মাড়ালে অন্য ব্রাহ্মণে স্নান করে, সেই এত অপবিত্র, অস্পর্শীয় আমি—আমাকে কি না ঠাকুর কোল দিতে চায়?—না না বউ, পাগলা বামুনের নাম করিস নি।

(পতঞ্জলির প্রবেশ)

পত। কেন ভাই, আমার নাম করবি নি?

দীন। এই বাবা মাটী করেছে। তোকে দুশোবার বল্লুম, পাগলা ঠাকুরের নাম করিস নি। ঠাকুর অন্তর্য্যামী, নামটি করেছিস, আর অমনি শুনতে পেয়েছে। এখন সেও ধর।

পত। কেন ভাই, আমার নাম করবি নি?

দীন। যাও যাও ঠাকুর, জ্বালিও না—ভাই ভাই ক'র না! একে নিকর্ম্মা হ'য়ে জ'লে মরছি, তার ওপর কাটা ঘায়ে নুণের ছিটে দিও না।

পত। তবে কি বলব?

দীন। কেন, কি বলবে, জান না? অন্ন মানুষে যা বলে, তাই বলবে। কেবল বলবে বেটা। আদরে বেটা, তেস্কারে বেটা, উঠতে বেটা, বসতে বেটা। বেটা নামে আমাদের মৌতাত হ'য়ে গেছে, আর তুমি বলবে তাই, এও কি কখন সহ্য হয়? কি বলিস বউ?

লক্ষ্মী। ওরে বাবা! গাটা বিড়িয়ে বিড়িয়ে উঠছে।

দীন। তুমি ঠাকুর পাগল। কি বুঝেছ, পাগল হয়েছ? আমাদের সেই সঙ্গে পাগল কর কেন? তুমি ভূদেব, তোমার সব সাজে। তুমি খাঁটি সোনা—গয়ে কাঁচা সোনা আরও জলজলে। আমি ঘাদের বোঝা, আগুনের আঁচ লাগতে না লাগতেই ছাই—ঠাকুর! এ অধম দাসের সর্ব্বনাশ কেন করছ?

পশু। বেটা বল্লেই সন্তুষ্ট হ'স?

দীন। ওঃ, তা হ'লে স্বর্গ হাত বাড়িয়ে পাই!

পশু। কি বলিস বেটী, তোরও মত কি?

লক্ষ্মী। কি ব'ল্লে বাবাঠাকুর! কি ব'ল্লে জাগ্রত দেবতা?

দীন। আর এক কথা! দেখ ঠাকুর! ভয়ে তোমাকে প্রনাম করা দূরে থাক, তোমার কাছেও আসি নি। আজ আমরা যখন কোন গতিকে তোমার সুমুখে পড়েছি, তখন তোমাকে প্রণাম করব। যে মতবল এঁটে বেরিয়েছি, তাতে তোমার দেখা মিলেছে, ভালই হয়েছে। বউ আর আমি তোমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করব। তুমি যদি ঠাকুর হাত তোল, তা হ'লে ঠিক বলছি, এখনি যমুনার জলে ঝাঁপ দেব।

পশু। সর্ব্বনাশ! সে কি, আত্মহত্যা!

দীন। রাজা যে দিন থেকে আমাদের সব তাড়িয়ে দিয়েছে, সে দিন থেকে বেঁচে সুখ নেই, হেসে সুখ নেই, কেঁদে সুখ নেই, তা হ'লে কি করব? সুখের জন্ম সংসারে এসেছি—পাটার কাপড় আছড়াতে আছড়াতে যে সুখ পেতুম, এখন সে সুখেও বঞ্চিত; তা হ'লে কি করব?

পশু। আত্মহত্যা—সর্ব্বনাশ! নারায়ণ, তার উপরে অস্ত্র নিক্ষেপ?

দীন। তবে কি করব?

পশু। আমাকে প্রণাম কর।

উভয়ে। (প্রণাম করণ)

পশু। সোঽহং সোঽহং। (উভয়ের মস্তকে পাদস্পর্শ)

দীন। এ কি?

লক্ষ্মী। এ কি, এ কি প্রভু?

দীন। গুরু! ঈশ্বর!

লক্ষ্মী। নারায়ণ! শঙ্কর!

পশু। আমি জাহ্নবী থেকে স্নান ক'রে আসি। তোরা আমার আশ্রমে যা, প্রসাদ পাবি।

[প্রস্থান।

দীন। কি দেখলি রাঙা বউ?

লক্ষ্মী। যা দেখতে শতেক জন্ম তপস্যা করতে হয়; ধোপার ঘরে জন্মে আমাদের এত সৌভাগ্য?

দীন। আরে পাগলি! আকাশের কাছে শালগাছটাও যা, আর একটা ছোট ঝাওড়ার বাচ্ছাও তা। আমার চক্ষে ব্রাহ্মণ মস্ত, ব্রাহ্মণের চক্ষে আমি নীচ। ভগবানের চক্ষে কি?

লক্ষ্মী। এখন যে ঠাকুর কোল দেবে, তার পর?

দীন। আরে বাঁদরী! শিবলিঙ্গের আগা-পাশতলা সব কোল। আমরা তা পেয়েছি—আর কত চাস?

(পুরন্দরের প্রবেশ)

পুর। হাঁ বাপু! তোমরা এখানে কতক্ষণ আছ?

দীন। আপনি কে দেবতা?

লক্ষ্মী। এমন ফুল্লোমুখী কেন দেবতা?

পুর। তোমরা এখানে একটি হরিণলোচনা দেবকন্যাকে বেড়াতে দেখেছ?

দীন। এখানে দেবকন্যা মাঝে মাঝে এলেও আসতে পারে। আর হরিণ ত আকচার এ দিক ও দিক ছুটে বেড়াচ্ছে। কিন্তু দেবতা! লোচনা ত কখন দেখি নি।

পুর। তোমরা কি?

দীন। আজ্ঞে দেবতা—অম্বর বৈদ্য।

পুর। অম্বর বৈদ্য!

দীন। আজ্ঞে।

পুর। আজ্ঞে কি?

দীন। আজ্ঞে, আজ্ঞেই বই কি?

পুর। তোমরা কর কি?

দীন। আগে দুঃখু করেছি—এখন বাবা ঠাকুরের কৃপায় আনন্দ করছি।

পুর। তোমাদের কাজ কি?

দীন। আজ্ঞে,—পেসাদ খাওয়া।

পুর। তোমাদের কাছে তা হ'লে পেটের কথা বেরুবে না?

দীন। আজ্ঞে না।

লক্ষ্মী। আহা বাবাঠাকুর! ওর পেটে আর কথা নেই। আহা! ওর যখন ভাল অবস্থা ছিল, তখন কত কথাই কয়েছে।

দীন। আর দেবতা, খেতে না পেয়ে কথা শুদ্ধ হজম ক'রে ফেলেছি!

পুর। বেশ, চিরকালের জন্ম আহারের বন্দোবস্ত ক'রে দেব, আর যাতে দারিদ্র্যের মুখ না দেখতে হয়, তার উপায় করব।

দীন। না দেবতা, দারিদ্র্যের চাঁদপানা মুখখানা এক দণ্ড না দেখলে আমরা বাঁচব না।

পুর। আরে ম'ল, এরা কি?

দীন। আজ্ঞে, আমরা অম্বর বৈশ্য। আমরা চাঁদের বংশে জন্মেছি।

পুর। এর মানে কি?

দীন। আজ্ঞে দেবতা, এর মানে এখনও স্থির হয়নি। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ থেকে বেরুল, বাহু থেকে বেরুল ক্ষত্রিয়, হাঁটু থেকে বৈশ্য, আর পা থেকে শূদ্র। চাঁদ আর থাকতে পারলে না, অভিমানে গ'লে গেলেন। আমরা সেই গলা অভিমান থেকে গজিয়ে উঠলুম। ব্রহ্মা দেখতে পেয়েই বল্লেন—স্থিরোভব স্থিরোভব। তোমরা হ'লে অম্বর বৈশ্য। আমাদের অভাবে ময়লা কাপড় আর ফরসা হ'ত না। কাজেই দেবতারা ছিল দিগম্বর, আমাদের দেখে তবে তারা কাপড় পরতে শিখলে। কেউ পরলে পীতধড়া, কেউ পরলে বাঘের ছাল, কারও রক্ত বস্ত্র, কেউ বা হাজার চোখ ঢাকাই শাড়ী সর্ব্ব-অঙ্গে চাপা দিয়ে বসল। দেবতা! আমরা শূদ্র নই। স্বয়ং বৃহস্পতি ঠাকুরের টোল থেকে পৈতে নেবার ব্যবস্থা আসছে। তবে বৃহস্পতি ঠাকুরের সঙ্গে চাঁদ ঠাকুরের কি একটা ঝগড়া আছে, তাই পেতে পেতে পাচ্ছি না।

পুর। ধোপা?

দীন। আজ্ঞে দেবতা! এখন আমাদের ওই উপাধিই বটে, তবে আমাদের বড় কর্ত্তাদের বংশধরেরা নাড়ী টেপে, আমরা শাড়ী কাচি।

পুর। প্রথমে নাস্তিক ব্রাহ্মণ, তার পর রজকদর্শন, দেবনন্দিনী দর্শনের আশা এইখান থেকেই মিটল দেখছি!—কি দেখলেম! আর কি দেখব না? দেখবার আকাঙ্ক্ষায় নিশ্বাসে নিশ্বাসে লক্ষ জন্মের যাতনা হৃদয়ে টেনেছি, এই পর্ব্বতপ্রমাণ যাতনার বোঝা মাথায় ক'রে কেমন ক'রে ঘরে ফিরব? দেখতে পাব না? নারায়ণ! হরিচন্দনের আধ প্রস্ফুটিত ফুল দয়া ক'রে আমায় দেখিয়েছিলে! আর কি দেখাবে না? নিঝরিণীতীরে ধীর সমীরে ঈষৎ কম্পিত, অরুণ-কিরণে প্রতিফলিত সেই সোনার শতদল, সেই আমার অতি সুন্দর, অতি মধুর, আর কি ভাগ্যে দেখা ঘটবে না?

[প্রস্থান।

দীন। দেবতা চ'লে গেল কেন বলতে পারিস?

লক্ষ্মী। দেবতার কি যেন একটা হয়েছে।

দীন। দূর, তবে ছাই বুঝেছিস! কি হয়েছে বলব? সেই যে তালপুকুরের ধারে যে দিন গাছকোমর বেঁধে পাটায় কাপড় আছড়াতে আছড়াতে ঘাড় ফিরিয়ে একবার আমার দিকে চেয়েছিলি, সেই দিন আমার যা হয়েছিল, তাই হয়েছে।

লক্ষ্মী। তা হ'লে উপায়? ওগো, সে যে সর্ব্বনেশে রোগ গো! ওগো, সে রোগ যে ওষুধ খেলে বাড়ে গো! হজম করতে গেলে গায়ে চ'ড়ে যায়—আটকাতে গেলে ছড়িয়ে পড়ে। ওগো, সে যে সব রোগের সেরা গো।

উভয়ে।— (গীত)

ওগো সে যে রোগ সর্ব্বনেশে।
তার ধরণ-ধারণ করণ-কারণ
মিশিয়ে থাকে আকাশে॥
রোগের কোথায় ঘর খুঁজতে দিগম্বর,
যোগাসনেই রোগের বাণে অঙ্গ জরজর,
রোগ পুড়ে হলো ক্ষার, জ্বালা বেড়ে গেল তার,
ঝাঁজ তার বাজের মতন ঝরে সজল বাতাসে॥
রোগে কেউ বা মরেছে,
কেউ বা বেঁচে প্রাণের সনে মরণ গেঁথেছে;
হ'রে গেছে কারুর বোল,
কেউ বাতাস খেয়ে ফুলে ঢোল,
কেউ অমমেরু জীর্ণ ক'রে এমনি পানা ফেঁকাসে॥

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

বন।

(অপরাজিতার গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

যারে দেখব ব'লে এসেছি।
আগে হ'তে যেন কত দিন তারে
কতবার ধ'রে দেখেছি॥
তার মুখখানি ভরা হাসি, চোখ দুটি ভরা টান,
সদা গান-ভরা বাণী, হৃদয়-ভরা প্রাণ।
অধর ভরা মধুর আদর যা কিছু ছিল গো তার,
আমি যেন তার আগে হ'তে সব করেছি আমার,
তাতেও মেটেনি সাধ, ছিঁড়ি ধৈরয বাঁধ,
আর কিছু যদি থাকে শেষে তাই
তার দেশে চলেছি।

[অপরাজিতার প্রস্থান।

(সোমস্বামীর প্রবেশ)

সোম। কথায় কথায় হারিয়ে যাওয়া লক্ষণ ত ভাল নয়। এই দেখলুম, সোজা পথে থর থর ক'রে ছুটলুম; এই দেখলুম, পর্ব্বত শৃঙ্গে, খড়া বেয়ে উঠলুম; ওই দেখলুম, পাতালে চোখ কান বুজে ঝাঁপ খেলুম; যেই দেখলুম স্বর্গে, ফেলে ফেল ক'রে চেয়ে রইলুম। বন্ধুর যা কর্ত্তব্য শাস্ত্রে লেখা আছে, সব পাই কড়া ক্রান্তি পর্য্যন্ত খরচ করলুম, তবু ত বন্ধু-রত্নটিকে কিনতে পারলুম না। হাঁটা, বসা, শোয়া, টাউরি খাওয়া, গড়ান, অবশেষে খোঁড়ান কার্য্য পর্য্যন্ত নিষ্পন্ন করা গেল, তবু এ প্রেমের বাপের তিলকাঞ্চনটা পর্য্যন্ত সারতে পারলুম না গা! যাক, যখন এগিয়েছি, তখন আর একটু এগুব, দেখি কত দূরের জল কত দূরে মরে। প্রেমের বাপের বৃষোৎসর্গ মায় দানসাগর ক'রে তবে হাঁফ ছাড়ব। আর পুরুষ নয়—আত্মহারা, পর-প্রেমে উন্মত্ত বন্ধু নামে একটা বৃষের পুরীষ তাকে আর নয়—এবারে—বলতে বলতে আমার চোখের জল আসছে—এবারে বলতে বলতে যকৃৎটে ঠেলে উঠছে—এবারে উঃ—বলতে বলতে ক্ষুধানল প্রবল —রসনা সজল—অ্যাঁ একেবারে দিব্যোন্মাদ, দিব্যোন্মাদ! তা হ'লে এবারে—না থাক, পরবারে পরবারে—হে প্রেম—এবারে না খেয়ে না দেয়ে যে কোন উপায়ে বেঁচে থাক, সময় এলে দুধ-কলা খাইয়ে তোমায় পুষব, তুমি মনের সাধে মস্তকে দংশন কর।

(অপরাজিতার পুনঃ প্রবেশ)

আহা—আহা! নাম উচ্চারণমাত্রেই যে আম প্রেম মূর্ত্তি ধ'রে উপস্থিত হলেন।

অপ। হ্যাঁ গা, তুমি কে গা?

সোম। তুমি কে গা?

অপ। আমি অপরাজিতা।

সোম। আর আমি সোমস্বামী।

অপ। তা তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন

সোম। তুমি এখানে উপস্থিত কেন?

অপ। নদীর পাড়ে বাবা আছেন, তি আমাকে পাঠিয়ে দিলেন; ব'লে দিলেন, আমা এক জন আত্মীয় আসছে, সে আসতে আসে পথ হারিয়ে চ'লে যাবার বন্দোবস্ত করছে, তা সঙ্গে ক'রে আন।

সোম। আর আমার ঘাড়ে ভূতের আবির্ভা হয়েছেন, তিনি আমাকে এই পথে ঠেলে নি এলেন—বল্লেন, এই পথে এস, অপরাজিতা দেখতে পাবে।

অপ। কেন, তিনি কি চান?

সোম। এত কাল তিনি শ্রাদ্ধ-শান্তি কেবল চরুর ঘি চুরি ক'রে খেয়েছেন, এখন গা দাহে অস্থির হ'য়ে কেবল একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা প্রে রস পান করতে চান।

অপ। প্রেম, প্রেম? তা হ'লে আমার স এস না কেন? আমার বাবা প্রেমের সাগর, যায়, সেই তাঁর কাছে গিয়ে শান্তি পায়। ক লোক আসছে, অঞ্জলি পূরে, হৃদয় ভ'রে পা করছে, তবু সেই প্রেম সমভাবে অজস্রধারায় রাজ্যের দিকে ছুটেছে। এস—আমার এস।

সোম। বটে, বটে! তা হ'লে ত গিয়ে পড়েছি। কিন্তু অপরাজিতা! কি আর বল পাঁজুটি আমার পেটের সঙ্গে কিছু জ্ঞাতি-শত্রুত সাধছেন। আমার উদর বলছেন, তোমার বাব দত্ত প্রেম-রস, আকণ্ঠ, আদন্ত, আঠোঁট, (হস্ত প্রসারণ করিয়া) আ—তোমার কাছ পর্য্যন্ত পা করি। কিন্তু চরণ বলছেন, যেতে হয়, তুমি গড়িয়ে যাও, আমি তোমায় কাঁধে ক'রে মরি কেন? তা অপরাজিতা, অত দূর যেতে পারি না পারি, তুমি যদি দয়া ক'রে একটু দিয়ে দাও—অঞ্জলি-ফঞ্জলি চাই না—এই গণ্ডূষখানেক।

অপ। কেন? এই যে কাছে আছে, চল না

সোম। কেন, তুমি কি পার না?

অপ। আমি এখনও ভাল রকম প্রেম শিখি নি।

সোম। সাগরের তীরে বাস করছ, প্রেমের ধারা চারি ধারে ছুটেছে, আর তুমি প্রেম শিখলে না? এ কেমন হ'ল?

অপ। আমার একটা বড় দোষ আছে—আমি সকলকেই আপনার ভাবতে শিখেছি—শোকার্ত্তের জন্য আমার চক্ষে জলের স্রোত ছোটে, সুখীকে দেখলে আমার হৃদয়ে আনন্দের তরঙ্গ ওঠে, ক্ষুধার্ত্ত দেখলে আমার মুখের অন্ন খ'সে পড়ে। আমার যে নিন্দে করে, আমি তারে ভালবাসি, যে আমার অনিষ্ট করে, আমি তারে আদর করি, যে আমায় হিংসা করতে আসে, আমি তার পূজা করি।

সোম। (স্বগত) ছি ছি ছি! কার সঙ্গে রহস্য করছিলুম। (প্রকাশ্যে) এত গুণ তোমার, তবে দোষটা কি অপরাজিতা?

অপ। তরুলতা আমার খেলার নিত্য সাথী, পশু-পাখী আমার প্রাণ, কমল আমায় দেখলে হেসে মুখ খোলে, কোকিল আমাকে দেখলে তবে পঞ্চস্বরে গান করে। আমি ও সখীগণ যমুনা-তীরের তৃণপ্রান্তরে আকাশের চন্দ্র-তারার রূপ-মাধুরী দেখতে দেখতে গল্প করতে করতে যে সময় ঘুমিয়ে পড়ি, সে সময় বামে হরিণ, দক্ষিণে গাভী, পদপ্রান্তে সিংহ, মাথার শিয়রে কুণ্ডলিত ফণী, আমার সঙ্গে নিদ্রা যায়।

সোম। প্রেমময়ি! তবে তোমার দোষ কি?

অপ। কিন্তু আমার একটা বড় দোষ আছে, আমি বাবার নিন্দা সইতে পারি না। যে নিন্দা করে, তার কাছে আর থাকতে পারি না। সে বিপন্ন হ'লেও তার সেবা করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। বাবার কাছে এর জন্যে কত তিরস্কার পেয়েছি, তবু আমি গুরুনিন্দককে ভালবাসতে শিখি নি। তাঁর নিন্দা শুন্‌লেই হঠাৎ আমার মাথাটা বড় খারাপ হয়ে যায়।

সোম। এমন গুরু তোমার কোথায় আছে অপরাজিতা? আমি তারে দেখতে পাই না?

অপ। তাই ত তোমায় বলছি, এস না।

সোম। চল।

অপ। আর একটা কথা—এই বামুনকে আমি বড় ভয় করি। হ্যাঁ গা, তুমি কি বামুন?

সোম। বামুনকে ভয় কর কেন?

অপ। এই কি জ্ঞান—এই কি জ্ঞান—বামুনকে দেখলে বড় ভয় হয়।

সোম। তা ত হয়, কিন্তু হয় কেন?

অপ। এই কি জ্ঞান—এই কি জ্ঞান—হ্যাঁ গা, তুমি কি বামুন?

সোম। কেন, আমাকে দেখে তোমার ভয় হচ্ছে না কি?

অপ। আমার গাটা ছম্ ছম্ করচে।

সোম। ভয় নেই, আমি বামুন নই। তোমার বাবা কোন্ জাতি?

অপ। তিনি ঠাকুর, তাঁর আবার জাতি কি?

সোম। তুমি কি?

অপ। চণ্ডালিনী।

সোম। চণ্ডালিনী? এ বুঝি সেই নাস্তিক বেটা! আরে মর্ চণ্ডালিনী! চণ্ডালিনী! ওরে বাবা, চণ্ডালিনী!

[বেগে প্রস্থান।

অপ। হায় হায়! কি করলুম? কি করলুম? কিন্তু গুরুনিন্দা, গুরুনিন্দা! গুরু, রক্ষা কর! গুরু, রক্ষা কর!

(অম্বিকার প্রবেশ)

অম্বি। এ কি অপরাজিতা! অপরাজিতা! বুঝেছি—বুঝেছি—ছি—ও কি! নিন্দা? কার নিন্দা? গুরুর কি নিন্দা আছে? অক্ষরে অক্ষরে ভগবানের বসতি। ভগবান্ নামে কি ভগবানের নিন্দা হয়? আমি যে বাপ-মায়ের সঙ্গে কত ঝগড়া করি! অপরাজিতা! অপরাজিতা!

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

বন।

(দীনদাস, লক্ষ্মী ও পুরন্দরের প্রবেশ)

পুর। রজক! বল, মহামূল্য পুরস্কার দেব—দয়া ক'রে বল, ভগ্নহৃদয়ে আর আমি ঘুরতে পারি না, আমার প্রাণ রক্ষা কর।

লক্ষ্মী। তোমার জন্য আমাদের কান্না আসছে। কিন্তু কি করি দেবতা? কিছুই যে

বুঝতে পারছি না কি যে উত্তর দেব, তাও ঠাওর করতে পারছি না।

দীন। আচ্ছা দেবতা, লোচনা জিনিসটা কি?

লক্ষ্মী। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই বল ত দেবতা; দেখি বন ঘুরে আতি-পাতি ক'রে খুঁজে বার করতে পারি কি না।

দীন। লোচনা কি খায়, না গরম হ'লে মাথায় দেয়?

পুর। নাস্তিক ব্রাহ্মণের কথাই কি ঠিক? তবে কি এ আমার দৃষ্টিভ্রম? না না, কখনই নয়! আর যদি ভ্রমই হয়, তাতেই বা ক্ষতি কি? ভ্রমে যদি এত আনন্দ, তখন জ্ঞানে আমার কাজ কি? আয় ভ্রম ফিরে আয়, আমি সেই ভ্রমবিজড়িত চক্ষে আর একবার সেই মোহিনী প্রতিমা দর্শন করি।

দীন। আচ্ছা রস, মেয়েকে একবার ডেকে জিজ্ঞাসা করি।

লক্ষ্মী। বেশ, সেই ভাল।

দীন। অম্বিকা!

লক্ষ্মী। আমি!

নেপথ্যে। কেন মা?

দীন। একবার এ দিকে আয় তো

পুর। দেবী—দেবী—উপাস্য দেবতা।

[বেগে প্রস্থান।

দীন। সে কি দেবতা, এ আবার কি কথা?

লক্ষ্মী। তাই তো, এ আবার কি কথা?

দীন। এ রকম ধরণের কথা কবার তো বন্দোবস্ত হয় নি।

লক্ষ্মী। না, তা তো হয় নি। অম্বিকা আমার দেবতা? দেবতায় তাকে পূজো করে? ওগো, সে কি গো! দশমাস দশদিন গভ্যে ধ'রে একটা দেবতা বিইয়ে বসলুম?

দীন। তাই তো বউ, তা হ'লে দেখছি ত তোর গর্ভটা কাশীধাম। ও বউ, একটু দাঁড়া, তোর গর্ভটাকে একটা পেন্নাম করি।

লক্ষ্মী। তুই তো করলি—উদ্ধার হয়ে গেলি, আমি এখন কেমন করে পেন্নাম করি। ওগো আমি কি ক'রে উদ্ধার হই? (মস্তক অবনতকরণ)

দীন। থাম, থাম, দুঃখু করিস নি, আমার উদ্ধারটা তোকে দিয়ে দেবো। আঃ পোড়া গর্ভ, পেটে হ'লি কেন? হাতে হ'লে তো বউ আমার কপালে ঠুকতে পারতো।

[উভয়ের প্রস্থান।

(অম্বিকা ও পুরন্দরের প্রবেশ)

পুর। দেবি! পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর থেকে এ মোহিনী প্রতিমা দর্শন ক'রে উন্মাদের মত ছুটে এসেছি। করুণাময়ি! হৃদয়পুষ্প অঞ্জলি গ্রহণ কর। ও কি! মুখ ফেরালে যে? দরিদ্রের উপহার কি তোমার মনোমত হ'ল না?

অম্বিকা। আমি দেবী নই, রজকনন্দিনী।

পুর। দেবী নও?

অম্বিকা। রজকনন্দিনী।

পুর। এ মহা ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী তুমি তুমি দেবী নও?

অম্বিকা। রজকনন্দিনী।

পুর। মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা! কে বুঝিয়ে দেবে, কে ব'লে দেবে, কে আমার জ্ঞান ফিরিয়ে দেবে? (প্রস্থানোদ্যত ও ফিরিয়া) বল অম্বিকা পায়ে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করি, বল, আমি ঘৃণিত রজক কন্যা নই—দেবনন্দিনী।

অম্বিকা। আমি রজকনন্দিনী।

পুর। (কর্ণে অঙ্গুলী দিয়া) নারায়ণ নারায়ণ!

[প্রস্থান

অম্বিকা। কি শুনলেম? আমায় কি শুনা নারায়ণ? আমি কোথায়? কে আমাকে এত দূ নিক্ষেপ করলে? কে আমাকে অস্পর্শীয়া রজ নন্দিনী করলে? আমি রজকনন্দিনী! না কি বলছি, আমি কি বলছি, আমি রজকনন্দি তা কেন—আমি পিতার সন্তান।

(পতঞ্জলির প্রবেশ)

পত। পিতার সন্তান! আর সে ।তা অস্পর্শীয় ঘৃণিত, ইতস্ততঃ তাড়িত রজক অম্বিকা পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।

অম্বিকা। পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিত পরমন্তপঃ।

পত। অম্বিকা! প্রাণ ভ'রে পিতার করেছিস, তার ফলে নরদেব তোর দ্বারে অ হয়েছে।

অম্বিকা। ঠাকুর, আর আমি পিতৃ করবো না।

পত। সে কি অম্বিকা?

অম্বিকা। আর অম্বিকা। শোন ঠাকু আর কখন পিতৃপূজা করবো না। পিতৃপূ

এত ফল যে, অতি হেয় খোশার মেয়েকে ব্রাহ্মণ করজোড়ে স্তব করে, রাজা দণ্ড দিতে কাতর হয়, রাজপুত্র হৃদয়-পুষ্প অঞ্জলি দিতে চায়! আমা হ'তে ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা নষ্ট হ'ল, রাজা কর্ত্তব্য কার্য্যে পরাঙ্মুখ হ'ল, রাজপুত্র উন্মাদ হ'ল।

পত। বলিস কি?

অম্বিকা। (পদতলে পড়িয়া) প্রভু! অবধ কন্যার প্রতি করুণা কর। আমার জন্ম রাজ্যে অশান্তি আসবে, সমাজ ধ্বংস হবে, দেবভক্ত ব্রাহ্মণভক্ত রাজা নরকস্থ হবে? দয়াময়! এ আমাকে কি মন্ত্র শেখালে?

পত। বেশ, পিতৃপূজার ফল রাখতে না চাস্, ফল আমায় দে। সোঽহং সোঽহং। দে, শীঘ্র দে। যা করেছিস, যা খেয়েছিস, যা দান করেছিস, যা তপস্যা করেছিস, তার সমস্ত ফল আমায় দে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অষ্টাদশ অক্ষৌহিনীর ভার ধারণ করেছিলেম, তোর পিতৃপূজার ফল ভার ধরতে পারবো না? নে, বল আমার সঙ্গে, পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমস্তপঃ।

উভয়ে। পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমস্তপঃ।

পত। আপনার দিকে এই বারে একবার চা' দেখি মা! কে তুই?

অম্বিকা। (ভাবাবেশে) ভবানী।

পত। তোর স্বামী?

অম্বিকা। শঙ্কর।

পত। পিতা?

অম্বিকা। গিরিরাজ।

পত। মাতা?

অম্বিকা। মেনকা।

পত। সংসার?

অম্বিকা। আমার পুত্র কন্যা।

পত। আর আমি?

অম্বিকা। আমার প্রিয় পুত্র নারদ।

পত। অম্বিকে! অম্বিকে! এইবার আমি তোর স্তব করি?

অম্বিকা। কর।

পত। সাক্ষাদহং ত্রিভুবনেঽমৃতপূর্ণদেহাং।
সন্ধ্যামি দেবী কমলাং কুল পণ্ডিতেন্দ্রাং॥
তস্যো ভজে দশশতে দল-মধ্য মধ্যে।
কৌলেশ্বরীং সকলদিব্যজনাশ্রয়াং ত্বাং॥
বিশ্বেশ্বরীং সুরকুলে বরকালিকে ত্বাং।
সিদ্ধানলে প্রতিদিনং প্রণমামি ভক্ত্যা॥

ভক্তিং ধনং কারণকং যদি দেহি দাতুং।
তস্মিন্ মহামধুমতী লঘুগেহভাজ্যাং॥

অপরাজিতে, কুব্জিকে, পীঠনায়িকে! তোমরা শীঘ্র এস, মাকে আমার রক্ষা কর। মায়ের কাম দিয়ে স্বামী-ধর-সুধা প্রবেশ করেছে, শীঘ্র এসে মাকে রক্ষা কর।

[প্রস্থান।

(কুমারীগণের প্রবেশ ও গীত)

সে যে এসেছিল শুধু সুখেরি তরে,
তার ছিল মনে কত কামনা।
সে যে পুরেছিল আশা বুকে ক'রে,
সে কি বুঝেছিল তার ছলনা।
সে কি ভেবেছিল সুখে সুখ নাই,
তার উপরে আভা ভিতরে ছাই,
মনোলোভা শুধু উপরে উপরে
ভিতরে ভরা যাতনা;—
ফিরে যেতে যদি চাও হে, পথ হ'তে ফিরে যাও,
মিলনে যদি হে সাধ থাকে মনে,
আপনা মিলায়ে নাও,
গেঁথে নাও প্রাণে সুখের গান,
বেঁধে নাও তারে ললিত তান,
জীবনের সাধ মিটিবে এ পারে
পর পারে যেতে হবে না॥

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কুটীর।

(পুরন্দরের প্রবেশ)

পুর। অম্বিকা!

নেপথ্যে। কে গা?

পুর। একবার বাইরে এস।

নেপথ্যে। কে তুমি?

পুর। একবার বেরিয়ে দেখ। এখানে থেকে কি বলবো?

নেপথ্যে। আমার এখন হাত যোড়া। আমি ঘর পরিষ্কার করছি।

পুর। আমি অতিথি।

(অম্বিকার প্রবেশ)

অম্বিকা। করলেন কি ঠাকুর! আমরা যে ধোপা।

পুর। তা হোক, আমি অতিথি।

অম্বিকা। তবে অপেক্ষা করুন, আমি স্নান ক'রে আসি।

পুর। তোমার বাপ কোথায়?

অম্বিকা। কাপড় কাচতে গেছে।

পুর। মা?

অম্বিকা। বাবার ভাত নিয়ে গেছে। আপনি অপেক্ষা করুন, আমি যাব আর আসব। ঠাকুর! এ হাতে আসনও যে দিতে পারবো না!

পুর। অম্বিকা!

অম্বিকা। কাছেই ঠাকুরবাড়ী, প্রভু! সেখানে যাবেন? আমরা ধোপা, এ ঘরে কখন অতিথি আসে নি! মা-বাপ ঘরে নেই, আমি ছেলে মানুষ, কিছু জানি না, কি করতে কি ক'রে বসবো—অপরাধী হ'ব! অতিথি যে কি রকম দেবতা, জানি না ঠাকুর

পুর। অম্বিকা।

অম্বিকা। কে আপনি?

পুর। চিনতে পারলি নি অম্বিকা। এতবার দেখা হ'ল, একবারও মাথা তুললি নি অম্বিকা!

অম্বিকা। ঠাকুর! ঘরে যান।

পুর। এ অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে ঘরে গিয়ে কি করবো?

অম্বিকা। পিতৃদেবের পূজা করুন, সকল যন্ত্রনার অবসান হবে।

পুর। আমি যদি রজক হই?

অম্বিকা। ছি ছি! ও কথা কি মুখে আনতে আছে?

পুর। তোর কাপড়ের মোট আমার মাথায় দে অম্বিকা! আমি ব'য়ে নিয়ে যাই।

অম্বিকা। ছি ছি!

পুর। অম্বিকা! তুই মুখ তোল, দেখ আমি সাজ পরিচ্ছদ ফেলে কি হয়েছি। অনুমতি কর, রাজ্য ঐশ্বর্য্য জাতি গর্ব্ব সব তোর পায়ে অঞ্জলি দিই।

অম্বিকা। আপনি ঘরে যান।

পুর। ঘরে গিয়ে কি করব?

অম্বিকা। এই যে বল্লুম পিতৃদেবের পূজা করুন।

পুর। শান্তি পাব?

অম্বিকা। আমি ত পেয়েছি।

পুর। তবে তাই যাই?

অম্বিকা। এখনি।

পুর। তা হ'লে দেখ।

অম্বিকা। কি?

পুর। তুমি আর এ ঘর ছেড়ে কোথাও যাচ্ছ না?

অম্বিকা। তা কেমন ক'রে বলব?

পুর। তা হ'লে দেখ অম্বিকা—!

অম্বিকা। আপনি গৃহে যান, আমি রজক কন্যা, আপনি সমাজ-রক্ষক রাজা।

পুর। তা হ'লে পিতৃ-পূজাই করব?

অম্বিকা। কতবার বলব?

পুর। তা হ'লে আমি যাই?

অম্বিকা। আসুন।

পুর। তা হ'লে পিতৃপূজাই স্থির করলে?

অম্বিকা। এবারে আপনি স্থির করুন, আমার বলা হয়ে গেছে।

পুর। আচ্ছা, শেষ একটা কথা।

অম্বিকা। শীগগির বলুন।

পুর। তা হ'লে ওই পিতৃপূজাই—

অম্বিকা। আমি আর বলতে পারি না।

পুর। এখন আমি যেন একটু একটু বুঝতে পারছি। আচ্ছা, পিতৃপূজা ত করব, ফলও ত পাব কিন্তু ব্রাহ্মণে যখন হৈ চৈ করবে?

অম্বিকা। ব্রাহ্মণে আবাহন না করলে ও আমি যাবই না, কেন মাটীর পুতুলে অভিষেক ক'রে দেবতার আবাহন হয়, আর আমার বাপের রক্তঃ দেহ শুদ্ধ হয় না? বামুনে সব পারে, আর এই পারে না?—ও মা! আমি কি কল্লুম!

[প্রস্থান

পুর। মুখ তুলে কেয়াস নি অম্বিকা! সর্ব্বনাশী আমাকে পাগল করতে রজকের ঘরে লুকিয়ে আছ? ভাল যাই, আগে কার্য্য করি, তার পর।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রাঙ্গণ।

ব্রাহ্মণকুমারগণ।

(গীত)

ওগো আমরা সকলে।
যা করি তাই শোভা পায় সূত্রটির বলে॥
থন সৃষ্টি ছিল এলো-মেলো, আর বিষ্ণু ছিল জলে,
ার পুথিটি হাতে চতুর্ম্মুখ এই নাভিটি কমলে ;—
বুঝেছ—তখন থেকে আমরা সকলে!
যথন ধর্ম্ম ছিল চতুষ্পাদ আর ধরা ছিল গাই,
নতে চাও তো, পুথি মিলাও তো, জান হে সবাই,
কিন্তু এটা ঠিক রেখ মনে,
যথন দৈত্য-ভয়ে লুকিয়ে কোণে
ছিল সব দেবতা সকলে ;—
থন—এই শিথার জোরে,এক একটা দৈত্য ধ'রে,
ঝুপ ঝুপ কে দিছলো ফেলে হোমের অনলে ;—
বলতে নেই হি—হি—হি—আমরা সকলে॥

১ম ব্রা। এত বড় যোগ্যতা, অপমান!

২য় ব্রা। শাঁপ ঠোঁটের ডগায় উপস্থিত।

(রাজার প্রবেশ)

াহারাজ! এইবারে আত্মরক্ষা কর।

রাজা। কি হ'ল প্রভু! কি হ'ল প্রভু! াপনাদের ক্রোধ হ'ল কেন?

১ম ব্রা! হ'ল কেন? মহারাজ কি জান া, হ'ল কেন?

২য় ব্রা। মহারাজ স'রে যাও, আমাদের ক্রাধ-সাগরে বান ডেকেছে—আমরা এখন তাতে াবুডুবু খাচ্ছি।

রাজা। কেন প্রভু! দাস কি অপরাধ রেছে? আর যদি ক'রেই থাকি, ত সে অজ্ঞান-ত অপরাধ, দয়া ক'রে ক্ষমা করুন।

১ম ব্রা। না, ক্ষমা আর হ'তেই পারে না।

২য় ব্রা। না, তা হ'তেই পারে না।

৩য় ব্রা। না, কিছুতেই না।

১ম ব্রা। ক্ষমা করতে গেলেই লোকে আমা-ের অক্ষম বলবে।

২য় ব্রা। আর অক্ষম ব'ল্লেই আমাদের ক্ষমতা াপ পেয়ে যাবে।

১ম ব্রা। আর ক্ষমতা লোপ পেলেই চি ি করব।

৪র্থ ব্রা। আর চি চি করলে কি করব?

৩য় ব্রা। ওই চিচিই করব, ওর বেশী আর করব না।

রাজা। দয়াময়! ক্রোধের কারণ এ দাসকে না ব'ল্লে দাস কেমন করে প্রতিকার করবে?

১ম ব্রা। মহারাজ! বাচস্পতির পুত্রও ব্রাহ্মণ-সন্তান, আমরাও ব্রাহ্মণ-সন্তান।

রাজা। আমার চক্ষে সকল ব্রাহ্মণই সমান।

২য় ব্রা। তারও পৈতা আছে, আমাদেরও আছে।

৩য় ব্রা। তার পৈতেও যেমন ময়লা, আমা-দের পৈতেও তেমনি ময়লা।

রাজা। কারণটা কি বলুন?

১ম ব্রা! সেও অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী, আমরাও অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী।

২য় ব্রা। সেও রাজকনন্দিনীকে দেখে হাতের ফুল ফেলে দিয়েছিল, আমরাও দিয়েছিলুম।

৩য় ব্রা। সাক্ষী সেও ফেলেনি, আমরাও ফেলিনি।

রাজা। দয়া ক'রে ক্রোধের কারণ বলুন!

২য় ব্রা। কারণ আবার বলব কি—কারণ কি জান না মহারাজ? শূদ্রাণীর অত বড় স্বুবর্ণ-প্রতিমাটা নির্ম্মাণ করালে, কেটে কুটে খোড় কুচি ক'রে দান করলে, আমাদের প্রাপ্যটা হ'ল কি?

২য় ব্রা। তন্বী শূদ্রাণী—বিশালাক্ষী—

১ম ব্রা। বৃকোদরী—

৩য় ব্রা। আজানুলম্বিতবাহী—

৪র্থ ব্রা। আধ মণ নিতম্বিনী।

২য় ব্রা। এত গুণ থাকতে আমরা কি না ফাঁকে পড়লুম?

রাজা। কেন আপনারা কি বিদেয় পান নি?

সকলে। সে মিছে পাওয়া।

১ম ব্রা। কেউ পেলে মুড়ো, কেউ নেজা, কেউ পেটি, কেউ দাগা, আর আমি কি না একটু তিলফুল নাসা!

২য় ব্রা। আর আমি কি না একটু তেলা-কুচো অধর!

৩য় ব্রা আমি কি না ছটাক খানেক হাসি!

৪র্থ ব্রা। আর বাচপোতের বেটা—

সকলে। বেটা—

৪র্থ ব্রা। গজমূর্খ—উচ্চৈলুম্পতি রথা যথা।

সকলে। যথা—

৪র্থ ব্রা। তস্মৈ দত্তা কি না মিমিড়ুমিতথা।

সকলে। হা।

(গীত)

আমরা সকলে।
এক নিমিষে উঠবো জ্ব'লে বেগুনে তেলে।
সগর রাজার ষাট হাজার ছেলে,
বল না—কার রোষে এই
এক নিমেষে গিয়েছে জ্ব'লে।
সুপবিত্র একটি সূত্র ছিল তার গলে—
প্রকাণ্ড জ্ঞানের কাছি যেমন সব ধ'রে আছি,
আমরা সকলে
যদুবংশ ধ্বংস হ'ল একটি মূষলে,
মূষল কে বল দিলে?
এলো সে হাওয়া খাওয়া
হাঁচা কাশা অকা পাওয়া, দুর্ব্বাসা,
যেমন তারে উপহাস, একেবারে দশটি মাস।
শাম্বদাদা হাঁস-ফাঁস চোকটি কপালে॥

(রাণীর প্রবেশ)

রাণী। মহারাজ! কই মহারাজ!

রাজা। এ কি রাজ্ঞী?

রাণী। কি হ'ল মহারাজ?

রাজা। কি হ'ল—কি হ'ল?

রাণী। ছেলে মৃগয়া করতে গিয়ে কি হয়ে এল মহারাজ

১ম ব্রা। অ্যাঁ।—

সকলে। তাই ত হে, অ্যাঁ—

রাজা। কি হ'ল?

রাণী। একেবারে উন্মাদ!

রাজা। সে কি—উন্মাদ?

রাণী। একেবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য।

সকলে। সে কি? সে কি?

১ম ব্রা। উন্মাদ হয়ে আসবার কথা তো হয় নি।

রাণী। কি হ'ল, কি হ'ল, মহারাজ? বংশের প্রদীপ শান্ত শিষ্ট পুরন্দর কি হয়ে এলো মহারাজ?

রাজা। ও ঠাকুর! কি হ'ল?

১ম ব্রা। বল না হে কি হ'ল?

২য় ব্রা। বল না হে?

৩য় ব্রা। বল না হে, কেউ নেই—

রাণী। আপনাদের আদেশে মহেন্দ্রক্ষণ দেখে পুত্রকে যাত্রা করালুম—আপনারা বল্লেন দেবকন্যা লাভ হবে।

১ম ব্রা। তা হবে।

রাণী। কই হ'ল? উল্টে যে প্রমাদ হ'ল।

২য়। তা হয়েই থাকে।

১ম ব্রা। হয় দেবকন্যা, না হয় প্রমাদ।

রাজা। চল দেখি—দেখি গে।

রাণী। চল মহারাজ! কি হ'ল দেখ মহারাজ, কবিরাজ ডাকাও,—রক্ষা কর, রক্ষা কর।

রাজা। ঠাকুর! আপনারা বাইরে যান, আমি যাচ্ছি।

১ম ব্রা। আর যাচ্ছি, ওকে আর কেন?

সকলে। আর কেন, আর কেন?

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

প্রকোষ্ঠ।

রাজা।

রাজা। ব্রাহ্মণের আদেশ, পুত্রের উন্মাদরোগ আরোগ্য করতে হ'লে ষোড়শী কুমারীপূজার প্রয়োজন। মহেশ্বর! ষোড়শী কুমারী কোথায় পাই? —পেলে না—বিমর্ষ মুখে ফিরে এলে যে সোমস্বামি?

(সোমস্বামীর প্রবেশ)

সোম। পেলুম না।

রাজা। পেলে না? আমার এই বিশাল রাজ্য, এত প্রজা, এর ভেতরে একটা ষোড়শী কুমারীর সন্ধান পেলে না? এ যে অসম্ভব সোমস্বামী!

সোম। আর অসম্ভব! কার্য্যতঃ তাই ত দেখছি মহারাজ! ব্রাহ্মণের ভেতর গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, তারা আমাকে বাতুল ব'লে হেসে উড়িয়ে দিলে। বলে ষোড়শী সাত ছেলের মা সে কখন কি কুমারী হয়? তারা নরকে যাবার ভয়ে দশ বৎসরের মধ্যেই কন্যাকে পাত্রস্থ করে, তাদের মধ্যে ষোড়শী কোথায়?

রাজা। ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের ঘরে?

সোম। আজ্ঞে তাদের ঘরে ষোড়শী অবিবাহিতা আছে বটে, কিন্তু একটাতেও কুমারী নেই।

রাজা। কেন, তাদের চরিত্রে কি কলঙ্ক স্পর্শ করেছে?

সোম। আজ্ঞে তা কেন, যৌবনে পদক্ষেপ না করতে করতেই তাঁরা ঘোড়ায় চড়েন, রথ হাঁকান, হ'ল বা একটু আধটু অস্ত্র ধরাধরি শিক্ষা করেন, পাঁচ জন ছেলে-মেয়ের সঙ্গে দেখাটা আসটা ক্রীড়াটা কৌতুকটা চলে, তার ওপর সকলেই ঐশ্বর্য্যমধ্যে প্রতিপালিত, উদরের চিন্তা ত বড় একটা কাউকে করতে হয় না—সবার উপরে উষাহরণ, সুভদ্রার পলায়ন, রুক্মিণীর স্বয়ম্বর, দময়ন্তীর হাঁসের উপাখ্যান ইত্যাদি ইত্যাদি দু পাঁচটা উপন্যাসও তাদের পড়া শুনা আছে। এই রকম নানা জাতীয় সার প'ড়ে তাদের হৃদয়ক্ষেত্রটা এমন উর্ব্বরা হয়ে পড়ে যে, চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা দিয়ে হৃদয়মধ্যে প্রেমটা একবার প্রবেশ করতে পারলেই একেবারে দিগন্তব্যাপী শাখা-প্রশাখা নিয়ে কিম্ভুত-কিমাকার কাণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। অন্ত ভাববেন না মহারাজ, আপনার সমাজ-শাসনে রাজ্যে অসতী নাই। তবে মহারাজের রাজ্যের ওপর অধিকার, আর দেশবাসীর দেহের ওপর অধিকার। মনের ওপর অধিকার ত নেই, কাজেই আপনার রাজ্যে নারীকুলে অবিবাহিতা আছে, সাবিত্রী আছে, কুমারী নেই।

রাজা। তা হ'লে উপায় সোমস্বামী?

সোম। নিরুপায়। আমার সখা—সমপ্রাণ—তার জন্ত অনুসন্ধানে আমি কিছু ক্রটী করিনি। একস্থানে গিয়ে দেখলুম একটি মেয়ে বাতানের ফাঁকে মুখ বাড়িয়ে চারিদিক নজর করছিল। নজরটা ঘুরতে ঘুরতে আমার ওপর প'ড়ে গেল—আমিও একটা ভেংচান দিয়ে তারে অভ্যর্থনা করলুম, সেও প্রতিভেঙচান দিয়ে আমাকে বুঝিয়ে দিলে যে, আমি দুষ্ট সরলা কুমারী। তাকে নাবিয়ে এনে দেখি, সেটা যথার্থই একটা কুমারী—অষ্টমবর্ষীয়া—কিন্তু পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত আহার পুরে পুরে সেই বয়সেই অষ্টাদশী হয়ে পড়েছে। সেটার গালে মিষ্টান্ন, বাম হস্তে মুকুন্দ, দক্ষিণ হস্তে চিড়ের চাকতি, বামকুক্ষিতে খইচুর, দক্ষিণে কদ্মা, নাভীগহ্বরে ক্ষীর।

রাজা। বুঝেছি, তা হ'লে এখন উপায় কি বল? তা হ'লে কি শূদ্রের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে?

সোম। মহারাজ! ওই বিষয়টি আমায় মাপ করবেন, ওটি পারব না।

রাজা। তা হ'লে কি হবে সোমস্বামি? পুত্র দেবকন্যা দর্শনে উন্মত্ত হয়েছে, সে দিব্যোন্মাদ আরোগ্য করতে হ'লে ষোড়শী কুমারী পূজার প্রয়োজন।

সোম। সে যা হোক, ও দিকে আমার যেতে বলবেন না।

রাজা। কারণ কি?

সোম। কারণ কি? কি বলব মহারাজ! কারণ বলতেই ভয় করে। মহারাজ, মহারাজ!

রাজা। কি হ'ল—কি হ'ল?

সোম। কারণ এই মাথার ভিতর প্রবেশ করলে।

রাজা। ও কি বলছ?

সোম। আজ্ঞে আর বলাবলি নয়, এবারে কারণ গেল, কার্য্য এল, মহারাজ! মস্তিকের অবসাদ।

রাজা। ও কি পাগলামি আরম্ভ করলে?

সোম। আজ্ঞে আরম্ভ করেছি বহুকাল। মহারাজ বুঝি শেষে এসে ফেললেন।

রাজা। আরে গেল, এ ব্রাহ্মণও ক্ষেপে গেছে!

সোম। তবে শুনুন মহারাজ! ক্ষেপাটা উচিত কি না, আপনিই বিচার করুন। আমি এ দিকে এক চতুর্দ্দশী চণ্ডালিনী দেখেছিলুম।

রাজা। তার পর?

সোম। তার পর অমাবস্যা দেখবার ভয়ে অন্ত পথে পলায়ন করেছিলুম।

রাজা। কুমারী?

সোম। বোধ হয়।

রাজা। লাস্য হাব ভাব এ সব কিছুই জানে না?

সোম। সেটা ঠাওর ক'রে দেখিনি।

রাজা। কথা কয়েছিলে?

সোম। অনেক।

রাজা। তাতেও বুঝতে পারি নি, সে প্রেমাস্বাদ জানে কি না?

সোম। সেটাও বুঝেছি।

রাজা। কি বুঝেছ?

সোম। জানে বিলক্ষণ।

রাজা। তবে আর কি হ'ল?

সোম। আজ্ঞে কি হ'ল নয়, হবার বিলক্ষণ উপকরণ তাতে আছে। সে প্রেমের স্বাদ ভাল রকমই পেয়েছে। তবে প্রেমটা তার নিরামিষ।

রাজা। মানে কি?

সোম। আজ্ঞে, গাছটা, পালাটা, পাথরটা, পাহাড়টা, একটু উঁচিয়ে গেল ত চাঁদটি, তারাটি

এই রকম গোটাকতক টা ও টি নিয়েই তার প্রেম। তবে খাঁদের গন্ধ যে একেবারে নেই, তা বলতে পারি না। হরিণটে, তেড়াটা, সিংহীটে, পক্ষীটে, এ রকম সামগ্রীগুলোতেও তার নজর আছে। আমার দিকেও যে নজর পড়ে নি,এ কথাও বলতে পারি না। তবে কি জানেন মহারাজ। সে নজরে দাঁত নেই, তাতে হৃদয় বিদ্ধ হয় না—গ'লে যায়।

রাজা। কোথায় সোমস্বামী? এমন মেয়ে কোথায় সোমস্বামী? সোমস্বামি! শুধু কামনা পূরণের জন্ম এত কাল ব্রাহ্মণ পূজা করেছি। যা চেয়েছি তাই পেয়েছি, কিন্তু জানতেম না যে ভীষণ গরল-সাগরই হচ্ছে কামনা-নদীর পরিণাম। সোমস্বামি! যখন দরিদ্র ছিলেম, তখন ঐশ্বর্য্য কামনা করেছিলেম, ঐশ্বর্য্য পেলেম। সর্ব্বগুণ-সম্পন্না স্ত্রী চাইলেম, স্ত্রী পেলেম। শেষে পুত্রের জন্ম লালায়িত হ'লেম। ভাবলেম, পুত্র পেলে আর কিছু চাইব না, পুত্র পেলেম। কিন্তু কামনা ত গেল না। মহেশ্বরতুল্য তেজস্বী সন্তান পেয়েও মনে করলেম এখন একবার দেবকন্যার শ্বশুর হ'লে, দেব-বংশের প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই সমস্ত কামনা চরিতার্থ হয়। পেলে কি তাই হ'ত সোমস্বামী? এখন আমার জ্ঞান ফিরেছে, আমার কামনার ফলে পুত্র উন্মাদ হয়েছে। সেই সঙ্গে বুঝেছি পুত্রও নিজ কর্ম্মফলে উন্মাদ। তবে আমি পিতা, পিতার যে কার্য্য, তা আমার অবশ্যকর্ত্তব্য। পুত্রের মঙ্গলের জন্ম যজ্ঞ করব, পুত্র আরোগ্য লাভ করে—তার অদৃষ্ট, না করে—তার অদৃষ্ট।

সোম। তবে কি চণ্ডালিনীকে দেখব?

রাজা। তোমার ইচ্ছা। ব্রাহ্মণকে আদেশ করি, আমার শক্তি নেই।

সোম। তবে চল্লুম মহারাজ!—টিকটিকি পড়ে যে। ফিরব না কি?

রাজা। সে কি সোমস্বামি! সধার জন্ম কার্য্য করবে, তাতে অদৃষ্টের ভয় কর? ব্রাহ্মণ! এত দুর্ব্বল হৃদয়—তেজ নাই?

সোম। কি, আমার হৃদয়ে তেজ নেই! তবে চল্লুম, দেখব কেমন সে চণ্ডালিনী!

[সোমস্বামীর প্রস্থান।

(বেগে ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ। মহারাজ সর্ব্বনাশ!

রাজা। আবার কি হ'ল ঠাকুর?

ব্রাহ্মণ। দেবীর জন্ম আসন ক'রে সকল ব্রাহ্মণ একবাক্যে মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে তাঁর আবাহন করছিলেম।

রাজা। তার পর?

ব্রাহ্মণ। দেবকন্যা আপনার পুত্রের কপালে নাচবার জন্ম পায়ে নূপুর বাঁধছিল, আমরাও মহা আনন্দে মন্ত্রের সুর চড়িয়ে অগ্নিতে আহুতি দিচ্ছিলেম।

রাজা। তার পর?

ব্রাহ্মণ। আপনার মায়ের আসবার সমস্ত লক্ষণই একে একে প্রকাশ পেতে লাগল। এ দিক থেকে একটা ছেলে ককিয়ে উঠল—ও দিক থেকে একটা গরু দড়ি ছিঁড়ে ছুটল।

রাজা। তার পর?

ব্রাহ্মণ। তার পর ছেঁড়া দড়ি আবার ছিঁড়ল কি জুড়ল সেটা মনে আসছে না, সার্ব্বভৌমের কুমারী কন্যা খিল্ খিল্ রবে হেসে উঠল।

রাজা। বাজে কি বকছ ঠাকুর? তার পর কি?

ব্রাহ্মণ। ছোট ছোট মেয়েগুলো গান ধ'রে দিলে, আর ছোট ছোট ছোঁড়াগুলো ডিগ্‌বাজী খেতে লাগল।

রাজা। উন্মাদ ব্রাহ্মণ! তার পর কি?

ব্রাহ্মণ। তার পর—সেই।

রাজা। সেই কি?

ব্রাহ্মণ। হ্যাঁ মহারাজ! সেই- সেই সে দিনকার বাগানের সেই!

রাজা। রজকনন্দিনী?

ব্রাহ্মণ। রমুন মহারাজ! চারিদিকে একবার চেয়ে দেখি, তার পর হাঁ কি না বলছি।

রাজা। কি কর ব্রাহ্মণ?

ব্রাহ্মণ। হাঁ। মহারাজ! আপনি ত ভাল ক'রে দেখেছেন, সেটা কি ঠিক্ রজকনন্দিনি?

রাজা। তার পর কি হ'ল বলুন?

ব্রাহ্মণ। সেই আসনে বসে প'ড়লো।

রাজা। কিছু বলতে পারলেন না?

ব্রাহ্মণ। বলি নি? সকলেই কিছু কিছু বলেছি মহারাজ! কিন্তু মনে মনে, চোখ বুজে, হাত জোড় ক'রে বল্লুম—'মা! রজক নন্দিনি! ও আসনটা যে দেবীর জন্ম মা।' অমনি ব'লে উঠলেন, 'যদি বসতে দিতেই পারবে না ঠাকুর! তবে আবাহন করলে কেন?' ব'লেই মা আমার ম্লানমুখী, দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেলেন। আর অমনি অগ্নি

নির্ব্বাপিত, যজ্ঞস্থল অন্ধকার, চারিদিকে রোদনের ধ্বনি, শিবাকুল চীৎকার ক'রে উঠল। মহারাজ সে রজক-নন্দিনীরূপে ভবানী।

রাজা। আবার সেই রজকনন্দিনী? আমিই তা হ'লে আজ তার শিরশ্ছেদ করবো।

ব্রাহ্মণ। তা হ'লে শীঘ্র আসুন মহারাজ।

[উভয়ে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

নিকুঞ্জ কানন।

(অপরাজিতার প্রবেশ)

(গীত)

সে যে আর দেখলে না গো দেখলে না!
বারেক ফিরে মুখ ফিরালে আর
ফিরলে না গো ফিরলে না॥
সে যে দেখবে ব'লে এল,
আসতে পথে আর কি দেখে অমনি ভুলে গেল।
রইল তার মোহন বেণু অধরে গাঁথা,
বাগানের ফুলের সনে বেণুতে তানে তানে
আপন মনে কইলে গো কথা।
বনফুলে কাঁদলে কত শুনলে না গো শুনলে না।
তার যে রসে প্রাণ ফেরে সে বুঝলে না গো বুঝলে না।

(অপরাজিতার পরিক্রমণ)

(সোমস্বামীর প্রবেশ)

সোম। আরে ম'ল—চণ্ডালিনি! এ আবার এখানে কেমন ক'রে জুটল? কিন্তু চণ্ডালিনী কি সুন্দরী! যৌবন-গর্ব্বিতা স্বাধীনা বন-হরিণীর ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণশীলা চণ্ডালিনী কি সুন্দরী! কিন্তু আমিও তেজস্বী ব্রাহ্মণ আমি সেই সৌন্দর্য্যে এই মুখ ফেরালুম; এই বজ্রবাহু দিয়ে মাথাটাকে আবদ্ধ করলুম; যদি আপনা আপনি অন্যমনস্ক হয়ে ফিরতে চায়, মাথার অস্থি অমনি মড়মড় ক'রে ভেঙ্গে যাবে—মাথা ফিরবে না। কিন্তু চণ্ডালিনী কি সুন্দরী! অকোন্মুক্ত শশাঙ্ককোটি-সদৃশী যেন মধুমদে আলোলনয়নী চণ্ডালিনী কি ভয়ানক সুন্দরী!

(অপরাজিতার প্রস্থান।

আহা হা! চণ্ডালিনী কি চমৎকার চুপ ক'রে থাকে!' এ কি! চণ্ডালিনী চ'লে গেল? দেখেও দেখলে না! কথা কইবে প্রত্যাশা করেছিলুম. তাও কইলে না! তবে অবজ্ঞা ক'রে চ'লে গেল? অবহেলা? সে অতি অসহ্য। আমি তাকে তাচ্ছিল্য ক'রে চ'লে যাব, তা না ক'রে চণ্ডালিনী আমাকে মুখ ফিরিয়ে চ'লে গেল? কোন্ চুলোয় যাবে? এই যে আবার আসছে, কথা না কয়ে যাবার যো কি? আমার গাল না খেয়ে নড়বে সাধ্য কি?

(অপরাজিতার পুনঃপ্রবেশ)

অপ। কি জ্বালা, মালা-ছড়াটা গাছে ঝুলিয়ে রেখে গেছি—পাঁচ বার নিতে আসছি আর ভুলে যাচ্ছি। এ মালা আমার নারায়ণকে দেব ব'লে উপবাস ক'রে গেঁথেছি, নারায়ণ যেন আমার এই এখানেই আছেন, মালা আর যেতে চায় না।

[প্রস্থানোদ্যত।

সোম। একটা কথা কইব? না থাক। আর কইলুম বা! না থাক—আর থাকবেই বা কেন, হয়েই যাক্। চণ্ডালিনি! বলি ও চণ্ডালিনি! আরে মর, ও চণ্ডালিনি! (সম্মুখে যাইয়া) এত ডাকলুম উত্তর দিলিনি যে?

অপ। আমায় ডাকলে?

সোম। তবে এতগুলো চণ্ডালিনী চণ্ডালিনী কারে বললুম?

অপ। আমি ত চণ্ডালিনী নই, ব্রাহ্মণী।

সোম। ব্রাহ্মণী?

অপ। হ্যাঁ, ব্রাহ্মণের সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছে।

সোম। সে কি?

অপ। আমার বিবাহ হয়েছে।

সোম। বিবাহ হয়েছে?

অপ। হাঁ, ব্রাহ্মণের সঙ্গে।

সোম সে কি?

অপ। নাও, পথ ছাড়।

সোম। কখন ছাড়ব না, এই আমি পথ জুড়ে বসলুম। সে কি! বিবাহ হয়েছে! কে ব্রাহ্মণ?

অপ। তা জানি না।

সোম। বিবাহ হয়েছে—সাতপাক ঘুরেছিস, ছাউনির আড়ালে শুভদৃষ্টি করেছিস, কিন্তু কে তা জানিস না?

অপ। না, নাও সয়। আমি স্বামীপূজা করব, সময় উত্তীর্ণ হয়।

সোম। না—স'রব না। আমার সঙ্গে এত ঝগড়া, বিবাদ, বচসা, বাকচাতুরী হ'চ্ছে, এমন সময় কে সে বেটা বামুন উটকো এসে তোকে ছোঁ মেরে নিলে? আমার সঙ্গে চাতুরী, আমি ব্রাহ্মণকুল নির্ম্মূল করব।

অপ। আমি তাকে দেখি নি।

সোম। তবে কি ক'রে বিবাহ হ'ল?

অপ। বাবা আমাকে নারায়ণ-সম্মুখে তার নামে উৎসর্গ ক'রে দিয়েছে।

সোম। সে ব্রাহ্মণ জানে?

অপ। তা জানি না।

সোম। সে যদি ঘৃণা করে?

অপ। করে করলে, তুমি পথ ছাড়।

সোম। সব কথা খুলে বল, নইলে পথ ছাড়ব না। বল, সে ব্রাহ্মণ কে?

অপ। সে এক মহাতেজস্বী, কিন্তু মহাপ্রেমিক ব্রাহ্মণ। সে এক ক্ষত্রিয়পুত্রের প্রেমে জাত্যভিমান ত্যাগ করেছে।

সোম। কোন্ নরাধম তোর কাছে এ মিথ্যা রটনা করেছে?

অপ। যে বলেছে, সে অন্তর্য্যামী। সে বলে ব্রাহ্মণত্বের অভিমান তাতে পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান, কিন্তু সখার কাছে যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ সে আত্মহারা, সখার কাছে থাকলে, কি করে, কি বলে, বাইরে এলে তার মনে থাকে না।

সোম। তার পর?

অপ। এখন আবার সেই ব্রাহ্মণ এক বালিকার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে, জাতি গর্ব্ব, অভিমান, সখা—সমস্ত সেই বালিকার পায়ে অঞ্জলি দেবার জন্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সোম। তোমার মুণ্ড করছে। দেখ অপরাজিতা! আমি যথার্থ বলছি অপরাজিতা! তুই নিতান্ত ছেলেমানুষ, তাই অপরাজিতা! দূর ছাই আর বলব না।

[প্রস্থান।

(অম্বিকার প্রবেশ)

(গীত)

ছিল চাঁদ গগন পারে।
পাতিয়ে কথার ফাঁদ আর চাঁদ
আর চাঁদ ফেলেছি তারে।
ধান ভানলে কুঁড়ো দেবো মাছ কুটলে মুড়ো দেবো
সোনার থালে ভাত দেবো থরে বিথরে।
হেসে হেসে ভেসে চাঁদ গেল উপরে ;—
আবেশে মুদিতে আঁখি, মাটী পানে চেয়ে দেখি,
গড়াগড়ি দশ চাঁদ নখেরি পরে॥

[উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

বন।

সোমস্বামী।

সোম। কি বিপদেই পড়েছিলেম, চণ্ডালিনি! কি সর্ব্বনাশ—আবার চণ্ডালিনি! আরে বাপ, কি রক্ষাই পেয়েছি! কিন্তু ভগবান, সে চণ্ডালিনি! আহা হা, অত রূপ—সে চণ্ডালিনি! স্বর্গচ্যুত আধ-প্রস্ফুটিত পারিজাত, অপবিত্র স্থানে নিপতিত! দেবভোগ্য হবে না? শুধু সৌরভ নির্জ্জন-প্রান্তরের সমীরণে আপনা আপনি বিলিয়ে যাবে? এত সুন্দরী! তাকে ব্রাহ্মণী করলে না কেন নারায়ণ?—কে বাপ তুমি? এখানে কতক্ষণ আছ?

(দীনদাসের প্রবেশ)

দীন। আজ্ঞে দেবতা, আমি বাপুও বটে, আর আছিও বটে, কিন্তু কতক্ষণ যে আছি তা ঠিক ক'রে বলতে পারছি না!

সোম। সে কি রকম?

দীন। আজ্ঞে এই রকম, আমার থাকা না থাকা দুই সমান; তাই অত থাকাথাকির হিসেব রাখি না।

সোম। কি বিপদ, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?

দীন। (মাথা ঠুকিয়া) আজ্ঞে কল-কব্জা তো ঠিক আছে, তবে খারাপই বা কেমন ক'রে বলব?

সোম। বাঃ, বাঃ! এ ত এক মজার মানুষ!

দীন। আজ্ঞে ও বিষয়টা একেবারে ঠিক হ'য়ে গেছে।

সোম। তুমি কর কি?

দীন। আজ্ঞে আমোদ করি, আহ্লাদ করি, কলহ করি, কচকচি করি, পাইচারি করি, মানুষ

দেখলে অস্থির করি, গর্ম্মিতে আইঢাই করি, শীতে হিহি করি।

সোম। রোজগার?

দীন। কিছু না।

সোম। সংসার চলে কি করে?

দীন। আজ্ঞে হামাগুড়ি মেরে।

সোম। সে কি রকম?

দীন। আজ্ঞে সে বিষয়ে একটা গোপনীয়, শোচনীয় কথা আছে। আমাদের বাবা ঠাকুর বলে, সংসার পেট থেকে পড়েই চলতে আরম্ভ করেছে। সংসার আমার এক জায়গায় নেই—এই ছিলুম আত্মীয় বন্ধুর মাঝখানে, খানিক পরে বনালয়ে, আর একটু পরেই দেখি যমের নাট-মন্দিরে। আবার সেখান থেকে দেখি বাবাঠাকুরের কোলে। দেবতা! কি আর বলব, সে কোলে ব'সে দেখি, এই ধোঁকার টাটী সংসার আপনার মনে চুপি চুপি মাথাটি গোঁজ ক'রে—রাজা, ব্রাহ্মণ, দেবতা, সকলকে মাথায় করে—ও রে বাবা! আমার গাটা কাঁটা দিয়ে উঠছে (গুড়ি দিয়া) এই এমনি ক'রে গো ঠাকুর, এমনি করে—কোথায় যে, যাচ্চে তা ঠিক্ করতে পারলুম না! কেবল কাঁপতে লাগ্‌লুম, আর ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলুম।

সোম। তোমার সংসারে কে আছে?

দীন। আমার সংসারে? ও বাবা, আমার, ও বাবা, আমার সংসারে? কে না আছে? মাথায় রাজা ব্রাহ্মণ আছে—উকুন আছে—গায়ে দাদ আছে, ব্রাহ্মণের শ্রীচরণের দাগ আছে। এক বাবাঠাকুর দয়া ক'রে পদ্মপদ ক্যাঁৎ ক'রে আমার গায়ে বুলিয়ে দিছিলেন।

সোম। তা নয়, স্ত্রী-পুত্র?

দীন। আগে ছিল, এখন নেই।

সোম। কি হ'ল?

দীন। কি যে হ'ল, তা ঠাওর করতে পারছি না। মেয়ে বয়ে গেছে, স্ত্রী তাই না দেখে মরমে ম'রে গেছে, আর আমার স্বর্গলাভ হয়েছে।

সোম। স্বর্গলাভ হয়েছে?

দীন। আজ্ঞে। মনে করি দু চার দিন এখানে থাকি, কিন্তু পোড়া মেয়ের যে কি গোঁ, আমাকে কিছুতেই থাকতে দেবে না। বলে বাবা স্বর্গ, বাবা স্বর্গ! কি করি দেবতা! একে এক মেয়ে, তাতে অভিমানিনী, কি জানি কখন কি করে ব'সে, কাজেই ভয়ে ভয়ে স্বর্গে থাকতে হয়।

সোম। এ বলে কি? এ সব কথার কি অর্থ আছে? না পাগলের প্রলাপ? স্বর্গে কর কি?

দীন। আজ্ঞে খোলাইকরা মিহি শান্তিপুরে কাপড়ের মতন একগাল হাসি নিয়ে ফর্ ফর্ ক'রে উড়ে বেড়াই।

সোম। খাও কি?

দীন। কেবল থতমত। সে আর তোমায় কি বলব দেবতা! প্রথম যে দিন স্বর্গে যাই, ওই ও দিক থেকে হুহু ক'রে যেন একটা প্রকাণ্ড ঝড় এলো। তার পরেই দেখি না, এই এমনি একটা বিতিকিচ্ছি বিপর্য্যস্ত ঠোঁট। কাঁপতে কাঁপতে বল্লুম, বাবা ঠোঁট, তুমি কে বাবা? আর এ গরীবের কাছে কেন বাবা? ঠোঁট বার দুই খটাখট ক'রে, আমার অন্তর্ভেদ করে বল্লেন, প্রভু! আমি তোমায় পিঠে করব। কাঁপতে কাঁপতে বল্লুম, বাবা! সবই ত তোমার ই, পিঠ কোথায় বাবা? ঠোঁট প্রভু তখন বল্লেন, আমি আগে এসেছি, পিঠ পশ্চাতে আসছেন, পুচ্ছ এখনও অনেক দূরে নাড়া খাচ্ছেন। ক্রমে বুঝলুম স্বয়ং প্রভু গরুড়। আমি তো পিঠে উঠব না, গরুড় মহাপ্রভুও আমাকে ছাড়বেন না। আমার ত গলদ্ঘর্ম্ম, শেষে কোথা থেকে একটা লাল্‌চে লাল্‌চে কাল্‌চে কাল্‌চে শুঁড়—ভিজে কাপড়ে যেমন ইস্ত্রী ঘসে গো ঠাকুর, ভিজে কাপড়ে যেমন ইস্ত্রী ঘসে, তেমনি ক'রে আমার পিঠে ঘসতে লাগলো। এ কি বাবা, তুমি আবার কে? আমি গণেশ, তোমাকে সিদ্ধি দেবার জন্যে গায়ে হাত বুলুচ্ছি।

সোম। তোমার মেয়ে কি সুন্দরী?

দীন। আজ্ঞে, খায় দায় বেড়িয়ে বেড়ায়, সুন্দরী কিনা অত ঠাওর ক'রে দেখিনি। একটু খানি দাঁড়াও দেবতা! তা হ'লেই দেখতে পাবে।

সোম। তুমি কি জাত?

দীন। আজ্ঞে অম্বর বৈদ্য।

সোম। অম্বর-বৈদ্য!

দীন। আজ্ঞে, এক দেবতার সঙ্গে এ নিয়ে অনেক তর্ক হয়ে গেছে। দেবতা হার মেনে, এক চোঁচা দৌড়ে স্বীকার ক'রে গেছে যে, ধোপা শূদ্দুর নয়।

সোম। (প্রহারোদ্যত)—পাষণ্ড, বর্ব্বর শূদ্রাধম। আমার গায়ে ছায়া ঠেকালি, সমস্ত বস্ত্রাদি নষ্ট ক'রে দিলি! অঙ্গটাকে অপবিত্র করলি? দূর হ', দূর হ', সুমুখ থেকে দূর হ',—দুর্গা দুর্গা।

দীন। কোথায় আপনার চরণ নেই দেবতা? আমরা তার ধূলো, এখন ঝেড়ে ফেললে কোথায় যাই দয়াময়?

সোম। সর সর বেটা, নইলে মুণ্ডপাত করব, সর সর। (লাফাইতে লাফাইতে) তোর ছায়া আবার ঠেকে, আবার ঠেকে, ঠেকলো ঠেকলো! তবে রে বর্ব্বর! (পদাঘাত, দীনদাসের পিছাইয়া গমন) স্নান করি ত ভাল করেই করি। পাষণ্ড বেটা, নচ্ছার বেটা, এত বড় আস্পর্দ্ধা!

(অম্বিকার প্রবেশ)

অম্বিকা। বাবা, কোথায় গেলি? এই যে, এত বেলা করছিস্ কেন? বাবাঠাকুরের প্রসাদ পাবি না?—দে বাবা, পা বাড়িয়ে দে!—এ কি বাবা! মন্ত্র ভুলে গেলুম কেন? এ কি বাবা, তোর আজ শূদ্রের মূর্ত্তি কেন? অ্যাঁ অ্যাঁ, চণ্ডাল—চণ্ডাল! ও বাবা চণ্ডাল ছুঁয়েছিস?

দীন। (অম্বিকার মুখ চাপিয়া) চুপ—চুপ, পোড়ারমুখো মেয়ে! চুপ, দেবতা, দেবতা, প্রণাম কর।

অম্বিকা। দেবতা! (করযোড়ে) ঠাকুর! আপনার এ মূর্ত্তি কেন? ঠাকুর! গুরুদেবের কাছে শুনেছি ক্রোধ চণ্ডাল। যার হৃদয়ে প্রবেশ করে, সে চণ্ডালাধম। ঠাকুর! ক্রোধ সংবরন কর। এমন দুর্ল্লভ দেবতা-জন্ম পেয়ে চণ্ডাল হও কেন? নারায়ণ! ক্রোধ সংবরণ কর। ঠাকুর! তোমাদের কত ডেকেছি। এলে ত এত ক্রুদ্ধ হয়ে এলে কেন?

সোম। আর তো নেই জননী।

অম্বিকা। ক্রোধের ঘর তো রয়েছে, সে ঘর থাকলে ক্রোধ ফিরে আসতে কতক্ষণ?

সোম। অভিমান! অভিমান দূর হও, আর আমি ব্রাহ্মণ নই, চণ্ডালাধম।

অম্বিকা। তুমি নারায়ণ। ঠাকুর! আমি তোমায় চিনেছি, আর কেন ছলনা কর? ঠাকুর! আমায় রক্ষা কর। ভুলে গেছি, মন্ত্র ব'লে দাও। ঠাকুর! আমায় রক্ষা কর, তুমি যা ব'লে দিয়েছ, যা করতে উপদেশ দিয়েছ, তা ভুলে গেছি। দয়াময়! এই কন্যার প্রতি দয়া কর, পূজা না হ'লে ম'রে যাব। ব'লে দাও—এই উত্তপ্ত হস্তে ফুল শুকিয়ে যায়—শীঘ্র ব'লে দাও, পিতা কি, পিতা কে?

সোম। পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা[illegible] মস্তপঃ।

অম্বিকা। পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ [illegible] পরমন্তপঃ (পিতৃচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান)

(রাজার [illegible])

রাজা। পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা[illegible] মস্তপঃ।

দীন। না, এ পোড়ারমুখো মেয়ে অ[illegible] আর বাড়াভাত খেতে দিলে না। বাবা[illegible] তোমার কাছে মরণ আছে? থাকে ত[illegible] বাবা, পেটটা ভ'রে খাই। আমার পুঁ[illegible] সব ফুরিয়ে গেছে, থাপি পর্য্যন্ত বাড়ন্ত। কথা বলতে কি, বাবাঠাকুর! পোড়া মেয়ে যে কি অধর্ম্মের ভোগে পড়েছি,—দূর ছাই[illegible] কাছে থাকাটা ক্রমে দেখেছি কুপথ্যি হয়ে[illegible] (প্রস্থানোদ্যত) ওরে পোড়ারমুখো মেয়ে[illegible] নিষ্কৃতি দে।

অম্বিকা। তা হ'লে কি নিয়ে থাকব?

দীন। সে তুই খুঁজে নে। আমি আর ফুলের ভার সইতে পারি নে। ডাগর মেয়ে,[illegible] মীর ঘরে যা; আমাকে আর যন্ত্রণা দিস্ কে[illegible] রাজার বাড়ীর সিং দরজার থাম দুটো পারে বইবো সেও স্বীকার, তবু তোর ফুলের ভার সইব না। দেখ দেবতা! এ পোড়া মেয়ে কি নেশে মন্ত্র শিখেছে যে, দেবতা হ'য়ে হ'য়ে[illegible] পেয়ে গেলুম। তোমরা সব হতে পার, দয়া[illegible] কেউ নারায়ণ হও না দেবতা।

সোম। মা মা! কুমারি শক্তিময়ি![illegible] ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে, জাতি-অভিমানে, মদে আজীবন দাসত্বে এতকাল চণ্ডাল [illegible] বুঝি নি মা, আমি কে? এ সংসারে আমার [illegible] অধিকার? জ্ঞানময়ি! তোমার কৃপায় [illegible] আবার আমি ব্রাহ্মণ হ'লেম, তখন তুমি [illegible] শঙ্করী গৌরী গুরু—মা তোমায়—(প্রণামো[illegible]

(পতঞ্জলির প্রবেশ)

পত। কর কি, কর কি? জ্ঞানহীনা বা[illegible] ব্রাহ্মণ হ'য়ে তার সর্ব্বনাশ কর কেন?

সোম। কই আমি ব্রাহ্মণ প্রভু?

পত। যখন তুমি ছিলে না, তখন তো[illegible]

স্ত্র তীব্র তিরস্কারে, তোমার সহস্র অভিসম্পা-
ঃ বালিকার ভয়ের কোন কারণ ছিল না।
র তুমি মেঘমুক্ত প্রভাকর। তোমার অসহ্য
ঃ এ ননীর পুতুল সইতে পারবে কেন? শক্তির
কারী তুমি, শক্তিপূর্ণ তুমি, তোমার আর শক্তি
ণর প্রয়োজন কি? শক্তি রক্ষা কর, দেশ
াও।

রাজা। মা, মা! পিতৃব্রতে! পতিব্রতা
ত চাস ত তা দিতে পারি। সতী, তোর কন্যা-
ণ উত্তীর্ণ, পিতা ছেড়ে পতি-দেবতার আশ্রয়
ণ করবি কি মা? ব্রাহ্মণ! চিরকাল তোমাদের
দেশে চলে আসছি, তোমাদের আশীর্ব্বাদ দেব-
। আমার পুত্রবধূ হবে, ব্রাহ্মণের অমোঘ আশী-
দ বিশ্বাস ক'রে মায়ের আগমন-প্রত্যাশায়
কাশ-পানে চেয়েছিলেম, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ
গছে।

পত। ব্রাহ্মণ-বাক্য, আমার বাক্য, বেদ, চির
য। ব্রাহ্মণভক্ত মহাত্মন্! ব্রাহ্মণের বাক্য
ার জন্য, দেব-নন্দিনী আত্মহারা, তাড়াতাড়ি
সতে রজক চণ্ডালের গৃহে প্রবেশ ক'রেছিলেন।
ন-চক্ষে চেয়ে দেখ, দীনদাস রজক নয়—নারা-
। অম্বিকা রজকী নয়, দেব-নন্দিনী—তোমার
বধূ। এখন আসুন মহারাজ, আমার আশ্রমে
সুন। আজ শিবশক্তি সমন্বয় ক'রে আপনাকে
চকৃতার্থ করি। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে—আমার
ণের প্রাণ আর্য্য সন্তানকে সব দিয়েছি, কিন্তু
ই সে সবের মর্য্যাদা রইল না। মা আমার
জার ঘরে গিয়ে বিলাসিনী, ব্রাহ্মণের ঘরে অহ-
তা গর্ব্বিতা অভিমানিনী, কিন্তু এই নীচ অনার্য্য
ক চণ্ডালের ঘরে মা আমার কার্য্যকরী শক্তি।
শক্তিকে আশ্রয় কর। আর ঘৃণা রেখ না।

রাজা। তুমি এ অন্ধকারময় পথ দিয়ে আসতে
র, এই পঙ্কিল জলে ফুটতে পার, তা ত জানতেম
। দর্পহারিণি! দর্প চূর্ণ হয়েছে। এস মা
লক্ষ্মি! চির আকিঞ্চনের ধন ঘরে এস।

শেষাঙ্ক।

অম্বিকা ও সোমস্বামী।

সোম। আহা কি সুন্দর স্থান! এ কোথায়
লেম জননি?

মর্ত্ত্যের গায়ে ঢ'লে পড়ছেন। মায়ের নাম ক'রে
গা ভাসান দিয়েছ, মা উজান ব'য়ে তোমাকে
এখানে রেখে গেছেন। মানুষ পশুর ন্যায় বনে
বনে ঘুরত। ব্রাহ্মণ! তুমিই তাকে সংসারের
ছবি দেখিয়ে, স্ত্রীপুত্র দিয়ে গৃহবাসী করিয়েছ, তাই
তোমার বাসের জন্য অতি যত্নে বিশ্বকর্ম্মা এই স্থান
রচনা করেছেন!

(অপরাজিতা ও পুরন্দরের প্রবেশ)

পুর। পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরম-
স্তপঃ। পিতৃদত্ত শক্তি, সাধনার ধন, জীবনের
কামনা, কোথায় তুমি? আর যে চলতে পারি
না মা।

অপ। আর চলতে হবে না।

পুর। আহা এ কি! এ কি অপরাজিতা?

অপ। গুরু-মন্দির।

পুর। গুরু-মন্দির! গুরু-মন্দির এত শোভাময়!

অপ। এত শোভাময়! আর ওই শোভাময়ী,
এই সুন্দর দেববাঞ্ছিত আশ্রমের সকল বিভূতির
ঈশ্বরী, পিতৃসাধনার গুরুদত্ত ফল।

অম্বিকা। আর এই ঠাকুর সেই বিশ্বকর্ম্মা-
রচিত গুরুর আশীর্ব্বাদি ফুল;—তুমি যে মন্ত্র ব'লে
দিয়েছিলে, এই তার দক্ষিণা।

সোম। আর কেন সখা! এস আমরা
ভগবানের আশীর্ব্বাদে এ মহানন্দের আনন্দ প্রদান
করি।

(অম্বিকা ও অপরাজিতার গীত)

বনের পাখী বনে থাকে, আকাশে ছড়ায়
প্রাণের গান।
কেউ গ'লে যায়, কেউ বা ঘুমায়,
কেউ বা ধরে বাণ॥
পাখীর সনে কেউ বা রয় বনে,
কেউ ধ'রে তায়, পূরে খাঁচায় আনে ভবনে।
পাখীর নাইকো অভিমান,
খাঁচায় গাছে সমান নাচে সমান ধরে তান॥

পট পরিবর্ত্তন।

(অপ্সরাগণের গীত।)

চিনে লও আপন আপন মিলে যাও ভালবেসে
কেন হে হও জ্বালাতন ঝরে নয়ন হেথা এসে॥
তুমি আমার পানে চাও,
আমি তোমার পানে চাই,
তুমি মুখ ফিরিয়ে চলে গেলে আমিও মুখ ফিরাই।

এত ফেরাফিরি নয় ভাল হে,
হাত ধরাধরি চলি চল হে,
হরি হরি মুখে বল হে,
মনের মতন নাও হেসে।
হাসিলেও যদি আঁখি ভাসে
কেন বিরস বদন রও ব'সে॥

যবনিকা-পতন